সামবেদ-সংহিতা।

পবমানাদি পর্ব্ব।

(৪১)

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

হাওড়া-নগরস্থে

"পৃথিবীর-ইতিহাস"-মুদ্রা-যন্ত্রে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকে—ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরং॥ ৬॥

* * *

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
গোবিৎ পবস্ব বসুবিদ্ধিরণ্যবিদ্রেতোধা

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দো ভুবনেষর্পিতঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩
ত্বꣳ সুবীরো অসি সোম বিশ্ববিত্তং ত্বা

২৩ ১২ ৩ ১র ২র
নর উপ গিরেম আসতে ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'গোবিৎ' (গবাং লম্ভকঃ, জ্ঞানপ্রাপকঃ) 'বসুবিৎ' (ধনস্য লম্ভকঃ, পরমধনদাতা) 'হিরণ্যবিৎ' (হিতরমণীয়স্য লম্ভকঃ, পরমকল্যাণদায়কঃ) 'রেতোধাঃ' (বীর্য্যবান্ যদ্বা বিশ্বোৎপাদকঃ) ত্বং 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব); 'ভুবনেষু' (সর্ব্বলোকে বিশ্বে) 'অর্পিতঃ' (বিসৃতঃ) বিশ্বব্যাপকঃ ইত্যর্থঃ 'ত্বং' 'সুবীরঃ' (শোভনবীর্য্যোপেতঃ,

সর্ব্বশক্তিমান্) তথা 'বিশ্ববিৎ' (সর্ব্বস্য বেত্তা, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'অসি' (ভবসি); 'সোম (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'তং' (প্রসিদ্ধং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ইমে' (সর্ব্বে) 'নরাঃ' (সৎকর্ম্মনেতারঃ সাধকাঃ) 'গিরা' (স্তুত্যা, প্রার্থনয়া) 'উপাসতে' (আরাধয়ন্তি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমধনপ্রাপকং কল্যাণদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং বয়ং লভেম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্ঞানপ্রাপক, পরমধনদাতা, পরমকল্যাণদায়ক বিশ্বোৎপাদক আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; বিশ্বব্যাপক আপনি সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বজ্ঞ হয়েন; হে শুদ্ধসত্ত্ব! প্রসিদ্ধ আপনাকে সকল সাধক প্রার্থনা দ্বারা আরাধনা করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমধনপ্রাপক কল্যাণদায়ক শুদ্ধসত্ত্বকে আমরা যেন লাভ করিতে পারি।)। (৬অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! ত্বং 'পবস্ব' ক্ষর। কীদৃশস্ত্বং? 'গোবিৎ' গবাং লম্ভকঃ, 'বসুবিৎ' ধনানাং লম্ভকঃ, 'হিরণ্যবিৎ' হিরণ্যস্য লম্ভকঃ, 'রেতোধাঃ' রেতউদকং তস্য ধাতোবধীনাং যদ্বা রেতঃ প্রজনন-সামর্থ্যং তস্য ধারয়িতা 'ভুবনেষু' উদকেষু 'অর্পিতঃ'; ভো সোম! কীদৃশস্ত্বং 'সুবীরোহসি' শোভনবীর্য্যোহসি ভবসীতি, 'বিশ্ববিৎ' সর্ব্বস্য বেত্তাসি। যস্মাদেবং তস্মাৎ তাদৃশং 'ত্বা' ত্বাং 'ইমে' 'নরঃ' নেতারঃ 'গিরা' স্তুত্যা 'উপাসতে'॥ 'নরঃ'—'বিপ্রাঃ'-ইতি পাঠৌ। (৬অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (৯৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

'সোম' ও 'ইন্দো' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা ভিন্ন অন্য কোনও পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য ঘটে নাই। 'গোবিৎ' পদে ভাষ্যকার অর্থ 'গরুদানকারী' অর্থ করিয়াছেন। ভাষ্যানুযায়ী একটী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—" সোম! তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যেন আমরা গাভী, অশ্ব ও সুবর্ণ লাভ করি। তুমি ত্রিভুবনে গর্ভাধানকারী জনকের স্বরূপ সংস্থাপিত আছ। হে সোম! তুমি বিশ্বব্যাপী তোমার প্রসাদে লোকবল পাওয়া যায়। তোমাকে এতাদৃশ জানিয়া বিদ্বানগণ বি

বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক তোমার উপাসনা করিতেছে।" উক্ত অনুবাদ বহুপরিমাণে ভাষ্যানুসারী হইলে ও মূলমন্ত্রের শক্তি উহাতে অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

কিন্তু সমস্যা এই যে,-সোমরস সম্বন্ধে এত বড় বড় বিশেষণের সার্থকতা কোথায়? সোম মানুষকে কিরূপে গরু ঘোড়া দিতে পারে তাহা আমরা অনুমান করিতেও অসমর্থ। শুধু তাই নয়, সোম সর্ব্বজ্ঞঃ, বিশ্বের উৎপাদক! তাই আমরা যতই আলোচনা করিতেছি, ততই দেখিতেছি যে 'সোম' বলিতে 'সোমরস' নামক মাদকদ্রব্য তো বুঝায়ই না, অধিকন্তু উহাদ্বারা স্বর্গীয় অসীমশক্তিসম্পন্ন কোন বস্তুকে লক্ষ্য করে। এই সমগ্র মন্ত্রটীই সোমের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে পরিপূর্ণ। সাধকগণ এই 'সোমের' নিকট প্রার্থনাও করেন। সুতরাং সোম বলিতে ভগবৎ-শক্তি শুদ্ধসত্ত্বকেই যে লক্ষ্য করে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আমরা এই দৃষ্টিতেই মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৬অ-১খ-১সূ-১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ত্বং নৃচক্ষা অসি সোম বিশ্বতঃ

১ ২ ৩ ১র ২র
পবমান বৃষভ তা বি ধাবসি।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
স নঃ পবস্ব বসুমদ্ধিরণ্যবদ্বয়ং

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স্যাম ভুবনেষু জীবসে ॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'ত্বং' 'নৃচক্ষা' (নৃণাং দ্রষ্টা, সর্ব্বলোকানাং প্রার্থনীয়ঃ, আরাধনীয়ঃ) 'অসি' (ভবসি); 'পবমান' (পবিত্রকারক) 'বৃষভ' (অভীষ্টবর্ষক হে দেব!) ত্বং 'তা' (তান, পরমধনানি ইত্যর্থঃ) 'বি ধাবসি' (বিশেষেণ গচ্ছসি, বিশেষেণ প্রযচ্ছসি); 'সঃ' (সঃ, ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'হিরণ্যবৎ' (হিতরমণীয়ং, কল্যাণযুতং) 'বসুমৎ' (ধনযুতং-পরমধনং ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, প্রযচ্ছ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের ঊনচত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ইত্যর্থঃ); 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 'ভুবনেষু' (ত্রিভুবনেষু, বিশ্বে) 'জীবসে' (জীবনায়, সৎকর্ম্মসম্পাদনায়) 'স্যাম' (ভবেম) সর্ব্বত্রৈব সৎকর্ম্মসাধকাঃ ভবেম ইত্যর্থঃ। নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবসম্পন্নাঃ সন্তঃ বয়ং সৎকর্ম্মসাধকাঃ ভবেম – ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৬অ—১খ-১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সর্ব্বলোকের আরাধনীয় হয়েন; পবিত্রকারক অভীষ্টবর্ষক হে দেব! আপনি পরমধন বিশেষভাবে প্রদান করেন; আপনি আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে কল্যাণযুক্ত পরমধন প্রদান করুন; প্রার্থনাকারী আমরা যেন বিশ্বে সৎকর্ম্মসাধনের জন্য হই অর্থাৎ সর্ব্বত্র যেন সৎকর্ম্মসাধক হই। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবসম্পন্ন হইয়া আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধক হইতে পারি।)॥ (৬অ—১খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! ত্বং 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ সর্ব্বেষু 'ভুবনেষু' 'নৃচক্ষা অসি' নৃণাং দ্রষ্টা ভবসি। হে 'পবমান' পুনান সোম! 'বৃষভ' অপাং বর্ষক! 'বারা' অপঃ 'বি ধাবসি' বিবিধং গচ্ছসি, স ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'পবস্ব' ক্ষর কিঞ্চ 'বসুমৎ' বহুভির্ব্বসুভির্গবাদিভিরশ্বৈর্গবাদি-দ্রব্যৈর্যুক্তং, তথা 'হিরণ্যবৎ' বহুভিঃ হিরণ্যৈর্যুক্তং ধনং। বয়ঞ্চ বসুভির্হিরণ্যৈশ্চ যুক্তাঃ 'ভুবনেষু' লোকেষু 'জীবসে' জীবিতুং প্রভবঃ 'স্যাম' ভবেম। (৬অ—১খ-১সূ-২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৯৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

এই মন্ত্রটী চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম দুই অংশে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা প্রখ্যাত হইয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে ক্ষরণশীল সোম! নরজাতির প্রতি তোমার কৃপাদৃষ্টি। তুমি রস-বৃষ্টি করিয়া থাক। তোমার রসময় তরঙ্গ তুমি চতুর্দ্দিকে চালাইয়া দিয়া থাক। অতএব তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও যে, আমরা যেন অর্থ ও সুবর্ণ লাভ করি। যেন ত্রিভুবনে আমরা নিরুপদ্রবে কালক্ষেপ করি।"

এই মন্ত্রান্তর্গত অনেক পদই পূর্ব্বমন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। 'জীবসে' পদের অর্থ 'জীবন লাভের জন্য'। এ সম্বন্ধেও পূর্ব্বে অনেকস্থলে আলোচনা করা হইয়াছে। কর্ম্মদ্বারাই জীবনের পরিমাণ নিরূপিত হয়। যাঁহার জীবন যত সৎকর্ম্মময় তিনিই তত দীর্ঘজীবী।

আর যে অসার কাজে, অপকর্ম্মে হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকে, তাহার জীবন এক মুহূর্ত বলিয়াও গণনা করা যায় না। তাই 'জীবসে' পদে সেই সার্থকজীবনের জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমরা এই দৃষ্টিতেই উক্ত পদে 'সৎকর্ম্মসম্পাদনীয়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। (৬অ-১খ-১সূ-২সা)।০

— * —

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ঈশান ইমা ভুবনানি ঈয়স
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
যুজান ইন্দো হরিতঃ সুপর্ণ্যঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
তাস্তে ক্ষরন্তু মধুমদ্ ঘৃতং পয়স্তব
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ব্রতে সোম তিষ্ঠন্তু কৃষ্টয়ঃ ॥ ৩ ॥
* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'হরিতঃ' (পাপহারকানি) 'সুপর্ণ্যঃ' (শোভনপতনশীলানি, ঊর্দ্ধগমনশীলানি - ভক্তিজ্ঞানাদীনি ইতি যাবৎ) তৈঃ সহ ইত্যর্থঃ 'যুজানঃ' (যুক্তঃ) 'ঈশানঃ' (সর্ব্বস্য স্বামী, বিশ্বপতিঃ) ত্বং 'ইমা' (ইমানি, সর্ব্বাণি) 'ভুবনানি' (সমগ্রং বিশ্বং ইত্যর্থঃ) 'ঈয়সে' (গচ্ছসি, প্রাপ্নোষি, ব্যাপ্নোষি); 'তাঃ' (জ্ঞানভক্ত্যাদয়ঃ) 'তে' (তব সম্বন্ধিনং) 'মধুমৎ' (মাধুর্য্যোপেতং, মধুরং) 'ঘৃতং' (দীপ্তং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'পয়ঃ' (অমৃতং) 'ক্ষরন্তু' (অস্মভ্যং প্রযচ্ছন্তু); 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'তব' (তব সম্বন্ধিনি) 'ব্রতে' (সৎকর্ম্মণি) 'কৃষ্টয়ঃ' (সর্ব্বে মনুষ্যাঃ) 'তিষ্ঠন্তু' (নিযুক্তাঃ ভবন্তু)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বিশ্বাস্মিন্ সর্ব্বে লোকাঃ সৎভাবসমন্বিতাঃ ভবন্তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ-১খ-১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পাপহারক ঊর্দ্ধগমনশীল ভক্তিজ্ঞানাদি অর্থাৎ তাহাদের সহিত যুক্ত বিশ্বপতি আপনি সকল ভুবনকে অর্থাৎ সমগ্র

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের অষ্টত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বিশ্বকে প্রাপ্ত হয়েন, ব্যাপ্ত করেন; জ্ঞানভক্ত্যাদি আপনার সম্বন্ধীয় মধুর জ্যোতির্ম্ময় অমৃত আমাদিগকে প্রদান করুক; হে শুদ্ধসত্ত্ব তোমার সম্বন্ধীয় সৎকর্ম্মে সকল মানুষ নিযুক্ত হউক। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যপ্রখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—বিশ্ববাসী সকল লোক সত্ত্বভাবসমন্বিত হউক।)। (৬অ—১খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'ঈশানঃ' সর্ব্বস্য স্বামী ত্বং 'ইমা' ইমানি 'ভুবনানি' ভূতজাতানি 'ঈয়সে' গচ্ছসি। ঈঙ গতৌ (দি০ আ০), 'দিবাদিভ্যঃ শ্যন্ (৩।১।৬৯)'—ইতি শ্যন্। কিং কুর্ব্বন্? 'হরিতঃ' হরিতবর্ণাঃ 'সুপর্ণাঃ' সুপতনাস্ত্রাখ্যা রথে 'যুঞ্জানঃ' যোজয়ন, 'তাঃ' সুপর্ণাঃ 'তে' তব সম্বন্ধিন্যঃ 'মধুমৎ' মাধুর্য্যোপেতং 'ঘৃতং' দীপ্তং 'পয়ঃ' উদকং 'ক্ষরন্তু'। হে সোম! তব 'ব্রতে' কর্ম্মণি তিষ্ঠন্তু 'কৃষ্টয়ঃ' মনুষ্যাঃ সর্ব্বে॥ 'ঈয়সে'—'যীয়সে'—ইতি পাঠৌ॥

তৃতীয় (৯৫৭) সামের বিশদার্থ।

——:•:——

প্রথমেই মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সোম! তুমি উজ্জ্বল ও পক্ষযুক্ত ঘোটকী যুতিয়া প্রভুর ন্যায় বিশ্বভুবনে গতিবিধি কর। সেই ঘোটকীরা যেন ঘৃত দুগ্ধ মধু আহরণ করিয়া দেয়। হে সোম! মনুষ্যগণ যেন তোমার কার্য্য সিদ্ধ করিতেই ব্যাপৃত থাকে।" মন্ত্রে 'হরিতঃ' এবং 'সুপর্ণাঃ' দুইটী পদ আছে। উক্ত পদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে 'উজ্জ্বল' এবং 'পক্ষযুক্ত (ঘোটকী)'। কিন্তু 'হরিতঃ' পদে 'হরিতবর্ণাঃ' অর্থ করিয়াছেন। প্রচলিত ভাষ্যানুসারে হরিৎবর্ণ অশ্বের অধিকারী ইন্দ্র। এখন দেখিতেছি,—সোমের ঐরূপ বহু ('হরিতঃ'—বহুবচন) অশ্ব আছে। শুধু তাই নয়, তাহাদের পাখাও আছে এবং তাহাদের আরোহী সোম 'প্রভুর ন্যায়' বিশ্বভুবন পরিভ্রমণ করেন। সুতরাং প্রচলিত ব্যাখ্যাদির বর্ণনানুসারে ইহাই অনুমিত হয় যে 'সোম' শব্দে সোমরস-নামক মাদকদ্রব্য ব্যতীত অন্য কোনও স্বর্গীয় বস্তু বুঝায়। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ এই কথাটা মোটেই পরিষ্কার করিতে পারেন নাই যে, সোমরস নামক তরল মাদকদ্রব্য সম্বন্ধে বৈদিক এতগুলি বড় বড় বিশেষণ কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে. অথবা এই প্রয়োগের সার্থকতা কোথায়। সুতরাং বলিতে হয় 'সোম' কোন পার্থিব মাদক-দ্রব্য নয়, উহার প্রকৃতস্বরূপ—পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব। যাহা মানুষকে চরম আনন্দ দেয়, যাহা মানুষকে দেবতা করে, যাহা মানুষের পাপ হরণ করে,—সেই পরমবস্তু শুদ্ধসত্ত্বের মহিমাই বর্ত্তমান মন্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। (৬অ—১খ—১সূ—৩সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের সপ্তত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

৪র ৩ ৪ ৩৪র ৩২ ৩ ১ ১ ১ ১ ৩র ২
১। গোবিৎপবস্বনস্বসুবিদ্বির। প্যাবায়িং। পাবা ২৩৪৫ য়িং। রেতো ৩১২৩৪।

২র র র ১২ ১২॥ ৩২ ২ র র র
ধাইন্দোভুবনেষ। পিতাঃপিতাঃ। ভুবা ৩১২৩৪ম্। স্বুবীরোঅসিসোমবি।

১২ ১২॥ ৩২ ২ রA ৩২ ৪
শ্ববায়িদ্ধ্‌বায়িং। তম্বা ৩১২৩৪। নরউপগিরে। মস্বা ৩সা ৫

৩৪৩৫র ৩৪র৫ ৩২ ৩ ১ ১ ১ ১
তা ৬৫৬য়ি॥ (১) ত্বমূচক্ষাঅসিসোমবি। শ্বতাঃ। শ্বতা ২৩৪৫ঃ।

৩২ ২র র র ১২ ১২॥ ৩২
পবা ৩১২৩৪. মানবৃষস্তাবিদা। বদাম্নিবদায়ি। সনা ৩১২৩৪ঃ।

২ ১২ ১২॥ ৩২ ২র রA ৩২
পবস্বনস্বমদ্বির। প্যাবাপ্যবাং। বয়া ৩১২৩৪ ম্। স্থামভুবনে। যুজা ৩

৪ ৪ররর৩৪৩র ৪৫র র ৩২ ৩ ১ ১ ১ ১
য়িবা ৫ সা ৬৫৬য়ি। (২) ঈশানইমাভুবনানিঙ্। য়দায়ি। য়দা ২৩৪৫

৩২ ২ র ১২ ১২॥ ৩র ২
য়ি। যুজা ৩১২৩৪। নইন্দোহরিতঃসুপ। পিয়াপিয়াঃ। তাস্তা ২১২৩৪

২ ১২ ১২॥ ৩২ ২ র র ॥
য়ি। ক্ষরস্তমধুমস্তুতম্। পয়াঃপয়াঃ। তবা ৩১২৩৪। ব্রতেসোমতিষ্ঠ।

৩২ ৪
ভুস্বা ৩ ষ্টা ৫ য়া ৬৫৬ঃ (৩)॥

* * *

২র১ ২ ১২১ ২ ১ ২র ১
২। গোবিৎপবস্বস্বসুবায়িং। হা ২৩ য়িয়া। প্যাবিস্রেতো ৩ আউবা ২৩।

২র০২ র১ র ২ ১ ২ ২ র২
ধাইয়া। দোভুবনেষুবাপিয়িতাঃ। ত্ব৬সৌ ৩ হো। বায়িরোঅদা ৩১

২র৩২ ১ ২ — ১ ২ ১
উবা ২৩। সোমদা। বিশ্ববিস্তুয়ানা ১ য়া ২ঃ। উয়ো ৩ হো। গায়ি-

র২ ২ ২২২ ১২১ র ২ ১
রেমদা ৩১ উবা ২৩। এ ৩। নস্তদা ৩২॥ (১) ত্বমূচক্ষাঅসিসো।

২ ১ ২ ২রল৩২ ১র ৪ ২
মা ২ ৩ থাহি। খাতঃপবা ৩ ১ উবা ২ ৩। মানআ। বৃষভন্তাবিধাবামাযি।

১ ৪ ২ ১ ২ ২৩২ ১ ২ —
সনৌ ৩ হো। পাবস্থবা ৩ ১ উবা ২ ৩। মুমদা। হিরণ্যবন্নাও স্তা ২ যা ২।

১ ৪ ২ ১ ২ ২ ২৩২
ভুবৌ ৩ হো। নারিবুজা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। বসআ ৩ ২। (১)

২রর ১২১র ২১ ২ ১ র ২ ২র৩২
ঈশানইমাভুবনা। না ২ ৩ ঈ। য়াসেযুজা ৩ ১ উবা ২ ৩। নাইযা।

র ১ ২ ২র ৪ ১ ২ ২৩২
দোহরিতঃসুপার্ণায়াঃ। তাস্তো ৩ হো। ক্ষারন্তুমা ৩ ১ উবা ২ ৩। মুমদা।

১ ২ — ১র ৪ ২ ১ ২
স্বভস্পয়স্তবাত্রা ১ তা ২ য়ি। সোমৌ ৩ হো। তারিষ্ঠস্তকা ৩ ১

২ ২৩২
উবা ২ ৩। এ ৩। ইরআ ৩ ২ (৩)। ১.২।৩।০

প্রথমং সাম।

১২ ৩ ২ ৩ ১২
পবমানস্য বিশ্ববিৎ প্র তে সর্গা অসৃক্ষত।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সূর্য্যস্যেব ন রশ্ময়ঃ ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্ববিৎ' (বিশ্বস্য দ্রষ্টঃ, সর্ব্বদর্শিন্ হে দেব!) 'সূর্য্যস্যেব রশ্ময়ঃ' (সূর্য্যঃ যথা কিরণং বিতরতি যথা জ্ঞানদেবঃ যথা জ্ঞানকিরণান্ বিস্ফুরতি, বিতরতি তদ্বৎ) 'পবমানস্য' (পবিত্রকারকস্য) 'তে' (তব) 'সর্গাঃ' (ধারাঃ, অমৃতপ্রবাহাঃ) 'ন' (সাম্প্রতং নিত্যকালং) 'প্রাসৃক্ষত' (ক্ষরন্তু—অবতরন্তু ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং জ্ঞানযুতং অমৃতং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ—১৪—২দ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "হিরণ্যবর্ণসোমোত্তরম্" এবং (২) "শ্যৈনম।"

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বদর্শিন্ হে দেব! সূর্য্য যেরূপ কিরণ বিতরণ করেন (অথবা জ্ঞানদেব যথা জ্ঞানকিরণ বিতরণ করেন) সেইরূপভাবে পবিত্রকারক আপনার অমৃতপ্রবাহ নিত্যকাল আমাদিগের জন্য ক্ষরিত হউক। মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে জ্ঞানযুত অমৃত প্রদান করুন। (৬অ—১খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বিশ্ববিৎ' বিশ্বস্য দ্রষ্টঃ সোম! 'পবমানস্য' ক্ষরতঃ 'তে' তব 'সর্গাঃ' সৃজ্যমানা ধারাঃ 'সূর্য্যস্যেব রশ্ময়ঃ' সূর্য্যস্য কিরণা ইব প্রকাশমানাঃ 'ন'—ইতি সম্প্রত্যর্থে। ইদানীং 'প্রাসৃক্ষত' প্রাসৃজ্যন্ত॥ (৬অ-১খ-২সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (৯৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের মধ্যে একটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে—'সূর্য্যস্যেব রশ্ময়ঃ' অর্থাৎ সূর্য্য যেরূপ পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিশেষে আপনার কিরণ দান করেন ঠিক সেইরূপ ভাবে যেন অজ্ঞান পাপী আমরাও ভগবানের করুণালাভ করি। আমাদের নিজের এমন কোন সুকৃতি নাই যদ্দ্বারা তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারি। কিন্তু তিনি তো জ্ঞানী অজ্ঞান, পাপীতাপী, ধনীনির্ধন-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি অযাচিতভাবে আপনার করুণাবারি বর্ষণ করেন! হাঁ, সেই ভরসাতেই তো তাঁহার দুয়ারে পাপীতাপী ভিখারীর বেশে উপস্থিত হয়, তাঁহার চরণে আপনাদের প্রার্থনা নিবেদন করে। তিনি পতিতপাবন বিশ্ববিধাতা বিশ্বের সকলই তাঁহার করুণালাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়। 'সূর্য্যস্যেব রশ্ময়ঃ' পদদ্বয়ের লক্ষ্য তাহাই। উক্ত উপমার অন্য অর্থ—আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মর্ম্মানুসারিণীতে দ্রষ্টব্য।

মন্ত্রান্তর্গত 'ন' পদে ভাষ্যকার 'সাম্প্রতং' অর্থাৎ 'এখন' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সে কখন, কোন সময়? অনন্তকাল ধরিয়া অনন্ত সাধক এই প্রার্থনা করিয়া আসিতেছেন এবং অনন্ত ভবিষ্যতেও করিবেন। তাই উক্ত পদে আমরা 'নিত্যকালং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বিশ্ববিৎ' পদে সর্ব্বজ্ঞ পরমদেবকে লক্ষ্য করে। বিশ্বকে যিনি জানেন তিনিই 'বিশ্ববিৎ'। জানা অর্থে দর্শন শব্দও ব্যবহৃত হয়, তাই 'বিশ্ববিৎ' পদে 'সর্ব্বদর্শিন্' অর্থ গৃহীত হইয়াছে॥ (৬অ-১খ-২সূ-১সা)॥ *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্ঠিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং -সাম।

৩ ২৩২ ৩২উ ৩ ১২ ৩১২
কেতুং কৃণ্বন্দিবস্পরি বিশ্বা রূপাভ্যর্ষসি।
৩ ১ ২
সমুদ্রঃ সোম পিন্বসে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) 'সমুদ্রঃ' (সমুদ্রবদসীম.) ত্বং 'কেতুং' (প্রজ্ঞানং) 'কৃণ্বন' (কৃত্বা, অস্মভ্যং প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বা রূপা' (বিশ্বানি রূপাণি, অস্মাকং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) 'অভ্যর্ষসি' (অভিপবসে, পবিত্রাণি কুরু ইত্যর্থঃ) তথা 'দিবস্পরি' (অন্তরিক্ষাৎ, দ্যুলোকাৎ) 'পিন্বসে' (পরমধনং প্রযচ্ছ—অস্মভ্যং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু -ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ—১খ—২সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সমুদ্রবৎ অসীম আপনি প্রজ্ঞান আমাদিগকে প্রদান করিয়া আমাদিগের সকল কর্ম্মকে পবিত্র করুন; এবং দ্যুলোক হইতে আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (৬অ—১খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'সমুদ্রঃ' সমুদ্দ্রবন্তি যস্মাদ্রসাঃ স সমুদ্রঃ স ত্বং 'কেতুং' প্রজ্ঞানং 'কৃণ্বন্' কুর্ব্বন্ অস্মাকং 'বিশ্বা রূপা' বিশ্বানি রূপাণি 'দিবঃ' অন্তরিক্ষাৎ 'অভ্যর্ষসি' অভি পবসে 'পিন্বসে' নানাবিধানি চ ধনানি অস্মভ্যং প্রযচ্ছসি। (৬অ - ১খ - ২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৯৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ : • : §——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই প্রার্থনা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আমাদের কৃত সমস্ত কর্ম্মকেই তাঁহার মঙ্গলময়ী শক্তি-প্রভাবে পবিত্র করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ অথবা কুপ্রবৃত্তির প্রাবল্যবশতঃ নানাবিধ অপকর্ম্ম কুকর্ম্ম করিয়া থাকি। যাহাতে আমরা এই অজ্ঞানতা ও কুপ্রবৃত্তির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি,

ভগবান্ যাহাতে আমাদিগকে এই সব রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া আমাদের কর্ম্মপরম্পরাকে পবিত্র করিয়া দেন, আমাদের অজ্ঞানতাজনিত অমঙ্গল হইতে যাহাতে পরম মঙ্গলের সমুদ্ভব হয় তাহার জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

পরমধনপ্রাপ্তির জন্য দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'পিন্বসে' পদের সাধারণ অর্থ 'প্রদান করুন' উহার সহিত 'দিবস্পরি' পদ সংযুক্ত হওয়ায় 'পরমধনং' কর্ম্মপদ অধ্যাহার সঙ্গত হইতেছে। স্বর্গ হইতে যাহা প্রদান করা হয় তাহা আমাদিগের পরম মঙ্গলদায়ক দিব্য বস্তু। তাই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—আমাদিগকে স্বর্গীয় পরমধন প্রদান করুন।

ভাষ্যের গৃহীত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার শব্দগত মিল থাকিলেও ভাবগত যথেষ্ট অনৈক্য আছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই,—"হে সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন তোমার ধারা সমস্ত যেন কিরণ-শ্রেণীর ন্যায় বাহির হইতে থাকে।" (৬অ—১খ—২সূ—২সা)। *

— • —

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
জজ্ঞানো বাচমিষ্যসি পবমান বিধর্ম্মণি।
১ ২ ৩ ১র ২র
ক্রন্দন্দেবো ন সূর্য্যঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক হে দেব!) 'বিধর্ম্মণি' (বিধারকে, অস্মাকং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'বাচং' (শব্দং, জ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'ইষ্যসি' (প্রেরয়, প্রযচ্ছ); 'সূর্য্যঃ ন দেবঃ' (জ্ঞানদেবতুল্যঃ পরমদেবঃ) ত্বং 'ক্রন্দন' (ধ্বননন, শব্দং কুর্ব্বন, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'জজ্ঞানঃ' (অস্মাকং হৃদি প্রাদুর্ভূতঃ ভব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরাজ্ঞানসমন্বিতং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ—১খ—২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে দেব! আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান প্রেরণ করুন; জ্ঞানদেবতুল্য পরমদেব আপনি জ্ঞান প্রদান করতঃ আমাদিগের হৃদয়ে

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্ঠিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রাদুর্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞানসমন্বিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)॥ (৬অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান' সোম ! 'দেবঃ ন সূর্য্যঃ' দ্যোতমানঃ সূর্য্যইব 'জজ্ঞানঃ' প্রাদুর্ভূতস্ত্বং 'বিধর্ম্মণি' বিধারকে দশাপবিত্রে 'ক্রন্দন' ধ্বনন্ 'বাচং' শব্দং 'ইয়র্ষি' প্রেরয়সি। 'জজ্ঞানঃ' —'তিষ্ঠানঃ'—ইতি পাঠৌ, 'ক্রন্দন্' 'অক্রান'—ইতি চ॥ (৬অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৯৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবানের নিকট জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর অর্থ ও ভাব সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা পরিস্ফুট হইবে। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সোম! যখন তোমার রস সূর্য্যদেবের ন্যায় পবিত্রের উপর আরোহণ করে, তখন তুমি সেই পথে প্রেরিত হইয়া শব্দ করিতে থাক।" এই অনুবাদের সহিত আমাদের অনুবাদ একত্র তুলনা করিলেই উভয়ের পার্থক্য বুঝা যাইবে।

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'বিধর্ম্মণি' পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ,—'বিধারকে' অর্থাৎ যাহাতে বিশেষরূপে ধারণ করা যায়; জ্ঞান ধারণ করিবার উপযুক্ত পাত্র হৃদয়; তাই উক্ত পদে আমরা হৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়াছি। 'বাচং' 'ক্রন্দন' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান মন্ত্রেও পদদ্বয়ের পূর্ব্ব অর্থের কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেই অধিগত হইবে॥ (৬অ—১খ—২সূ—৩সা)।*

—— * ——

প্রথমং সাম।

১ ২র ৩ ১২ ৩ ১২
প্র সোমাসো অধন্বিষুঃ পবমানাস ইন্দবঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২
শ্রীণানা অপ্সু বৃঞ্জতে ॥ ১ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের নবমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'পবমানাসঃ' (পবিত্রকারকাঃ) 'ইন্দবঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'প্রাধন্বিষুঃ' (প্রগচ্ছন্তি — সাধকানাং হৃদি ইতি শেষঃ); 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'অপ্সু' (অমৃতেষু, অমৃতপ্রবাহে) 'শ্রীণানাঃ' (মিশ্রিয়মাণাঃ, মিশ্রিতাঃ সন্তঃ) 'বৃজন্তে' (আগচ্ছন্তু, অস্মাকং হৃদি আবির্ভবন্তু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অমৃতপ্রাপকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ বয়ং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৬অ—১খ ৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের হৃদয়ে গমন করেন; শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতপ্রবাহে মিশ্রিত হইয়া আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব যেন আমরা লাভ করিতে পারি)। (৬অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'পবমানাসঃ' পূয়মানাঃ 'ইন্দবঃ' দীপ্তাঃ 'সোমাসঃ' সোমাঃ 'প্রাধন্বিষুঃ' ধন্বতির্গতিকর্ম্মা (নিঘ০ ২।১৪।৬৪) প্রগচ্ছন্তি কিঞ্চ 'শ্রীণানাঃ' গোভিঃ শ্রয়মাণাঃ 'অপ্সু' বসতীবরীষু 'বৃজন্তে' গচ্ছন্তি। ব্রজব্রজী গতৌ (ভা০, প০) সম্পৃচ্যন্তা ভবন্তীত্যর্থঃ। 'বৃজন্তে'—'মৃজন্ত'—ইতি পাঠৌ॥ (৬অ—১খ—৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (৯৬১) সামের মর্ম্মার্থ ।

———:•:———

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, এবং শেষাংশে আছে শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য প্রার্থনা।

ভাষ্যকার 'ইন্দবঃ' পদে 'দীপ্তাঃ' প্রতিশব্দ গ্রহণ করিয়াছেন, সাধারণতঃ প্রচলিত ব্যাখ্যাতেও 'ইন্দুঃ' পদে 'বিশুদ্ধ সোমঃ' অর্থ গৃহীত হয়। আমরা সাধারণতঃ উক্ত পদে 'বিশুদ্ধঃ' 'বিশুদ্ধসত্ত্বভাবঃ' অর্থই গ্রহণ করি। মন্ত্রেও উক্ত পদের ব্যবহার সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়ম আছে বলিয়া মনে হয় না। কোনও স্থলে কেবলমাত্র সত্ত্বভাব বুঝাইতে উক্ত পদের ব্যবহার হইয়াছে, কোনও স্থলে বা উক্ত পদ সত্ত্বভাবের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং এই পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমরা মন্ত্রেরই অনুসরণ করিয়াছি।

'অপ্সু' পদের ব্যাখ্যায় আমরা যথাপূর্ব্ব 'অমৃতেষু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে 'অপ্সু শ্রীণানাঃ' পদদ্বয়ের অর্থ দাঁড়ায়,—'অমৃতের সহিত মিশ্রিত' অর্থাৎ অমৃতযুক্ত অথবা অমৃতপ্রাপক। ভাষ্যাদিতে—'সোম' অর্থে 'সোমরসকে' গ্রহণ করা হইয়াছে।

তাই 'অপ্সু' শব্দের অর্থ করিতে হইয়াছে—'বসতীবরী জল'। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—'সোম সকল শোধিত ও দীপ্ত হইয়া গমন করিতেছেন এবং মিশ্রিত হইয়া জলমধ্যে মার্জ্জিত হইতেছেন।" ভাষ্যের সহিতও এই ব্যাখ্যার অনেকাংশে ঐক্য নাই। যাহা হউক আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে বিবৃত হইয়াছে। (৬অ—১খ—৩সূ—১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অভি গাবো অধন্বিষুরাপো ন প্রবতা যতীঃ।

৩ ১র ২র
পুনানা ইন্দ্রমাশত ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আপঃ ন গাবঃ' (অমৃতপ্রবাহতুল্যাঃ জ্ঞানকিরণাঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, সাধকহৃদয়ং ইতি যাবৎ) 'অধন্বিষুঃ' (গচ্ছন্তি); 'প্রবতা' (প্রবণবতা দেশেন, নম্রহৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'যতীঃ' (গচ্ছন্ত্যঃ, গমনকারিণঃ) 'পুনানাঃ' (পবিত্রকারকাঃ—শুদ্ধসত্ত্বাঃ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রং' (বলাধিপতিদেবং) 'আশত' (প্রাপ্নুবন্তি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। নম্রহৃদয়ঃ সাধকঃ পরাজ্ঞানেন তথা শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবন্তং লভতে ইতি ভাবঃ। (৬অ-১খ-৩সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতপ্রবাহতুল্য জ্ঞানকিরণ সাধকহৃদয়কে অভিলক্ষ্য করিয়া গমন করে; নম্রহৃদয়ে গমনকারী পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব বলাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—নম্র-হৃদয় সাধক পরাজ্ঞান এবং শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে লাভ করেন।)। (৬অ—১খ—৩সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুর্ব্বিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গাবঃ' গমনশীলাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'অভি অধন্বিষুঃ' দশাপবিত্রমভিজগ্মুঃ। কিঞ্চ 'প্রবতা' প্রবণবতা দেশেন 'যতীঃ' গচ্ছন্ত্যঃ 'আপঃ ন' আপইব, পশ্চাৎ 'পুনানাঃ' 'ইন্দ্রং' শ্রীণয়িতুং 'আশত' ব্যাপ্নুবন্। (৬ম—১খ--৩প্র - ২সা)।

* • *

দ্বিতীয় (৯৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রচলিত ভাষ্যাদির সহিত আমাদের যথেষ্ট অনৈক্য লক্ষিত হইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে, বিশেষভাবে ভাষ্যে, পরিগৃহীত কয়েকটী পদের আলোচনা করা প্রয়োজন।

'গাবঃ' পদের প্রচলিত অর্থ 'গরু'। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে 'গাবঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে—'গমনশীলাঃ' অর্থাৎ গমন করাই যাহাদের স্বভাব। বিবরণকার উক্ত পদে অর্থ করিয়াছেন,—'আদিত্যরশ্মি'—কিরণ। এই অর্থের সহিত আমাদের ব্যাখ্যার কতকটা সাদৃশ্য আছে। 'প্রবতা' পদে নিম্নদেশ অর্থ গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু এখানে নিম্নদেশ বলায় কোন অর্থ-সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। নম্র-হৃদয়কেই এই পদে লক্ষ্য করে। নম্র-হৃদয়ই ভগবৎকৃপা লাভ করিতে সমর্থ, সেই হৃদয়েই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের আবির্ভাব হয়।

সাধকগণই আপনাদের সাধনপ্রভাবে পরাজ্ঞানের অধিকারী হয়েন। হৃদয়ে পরাজ্ঞানের উপজন হইলেই মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয়েন। তাঁহার হৃদয়-মন ভগবানের চরণাভিমুখে ছুটে—অবশেষে তাঁহার চরণে চরম আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ করে। মন্ত্রে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (৬ম - ১খ - ৩প্র ২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

১　২　৩　১র　২র ৩　১ ২
প্র পবমান ধন্বসি সোমেন্দ্রায় মাদনঃ।
১ ২ ৩ ১র　২র
নৃভির্যতো বি নীয়সে ॥ ৩ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক) 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'মাদনঃ' (মাদয়িতা, পরমানন্দদায়ক) ত্বং 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবং, ভগবন্তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্রধন্বসি' (প্রগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুর্বিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

আবির্ভব) 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সাধকৈঃ ইত্যর্থঃ) 'যতঃ' (সংযতঃ, বিশুদ্ধীকৃতঃ সন্) ত্বং 'বি নীয়সে' (উৎপন্নঃ ভবসি—তেষাং হৃদি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ,—সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে; বয়মপি ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে শুদ্ধসত্ত্বং লভেম। (৬অ-১খ-৩সূ-৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরমানন্দদায়ক আপনি ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; সৎকর্ম্মনেতা অর্থাৎ সাধকগণ কর্তৃক বিশুদ্ধীকৃত হইয়া আপনি তাঁহাদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন, আমরাও যেন ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।) (৬অ—১খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান' সোম! 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রস্য 'মাদনঃ' মাদয়িতা ত্বং 'প্রধন্বসি' প্রগচ্ছসি পবিত্রং। অদেবাহ—'নৃভিঃ' নেতৃভিঋর্ত্বিগ্‌ভিঃ 'যতঃ' গৃহীতঃ 'বিনীয়সে' হবির্দ্ধানাৎ ॥ 'মাদনঃ'—'পাতবে' ইতি পাঠৌ ॥ (৬অ-১খ ৩সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৯৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ ៖*៖ §——

পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে লাভ করিবার জন্য মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। সাধকগণ তাঁহাদের সাধনাপ্রভাবে মোক্ষ সাধক শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে লাভ করেন—মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

ভাষ্যাদির সহিত আমাদের ব্যাখ্যার শব্দগত ঐক্য থাকিলেও ভাবগত সাদৃশ্য মোটেই নাই। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে শোধিত সোম! মনুষ্যগণ তোমাকে যেখান হইতে লইয়া যাইতেছে, তুমি সেইখান হইতে ইন্দ্রের পানার্থ গমন করিতেছ।" চতুর্থ্যন্ত 'ইন্দ্রায়' পদে ভাষ্যকার 'ইন্দ্রের জন্য' অর্থাৎ ইন্দ্রের পানের জন্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'ইন্দ্রায়' পদে 'ভগবৎপ্রাপ্তয়ে' অর্থেই মন্ত্রের সঙ্গতি লক্ষিত হয়।

মন্ত্রান্তর্গত একটী পদ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, তাহা 'নৃভিঃ'। যাঁহারা সৎকর্ম্ম-পরায়ণ, তাঁহারাই পরমধন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারেন, সৎকর্ম্মের দ্বারাই হৃদয় পবিত্র হয়, মনের ধারণাশক্তি জন্মে। তাই মন্ত্র ইঙ্গিত করিতেছেন,—মন সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ কর,

সংভাবে জীবনকে পরিচালিত কর, হৃদয়ে পবিত্র বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হইবে, তদ্দ্বারা তুমি মোক্ষলাভে সমর্থ হইবে।' (৬অ—১খ—৩সূ—৩সা)। *

— • —

চতুর্থং সাম।

১ ৩ ১২ ২র ৩২ ৩১২৩১২
ইন্দো যদদ্রিভিঃ সুতঃ পবিত্রম্পরিদীয়সে।
২৩১২৩ ১২
অরমিন্দ্রস্য ধাম্নে ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'যৎ' (যদা) 'অদ্রিভিঃ' (পাষাণকঠোরৈঃ সাধনৈঃ) 'সুতঃ' (পবিত্রঃ সন্) ত্বং 'পবিত্রং' (পবিত্রং হৃদয়ং—সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'পরিদীয়সে' (পরিগচ্ছসি, প্রাপ্নোষি) তদা 'ইন্দ্রস্য ধাম্নে' (ভগবতঃ স্থানে, ভগবতঃ সমীপে, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) ত্বং 'অরং' (পর্য্যাপ্তঃ ভবসি)। নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে সাধকাঃ কঠোর-সাধনেন হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সমুৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (৬অ—১খ—৩সূ—৪সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! যখন পাষাণকঠোর সাধনের দ্বারা পবিত্র হইয়া আপনি সাধকদিগের পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন, তখন ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আপনি পর্য্যাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকগণ কঠোর সাধনের দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদন করেন)। (৬অ—১খ—৩সূ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' ত্বং 'যদ্' যদা 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'পবিত্রং' দশাপবিত্রং 'পরিদীয়সে' পরিগচ্ছসীত্যর্থঃ। তদা 'ইন্দ্রস্য' 'ধাম্নে' স্থানায় ধারকায়োদরায় বা 'অরং' পর্য্যাপ্তো ভবসি॥ 'পরিদীয়সে'—'পরিধাবসি'—ইতি পাঠৌ। (৬অ—১খ—৩সূ—৪সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুর্ব্বিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

চতুর্থ (৯৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য চাই সাধনা—ঐকান্তিক সাধনা। যে সাধনায় শঙ্করশিরবাহিনী পতিতপাবনী গঙ্গার মর্ত্ত্যে আগমন হয়, যে সাধনায় পাষাণ ভেদিয়া নির্ঝরিণী ধারা প্রবাহিত হয়, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য চাই—সেই সাধনা। পাষাণকঠোর সাধনায় হৃদয় পবিত্র হয়, হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত হয়, জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা ভস্মীভূত হয়। আর যে পর্য্যন্ত না হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাতে ভগবানের ছায়া পড়ে না। মলিন পঙ্কিল হৃদয়কে নির্ম্মল করা চাই, তবেই ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। 'অদ্রিভিঃ সুতঃ' পদদ্বয়ে তাহারই ইঙ্গিত আছে।

আবার যখন উপযুক্ত সাধনার দ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ পবিত্র হয়, হৃদয় শুদ্ধসত্বে পূর্ণ হয়, তখনই ভগবৎপ্রাপ্তিও সহজ হইয়া যায়। সাধকের পবিত্র হৃদয়ই ভগবানের প্রিয় আসন। তাই যখন সাধকের হৃদয় বিশুদ্ধ পবিত্র হয়, তখন ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। নিম্নোদ্ধৃত অনুবাদটী হইতে মন্ত্রটীর প্রচলিত ব্যাখ্যার আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"হে সোম! তুমি যখন প্রস্তর দ্বারা অভিষুত হইয়া পবিত্রের অভিমুখে ধাবিত হও, তখন ইন্দ্রের উদরের জন্য পর্য্যাপ্ত হও।" (৬অ-১খ-৩দ—৪সা)॥ *

— ' —

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ত্বꣳ সোম নৃমাদনঃ পবস্ব চর্ষণীধৃতিঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সস্নির্যো অনুমাদ্যঃ॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'যঃ' 'নৃমাদনঃ' (নৃণাং মাদয়িতা, সৎকর্ম্মসাধকানাং পরমানন্দদায়কঃ) 'অনুমাদ্যঃ' (স্তুত্যঃ, আরাধনীয়ঃ) 'চর্ষণীধৃতিঃ' (চর্ষণীভিঃ ধৃতঃ, আত্মোৎকর্ষসাধকৈঃ লভ্যঃ) 'সস্নিঃ' (শুদ্ধঃ, বিশুদ্ধঃ) সঃ 'ত্বং' 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুর্ব্বিংশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

হৃদি সমুদ্ভব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমানন্দদায়কং বিশুদ্ধং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৬অ—১খ—৩সূ—৫সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! যিনি সৎকর্ম্মসাধকদিগের পরমানন্দদায়ক, আরাধনীয়, আত্মোৎকর্ষ-সাধকগণ কর্তৃক লভ্য, বিশুদ্ধ, সেই আপনি আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমানন্দদায়ক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করিতে পারি।)॥ (৬অ—১খ—৩সূ—৫সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'নৃমাদনঃ' নৃণাং মাদয়িতা 'চর্ষণীধৃতিঃ' চর্ষণীভিঃ ঋত্বিগভিঃ প্রজাভিঃ ধৃতস্ত্বং 'পবস্ব'। 'যঃ' ত্বং 'সস্নিঃ' শুদ্ধঃ 'অনুমাদ্যঃ' স্তুত্যঃ স পবস্বেতি সম্বন্ধঃ। 'চর্ষণীধৃতিঃ'—'চর্ষণীসহঃ'—ইতি পাঠৌ। (৬অ ১খ ৩সূ—৫সা)॥

• • •

পঞ্চম (৯৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——×※×——

মন্ত্রান্তর্গত 'নৃমাদনঃ' পদটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শুদ্ধসত্ত্ব পরমানন্দ দান করে সত্য, কিন্তু কাহাকে? শুদ্ধসত্ত্ব 'নৃমাদনঃ' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধকদিগকে পরমানন্দ প্রদান করেন। যাঁহারা আনন্দলাভের অধিকারী, আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই পরমানন্দলাভ করিতে পারেন। সেই অধিকার লাভের জন্য, আনন্দ উপভোগের শক্তিলাভের জন্য উপযুক্ত সাধনা করিতে হইবে। সেই শক্তিলাভ হয়—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা। যাঁহারা সৎকর্ম্মপরায়ণ তাঁহারাই সেই শক্তি লাভ করিতে পারেন। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে বলা হইয়াছে, 'নৃমাদনঃ'—সাধকদের পরমানন্দদায়ক।

মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার অনেক স্থলেই সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। কিন্তু অনেক স্থলে ভাব অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যার স্বরূপ পরিদৃষ্ট হইবে। অনুবাদটী এই, "হে সোম! তুমি মনুষ্যগণের মদকর, হে শত্রুগণের অভিভবকারী সোম! তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। তুমিও স্তুতিযোগ্য।" (৬অ ১খ ৩সূ ৫সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুর্ব্বিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

ষষ্ঠং সাম।

১২ ৩১২ ৩ ১২৩১২
পবস্ব বৃত্রহন্তম উক্‌থেভিরনুমাদ্যঃ।
১২ ৩১র ২র
শুচিঃ পাবকো অদ্ভুতঃ॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'বৃত্রহন্তমঃ' (শত্রুনাশতিশয়েন হন্তা, অজ্ঞানতারিপুনাশকঃ) 'উকথেভিঃ' (স্তোত্রৈঃ) 'অনুমাদ্যঃ' (স্তুত্যঃ, আরাধনীয়ঃ) 'শুচিঃ' (পবিত্রঃ) 'পাবকঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'অদ্ভুতঃ' (মহান্) ত্বং 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবন্তং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ—১খ—৩সূ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! অজ্ঞানতারিপুনাশক, স্তোত্রদ্বারা আরাধনীয়, পবিত্র, পবিত্রকারক, মহান্ আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে লাভ করি।)। (৬অ—১খ—৩সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'বৃত্রহন্তমঃ' শত্রূণামতিশয়েন হন্তা ত্বং 'পবস্ব' ক্ষর। কীদৃশস্ত্বং? 'উক্‌থেভিঃ' শস্ত্রৈঃ 'অনুমাদ্যঃ' স্তুত্যঃ 'শুচিঃ' শুদ্ধঃ 'পাবকঃ' অন্যস্য শোধকঃ 'অদ্ভুতঃ' মহান্, এবং মহানুভাবঃ পবস্ব। 'বৃত্রহন্তমঃ'-'বৃত্রহন্তম'-ইতি পাঠৌ। (৬অ—১খ—৩সূ—৬সা)।

* * *

ষষ্ঠ (৯৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——§:•:§——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মর্ম্মার্থ ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবানকে লাভ করিবার জন্য তাঁহারই চরণে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার সম্বোধনসূচক 'সোম' পদ অধ্যাহার করিয়া সোমপক্ষে মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য একজন ব্যাখ্যাকার সোজাসোজি কেবল শব্দার্থ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"হে সর্ব্বাপেক্ষা বৃত্রহা তুমি ক্ষরিত হও, তুমি উক্‌থমন্ত্র দ্বারা

স্তুতিযোগ্য, শুদ্ধ, শোধক ও অদ্ভুত।" মন্ত্রের 'বৃত্রহন্তমঃ' পদটী বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। আমরা অনেক স্থলেই 'বৃত্রহা' পদ পাইয়া থাকি। ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যায় উক্ত পদের নানাবিধ ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদের প্রধান অর্থ এই যে,—'বৃত্র' নামক এক অসুর ছিল, ইন্দ্র তাহাকে বধ করেন, তাই ইন্দ্রের নাম 'বৃত্রহা'। কিন্তু তাহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে 'তম' প্রত্যয়ান্ত 'বৃত্রহন্তমঃ' পদের অথবা তাহার বাংলা অনুবাদ "সর্ব্বাপেক্ষা বৃত্রহা" কি অর্থ হইতে পারে? 'বৃত্র' যদি কোন প্রাণী হয়, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা চরমভাবে হত্যা করার অর্থ কি? আবার কোনও কোনও স্থলে বহুবচনান্ত 'বৃত্রাণ' পদও ব্যবহৃত হইয়াছে। স্থলবিশেষে উক্ত পদের 'আবরক' অর্থও গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ একই পদের নানাস্থলে নানাবিধ বিভিন্ন অর্থ প্রচলিত দেখা যায়। আমরা সর্ব্বদাই উক্ত পদে জ্ঞানাবরক শত্রু অর্থাৎ অজ্ঞানতাকে লক্ষ্য করিয়াছি। বর্ত্তমান স্থলেও উক্ত পদে কোন অর্থব্যত্যয় ঘটে নাই॥ (৬অ—১খ ৩সূ ৬সা)। *

—•—

সপ্তমং সাম।

১ ২　৩ ১ ২　৩　১ ২　৩ ১র　২
শুচিঃ পাবক উচ্যতে সোমঃ সুতঃ স মধুমান।
৩　১ ২　৩ ২
দেবাবীরঘশংসহা॥ ৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'মধুমান' (মাধুর্য্যোপেতঃ, অমৃতময় অমৃতপ্রাপকঃ) 'শুচিঃ' (পবিত্রঃ) 'পাবকঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'দেবাবীঃ' (দেবানাং তর্পয়িতা, ভগবতঃ প্রীতিসাধকঃ) 'অঘশংসহা' (পাপনাশকঃ) ইতি 'উচ্যতে' সাধকৈঃ ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ অমৃতপ্রাপকঃ মোক্ষসাধকঃ ভবতি ইতি ভাবঃ॥ (৬অ-১খ ৩সূ-৭সা)।

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব, অমৃতময় পবিত্র পবিত্রকারক ভগবানের প্রীতিসাধক পাপনাশক বলিয়া সাধকগণ কর্ত্তৃক কথিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতপ্রাপক মোক্ষসাধক হয়েন।)॥ (৬অ—১খ—৩সূ—৭সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুর্ব্বিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।
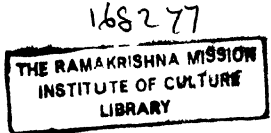
সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুতঃ' অভিষুতঃ 'মধুমান' মাধুর্য্যোপেতঃ 'সঃ' সোমঃ 'শুচিঃ' স্বয়ং শুদ্ধঃ 'পাবকঃ' শোধকশ্চ উচ্যতে তথা 'দেবাবীঃ' দেবানামবিতা তর্পয়িতা 'অঘশংসহা' অঘং পাপং শংসতীত্যঘশংসো অসুরাস্তেষাং হন্তেতি চোচ্যতে। 'সুতঃসমধুমান্'—'সুতশ্চমধ্বঃ'—ইতি পাঠৌ ॥ ৭ ॥

সপ্তম (৯৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে উহা সোমরসের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"অভিষুত মদকর সোম শুদ্ধ ও শোধক বলিয়া উক্ত হন, তিনি দেবগণের প্রীতিকর এবং শত্রুগণের বিনাশক।" মন্ত্রান্তর্গত অধিকাংশ পদের ভাষ্যানুযায়ী ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার ঐক্য আছে বটে, কিন্তু ভাষ্যে সোমপক্ষে ব্যাখ্যা করায় মন্ত্রের ভাব ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা উপরে উদ্ধৃত অনুবাদের সহিত আমাদের বঙ্গানুবাদ একত্র পাঠ করিলেই উপলব্ধ হইবে।

শুদ্ধসত্ত্ব 'দেবাবীঃ'—দেবতার, ভগবানের প্রীতিসাধক। যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বর্ত্তমান থাকে সেই স্থানকেই ভগবান্ আপনার প্রিয় আসন বলিয়া মনে করেন। কারণ শুদ্ধসত্ত্ব—'পাবকঃ'—পবিত্রকারক। যেখানে পবিত্রতা, অনাবিলতা আছে সেখানেই ভগবানের বিশেষ কৃপা আছে বলিয়া মনে করা যায়। সত্ত্বভাবের কল্যাণে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (৬প ১প—১দ্বি—৭সা)।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্র কবির্দ্দেববীতয়েঽব্যা বারেভিরব্যত।

৩ ১ ২র ৩ ১র ২র
সাহ্বান্বিশ্বা অভি স্পৃধঃ ॥ ১ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুর্বিংশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেববীতয়ে' (দেবানাং পানায়, দেবানাং গ্রহণায়, দেবভাবপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'কবিঃ' (মেধাবী, প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ভগবান্ ইতি যাবৎ) 'অব্যা বারেভিঃ' (নিত্যজ্ঞানপ্রবাহৈঃ) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'অব্যত' (অব্যতে, প্রাপ্যতে—সাধকৈঃ ইতি শেষঃ); 'সাহ্বান্' (শত্রূণাং সোঢ়া, রিপুনাশকঃ—ভগবান্) অস্মাকং 'বিশ্বাঃ' (বিশ্বান্ সর্ব্বান্) 'স্পৃধঃ' (শত্রূন্) 'অভি' (অভিভবতু)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মাকং রিপূন্ বিনাশয়তু ইতি ভাবঃ॥ (৬অ ২খ—১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ নিত্যসত্যপ্রবাহ দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সাধকগণ কর্তৃক প্রাপ্ত হয়েন; রিপুনাশক ভগবান্ আমাদিগের সকল শত্রুকে অভিভব করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের রিপুদিগকে বিনাশ করুন)। (৬অ—২খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'কবিঃ' মেধাবী সোমঃ 'দেববীতয়ে' দেবানাং পানায় 'অব্যা বারেভিঃ' অবিসম্বন্ধিভিঃ বালৈঃ দশাপবিত্রেণ 'অব্যত' অব্যতে প্রাপ্যতে, 'সাহ্বান্' শত্রূণাং সোঢ়া সোমঃ 'বিশ্বাঃ স্পৃধঃ' সর্ব্বান্ সংগ্রামান্ হিংসকান্ বা অভিভবতীতি শেষঃ। 'অব্যাবারেভিরব্যত'—'অব্যোবারেভিরর্ষতি'—ইতি পাঠৌ॥ (৬অ—২খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে বলা হইয়াছে—সাধকগণ সত্যজ্ঞান সাহায্যে ভগবচ্চরণ লাভ করিতে পারেন। সত্যং জ্ঞানং তিনি, সত্য ও জ্ঞান দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের দর্শন লাভ করিতে হইলে হৃদয়ে জ্ঞানের পূর্ণ উন্মেষ করা চাই, নতুবা তাঁহার দর্শনলাভ সম্ভবপর নয়। তাই বলা হইয়াছে—'অব্যাবারেভিঃ অব্যত'—নিত্যজ্ঞানপ্রবাহের দ্বারা তিনি লভ্য।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। সে প্রার্থনা মানবের চিরন্তন প্রার্থনা, রিপুনাশের প্রার্থনা। ভগবান্ যেন আমাদের সর্ব্বশত্রু বিনাশ করেন। তিনি তো মানবের রিপুনাশক—সাহ্বান্। তাই তাঁহার নিকটেই প্রার্থনা করা হইয়াছে,—"হে ভগবন্! দুর্ব্বলের বল, আমরা চারিদিকে রিপুগণ কর্তৃক আক্রান্ত, আমাদের এমন শক্তি

নাই যে, আমরা রিপুদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারি। আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে ভীষণ রিপুকবল হইতে উদ্ধার করুন।" (৬অ-২খ-১সূ-১সা)॥ *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

১র ১র ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

স হি ষ্মা জরিতৃভ্য আ বাজং গোমন্তমিন্বতি।

১ ২ ৩ ১ ২

পবমানঃ সহস্রিণম্॥ ২॥

* * *

মন্ত্রার্থসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'সঃ হি স্ম' (প্রসিদ্ধঃ সঃ সত্ত্বভাবঃ নিশ্চয়মেব) 'জরিতৃভ্যঃ' (স্তোতৃভ্যঃ, প্রার্থনাকারিভ্যঃ) 'সহস্রিণং' (সহস্রসংখ্যাকং, প্রভূতপরিমাণং ইত্যর্থঃ) 'গোমন্তং' (জ্ঞানযুতং, পরাজ্ঞানসমন্বিতং) 'বাজং' (বলং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'আ ইন্বতি' (আভিমুখ্যেন ব্যাপ্নোতি, সম্যক্রূপেণ প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরাজ্ঞানসমন্বিতং আত্মশক্তিং লভন্তে - ইতি ভাবঃ। (৬অ—২খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ সেই সত্ত্বভাব নিশ্চিতভাবে প্রার্থনাকারীদিগকে প্রভূতপরিমাণ পরাজ্ঞানসমন্বিত আত্মশক্তি সম্যক্রূপে প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানসমন্বিত আত্মশক্তি লাভ করেন।)॥ (৬অ—২খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স হি স্ম' স খলু 'পবমানঃ' সোমঃ 'জরিতৃভ্যঃ' স্তোতৃভ্যঃ 'গোমন্তং' বহুভির্গোভির্যুক্তং 'সহস্রিণং' সহস্র-সংখ্যাকং 'বাজং' অন্নং 'আ' আভিমুখ্যেন 'ইন্বতি' ব্যাপ্নোতি প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ। (৬অ—২খ—১সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের বিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয় (৯৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রে সত্বভাবের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে মানুষ পরাজ্ঞান লাভ করে, আত্মশক্তির অধিকারী হয়।

নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"সেই পবমান সোম স্তোতাগণকে গোযুক্ত সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান করেন।" ভাষ্যকার 'গোমন্তং' পদের এখানে অর্থ করিয়াছেন,—"বহুভিঃ গোভিঃ যুক্তঃ" অর্থাৎ যাঁহার অনেক গরু আছে। তাই 'গোমন্তং বাজং' পদদ্বয়ের অর্থ হইয়াছে—'গোযুক্ত সহস্রসংখ্যক অন্ন'। 'বাজং' পদে 'অন্নং' অর্থ গৃহীত হয় বটে, কিন্তু উহা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কি অর্থ প্রকাশ করে তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। কারণ বহুস্থলে বহু অর্থে ঐ শব্দটী ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'বাজং' পদে সর্ব্বদাই আমরা 'শক্তি' 'আত্মশক্তি' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। আর প্রকৃতপক্ষে ঐ অর্থে সর্ব্বত্রই সঙ্গতি রক্ষিত হয়। তাই আমরা 'গোমন্তং বাজং' পদদ্বয়ে 'পরাজ্ঞানসমন্বিতং আত্মশক্তিং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সত্বভাব হৃদয়ে উপজিত হইলে মানুষ পরাজ্ঞানের অধিকারী হয়। জ্ঞানই শক্তি; জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। পরাজ্ঞান-বলে মানুষ আত্মশক্তি লাভ করে। সেই শক্তি দ্বারা রিপুজয়ে সমর্থ হয়। সুতরাং মানুষ শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে অচিরে মোক্ষলাভ করিতে পারে। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (৬অ ২খ-১সূ—২সা)॥ *

তৃতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১২ ৩ ২

পরি বিশ্বানি চেতসা মৃজ্যসে পবসে মতী।

১ ২ ৩ ১ ২

স নঃ সোমঃ শ্রবো বিদঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'চেতসা' (জ্ঞানেন জ্ঞানপ্রদানেন ইত্যর্থঃ) 'মৃজ্যসে' (মার্জ্জয়সে, অস্মান পবিত্রান্ কুরু ইতি ভাবঃ) ততঃ 'মতী' (মত্যা, অস্মৎস্তুত্যা প্রীতঃ সন্ ইতি যাবৎ) অস্মভ্যং 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি পরমধনানি) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'পবসে' (ক্ষর, প্রযচ্ছ); 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'শ্রবঃ' (অমৃতং, শ্রেয়াংসি, পরম-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় নবম মণ্ডলের বিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

ধনং ইত্যর্থঃ) 'বিদঃ' (প্রদেহি)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং তথা পরমধনং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৬অ-২খ-১সূ-৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি জ্ঞান প্রদানকরতঃ আমাদিগকে পবিত্র করুন, তারপর আমাদিগের স্তুতির দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে সকল পরমধন সর্ব্বতোভাবে প্রদান করুন; প্রসিদ্ধ আপনি আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান এবং পরমধন প্রদান করুন।) (৬অ—২খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

হে 'সোম'! ত্বং 'চেতসা' প্রীতেন মনসা কৃপয়া চ বিশ্বানি সর্ব্বাণি ধনানি 'মতী' মত্যা অস্মৎস্তুত্যা 'মৃজানঃ' শোধ্যমানঃ তথা 'পবসে' রসং ক্ষরসি। এবম্ভূতঃ 'সঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মভ্যং 'শ্রবঃ' অন্নং 'বিদঃ' দেহীতি শেষঃ। 'মৃজানো'—'মৃজানে' ইতি পাঠৌ॥ ৩।

* * *

তৃতীয় (৯৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

—:§:—

মন্ত্রটী তিনভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম অংশে আছে, 'চেতসা মৃজানো' জ্ঞান প্রদান করিয়া আমাদিগকে পরিশুদ্ধ করুন। হৃদয় মলিন, পাপবাসনাকলুষিত থাকিলে, তাহাতে ভগবচ্ছায়া পতিত হয় না, হৃদয়ের ধারণাশক্তি থাকে না। সুতরাং মানুষের পক্ষে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয় না। তাই ভগবানের নিকটে প্রথমেই হৃদয়ের বিশুদ্ধতার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। মানুষের মধ্যে জাগরণের সাড়া আসিলেই সর্ব্বপ্রথম হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। মানুষ আপনার হীন কামনা বাসনা দ্বারা কলুষিত অপবিত্র হৃদয় দেখিয়া নিজেই সঙ্কুচিত হয়, শিহরিয়া উঠে। তাই মনে ভাবে,—মলিন পঙ্কিল হৃদে কেমনে ডাকিব তোমায়? কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা তাহাকে বলিয়া দেয়,—'ভয় নাই মানব, চিন্তা কর কেন? তিনি নিজে যে পবিত্রতার আধার। তাঁহাকে ডাক, তাঁহার চরণে শরণ লও, তিনিই তোমার হৃদয়কে তাঁহার আসনের উপযোগী করিয়া লইবেন, তোমাকে পবিত্র করিবেন। তাই মানুষ তাঁহার চরণেই নিজের দুর্ব্বলতা, অক্ষমতার বোঝা নামাইয়া দিয়া শান্তি পাইতে চায়। ভগবানের কৃপায় হৃদয় পবিত্র হইলে মানুষ আপনার চরম লক্ষ্য কি তাহা জানিতে পারে। তাই তাহার

জন্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে। মন্ত্রের অপর দুই অংশে সেই সাকুল প্রার্থনাই ফুটিয়া উঠিয়াছে ॥ (৬অ ২খ-১সূ ৩সা)। *

—*—

চতুর্থং সাম।

৩ক২র ৩　১ ১　২র　৩১২　৩ ২　৩ ২

অভ্যর্ষ বৃহদ্যশো মঘবদ্ভ্যো ধ্রুবং রয়িম্।

১২　৩ ২ ৩　১ ২

ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'মঘবদ্ভ্যঃ' (হবিষ্মদ্ভ্যঃ, প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'বৃহদ্যশঃ' (মহতীং কীর্ত্তিং, সৎকর্ম্মসাধনজনিতাং আত্মতৃপ্তিং, অনন্তজীবনং বা ইত্যর্থঃ) তথা 'ধ্রুবং' (স্থিরং, নিত্যং) 'রয়িং' (পরমধনং) 'অভ্যর্ষ' (প্রযচ্ছ); হে দেব! 'স্তোতৃভ্যঃ' (প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং) 'ইষং' (সিদ্ধিং, পরাসিদ্ধিং) 'আভর' (আহর, প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন! প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং নিত্যং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ-২খ—১সূ-৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! প্রার্থনাকারী আমাদিগকে মহতী কীর্ত্তি অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সাধনজনিত আত্মতৃপ্তি বা অনন্তজীবন এবং নিত্য পরমধন প্রদান করুন; হে দেব! প্রার্থনাকারী আমাদিগকে পরাসিদ্ধি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! প্রার্থনাকারী আমাদিগকে নিত্য পরমধন প্রদান করুন।) ॥ (৬অ—২খ—১সূ—৪সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! ত্বং 'বৃহদ্যশঃ' মহতীং কীর্ত্তিং 'অভ্যর্ষ' অভিগময়, 'মঘবদ্ভ্যঃ' হবিষ্মদ্ভ্যঃ অস্মভ্যং 'ধ্রুবং' 'রয়িং' ধনং চ অভ্যর্ষ। কিঞ্চ 'ইষং' অন্নং 'স্তোতৃভ্যঃ' অস্মভ্যং 'আভর' আহর। (৬অ—২খ-১সূ ৪সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের বিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত) ॥

চতুর্থ (৯৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

—— —— § ।: § —— ——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রচলিত ভাষ্যাদিতেও মন্ত্রটিকে প্রার্থনামূলক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তবে ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যায় সোমের কোন উল্লেখ না থাকিলেও সোমকে সম্বোধন করিয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করা হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে — সোমরস যেন আমাদিগকে প্রার্থিত পরমধনাদি প্রদান করে। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যাদির সহিত অনেকাংশে শব্দগত ঐক্য থাকিলেও ভাবগত পার্থক্য ঘটিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ মন্ত্রে সোমের কোন প্রসঙ্গ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। মন্ত্রে ভগবানের নিকটই পরম নিত্যধন প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি, এবং তদনুসারে ব্যাখ্যার সামঞ্জস্যও রক্ষিত হয়। মন্ত্রে 'শ্রব'—নিত্যধন প্রদান করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু সোমের মত অনিত্য বস্তু নিত্যধন প্রদান করিবে কিরূপে? নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদটীতে প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম পরিগ্রহ করা যাইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,— "হে সোম! তুমি মহাকীর্ত্তি প্রেরণ কর, তুমি হব্যদায়ীগণকে শ্রব ধন প্রদান কর, তুমি স্তোতাগণকে অন্ন প্রদান কর।" একমাত্র নিত্য সনাতন ভগবানই মানবকে তাহার চিরআকাঙ্ক্ষিত পরমধন প্রদান করিতে পারেন। তাঁহার সেবায়, তাঁহার আরাধনায় মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারে। 'কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি' যাঁহার সৎকীর্ত্তি আছে তিনিই অমর। সেই অমরত্ব লাভ সম্ভবপর হয় ভগবানের আরাধনায়। ভগবানের উপাসকগণ তাঁহাতেই অমৃতত্ব লাভ করেন, সেই অনন্তস্বরূপে অবস্থিত করেন 'সুতস্তুশঃ' পদে সেই অনন্ত জীবনকেই লক্ষ্য করিতেছে। (৬অ—২খ—১সূ—৪সা)। *

—— • ——

পঞ্চমং সাম

১ ৩র ৩ ১র ২র ২ ১ ২

ত্বং রাজেব সুব্রতো গিরঃ সোমাবিবেশিথ।

৩ ১ ২

পুনানো বহ্নে অদ্ভুত ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্ভুত' (মহান্) 'বহ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) ত্বং 'গিরঃ' (অস্মাকং প্রার্থনাং, পূজাং) 'আবিবেশিথ' (গৃহাণ); 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'সুব্রতঃ'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের বিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

(শোভনকর্ম্মা, সৎকর্ম্মপ্রাপকঃ ইত্যর্থঃ) 'রাজা' (অধীশ্বরঃ, বিশ্বাধিপতিঃ) 'ত্বং ইব' (ত্বমেব) অস্মাকং পূজাং গৃহাণ ইতি শেষঃ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মাকং আরাধনাং গৃহাণ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৬অ ২খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

মহান্ হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদিগের প্রার্থনা—পূজা গ্রহণ করুন; হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক সৎকর্ম্মপ্রাপক বিশ্বাধিপতি আপনিই আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের আরাধনা গ্রহণ করুন।) ॥ (৬অ—২খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে 'বহ্নে' যজ্ঞাদের্বোঢঃ! 'অদ্ভুত' 'সোম'! 'সুব্রতঃ' সুকর্ম্মা 'পুনানঃ' ত্বং 'রাজা ইব' 'সগর' অস্মদীয়া স্তুতীঃ 'আবিবেশিথ' আবিশসি ॥ (৬অ ২খ—১সূ ৫সা) ॥

* * *

পঞ্চম (৯৭২) সামের মর্ম্মার্থ ।

মন্ত্রান্তর্গত 'বহ্নে' পদের ব্যাখ্যা উপলক্ষে আমাদের সহিত প্রচলিত ভাষ্যাদির একটু অনৈক্য ঘটিয়াছে। 'বহ্নি' শব্দে জ্ঞানদেবতাকে লক্ষ্য করে, এ সম্বন্ধে আমরা আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতার আগ্নেয়সূক্তে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। 'বহ্নি' শব্দের সাধর্ম্ম্য বাহক। যিনি সাধককে ভগবানের নিকটে বহন করিয়া লইয়া যান, তিনিই 'বহ্নি' বোঢ়া, বাহক। ভাষ্যকার এভাবেই 'বহ্নে' পদের অর্থ করিয়াছেন—'যজ্ঞাদের্বোঢ়ঃ'—যিনি 'হবিঃ' অর্থাৎ সাধকের পূজা আরাধনা প্রভৃতি ভগবানের নিকট বহন করিয়া লইয়া যান। এই অর্থও অসঙ্গত নয়, অধিকন্তু আমাদের অর্থের পরিপোষক। ভগবানের নিকট আরাধনা প্রার্থনা প্রভৃতিকে পৌঁছাইয়া দিতে পারে বলিয়া জ্ঞানই সেই 'হবিঃবাহক'। সুতরাং ভাষ্যার্থের দিক দিয়াও আমাদের সহিত কোন বিরোধ নাই। তবে ভাষ্যকার 'বহ্নে' পদকে 'সোম' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা মনে করি এই মন্ত্রে জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্ব এই উভয়ের নিকটই পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থনা আছে। 'বহ্নে' পদে সেই জ্ঞানদেবতাকে লক্ষ্য করিতেছে। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভাষ্যাদির সহিত আমাদের কোন অনৈক্য নাই। নিম্নে একটী ভাষ্যানুসারী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে সোম! তুমি সুকর্ম্মা

তুমি শোধিত হইয়া রাজার ন্যায় আমাদের স্তুতি স্বীকার কর। তুমি অদ্ভুত ও তুমি বাহক।" (৬অ ২খ—১সূ ৫সা)।*

— • —

ষষ্ঠং সাম।

১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স বহ্নিরপ্সু দুষ্টরো মৃজ্যমানো গভস্ত্যোঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
সোমশ্চমূষু সীদতি ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বহ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ, জ্ঞানস্বরূপঃ) 'অপ্সু' (অমৃতে, অমৃতপ্রবাহে) 'মৃজ্যমানঃ' (শোধ্যমানঃ, বিশুদ্ধীকৃতঃ) 'গভস্ত্যোঃ' (বাহ্বোঃ, শক্ত্যা ইতি ভাবঃ) 'দুষ্টরঃ' (দুঃখেন অত্যৈস্তরণীয়ঃ, অন্যৈঃ অপরাজেয়ঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'চমূষু' (পাত্রেষু, অস্মাকং হৃদয়েষু ইত্যর্থঃ) 'সীদতি' (উপবিশতু, অধিতিষ্ঠতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং জ্ঞানসম্মিতং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ—২খ ১সূ—৬সা)।

* * * 168277

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ, অমৃতপ্রবাহে বিশুদ্ধীকৃত শক্তিদ্বারা অন্যের অপরাজেয় প্রসিদ্ধ সেই সত্ত্বভাব আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্ঞানসম্মিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি। (৬অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'বহ্নিঃ' যজ্ঞাদের্বোঢ়া 'অপ্সু' অন্তরিক্ষে বর্ত্তমানঃ 'দুষ্টরঃ' দুঃখেন অন্যৈস্তরণীয়ঃ 'মৃজ্যমানঃ' শোধ্যমানঃ 'গভস্ত্যোঃ' হস্তয়োঃ এবম্ভূতঃ সন্ 'চমূষু' পাত্রেষু 'সীদতি' ॥ ৬ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের বিংশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

ষষ্ঠ (৯৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পরাজ্ঞান এবং শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"সেই সোম বাহক, অন্তরীক্ষে বর্ত্তমান, ও ঋত্বিকের হস্তদ্বারা মার্জ্জিত হইয়া পাত্রে অবস্থান করিতেছেন।" পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় বর্ত্তমান মন্ত্রেও 'বহ্নিঃ' পদ আছে। এখানেও ভাষ্যকার 'যজ্ঞাদের্ব্বোঢ়া' অর্থ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্ব মন্ত্রের আলোচনাকালেই বলিয়াছি যে, একদৃষ্টিতে ভাষ্যার্থের সহিত আমাদের কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের সহিত জ্ঞানের অভেদত্ব কল্পিত হইয়াছে। জ্ঞানের সহিত সত্ত্বভাবের কিরূপ নিকট সম্বন্ধ তাহা পূর্ব্বে অনেক স্থলে বিশেষভাবে পূর্ব্বমন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রে জ্ঞান ও সত্ত্বভাবকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। ভগবানের শক্তি এক ও অভিন্ন। তাহার বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন নাম। সেই দিক দিয়াও এই দুই শক্তির অভিন্নত্ব পরিদৃষ্ট হয়।

'গভস্ত্যোঃ' পদে বাহু অর্থাৎ শক্তিকে লক্ষ্য করে, তাই 'গভস্ত্যোঃ উহ্যঃ' পদদ্বয়ে 'অপ্রতিহতপ্রভাবঃ, অপরাজেয়ঃ' অর্থ সূচিত করে। 'অপ্সু' পদের অর্থ 'অমৃতে, অমৃতপ্রবাহে'। কিন্তু ভাষ্যকার "অন্তরিক্ষে" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ প্রচলিত 'সোমরস' সম্বন্ধেই বা কিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে? অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই প্রকটিত হইয়াছে। (৬অ–২খ ১সূ–৬সা)। *

— — • — —

সপ্তমং সাম

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩২ ৩ ১ ২
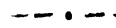
ক্রীড়ুর্ম্মখো ন মংহয়ুঃ পবিত্রং সোম গচ্ছসি।

১২ ৩ ২ ৩১ ২

দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্ ॥ ৭ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) 'ক্রীড়ুঃ' (ক্রীড়নশীলঃ, লীলাপরায়ণঃ) 'মখঃ ন মংহয়ুঃ' (সৎকর্ম্ম ইব পরমধনদাতা) ত্বং 'পবিত্রং' (পবিত্রহৃদয়ং) 'গচ্ছসি' (প্রাপ্নোষি); ত্বং 'স্তোত্রে' (স্তোত্রপরায়ণায় প্রার্থনাপরায়ণায় মহ্যং ইত্যর্থঃ) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যং, আত্মশক্তিং ইতি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের বিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

ভাবঃ) 'দধৎ' (প্রযচ্ছ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন অহং আত্মশক্তিং প্রাপ্নুয়ামি - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ ২খ ১সূ - ৭সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! লীলাপরায়ণ সৎকর্ম্মতুল্য পরমধনদাতা আপনি পবিত্রহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন; আপনি প্রার্থনাপরায়ণ আমাকে আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে আমি যেন আত্মশক্তি লাভ করি)। (৬অ—২খ—১সূ—৭সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'ক্রীড়ুঃ' ক্রীড়নশীলস্ত্বং 'মংহয়ুঃ'। মংহতির্দানকর্ম্মা (নিঘং ৩।২০।১০) দানেচ্ছুঃ মখো ন' দানমিব 'পবিত্রং' 'গচ্ছসি'। কিং কুর্ব্বন? 'স্তোত্রে' স্তুতিকর্ত্রে 'সুবীর্য্যং' শোভন-বীর্য্যং 'দধৎ' প্রযচ্ছ। (৬অ—২খ—১সূ—৭সা)।

* * *

সপ্তম (৫৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা। সত্ত্বভাব সাধককে পরমধন প্রদান করে—এবং আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

'ক্রীড়ুঃ' পদ ক্রীড়নার্থক। ভগবান লীলায় এই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। এই সৃষ্টিস্থিতি সেই অনন্ত শিশুর ক্রীড়ামাত্র। তিনি আপন মনে আপনার লীলাখেলায় বিভোর। মানুষ সেই অনন্ত পুরুষের অনন্তভাব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া—তাঁহার কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হইয়া বিশ্বপ্রচেষ্টাকে 'বালকচেষ্টিতবৎ' বলিয়া অভিহিত করে। তাই তিনি অনন্ত ক্রীড়াকারী, লীলাপরায়ণ তাঁহার শক্তি শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধেও তাই 'ক্রীড়ুঃ' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে।

'মখো ন মংহয়ুঃ' উপমাটীও প্রণিধানযোগ্য। পূর্ব্বে যাগ্য জ্ঞান ও সত্ত্বভাবের অভিন্নত্ব কল্পিত [illegible] কর্ম্মের সহিত সত্ত্বভাবের তুলনা করা হইয়াছে। সৎকর্ম্ম [illegible] পরমধন লাভের অধিকারী হইতে পারে, শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেও [illegible] পরমধন লাভ করিতে পারে। উক্ত উপমা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা [illegible] ৬অ ২খ—১সূ—৭সা।*

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের বিংশ [illegible] ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যবংযবন্নো অন্ধসা পুষ্টম্পুষ্টম্পরিস্রব।

১ ২ ৩ ১ ২

বিশ্বা চ সোম সৌভগা ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পুষ্টংপুষ্টং' (বর্দ্ধিতং, প্রভূতপরিমাণং ইত্যর্থঃ) 'যবং যবং' (আত্মপোষণসমর্থং বলং, আত্মশক্তিং-সঞ্চারয়িত্বা ইত্যর্থঃ) 'অন্ধসা' (পরমানন্দধারয়া সহ) 'নঃ' (অস্মভ্যং অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'পরিস্রব' (প্রক্ষর); 'চ' (তথা) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'সৌভগা' (সৌভাগ্যানি, পরমধনানি) অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং আত্মশক্তিং তথা পরমধনং লভেম-ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৬অ-২খ ২সূ ১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! প্রভূতপরিমাণ আত্মশক্তি সঞ্চারে পরমানন্দ-ধারারূপে আমাদিগের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে ক্ষরিত হও; এবং সকল পরমধন আমাদিগকে প্রদান কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন আত্মশক্তি পরমধন লাভ করি)॥ (৬অ—২খ—২সূ—১সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! ত্বং 'নঃ' অস্মভ্যং 'পুষ্টংপুষ্টং' অত্যন্তং বহুলং 'যবং যুবং' পুনঃপুনর্যুক্তং রসং 'অন্ধসা' অন্নরূপয়া ধারয়া 'পরিস্রব' ক্ষর। তত্র প্রার্থয়িতুস্তৃষ্ণায়াত্যন্তং পীড়িতত্বাৎ 'আবাধে চ (৮।১।১০)'—ইতি দ্বির্ভাবঃ। আবাধনমবাধঃ পীড়া প্রযোক্তৃধর্ম্মো নাভিধেয়ধর্ম্ম ইত্যুক্তং। অপিচ 'বিশ্বা' বিশ্বানি 'সৌভগা' সৌভগানি ধনানি পরিস্রব অস্মভ্যং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ॥ ১।

* * *

প্রথম (৯৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। আত্মশক্তি ও পরমধন প্রাপ্তির জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'যবং' এবং 'পুষ্টিং' পদদ্বয়ের দ্বিত্বের দ্বারা প্রার্থনার ঐকান্তিকতা প্রকাশিত হইতেছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যেও পরস্পরের মিল নাই। ভাষ্যকার 'যবং যবং' পদের অর্থ করিয়াছেন—"পুনঃপুনর্যুতং

রসঃ"; কিন্তু একজন ব্যাখ্যাকার উহার অর্থ করিয়াছেন,—'যব'। বিবরণকারও এই মত সমর্থন করেন। ভাষ্যকার 'যবং' এবং 'পুষ্টিং' পদদ্বয়ের দ্বিভাবের কৈফিয়ৎ দিয়াছেন,—প্রার্থনাকারীর অত্যন্ত ক্ষুধাপীড়ার জন্য দ্বিত্ব হইয়াছে। আমরা এই মত সমর্থন করি না। আমাদের মতে প্রার্থনার ব্যাকুলতা প্রকাশের জন্যই পদদ্বয় দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষ্যকারের মত উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। এখন প্রচলিত অন্য একটী বাংলা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহা এই,—"হে সোম! প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও প্রচুর যব আমাদিগকে আহরণ করিয়া দাও, এবং যাবতীয় কাম্যবস্তু আমাদিগকে দাও।" 'যব' শব্দে আত্মশক্তিকে লক্ষ্য করে, তাহা আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ সংহিতায় (১ম ১১৭ -২১ঋ) আলোচিত হইয়াছে। (৬অ-২খ—২সূ ১সা)॥ *

— - • —

দ্বিতীয় সাম।

৩ ১ ২৩ ২৩ ১৩ ১২ ৩র ৩ ১র ২

ইন্দো যথা তব স্তবো যথা তে জাতমন্ধসঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

নি বর্হিষি প্রিয়ে সদঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'তব' 'স্তবঃ' (স্তবনং, আরাধনা) তব গ্রহণযোগ্যা ভবতি অপিচ 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'অন্ধসঃ' (পরমানন্দদায়কস্য) 'তে' (তব) স্তবনং 'জাতং' (উৎপন্নং কৃতং অস্মাভিঃ ইত্যর্থঃ) ভবতি তথা বিধেহি ততঃ স্তুত্যা প্রীতঃ সন 'প্রিয়ে' (তব প্রিয়স্থানে) 'বর্হিষি' (স্থানে, মম হৃদি ইত্যর্থঃ) 'নিষদঃ' (নিষণ্ণঃ ভব, অধিতিষ্ঠ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! তবপূজাজ্ঞানরহিতস্য মম দীনপ্রার্থনাং গৃহীত্বা মম হৃদি আবির্ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ—২খ ২সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! যে প্রকারে আপনার আরাধনা আপনার গ্রহণযোগ্য হয়; অপিচ যে প্রকারে পরমানন্দদায়ক আপনার স্তব আমাদের দ্বারা সুষ্ঠু সম্পাদিত হয়, তাহা করুন। তদনন্তর, আমাদের স্তবে প্রীত হইয়া আপনার প্রিয়স্থান আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার অন্তর্নিহিত ভাব এই যে,—হে ভগবন্!

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদসংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চপঞ্চাশৎ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

আপনার পূজাজ্ঞানরহিত আমার দীনপ্রার্থনা গ্রহণ করিয়া আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (৬অ—২খ—২সূ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'অন্ধসঃ' অন্নরূপস্য 'তব' সম্বন্ধী 'স্তবঃ' স্তবনং স্তোত্রং তথা 'তে' তব 'যথা জাতং' যথা প্রাদুর্ভূতমস্তি, তথা ত্বং 'প্রেম্ন' প্রীণয়ংতি 'বর্হিষি' অবদযাচ্ছ 'নিষদঃ' নিষণ্ণো ভব। (৬অ ২খ—২সূ—২সা)।

দ্বিতীয় (৯৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মধ্যে প্রার্থনাকারীর দৈন্য ও ব্যাকুলতা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত 'যথা' পদটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'যথা' পদে সাধনা-প্রার্থনার দৈন্য বুঝাইতেছে। উহা প্রকাশ করিতেছে—"হে ভগবন্! আমরা কিরূপে তোমার পূজা আরাধনা করিতে হয়, তাহা জানি না। আমরা অজ্ঞান, তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিবারও শক্তি আমাদের নাই। কোন্ মন্ত্রে তোমার উপাসনা করিলে তুমি প্রীত হও, কোন্ উপচারে তোমার পূজা করিলে তুমি প্রসন্ন হও, তাহা তো আমরা জানি না। সাধন-ভজন-জ্ঞানহীন আমরা; আমাদের প্রার্থনা কি তুমি গ্রহণ করিবে? শুনিয়াছি, তুমি পতিতপাবন; কৃপা করিয়া কি তুমি তোমার অসীম কৃপাবলে আমাদের এই দীন পূজা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবে? জানি আমরা অজ্ঞান; জানি—আমাদের হীন মলিন হৃদয়; কিন্তু তুমি তো দুর্ব্বলের বল, পতিতপাবন! তাই, সেই ভরসাতেই তো তোমার চরণে প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি। ওগো দীনদয়াল! শিখাইয়া দেও কেমন করিয়া তোমার পূজা করিব? কোন্ উপচারে তোমার আরাধনা করিব? তাই প্রার্থনা কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে আগমন কর, আমাদিগকে ধন্য কৃতার্থ কর।" মন্ত্রের প্রার্থনায় আত্মত্রুটির সচেতনতা পরিস্ফুট রহিয়াছে। (৬অ ২খ ২সূ—২সা)। *

তৃতীয়া সাম :

৩ ১ ২ ৩ ১২৩ ১র ২র ৩ ১ ২
উত নো গোবিদশ্ববিৎ পবস্ব সোমান্ধসা।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মক্ষূতমেভিরহভিঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চপঞ্চাশত্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'গোবিৎ' (জ্ঞানযুতঃ) 'উত' (অপিচ) 'অশ্ববিৎ' (পরাজ্ঞানদায়কঃ) ত্বং 'মক্ষুতমেভিরহভিঃ' (অতিশয়েন শীঘ্রৈঃ কালৈঃ, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'অন্ধসা' (পরমানন্দদায়কেন ধারারূপেণ) 'নঃ' (অস্মাকং—হৃদি ইতি যাবৎ) 'পবস্ব' (ক্ষর, আবির্ভব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং নিত্যকালং পরমানন্দদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ-২খ-২সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্ঞানযুত এবং পরাজ্ঞানদায়ক আপনি নিত্যকাল পরমানন্দদায়ক ধারারূপে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন নিত্যকাল পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৬অ—২খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উত' অপিচ হে 'সোম'! 'নঃ' অস্মাকং 'গোবিৎ' গোপ্রদঃ 'অশ্ববিৎ' অশ্বপ্রদশ্চ ত্বং 'মক্ষুতমেভিঃ' মক্ষুতমৈঃ অতিশয়েন শীঘ্রৈঃ 'অহভিঃ' অহোভির্দ্দিবসৈঃ 'অন্ধসা পবস্ব' অন্নরূপয়া ধারয়া ক্ষর। (৬অ-২খ-২সূ-৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৯৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

——§:•:§——

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"হে সোম! তুমি আমাদিগের গোধন আহরণ করিয়া দাও, অশ্বও আহরণ করিয়া দাও, অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর অন্নসহকারে ক্ষরিত হও, এই প্রার্থনা।"

এই প্রার্থনাতে, প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে, সোমরসের নিকট চাওয়া হইয়াছে,—গরু, ঘোড়া এবং প্রচুর অন্ন, আবার তাহা খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া চাই। ভাষ্যকার সোজাসোজি গরু ঘোড়ার প্রার্থনা না করিয়া বলিয়াছেন,—'হে সোম! তুমি গরু ও ঘোড়া দান করিতে পার'। অর্থাৎ তুমি যখন গরু ঘোড়া দান করিয়া থাক, তখন আমাদিগকেও কিছু পরিমাণ গরু ও ঘোড়া দান কর। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি অর্থও প্রদান কর। সুতরাং প্রচলিত ব্যাখ্যার প্রার্থনা গরু ঘোড়া এবং অন্ন এই তিনটী বস্তুর জন্য।

আমরা পূর্ব্বে অনেক স্থলেই বলিয়াছি যে, বেদে গরু ঘোড়া প্রভৃতি পাইবার জন্য প্রার্থনা নাই এবং গো ও অশ্ব পদের অর্থও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভাষ্যাদি প্রভৃতি প্রচলিত ব্যাখ্যাতেও উক্ত পদসমূহের গরু ঘোড়া প্রভৃতি অর্থ সর্ব্বত্র গৃহীত হয় নাই। গো এবং

অথ পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহুবার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সেই অনুসারে বর্ত্তমান মন্ত্রেও উক্ত পদদ্বয়ের অর্থ গৃহীত হইয়াছে, কোনরূপ অর্থব্যত্যয়ের কারণ ঘটে নাই। তাই আমাদের মতে এই মন্ত্রে পরাজ্ঞান ও পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব-লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে মন্ত্রের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য॥ (৬অ ২খ ২সূ ৩সা)। *

—— - - * —— ——

চতুর্থং সাম

২ ৩২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ১ ৩ ৩ ১

যো জিনাতি ন জীয়তে হন্তি শত্রুমভীত্য।

১ ২

স পবস্ব সহস্রজিৎ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহস্রজিৎ' (অসংখ্যাতশত্রূণাং জেতঃ, বিশ্বশত্রুজয়িন্) হে দেব! 'যঃ' (যঃ, ভবান্) 'জিনাতি' (শত্রূন্ জয়তি) কিন্তু শত্রুভিঃ 'ন জীয়তে' (ন জিতঃ, অপরাজেয়ঃ); ত্বং 'শত্রুং' (রিপূন্ ইত্যর্থঃ) 'অভীত্য' (প্রাপ্য, আক্রম্য ইত্যর্থঃ) 'হন্তি' (বিনাশয়সি); 'সঃ' (এবম্বিধঃ ত্বং) 'পবস্ব' (অস্মাকং হৃদি আবির্ভব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া ত্বং অস্মাকং হৃদি আবির্ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ ২খ ২সূ ৪সা)।

* *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বশত্রুজয়ী হে দেব! আপনি শত্রুদিগকে জয় করেন, কিন্তু শত্রুগণ কর্ত্তৃক অপরাজেয়; আপনি রিপুদিগকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করেন; এবম্বিধ আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন॥ (৬অ—২খ—২সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সহস্রজিৎ' অসংখ্যাত শত্রূণাং জেতঃ সোম! 'যঃ' ভবান্ 'জিনাতি' শত্রূন্ জয়তি স্বয়ং শত্রুভিঃ 'ন জীয়তে'। প্রকারান্তরেণ তদেবাহ—'শত্রুমভীত্য' স্বয়মেব শত্রুমাগত্য 'হন্তি' কিন্তু তেন ন হন্যতে ইতি শেষঃ। এবম্ভূতঃ স ত্বং ধারয়া ক্ষর। ৪।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চপঞ্চাশত্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

চতুর্থ (৯৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———
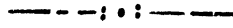
মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই প্রার্থনার মধ্যে ভগবানের মহিমাও কীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি 'সহস্রজিৎ' অর্থাৎ বিশ্বশত্রুজয়কারী। তিনি নিজে অজাতশত্রু তাঁহার শত্রু কেহ নাই। জগৎবাসীকে তিনি রিপুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। মানুষ চারিদিকে রিপুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও মোহমায়াদি দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া যখন পরিত্রাহি ডাকে তখন ভগবানই মানুষকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। তাঁহার নিজের কোনও শত্রু নাই, সুতরাং তিনি কাহারও দ্বারা পরাজিতও হয়েন না। তিনি জগতের হিতের জন্য বিশ্বের অনিষ্টকারী রিপুগণকে বিনাশ করেন। তাই তিনি শ্রীমধুসূদন মধুকৈটভারি।

তিনি যাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন তাঁহার আর কোন ভয় থাকে না, তিনি অভীঃ হইয়া যান। তাঁহার চরণস্পর্শে সাধকের জীবন পবিত্র হয়, ধন্য হয়, জীবনের দুর্দ্দমা কামনাবাসনা শান্তি লাভ করে তাই তাঁহাকে হৃদয়ে পাইবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রে সোমরসের কোনও উল্লেখ না থাকিলেও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসকে আনা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যার স্বরূপ উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই, "যে তুমি জয়ী হইয়া থাক, কখন পরাজিত হও না, যে তুমি শত্রুর দিকে ধাবিত হইয়া উহাদিগকে নিপাত কর, সেই তুমি সহস্রজয়ী সোম ক্ষরিত হও।" (৬অ ২খ ১৭ ৪সা)॥ •

— • —

প্রথমং সাম।

২ ৩ ১ ৩ ৩ ১র ২র ৩ ২ ২

যাস্তে ধারা মধুশ্চুতোঽসৃগ্রমিন্দ উতয়ে।

১ ২ ৩ ২৩ ১ ২

তাভিঃ পবিত্রমাসদঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'তে' (তব) 'মধুশ্চুতঃ' (মাধুর্য্যরসস্য শ্চোতয়িত্র্যঃ, অমৃতাপমাঃ) 'যাঃ' 'ধারাঃ' (প্রবাহাঃ) 'অসৃগ্র' (সৃষ্টাঃ, সৃষ্টাঃ ভবন্তি) 'উতয়ে'

• এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

(অস্মান্ পাপকবলাৎ রক্ষণায়) 'তাভিঃ' (তৈঃ প্রবাহৈঃ সহ) ত্বং 'পবিত্রং' (পবিত্র-হৃদয়ং—অস্মাকং হৃদয়ং পবিত্রীকরণায় ইত্যর্থঃ) 'আসদঃ' (প্রাপ্নুহি হৃদয়ং ইতি যাবৎ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পবিত্রকারকং অমৃতোপমং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৬অ-২খ-৩সূ-১সা)॥

* * *

মন্ত্রানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার অমৃতোপম যে প্রবাহসমূহের সৃষ্টি হয়, আমাদিগকে পাপকবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য সেই প্রবাহের সহিত আমাদিগকে হৃদয় পবিত্র করিবার জন্য, আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পবিত্রকারক অমৃতোপম শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৬অ—২খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'তে' তব 'মধুশ্চ্যুতঃ' মধুররসস্য শ্চোতয়িত্র্যঃ 'যাঃ' 'ধারাঃ' 'উতয়ে' রক্ষণায় 'অসৃগ্রং' সৃজ্যন্তে 'তাভিঃ' ধারাভিঃ ত্বং 'পবিত্রং' 'আসদঃ' আসীদ ॥ ১॥

* * *

প্রথম (৯১৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ৹:*:৹ ——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের 'ইন্দো যাঃ তে ধারাঃ' পদসমূহে একটী বিশেষভাব আনয়ন করিতেছে। এই পদসমূহ হইতে ইহাই দেখা যাইতেছে যে, 'ইন্দু' এবং তাহার ধারা এক ও অভিন্ন নয়। দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নির সহিত অভিন্ন নয়, সেইরূপভাবে 'ধারা'ও ইন্দুর সহিত অভিন্ন নয়। বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে তাই দুইটী বস্তু দেখিতে পাই—একটী সোমরস এবং অপরটী তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অন্য কোন কোন স্থলেও আমরা এই ভাবেরই পরিচয় পাইয়াছি। সুতরাং উহা আমাদের মতেরই পরিপোষণ করিতেছে যে,—বেদে সোমের যে স্তবস্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বাস্তবিকপক্ষে সোমরস নামক কোনও মাদকদ্রব্যের স্তবস্তুতি নয়। সাধারণ শ্রেণীর মাতালও মদের এমন প্রশংসা করে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বেদে 'সোম' নামক বস্তুর যে গুণ-কীর্ত্তন দেখা যায়, তাহা কোন মাদকদ্রব্যের গুণ-কীর্ত্তন নয়,—তাহা স্বর্গীয় কোনও ভগবৎশক্তির মহিমা-খ্যাপন। এই ভগবৎশক্তিই শুদ্ধসত্ত্ব। এতৎসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে সর্ব্বত্র আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার একটী দিক প্রদর্শন করিলাম। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কি ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা হইতে উপলব্ধ হইবে। সে ব্যাখ্যা,—"হে সোম! তোমার যে

সমস্ত সুরস ধারা উপদ্রব নিবারণের জন্য উৎপাদিত হইয়াছে, তৎসহকারে পবিত্রে যাইয়া উপবেশন কর।" (৬অ ২খ ৩সূ ১সা)।•

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
সোঅর্ষেন্দ্রায় পীতয়ে তিরো বারাণ্যব্যয়া।
১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
সীদন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'সঃ' (ত্বং) 'ইন্দ্রায় পীতয়ে' (ইন্দ্রস্য পানায়, ভগবতঃ গ্রহণায় ইত্যর্থঃ) 'বারাণ্যব্যয়া' (নিত্যজ্ঞানপ্রবাহরূপেণ) 'অর্ষ' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব) তথা 'তিরঃ' (ত্বরয়া) 'ঋতস্য যোনিং' (সত্যস্য সৎকর্ম্মণঃ বা উৎপত্তিস্থানং, অস্মাকং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসীদন' (প্রাপ্নুহি অবিকুরু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে অস্মাকং হৃদি শুদ্ধসত্ত্বঃ আবির্ভবতু- ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ—২খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি ভগবানের গ্রহণের জন্য নিত্যজ্ঞানপ্রবাহরূপে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; এবং শীঘ্র সত্যের (অথবা সৎকর্ম্মের) উৎপত্তিস্থান আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হউক।)॥ (৬অ—২খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'সঃ' অভিষুতঃ ত্বং 'অব্যয়া' অবিময়ানি 'বারাণি' বালানি 'তিরঃ' তিরস্কুর্ব্বন 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য 'যোনিং' কারণভূতং দশাপবিত্রং 'আসীদন' অভিমুখোন উপবিশন 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রস্য 'পীতয়ে' পানায় 'অর্ষ' ক্ষর॥ 'ঋতস্যযোনিমাসীদন'—'যোনাবনেষু'—ইতি পাঠৌ।২।

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বিষষ্টিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয় (৯৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার সারমর্ম্ম এই যে,—ভগবানের উপায়ভূত শুদ্ধসত্ত্ব যেন আমরা লাভ করিতে পারি।

'ধারাপাবায়া' পদের অর্থ—নিত্যজ্ঞানপ্রবাহরূপ। এই পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বে (পবমান পর্ব্বে এবং আরণ্যক পর্ব্বে) আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। 'তিরঃ' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—৬ সূ—৭ঋ) দ্রষ্টব্য।

'ঋতস্য যোনিং' পদের দুইটী ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 'ঋত' শব্দে সত্য এবং সৎকর্ম্ম উভয়কে লক্ষ্য করে। সুতরাং সত্য অথবা সৎকর্ম্ম উভয়েরই উৎপত্তিস্থল—হৃদয়। হৃদয়েই নিত্যসত্য আবির্ভূত হয়, হৃদয়েই তাহা বর্দ্ধিত হয়। আবার, সৎকর্ম্মসাধন করিতে হইলেও হৃদয়ের প্রেরণা চাই, হৃদয় পবিত্র হওয়া চাই, নতুবা কোন কর্ম্মই সম্পাদন করা সম্ভবপর নয়। তাই 'ঋত' শব্দের 'সত্য' ও 'সৎকর্ম্ম' এই উভয় অর্থেই 'ঋতস্য যোনিং' পদদ্বয়ে হৃদয়কেই নির্দ্দেশ করে। আমরা এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। (৬ম-২খ ৩প্র ২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ত্ব৺ সোম পরিস্রব স্বাদিষ্ঠো অঙ্গিরোভ্যঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২র

বরিবোবিদ্‌ঘৃতং পয়ঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'স্বাদিষ্ঠঃ' (স্বাদুতমঃ, অমৃতোপমঃ) 'বরিবোবিৎ' (অস্মদভিলষিতস্য ধনস্য লম্ভকঃ, পরমধনদাতা) 'ত্বং' 'অঙ্গিরোভ্যঃ' (অঙ্গারসামর্থ্যায়, জ্ঞানাগ্নিভ্যঃ অস্মভ্যং) 'ঘৃতং' (দীপ্তং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'পয়ঃ' (অমৃতং) 'পরিস্রব' (পরিক্ষর, প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং অমৃতোপমং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬ম-২খ ৩প্র ৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বিষষ্টিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! অমৃতোপম পরমধনদাতা আপনি জ্ঞানার্থী আমাদিগকে জ্যোতির্ম্ময় অমৃত প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন অমৃতোপম শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)॥ (৬অ—২খ—৩সূ—৩সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'স্বাদিষ্ঠঃ' স্বাদুতমঃ 'বরিবোবিৎ' অস্মদভিলষিতস্য ধনস্য লম্ভকশ্চ ত্বং 'অঙ্গিরোভ্যঃ' অঙ্গিরসামর্থায় 'ঘৃতং' দীপ্তং 'পয়ঃ' ক্ষীরবৎ সারভূতং রসং 'পরিস্রব' পরিক্ষর। 'ত্বং সোম'—'ত্বমিন্দো' ইতি পাঠৌ (৬অ—২খ-৩সূ-৩সা)।

ইতি ষষ্ঠস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তৃতীয় (৯৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

—×‡*‡×—

এই মন্ত্রে অমৃতোপম শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা বিদ্যমান। শুদ্ধসত্ত্ব অমৃততুল্য। অমৃতপানে মানুষ অমর হয় জরামরণভয় বিদূরিত হয়। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপজিত হইলে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে।

জরামরণ কি? যাহা দ্বারা মানুষের শারীরিক ও মানসিক আধ্যাত্মিক অবসাদ আসে, সৎপ্রবৃত্তি হীনতা প্রাপ্ত হয়, সৎকর্ম্মসাধন শক্তি নষ্ট হয়, তাহাই জরা—তাহাই মানুষকে মৃত্যুর পথে প্রেরণ করে। সেই মৃত্যু আত্মার অধঃপতন। শুদ্ধ পবিত্র অনন্ত আত্মা মায়ামোহের জালে আবদ্ধ হইয়া অপবিত্রতার পথে পদার্পণ করে; নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ আপনার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে চিরবদ্ধ মনে করে। সুতরাং ক্রমশঃ আপনার স্বরূপ ভুলিয়া যায়, আত্মহত্যা করে। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে এই আত্মহত্যা হইতে মৃত্যু হইতে, জরার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে অমৃততুল্য বলা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে মানুষ আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয় আপনার সহিত সত্ত্বময় বিশ্বাত্মার যোগ অনুভব করে। তখন তাহার পক্ষে অধঃপতন অসম্ভব হইয়া যায়। তিনি বিশুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে ভগবানের আরাধনায় নিয়োজিত হয়েন। অবশেষে তাঁহার চরণে চরম আশ্রয় লাভ করেন। মন্ত্রে এই পরম কল্যাণদায়ক সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে॥ ৬অ ২খ ৩সূ ৩সা॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বিষষ্টিতম সূক্তের নবমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

প্রথমং সাম ।

২ ৩   ১ ২   ৩ক ২র
তব শ্রিয়ো বর্ষ্যস্যেব

৩ ২   ৩   ১র ২   ৩ ১ ২   ৩ ১ ২
বিদ্যুতোঽগ্নেশ্চিকিত্র উষসামিবেতয়ঃ ।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩   ১ ২
যদোষধীরভিসৃষ্টো বনানি

৩   ১ ২   ৩ ১ ২ ৩ ১   ১ র ৩ ১ ১
চ পরি স্বয়ঞ্চিনুষে অন্নমাসনি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে ভগবন্! 'বর্ষ্যস্য' (বর্ষণোমুখস্য, অভীষ্টবর্ষকস্য) 'বিদ্যুতঃ' (জ্যোতির্ম্ময়স্য) 'অগ্নেঃ ইব' (জ্ঞানদেবস্য ইব, জ্ঞানস্বরূপস্য) 'তব' 'শ্রিয়ঃ' 'উষসাং' (জ্ঞানোন্মেষিকাদেব্যাঃ) 'এতয়ঃ' (প্রসিদ্ধাঃ কিরণাঃ) 'ইব' 'চিকিত্রে' (প্রজ্ঞায়ন্তে, সাধকানাং হৃদি প্রাদুর্ভবন্তি ইত্যর্থঃ); 'যদা' (যৎকালে) 'স্বয়ং' (আত্মনা) ওষধীঃ' (ফলপাকান্তা বৃক্ষাদয়ঃ, কর্ম্মফলাবসানা প্রাপ্তাঃ অবস্থাঃ) 'চ' (তথা) 'বনানি' (জ্যোতীংষি) 'অভিসৃষ্টঃ' (সৃষ্টাঃ ভবন্তি—সাধকানাং হৃদি ইতি যাবৎ) তদা ত্বং তেষাং 'আসনি' (আস্যে, হৃদি ইতি ভাবঃ) 'অন্নং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'পরিচিনুষে' (প্রক্ষিপসি, প্রযচ্ছসি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি সাধকেভ্যঃ পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (৬অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে ভগবন্! অভীষ্টবর্ষক জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানস্বরূপ আপনার জ্যোতিঃ জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর প্রসিদ্ধ কিরণের ন্যায় সাধকদিগের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হয়; যখন আপনার কর্তৃক কর্ম্মফলাবসান প্রাপ্ত অবস্থা এবং জ্যোতিঃ সাধকদিগের হৃদয়ে সৃষ্ট হয়, তখন আপনি তাঁহাদের হৃদয়ে আত্মশক্তি

প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্‌ সাধকদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করেন।)। (৬অ—৩খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অগ্নেঃ' অঙ্গনাদিগুণযুক্তস্য 'তব' 'শ্রিয়ঃ' রশ্মিলক্ষণা বিভূতয়ঃ 'চিকিত্রে' প্রজ্ঞায়ন্তে তত্র দৃষ্টান্তঃ—'বর্ষস্যেব বিদ্যুতঃ' যথা বর্ষতুর্গে ঘন্ত সম্বন্ধিনো বিদ্যুতঃ 'উষসামিবেতয়ঃ' যথা চোষসাং 'এতয়ঃ' গমনশীলাঃ ব্যাপ্তাঃ প্রকাশাঃ প্রজ্ঞায়ন্তে তদ্বদিত্যর্থঃ। কদেত্যত্রাহ 'যদ্' 'যদা' ত্বং 'ওষধীঃ' ব্রীহ্যাদ্যাঃ 'বনানি' অরণ্যানি চ অভিসৃত্য স্বৈর্দন্তৈঃ বিসৃজঃ সন 'স্বয়ং' আত্মনা 'অশনং' আস্যে মুখে 'অগ্নে' [illegible] 'পরি চিন্বসে' পরিক্ষিপসীত্যর্থঃ'। 'বিদ্যুতো যেঃ' 'বিদ্যুতশ্চিত্রাঃ' ইতি, 'উষসামিবেতবঃ' 'উষসামিবেতয়ঃ ইতি চ পাঠৌ। (৬অ ৩খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (৯৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

———*———

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত উভয় অংশেই ভগবানের তত্ত্ব প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভগবানই কৃপাবলে সাধকের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রদান করেন—মন্ত্রের ইহাই সার মর্ম্ম।

মন্ত্রে দুইটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমটী, 'বর্ষস্যেব বিদ্যুতে হয়োঃ'। ইহা ঠিক উপমা নয় স্বরূপবর্ণন মাত্র। মন্ত্রের এই অংশে জ্ঞানস্বরূপেরবর্ণনা আছে। তিনি জ্যোতির্ময়, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনি অভীষ্টবর্ষক। তিনিই মানবের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট পূর্ণ করেন। তাঁহার জ্যোতিতেই সকলে জ্যোতিষ্মান্ হয়। উপরোক্ত অংশে ইহাই—বিবৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপমা '[illegible]' অর্থাৎ জ্ঞানালোকময় দেবীর কিরণপুঞ্জের ন্যায়। উহা 'শ্রিয়ঃ' পদের [illegible] জ্যোতিঃ মানবের হৃদয়ে নবজীবন, নবভাব আনিয়া দেয়, তাহার মধ্যে নূতন জীবনের উন্মেষ সাধিত হয়।

ভগবানই মানবের জীবনে উচ্চভাব, নিষ্কাম-কর্ম্মের প্রেরণা জাগাইয়া দেন, আবার তিনিই সেই পবিত্রতা বিশুদ্ধতা উপলক্ষ্য করিয়া মানবকে মোক্ষপ্রদান করেন। এ তাঁহার অনন্তলীলা, অনন্তভাবে ফুটিয়া উঠে, মানুষ শুধু তাঁহার অনন্তভাবের উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হয়। মন্ত্রে তাঁহার সেই অনন্তভাবের একটী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে॥ (৬অ—৩খ—১সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের একনবতিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ২উ ৩
বাতোপজূত ইষিতো বশাঁ

১ ২ ৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অনু তৃষু যদন্না বেবিষদ্বিতিষ্ঠসে।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২
আ তে যতন্তে রথ্যোঽযথা

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পৃথক্ শর্দ্ধাংস্যগ্নে অজরস্য ধক্ষতঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'বাতোপজূতং' (বাতযুতঃ, আশুমুক্তিদায়কঃ) ত্বং 'যৎ' (যদা) 'বশাং অনু' (ত্বাং কাময়মানান্ সাধকান্) 'ইষিতঃ' (ইচ্ছাযুক্তঃ, তান্ প্রাপ্তুং ইচ্ছসি ইত্যর্থঃ) তদা 'তৃষু' (শীঘ্রং) তেষাং 'অন্না' (অন্নানি, শক্তিং ইত্যর্থঃ) 'বেবিষৎ' (ব্যাপ্নুবন্) 'বিতিষ্ঠসে' (বিশেষেণ বর্ত্ততে); হে দেব! 'রথ্যঃ যথা (রথিনঃ যথা) 'পৃথক্' (স্বতন্ত্রঃ, অসংযমিতঃ অশ্বঃ ইতি যাবৎ) 'যতন্তে' (সংযমিতং কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ) 'অজরস্য' (জরারহিতস্য, চিরনবীনস্য,) 'ধক্ষতঃ' (দহতঃ, পাপনাশকস্য) 'তে' (তব) 'শর্দ্ধাংসি' (তেজাংসি, জ্যোতীংষি) অস্মাকং চিত্তবৃত্তীঃ 'আ' (আ সংযমন্তু)। নিত্যসত্য প্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ॥ (৬অ ৩খ ১সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আশুমুক্তিদায়ক আপনি যখন আপনাকে কামনাকারী সাধকগণকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তখন শীঘ্র তাঁহাদের শক্তিকে ব্যাপ্ত করিয়া বিশেষরূপে বর্ত্তমান রহেন; হে দেব! রথিগণ যেমন অসংযমিত অশ্বকে সংযমিত করেন, সেইরূপ চিরনবীন পাপ-নাশক আপনার জ্যোতিঃ আমাদিগের চিত্তবৃত্তিসমূহকে বিশেষরূপে সংযমিত করুক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক।

প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগের সকল চিত্তবৃত্তিকে পবিত্র করুন। (৬অ—৩খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! ত্বং 'যদ্' যদা 'বাতোপজূতঃ' বায়ুনা কম্পিতঃ 'বশান্' কাম্যান্ বনস্পতীন্ 'অনু' প্রতি 'তৃষু' ক্ষিপ্রং 'ইষিতঃ' প্রেষিতশ্চ সন্ 'অন্না' অন্নানি অদনীয়ানি বনস্পত্যাদীনি স্থাবরাণি 'বেবিষৎ' ব্যাপ্নুবন্ 'বিতিষ্ঠসে' ইতস্ততো গচ্ছসি; তদানীং 'অজরস্য' জরারহিতস্য 'ধক্ষতঃ' দহতঃ 'তে' তব 'শক্মাংসি' তেজাংসি 'যথা' 'রথ্যঃ' রথিনঃ তদ্বৎ 'আ পৃথক্' পৃথগায়ন্ত গচ্ছন্তি। 'অজরস্য'—'অজরাণি' ইতি পাঠৌ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (৯৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবানের অপার করুণার কথা বিবৃত হইয়াছে। যে সাধক ভগবানকে লাভ করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেন, যথোপযুক্ত সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, ভগবানও সেই সাধককে আপনার মঙ্গলময় ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' যিনি ভগবানকে কামনা করেন, ভগবানও তাঁহার সেই পবিত্র বাসনা পূর্ণ করেন। 'বশাং অনু ইষিতঃ' পদত্রয়ে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই প্রার্থনা অন্তরের কলুষিত চিত্তবৃত্তির পরিশোধনের জন্য। এখানেও একটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। রথিগণ যেমন অসংযত অশ্বকে সংযত করে, সেইরূপভাবে ভগবান যেন আমাদের উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিসমূহকে পরিশোধিত করেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে অন্যরূপ ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! তুমি বায়ুদ্বারা কম্পিত হইয়া সঞ্চালিত হও এবং চমৎকার অন্ন সমস্তের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অবস্থিতি কর। হে অগ্নি! যখন তুমি দগ্ধ করিতে উদ্যত হও, তোমার প্রবল ও অক্ষয় শিখাগণ রথারূঢ় যোদ্ধাদিগের ন্যায় পৃথক পৃথক হইয়া বল প্রকাশ করে।" (৬অ ৩খ—১সূ ২সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের একনবতিতম সূক্তের ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩১২ ৩ ১২৩১
মেধাকারং বিদথস্য প্রসাধনমগ্নিং
২র ৩ ১২ ৩ ২
হোতারং পরিভূতরম্মতিম্।
১ ২র ৩১৩ ৩ ২উ ৩ ২
ত্বামর্ভস্য হবিষঃ সমানমিত্ত্বাং মহো
২ ৩ ২
বৃণতে নান্যন্ত্বৎ ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'মেধাকারং' (প্রজ্ঞায়াঃ কর্ত্তারং, পরাজ্ঞানদায়কং) 'বিদথস্য প্রসাধনং' (যজ্ঞস্য, সৎকর্ম্মণঃ সাধকং, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিদাতারং) 'হোতারং' (দেবানামাহ্বাতারং, দেবভাবোৎপাদকং) 'পরিভূতরং' (রিপুনাশকং) 'মতিং' (মন্তারং, সদ্বুদ্ধিদাতারং ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'ত্বাং' সর্ব্বে 'সমানমিৎ' (সমানমেব, সমভাবেন ইত্যর্থঃ) আরাধয়ন্তি ইতি শেষঃ। 'অর্ভস্য' (অল্পস্য, ক্ষুদ্রস্য, পাপিনঃ) তথা 'মহঃ' (মহতঃ, সাধকস্য—সর্ব্বেষাং ইত্যর্থঃ) 'হবিষঃ' (আরাধনায়াঃ) গ্রহণায় ইতি যাবৎ 'ত্বাং' 'ত্বং' 'নান্যং' (ন অন্যং কমপি দেবং) 'বৃণতে' (গৃহ্ণন্তি, আরাধয়ন্তি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বে লোকাঃ একমেবাদ্বিতীয়ং পরমদেবং এব আরাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (৬অ-৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! পরাজ্ঞানদায়ক, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিদাতা দেবভাবোৎপাদক রিপুনাশক সদ্বুদ্ধিদাতা জ্ঞানদেব আপনাকে সকলে সমভাবে আরাধনা করে; পাপী এবং সাধকেরা অর্থাৎ সকলেই আরাধনা গ্রহণের জন্য আপনাকে সকলে প্রার্থনা করে; আপনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও আরাধনা করে না। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। সকল লোক একমেবাদ্বিতীয় পরমদেবতাকেই আরাধনা করে)। (৬অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মেধাকারং' প্রজ্ঞায়াঃ কর্ত্তারং 'বিদথস্য' যজ্ঞস্য 'প্রসাধনং' প্রকর্ষেণ সাধকং 'হোতারং' দেবানামাহ্বাতারং 'পরিভূতরং' অতিশয়েন শত্রুণামভিভবিতারং 'মতিং' মন্তারং 'যং' 'ত্বাং' 'অগ্নিং' বয়মৃত্বিজঃ বৃণীমহে ইতি শেষঃ। হে অগ্নে! 'ত্বামিৎ' ত্বামেব 'অর্ভস্য' অল্পস্য 'হবিষঃ' পুরোডাশাদেকস্য ভক্ষণার্থমিতি শেষঃ। 'সমানমিৎ' সহৈব ঋত্বিজঃ 'বৃণতে' প্রার্থয়ন্তে। 'মহঃ' মহতঃ সোমাত্মকস্য হবিষঃ ভক্ষণার্থং ত্বামেব বৃণতে 'ত্বৎ' ত্বত্তঃ 'অন্যং' অতিরিক্তং দেবং 'ন' বৃণতে॥ 'পরিভূতরং' 'পরিভূতমং' ইতি ছন্দোগবহ্বৃচানাং পাঠৌ, 'অর্ভস্য হবিষঃ' — 'অমদর্ম্মেহবিষি' ইতি 'হবামহে' 'অমম্মহে'—ইতি চ। ৩।

* * *

তৃতীয় (১৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে একটী মহান সত্য প্রকটিত হইয়াছে যে যে ভাবে, যে নামে যে দেবতারই পূজা করুক না কেন, সেই সমস্তই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' সেই পরম দেবতার চরণেই পৌঁছে। অনন্ত অপরিণামী সেই একমাত্র সদ্বস্তুই বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া আছেন। বিভিন্ন নামরূপের কল্পনায়, উপাধিরহিত চৈতন্যসত্বাতে উপাধি কল্পনায়, তাঁহার কোনও পরিবর্ত্তন বা পরিণাম ঘটে না।

তিনি বিশ্বপতি। তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও আরাধনা করা হয় না। অর্থাৎ সাধক আপনার রুচি প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুসারে ভগবানকে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্নরূপে উপাসনা করেন। প্রকৃতপক্ষে তাহা বিভিন্ন দেবতার উপাসনা নয়। বহু একেরই রূপান্তর অথবা নামান্তর মাত্র। তাই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন,—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—তিনি এক সাধকগণ তাঁহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। বর্ত্তমান মন্ত্রেরও 'ত্বৎ নান্যং বৃণতে' মন্ত্রাংশে ইহাই সূচিত হইয়াছে।

মন্ত্রে ভগবানের জ্ঞানস্বরূপের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি জ্ঞানাধার, পরাজ্ঞান-দায়ক, মানবের রিপুনাশক। জ্ঞানের আবির্ভাবে মানব মনের সর্ব্ববিধ মলিনতা কালিমা দূরীভূত হয়, জ্ঞানাগ্নিতে তাহা ভস্মীভূত হইয়া যায়। নিম্নোদ্ধৃত ব্যাখ্যা হইতে প্রচলিত অর্থ অনুধাবন করা যাইবে। ব্যাখ্যাটী এই,—"অগ্নি লোককে মেধাযুক্ত করেন, তিনি হোমকর্ত্তা অতি মহৎ ও জ্ঞানবান অল্প হোমের দ্রব্যই দেওয়া হউক, আর অধিক পরিমানেই দেওয়া হউক, অগ্নিকেই সকল সময়ে বরণ করা হয়; আর কাহাকেও নহে।" (৬অ ৩খ-১সূ—৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের একনবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

৩ ১২ ৩১ ২র ৩১ ২
পুরূরুণা চিদ্ধ্যস্ত্যবো নূনং বাং বরুণ।
২ ৩ ১ ২ ৩২
মিত্র বংসি বাং সুমতিম্॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মিত্র বরুণ' (হে মিত্রদেব, হে অভীষ্টবর্ষক দেব!) 'বাং' (যুবয়োঃ) 'অবঃ' (রক্ষণং রক্ষাশক্তিঃ) 'নূনং হি' (নিশ্চিতমেব) 'পুরূরুণা' (প্রভূতপরিমাণেন) 'অস্তি' (বর্ত্ততু অস্মান্ প্রতি ইতি যাবৎ); হে দেবৌ! 'বাং' (যুবয়োঃ) 'সুমতিং' (অনুগ্রহবুদ্ধিং, কৃপাং) 'চিৎ' (জ্ঞানং চ) 'বংসি' (সম্ভজেয়ং—অহং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। কৃপয়া অস্মভ্যং পাপকবলাৎ রক্ষতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৬অ—৩খ-২সূ—১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে মিত্রদেব! হে অভীষ্টবর্ষক দেব! আপনাদের রক্ষাশক্তি নিশ্চিতরূপেই প্রভূতপরিমাণে আমাদিগের প্রতি বর্ত্তমান থাকুক; হে দেবদ্বয়! আপনাদের কৃপা এবং জ্ঞান আমি যেন সম্ভোগ করিতে পারি)। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে পাপকবল হইতে রক্ষা করুন।)॥ (৬অ—৩খ—২সূ—১সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মিত্রাবরুণৌ! 'বাং' যুবয়োঃ 'পুরূরুণ' প্রথমার্থে তৃতীয়া (৩।১৮৫) পুরোরপি বহু উরু বহুতরং অথবা পুরু চ উরু চ পুরূরু, অত্যন্তং বহুতরমিত্যর্থঃ, তাদৃক্ 'অবঃ' রক্ষণং 'নূনং' নিশ্চয়েন 'অস্তি হি', হি প্রসিদ্ধৌ; চিদিতি পূরণঃ, হে 'বরুণ'! হে 'মিত্র'! 'বাং' যুবয়োঃ 'সুমতিং' অনুগ্রহবুদ্ধিং 'বংসি' সম্ভজেয়ং॥ (৬অ-৩খ-২সূ-১সা)॥

প্রথম (৯৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের অভীষ্টবর্ষক ও মিত্ররূপের আরাধনা এই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। মিত্ররূপে তিনি আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন, অন্তরাত্মারূপে আমাদের কার্য্য প্রণালীকে নিয়মিত করেন। যাহাতে আমরা কোনরূপ বিপদে পতিত না হই, তদনুযায়ী পরামর্শ

দেওয়া যেমন বন্ধুর কার্য্য, আবার বিপদে পড়িলে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করাও বন্ধুর কার্য্য। 'পুরুরুণা অবঃ' পদদ্বয়ে ইহাই লক্ষ্য করিতেছে। প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,— "ভগবানের রক্ষাশক্তি আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকুক, বিপদ পাপ প্রভৃতি যেন আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে। তাঁহার কৃপা আমাদের উপর পতিত হউক, আমরা যেন তাঁহার অনুকম্পায় জীবনের অভীষ্ট সাধন করিতে পারি।"

যিনি মনুষ্যের সত্যিকার মঙ্গলসাধন করেন, যাঁহাদ্বারা জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, চরম পুরুষার্থ সাধিত হয়, সেই পরমপুরুষ ভগবানের চেয়ে অধিকতর ঘনিষ্ঠ মিত্র আর কে হইতে পারে? তাই তাঁহাকে 'মিত্র' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

তিনি মানবের অভীষ্টবর্ষক। মানুষের যাহা কামনা বাসনা তাহা ভগবানই পূর্ণ করেন তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু তাই মানুষ তাঁহার সকল কামনা বাসনা তাঁহার চরনেই নিবেদন করেন নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে মিত্র ও বরুণ! আমি যেন তোমাদিগের অনুগ্রহভাজন হই, কারণ তোমরা নিশ্চয়ই বিশেষরূপ রক্ষাকারী" (৬অ—৩খ ২সূ ১সা)॥ *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

তা বাং সম্যগদ্রুহ্বাণেষমশ্যাম ধাম চ।

৩ ১ ২

বয়ং বাং মিত্রা স্যাম॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রুহ্বাণা' (হে অদ্রোগ্ধারৌ, অহিংসকৌ, মিত্রভূতৌ দেবৌ ইত্যর্থঃ) 'তা' (তৌ, প্রসিদ্ধৌ) 'বাং' (যুবাং) 'সম্যক্' (সম্যক্‌রূপেণ—ভজম ইতি শেষঃ); স্তোতারঃ বয়ং 'ইষং' (সিদ্ধিং পরাসিদ্ধিং) 'চ' (তথা) 'ধাম' (আবাসস্থলং, আশ্রয়স্থানং, ভগবচ্চরণং ইতি ভাবঃ) 'অশ্যাম' (প্রাপ্নুয়াম); 'মিত্রা' (হে মিত্রাবরুণৌ, হে মিত্রদেব তথা অভীষ্টবর্ষক দেবৌঃ) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 'বাং' (যুবয়োঃ) আরাধনাপরায়ণাঃ 'স্যাম' (ভবেম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম; ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং মোক্ষং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৬অ—৩খ—২সূ-২সা)॥

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদসংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের সপ্তষষ্ঠিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

মিত্রভূত হে দেবদ্বয়! প্রসিদ্ধ আপনাদিগকে সম্যক্‌রূপে স্তুতি করিতেছি; স্তোতা আমরা যেন পরাসিদ্ধি এবং ভগবচ্চরণ প্রাপ্ত হই; হে মিত্রদেব এবং হে অভীষ্টবর্ষক দেবদ্বয়! প্রার্থনাকারী আমরা যেন আপনাদের আরাধনাপরায়ণ হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে মোক্ষ প্রদান করুন।) (৬অ—৩খ—২সু—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অদ্রুহ্বাণা' হে অদ্রোগ্ধারৌ। 'তা' তৌ প্রসিদ্ধৌ 'বাং' যুবাং সম্যক্ স্তুম ইতি শেষঃ। স্তোতারঃ 'বয়ং' 'ইমং' অস্য 'ধাম চ' আধারং 'অশ্যাম' প্রাপ্নুয়াম। হে 'মিত্রা' মিত্রাবরুণৌ! 'বাং' স্তোতারো বয়ং 'স্যাম' ভবাম সমৃদ্ধা ইতি শেষঃ, যুবাভ্যাং স্বভূতা বা স্যাম। 'ধাম চ'—'সাদনে' ইতি পাঠৌ, 'মিত্রা' রুদ্রা' ইতি চ। (৬অ ৩খ ২সূ-২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৯৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ : • : §——

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রথম অংশের ভাব 'আমরা তাঁহার চরণে আমাদের প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি। তিনি যেন কৃপা পূর্ব্বক আমাদের বাসনা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন।

দ্বিতীয় অংশের মর্ম্ম এই যে, আমরা যেন পরম সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে পারি। এখানে ভগবানকে 'ধাম' বলা হইয়াছে। বাস্তবিক জগতের সকলের চরম আশ্রয় স্থল তিনি। তাঁহার কৃপায় মানুষ সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া থাকে তিনি মানবের—জগতের চরম আশ্রয় স্থল।

তৃতীয় অংশের প্রার্থনার মর্ম্মই বিশেষ ভাবে প্রণিধান করা প্রয়োজন। সাধক যেন আপনার অভীষ্ট লাভের উপায় বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ সেই উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। সেই উপায় ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন, তাঁহার ধ্যান, নামগান ও গুণকীর্ত্তন। এক কথায়—ভগবৎসাধনায় আত্মনিয়োগ। মানুষ ইচ্ছা করিলেই ভগবৎপরায়ণ হইতে পারে না। তজ্জন্য ভগবানের কৃপা চাই। সেই কৃপালাভের জন্য, ভগবৎ-সাধনসামর্থ্যলাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। (৬অ ৩খ ২সূ—২সা।)*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের সপ্ততিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
পাতং নো মিত্রা পায়ুভিরুত ত্রায়েথাং সুত্রাত্রা।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সাহ্যাম দস্যুং তনূভিঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মিত্রা' (মিত্রাবরুণৌ, মিত্রভূত তথা অভীষ্টবর্ষক হে দেবৌ) যুবাং 'নঃ' (অস্মান্) 'পায়ুভিঃ' (রক্ষণৈঃ; যুবয়োঃ রক্ষাশক্তিভিঃ) 'পাতং' (রক্ষতং, পাপকবলাৎ—ইতি যাবৎ) 'উত' (অপিচ) 'সুত্রাত্রা' (শোভনেন ত্রাণেন, বিপদাৎ ত্রাণং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'ত্রায়েথাং' (পালয়েথাং); হে দেবৌ! যুবয়োঃ কৃপয়া বয়ং 'তনূভিঃ' (স্বীয়ৈরঙ্গৈঃ, আত্মশক্ত্যা) 'দস্যুং' (শত্রূন, রিপূন) 'সাহ্যাম' (অভিভবেম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মান্ সর্ব্ববিপদাৎ রক্ষতু তথা অস্মান্ রিপুজয়িনঃ করোতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৬অ ৩খ-২সূ ৩সা)) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মিত্রভূত এবং অভীষ্টবর্ষক হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগকে আপনাদিগের রক্ষাশক্তি দ্বারা পাপকবল হইতে রক্ষা করুন; অপিচ, বিপদ হইতে ত্রাণ করিয়া পালন করুন; হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের কৃপায় আমরা যেন আত্মশক্তি দ্বারা শত্রুদিগকে অভিভব করিতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে রিপুজয়ী করুন।) ॥ (৬অ—৩খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'মিত্রা' মিত্রাবরুণৌ দেবৌ! যুবাং 'নঃ' অস্মান পায়ুভিঃ' রক্ষণৈঃ 'পাতং রক্ষতং। 'উত' অপিচ 'সুত্রাত্রা' শোভনেন ত্রাণেন 'ত্রায়েথাং' পালয়েথাং। ইষ্ট প্রাপ্ত্যনিষ্ট-পরিহারভেদেন ভেদঃ—স্তোত্রাদি নৈকল্যাচ্ছয়োর্ব্বা ত্রায়েথা অভিমত প্রাপণেন রক্ষতমিত্যর্থঃ। বয়ঞ্চ 'তনূভিঃ পুত্রাদিভিঃ সহিতাঃ স্বীয়ৈরঙ্গৈর্ব্বা 'দস্যুং' শত্রুং 'সহ্যাম' অভিভবেম 'মিত্রা' 'কৃষ্ণা' - ইতি পাঠৌ, 'ত্রায়েথাং' 'ত্রায়েথাং' ইতি, 'সাহ্যাম' - 'তুর্য্যাম ইতি চ। (৬অ ৩খ—২সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (৯৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনা মূলক এই মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। তিন অংশেই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রথম অংশের মর্ম্মার্থ- ভগবান্ যেন আমাদিগকে তাঁহার অপ্রতিহত মঙ্গলশক্তি দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করেন। তিনি মানবের মঙ্গলবিধাতা, একমাত্র পরমবন্ধু। মানুষ সর্ব্বদাই রিপুর আক্রমণে বিব্রত। চারিদিক্ হইতে তাহাদিগকে অসংখ্য শত্রুগণ নানাভাবে আক্রমণ করিতেছে। মোহ প্রলোভন মানুষকে অধঃপতনের পথে আকর্ষণ করিতেছে। দুর্ব্বল মানুষের এমন শক্তি নাই যে, সে আপন শক্তিতে সেই আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে। তাই ভগবানের নিকট কাতর ভাবে প্রার্থনা করা হইতেছে,— "হে ভগবন্! দুর্ব্বলের বল্ আমরা চারিদিকে রিপুপরিবেষ্টিত, আমাদিগকে রিপুর আক্রমণ হইতে উদ্ধার করুন।" মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে উহাই বিবৃত হইয়াছে।

তৃতীয় অংশের ভাব প্রথম দুই অংশের অনুরূপ হইলেও উহাতে একটু বৈচিত্র্য আছে —সেই বৈচিত্র্যের মূল কারণ মন্ত্রান্তর্গত 'তন্ব'ঃ' পদ। ভগবানের কৃপায় আমাদের মধ্যে যেন আত্মশক্তির সঞ্চার হয়, আমরা যেন, নিজেদের শক্তিবলে ভগবচ্চরণ লাভ করিতে পারি। মন্ত্রে এই আত্মশক্তি লাভের জন্যও প্রার্থনা আছে। (৮অ ৩খ ২সূ—৩সা)। *

প্রথম সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২　　১২　৩১　২র

উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহ পীত্বা শিপ্রে অবেপয়ঃ।

১ ২　　৩ ২ ৩ ২

সোমমিন্দ্র চমূসুতম্॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) 'ওজসা সহ' (বলেন সহ, আত্মশক্ত্যা সহ ইত্যর্থঃ) 'উত্তিষ্ঠন্' (উত্থায়, হৃদি আগত্য ইত্যর্থঃ) 'চমূ' (পাত্রেষু, অস্মাকং হৃদিস্থিতং ইত্যর্থঃ) 'সুতম্' (বিশুদ্ধং) 'সোমং (সত্ত্বভাবং) 'পীত্বা' (গৃহীত্বা) 'শিপ্রে' (জ্যোতিষি) 'অবেপয়ঃ' (কম্পয়, অস্মান্ স্থাপয় ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবান্ কৃপয়া

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের সপ্তাত্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

অস্মাকং হৃদিস্থিতং শুদ্ধসত্ত্বরূপং পূজোপহারং গৃহ্ণাতু তথা দিব্যজ্যোতিঃ প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ ৩খ ৩সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতে হে দেব! আত্মশক্তির সহিত হৃদয়ে আগমন করিয়া আমাদিগের হৃদয়স্থিত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব গ্রহণ করতঃ জ্যোতিতে আমাদিগকে স্থাপন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের হৃৎস্থিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজোপহার গ্রহণ করুন।)। (৬অ—৩খ—৩সূ—১সা)

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! ত্বং 'পীত্বা' 'ওজসা' বলেন 'সহ' 'উত্তিষ্ঠন্' 'শিপ্রে' হনূ 'অবেপয়ঃ' অকম্পয়ঃ মদাবেশাদিতি ভাবঃ। কিং পীত্বা? 'চমূ' চম্বোরধিষবণফলকয়োঃ 'সুতং' অভিষুতং 'সোমং'। 'পীত্বা'—'পীত্বী' ইতি পাঠৌ। (৬অ-৩খ-৩সূ-১সা)।

• • •

প্রথম (৯৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—×|*|×—

মন্ত্রটী একটু জটিলতা সম্পন্ন। ভাষ্যকার অথবা প্রচলিত ব্যাখ্যাকারদিগের সহিত আমাদের যথেষ্ট মতভেদ ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ইন্দ্রের সোমরস পানের এক চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'শিপ্রে অবেপয়ঃ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,— 'হনূ অকম্পয়ঃ মদাবেশাদিতি ভাবঃ।' অর্থাৎ হে ইন্দ্র, সোমরস পান করিয়া যখন তোমার খুব মত্ততা উপস্থিত হইবে, তখন তোমার হনূ অর্থাৎ চোয়াল কম্পিত কর। মাতালেরা মদ্যপান করিয়া কখনও চোয়াল কম্পিত করে কি না, জানি না, কিন্তু ইন্দ্রদেবের চোয়াল কম্পন কিরূপ ব্যাপার তাহা আমদের নিকট সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য। এই 'শিপ্র' পদ আমরা অন্যত্রও পাইয়াছি, তাহাতে উহা 'জ্যোতিঃ' অর্থ প্রকাশ করে তাহা দেখিয়াছি। আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ সংহিতা (১ম-১০১সূ ২০খ) দ্রষ্টব্য। 'চমূ' পদে হৃদয়রূপ পাত্রকেই লক্ষ্য করে। একখানি হিন্দি ব্যাখ্যাতে উক্ত পদে 'পাত্র' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব, হৃদয়রূপ পাত্রেই অভিষুত হয়, তাই উক্তপদে হৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়াছি। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"তুমি অভিষবণ ফলকে অভিষুত সোম পান করতঃ বলের সহিত উঠিয়া হনুদ্বয় কম্পিত কর।" ইহা কি মাতালকে মত্ততাজনিত নৃত্যে আহ্বান? আমরা এই ব্যাখ্যার সহিত

একমত হইতে পারি নাই। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতে প্রকাশ পাইয়াছে। (৬অ—৩খ—৩সূ—১সা)।*

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২　৩　১ ২　৩ ২　২র
অনু ত্বা রোদসী উভে স্পর্দ্ধমানমদদেতাম্।
২ ৩　১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্র যদ্দস্যুহাভবঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্পর্দ্ধমান' (শত্রুভিঃ সহ স্পর্দ্ধাংকুর্ব্বাণ, রিপুজয়িন্) 'ইন্দ্র' (হে বলাধিপতিদেব) ত্বং 'যৎ' (যদা) 'দস্যুহা' (রিপুনাশকঃ) 'ভবঃ' (ভবসি) তদা 'উভে রোদসী' (দ্যুলোকভূলোকৌ বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বেজনাঃ ইত্যর্থঃ) 'অনু ত্বা' (ত্বাং অনুলক্ষ্য, তব মহিমাং উপলব্ধ্য ইত্যর্থঃ) 'মদদেতাং' (মদেতাং, হৃষ্যেতাং, পরমানন্দং লভন্তে ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ যদা লোকানাং রিপূন বিনাশয়তি, ততঃ সর্ব্বেলোকাঃ তদা পরমানন্দং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৬অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রিপুজয়ী হে বলাধিপতি দেব! আপনি যখন রিপুনাশক হয়েন, তখন দ্যুলোকভূলোক অর্থাৎ বিশ্ববাসী সকল লোক আপনার মহিমা উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। (ভাব এই যে,—ভগবান্ যখন লোকদিগের রিপুসমূহকে বিনাশ করেন, সকল লোক তখন পরমানন্দ লাভ করে।)। (৬অ—৩খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'স্পর্দ্ধমান' শত্রুভিঃ সহ স্পর্দ্ধাংকুর্ব্বাণ ইন্দ্র। 'ত্বা' ত্বাং 'অনু' লক্ষ্য 'উভে রোদসী' উভে অপি দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'মদদেতাং' হৃষ্যেতাং 'যৎ' যদা 'দস্যুহা ভবঃ' শত্রূণাং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চনবতীতম সূক্তের দশমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

হন্তা ভবসি, তদা মদেতামিতি সম্বন্ধঃ। 'স্পর্দ্ধমানমদেতাং'—'কুপ্যমাণমকুর্ব্বেতাং' ইতি পাঠৌ॥ (৬অ—৩খ—৩সূ-২সা)॥

* *

দ্বিতীয় (১৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী ভগবৎমহিমাদ্যোতক। ভগবান মানবের সর্ব্ববিধ শত্রুকে বিনাশ করেন, তাহাতেই মানব মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। পাপের বিনাশের জন্য যখন ভগবান সুদর্শনচক্রহস্তে অবতীর্ণ হয়েন, তখনই সাধুদিগের মঙ্গলসাধিত হয়। মানুষ তাঁহার কৃপায় অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ পায়। পাপের বিনাশ হইলেই পরমানন্দ লাভ সম্ভবপর হয়। তাই পাপের বিনাশে মানুষ উৎফুল্ল হয়। ভাষ্যেও এই মতই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখি।

কিন্তু প্রচলিত কোন কোনও ব্যাখ্যায় মন্ত্রের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি, 'তুমি শত্রুগণকে বিনাশ কর। দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই তোমার কল্পনা করে; তুমি সর্ব্বদা দস্যুদিগকে বিনাশ কর।" এই ব্যাখ্যা মূল বা ভাষ্যের অনুযায়ী নহে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে,—'মদেতাং' পদকে লক্ষ্য করিয়া "কল্পনা করে" অর্থ গৃহীত হইয়াছে কিন্তু ইহাতে মন্ত্রার্থ পরিষ্কার হয় নাই, অধিকন্তু মন্ত্রাংশ অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা মনে করি এই স্থলে ভাষ্যকারই মন্ত্রের ভাব অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন। আমাদিগের ভাব মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদেই পরিস্ফুট হইয়াছে॥ (৬অ ৩খ-৩সূ-২সা)॥

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩১ ২র ৩ ১ ২
বাচমষ্টাপদীমহং নবস্রক্তিমৃতাবৃধম্।

২৩ ১২ ৩ক ২র
ইন্দ্রাৎপরি তন্বং মম॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষট্‌সপ্ততিতম (অথবা বালখিল্য সূক্তানুবাদে পঞ্চষষ্টিতম) সূক্তের একাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অষ্টাপদীং' (অষ্টদিক্‌ব্যাপিনীং, সর্ব্বব্যাপিনীং ইত্যর্থঃ) তথা 'নবস্রক্তিং' (তদতিরিক্তং নবমং স্থানং ব্যাপ্য অবস্থিতাং, দ্যুলোকব্যাপিনীং—দ্যুলোকভূলোকব্যাপিনীং ইতি ভাবঃ) 'ঋতাবৃধং' (সত্যস্য সৎকর্ম্মণঃ বা বর্দ্ধয়িত্রীং) তথাপি 'ইন্দ্রাৎ' (ভগবতঃ, ভগবতঃ মহিমায়াঃ) ,তন্বং' (তনুং, ন্যূনাং) 'বাচং' (স্তুতিং, প্রার্থনাং) 'অহং' (প্রার্থনাকারী অহং) 'পরিমমে' (পরিমাণং করোমি, উচ্চারয়ামি)। মন্ত্রোঽয়ং ভগবন্মহিমাখ্যাপকঃ। মানবাঃ অসীমস্য ভগবতঃ মহিমাং পরিব্যক্তুং ন শক্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। (৮অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অষ্টদিক্‌ব্যাপিনী, দ্যুলোকব্যাপিনী অর্থাৎ দ্যুলোকভূলোকব্যাপিনী, সত্যের (অথবা সৎকর্ম্মের) বর্দ্ধনকারিণী, তথাপি ভগবানের মহিমা হইতে ন্যূন প্রার্থনা আমি উচ্চারণ করিতেছি। (মন্ত্রটী ভগবানের মহিমাখ্যাপক। ভাব এই যে,—মনুষ্যগণ অসীম ভগবানের মহিমা পরিব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে।)। (৮অ—৩খ—সূ—সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অষ্টাপদীং' অষ্টাভির্দ্দিগ্‌ভির্বিদিগ্‌ভিশ্চাষ্টাপদীং 'নবস্রক্তিং' উপরিস্থিতেনাদিত্যেন নবস্রক্তিং আসু দিক্ষু ব্যাপ্তামিত্যর্থঃ, 'ঋতাবৃধং' যজ্ঞস্য বৃদ্ধিং কুর্ব্বতীং 'বাচং' স্তুতিময়ীং পরিপূর্ণাং 'তন্বং' তনুং ন্যূনাং সতীং 'অহং' 'পরি মমে' ন্যূনেনন্দ্রাৎ করোমীত্যর্থঃ। কার্ৎস্নেন স্বরূপং স্তুত্যা বিষয়ীকর্তুমশক্যত্বাদিতি ভাবঃ। 'ঋতাবৃধং'— 'ঋতাস্পৃশং' ইতি পাঠৌ। (৮অ ৩খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৯১০) সামের মর্ম্মার্থ।

—:§:·§:—

মন্ত্রটী ভগবানের মহিমাখ্যাপক। মানুষ সান্ত সসীম। তাহার পক্ষে অসীম অনন্ত ভগবানের মহিমাকীর্ত্তন সম্ভবপর নয়। মানুষ যতই কেন উন্নত হউক না, সে যে পর্যান্ত তাহার নিজের মধ্যে অনন্তত্বের অনুভূতি লাভ করিতে সমর্থ না হয়, সে পর্যান্ত সে ভগবানের পূর্ণ মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহা পরিব্যক্ত করা তো দূরের কথা। এমন কি, ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিলেও মানুষ তাহার ক্ষীণ অসম্পূর্ণ ভাষার সাহায্যে সেই মহান্ অনুভূতি ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না। এ অনুভূতি, উপভোগের সামগ্রী—তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি মানুষের নাই। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—দ্যুলোকভূলোকব্যাপী প্রার্থনাও ভগবানের মহিমার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এখানে প্রার্থনাকে 'অষ্টাপদীং'

নবস্রক্তিং' বলাতে প্রার্থনাকারীর আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পায় নাই। উহা কেবলমাত্র ভগবন্মহিমার অসীমত্ব প্রকাশ করিতেছে। তাই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন,—'তাঁহার সন্ধান না পাইয়া বাক্য ও মন ফিরিয়া আসে।' ভগবানের এই মহিমাকীর্ত্তন মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। (৬অ—৩খ—৩সূ ৩সা)। *

—*—

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ১র ২র
ইন্দ্রাগ্নী যুবামিমেঽভি স্তোমা অনূষত।
১ ২ ৩ ২
পিবতং শম্ভুবা সুতম্॥ ১॥

* . *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (ইন্দ্রাগ্নীরূপৌ হে দেবৌ, যদ্বা—শক্তিজ্ঞানরূপিণৌ হে দেবৌ!) 'যুবাং' 'ইমে' অস্মাভিরুচ্চারিতাঃ, অস্মাভিরনুষ্ঠিতাঃ বা ইত্যর্থঃ) 'স্তোমাঃ' (স্তুতিমন্ত্রাঃ, সৎকর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) 'অভ্যানুষত' (গৃহাণ, অধিতিষ্ঠ); অপিচ, হে 'শম্ভুবা' (সুখস্য বিধাতারৌ, পরমসুখদাতারৌ দেবৌ ইত্যর্থঃ) যুবাং 'সুতং' (অস্মাকং সৎকর্ম্মণা পরিশুদ্ধং—শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিসুধাং বা ইতি ভাবঃ) 'পিবতং' (গৃহাণ—অস্মভ্যং অভীষ্টপূরণায় ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ ভগবদনুগ্রহলাভঃ সুগমঃ ভবতি ইতি ভাবঃ॥ (৬অ—৩খ—৪সূ—১সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রাগ্নীরূপ দেবদ্বয় অথবা শক্তিজ্ঞানরূপী হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগের উচ্চারিত অথবা আমাদিগের অনুষ্ঠিত স্তুতিমন্ত্র সমূহ (সৎকর্ম্মসমূহে) গ্রহণ করুন অর্থাৎ অধিষ্ঠিত হউন। অপিচ, হে পরমসুখদাতা! আপনারা উভয়ে, আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা পরিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভক্তিসুধা গ্রহণে আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলের ষট্‌সপ্ততিতম অথবা বালখিল্য সূক্ত বাদে পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে ভগবদনুগ্রহলাভ সুগম হয়।) ॥ (৬অ—৬খ—৪সূ—১সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! 'যুবাং' 'ইমে' 'স্তোমাঃ' স্তোতারঃ 'অভ্যনূষত' অভিষ্টুবন্তি। হে 'শম্ভুবা' সুখস্য ভাবয়িতারাবিন্দ্রাগ্নী সুতং' অভিষুতং অস্মদীয়ং সোমং 'পিবতং' ॥ ১ ॥

• • •

প্রথম (৯৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনাকারী মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বলাভে অন্তরকে বিশুদ্ধ করিবার এবং সেই শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে পরমাভীষ্ট-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। ভাষ্যকারের সহিত দুই এক স্থলে সামান্য মাত্র মতপার্থক্য ঘটিয়াছে। 'স্তোমাঃ' পদে ভাষ্যকার 'স্তোতারঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। স্তোতারঃ অর্থও অসঙ্গত বলিয়া মনে করি না। ভগবানের আরাধনাই সকল অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। যিনি ভগবানের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, তিনিই, আমাদের মতে, 'স্তোমাঃ' অর্থাৎ স্তোতৃগণ। 'স্তোতারঃ—'স্তোমাঃ' পদের অর্থ ধরিলে, তাৎপর্য্য হয়—যিনি বা যাঁহারা ভগবত্তত্ত্ব সম্যক্ অবগত আছেন, তিনি বা তাঁহারাই ভগবানকে স্তুতি করিতে সমর্থ। আবার 'স্তোমাঃ' পদের অর্থ স্তোত্রমন্ত্র ধরিয়া লইলেও ঐ একই অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে। মন্ত্রের অলৌকিক শক্তির বিষয় সর্ব্বশাস্ত্রেই প্রখ্যাপিত দেখি। মন্ত্র যদি যথার্থরূপে উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে সেই স্তোত্র মন্ত্রই ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারে এবং তাহাই তাঁহার প্রীতিকর হয়।

'ইন্দ্রাগ্নী' সম্বোধনে একদিকে জ্ঞানের ও একদিকে কর্ম্মশক্তির প্রাধান্য প্রখ্যাপিত। কর্ম্ম যদি জ্ঞানসংযুত হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্মই মানুষের মোক্ষহেতুভূত হইয়া থাকে। জ্ঞানসমন্বিত কর্ম্মই সুখের হেতুভূত। তাহাই জন্মগতিরোধের প্রধান কারণ। 'সুতং' পদের অর্থে এখানে 'অভিষুতং সোমং' অর্থ ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'সোম' শব্দের অধ্যাহারমূলক কোনও সূত্র (সুত' পদ ভিন্ন) মন্ত্র-মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। 'সোম' শব্দের সম্বন্ধ-খ্যাপনে, 'পিবতং' ক্রিয়াপদের বিদ্যমানতা-হেতু, সোমকে মাদকদ্রব্য বলিয়া অনুমান করা হয়। কিন্তু আমরা হৃদয়ের শ্রেষ্ঠভাব শুদ্ধসত্ত্ব প্রদানে ভগবানকে পরিতুষ্ট করিবার কামনাই মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাই। মন্ত্র বলিতেছেন,—'সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে অভীষ্টপূরণ হয়। অতএব সদ্ভাবসমন্বিত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান সকলেরই কর্ত্তব্য।' (৬অ-৩খ ৪সূ-১সা) ।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে চতুর্বিংশ বর্গে দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্ভূত।

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩   ১ ২   ৩ ১ ২   ৩ ১ ২   ৩ ১ ২

যাবা৺ সন্তি পুরুস্পৃহো নিযুতো দাশুষে নরা।

১ ২ ৩   ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রাগ্নী তাভিরাগতম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরা' (নেতারৌ, সৎকর্ম্মণি নিয়োজিতারৌ) 'পুরুস্পৃহা' (সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ৌ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (ইন্দ্রাগ্নীরূপৌ দেবৌ, সত্ত্ব শক্তিজ্ঞানরূপিণৌ দেবৌ ইত্যর্থঃ) 'বাং' (যুবয়োঃ স্বভূতাঃ, যুবয়োঃ সম্বন্ধি ইতি যাবৎ) 'যা' (প্রসিদ্ধাঃ) 'নিযুতঃ' (অসংখ্যাকানি জ্ঞানকিরণানি সন্তি) যুবাং 'তাভিঃ' (তৈ জ্ঞানকিরণৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'দাশুষেঃ' (হবীংষি প্রদাতরি ময়ি ইত্যর্থঃ) 'আগতং' (আগচ্ছতং, মম হৃদি অধিতিষ্ঠতং ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অত্র প্রজ্ঞানস্বরূপিণং ভগবন্তং প্রাপ্তয়ে প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—জ্ঞানসমন্বিতঃ সৎকর্ম্মপরায়ণঃ সন্ অহং ভগবৎপদাঙ্কানুসারী ভবেয়ং। (৬অ ৩খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

নেতা অর্থাৎ সৎকর্ম্মের নিয়োজক, সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় ইন্দ্রাগ্নীরূপী হে দেবদ্বয় অথবা জ্ঞানকর্ম্মরূপী দেবদ্বয়! তোমাদের স্বভূত অর্থাৎ তোমাদের সম্বন্ধি প্রসিদ্ধ যে জ্ঞানকিরণ বর্ত্তমান, সেই জ্ঞানকিরণ-সমূহের সহিত হবির্দ্দানকারী অর্থাৎ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী আমার হৃদয়ে আগমন কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে পাইবার জন্য এখানে প্রার্থনা বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন জ্ঞানসমন্বিত সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া ভগবৎপদাঙ্কানুসারী হই (৬অ—৩খ—৭সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'নরা' নেতারৌ 'ইন্দ্রাগ্নী'! 'বাং যুবয়োঃ স্বভূতাঃ 'পুরুস্পৃহা' পুরুভির্ব্বহুভিঃ স্পৃহণীয়াঃ 'দাশুষে' হবীংষি দত্তবতে যজমানার্থং উৎপন্নাঃ 'নিযুতঃ' অশ্বাঃ 'সন্তি'। হে ইন্দ্রাগ্নী! 'তাভিঃ' 'নিযুদ্ভিঃ' সহ 'আগতং' আগচ্ছতং॥ (৬অ ৩খ-৪সূ ২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (৯৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের ন্যায় এ মন্ত্রও প্রার্থনামূলক। এ মন্ত্রে জ্ঞান ও কর্ম্ম-শক্তি প্রভাবে ভগবৎ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেবদ্বয়ের বিশেষণদ্বয়—'পুরুস্পৃহা' এবং 'দয়া'। জ্ঞান এবং সৎকর্ম্মের সুফল সকলেরই আকাঙ্ক্ষণীয়। আর, জ্ঞান এবং সৎকর্ম্ম বা সদ্ভাব—মানুষকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করে। জ্ঞান-প্রভাবে সদসৎ-বিচার-শক্তির উন্মেষণে সৎস্বরূপের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তখনই তাঁহাকে সদ্ভাবের আধার বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। সেই ভাবে তাঁহাকে বুঝিতে পারিলে, তিনি সকল সৎকর্ম্মের স্বরূপ বলিয়া জানিতে সমর্থ হইলে, তখনই তাঁহার প্রতি প্রাণ মন আকৃষ্ট হয়। ফলতঃ, স্বরূপ-জ্ঞানই প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। স্বরূপ জ্ঞান ভিন্ন,—তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি ভিন্ন,—ভগবত্তত্ত্বে সম্যক্‌দৃষ্টির পরিস্ফুরণ সম্ভবপর নহে।

মন্ত্রে 'নিযুতঃ' পদ আছে। ঐ পদের অর্থ ভাষ্যমতে 'অশ্বাঃ'। কিন্তু 'অশ্বাঃ' অর্থ আমননের কোনই হেতু পরিদৃষ্ট হয় না। 'অশ্ব' পদে আমরা 'জ্ঞানরশ্ময়ঃ' অর্থ ইতিপূর্ব্বে অনেকত্র অধ্যাহার করিয়াছি। ব্যাপ্তি অর্থ মূলক অশ্ ধাতু হইতে ঐ পদ হইয়াছে বলিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত। জ্ঞানের ব্যাপকতা সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। অনেকত্র এতদ্বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ইন্দ্র এবং অগ্নির অশ্ব বলিতে অগ্নির জ্বালা বা জ্ঞানাগ্নির অসংখ্য জিহ্বার বিষয়ই মনে আসে; আর ইন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার অশেষ শক্তি-সামর্থ্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

মানুষের লক্ষ্য সুখসাধন। দুঃখনিবৃত্তিতে কিসে সুখসাধন হয়, মানুষ প্রতিনিয়ত সেই কামনাই করিয়া থাকে। সুখসাধন পক্ষেই তাহার যত-কিছু যত্ন চেষ্টা। সেই চেষ্টার ফলেই ইহসংসারে তাহার যত কিছু অনুষ্ঠান। সেই চেষ্টায়ই সে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া মরে। একটী ছাড়িয়া অপরটী, সেটী ছাড়িয়া আর একটী—এইরূপ বিভিন্ন পন্থার অনুসরণে সারাজীবন সে অতিবাহিত করে। কিন্তু সে যদি একবার প্রকৃত পথের সন্ধান পায়, একবার সে যদি বুঝিতে পারে—এই পথে চলিলে তাহার প্রকৃত সুখসাধন হয়, তাহা হইলে তাহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। এখানে, সেই প্রকৃষ্ট পন্থ প্রদর্শন এই মন্ত্রের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি।

মানুষ যদি তাহার ইষ্টদেবকে সর্ব্বাভীষ্টপূরক, আর সেই অভীষ্টপূরণ জন্য তাঁহাকে সৎকর্ম্মের নিয়োজক বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহা হইলে, অভীষ্ট-পূরণের—আত্যন্তিক সুখসাধনের জন্য তাঁহারই শরণ গ্রহণ করে। সৎকর্ম্ম-সাধনই অভীষ্ট-পূরণের হেতুভূত। এই জ্ঞান জন্মিলে সে তখন, সেই জ্ঞানপ্রভাবে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আপনার অভীষ্ট পূরণের জন্যই সকল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মন্ত্রে সেই উদ্বোধনার মধ্য দিয়াই প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মন্ত্র বলিতেছেন,—'যদি তোমার সেই চরম অভীষ্ট লাভের বাসনা থাকে, তাঁহার শরণ গ্রহণ কর। তিনি 'পুরুস্পৃহঃ'—

সকলেরই তিনি কাম্য অর্থাৎ সকলের সকল কামনাই তিনি পূরণ করেন। আবার তিনি সকল সৎকর্ম্মের নিয়ামক অর্থাৎ তিনি সকলকেই সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। সুতরাং জ্ঞান-প্রভাবে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ভগবানকে পাইবার প্রয়াসী হও, সকল অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।' মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। (৬অ ৩খ ৪সূ—২সা)। *

—*—

তৃতীয়ং সাম

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২
তাভিরাগচ্ছতন্নরোপেদঁ সবনঁ সুতম্।
১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে॥ ৩ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরা' (হে সৎকর্ম্মণি নিয়োজিতারৌ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (ইন্দ্র গ্নী দেবৌ, যদ্ব—শক্তিজ্ঞানরূপৌ দেবদ্বয়ৌ!) 'ইদং' (অনুষ্ঠিতং ইত্যর্থঃ) 'সবনং' (কর্ম্মং) 'সুতং' (অভিষুতং প্রকৃষ্ট-রূপেণ আরব্ধং) অথবা 'ইদং' (অস্মাকং হৃদি বর্ত্তমানঃ ইত্যর্থঃ) 'সবনং' (শুদ্ধসত্বং, ভক্তিসুধা বা) 'সুতং' (যুষ্মদর্থং অভিষুতং, উৎসর্গীকৃতং) বর্ত্ততে ইতি শেষঃ। অতঃ যুবাং 'সোমপীতয়ে' (তং শুদ্ধসত্বং গ্রহণায় ইতি ভাবঃ) 'উপ' (সমীপে, অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ) 'আগচ্ছতং' (অধিতিষ্ঠতং, উপবিশতং)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সদ্ভাবেন সৎকর্ম্মণা চ ভগবন্তং আরাধয়ানি ইতি ভাবঃ। (৬অ—৩খ ৪সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মের নিয়োজক হে ইন্দ্রাগ্নী দেবদ্বয় (অথবা শক্তিজ্ঞান-রূপী দেবদ্বয়)! আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ হইয়াছে। অথবা আমার হৃদয়ে বর্ত্তমান শুদ্ধসত্ত্ব অথবা ভক্তিসুধা আপনাদের নিমিত্ত উৎসর্গ করিতেছি। সেই শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের নিমিত্ত আপনারা আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সদ্ভাবের এবং সৎকর্ম্মের দ্বারা যেন ভগবানের পরিতৃপ্তি বিধান করিতে সমর্থ হই। (৬অ—৩খ—৪সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্বিংশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের অন্তর্ভুক্ত।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'নরা' নেতারাবিন্দ্রাগ্নী! সুয়তেঽভিসূয়ত ইতি সবনঃ সোমঃ। 'ইদং সবনং' ইমং সোমং 'সুতং' অভিযুতং 'উপ' প্রতি যদ্বা, ইদং প্রাতঃসবনং উপ অস্মিন্ সবনে সুতমভিযুতং সোমং প্রতি। 'তাভিঃ' নিযুদ্ভিঃ আগচ্ছতং। কিমর্থং? 'সোমপীতয়ে' অস্য সোমস্য পানার্থং॥ (৬অ—৩খ-৪সূ ৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৯৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'সোম' শব্দে সেই পূর্ব্বের ভাব—সোমরূপ মাদক দ্রব্য সেবনের ভাবই মনে আসে। ভাষ্যের ভাবে এবং ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় সেই আভাসই প্রাপ্ত হই। এস্থলে একটী ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা-"হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা এই সবনে অভিযুত সোমরস পান করিবার নিমিত্ত আগমন কর।"

ভক্ত যিনি, সাধক যিনি, তিনি আপনার ইষ্টদেবতাকে সোমরস রূপ মাদক-দ্রব্য দানে কদাচ পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। তাঁহার প্রদত্ত সোম হৃদয়ের সদ্ভাব-ভক্তিসুধা। ভক্তের ভগবান তিনি; ভক্ত যদি ভক্তিগদগদ চিত্তে তাঁহাকে বিষও প্রদান করে, তিনি তাহাই অমৃত বলিয়া গ্রহণ করেন। ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার অধিষ্ঠান। ভক্তিডোরেই তিনি ভক্তের নিকট বাঁধা। ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন,—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তাঃ যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।" এমন যে ইষ্টদেব—এমন যে ভক্তের ভগবান, ভক্ত তাঁহাকে সোমরস রূপ মাদকদ্রব্য-দানে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন কি? তাই আমরা মন্ত্রের অন্তর্গত সবনং, সুতং, সোমপীতয়ে' প্রভৃতি শব্দের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করিতে পারি নাই। আমাদের মতে ঐ সকল পদের যে অর্থ হয়, ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন স্থানে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। এস্থলেও আমরা সেই মতেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছি।

মন্ত্রের উদ্দেশ্য ভগবৎ-কর্ম্ম-সাধনে একাগ্রতা, ভগবৎ-কর্ম্ম-সাধনে সদ্ভাবের সঞ্চার এবং ভগবৎপ্রীতিসাধনে হৃদয়ের সার সামগ্রী ভক্তিসুধা-শুদ্ধসত্ত্ব অর্পণ। এতদুদ্দেশ্যেই মন্ত্রের প্রার্থনা পরিব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্র বলিতেছেন-'যদি ভগবানের কৃপাকণা লাভের প্রয়াসী হও, মন, বিশুদ্ধতা অবলম্বন কর। আবিলতাপূর্ণ পঙ্কিল মনে ভগবদধিষ্ঠান কদাচ সম্ভবপর নহে। ভক্তের ভগবান তিনি; তিনি প্রসন্ন হইলেই, তোমার সকল অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।' * (৬অ—৩খ ৪সূ-৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় চতুর্থ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্স্ত্রিংশ বর্গের চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত।

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
অর্ষা সোম দ্যুমত্তমোঽভিদ্রোণানি রোরুবৎ।
২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
সীদন্‌যোনৌ বনেষ্বা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'দ্যুমত্তমঃ' (অতিশয়েন দীপ্তিমান্) ত্বং 'বনেষু' (অরণ্যসদৃশেষু 'যোনৌ' (আধারভূতেষু হৃদয়েষু 'আসীদন' (অধিতিষ্ঠন ইত্যর্থঃ) 'দ্রোণানি' (সদ্ভাবরোধকান শত্রূন ইতি ভাবঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'রোরুবৎ' (পুনঃ পুনঃ তান অভিভূতান কুর্ব্বন ইত্যর্থঃ) 'অর্ষা' (আগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সদ্ভাবাঃ হি অন্তঃশত্রুনাশকাঃ। সদ্ভাবেন সর্ব্বশত্রুনাশায় অত্র উদ্বোধনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ —হে ভগবন্! হৃদি সদ্ভাবং জনয়িত্বা মাং পরমপদে প্রতিষ্ঠাপয় (৬অ-৪খ—১সূ-১সা)।

অথবা,

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'দ্যুমত্তমঃ' (জ্যোতিঃসম্পন্নঃ) ত্বং 'রোরুবৎ' (শব্দং কুর্ব্বন, জ্ঞানং প্রযচ্ছন, পরাজ্ঞানদানায় ইত্যর্থঃ) 'দ্রোণানি অভি' (পাত্রাণি অভিলক্ষ্য, হৃদয়েষু ইত্যর্থঃ) 'অর্ষ' (আগচ্ছ); 'বনেষু যোনৌ' (জ্যোতিঃরূপে উৎপত্তিস্থানে, স্বস্বরূপে ইত্যর্থঃ) 'আসীদন' (স্থাপয়, অস্মান ইতি যাবৎ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বলাভেন মোক্ষং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ-৪খ-১সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! অতিশয় দীপ্তিমান আপনি অরণ্যসদৃশ-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, সদ্ভাবাবরোধক শত্রুগণকে পুনঃপুনঃ অভিভূত করিয়া, আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সদ্ভাবই অন্তঃশত্রুনাশক। সদ্ভাবপ্রভাবে শত্রুনাশের উদ্বোধনা মন্ত্রে বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া আপনি আমাকে পরমপদে প্রতিষ্ঠিত করুন)। (৬অ—৪খ—১সূ—১সা)

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্যোতিঃসম্পন্ন তুমি পরাজ্ঞান প্রদান করিবার জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আগমন কর; স্ব-স্বরূপে আমাদিগকে স্থাপন কর

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করিয়া মোক্ষ-প্রাপ্ত হই)॥ (৬অ—৪খ—১সূ—১ম)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম' পবমান! 'দ্যুমত্তমঃ' অতিশয়েন দীপ্তিমান্ 'বনেষু' অরণ্যেষু মধ্যে 'যোনৌ' স্বকারণভূতে পর্ব্বতাদিস্থানে 'আসীদন্' সর্ব্বতো গচ্ছংস্তং 'দ্রোণানি' (প্রয়োগবাহুল্যাপেক্ষমেতৎ বহুবচনং) দ্রোণকলশান্ 'অভি' লক্ষ্য 'রোরুবৎ' পুনঃ পুনঃ ভৃশং বা শব্দং কুর্ব্বন্ 'অর্ষ' আগচ্ছ দশাপবিত্রমধ্যান্নির্গতঃ সোমঃ অবিচ্ছিন্নধারয়া দ্রোণকলশে পতন্ শব্দং করোতি খলু। 'যোনৌবনেষ্বা'—ছন্দোগসংহিতায়াং 'সীদন্' ইতি পাঠৌ॥ (৫অ ৪খ—১সূ ১সা)।

* * *

প্রথম (৯৯৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী একটু জটিলতা-সম্পন্ন। ভাষ্যের ভাবে ও ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় সেই জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ দেখিতে পাই,—"হে সোম! উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হইতে হইতে নভোমণ্ডল হইতে বৃষ্টি আনয়ন করিয়া দিন, এবং আমাদিগকে লোকবল প্রদান করুন।"

এখানে 'বনেষু' পদের ব্যাখ্যায়ই একটু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকারের মতে 'বনেষু' পদে 'অরণ্যেষু মধ্যে'; আবার বিবরণকারের মতে 'বনেষু পদে 'উদকেষু' অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত ব্যাখ্যায়, আমাদের মনে হয়, ব্যাখ্যাকার ঐ 'উদকেষু' অর্থ গ্রহণ করিয়াই 'নভোমণ্ডল হইতে বৃষ্টি আনয়ন করিয়া দিন'—অর্থ করিয়াছেন। 'যোনৌ' এই সপ্তম্যন্ত পদে ভাষ্যকার 'স্বকারণভূতে পর্ব্বতাদিস্থানে' অর্থ গ্রহণ করেন। ঐরূপ অর্থ গ্রহণের তাৎপর্য্য এই বলিয়া মনে হয় যে,—সোমলতা প্রধানতঃ পর্ব্বতেই জন্মিয়া থাকে। সুতরাং পর্ব্বতই তাহার যোনি বা উৎপত্তি-স্থান। 'পর্ব্বতে অরণ্যমধ্যে সোমলতা জন্মিয়া থাকে'—'বনেষু যোনৌ' বাক্যে ভাষ্যকারের অনুসরণে সেই ভাবেরই আভাষ পাই। 'দ্রোণানি' পদের অর্থ—'দ্রোণকলশান' অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন। বিবরণকারও তাঁহারই ভাবের অনুসরণে ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'দ্রোণকলশসম্বন্ধানি পাত্রাণি।' দশাপবিত্রের মধ্য হইতে সোমরস অবিচ্ছিন্ন ধারায় দ্রোণকলশে পতিত হইবার সময় কলকল শব্দ হয় বলিয়া 'রোরুবৎ' পদের 'পুনঃ পুনঃ ভৃশং বা শব্দং কুর্ব্বন' অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে। এইরূপে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, ভাষ্যে এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত ব্যাখ্যায় তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। সে ব্যাখ্যায়, ব্যাখ্যাকার যদিও সম্পূর্ণরূপে ভাষ্যকারের অনুসরণ করেন নাই;

তথাপি তাহাতে তাঁহার কথঞ্চিৎ ছায়াপাত যে হয় নাই, তাহা নহে। ভাষ্য ও ব্যাখ্যা উভয়ই মিলাইয়া পাঠ করিলে তাহা উপলব্ধ হইবে।

যাহা হউক, আমরা কোনও মতেরই পরিপোষণ করিতে পারি নাই। আমাদের অর্থ যে ভাবে যে পন্থার অনুসরণ করিয়াছে, আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। এস্থলে সে ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য একটু বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি। 'বনেষু' পদে আমরা একটী উপমার প্রতি লক্ষ্য করি। 'বনেষু' বলিতে আমরা সাধারণ অরণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি না। হিংস্র বন্য শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্য যেমন ভীতিজনক প্রাণনাশক; তেমনই কামক্রোধাদি হিংস্র রিপুসমাকুল হৃদয়ও মৃত্যুর হেতুভূত। অরণ্যচারী হিংস্র জীবজন্তু যেমন স্বতঃই মানুষের প্রাণনাশের এবং বিবিধ আশঙ্কার কারণ হইয়া থাকে; পরন্তু নিবিড় অরণ্য যেমন গাঢ় অন্ধকারময়; সেইরূপ, যে হৃদয়ে সদ্ভাবের বিকাশ হয় নাই; যে হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন অপিচ যে হৃদয় হিংস্র রিপুশত্রুর বিচরণস্থল; সে হৃদয়ও তেমনই বিপদসমাকুল ও ভীতিজনক। অরণ্য যেমন বৃক্ষলতা তরুগুল্ম হিংস্র জীবজন্তু ধারণ করে; তাহাকে যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিলে, সেই আবার মানুষের সুখবাস-রূপে পরিণত হয়; সেইরূপ, এই হৃদয়ই জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইলে, রিপুশত্রু বিমর্দ্দিত হইয়া নির্ম্মল পরিশুদ্ধ হইলে, সেই হৃদয়ই সদ্ভাবের — শুদ্ধসত্ত্বের আবাস-ক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। 'বনেষু' পদের এই ভাবেই সার্থকতা বলিয়া মনে করি। 'যোনৌ' পদ সেই হিসাবে আধারক্ষেত্র হৃদয়কেই নির্দ্দেশ করে। নির্ম্মল হৃদয় যেমন সদ্ভাবের জনয়িতা, সেইরূপ তাহাই আবার সদ্ভাবের ধারক ও পোষক। 'রোরুবৎ' পদে 'পুনঃ পুনঃ ভৃশং বা বা শব্দং কুর্ব্বন্' অর্থ গ্রহণ করিলাম না। ঐ পদে আমাদের মতে পুনঃ পুনঃ অভিভূতান্ কুর্ব্বন্' অর্থ গ্রহণ করিলাম। শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে অন্তঃশত্রু বিনষ্ট হয়, জ্ঞানজ্যোতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত হইলে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, 'রোরুবৎ' পদে সেই ভাবই প্রকাশ করে। 'দ্রোণানি' পদে আমরা 'সদ্ভাবাবরোধক অন্তঃশত্রূন্' অর্থ গ্রহণ করি। নিরুক্ত গ্রন্থের 'নৈগম কাণ্ডে' 'দ্রোণ' পদে 'শত্রুগণের প্রক্ষিপ্ত রথচক্র' অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে। আমরা তদনুসরণে 'দ্রোণানি' পদে পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ আমনন করিয়াছি। মন্ত্রের মধ্যে 'কলশ' বোধক কোনও পদ পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং 'দ্রোণকলশ' অধ্যাহারের কোনই হেতু দেখি না।

যাহা হউক, আমাদের মতে মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের ভাব এই যে, — 'হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চারে অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদি বিনাশ প্রাপ্ত হউক; শুভ্র জ্ঞানজ্যোতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া সদ্ভাবের বিকাশে ভগবৎপ্রাপ্তির পথ সুগম হউক।' দ্বিবিধ অন্বয়েই মন্ত্রে এই ভাব পরিস্ফুট হয়। দ্বিতীয় অন্বয়ে 'বনেষু' পদে জ্যোতিঃ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। নিরুক্তেও তাহার আভাষ আছে। 'বনেষু যোনৌ' পদদ্বয়ে জ্যোতির চরম উৎপত্তি-স্থান ভগবানকে লক্ষ্য করে। সেই স্থানে পৌঁছিলে মানুষের আর কোনও ভাবনা থাকে কি? মানুষ পরম সুখের কামনা করে। মন্ত্রেও তাই পরমসুখলাভের প্রার্থনা দেখিতে পাই। মন্ত্র বলিতেছে, — 'যদি পরমসুখ লাভ করিতে চাও, শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয়ে

প্রযত্নপর হও। তাহাতেই হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইবে। অজ্ঞানতা বিনষ্ট হইলে অন্তঃশত্রুও আর সে হৃদয় আক্রমণ করিতে পারিবে না। তখন মোক্ষলাভের পথ সুগম হইয়া আসিবে।' * (৬অ—৪খ—১সূ—১সা)।

— * —

দ্বিতীয় সাম।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অপ্সা ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
সোমা অর্ষন্তু বিষ্ণবে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অপ্সা' (সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়াঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্ররূপায় পরমৈশ্বর্য্যশালিনে দেবায়) 'বায়বে' (বায়ুরূপায় পবিত্রকারকায় বলপ্রাণপ্রদাত্রে দেবায়) 'বরুণায়' (বরুণরূপায় স্নেহকারুণ্যরূপিণে দেবায়) 'মরুদ্ভ্যঃ' (মরুৎরূপায় জীবনস্বরূপায় দেবায়) 'বিষ্ণবে' (সর্ব্বব্যাপিনে বিষ্ণুরূপায় বিশ্বপালকায় দেবায়—সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধনায় ইতি ভাবঃ) 'অর্ষন্তু' (ক্ষরন্তু—অস্মাকং হৃদি সঞ্চরন্তু ইতি ভাবঃ)। অয়মপি প্রার্থনামূলকঃ। সর্ব্বদেবপ্রীতিসাধনায় হৃদি সদ্ভাবং বিকাশপ্রাপ্তং ভবতু ইতি ভাবঃ। (৬অ ৪খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্বাদি, ইন্দ্ররূপী পরমৈশ্বর্য্যশালী, বায়ুরূপী বলপ্রাণপ্রদাতা পবিত্রকারক, বরুণরূপে স্নেহকারুণ্যপূর্ণ, মরুদ্গণরূপী জীবনকারণ, বিষ্ণুরূপে সর্ব্বব্যাপক ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত হৃদয়ে ক্ষরিত অর্থাৎ সঞ্চারিত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সর্ব্বদেবময় ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত হৃদয়ে সদ্ভাবের বিকাশ হউক। (৬অ—৪খ—১সূ—২সা)।।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই সাম-মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (ষষ্ঠ প্রপাঠক, প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, সপ্তম মন্ত্র) পরিদৃষ্ট হয়। সামবেদের এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের সপ্তম অষ্টকে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে, চতুর্থ বর্গে চতুর্থ সূক্তের অন্তর্ভুক্ত।

সায়ণং-ভাষ্যং।

'অপ্সা' বসতীবরীনামধেয়ানামপাং সম্ভক্তারঃ। সনষণসম্ভক্তৌ (ভ্বা, প০)। 'জনসনেতি' (৩।২ ৬৭) বিট্। 'আত্বং বিড়্বনোরিতি' (৬।৪।৪১) তাদৃশাঃ। 'সোমাঃ' 'অর্ষন্তু' দ্রোণকলশমাগচ্ছন্তু। কিমর্থং ? 'ইন্দ্রায়' সর্ব্বদেবানাং প্রথমন্ত এব ইন্দ্রঃ সোমান্ পিবতি, তস্মাৎ তদনু বায়ুরুক্তঃ তস্মৈ চ 'বায়বে' 'তদনন্তরং বরুণঃ সোমান পিবতি তস্মৈ চ 'বরুণায়' তথো 'মরুদ্ভ্যঃ' এতন্নামকেভ্যো দেবেভ্যঃ 'বিষ্ণবে' সর্ব্বজগদ্ব্যাপিনে এতন্নামকায় দেবায় চ,— এতেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ সোমা আগচ্ছন্ত্বিত্যর্থঃ। 'সোমা অর্ষন্তু'--'সোমো অর্ষতি ইতি পাঠৌ। ২।

* * *

দ্বিতীয় (৯৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এক হিসাবে এই মন্ত্রে সর্ব্বদেবতার প্রীতিসাধনের প্রার্থনা বর্ত্তমান। আবার অন্যভাবে সর্ব্বদেবময় সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানের প্রীতি সম্পাদন জন্য প্রার্থনার ভাবের বিকাশ বলিয়া মনে করিতে পারি। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎ, বিষ্ণু প্রভৃতি সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশরূপ বা বিভূতি। বিভিন্ন বিভূতির প্রীণন-কল্পে প্রার্থনার বা সঙ্কল্পের দৃঢ়তাই সূচিত হয়।

মানুষের ধ্যান-ধারণা সীমাবদ্ধ। সেই সীমাবদ্ধ ধ্যান-ধারণায় অসীমকে আয়ত্ত করিতে পারে না বলিয়াই বিভিন্ন রূপগুণে, ধ্যানধারণার উপযোগী হইয়া, ভগবান প্রকাশিত হন। এখানে বিভিন্ন দেবতার উল্লেখে আমরা সেই ভাবই উপলব্ধি করি। মানুষ যদি বুঝিতে পারে, তিনি তাঁহার ধ্যানধারণার অতীত অনাদি বিরাট পুরুষ; তাহা হইলে সে আর তাঁহার প্রতি কদাচ আকৃষ্ট হয় কি ? তাহার অসামর্থ্যের কল্পনাই সে পথের অন্তরায় হয়। তাই তিনি বিভিন্ন রূপগুণে আত্মপ্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া দেন,--'ভ্রান্ত জীব! তুমি যাঁহাকে বিরাট বলিয়া মনে কর; তুমি যাঁহাকে তোমার জ্ঞানের অতীত বলিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও;—তিনি তো তোমার জ্ঞানের অতীত নহেন! তিনি তো তোমার ধ্যানধারণার বহির্ভূত নহেন! তোমার ইষ্টদেব যিনি তিনি ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎ, বিষ্ণু প্রভৃতির মধ্যেই তো সীমাবদ্ধ! তাঁহার এই এই রূপ গুণ। সুতরাং তুমি যদি এই রূপে এই গুণে বিভূষিত তোমার ইষ্টদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হও; অবশ্যই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। সুতরাং সকল সন্দেহ—সকল সংশয় দূর করিয়া গুণসমন্বিত মূর্ত্ত্য তোমার ইষ্টদেবকে বায়ু বরুণ প্রভৃতি যে কোনও রূপে জানিতে প্রযত্নপর হও। তাহা হইলে, এই মূর্ত্তের মধ্য দিয়াই অমূর্ত্তে পৌঁছিতে পারিবে; সসীমের মধ্য দিয়াই অসীমে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইবে।' মন্ত্রে এই ভাব আমরা উপলব্ধি করি। (৬অ—৪খ ১সূ ২সা)। *

* উত্তর আর্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের প্রথম সূক্তের অন্তর্গত।

তৃতীয়ং সাম ।

১২ ৩ ১ ২ ৩ ১২৩১ ২ ৩ ১ ২
ইষন্তোকায় নো দধদস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ ।
১ ২ ৩ ১ ২
আ পবস্ব সহস্রিণম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) ত্বং 'তোকায়' (অস্মাকং সুখসাধনায়, পরমপদি প্রতিষ্ঠাপনার্থং ইতি ভাবঃ) 'ইষং' (অভীষ্টং, 'দধৎ' (ধারয়, প্রপূরয়) ; অপিচ, 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতঃ, সর্ব্বাসু দিক্ষু ইত্যর্থঃ) 'সহস্রিণং' (সর্ব্বপ্রকারেণ ইতি ভাবঃ) 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং— অস্মাকং সুখকামনায় ইতি যাবৎ) 'আ পবস্ব' (প্রকৃষ্টরূপেণ প্রক্ষর, প্রযচ্ছ—পরমধনং ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ । অত্র পরমধনলাভায় প্রার্থনা বর্ত্ততে । (৬অ ৪খ -১সূ ৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! আমাদিগের সুখসাধনের নিমিত্ত অর্থাৎ আমাদিগকে পরমপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ কর। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব ! বিশ্বের সকল স্থান হইতে সর্ব্ব-প্রকারে আমাদিগের সুখকামনায় পরমধন প্রকৃষ্টরূপে প্রদান কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এখানে পরমধনলাভের প্রার্থনা পরিব্যক্ত হইয়াছে।) ॥ (৬অ—৪খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে 'সোম' ! ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'তোকায়' পুত্রায় 'ইষং' অন্নং' 'দধদ্' বিদধৎ প্রযচ্ছন 'সহস্রিণং' সহস্রসংখ্যাকং ধনং 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ 'অস্মভ্যং' চ 'আপবস্ব' আ প্রাপয় অস্মভ্যং পুত্রায় চ অন্ন-ধনাদিকং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ । (৬অ – ৪খ—১সূ – ৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (৯৯৬) সামের মর্ম্মার্থ ।

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রে প্রথম দৃষ্টিতে ঐহিক সুখসাধনার কামনা প্রকটিত হইয়াছে। আমাকে ধন বিত্ত প্রদান কর ; আমার পুত্র-পৌত্রাদিকে অন্নধনাদি দান কর ;—সাধারণতঃ এই ভাবই মন্ত্রের মধ্যে প্রস্ফুট দেখি। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে মন্ত্রে যে এক উচ্চভাব প্রকটিত, তাহাই উপলব্ধ হয়।

ঐহিকের সুখ-সম্পদ অল্পকালস্থায়ী। জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই ভোগসুখের অবসান হয়। তাই আমরা মনে করি, মন্ত্রে চরম প্রার্থনা পারত্রিক মঙ্গল সাধনের কামনা বিদ্যমান রহিয়াছে। ভাব এই যে,—ঐহিক সুখসাধন আমার কামনার সামগ্রী নহে; আমার একমাত্র কামনা,—'আমি যাহাতে সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, হে ভগবান্, তোমারই চরণে জীবন সমর্পণ করিতে পারি। তাই প্রার্থনা আমার সেই অভীষ্টপূরণের জন্য আপনি আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।'

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আমরা পদ-বিশেষের বিভক্তি প্রভৃতির ব্যত্যয় সাধন করিতে বাধ্য হইয়াছে। 'ভোকায়' পদে 'পুত্রায়' অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অর্থ অন্যরূপ। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা দ্রষ্টব্য। 'ভোকায়' পদের ঐ অর্থ বেদের আলোচনা প্রসঙ্গে বহুত্র গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং সেই সেই স্থলে ঐরূপ অর্থ-পরিগ্রহণের হেতু-প্রভৃতিও প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। 'আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদির জন্য অন্নধনাদি প্রদান কর'—এরূপ প্রার্থনায় নিজের কি পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা বুঝা যায় না। আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্য-কামনায় বেদমন্ত্রকে যদিও স্বার্থপরতার প্রশ্রয়দাতা বলিয়া স্থূল-দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, আত্মোন্নতির মধ্য দিয়া বিশ্বহিতসাধনের কামনা মন্ত্রসমূহে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃত আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন যাঁহারা—তাঁহাদের লক্ষ্যই বিশ্ববাসীকে ভগবৎপ্রেমে অনুপ্রাণিত করা। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কামনা বা লক্ষ্য নাই। আমরা পূর্ব্বাপর সেই ভাবেই বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছি। সর্ব্বত্র সেই ভাবেরই উদ্বোধনা দেখিতে পাই। আপনাকে ভালবাসিতে না জানিলে, অপরকে ভালবাসিতে পারা যায় না। আপনি উন্নত না হইলে, অপরকে উন্নত করিতে পারা যায় কি? কাঞ্চনের সাহায্যে কাচও মারকতী দ্যুতি ধারণ করে। প্রকৃত আত্মদর্শী যাঁহারা, তাঁহারা তাই আপনার মধ্য দিয়া অপরের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাই শাস্ত্রে আত্মরক্ষাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে। আত্মা বা আত্মকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করিতে না পারিলে, আত্ম-নষ্ট হইলে—কিরূপে বিশ্বের প্রতি প্রীতি জন্মিতে পারে? এই ভাবেই বেদমন্ত্রের অর্থ আমরা নিষ্কাশিত করি। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও আমাদের সেই একই লক্ষ্য। (৬অ—৪খ—২সূ ৩সা)।।

প্রথম সূক্তের গেয় গান।

১ র র — ১ ২ ১ র র ২ ১র ২ ১ —
১। অর্ষাসোমা ২ দ্যুমত্তমাঃ। অভিদ্রোণানিরোরু ২ ৩ বাং। সাদিদা ২ ন।

১ র ২১ ১ ২ ৫ ১ র —
যোনৌবনা ২ ৩ ষি। হং। যৃ ৩ ৪ ৫ বো ৬ হায়ি॥ (১) অপ্সাইন্দ্রা ২

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম বর্গ প্রথম সূক্তের অন্তর্গত। প্রথম সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত গেয়-গান নিম্নে প্রদত্ত হইল।

২১ র২১ ২ ১ — ১! ২১ ১
য়বায়বাগ্নি। বরুণায়মরুত্তা২৩য়াঃ। সোমা২ঃ। আর্যন্তবা২৩গ্নি। হুম্।

২ ৫ ১ র — র১ ২১ র২
ষ্মা৩৪৫বো৬হায়ি।(২) ইষস্তোকা২য়নোদধাৎ। অম্মভ্যঁ৺সোম-

১ ২ ২ — ১২১ ১
বিশ্বা২৩তাঃ। আপা২। বাম্বসহা২৩। হুম্।

২ ৫
স্রা৩৪৫ ম্বিণো৬হায়ি(৩)।

* * *

২র র ১২ ২ ১২র ১ ৭ ৩ ৫
২। অর্ষাসোমা। দ্যুমাত্তা৩মাঃ। অভিদ্রো। ণা। নিরো২রু২৩৪বাৎ।

১ র২ S ২ ১র ১ ৩ ৫রর
দাষিদন্তোনা৩উ। ঈ৩য়া। বনে। ষ২বা২৩৪ঔহোবা॥(১)

২র ১২ ২ ১২র ১ ৭A৩
অপ্সাইন্দ্রা। য়বায়া৩বাগ্নি। বরুণা। য়া। মরু২স্ত্যা২৩৪য়াঃ।

১ ২ S ২ ১ n৩ ৫রর ২র
সোমাঅর্ষা৩। ঈ৩য়া। ত্বুবি। ষ্মা২বা২৩৪ঔহোবা॥(২) ইষস্তোকা।

১২ ২ ১ ১ ৭ A ৩ ৫ ১ ২
য়নোদা৩ধাৎ। অস্মভ্যম্। সো। মবা২ম্বিশ্বা২৩৪তাঃ। আপবস্বা৩।

S ২ ১ ৩ ৫রর ২n ৫
ঈ৩য়া। সহ। স্রা২ম্বিণা২৩৪ঔহোবা। উ৩২৩৪পা(৩)।

* * *

১ ২ ১ ২ ৫ ২ র২র
৩। অর্ষাহাউ। সোমদ্যুয়া৩১উবা২৩। ত্তা২৩৪মাঃ। অভিদ্রোণানি-

১র ৩১১১১১ র ২ ১র২
রোরুবা২৩৪৫৫। সীদান্হাউ। যোনৌবনা৩১উবা২৩গ্নি। ষ্২৩৪

৫ ২১র র২র১২র১২র ১২৩১১১১ ১র ২
বা॥(১) অপ্সাইন্দ্রায়বায়বেবরুণায়মরুদ্ভিয়া২৩৪৫ঃ। সোমাহাউ।

১ ২ ৫ ১২র১র ২র১ ২১
আর্যন্তুবা৩১উবা২৩গ্নি। ষ্মা২৩৪বে॥(২) ইষস্তোকায়নোদধদস্মভ্যঁ৺-

২র ১৩১১১১ ১র ২ ১২
সোমবিশ্বতা২৩৪৫ঃ। আপাহাউ। বাম্বসহা৩১

৫
উবা২৩। স্রা২৩৪পাম(৩)।

* * *

১ ২ র ১র র২১ ২১ র — ১২
৪। আগ্নিষাম্। তোকায়নোদধাং। অমৃতায়। সোমবা ২ গ্নি। ঋতা৩১

২ ৫ ২র১ ২ ১ ২
উবা২৩। উ৩৪পা। আপবা২৩ম্বা। সহস্রিণা৩

১ ২৷৷ ৫
মাউবা২৩। উ৩২৩৪পা (৩)।

* * *

২ র ১ ২ ১ র২১ ২১ র ১ র ২
৫। ইষস্তোকোবা। য়ানোদধাৎ। অস্মাভ্যা২৩৮সো। মবিশ্বাতাঃ। আপাবা১

৪ ৫ ৩ ২
স্বা২৩ন্না। হ। স্রিণো৩৪৫ঈ। ডা (৩)॥

* * *

২ র ১ ২ ১ ৷৷ ৷৷২৷৷৩ ৫ ১ ২র ১ ২
৬। অপ্নোহোবা। আয়িস্রা২। য়ধাগ্না২৩৪ বাগ্নি। বরুণায়। মরুদ্ভা১

— ১রর ২ ২ ৩ ৫ ১ ৲ ৩
য়া২ঃ। সোমাঃ। হা। ঔ৩হোগ্নি। আ২৩৪র্ষা। তু২বা২৩৪

৫র র ২ ১ ১১১১
ঔহোবা। এ৩। ক্ষবা২৩৪৫য়ি (২)॥ ।।২৩।*

—•—

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সোম উষ্বাণঃ সোতৃভিরধিষ্ণুভিরবীনাম্।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অশ্বয়েব হরিতা যাতি ধারয়া

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মন্দ্রয়া যাতি ধারয়া ॥ ১ ॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ছয়টী গেয়-গান আছে; উহাদের নাম, যথাক্রমে;–(১) "শাকলম" (২) "বার্শম্" (৩) "সন্তনি" (৪) "শাকয়বর্ণম্" (৫) "অয়াবোধীয়োত্তরম্" (৬) "মার্গীয়বম্" ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোতৃভিঃ' (অনুষ্ঠাতৃভিঃ, সৎকর্ম্মপরায়ণৈঃ জনৈঃ ইত্যর্থঃ, যদ্বা - তেষাং ঐকাগ্র্যেণ কর্ম্মপ্রভাবেন বা ইতি ভাবঃ) 'স্বানঃ' (অভিষুতঃ সন্) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অবীনাং' (অবীময়ানাং জ্ঞানোত্তাপিতয়া বিশুদ্ধয়া) 'স্রুতিঃ' (প্রবাহৈঃ ধারয়া ইতি যাবৎ) 'অধি যাতি' (সম্যক্ প্রবহতি, --সদ্ভাবসম্পন্নানাং জনানাং হৃদি ইতি ভাবঃ); 'অশ্বয়া ইব' (অশ্বঃ যথা ক্ষিপ্রগমনত্বেন ত্বরয়া জনান্ গন্তব্যং প্রাপয়তি, তদ্বৎ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'হরিতা' (পাপনাশকেন) 'ধারয়া' (প্রবাহেণ) 'যাতি' (অধিগচ্ছতি সাধকান্ অভীষ্টং প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ); তথা 'মন্দ্রয়া' (পরমানন্দদায়কেন) 'ধারয়া' (প্রবাহরূপেণ) 'যাতি' (সাধকান্ প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ জনাঃ কর্ম্মপ্রভাবেণ শুদ্ধসত্ত্বং পরমানন্দং চ লভন্তে। অহমপি তেষাং আদর্শানুসরণেন আত্মজ্ঞানলাভায় প্রবুদ্ধঃ ভবানি ইতি ভাবঃ॥ (৬অ ৪খ—২সূ - ১সা)।

অথবা,

'সোতৃভিঃ' (পূজাপরায়ণৈঃ জনৈঃ) 'অবীনাং' (জ্ঞানানাং, জ্ঞানস্য) 'স্রুতিঃ' (ধারাভিঃ, প্রবাহৈঃ) 'স্বানঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'উ' (নিশ্চিতং) 'অধি' (অধিগচ্ছতি, তান্ প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ); 'অশ্বয়া ইব' (ব্যাপকজ্ঞানং যথা সাধকং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ) সত্ত্বভাবঃ 'হরিতা' (পাপহারকেন) 'ধারয়া' (প্রবাহরূপেণ) 'যাতি' (গচ্ছতি, সাধকান্ প্রাপ্নোতি); সঃ 'মন্দ্রয়া' (আনন্দদায়কেন) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'যাতি' (প্রবহতি, সাধকান্ প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পূজাপরায়ণাঃ জনাঃ জ্ঞানসমন্বিতং সত্ত্বভাবং লভন্তে - ইতি ভাবঃ॥ (৬অ - ৪খ - ২সূ - ১সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মপরায়ণ জনের একাগ্রতায় ও কর্ম্ম-প্রভাবে অভিষুত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানসংযুত বিশুদ্ধ প্রবাহরূপে সদ্ভাবসম্পন্নদিগের হৃদয়ে সম্যক্ প্রবাহিত হয়। অশ্ব যেমন ত্বরিতগতিতে গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত করায়, শুদ্ধসত্ত্বও তেমনি আপনার পাপনাশক পবিত্র প্রবাহের দ্বারা অভীষ্ট প্রাপ্ত করায়; অপিচ, পরমানন্দদায়ক প্রবাহরূপে সাধককে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি আপনার কর্ম্মপ্রভাবে শুদ্ধসত্ত্ব পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং তাঁহাদের আদর্শের অনুসরণে আমিও যেন আত্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত প্রবুদ্ধ হই)। (৬অ—৪খ—২সূ—১সা)।

অথবা,

পূজাপরায়ণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক জ্ঞানপ্রবাহ দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া সত্ত্বভাব নিশ্চিতই তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন; ব্যাপকজ্ঞান যেমন সাধককে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সত্ত্বভাব পাপহারক প্রবাহরূপে সাধককে প্রাপ্ত হয়েন; তিনি আনন্দদায়ক ধারারূপে সাধককে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—পূজাপরায়ণ ব্যক্তিগণ জ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব লাভ করেন।)॥ (৬অ—৪খ—২সূ—১সা।)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সোতৃভিঃ' অভিষুণ্বদ্ভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ 'স্বানং' অভিষূয়মাণঃ 'সোমঃ'. 'অবীনাং' 'স্নুভিঃ'। মাংস্পৃৎস্নূনামুপসংখ্যানম্ (৬।১।৬৩) ইতি সানু শব্দস্য স্নু-ভাবঃ। সমূচ্ছ্রিতৈরবিবালৈঃ পবিত্রৈঃ 'অধি যাতি' অধিকং গচ্ছতি। 'উ' ইতি প্রসিদ্ধৌ। 'অশ্বয়া ইব' বড়বয়া ইব 'হরিতা' হরিতবর্ণয়া ধারয়া 'যাতি' 'মন্দ্রয়া' মদকারিণ্যা দ্রোণকলশমধিগচ্ছতি। 'উঘাণঃ'—'উষুবাণঃ' ইতি পাঠৌ॥ (৬অ-৪খ-২সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (৯৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে এক নিত্যসত্য প্রকাশ পাইয়াছে। সদ্ভাবসম্পন্ন ব্যক্তি সত্ত্বভাবের প্রভাবে আপনার অভীষ্ট প্রাপ্ত হন, অপিচ সদ্ভাবে সজ্‌জ্ঞান ত্বরায় অধিগত হয়, এবং সদ্ভাবসম্পন্ন ব্যক্তি পরমানন্দলাভে কৃতকৃতার্থ হয়েন;—মন্ত্রে এই সত্য প্রকটিত।

যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, তাঁহাদিগের হৃদয় আপনা হইতেই পবিত্রতার দিকে পরিচালিত হয়, তাঁহাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়। ভগবানের কৃপায় মানবজীবনের চরম কাম্য বস্তু তাঁহারা লাভ করেন। এই নিত্য-সত্যই মন্ত্রের মধ্যে প্রখ্যাত হইয়াছে।

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই এক সত্য বিভিন্ন ভাষা ও ভাবধারার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের শেষাংশে 'যাতি' ক্রিয়াপদটী নিশ্চয়ার্থে দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। সত্ত্বভাব সাধকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, এই সত্যটী মানবের মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্যই যাতি' পদ দুই বার উক্ত হইয়াছে।

'সোতৃভিঃ' পদে 'পূজাপরায়ণৈঃ জনৈঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম-২৮সূ—৮ঋ) দ্রষ্টব্য। 'অবি' অথবা 'অবী' শব্দ জ্ঞানার্থক। এবং ক্ষরণার্থক 'স্নু'-ধাতু মূলক 'স্নুভিঃ' পদের 'প্রবাহৈঃ' অর্থ পরিদৃষ্ট হয়। তাই আমরা 'অবীনাং স্নুভিঃ' পদদ্বয়ে 'জ্ঞানস্য প্রবাহৈঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'উ' অব্যয় এখানে নিশ্চয়ার্থক। ঐ অর্থেই এখানে সঙ্গতি লক্ষিত হয়।

এই মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা হইতে আমাদিগের ব্যাখ্যার সহিত প্রচলিত ব্যাখ্যার পার্থক্য অনুভূত হইবে। অনুবাদটী এই,—"নিষ্পীড়নকর্ত্তারা সোমকে প্রস্তুত করিতেছেন, তিনি উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমের পবিত্র দ্বারা ক্ষরিতেছেন। তাহার উজ্জ্বল ধারা ঘোটকের ন্যায় দ্রুত যাইতেছে, তিনি আনন্দবর্দ্ধনকারী ধারার আকারে যাইতেছেন।" আমরা পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া 'অশ্ব' শব্দে 'ব্যাপকজ্ঞান' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। (৬অ—৪খ ২সূ ১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম

১ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অনূপে গোমান্ গোভিরক্ষাঃ সোমো দুগ্ধাভিরক্ষাঃ।
৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
সমুদ্রং ন সংবরণান্যগ্মন্মন্দী মদায় তোশতে॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গোমান্' (বিশুদ্ধজ্ঞানযুতঃ ইতি যাবৎ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ) 'অনূপে' (হৃদ্রূপে উন্নতপ্রদেশে ইতি ভাবঃ) 'গোভিঃ' (পরাজ্ঞানপ্রবাহৈঃ সহেতি যাবৎ) 'অক্ষাঃ' (স্বতঃমেব ক্ষরন্তি—আত্মোৎকর্ষসম্পন্নানাং হৃদি ইতি ভাবঃ); 'সঃ' (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) ভগবৎসন্নিকর্ষ প্রাপণায় 'দুগ্ধাভিঃ' (বিশুদ্ধৈঃ ইত্যর্থঃ) 'গোভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতিষা সহেতি যাবৎ) 'অক্ষাঃ' (ক্ষরতু—অকিঞ্চনানাং অস্মাকং হৃদি ধারারূপেণ সঙ্করতু ইতি ভাবঃ); কিঞ্চ 'মন্দী' (পরমানন্দদায়কঃ সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'সমুদ্রং ন' (সমুদ্রমিব, যদ্বা—উদকানি যথা সমুদ্রং গচ্ছন্তি তদ্বৎ) 'মদায়' (নিত্যানন্দপ্রদানায় ইত্যর্থঃ—অস্মাকং ইতি ভাবঃ) 'সংবরণানি' (রসরূপেণ, স্নেহসত্ত্বধারয়া ইত্যর্থঃ) হৃদি 'অগ্মন্' (অধিগচ্ছন্, প্রবহন ইতি যাবৎ) 'তোশতে' (অন্তঃশত্রূন্ নাশয়তু, যদ্বা তেন ধারয়া পরিব্যাপ্নোতু ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ প্রার্থনাজ্ঞাপকশ্চ। জ্ঞানসমন্বিতঃ সত্ত্বভাবঃ হি সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ। জ্ঞানেন সত্ত্বভাবেন চ যথা নিত্যানন্দং লভেয়ং তথা সাধয়ামি ইতি সঙ্কল্পঃ। (৬অ-৪খ-২সূ—২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধজ্ঞানসংযুত শুদ্ধসত্ত্বাদি হৃদ্রূপ উন্নতপ্রদেশে জ্ঞানপ্রবাহসমূহের সহিত আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের হৃদয়ে স্বতই ক্ষরিত

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)।

হয়। ভগবৎসন্নিকর্ষ প্রাপ্ত করাইবার নিমিত্ত সেই শুদ্ধসত্ত্ব, বিশুদ্ধজ্ঞান-জ্যোতির সহিত, অকিঞ্চন আমাদিগের হৃদয়ে ধারারূপে সঞ্চারিত হউক। অপিচ, সমুদ্রের ন্যায় অর্থাৎ উদকসমূহ যেরূপ সমুদ্রে গমন করে, সেইরূপ আমাদিগকে নিত্যানন্দ প্রদানের নিমিত্ত, পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব, স্নেহসত্ত্বধারারূপে, আমাদিগের হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশ করুক অর্থাৎ ধারারূপে আমাদিগেকে পরিব্যাপ্ত করুক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক ও প্রার্থনাজ্ঞাপক। সজ্জ্ঞানসমন্বিত সদ্ভাবই সকল অভীষ্টপূরণের হেতুভূত। জ্ঞান ও সদ্ভাবের দ্বারা আমরা যেন পরমানন্দলাভে সমর্থ হই—মন্ত্রে এই সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে।) (৬অ—৪খ—২সূ—২ম)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

'গোমান্' গোযুক্তঃ সোমঃ 'অনূপে' নিম্নে দেশে কলশে 'গোভিঃ' 'গোর্ব্বিকারৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ সহ 'অক্ষাঃ' ক্ষরন্তি। তদেবোচ্যতে 'সঃ' সোমঃ আত্মনো মিশ্রণার্থং 'দুগ্ধাভিঃ গোভিঃ' সহ 'অক্ষাঃ' ক্ষরতি। ক্ষরতের্লুঙি রূপং। কিঞ্চ 'সমুদ্রং ন' যথা সমুদ্রমুদকানি গচ্ছন্তি তদ্বৎ 'সম্বরণানি' সম্ভজনীয়ানি রসরূপাণি অন্নানি দ্রো. কলশং 'অগ্মন্' গচ্ছন্তি। গমের্লুঙি চ্লেলুক্ রূপং। কিঞ্চ 'মন্দী' মদকরঃ সোমঃ 'মদায়' মদার্থং 'তোশতে' হন্যতে অভিষূয়তে। তোশতির্ব্বধকর্ম্মা (নিঘ০ ২।১৯।২৯)। (৬অ—৪খ—২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (৯৯৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর কয়েকটী বিভাগে একদিকে যেমন নিত্যসত্য প্রকাশ পাইয়াছে; অন্যদিকে তেমনি প্রার্থনা ও সঙ্কল্প প্রকটিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত শুদ্ধসত্ত্ব তো আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধুপুরুষদিগের হৃদয়ে স্বতঃ ক্ষরিত হয়! কিন্তু অকিঞ্চন আমরা; আমাদের উপায় কি? আমরা কি সে দিব্য আলোক-রশ্মি লাভ করিতে পারিব না! আমরা কি তাহা হইলে সেই চির অন্ধকারেই ডুবিয়া রহিব? কিন্তু তাহা তো নয়! আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধু-পুরুষগণই তো আমাদের সহায়! তাঁহাদের সদ্ভাবপ্রভাবে তাঁহারাই আমাদিগের পরিত্রাণ সাধন করিবেন! তাঁহাদের প্রভাবে হৃদয়ে সদ্ভাবসঞ্চারে জ্ঞানের পূর্ণবিকাশে আমরাও সেই নিত্যানন্দময় ভগবানের সন্নিকর্ষ-লাভে সমর্থ হইতে পারিব। তাই মন্ত্রের প্রার্থনা—পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব যেন আমরা আমাদের কর্ম্মপ্রভাবে হৃদয়ে সঞ্চার করিতে সমর্থ হই।

আর সেই শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে আমাদের অন্তঃশত্রু যেন বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং আমরা যেন সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানজ্যোতিতে পরিবৃত হই।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'অনূপে' এবং 'তোশতে' পদদ্বয় লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যমতে 'অনূপে' পদের অর্থ –'নিম্নে দেশে'। কিন্তু বিবরণকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন—'উচ্চৈঃ প্রদেশে'। আমরা বিবরণকারের অনুসরণে 'উচ্চ প্রদেশ' হইতে 'হৃদয়রূপে উন্নতপ্রদেশে' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। হৃদয় যেমন শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাবের উৎপাদক, তেমনই সেই আবার তাহার ধারক ও পোষক। হৃদয়ের অপেক্ষা উন্নত প্রদেশ আর কি হইতে পারে? হৃদয় যদি সদ্ভাবে মণ্ডিত হয়, হৃদয় যদি জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে আলোকিত হইয়া উঠে,—তাহা হইলে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান আর কিছুই হইতে পারে না। কলঙ্ককলুষিত হইলে সে যেমন অতি নীচ হয়, তেমনি কলঙ্কবিমুক্ত হইয়া সদ্ভাবাদির সমাবেশে সে তেমনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। কর্ম্মবৈগুণ্যে একই সামগ্রী হীনতা প্রাপ্ত হয়, আবার কর্ম্মপ্রভাবে সেই একই সামগ্রীই আবার বরণীয় আসন লাভ করে। 'অনূপে' পদে আমরা সেই জ্ঞানোদ্ভাসিত সদ্ভাবসমুন্নত উন্নত হৃদয়কেই লক্ষ্য করি। আর সেই ভাবেই আমাদের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাষিত হইয়াছে।

ভাষ্যমতে 'তোশতে' পদের এক অর্থ 'হন্যতে', আর এক অর্থ –'অভিষূয়তে'। বিবরণ মতে অর্থ হয়—'তুশি ব্যাপ্তৌ ব্যাপয়তি'। সর্ব্ববিধ অর্থেই সুষ্ঠু সঙ্গত ভাব পরিব্যক্ত হয়। 'তোশতে' পদের 'হন্যতে' অর্থ গ্রহণ করিলে, ঐ পদে অন্তঃশত্রুবিনাশের ভাব উপলব্ধি হয়। আবার 'অভিষূয়তে' অর্থ গ্রহণ করিলে, উহাতে সদ্ভাব সৎপ্রবৃত্তি উন্মেষণের বিষয় মনে আসে। হৃদয়ে সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তি উন্মেষণের প্রধান অন্তরায় অন্তঃশত্রুগণ। তাহাদের উচ্ছেদ-সাধন ভিন্ন শ্রেয়ঃলাভের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই, এক হিসাবে, 'তোশতে' পদের 'হন্যতে' অর্থের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। আবার 'অভিষূয়তে' অর্থ-গ্রহণেও সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ হইতে পারে। বিশুদ্ধ হৃদয়ই সদ্ভাবের আধার; সে পক্ষেও শত্রুনাশ প্রথম প্রয়োজন। শত্রু বিনষ্ট না হইলে, অন্তর বিশুদ্ধতা ধারণ করিতে পারে না। বিবরণকারের ব্যাখ্যা হিসাবেও, 'সদ্ভাব হৃদয়কে ব্যাপ্ত করুন' অর্থ প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং যে ভাবেই হউক, 'তোশতে' পদে শত্রুনাশে হৃদয়ে সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির সঞ্চারে আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পায়। 'তোষতির্বধ-কর্ম্মা'—ভাষ্যকার এ অভিমতও ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের পরিগৃহীত অর্থের সমীচীনতা অবিসংবাদিত সেই ভাবেই আমরা অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি।

মন্ত্রের ভাব এই যে,– মুমুক্ষু হইতে হইলে প্রথমতঃ অন্তঃশত্রু-নাশের প্রয়োজন। অন্তঃশত্রুনাশে হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার - দিব্যদৃষ্টি লাভ প্রভৃতিই সে পক্ষে প্রধান সহায়। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ যে আদর্শ সম্মুখে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই আদর্শের অনুসরণে অগ্রসর হইলেই সকল সংশয় দূর হইবে। জ্ঞানজ্যোতিঃ-বিচ্ছুরণে সদ্ভাবের সমাবেশে হৃদয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎপ্রীতিসাধনে সমর্থ হইবে। তাহাই পরম সুখসাধন, তাহাই নিত্যানন্দপ্রদ। সেই সুখ—সেই আনন্দ লাভের প্রার্থনাই মন্ত্রমধ্যে নিহিত বলিয়া মনে করি। (৬অ ৪খ ৩সূ—২সা)।

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

১ র ২র১ ২র১২ ১ ২র ১২র
১। হোবাগ্নি। সোমউষাণঃসোতৃভিঃ। হোবাগ্নি। অধিষ্ণুভিরবীনাম্। আশ্বয়েব।

১ ৭র২ ৭ A ৩ ৫ ২১ ২ ১ n
হারিতায়া ৩ ১। ভিধা ২ রা ২ ৩ ৭ য়া। মন্দ্রায়া ২ ৩ ৪ য়া ৩। ভা ২

৩ ৫রর ৩ ৫ ১ ২১২র ১র২র
য়িধা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। রা ২ ৩ ৪ য়া। হোবাগ্নি। মন্দ্রয়াযাভিধারয়া।

১ রর র র ৭র২র ১৭র ২ A ৩
হোবাগ্নি। মন্দ্রয়াযাভিধারয়া। আনূপে। গোমানগো ৩ ১। ভা ২ য়িরা

৫ ২র১ ২ ১ n ৩ ৫রর
২ ৩ ৪ ক্ষাঃ। সোমোদূ ২ ৩ গ্ধা ৩। ভা ২ য়িরা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

৩ ৫ ১ র রর১র ১র ১
আ ২ ৩ ৪ ক্ষাঃ। (২) হোবাগ্নি। সোমোদুগ্ধাভিরক্ষাঃ। হোবাগ্নি।

র র র ৭২ ১ ৭ ২ ৭ A ৩ ৫
সোমোদুগ্ধাভিরক্ষাঃ। সামুদ্রম্। সাংবরা ৩ ১। নিরা ২ আ ২ ৩ ৪ গ্মান্।

২১ ২ ১ A ৩ ৫রর ৩ ৫
মন্দায়িমা ২ ৩ দা ৩। যা ২ তো ২ ৩ ৪ ঔহোবা। শা ২ ৩ ৪ তে (৩)॥

* * *

১ ২ ১রর র ১২ — ১ ২ ১২
২। সোমাঃ সোমাঃ। উষাণা ৩ঃ সোতৃ ১ ভী ২ঃ। অধিষ্ণুভিঃ। আবা ১ য়িনা

-- ১ — ১ — ১ রর ২১র ২ ১ ২ ২ ১
২ ম্। আশ্বা ২ য়েবা ২। হরিতাযাভিধার ২ ৩ য়া। মন্দ্রায়া ৩ য়া ৩। ভা

৪ ২ ৫ ১২১২ রর ১২ —
২ ৩ ইধা ৩। রা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি। (১) মন্দ্রামন্দ্রা। য়াযাভী ৩ ধারা ১

— ২রর ১২ -- ১ — ১ -- ১র র২১
য়া ২। মান্দ্রয়ায়া। ভিধারা ১ য়া ২। আনূ ২ পেগো ২। মানগোভিরা ২ ৩

২ ১র ২ ২ ১ ৪২ ৫
ক্ষাঃ। সোমোদু ৩ গ্ধা ৩। ভা ২ ৩ য়ি ৩। রাঅঃ ২ ৩ ৪ ৫ ক্ষো ৬ হায়ি।

১র২ ১র২ রs ১ ২ — ১ ১র রর ১ ২
(২) সোমাঃ সোমাঃ। দুগ্ধা ৩ ভায়িরা ১ ক্ষা ২ঃ। সোমোদুগ্ধা। ভায়িরা ১

— ১ —১ — ১ র ২১ ২ ১ ২ ৩
ক্ষা ২ ঃ। পাম্ ২ ত্রায়া ২। সংবরণানিয়া ২ ৩ প্যান্। মন্দাস্থিয়া ৩ দা ৩।

১ ৪ ২ ৫
ষা ২ ৩ তো ৩। শা ৩ ৪ ৫ তো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

২র২ র ৫র ২ ১ ৪ ৫ ১ --
৩। সোমউষাণঃসো। হা ৩ হা ৩ য়ি। ত ২ ৩ ৪। ভিন্তুভোবা। অধাহো ২

১ -- ১ ২ -- ১ ২র ১ ২ n ৩২
য়ি। ক্ষুভারিহোঁ ২। আবা ১ য়িনা ২ ম। আশ্বয়েব। হরায়িতায়া। ভিধা

n ২ ৪ ১ — ১ -- ১ -- ১র
উবা ৩। উ ২ ৩ ৪ পা। রয়া ২। মাক্ষা ২ য়ায়া ২। ভিধা।

n ৩ ৫র র ৪৩৪র৫র র ২ ২ ১
রা ২ য়া ২ ৩ ৪। ঔহোবা॥ (১) মন্দ্রয়াষাভিধা। হা ৩ হা ৩ য়ি। রা

র ৫ ১ -- ১র -- ১ ২ --
২ ৩ ৪। রায়েরাবা। মান্দ্রাহো ২ য়ি। রায়াহো ২। তায়িধা ১ রায়া ২।

১ র২র র ১ ২ ৩২ ^ ২ ৫ ১ -- ১ --
আনুপেগো। মানগো। ভিরাউবা ৩। উ ৩ ৪ পা। অক্ষা ২ ঃ। সোমো ২

-- ৫ n ৩ ৫র র ৩র ৪ ৩র ৪৫র ২
দুগ্ধা ২ ভিরা ২। ক্ষা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (২) সোমোদুগ্ধাভিরা। হা ৩

২ ১ র ৫ ১র -- ১ --
হা ৩ য়ি। অা ২ ৩ ৪। ক্ষাঃক্ষোবা। সোমোহো ২ য়ি। দুগ্ধাহো ২।

১ ১ — ১ ২ ১ ২n ৩২ ২ ৫
ভায়িরা ১ ক্ষা ২ ঃ। পামুত্রয়। সংবারাণা। নিয়াউবা ৩। উ ৩ ৪ পা।

১ -- ১ — ১ — ১র n ৩
অগ্মা ২ ন। মান্দী ২ মাদা ২। যত্তো। শা ২ তা ২ ৩ ৪

৫র র ২n ৫
ঔহোবা। উ ৩ ২ ৩ ৪ পা (৩)॥

* * *

২র n ১ ৫ ২ ১ ২
৪। সোমউষা। পঃসোতৃ ২ ৩ ৪ ভীঃ। অধায়িক্ষুভিরা ৩ ১ উবা ২ ৩। বী

৫ ২ n ৩ ৫ ২ ১ রর ২
২ ৩ ৪ নাম্। আশ্বাযে ২ ৩ ৪ বা। হারিতাবভধা ৩ ১ উবা ২ ৩। য়া ২ ৩ ৪

৫ ২ n ৩ ৫ ২ ৫ ২ র
য়া। মান্দ্রায়া ২ ৩ ৪ য়া। ভিধা ৩ ১ উবা ২ ৩। য়া ২ ৩ ৪ য়া। (১) মন্দ্রয়ায়া।

র ৩ ৫ ২ র র ২ ৫ ২ র ৩
ভাম্নিধায়া ২ ৩ ৪ য়া। মন্ত্রয়াযাতিধা ৩ ১ উবা ২ ৩। য়া ২ ৩ ৪ য়া। আনুপে

৫ ১ র ২ ৫ ২ ৩
২ ৩ ৪ গো। মানগোভিরা ৩ ১ উবা ২ ৩। আ ২ ৩ ৪ ক্ষাঃ। সোমোদু

৫ ২ ৫ ২র র
২ ৩ ৪ গ্ধা। ভিরা ৩ ১ উবা ২ ৩। আ ২ ৩ ৪ ক্ষাঃ। (২) সোমোদুগ্ধা।

র ৩ ১ ২র১র র ২ ৫
ভাম্নিরা ২ ৩ ৪ ক্ষাঃ। সোমোদুগ্ধাভিরা ৩ ১ উবা ২ ৩। আ ২ ৩ ৪ ক্ষাঃ।

২ র ৩ ৫ ২১ ২ ৫ ২ র ৩
সামুদ্রা ২ ৩ ৪ ম্না। সম্বরণানিয়া ৩ ১ উবা ২ ৩। আ ২ ৩ ৪ গ্মান্। মান্দীমা

৫ ২ ১ ৫
২ ৩ ৪ দা। যতো ৩ আউবা ২ ৩। শা ২ ৩ ৪ তে (৩)॥

* * *

৫ ৪ ২ ৪ ৫র ৪৫ ১ ২রর ১ ২ ১ র র
৫। মন্দ্রা ৩ য়া ৩ যাহভিধারয়োবা। মাজ্রয়াযা তিধারা ১ য়া ২। আনূপেগো

৫র ১ ২ র ১ ২ র
৩ ১ ২ ৩ ৪। মানগো ভাম্নিরা ক্ষা ২ ঃ। সোমোদু ১ গ্ধা ২।

৩২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ভিরা ৩। আ ২ ৩ ৪ ৫। ক্ষা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ (২)॥

* * *

৫র র ২ ৪র ৫ ৪ ৫ ২র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ২
৬। সোমোদু ৩ গ্ধাভিরক্ষাঃ। সোমোদুগ্ধা। ভিরক্ষা ২ ৩ ঃ। সমুদ্রম্না ৩।

১ ২২র৫ ২ ২ ১ ১ ২ ২ ৫
সা ২ ৩ ৪ ম। বরণানি। আ ৩ গ্মান। মন্দামিমদো। বা ৩ ৪ ৩ ঔ ৩ ৪ বা।

৪ ৪
যতো ৫ শতায়ি। হো ৫ ঈ। ভা (২)॥

* * *

২ র র র ৩ ৫ ২ র ৩ ৫ ১ ২রর ১ ২
৭। মন্ত্রয়ায়া। ভিধারা ২ ৩ ৪ য়া। ভাম্নিধারা ২ ৩ ৪ য়া। মাজ্রয়াযা। ভিধারা ১

১র ২র ১১র ২ ১ র ৩ ৫ ১র২র
য়া ২। অ। নূ। পে। গোমানগো ৩। ভা ২ ম্নিরা ২ ৩ ৪ ক্ষাঃ। সোমো-

১ ১ ৩ ৫র র ৩ ৫
দুগ্ধা ২ ৩। ভা ২ ম্নিরা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। আ ২ ৩ ৪ ক্ষাঃ (২)।

* * *

২র র র র ৩ ৫ ২র ১র র ১
৮। অনুপেগো। মান্গোভাস্থিরা ২৩৪ ক্ষাঃ। গোমোক্বপ্ধাস্তিরা ৩১ উবা ২৩।

২ ৩ ৫ ২ ১ র ২
আ ২৩৪ ক্ষাঃ। দামৃদ্রা ২৩৪ স্না। সংবরণানিয়া ৩১ উবা ২৩।

৫ ২ ৩ ৫ ২
আ ২৩৪ গ্যান্। মান্দীমা ২৩৪ দা। যস্তো ৩

১ ৫
আউবা ২৩। শা ২৩৪ তে (২)॥

* * *

২র — ১ — র ১ র ১
৯। সোমউম্বা। পঃসো ২ তৃভায়িঃ। তৃপিঃ। অধিক্ষুভিরা ২ বীনাম্। বীনাম্।

র রর — ১ র রর — ১ ১
অশ্বয়েবহরিভাযাতিধা ২ রয়া। রয়া। মন্দ্রয়াযাতিধা ২ রয়া ২৩। য়া ২।

৩ ৫র র ২ র — ১ র
য়া ২৩৪। ঔহোবা॥ (১) মন্দ্রয়াযা। তিধা ২ রয়া। রয়া।

রর — ১ র র র র র র — ১
মন্দ্রয়াযাতিধা ২ রয়া। রয়া। অনুপেগোমান্গোভিরা ২ ক্ষাঃ। ক্ষাঃ।

র র র — ১ ১ ৩ ৫র র ২র র
গোমোক্বপ্ধাভিরা ২ ক্ষা ২৩ঃ। আ ২। ক্ষা ২৩৪। ঔহোবা। গোমোদুগ্ধা।

— ১ র র র — ১ ৩
ভিরা ২ ক্ষাঃ। ক্ষাঃ। গোমোদুগ্ধাভিরা ২ ক্ষা ২৩ঃ। আ ২। ক্ষা ২৩৪।

৫র র ২র র — ১ র র র —
ঔহোবা॥ (২) গোমোদুগ্ধা। ভিরা ২ ক্ষাঃ। ক্ষাঃ। গোমোদুগ্ধাভিরা ২

১ ২ ১ র র — ১
ক্ষাঃ। ক্ষাঃ। সমুদ্রন্নসংবরণানিয়াগ্মান্। গ্মান্। মন্দীমদায়স্তো ২ শতা ২৩

১ ৩ ৫র র ২ ৫
স্নি। শা ২। তা ২৪৩। ঔহোবা। উ ৩২৩৪ পা (৩)॥

* * *

১র ২ র ১ ২ র ১ ২ ২ ১ ২ ২
১০। সোমঃ। সোমাঃ উম্বাণঃ সোতৃভিঃ। অধাষ্ণিক্ষু ৩ ভায়িঃ। আ ৩ হো।

১ — ১ র র র ২ ২ ২ ১ ২ ২ ১ র ২
বাম্নিনা ২ দ। অশ্বয়েব হরিতায়াতিধা ১ রা ৩ য়া। মন্দ্রা ঔ ৩ হো। য়াযাতি

১ ৫ ৪ ৫
ধো ২৩৪ বা। রা ৫ যো ৬ হায়ি (১)॥

* * *

১র২ র ১ ২ ১ ২ ১ —
১১। সোমউষ্বাণঃ সো। তৃভায়িঃ। অধিক্ষুভিরবা ২ ৩ য়িনাম্। আখা ২।

১র র র ২১র ২ ১ — ১ র ২ ১ ৫
যেবহরিতায়াভিধারা ২ ৩ য়া। মান্দ্রা ২। য়াষাভিধো ২ ৩ ৪ বা।

৩ ৫ ২ র২র ১ র র ২১র ২
রা২৩৪য়া॥ (১) মন্দ্রয়াষাভিধা। বয়া। মন্দ্রয়াষাভিধারা ২ ৩ য়া।

— ১র র র র ২ ১ ২ ১ — ১ ২ ১ ৫
আনূ ২। সোগোমানূগোভিরা ২ ৩ ক্ষাঃ। সোমা ২ঃ। দুগ্ধাভিরো ২ ৩ ৪ বা।

৩ ৫ ২র ২র ১র ২ ১ র র র ২ ১ ২
আ ২ ৩ ৪ ক্ষাঃ॥ (২) সোমোদুগ্ধাভিরা। ক্ষাঃ। সোমোদুগ্ধাভিরা ২ ৩ ক্ষাঃ।

১ — ১ র ২ ১ ২ ১ — ১ র ২ ১ ৫
সামূ ২। দ্রপ্সাঃবরণানিয়া ২ ৩ ম্যান্। মান্দী ২। সাদায়তো ২ ৩ ৪ বা।

৩ ৫
শা ২ ৩ ৪ তে (৩)॥ ১২॥ *

—*—

প্রথমঃ সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
যৎসোম চিত্রমুক্থ্যং দিব্যং পার্থিবং বসু।

১ ২ ৩ ১র ২র
তন্নঃ পুনান আভর॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'পুনানঃ' (পবিত্রঃ বিশুদ্ধঃ সন্, যদ্বা—সম্যক্ প্রদীপ্তঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'চিত্রং' (চায়নীয়ং, সর্ব্বেষাং কামনীয়ং ইত্যর্থঃ) 'উক্থ্যং' (স্তুতিং, সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতং ইতি ভাবঃ) 'দিব্যং' (দিবিভবং, দ্যুলোকসম্বন্ধিনং) তথা 'পার্থিবং' (পৃথিবীসম্বন্ধযুতং, যদ্বা—'দিব্যং পার্থিবং' ইহলোকপরলোকসম্বন্ধিনং ইতি ভাবঃ) 'যৎ' (আকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'বসু' (ধনং—শ্রেষ্ঠধনং ইত্যর্থঃ) অস্তি, 'তৎ' (তদ্ধনং ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'আভর' (আহর,—অস্মান্ প্রযচ্ছেতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। কর্ম্মপ্রভাবেণ বয়ং পরমধনলাভায় প্রবুদ্ধাঃ ভবাম ইতি ভাবঃ॥ (৬অ ৪খ—৩সূ—১ম)॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একাদশটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে;—(১) "মানবোত্তরং", (২) "আসুপঙ্ক্ত্যম্বং", (৩) "বাভ্রং", (৪) "অগ্নেস্ত্রিণিধনং", (৫) "অভীবর্ত্তঃ", (৬) "কালেয়ং", (৭) "মানবাস্তং", (৮) "আগ্নেস্ত্রিধনং", (৯) "বৈষ্ণবাস্তং" (১০) "বৈষ্ণবোত্তরং" এবং "যোক্তস্রুচং"।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার হৃদ্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি পবিত্র বিশুদ্ধ অর্থাৎ সম্যক্ প্রদীপ্ত হইয়া সকলের কামনার সামগ্রী সৎকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধি অর্থাৎ ইহলোকপরলোকসম্বন্ধি সেই আকাঙ্ক্ষণীয় শ্রেষ্ঠধন আমাদিগকে প্রদান কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমাদের কর্ম্মের দ্বারা আমরা যেন পরমধন লাভ করিতে প্রবুদ্ধ হই) ॥ (৬অ—৪খ—৫সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'যৎ' 'চিত্রং' চায়নীয়ং 'উক্থ্যং' স্তুত্যং 'দিব্যং' দিবিভবং 'পার্থিবং' পৃথিবী-সম্বন্ধঞ্চ যৎ 'বসু' ধনমস্তি 'তৎ' 'নঃ' অস্মভ্যং 'পুনানঃ' পূয়মানঃ সন্ 'আভর' আহর। (৬অ ৪খ ৩য় ১সা) ॥

প্রথম (৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রে পরমধন-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে দ্বিবিধ ধন লাভের প্রার্থনা দেখিতে পাই। প্রার্থনাকারী পার্থিব ও স্বর্গীয়—এই দ্বিবিধ ধন লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। এখানে পার্থিব ও স্বর্গীয় ধনরত্ন কি, তাহাই বিবেচনার বিষয়। পার্থিব ধনরত্ন বলিতে, সাধারণতঃ ঐহিকের সুখসাধক বিত্ত-সম্পত্ত্যাদির বিষয় মনোমধ্যে উদয় হয়। সাধারণ প্রার্থনাকারী যিনি, ঐহিক সুখসাধনাই যাঁহার জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য, তিনি তৎসাধনোপযোগী লৌকিক বিত্তসম্পত্ত্যাদি লাভেরই কামনা করিয়া থাকেন। তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা—"ধনং দেহি রূপং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।" তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য কামনা নাই। কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহার প্রার্থনা সে দিকে প্রধাবিত নহে। তাঁহার নিকট ঐহিক সুখসাধক বিত্ত-সম্পত্তি অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। ঐহিক সুখ-সাধনের মধ্য দিয়া পারত্রিক কল্যাণ-কামনায়ই তিনি উদ্বুদ্ধ থাকেন। তাঁহার ঐহিক ধন বা 'পার্থিবং বসু' অন্যরূপ। সে ধন—সৎকর্ম্মসাধনে দিব্যদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষা। সৎকর্ম্ম সাধনে সদ্ভাবের উন্মেষণ—বিশ্বপ্রীতি লোকহিত-সাধনই পক্ষে পার্থিবং বসু। পুত্র-বিত্তাদি তাঁহার কামনার সামগ্রী নহে। সৎকর্ম্মসাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। পার্থিব যে ধনের সাহায্যে স্বর্গীয় পরমধন অধিগত হয়, অন্তর্দর্শী সাধুজন সেই ধন-লাভের প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ঐহিক সাধনার মধ্য দিয়াই তাঁহারা পারলৌকিক কল্যাণ-সাধনে প্রয়াস পান। তাহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। বৃক্ষে আরোহণ করিতে হইলে মূলদেশই প্রথম আশ্রয় করিতে হয়। মূল পরিত্যাগ করিয়া সহসা কেহ অগ্রভাগে উঠিতে সমর্থ হয় না। সাধন-ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা। ঐহিক সাধনা

মূল। ঐহিক সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে পরে পারত্রিক সাধনা সুফলপ্রদ হয়। তাই শাস্ত্রোক্ত আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রখ্যাপিত। সংসারের নানা ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও যিনি মনশ্চাঞ্চল্য রহিত হইয়া স্থিরলক্ষ্যে সাধনায় সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন, 'দিব্যং বসু' তাঁহারই অধিগত হয়।

সদ্ভাব সত্ত্বজ্ঞানই সকল সিদ্ধিলাভের মূলীভূত। মানুষের অন্তরদেশে জন্মসহজাত সদ্ভাবের বীজ নিহিত থাকে। কর্ম্মের দ্বারা সাধনা প্রভাবে সে বীজ ফলপুষ্পসমন্বিত হয়। তাই মন্ত্রে প্রথমে সেই সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্বকে প্রদীপ্ত করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সদ্ভাবের উদ্দীপনা ব্যতিরেকে কোনও সদনুষ্ঠানই সম্ভবপর হয় না। সকল সদনুষ্ঠানে প্রাণে সদ্ভাবের উন্মেষণ তাই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশিত। পার্থিব ধনই বল, আর স্বর্গীয় ধনই বল সকল ধনলাভই সাধনা-সাপেক্ষ। সেই জন্যই মন্ত্রের উদ্বোধনা। মন্ত্র তাই উপদেশ দিতেছেন,—'যদি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল কামনা কর, হৃদয়ে সদ্ভাবের উন্মেষণের প্রয়াস পাও। মোক্ষই বল, কৈবল্যই বল—সেই এক সদ্ভাবের শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবেই অধিগত হইবে।'

মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। সে ব্যাখ্যা,—"যে কিছু স্তুতিযোগ্য, পার্থিব ও স্বর্গীয় বিচিত্র ধন আছে, তুমি শোধিত হইবার সময়, আমাদের জন্য তাহা আনয়ন কর॥" (৬অ ৪খ ৩সূ ১সা)। *

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৃষা পুনান আয়ুংষি স্তনয়ন্নধি বর্হিষি।

২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
হরিঃ সন্ যোনিমাসদঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'পুনানঃ' (বিশুদ্ধঃ—প্রদীপ্তঃ সন্ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'আয়ুংষি' (সৎকর্ম্মশীলং জীবনং ইতি ভাবঃ) সম্পাদয় সংরক্ষ বা অস্মাকং ইতি শেষঃ; অপিচ 'বৃষা' (কামানাং বর্ষকঃ, সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'স্তনয়ন্' (শত্রূন্ অভিভাব্য ইতি যাবৎ) 'অধি বর্হিষি' (আস্তীর্ণে দর্ভরূপে হৃদয়াসনে ইত্যর্থঃ) উপগম্য; ততঃ 'হরিঃ সন্' (পাপহারকরূপেণ ইতি ভাবঃ) 'যোনিং' (আধারভূতং উৎপত্তিমূলং হৃদয়ং ইতি যাবৎ) 'আসদঃ' (আসীদ, প্রাপ্নুহি ইত্যর্থঃ) মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ - শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন অস্মাকং অভীষ্টপূরণং ভবতু, ভগবতি অস্মাকং মতি অবিচলিতা তিষ্ঠতু। (৬অ ৪খ ৩সূ ২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলে উনবিংশ সূক্তের প্রথম ঋকে (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, নবম বর্গের, প্রথম সূক্তে) পরিদৃষ্ট হয়।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধ প্রদীপ্ত হইয়া তুমি আমাদিগের সৎকর্ম্মশীল জীবন প্রদান কর (অথবা সৎকর্ম্মশীল জীবনকে রক্ষা কর)। অপিচ, সর্ব্বাভীষ্ট-পূরক তুমি শত্রুদিগকে অভিভূত করিয়া আস্তীর্ণ দর্ভরূপ হৃদয়াসনে উপবিষ্ট হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে আমাদিগের অভীষ্ট পূর্ণ হউক এবং ভগবানের প্রতি আমাদিগের মতি অবিচলিত হউক। (১অ—৪খ—৩সূ—২সা)।

* *

সায়ণভাষ্যং।

হে সোম! 'আয়ুংষি' যজমানাদীনামায়ূংষ্যন্নং জীবিতকালান্ 'পুনানঃ' শুদ্ধান কুর্ব্বন্ 'বৃষা' কাময়ানাং বর্ষকস্ত্বং 'স্তনয়ন্' শব্দং কুর্ব্বন্ 'অভিশস্তীঃ'। অপীতি সপ্তম্যর্থানুবাদী আস্তীর্ণে দর্ভে 'হরিঃ সন' হরিতবর্ণঃ সন 'যোনিং' স্বকীয়ং স্থানং 'আসদঃ' আসীদ। আয়ুংষি—আয়ুংষু' —ইতি পাঠৌ, আসদঃ'—'আসদং' ইতি চ। (৬অ ৪খ ৩সূ ২সা)।

* *

দ্বিতীয় (১০০০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্র প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাকারীর সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় মন্ত্রের যে ভাব পরিব্যক্ত, সে ব্যাখ্যার সে স্থান হইতে কোনও উচ্চ ভাবের ধারণা করিতে পারা যায় না। প্রচলিত একটী ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা "অভিলাষপ্রদ সোম শোধিত হইয়া মনুষ্যগণের মধ্যে শব্দ করতঃ কুশোপরি হরিদ্বর্ণ আপনার স্থানে উপবেশন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যা হইতে সোমকে চৈতন্যহীন জড়পদার্থ বলিয়া মনে হয় না। আর সোম কুশাসনে উপবেশন করিলে, অনুষ্ঠানকারীর কোনও ইষ্ট সাধিত হয় বলিয়াও বুঝিতে পারি না। সোম অর্থে ভাষ্যকার কখনও সোমলতা, কখনও চন্দ্র, কখনও সোম দেবতা ইত্যাদি নানা অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বেদের মধ্যে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন স্থানে পরিকল্পিত হওয়া সমীচীন বলিয়া মনে করি না। সোম শব্দে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা সকল স্থলে সকল অবস্থায়ই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাহাতে অবস্থা-বিশেষে ব্যবস্থা-বিশেষের আবশ্যক হয় না।

আমাদের মতে, মন্ত্রে এক উচ্চ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সে ভাবে প্রার্থনাকারীর অন্তরে করুণ প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রটীকে আমরা তিনটী বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছি, প্রথম অংশে 'আয়ুংসি' অর্থাৎ জীবনলাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। জীবন তো আমাদের আছেই! তবে আর এ নূতন প্রার্থনার আবশ্যক কি? এ প্রার্থনারও আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করি। মানুষ যদি কুকর্ম্মে রত হয়, অন্তর যদি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে,

তাহা হইলে সে জীবন - জীবন-পদবাচ্যই নহে। সে জীবন - মৃত্যুরই নামান্তর। ভোগসুখে রত অসৎ জীবন—সে জীবনের মূল্য কি? পশু-পক্ষীও জীবন ধারণ করিয়া থাকে! তাহারাও তো বাঁচিয়া থাকে? যে জীবনে - যে বাঁচিয়া থাকায় জগতের কোনও উপকার সাধিত হইল না, আত্মার উন্নতিতে যে জীবনে জনোন্নতির পথ প্রশস্ত হইল না; সে পশুজীবন-ধারণে ফল কি? তাই এখানে সেই সৎকর্ম্মময় আদর্শ জীবন-লাভের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। এই ভাবেই মন্ত্রে 'সায়ুধি' পদের সার্থকতা।

'অধি বর্হিষি' পদে 'আস্তীর্ণে দর্ভে' অর্থ ভাষ্যে দেখিতে পাই। 'দর্ভাসন বিস্তৃত হইয়াছে, শব্দ করিতে করিতে সোম আসিয়া তাহাতে উপবেশন করুন'—ইহাই ভাষ্যানুমোদিত অর্থ। আমরা 'স্তনয়ন্' পদের 'শব্দং কুর্ব্বন্' অর্থ গ্রহণ করি নাই। আমরা 'স্তন্ত' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন বলিয়া মনে করি। তাহাতে শত্রু-স্তম্ভনের ভাবই মনে আসে। আর 'অধি বর্হিষি' পদে 'আস্তীর্ণে দর্ভরূপে হৃদয়াসনে' অর্থ আমনন করি। নির্ম্মল পবিত্র হৃদয়ই যে ভগবানের উপযুক্ত আসন, পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্র-'ংশেে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। সে হিসাবে 'স্তনয়ন' পদে সেই হৃদয় হইতে অন্তঃশত্রুনাশের আভাষ প্রাপ্ত হই। অন্তঃশত্রু বিনষ্ট না হইলে হৃদয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয় না। সদ্ভাবে অসদ্ভাব বিনষ্ট হইলে, হৃদয়ের নির্ম্মলতা সাধিত হয়। দ্বিতীয় অংশে তাই প্রার্থনা,—'হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমার অন্তঃশত্রু বিনাশ করিয়া অন্তরকে বিশুদ্ধ কর; এবং সেই বিশুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও।'

মন্ত্রের তৃতীয় অংশের ভাব সরল। সুতরাং বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। হৃদয়ই সকল সদ্ভাবের উৎপত্তিমূল বলিয়া তাহাকে 'যোনিং' পদে অভিহিত করা হইয়াছে। আর সদ্ভাবের উদয়ে অন্তরের পাপরাশি বিদূরিত হয় বলিয়া শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাব 'হরিঃ' নামে অভিহিত বলিয়া মনে করি। এইরূপে মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে এই আলোচনা-প্রসঙ্গেও তাহার বিবৃতি দেখিতে পাইবেন॥ * (৬অ ৪খ ৩সূ ২সা)॥

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যুব৺ হি স্থঃ স্বঃপতী ইন্দ্রশ্চ সোম গোপতী।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ঈশানা পিপ্যতং ধিয়ঃ॥ ৩॥

---

* সামবেদের এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলে উনবিংশ সূক্তের তৃতীয় ঋক। (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, নবম বর্গের প্রথম সূক্তের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে মম হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'ইন্দ্রশ্চ' (মম কর্ম্মশক্তিশ্চ) 'যুবং' (যুবাং) 'হি' (নিশ্চিতমেব) 'স্বঃপতী' (সর্ব্বেষাং স্বামিনৌ, সৎকর্ম্মণি নিয়োজিতারৌ ইত্যর্থঃ) 'স্থঃ' (ভবথঃ); অথবা 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ দেব!) ত্বং 'ইন্দ্রশ্চ' (সর্ব্বশক্তিস্বরূপঃ পরমৈশ্বর্য্যশালিনঃ দেবশ্চ) 'যুবং' (যুবাং) হি (নিশ্চিতমেব) 'স্বঃপতী' (সর্ব্বেষাং স্বামিনৌ ইত্যর্থঃ) 'স্থঃ' (ভবথঃ); অপিচ যুবাং 'গোপতী' (জ্ঞানস্য পালকৌ, যদ্বা—প্রজ্ঞানাধারৌ জ্ঞানদায়কৌ ইত্যর্থঃ) 'ঈশানা' (সর্ব্বেষাং ঈশ্বরৌ, বিধাতারৌ ইতি যাবৎ) ভবথঃ; অতঃ যুবাং অস্মদীয়ানি 'ধিয়ঃ' (কর্ম্মাণি সদ্বুদ্ধয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'পিপ্যতং' (পালয়তং, প্রবর্দ্ধয়তং ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। ভগবতঃ বিভূতয়ঃ অপি সর্ব্বার্থসাধিকাঃ। অস্মাৎ প্রার্থনাঃ—তাঃ বিভূতয়ঃ অস্মাকং সৎপথে স্থাপয়ন্তু কর্ম্মশক্তিং শুদ্ধসত্ত্বঞ্চ প্রবর্দ্ধয়ন্তু ইতি ভাবঃ॥ (৬অ ৪খ ৩সূ ৩সা।)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি এবং আমার কর্ম্মশক্তি—তোমরা উভয়ে সকলের অধিস্বামী অর্থাৎ সৎকার্য্যে নিয়োজক। অথবা, হে শুদ্ধসত্ত্বরূপী দেবতা তুমি এবং সর্ব্বশক্তিস্বরূপ পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবতা তোমরা উভয়ে সকলের অধিস্বামী। অপিচ, তোমরা জ্ঞানের পালক অর্থাৎ তোমরা আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে বা সদ্বুদ্ধি সমূহকে পালন বা প্রবর্দ্ধিত কর। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। ভগবানের বিভূতিসমূহ সর্ব্বার্থসাধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই বিভূতিসমূহ আমাদিগকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিয়া আমাদিগের কর্ম্মশক্তি এবং শুদ্ধসত্ত্ব প্রবর্দ্ধিত করুক)। (৬অ—৪খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! ত্বং 'ইন্দ্রশ্চ' যুবং হি 'যুবাং খলু 'স্বঃপতী' সর্ব্বস্য স্বামিনৌ 'স্থঃ' ভবথঃ। তথা 'গোপতী' গবাং পালকৌ 'ঈশানা' ঈশ্বরৌ সন্তৌ 'ধিয়ঃ' অস্মদীয়ানি কর্ম্মাণি 'পিপ্যতং' প্যায়য়তং। 'যুবং হি স্থঃস্বঃপতী'—'যুবং হি স্থ স্বর্পতী' ইতি পাঠৌ॥ ৩॥

ইতি ষষ্ঠস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥ ৪॥

*

তৃতীয় (১০০১) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের বিভূতি-সমূহ যে তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, অপিচ তাহারাও যে ভগবানের ন্যায় অশেষশক্তিসম্পন্ন, এই নিত্যসত্য প্রথমে প্রখ্যাপিত করিয়া, পরিশেষে মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—সেই বিভূতি-সমূহ আমাদের সৎকর্ম্ম-সাধনে সহায় হউন। তাঁহাদের অনুকম্পায় আমরা যেন কর্ম্ম-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া সকল সৎকর্ম্মের উৎপত্তিস্থানীয় সেই অদ্বিতীয় ভগবানে আত্মলীন করিতে সমর্থ হই।

'সোম' এবং 'ইন্দ্র' এই দুই পদের আমরা যে অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছি, তাহাতে দ্বিবিধ ভাব মনে আসে। এক অর্থে 'ইন্দ্র' পদে কর্ম্ম-শক্তিকে বুঝাইতে পারে, অপর অর্থে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সকল শক্তির আধার-ভূত ভগবদ্বিভূতিকে বুঝাইয়া থাকে। 'সোম' পদেরও ঐরূপ দ্বিবিধ অর্থ হয়। এক অর্থে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব আর এক অর্থে ভগবদ্বিভূতি। উভয় অর্থেই সমীচীন ভাব দ্যোতিত হয়। 'ধিয়ঃ' পদে ভাষ্যকার 'কর্ম্মাণি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বিবরণমতে ঐ শব্দের অর্থ—'বুদ্ধয়ঃ'। আমরা উভয় অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ভগবৎকৃপায় সদ্‌বুদ্ধির উদয়ে—সদ্ভাব-সঞ্চারে সৎকর্ম্মসাধনে উদ্বোধনা আসে। এই ভাবই ঐ উভয় অর্থে দ্যোতিত হয়।

মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা, "হে সোম! তুমি ও ইন্দ্র সকলের স্বামী, গো-সমূহের পালক ও ঈশ্বর হইয়াছ। তোমরা আমাদের কর্ম্ম বর্দ্ধিত কর।" বলা বাহুল্য, আমরা এ ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই। * (৬অ-৪খ ৩সূ-৩সা)॥

তৃতীয় সূক্তের গেয়-গান।

১ র ১২ ১ র ২ ১ ৫ ৩ ২ ৪
যৎসোমচিত্রমুক্‌থ্যায়া৩। দিব্যম্পার্থিবং বসূ। তন্নঃপূ২৩৪না। নস্বা৩ভা৫

২ রর র১২ ১ ২১
য়া৬৫৬॥ (১) বৃষাপুনান আয়ু৺ষী। স্তনয়ন্নধিবর্হিষায়ি। হরিঃ সা২৩৪

৫ ৩১ ৪ ২ ১২ ১
য়ো। নিসা৩দা৫দা৬৫৬ঃ॥ (২) যুব৺হিস্থঃ স্বঃ পতী। ইন্দ্রশ্চ-

র ২ ২র১র ৫ ৩২ ৪
সোমগোপতায়ি। ঈশানা২৩৪পী। প্যতা৩স্থা৫য়া৬৫৬ঃ (৩)॥১২৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের, ঊনবিংশ সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্ (ষষ্ঠ

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

২ ৩ ১২ ৩ ১২ ৩১ ১র
ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে শবসে বৃত্রহানৃভিঃ।
২উ ৩২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১
তমিন্মহৎস্বাজিষূতিমর্ভে হবামহে স
২র ৩ ১ ২
বাজেষু প্রনোঽবিষৎ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহা' (অজ্ঞানতানাশকঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'নৃভিঃ' (শ্রেষ্ঠৈঃ নরৈঃ, সাধকৈঃ ইতি যাবৎ) সম্পূজিতঃ সন্ 'মদায়' (তেষাং সাধকানাং আনন্দবর্দ্ধনায়) তথা 'শবসে' (তেষাং সাধকানাং বলবৃদ্ধ্যর্থং) 'বাবৃধে' (আত্মবিস্তারং করোতি, তেষাং সাধকানাং মধ্যে অধিতিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ); 'মহৎসু' (প্রবলেষু, বিষমেষু) 'আজিষু' (সংগ্রামেষু) 'উত' (অপিচ) 'ঈং' (এনং, বক্ষ্যমাণং) 'অর্ভে' (অল্পে সংগ্রামে, অস্মাকং নিত্যানুষ্ঠিতে পাপকর্ম্মণি) 'তমিৎ' (তং ইন্দ্রদেবং এব) 'হবামহে' (অস্মান্ রক্ষয়িতুং আহ্বয়ামহে, প্রার্থয়ামহে); 'সঃ' (ইন্দ্রদেবঃ) 'বাজেষু' (সর্ব্বেষু সংগ্রামেষু) 'নঃ' (অস্মান্) 'প্র অবিষৎ' (প্রকর্ষেণ রক্ষতু)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—সাধবঃ আত্মনাং কর্ম্মণা ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি; কিন্তু অসাধুনাং অস্মাকং কিং উপায়ং অস্তি। এষু প্রবলেষু সংসারসংগ্রামেষু স ভগবান্ অস্মান্ রক্ষতু ইতি প্রার্থনা। (৬অ—৫খ—১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানতানাশক ভগবান্ ইন্দ্রদেব শ্রেষ্ঠ নর কর্তৃক অর্থাৎ সাধকগণ কর্তৃক সম্পূজিত হইয়া সেই সাধকগণের আনন্দ-বর্দ্ধনের নিমিত্ত এবং সেই সাধকগণের বলবৃদ্ধির জন্য আত্মবিস্তার করেন, অর্থাৎ সেই সাধকগণের মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন; প্রবল বিষম সংগ্রাম-সমূহে এবং এই অল্প সংগ্রামে অর্থাৎ আমাদিগের নিত্য অনুষ্ঠিত পাপকর্ম্মে, সেই ইন্দ্র-দেবতাকেই আমাদিগকে রক্ষার জন্য আহ্বান করিতেছি; সেই ইন্দ্রদেব

সর্ব্বপ্রকার সংগ্রাম সমূহে আমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধকগণ আপনাদিগের কর্ম্মের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু এই অসাধু আমাদিগের উপায় কি হইবে? প্রার্থনা—এই প্রবল সংসার-সংগ্রামে সেই ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করুন)॥ (৫ম—৬অ—৪খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বৃত্রহা বৃত্রস্যাবরকস্য বৃষ্টিনিরোধকস্য মেঘস্যাসুরস্য বা হন্তা। যদ্বা আবরকাণাং শত্রূণাং হন্তা, 'ইন্দ্রঃ' মদায় হর্ষায় 'শবসে'। বলনামৈতৎ (নিঘ০ ২।৯।৬)। বলার্থঞ্চ 'নৃভিঃ' যজ্ঞস্য নেতৃভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ 'বৃধে' স্তোত্রশস্ত্ররূপাভিঃ স্তুতিভিঃ প্রবর্দ্ধিতো বভূব। স্তুত্যা হি দেবতা প্রাপ্তবলা সতী প্রবর্দ্ধতে। 'তং ইৎ' তমেবেন্দ্রং 'মহৎসু' প্রভূতেষু 'আজিষু' সংগ্রামেষু 'ঊতিং' রক্ষাং কুর্ব্বিত্যধ্যাহারশেষঃ 'হবামহে' অস্মাকং রক্ষণায় আহ্বয়ামহে। 'উত' অপিচ 'ঈং' এনং এবম্ভূতমিন্দ্রং, 'অর্ভে' অল্পে সংগ্রামে হবামহে অস্মাভিরাহূতঃ সচেন্দ্রঃ 'বাজেষু সংগ্রামেষু নঃ' অস্মান্ 'প্রাবিষৎ' প্রাবতু প্রকর্ষেণ রক্ষতু॥ 'ঊতিমর্ভে'—'ঊতেমর্ভে' ইতি পাঠৌ। বাবৃধে বৃধেঃ কর্ম্মণি লিটি তুজাদিত্বাদভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। নৃভিঃ—'সাবেকাচ' (৬।১।১৬৮) ইতি প্রাপ্তস্য বিভক্ত্যুদাত্তত্বস্য 'নৃচান্যতরস্যাং' (৬।১।১৮৪) ইতি প্রতিষেধঃ। হবামহে হ্বয়তের্'অভি হ্বঃ' (৬।১।৩৩)—ইত্যানুবৃত্তৌ 'বহুলংছন্দসি' (৬।১।৩৪) ইতি সম্প্রসারণং, শপি গুণাবাদেশৌ। আবিষৎ অবরক্ষণে (ভ্বা, প০) 'লেটোঽডাগমঃ' ইতশ্চ লোপঃ' (৩।৪।৯) ইতি ইকারলোপঃ, 'সিব্বহুলং লেটি' (৩।১।৩৪) ইতি সিপ্, তস্যার্দ্ধধাতুকত্বাৎ বলাদিলক্ষণ ইট্॥ (৬অ—৫খ-১৭-১সা)॥

° ° °

প্রথম (১০০২) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

মনুষ্যগণের স্তুতির দ্বারা বৃত্রাসুরের হননকারী ইন্দ্র প্রবর্দ্ধিত হইয়াছেন। তাঁহার যে হর্ষ, তাঁহার যে বল, তাহা মানুষের স্তবের দ্বারা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভাবই সাধারণতঃ মন্ত্রের প্রথম চরণে পরিগৃহীত হইয়াছে—দেখিতে পাই। মুখে মুখে যেমন মানুষের গুণের কথা বা দোষের কথা বৃদ্ধি পাইয়া তিল হইতে তাল হইয়া দাঁড়ায়, এ পক্ষে মন্ত্রাংশে সেই ভাবই প্রকাশমান দেখি। এইরূপ, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীতে সেই ইন্দ্রকে সংগ্রামে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। শক্তিশালী যে বৃদ্ধপুরুষ অল্পশক্তি জনের সহায় হউন,—প্রার্থনার ইহাই প্রচলিত অর্থ।

আমাদিগের ব্যাখ্যায় সেই প্রচলিত অর্থই প্রধানতঃ অনুসৃত হইয়াছে বটে; তবে ভাব একটু সামান্য রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। 'নৃভিঃ' অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় সাধকগণ কর্তৃক 'ইন্দ্রঃ' অর্থাৎ ইন্দ্রদেব 'বাবৃধে' অর্থাৎ প্রবর্দ্ধিত হয়েন; ইহার মধ্যে কি মাধুর্য্য তাঁহাকে বাড়াইয়া থাকে? 'নৃভিঃ' পদে শ্রেষ্ঠ মানুষকে সুতরাং সাধককে বুঝাইয়া থাকে। সাধকগণের দ্বারা অর্থাৎ তাঁহাদিগের কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, এইরূপ অর্থই যদি গ্রহণ করি, তাহাতেই বা কি ভাব উপলব্ধ হয়? তাঁহার বৃদ্ধি বলিতে, তাঁহার প্রচার—তাঁহার অধিষ্ঠান—সাধকগণের মধ্যে তাঁহার বিদ্যমানতা প্রভৃতি ভাবই উপলব্ধ হইয়া থাকে। ভগবান্ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হন বলিতে, তিনি যে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বা শৌর্য্যে-বীর্য্যে বিস্তৃতি লাভ করেন, তাহা বুঝায় না। বুঝায় কি? না—তিনি সাধকগণের মধ্যেই—লোকগণের মধ্যেই—আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাহাই তাঁহার বৃদ্ধি। বেদের বিভিন্ন স্থানে এবম্প্রকার উক্তি দৃষ্টিগোচর হয়। আর, তাহার প্রায় সকল স্থলেই স্তোত্র দ্বারা বা মন্ত্রের দ্বারা লোকে দেবতার বৃদ্ধি সাধন করিতেছেন—এইরূপ অর্থই গৃহীত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ সকল উক্তির নিগূঢ় তাৎপর্য্য অন্যরূপ। মন্ত্রের দ্বারা বা স্তোত্র দ্বারা অর্থাৎ মন্ত্রের বা স্তোত্রের অনুধ্যানে, মানুষের মধ্যে দেবভাবের পরিবৃদ্ধি হয়, দেবত্ব বিকাশ পায়, ভগবান অধিষ্ঠিত হন। এই তত্ত্বই এই সকল স্থলে প্রাপ্ত হই না কি?

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে দ্বিবিধ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম প্রার্থনা 'মহৎসু আজিষু' অর্থাৎ প্রবল সংগ্রামে রক্ষা পাইবার জন্য এবং দ্বিতীয় প্রার্থনা 'ঈং অর্ভে' অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র সমরে রক্ষা পাইবার জন্য। প্রার্থনা পক্ষে ক্রিয়াপদ আছে—'হবামহে' (আহ্বান করি)। সংগ্রামে আহ্বান করার তাৎপর্য্য—রক্ষা-প্রাপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এখানে দ্বিবিধ সংগ্রামের কথা উল্লেখ দেখি; 'মহৎসু আজিষু' আর 'ঈং অর্ভে'। এতদ্দ্বারা কি ভাব প্রাপ্ত হই? এখানে আমরা ইহসংসারে সংঘটিত দ্বিবিধ সংগ্রামের বিষয়ই লক্ষ্য করি। আমরা আমাদিগের নিত্য-কর্ম্মের মধ্যে যে পাপ সঞ্চয় করিতেছি সেই পাপকে—সেই পাপের সহিত সংগ্রামকে—'ঈং অর্ভে' পদে লক্ষ্য করে। আর, প্রবল রিপুশত্রুর সাহচর্য্যে আমরা যে পাপ অনুষ্ঠান করি, তাহাই 'মহৎসু আজিষু' পদের লক্ষ্যস্থল। এক প্রকার পাপ আমাদিগের অজ্ঞাতে অবহেলায় সঞ্চিত হয়; অন্য প্রকার পাপ আমাদিগের স্বেচ্ছাকৃত। বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র। ঐ দুই পাপকে লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। উপসংহারে "বাজেষু প্র নঃ অবিষৎ" বাক্যাংশে, সকল পাপ হইতেই পরিত্রাণ পাইবার কামনা প্রকাশমান্। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে প্রার্থনার স্থূল মর্ম্ম আপনিই অধিগত হইবে। * (৬অ ৫খ-১সূ ১সা)।

---

* এই মন্ত্রটী ছন্দ-আর্চ্চিকে (৫—১—৩—৩) পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলে একাশী সূক্তের প্রথম ঋকেও (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রথম বর্গের প্রথম সূক্তেও) এই সাম-মন্ত্রটী পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১২র ৩ ২
অসি হি বীর সেন্যোঽসি ভূরি পরাদদিঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
অসি দভ্রস্য চিদ্‌বৃধো যজমানায়
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
শিক্ষসি সুন্বতে ভূরি তে বসু ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বীর' (হে শত্রুদমনকুশল! হে শৌর্য্যসম্পন্ন!) ত্বং 'সেন্যঃ' (সেনাসদৃশঃ) 'অসি' (ভবসি); একোঽপি ত্বং বহুরূপধারী ভবসি ইতি ভাবঃ। 'হি' (নিশ্চিতং ত্বং) 'ভূরি' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'পরাদদিঃ' (শত্রূণাং পরাঙ্মুখকারকঃ) 'অসি' (ভবসি); শত্রূন্ দূরীকৃত্বা ত্বং উপাসকান্ পরমং ধনং দদাসি ইতি ভাবঃ; তথা ত্বং 'দভ্রস্য চিৎ' (অল্পস্যাপি, ক্ষুদ্রস্যাপি তব স্তোতুঃ) 'বৃধঃ' (বর্দ্ধয়িতা) 'অসি' (ভবসি); তথা 'সুন্বতে' (শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিতায়) 'যজমানায়' (উপাসকায়) 'শিক্ষসি' (তস্য আকাঙ্ক্ষানুরূপং ধনং দদাসি, সুশিক্ষাদানং করোষি ইত্যর্থঃ); 'তে' (তব) 'বসু' (ধনং) 'ভূরি' (প্রভূতং, বিবিধরূপং চ) অস্তি ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—হে ভগবন্! ত্বং অক্ষয়ধনাধিকারী; অশেষবিধং ধনং তব বিদ্যতে; অতঃ প্রার্থী তব সকাশাৎ আকাঙ্ক্ষানুরূপং ধনং প্রাপ্নোতি॥ (৬অ-৫খ ১সূ ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শত্রুদমনকুশল (হে শৌর্য্যসম্পন্ন)! আপনি সেনাসদৃশ হয়েন; (একই আপনি বহুরূপধারী হয়েন—ইহাই ভাবার্থ); নিশ্চয়ই আপনি শত্রুগণের পরাঙ্মুখকারী হয়েন; (ভাব এই যে,—শত্রুগণকে দূর করিয়া আপনি উপাসকগণকে পরম ধন প্রদান করিয়া থাকেন); ক্ষুদ্র স্তোতারও আপনি বর্দ্ধয়িতা হয়েন; এবং শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত উপাসককে আপনি তাঁহার আকাঙ্ক্ষানুরূপ ধন (সুশিক্ষা) প্রদান করেন; আপনার ধন প্রভূত ও বিবিধরূপ আছে। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি অক্ষয় ধনের অধিকারী; অশেষ প্রকার ধন আপনাতে আছে; সুতরাং প্রার্থী আপনার নিকট আকাঙ্ক্ষানুরূপ ধন পাইয়া থাকেন।)॥ (৬অ—৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'বীর'! শত্রু-ক্ষেপণকুশলেন্দ্র! ত্বং 'সেন্যঃ অসি' সেনার্হো ভবসি, ত্বমেকোঽপি সেনা-সদৃশো ভবসীত্যর্থঃ। 'হি' যস্মাদেবং তস্মাৎ প্রভূতঃ শত্রূণাং ধনং 'পরাদদিঃ' পরাদাতা শত্রূণাং পরাঙ্মুখং যথা ভবতি তথা আদাতা 'অসি' ভবসি 'দভ্রস্য চিৎ' অল্পস্য নাম্নৈতৎ অল্পস্যাপি তব স্তোতুঃ 'বৃধঃ' বর্দ্ধয়িতাসি, তথা 'যজমানায়' যাগং কুর্ব্বতে 'সুন্বতে' সোমাভিষবং কুর্ব্বতে পুরুষায় 'শিক্ষসি' অপেক্ষিতং ধনং দদাসি। শিক্ষতির্দানকর্ম্মা (নি ঘ০ ৩।২০।৮)। যস্মাৎ 'তে' তব 'বসু' ধনং 'ভূরি' বহুলং অক্ষয়ং ধনং বিদ্যতে তস্মাৎ দদাসীতি ভাবঃ॥ পরাদদিঃ—ডু দাঞ্ দানে (জুহো০ উ০) 'আদৃগমহনজনঃ' (৩।২।১৭০) ইতি কি-প্রত্যয়ঃ; লিড্বদ্ভাবাৎ দ্বির্ব্বচনে হ্রস্বত্বং, 'আতো লোপ ইটি চ' (৬।৪।৬৪)—ইত্যাকারলোপঃ। বৃধঃ—বৃধেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদিগুপধলক্ষণঃ কঃ। সুন্বতে—'শতুরনুমঃ' (৬।১।১৭৩)—ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ (৬অ-৫খ-১সূ ২সা)॥

*

দ্বিতীয় (১০০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচারিত আছে, তাহার সহিত মূলতঃ আমাদিগের কোনও মতান্তর ঘটে নাই। কেবল সেই অর্থের বিশ্লেষণপক্ষে আমরা একটু চেষ্টা পাইয়াছি মাত্র। তবে মন্ত্রের অন্তর্গত 'সুন্বতে' পদ উপলক্ষে ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, আমরা সর্ব্বথা তাহার অনুমোদন করি না। সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের প্রদাতা যজমান ধন প্রাপ্ত হন অর্থাৎ অপরে সে ধন প্রাপ্ত হয়েন না,—এরূপ কোনও ভাব এই মন্ত্রের মধ্যে বিদ্যমান আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। তার পর, 'পরাদদিঃ' পদে শত্রুগণের কবল হইতে লুণ্ঠিত ধনকে লক্ষ্য করা হয়। আমরা এখানে সে ভাবও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। শত্রু পরাঙ্মুখ হয় যাহাতে, সেই ধনের দাতা তিনি,—এতদর্থেই ঐ পদের সার্থকতা দেখি। শত্রু বলিতে কাম-ক্রোধাদি রিপুগণকে বুঝায়। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের বা শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে তাহারা নাশ প্রাপ্ত হয়। সৎকর্ম্মসাধন বা শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয় যাহাতে সাধিত হয়, তিনি তাহারই বিধান করিয়া থাকেন,—এই ভাবই এখানে প্রাপ্ত হই। 'সুন্বতে যজমানায়' বলিতে সৎকর্ম্মসাধক শুদ্ধসত্ত্বপোষক উপাসককেই বুঝাইয়া থাকে।

এইরূপে, ভগবন্মাহাত্ম্যখ্যাপক এই মন্ত্রে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনি এক হইয়াও বহু হয়েন; অনন্ত অক্ষয় অশেষ প্রকার ধনের আপনি অধিকারী আছেন; সাধুগণের হৃদয়ে আপনার অবস্থিতি হইলেও, একমাত্র তাঁহারাই আপনার কৃপার অধিকারী থাকিলেও, আপনার বহুত্বের এবং অশেষ ধনাধিকারিত্বের বিষয় স্মরণ করিয়া, আপনার শরণ লইতেছি।' * (৬অ ৫খ ১সূ ২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলে একাশীতিতম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রথম বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যদুদীরত আজয়ো ধৃষ্ণবে ধীয়তে ধনম্।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২র

যুঙ্‌ক্ষ্বা মদচ্যুতা হরীকং হনঃ কং বসৌ

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

দধোহস্মাঁ ইন্দ্র বসৌ দধঃ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'আজয়ঃ' (সংগ্রামাঃ, সদসদ্বৃত্তিদ্বন্দ্বঃ ইত্যর্থঃ) 'উদীরতে' (উৎপদ্যন্তে, সংঘটিতাঃ উপস্থিতাঃ বা ভবন্তি), তদা 'ধৃষ্ণবে' (শত্রুধর্ষণকারিণে, রিপুদমনসমর্থায় জনায়), 'ধনং' (ধনং—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপং) 'ধীয়তে' (নিধীয়তে, ভগবতা স্থাপিতং প্রদত্তং বা ভবতি ইতি ভাবঃ); হে ভগবন্! 'মদচ্যুতা' (শত্রূণাং মদস্য গর্ব্বস্য চ্যাবয়িতারৌ ধর্ষকারিণৌ বা, রিপুনাশকৌ ইত্যর্থঃ) 'হরী' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ ত্বদীয়ৌ বাহকৌ) 'যুঙ্‌ক্ষ্ব' (অস্মাকং হৃদয়েষু সংযোজয়); তৌ যোজয়িত্বা 'কং' (কং শত্রুং) 'হনঃ' (নাশয়); 'কং' (কং শত্রুং বা) 'বসৌ' (বসুনি, ধনে) 'দধঃ' (প্রতিষ্ঠাপয়); 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'অস্মান্' (উপাসকান্) 'বসৌ' (বসুনি, পরমার্থরূপে ধনে) 'দধঃ' (স্থাপয়, সম্বন্ধযুক্তান্ কারয়)। অয়ং ভাবঃ—যদা বয়ং রিপুদমনপ্রবৃত্তাঃ ভবাম, তদা জয়শ্রী অস্মাকং অধিগতা ভবতি; হে ভগবন্! অস্মাসু জ্ঞানভক্তিসমাবেশেন অস্মান্ জয়শ্রীযুক্তান্ পরমধনাধিকারিণঃ কুরু—ইতি প্রার্থনা। (৩অ ৫খ—১সূ—৩সা)।

বঙ্গানুবাদ।

যখন সংগ্রাম অর্থাৎ সদসদ্বৃত্তির দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখন শত্রুধর্ষণকারীকে অর্থাৎ রিপুদমনসমর্থ জনকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ ধন ভগবান্ কর্তৃক প্রদত্ত হয়। হে ভগবন্! শত্রুগণের গর্ব্বের খর্ব্বকারী অর্থাৎ রিপুনাশক জ্ঞানভক্তি-রূপ আপনার বাহকদ্বয়কে আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে সংযোজন করুন; তাহাদিগকে যোজনা করিয়া, কোনও শত্রুকে নাশ করুন, কোনও শত্রুকে বা ধনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! এই উপাসক আমাদিগকে পরমার্থ-রূপ ধনে স্থাপিত অর্থাৎ সম্বন্ধযুক্ত করুন। (ভাব এই যে,—আমরা যখন রিপুদমনে প্রবৃত্ত হই, জয়শ্রী

তখন আমাদিগের অধিগত হয়; হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে জ্ঞান-ভক্তির সমাবেশপূর্ব্বক আমাদিগকে জয়শ্রীযুক্ত অর্থাৎ পরমধনের অধিকারী করুন)॥ (৬অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

(অত্রেদমাখ্যানং—'রহূগণ-পুত্রো গোতমঃ কুরু-সৃঞ্জয়ানাং রাজ্ঞাং পুরোহিত আসীৎ। তেষাং রাজ্ঞাং পরৈঃ সহ যুদ্ধে সতি স ঋষিঃ অনেন সূক্তেন ইন্দ্রং স্তুত্বা স্বকীয়ানাং জয়ং প্রার্থয়ামাস'—ইতি। তস্য চ তৎপুরোহিতত্বং বাজসনেয়িভিরাম্নাতং'—গোতমো বৈ রাহূগণ উভয়েষাং কুরু-সৃঞ্জয়ানাং পুরোহিত আসীৎ'—ইতি।) 'যৎ' যদা 'আজয়ঃ' সংগ্রামাঃ 'উদীরতে' উদ্গচ্ছন্তি উৎপদ্যন্তে তদানীং 'ধনা' ধনং 'ধৃষ্ণবে' যো ধৃষ্ণুঃ ধর্ষয়িতা শত্রূণাং জেতা ভবতি তস্মৈ 'ধীয়তে' নিধীয়তে, জয়তো ধনং ভবতীত্যর্থঃ। হে ইন্দ্র! ত্বং তাদৃশেষু যুদ্ধেষু প্রবৃত্তেষু 'মদচ্যুতা' শত্রূণাং মদস্য গর্ব্বস্য চ্যাবয়িতারৌ 'হরী' ত্বদীয়াবশ্বৌ 'যুক্ষ্ব' রথে যোজয়, যোজয়িত্বা চ কঞ্চিদ্রাজানং তব পরিচরণমকুর্ব্বন্তং 'হনঃ' হন্যাঃ কঞ্চন ত্বাং পরিচরন্তং 'বসৌ' বসুনি ধনে 'দধঃ' স্থাপয়। [উদীরতে—ঈর গতৌ (আ০) আদাদিকঃ, 'অনুদাত্তেত্বাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে' (৬।১।১৮৬) ধাতুস্বর এব শিষ্যতে, 'যদ্বৃত্তান্নিত্যং' (৮।১।৬৬) ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। ধনা—'সুপাং সুলুক্' (৭।১।৩৯) ইতি ডাদেশঃ। যুঙ্ক্ষ্ব—যুজির যোগে (রু০ উভ০), 'অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ' 'বহুলংছন্দসি' (২।৪।৭৩)—ইতি বিকরণস্য লুক্, 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' (৬।৩।১৩৫) ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। হনঃ—হন্তের্লেটি সিপাডাগমঃ, হনশ্চ দধশ্চ চার্থপ্রতীতেঃ 'চাদিলোপে বিভাষা' (৮।১।৬৩)—ইতি প্রথমায়াস্তিঙ্বিভক্তের্ন নিঘাত-প্রতিষেধঃ। বসৌ—লিঙ্গব্যত্যয়ঃ। দধঃ—দধ ধারণে (ভ্বা০ আ০) লেটি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। (৬অ ৫খ—১সূ—৩সা)।

*

তৃতীয় (১০০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলে একাশীতিতম সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। সূচনায় যে উপাখ্যানটীর উল্লেখ করিয়াছি, ভাষ্যকার এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-উপলক্ষে সেই উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। অথচ, সেই উপাখ্যানের সহিত এই মন্ত্রের কোনই সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। যে কোনও কালে যে কোনও সাধক এই মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা ভগবানের করুণা-লাভের প্রার্থী হইতে পারেন। কুরু-সৃঞ্জয়গণের পুরোহিত গোতম ঋষি যে কেবল ঐ প্রার্থনায় ভগবানের করুণালাভ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা স্বীকার করি না। সকল কালেই সকল উপাসকই ঐরূপ প্রার্থনায় ভগবানের

করুণা-লাভে অধিকারী হইতে পারেন। এখানে দেশকালপাত্রের কোনও সংস্রব আছে বলিয়া মনে হয় না।

এই মন্ত্রের প্রথম চরণে এই ভাব প্রকাশমান যে, যাঁহারা রিপুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা আপনাদিগের সদ্বৃত্তির দ্বারা অসদ্বৃত্তিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া পরম ধনের অধিকারী হইয়া থাকেন। এ পক্ষে ঐ অংশের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তোমরা সদ্বৃত্তির সাহায্যে অসদ্বৃত্তি-দমনে প্রবৃত্ত হও; জয়শ্রী তোমাদিগের অধিগত হইবে।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের 'যুজ্ঞা' ও 'হরী' পদদ্বয় উপলক্ষে রথে অশ্ব যোজনার পরিকল্পনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু 'হরী' পদে যে ভাব উপলব্ধ হয়, তাহা আমরা বহুস্থলে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকের দ্বারা ভগবান হৃদয়ে আবির্ভূত হন। হৃদয়-রূপ রথে ঐ দুই বাহকের সংযোজনা হইলে, ভগবানের আবির্ভাব ঘটে। এখানেও সেই তত্ত্বই পরিব্যক্ত দেখি। সেই অবস্থায় উপস্থিত হইলে অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়-রূপ রথে জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় সংযোজিত হইলে, কাহাকেও অর্থাৎ কোনও শত্রুকে তিনি হনন করেন এবং অপর কাহাকেও—কোনও শত্রুকে—শত্রু হইয়াও যে মিত্রের ন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহাকে—তিনি প্রতিষ্ঠিত রাখেন—সদ্ভাবে বিভূষিত করিয়া দেন।

এখানে একটু সূক্ষ্ম-তত্ত্বের বিশ্লেষণ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। একবিধ শত্রুকে হনন করেন, আর অপরবিধ শত্রুকে তিনি আশ্রয়দান করেন,—এই দুই বিপরীত কার্য্যের মধ্যে তাঁহার কি মহিমা পরিব্যক্ত হয়? ইহা কি তাঁহার একদেশদর্শিতার পরিচয় নহে? শত্রু যে, সে ত শত্রুই আছে! রিপু রিপুই রহিয়াছে! তবে একের প্রতি দুর্ব্যবহার ও অন্যের প্রতি সদ্ব্যবহার—ইহার কারণ কি? এখানে বুঝিতে হইবে, যে রিপু আমাদিগের অনিষ্ট সাধক, তাহারাই আবার সময় সময় আমাদিগের শ্রেয়ঃবিধায়ক হইয়া থাকে। মনে করুন—হিংসা একটী রিপু; হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ অশেষ অপকর্ম্ম সাধন করে। সেইজন্যই "হিংসাকে পরিবর্জ্জন ও অহিংসাকে পরিগ্রহণ আবশ্যক। সেইজন্যই "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ হিংসাই আবার সৎ-সহযোগে লোকহিতসাধক হইয়া থাকে। দস্যু যখন আপন দস্যুবৃত্তির সংসাধন জন্য গৃহস্থকে আক্রমণ করে, তখন দস্যুর প্রতি হিংসা না করিলে গৃহস্থের প্রাণহানি পর্য্যন্তের সম্ভাবনা। সে অবস্থায়, হিংসার প্রয়োজনীয়তা অঙ্গীকৃত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত নীতি-ধর্ম্ম এই ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার নিকট হিংসাও ধর্ম্ম, আবার অহিংসাও ধর্ম্ম। হিংসা যখন ধর্ম্ম-মধ্যে পরিগণিত হয়, তখন হিংসা রূপ সেই রিপুকে ভগবান্ আশ্রয় দান করেন। * আবার হিংসা যখন তাহার স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহণ পূর্ব্বক মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তখন তাহার বিনাশ সাধন নিতান্ত আবশ্যক হয়। মন্ত্রে তাই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে,—"কং হনঃ কং বনো দধঃ"। হৃদয়ে জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকের যোজনা করিয়া দিয়া ভগবান্ আবশ্যকানুসারে

---

* মৎ প্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে "শ্রীকৃষ্ণ" অভিধেয় বিস্তৃত প্রবন্ধে এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আছে।

কোনও রিপুকে বা বিমর্দ্দিত করেন, কোনও রিপুকে বা আত্মকার্য্যে নিয়োজিত রাখেন। এখানে উপমায় সংসার-সমরাঙ্গনের চিত্র প্রকটিত আছে বলিয়া মনে করিতে পারি। শত্রুজয়কারী রাজা যেমন কোনও শত্রুকে বিনাশ করেন এবং কোনও শত্রুকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখেন; হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর যিনি, তিনিও সেইরূপ কোনও রিপুকে হনন করেন, কোনও রিপুকে আত্মকার্য্যে নিয়োজিত রাখেন। এই মন্ত্রে এই তত্ত্বই প্রকটিত দেখি। * (৬অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

—•—

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

১ ২ ১র২ ৫ ১ ২র ১র ২
ইন্দ্রোহাউ। মাদায়বা৩১উবা২৩। বা২৩৪ক্ষ্ণি। শবসেবৃত্রহানৃভি-

১ ২ ১ ২র১ ১ র ২ রn৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২
স্তমিন্মহৎস্বাজিষূতিমর্ভে হবামহা২৩৪৫য়ি। নবাহাউ। জারিষুপ্রণো৩

১ ৫ ১ ২ ১ র২১র র ২১র ২ র:২১
আউবা২৩। বা২৩৪য়িষাৎ॥ (১) অসিহিবীরসেন্যোসিভূরিপরাদদিরাস-

২১ ২ ১র ২রর ॥৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ র ২
দভ্রস্যচিদ্বৃধোযজমানায়শিক্ষসা২৩৪৫য়ি। সুন্বাহাউ। তায়িভূরিতা৩১

৫ ১২১র ২র১ র ২১ র ২র ১র
উবা২৩য়ি। বা২৩৪সু॥ (২) যদুদীরতআজয়োধৃষ্ণবে ধীয়তে ধনং

২ ১র ২১২র ১২র১ ২ ১ র n৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১
যুঙক্ষ্বামদচ্যুতাহরীকংহনঃ কং বসৌ দধা২৩৪৫ঃ। অস্মান্হাউ। ভায়িন্দ্র-

২ ৫
বসা৩১উবা২৩। দা২৩৪ধাঃ(৩)॥ ১.২।৩॥ †

—•—

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ২ ৩ ৩ক ২র
স্বাদোরিত্থা বিষূবতো মধোঃ পিবন্তি গৌর্য্যঃ।

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩
যা ইন্দ্রেণ সযাবরীর্বৃষ্ণা মদন্তি শোভথা

২ ৭ ১৩ ৩ ১ ২
বস্বীরনু স্বরাজ্যং ॥ ১ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলে একাশীতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্। (প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রথম বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত)।

এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা:—(১)"সন্তনি"।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গৌর্য্যঃ' (শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতাঃ মনোবৃত্তয়ঃ, সাধবঃ ইত্যর্থঃ) 'ইত্থা' (অনেন প্রকারেণ, ভগবতা সৎকর্ম্মণা বা সহ সম্মিলিতাঃ সত্যঃ) 'স্বাদোঃ' (স্বাদুভূতস্য) 'মধোঃ' (মধুররসস্য—সারস্বরূপং অমৃতং ইতি যাবৎ) 'পিবন্তি' (পানং কুর্ব্বন্তি) ; জ্ঞানিনঃ সাধবঃ আত্মনাং কর্ম্মণা নিরন্তরং পরমানন্দং ভুঞ্জন্তে—ইতি ভাবঃ 'যাঃ' (সদ্বৃত্তয়ঃ) 'বৃষ্ণা' (অভীষ্টবর্ষকেণ) 'ইন্দ্রেণ' (ভগবতা ইন্দ্রদেবেন) 'সযাবরীঃ' (সহযান্ত্যঃ গচ্ছন্ত্যঃ সত্যঃ, নিত্যসম্মিলিতাঃ সন্তি ইতি ভাবঃ) তাঃ সদ্বৃত্তয়ঃ এব 'স্বরাজ্যং' (আত্মনঃ রাজত্বং, ভগবৎসামীপ্যং) 'অনু' (অনুলক্ষ্য, লক্ষ্যং কৃত্বা) 'বস্বীঃ' (নিবাসকারিণ্যঃ, ভগবৎসামীপ্যপ্রদায়িকাঃ ভবন্তি ইতি যাবৎ) ; তথা 'শোভথা' (উপাসকস্য শোভাসম্পাদনায়, উপাসকেভ্যঃ শোভনীয়স্থানং স্বর্গাদিকং প্রাপণায় ইত্যর্থঃ) 'মদন্তি' (হ্লাদন্তু, আত্মানন্দং প্রাপ্নুবন্তি, যদ্বা—উপাসকেভ্যঃ পরমানন্দং দদতি) ; সদ্বৃত্তিপ্রভাবেন সজ্জ্ঞানসহায়েন চ ভগবতঃ সান্নিধ্যযুতঃ সন্ নরঃ পরমানন্দস্থানং লভতে—ইতি ভাবঃ। (৬অ ৫খ ২সূ - ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত মনোবৃত্তিসমূহ অর্থাৎ সাধুগণ, ভগবানের অথবা সৎকর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া, স্বাদুভূত মধুররসের সারস্বরূপ অমৃতকে পান করেন ; (ভাব এই যে,—জ্ঞানী সাধকগণ আপনাদিগের কর্ম্মের দ্বারা নিরন্তর পরমানন্দ উপভোগ করেন)। যে সদ্বৃত্তিসমূহ অভীষ্ট-বর্ষক ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সহিত গমনশীল অর্থাৎ নিত্য-সম্মিলিত আছে ; সেই সদ্বৃত্তিসমূহই ভগবৎসামীপ্যকে লক্ষ্য করিয়া নিবাস-কারী অর্থাৎ ভগবৎসামীপ্য প্রদায়ক হয়, এবং উপাসকগণকে শোভনীয় স্থান স্বর্গাদি পাওয়াইয়া আত্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে—অথবা উপাসকগণকে পরমানন্দ প্রদান করে। (ভাব এই যে,—সদ্বৃত্তিপ্রভাবে এবং সৎজ্ঞান-সহায়ে ভগবানের সান্নিধ্যযুক্ত হইয়া মনুষ্য পরমানন্দভূত স্থানকে লাভ করে।)॥ (৬অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বাদোঃ' স্বাদুভূতস্য রসযুক্তস্য 'ইত্থা বিষূবতঃ' ইত্থমনেন প্রকারেণ সর্ব্বযজ্ঞেষু ব্যাপ্তি-যুক্তস্য 'মধ্বঃ' মধোঃ মধুররসস্য সোমস্য। 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং' (১।৪।৩২)—ইতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাৎ চতুর্থ্যে ষষ্ঠী। এবম্বিধং সোমং 'গৌর্য্যঃ' গৌরবর্ণা গাবঃ পিবন্তি। যা গাবঃ 'শোভথাঃ' (বচন-ব্যত্যয়ঃ) ইন্দ্রেণ সহ শোভন্তে 'বৃষ্ণা' কামাভিবর্ষকেণেন্দ্রেণ 'সযাবরীঃ' সহ যান্ত্যো গচ্ছন্ত্যঃ সত্যঃ 'মদন্তি' হৃষ্টা ভবন্তি। তা [illegible]

'বশীঃ' পয়ঃপ্রদানেন নিবাসকারিণ্যঃ তা গাবঃ 'স্বরাজ্যে' স্বতেজসা যৎ 'রাজ্যং' রাজত্বং তদনু-লক্ষ্যাবস্থিতা ইতি শেষঃ॥ বিষুবন্তঃ—বিষ্লৃ ব্যাপ্তৌ (জু॰ উভ॰) অস্মাদৌণাদিকঃ কু-প্রত্যয়ঃ ততো 'মতুপ্ হ্রস্বস্থূড়্‌ভ্যাং মতুপ্' (৬।১।১৭৬) ইতি মতুপ্ উদাত্তত্বং, 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' (৬।৩।১৩৭)—ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ, বাত্বায়েন মতোর্ব্বত্বং। মধ্বঃ—'জসাদিষু ছন্দসি বা বচনং' (১।৪।৭)—ইতি ঘেঙিতি (৭।৩।১১১) ইতি গুণাভাবে যণাদেশঃ। গৌর্যঃ—'ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ' (৪।১।৪১) ইতি ঙীষ্। অপি যণাদেশে 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ' (৮।২।৮) ইতি পরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতত্বং। শ্রীণন্তি—শ্রীঞ্ পাকে (ক্র্যা॰ উ॰) 'আতো মনিন্' (৩।২।৭৪) ইতি বনিপ্। 'বনোরচ' (৪।১।৭) ইতি ঙীব্রেফৌ। মদন্তি—মদী হর্ষে (দি॰ প॰), শুনি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন (৩।১।৮৫) শপ্। বশীঃ—বশ নিবাসে (ভ্বা॰ প॰) 'শৄস্বৃস্নিহি' (উ॰ ১।১০) ইত্যাদিনা বসে রুপ্রত্যয়ঃ, 'ধাত্বো নিৎ' (উ॰ ১।৯) ইত্যনুবৃত্তেরাদ্যুদাত্তত্বং, 'বোতো গুণবচনাৎ' (৪।১।৪৪) ইত্যত্র 'গুণবচনাৎ ঙীবাদ্যুদাত্তার্থং' ৪।১।৪৪) ইতি বচনাৎ বসুশব্দাৎ ঙীপি যণাদেশঃ। 'জসি বাচ্ছন্দসি' (৬।১।১০৬) ইতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। স্বরাজ্যং—অকর্ম্মধারয়ে রাজ্যং (৬।২।১৩০) ইত্যুত্তর-পদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (৬প্র - ৫খ - ২দ - ১সা)॥

* * *

প্রথম (১০০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

বিষম সমস্যা-সঙ্কটের স্তরায় ভেদ করিয়া এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিতে হইল। যে অর্থ প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা কোনই সুষ্ঠু ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অপিচ, সে অর্থ গভীর প্রহেলিকার মধ্যে পাঠকগণকে প্রবেশ করাইয়া দেয়। প্রচলিত সেই অর্থের আভাস ভাষ্যে ও তাহার বঙ্গানুবাদে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। অধিকন্তু মন্ত্রের প্রচলিত একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারাও মন্ত্রার্থ কি গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হইবে। যথা,—

(১) "গৌরবর্ণ গাভীসকল সুস্বাদু এবং এই প্রকারে সর্ব্ব যজ্ঞে ব্যাপ্ত মধুর সোমরস পান করে। যে গাভীগণ শোভার নিমিত্ত ইন্দ্রের সহিত গমন করতঃ হর্ষ প্রাপ্ত হয়। ঐ গাভীসকল ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করে।"

(2) "The juice of some thus diffused, sweet to the taste, the bright cows drink.

Who for the sake of splendour close to mighty Indra's side rejoice, good in their own supremacy."

ইন্দ্রদেব যেখানে গতি-বিধি করিতেন, তাঁহার শোভা বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি গাভী তাঁহার সঙ্গে যাইত; আর, তাহারা যজ্ঞস্থলে সোমরস পান করিয়া মত্ততা লাভ করিত। এই হইল—বেদমন্ত্রের অর্থ!

কিন্তু সামান্য অনুধাবন করিলেই ঐ অর্থের অসঙ্গতি এবং সঙ্গত অর্থের উপলব্ধি হইবে। এ পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত প্রত্যেক পদের মর্ম্ম পরিগ্রহ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। প্রথম—'গৌর্যঃ' পদ। ঐ পদে 'গাভীসমূহ' অর্থ গ্রহণ করা হয়; কেন-না, 'গৌর্যঃ' পদে 'শ্বেতবর্ণ' অর্থ আসে। শ্বেতবর্ণ সুতরাং তাহারা গাভী—এই হইল তাৎপর্য্যার্থ। এ পক্ষে 'গৌরী' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের বহুবচনে ঐ পদের উদ্ভব সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতির বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলি, এখানে এই 'গৌর্যঃ' পদে শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত জনগণকে অর্থাৎ সাধুগণকে বুঝাইতেছে। 'শ্বেতবর্ণাঃ' অর্থ হইতেই ঐ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা অনাবিল শুভ্রবর্ণ, তাহাই 'গৌর্যঃ'। এইরূপেই বুঝিতে পারি, যাঁহাদের মধ্যে সত্ত্বের শুভ্রজ্যোতিঃ অর্থাৎ জ্ঞানকিরণ বিদ্যমান আছে, তাঁহারাই 'গৌর্যঃ'। দ্বিতীয় পদ—'ইত্থা'। এই পদের 'অনেন প্রকারেণ' প্রতিবাক্য হইতেই ভাব প্রাপ্ত হই,—'ভগবানের বা সৎকর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া।' জ্ঞানী সাধুগণ যখন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ভগবানের কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহারা যখন ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়েন, 'ইত্থা' পদে সেই অবস্থার দ্যোতনা করিতেছে। "স্বাদোঃ মধোঃ পিবন্তি" বাক্যাংশে, সেই পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় সাধকগণ কি আনন্দে বিরাজমান থাকেন, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। সে অবস্থাতেই—জ্ঞানী সাধকগণ যখন ভগবানের কর্ম্মে সৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন—তখন, তাঁহারা যে সুস্বাদু মধুর রসের সারভূত অমৃতকে পান করেন, তখনই যে তাঁহাদিগের সহস্রধারে সোমসুধা ক্ষরিত হইয়া তাঁহাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করে, তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা সাধনার স্তরে একটু অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই সে রসাস্বাদের অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি, 'যজ্ঞক্ষেত্রে গাভীগণ গিয়া যে সোমরস পান করে'—এ প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হয় নাই; পরন্তু 'সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিয়া জ্ঞানিগণ যে পরমানন্দ লাভ করেন'—তাহাই এই মন্ত্রাংশে পরিব্যক্ত দেখি।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীর পদাবলী বিশ্লেষণ করিয়া উহার মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিতেছি। ঐ চরণের প্রথম পদ—'যাঃ'। ঐ পদে 'গাভীসকল' অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আমরা বলি, এখানকার লক্ষ্য—ভগবদনুসারিণী বৃত্তিসমূহ। 'বৃষ্ণা' ও 'ইন্দ্রেণ' পদদ্বয়ের ভাব সম্বন্ধে কোনরূপ মতপার্থক্য নাই। অভীষ্টপূরক ভগবান ইন্দ্রদেবই ঐ দুই পদের লক্ষ্যস্থল। ঐ 'সযাবরীঃ' পদের ভাবসম্পর্কেও কোনও মতানৈক্যের কারণ দেখি না। ভগবানের সহিত গমন করে—তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া থাকে—এই ভাবই ঐ পদ ব্যক্ত করে। এইরূপে "যাঃ বৃষ্ণা ইন্দ্রেণ সযাবরীঃ" বাক্যাংশে সম্পূর্ণ অন্য ভাবের অধ্যাস হয়। ঐ বাক্যাংশে 'গাভীসকল যে ইন্দ্রের সহিত গমন করে'—এরূপ ভাব গ্রহণ না করিয়া, আমরা বলি, ঐ বাক্যাংশের ভাব এই যে,—'যে সদ্বৃত্তিসমূহ অভীষ্ট-পূরক সেই ভগবানের সহিত স্বতঃসম্মিলিত থাকে।' এই অর্থই এখানে সঙ্গত হয়। এই 'যাঃ' পদের সম্বন্ধ-রক্ষার পক্ষে ভাষ্যেও 'তাঃ' পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে। ভাষ্যাদির মতে ঐ 'তাঃ' পদও গাভীসকলের দ্যোতক। কিন্তু আমরা বলি, ঐ 'তাঃ' পদে সদ্বৃত্তিসমূহের প্রতিই লক্ষ্য আসে। তদ্দ্বারাই অর্থ সুসিদ্ধ হয়। এ পক্ষে, 'অবস্থিতাঃ' পদ অধ্যাহার করার আবশ্যকই হয় না।

'স্বারাজ্যং' পদে 'আত্মরাজ্য - ভগবানের সামীপ্য' অর্থ বুঝাইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে (১ম - ৮০সূ—১৬ঋ) বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। সেই আমাদের স্বরাজ্য — যেখান হইতে আসিয়াছি, যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, আবার যেখানে গিয়া লীন হইতে পারিলেই কৃতকৃতার্থ হইতে পারিব মনে করিয়াছি, তাহাই আমাদের স্বরাজ্য। তদ্ভিন্ন স্বরাজ্য নামে নূতন পদার্থ কিছুই পরিকল্পনা করা যায় না। সেই স্বরাজ্য লক্ষ্য করিয়াই (অনু) সদ্বৃত্তিসমূহ পরিচালিত হয়; সেই স্বরাজ্যের নিবাসযিতা বলিয়াই তাহারা 'বস্বীঃ'। ঐ 'বস্বীঃ' পদে ভাষ্যাদিতে 'তৃণ্বপানে নিবাসকারিণী' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। গাভীর পরিকল্পনাই এতদর্থের জননী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মানুষের সদ্বৃত্তিসমূহই যে মানুষকে ভগবানের সমীপে লইয়া যায়, তাহারাই যে ভগবৎসামীপ্য-প্রদায়িকা, তাহাতে কি কিছু সংশয় আছে? আমরা বলি, এখানে সেই নিত্যসত্য-তত্ত্বই প্রকাশমান যে, সদ্বৃত্তিসমূহই ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া — ভগবৎ-কর্ম্মের অনুসরণ-পূর্ব্বক মানুষকে অর্থাৎ উপাসককে ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত করে। "যাঃ বৃষ্ণা ইন্দ্রেণ সযাবরীঃ স্বরাজ্যং অনু বস্বীঃ" পদ-কয়েকটীতে ঐ ভাবই প্রাপ্ত হই। এখন অবশিষ্ট দুইটী পদ — "শোভসে মদন্তি।" এই 'শোভসে' পদ উপলক্ষে ইন্দ্রের 'শোভার জন্য' গাভীসকল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে এবং 'মদন্তি' পদ উপলক্ষে সেই গাভীসকল 'মদ্যপানে মত্ত হয়' ইত্যাদি ভাব গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, এখনে 'শোভসে' পদের ভাব — উপাসকের শোভাসম্পাদনের নিমিত্ত অর্থাৎ উপাসককে শোভনীয় স্থান প্রদানের নিমিত্ত। তজ্জন্য বৃত্তিসমূহ কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, 'মদন্তি' পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। ঐ পদের প্রতিবাক্যে আমরা 'হ্লাদন্তে — আত্মানন্দং প্রাপ্নুবন্তি' ইত্যাদি পদ গ্রহণ করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আপনারা ভগবানের অনুসারী হইয়া, মানুষকে ভগবৎসামীপ্য লাভ করিয়া, সদ্বৃত্তিসমূহ আত্মানন্দ লাভ করে; পক্ষান্তরে উপাসকগণকে পরমানন্দ প্রদান করিয়া থাকে। ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। * (৬অ - ৫খ - ২সূ - ১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ২

তা অস্য পৃশনায়ুবঃ সোমꣳ শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩

প্রিয়া ইন্দ্রস্য ধেনবো বজ্রꣳ হিন্বন্তি

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সায়কং বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষষ্ঠ বর্গের পঞ্চম সূক্তের (প্রথম মণ্ডল, চতুরশীতি সূক্তের দশম ঋকের) অন্তর্গত। ছন্দ আর্চ্চিকে চতুর্থ প্রপাঠকে, চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডে প্রথমা দশতির প্রথম সামরূপেও এই মন্ত্র উল্লিখিত দেখি।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (ভগবতঃ) 'পৃশনায়ুবঃ' (স্পর্শনকামাঃ, সম্বন্ধযুতাঃ, ভগবৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ইত্যর্থঃ) 'তাঃ' (পূর্ব্বোক্তাঃ) 'পৃশ্নয়ঃ' (জ্ঞানপ্রদায়িকাঃ জ্ঞানহেতুভূতাঃ সদ্বৃত্তয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'শ্রীণন্তি' (মিশ্রীকুর্ব্বন্তি, মিলিতং কুর্ব্বন্তি, অস্মাকং কর্ম্মণা সহ সম্মিলয়ন্তি); ভগবৎসম্বন্ধযুতা মনোবৃত্তিঃ অস্মান্ সত্ত্বসমন্বিতান্ করোতি—ইতি ভাবঃ; 'ইন্দ্রস্য' (ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য) 'প্রিয়াঃ' (প্রীতিহেতুভূতাঃ) 'ধেনবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'সায়কং' (শত্রূণাং অন্তকারকং) 'বজ্রং' (আয়ুধং) 'হিন্বন্তি' (শত্রুষু প্রেরয়ন্তি); জ্ঞানরশ্মিভিঃ রিপবঃ এব হন্যন্তে ইতি ভাবঃ; তথা 'স্বরাজ্যং' (আত্মনঃ রাজত্বং, ভগবৎসামীপ্যং) 'অনু' (অনুলক্ষ্য, লক্ষ্যং কৃত্বা) 'বস্বীঃ' (উপাসকস্য নিবাসকারিণ্যঃ, ভগবৎসামীপ্যপ্রদায়িকাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ)। মনুষ্যাণাং সদ্বৃত্তিঃ এব তেষাং ভগবৎসামীপ্যপ্রাপিকাঃ ভবতি ইতি ভাবঃ॥ (৬অ-৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের স্পর্শনকাম অর্থাৎ ভগবৎকর্ম্মপরায়ণ পূর্ব্বোক্ত সেই জ্ঞানপ্রদাতা সদ্বৃত্তিসমূহ, শুদ্ধসত্ত্বকে আমাদিগের কর্ম্মের সহিত সম্মিলিত করে; (ভাব এই যে,—ভগবৎসম্বন্ধযুত মনোবৃত্তি আমাদিগকে সত্ত্বভাবসমন্বিত করে); ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রীতিহেতুভূত জ্ঞানরশ্মিসমূহ, শত্রুগণের অন্তকারক আয়ুধকে শত্রুগণের মধ্যে প্রেরণ করে; (ভাব এই যে,—জ্ঞানরশ্মিসমূহের দ্বারাই রিপুশত্রুগণ নিহত হয়); এবং আত্মরাজত্বকে অর্থাৎ ভগবৎসামীপ্যকে লক্ষ্য করিয়া উপাসকের নিবাসয়িতা অর্থাৎ ভগবৎসামীপ্য-প্রদায়ক হয়; (ভাব এই যে, মনুষ্যগণের সদ্বৃত্তিই তাঁহাদিগের ভগবৎসামীপ্যপ্রাপক হয়।)॥ ৬অ—৫খ—১সূ—৬সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'তাঃ' পূর্ব্বোক্তাঃ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'পৃশনায়ুবঃ' স্পর্শনকামাঃ পৃশ্নয়ঃ নানাবর্ণাঃ গাবঃ ইন্দ্রেণ পাতব্যং 'সোমং' পয়সা 'শ্রীণন্তি' মিশ্রীকুর্ব্বন্তি, 'ইন্দ্রস্য' 'প্রিয়াঃ' প্রীতিহেতুভূতাঃ 'তাঃ' 'ধেনবঃ' 'সায়কং' শত্রূণামন্তকারকং 'বজ্রং' আয়ুধং 'হিন্বন্তি' শত্রুষু প্রেরয়ন্তি ইন্দ্রো যথা শত্রুষু বজ্রং প্রেরয়তি তথেন্দ্রস্য মদমুৎপাদয়ন্তীত্যর্থঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥ হিন্বন্তি হিবি প্রীণনার্থঃ (ভ্বা০ প০), ইদিত্বান্নুং। সায়কং—ষো অন্তকর্ম্মণি (দি০ প০), ণ্বুল্যাবে যুগাগমঃ। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১০০৬) সামের মর্ম্মার্থ ।

ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে পূর্ব্বমন্ত্রে গৌরবর্ণ গাভীর সম্বন্ধ পরিকল্পিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের 'তাঃ' পদ তদনুসারে সেই গাভীগণের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তার পর মন্ত্রে একটী 'পৃশ্নয়ঃ' পদ আছে। তাহা হইতে 'নানা বর্ণবিশিষ্ট গাভীগণ' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'পৃশনায়ুবঃ' পদে 'স্পর্শনকামাঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা হয়। 'সোমং' পদে সেই মাদকদ্রব্য অর্থই পরিকল্পিত হইতে দেখি। 'শ্রীণন্তি' পদের 'মিশ্রীকুর্ব্বন্তি' প্রতিবাক্য উপলক্ষে, 'দুগ্ধের সহিত সোমরসকে মিশ্রিত করা হয়'—এবম্বিধ ভাব অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—"ইন্দ্রের স্পর্শাভিলাষী উক্ত নানাবর্ণের গাভীসকল সোমের সহিত তাহাদিগের দুগ্ধ মিশ্রিত করে।" প্রথমে ছিল,—গৌরবর্ণ (শ্বেতবর্ণ) গাভীগণ। 'তাঃ' পদ উপলক্ষে সেই গাভীগণকে বুঝানই কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু এখানে 'তাঃ পৃশ্নয়ঃ' পদদ্বয়ের প্রতিবাক্যে 'নানাবর্ণের গাভী' আসিয়া পড়িল। এইরূপে পূর্ব্ব-মন্ত্রের সহিত পর-মন্ত্রের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত অব্যাহত রহিল না।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশের, "ইন্দ্রস্য প্রিয়াঃ সেনবঃ সায়কং বজ্রং হিন্বন্তি" বাক্যাংশের প্রচলিত অর্থের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'ইন্দ্রের প্রীতিহেতুভূত গাভীসকল শত্রুগণের অন্তকারক অর্থাৎ বিনাশ-সাধক বজ্রকে শত্রুগণের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছিল।' গাভীগণ কি প্রকারে যে শত্রুগণের মধ্যে অস্ত্র প্রেরণ করিবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অনন্তর মন্ত্রের উপসংহার অংশে, "বস্বীঃ অনু স্বরাজ্যং" বাক্যাংশে, 'গাভীগণ যে ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করে'—এবম্প্রকার অর্থেরও কোনও তাৎপর্য্য অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, মন্ত্রার্থে আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহা বুঝাইবার পক্ষে একটু চেষ্টা পাইতেছি। তদনুসারে পূর্ব্বাপর কোনই অসঙ্গতি লক্ষিত হইবে না। পূর্ব্বে 'তাঃ' পদে সদ্বৃত্তিসমূহের প্রতি লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছি। এখানে 'পৃশ্নয়ঃ' পদ তাহার দ্যোতক দেখিতেছি। 'পৃশ্নি' শব্দে, পূর্ব্বে 'পৃশ্নিমাতরঃ' পদের প্রয়োগ উপলক্ষে (১ম—২৩সূ—১০ঋ ও ১ম—৩৮সূ—৪ঋ) 'জ্ঞান' অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি-মূলে ঐ পদে 'জ্ঞানপ্রদায়িকা জ্ঞানহেতুভূত' প্রভৃতি ভাব প্রাপ্ত হই। এইরূপে, "তাঃ পৃশ্নয়ঃ" পদদ্বয়ে 'পূর্ব্বোক্তাঃ নানাবর্ণাঃ গাবঃ' প্রতিবাক্যের পরিবর্ত্তে 'পূর্ব্বোক্তাঃ জ্ঞানপ্রদায়িকাঃ জ্ঞানহেতুভূতাঃ সদ্বৃত্তয়ঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। মানুষের সদ্বৃত্তিসমূহই 'পৃশনায়ুবঃ' অর্থাৎ ভগবানের স্পর্শনাভিলাষী ভগবৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকে; আর, তাহারাই শুদ্ধসত্ত্বকে (সোমং) আমাদিগের কর্ম্মের সহিত মিলিত করিয়া দেয় (শ্রীণন্তি)। গাভীগণ যে দেবতার স্পর্শনাভিলাষী হয় এবং আপনাদিগের দুগ্ধ লইয়া সোমরসের সহিত মিশাইয়া দেয়,—এতদর্থের সঙ্গতি কোনপ্রকারেই মনে আসিতে পারে না। পরন্তু জ্ঞানপ্রদায়িকা আমাদিগের সদ্বৃত্তিসমূহই আমাদিগের কর্ম্মকে এবং আমাদিগের জীবনকে শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলাইয়া দেয়,—ভগবানের সহিত সম্মিলিত করিয়া দেয়। এই ভাবই এখানে প্রকাশমান দেখি।

এইরূপেই দ্বিতীয় চরণের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের সুষ্ঠু ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ পক্ষে 'ধেনবঃ' পদের তাৎপর্য্য প্রথম অনুধাবনীয়। ঐ পদে যে জ্ঞানরশ্মিসমূহকে বুঝায়, পূর্ব্বে বহুত্র (১ম ১০দ-৬২ঋ প্রভৃতিতে) প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। জ্ঞান যে ভগবানের প্রীতিহেতুভূত, তাহা বলাই বাহুল্য। অপিচ, জ্ঞানের সাহায্যেই যে রিপুগণ পর্য্যুদস্ত হয়, তাহাও বলাই বাহুল্য। শত্রুগণের নিঃশেষকারক—কামাদি রিপুর বিনাশক—বজ্র যে জ্ঞানের দ্বারাই বিক্ষিপ্ত হয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। জ্ঞানিগণই রিপুগণের কবল হইতে পরিত্রাণলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ফলতঃ, 'গাভীগণ যে শত্রুর প্রতি বজ্র প্রেরণ করে'—এ অর্থের পরিবর্তে 'জ্ঞানের দ্বারাই যে রিপুগণের প্রভাব খর্ব্ব হয়'—এই ভাবই এখানে প্রাপ্ত হই। 'স্বরাজ্যং অনু বস্বীঃ' পদত্রয়ের মর্ম্ম পূর্ব্ব মন্ত্রেই প্রকাশ করিয়াছি। সদ্বৃত্তির সাহায্যেই মনুষ্যগণ ভগবৎসামীপ্য লাভ করেন। সদ্বৃত্তিই মানুষকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখে। • (৬অ ৫খ-২সূ ২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

তা অস্য নমসা সহঃ সপর্য্যন্তি প্রচেতসঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩

ব্রতান্যস্য সশ্চিরে পুরূণি পূর্ব্বচিত্তয়ে

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

বস্বীরনু স্বরাজ্যং ॥ ৩ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'প্রচেতসঃ' (প্রকৃষ্টজ্ঞানাঃ, শ্রেষ্ঠজ্ঞানসম্পন্নাঃ) 'তাঃ' (সদ্বৃত্তয়ঃ) 'নমসা' (নমস্কারেণ, ভক্ত্যা সহ ইত্যর্থঃ) 'অস্য' (ভগবতঃ) 'সহঃ' (বলং, ঐশ্বর্য্যং ইত্যর্থঃ) 'সপর্য্যন্তি' (পরিচরন্তি); জ্ঞানিনঃ সাধবঃ ভগবতঃ মহিমানং অনুসরন্তি—তদ্ভাবেন ভাবান্বিতাঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ; তথা 'অস্য' (ভগবতঃ সম্বন্ধিনঃ) 'পুরূণি' (বহূনি) 'ব্রতানি' (কর্ম্মাণি) 'পূর্ব্বচিত্তয়ে' (অপরেষাং জ্ঞাপনায়) 'সশ্চিরে' (প্রকাশয়ন্তি); সদ্বৃত্তিসম্পন্নাঃ সাধবঃ লোকানাং চিত্তসাধনায় ভগবতঃ সম্বন্ধিনঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বান্ জ্ঞাপয়ন্তি—ইতি ভাবঃ;

---

* এই সাম-মন্ত্রটী প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সপ্তম বর্গের প্রথম সূক্তের (প্রথম মণ্ডল, চতুরশীতিতম সূক্তের একাদশ ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

অপিচ, 'স্বরাজ্যং' (স্বমনঃ রাজ্যবৎ, ভগবৎসামীপ্যং) 'অনু' (অনুলক্ষ্য, লক্ষ্যং কৃত্বা) 'বব্রীঃ' (নিবৃতিকারিণ্যঃ, উপাসকস্য ভগবৎসামীপ্যপ্রদায়িকাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ)। সাধূনাং উপদেশেন লোকাঃ ভগবত্তত্ত্বং বিজানন্তি—ইতি ভাবঃ। (৬অ—৫খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রকৃষ্টজ্ঞান (শ্রেষ্ঠজ্ঞানসম্পন্ন) সেই সদ্বৃত্তিসমূহ নমস্কারের দ্বারা অর্থাৎ ভক্তির সহিত সেই ভগবানের ঐশ্বর্য্যকে পরিচরণ করেন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানী সাধকগণ ভগবানের মহিমার অনুসরণ করিয়া থাকেন—তদ্ভাবে ভাবান্বিত হয়েন); এবং ভগবানের সম্বন্ধীয় বহু কর্ম্মকে অপরের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—সদ্বৃত্তিসম্পন্ন সাধুগণ লোকসমূহের হিতসাধনের নিমিত্ত ভগবানের সম্বন্ধীয় কর্ম্মসমূহ সকলকে জ্ঞাপন করেন); অপিচ, আত্মরাজ্যকে অর্থাৎ ভগবৎ-সামীপ্যকে লক্ষ্য করিয়া, উপাসকের ভগবৎসামীপ্য-প্রদায়ক হয়েন; (ভাব এই যে,—সাধুগণের উপদেশের দ্বারা লোকসমূহ ভগবৎ-তত্ত্ব জানিতে পারেন।) ॥ (৬অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'প্রচেতসঃ' প্রকৃষ্টজ্ঞানাঃ 'তাঃ' গাবঃ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'সহঃ' বলং 'নমসা' স্বকীয়েন পয়োরূপেণান্নেন 'সপর্য্যন্তি' পরিচরন্তি 'পুরূণি' বহূনি 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'ব্রতানি' শত্রুবধাদিরূপাণি বীর্য্যকর্ম্মাণি 'সশ্চিরে' সেবিরে জ্ঞাতব্যতয়া ইত্যর্থঃ। কিমর্থং? 'পূর্ব্বচিত্তয়ে' যুযুৎসূনাং শত্রূণাং পূর্ব্বমেব প্রজ্ঞাপনায় অনেন যুধ্যমানা বৃত্রাদয়ঃ সর্ব্বে মরণং প্রাপ্তাঃ কিমর্থং ভবন্তিঃ প্রাণাস্তাবস্তু ইতি তেষাং বোধনায়েত্যর্থঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। পূর্ব্বচিত্তয়ে—চিতী সংজ্ঞানে (ভ্বা০ প০), ভাবে ক্তিন্, সরূপ্যাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। (৬অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

ইতি ষষ্ঠস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১০০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

এই মন্ত্রের প্রথমে একটী 'তাঃ' পদ আছে। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারিগণ সকলেই 'গাভীগণ' সম্বন্ধে ঐ পদের প্রযুক্তি-বিষয় খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই গাভীগণের বিশেষণ আছে—'প্রচেতসঃ'; অর্থাৎ, তাহারা প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন। এই বিশেষণ হইতেই বুঝা যায়, ঐ 'তাঃ' পদ গাভীগণ-সম্পর্কে প্রযুক্ত নহে। আমরা ঐ 'তাঃ' পদে সদ্বৃত্তি

সমূহ অর্থ গ্রহণ করি। সদ্বৃত্তিসমূহ-সম্পর্কেই ঐ পদের প্রয়োগ পূর্ব্বাপর সিদ্ধান্তিত হইয়া আসিয়াছে। প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের যে সদ্বৃত্তিসমূহ, 'প্রচেতসঃ তাঃ' পদদ্বয়ে সেই ভাবই প্রকাশ পায়। তার পর, 'নমসা' পদ। ঐ পদের প্রতিবাক্যে গাভী-পক্ষে 'আপনাদিগের দুগ্ধ-রূপ অন্নের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, 'নমসা' পদ 'নমস্কার' অর্থই প্রকাশ করে। উহার ভাব এই যে,—'নমস্কারের দ্বারা অর্থাৎ ভক্তির সহিত।' এখানকার 'সহঃ' পদে 'বল' বা 'ঐশ্বর্য্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অস্য সহঃ' পদদ্বয়ে এখানে ভগবানের ঐশ্বর্য্যকে বুঝাইতেছে। 'সপর্য্যন্তি' পদে 'পরিচরণ করে' অর্থ আসে। পরিচরণের ভাব—অনুসরণ। যাহারা ভগবন্মহিমার অনুসরণ করে, 'সপর্য্যন্তি' ক্রিয়াপদে তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য দেখিতে পাই। সে কাহারা? 'প্রচেতসঃ তাঃ'—অর্থাৎ প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন সদ্বৃত্তিসমূহ। যাঁহারা প্রকৃষ্টজ্ঞান সহ সদ্বৃত্তিসমূহের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ভক্তিসহকারে একান্তে ভগবন্মহিমার অনুসরণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, 'প্রকৃষ্টজ্ঞান-যুক্ত গাভীসকল যে দুগ্ধের দ্বারা ইন্দ্রের পূজা করে'—এইরূপ প্রচলিত অর্থের পরিবর্ত্তে, 'জ্ঞানী সাধকগণের সদ্বৃত্তিসমূহ যে ভগবানের ঐশ্বর্য্যের অনুসারী হয়, তাঁহারই গুণানুসরণে তদভিমুখী কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকে'—মন্ত্রের প্রথম চরণে এবম্বিধ ভাবই আমরা প্রাপ্ত হই।

অতঃপর, দ্বিতীয় চরণের দুইটী অংশে কি অর্থ প্রচলিত আছে এবং আমরাই বা কি অর্থ গ্রহণ করিতেছি, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। এ পক্ষে, 'পূর্ব্বচিত্তয়ে' এবং 'সশ্চিরে' পদদ্বয়ের মর্ম্ম বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। ঐ দুই পদের অর্থ গ্রহণ করা হয়— 'যুদ্ধার্থ প্রস্তুত শত্রুগণকে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য তাহাদিগের পরিচালকগণ যে নিহত হইয়াছে, তাহাই ঘোষণা করা হইয়া থাকে।' ফলতঃ, গাভীগণ যেন যুদ্ধাভিলাষী শত্রুদিগকে পূর্ব্ব হইতে ভয় দেখাইয়া বলিতেছে,—'তোমাদিগের নেতৃগণ নিহত হইয়াছে; তোমরা কেন আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত আছ—বৃথা কেন প্রাণদান করিবে?' গাভীগণ এই সকল কথা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ঘোষণা করে, এবম্বিধ উপাখ্যানের কোনই যৌক্তিকতা দেখিতে পাই না। পরন্তু, আমরা বলি, 'পূর্ব্বচিত্তয়ে' পদে 'অপরের জ্ঞাপনের নিমিত্ত' ভাব আসে। ঐ পদের প্রতিবাক্যে আমরা তাই 'অপরেষাং জ্ঞাপনায়' পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'সশ্চিরে' ক্রিয়া-পদ অতীত-কালবাচক হইলেও আমরা ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'প্রকাশয়ন্তি' পদ গ্রহণ-পূর্ব্বক ঐ পদে নিত্য-বর্ত্তমানের সম্বন্ধ খ্যাপন করি। এইরূপে, 'গাভীগণ শত্রুদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল'—এই প্রকার অর্থের পরিবর্ত্তে, 'সদ্বৃত্তিসম্পন্ন সাধুগণ যে লোকসমূহের হিতসাধনের নিমিত্ত ভগবানের সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল লোকগণকে জ্ঞাপন করেন'—এই ভাবই আমরা এই মন্ত্রাংশে গ্রহণ করি। দ্বিতীয় চরণের শেষাংশ পূর্ব্ববৎ ভগবৎ-সামীপ্য-প্রাপণের উপায় খ্যাপন করিতেছে। সদ্বৃত্তিসমূহই ভগবৎসমীপে মানুষকে পৌঁছাইয়া দেয়। সাধুগণই তৎকর্ম্মে প্রধান অবলম্বন। এই মন্ত্র এই ভাবের দ্যোতক বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। * (৬অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান ॥

৪র৩র ৪৩র৪৫র ৩২ ৩র৪র৪ ১ র ২ ১৭
স্বাদোরিত্থাবিষূ। বতা৩৪ঔহোবা। মাধ্বোঃ পিব। তিগৌরিয়া২৩৪ঃ।

৫ ৫ ১র র২১র২র১ ২ ১ n ৩
ও৬হা। যা ইন্দ্রেণসযাবরীর্ব্বৃ। ষ্ণোমা২৩দা। তিশো২। ভা২৩৪

৫ ৩র৪ ৩৪৫র ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২র ১৭
থা॥ (১) তাঅস্যপৃশনা। যুবা৩৪ঔহোবা। সোম৲শ্রীণ। তিপার্শ্বয়া

৫ ৫ ২১র ২র১২র১ ২ ১ n
২৩৪ঃ। ও৬হা। প্রিয়াইন্দ্রস্যধেনবোব। জ্রা৲হা২৩ষিস্বা। তিসা২।

৩ ৫ ৩র৪ ৩৪৫র ৩২ ৩র৫র৫ ১ ১
সা২৩৪ কাস্। (২) তাঅস্যনমসা। সহা৩৪ঔহোবা। সাপর্য্যন্তি।

১ ৭ ৫ ৫ ২১র২ র ১ ২
প্রচায়িতসা২৩৭ঃ। ও৬হা। ব্রতান্যস্য সশ্চিরেপূ। রূণা২৩য়িপূ।

৩ ৫ ১র ২ ২ ১ ৩
বর্চ্চা২য়ি। ভঃ২৩৪য়ায়ি। বস্বীরস্যস্বা৩রা। জ্যায়ি। জা২সা২৩

৫র র ৩ ৫
৪ ঔহোবা। বা২৩৪স্(৩)॥১২।৩॥ *

—*—

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১র ২র৩ ১ ২র ৩২
অসাব্য৲শুর্ম্মদায়াপ্সু দক্ষো গিরিষ্ঠাঃ।

৩২উ ৩ ১ ২
শ্যেনো ন যোনিমাসদৎ ॥ ১ ॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গিরিষ্ঠাঃ' (পর্ব্বতবৎকঠোরহৃদয়েষু অথবা পর্ব্বতবদবিচলিতেষু হৃদয়েষু সঞ্জাতঃ,—কঠোরসাধনায়াঃ সঞ্জাতঃ ইত্যর্থঃ) অংশু (জ্ঞানকিরণাঃ) 'অসাবি' (বিশুদ্ধাঃ সত্ত্বঃ)

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, "শ্রৈতম্।"

'মদায়' (অস্মাকং নিত্যানন্দদানায় ইত্যর্থঃ) 'অপ্সু' (স্নেহসত্ত্বাদিষু) 'দক্ষাঃ (প্রবুদ্ধাঃ, সম্যক্ প্রদীপ্তাঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। কিঞ্চ 'শ্যেনো ন' (শ্যেনবৎ তীক্ষ্ণদৃষ্টীঃ সন্তঃ, যদ্বা - ক্ষিপ্রসঞ্চরণশীলাঃ সন্তঃ) তে জ্ঞানকিরণাঃ 'যোনিং' (উৎপত্তিমূলং আধারক্ষেত্রং — অস্মাকং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসদৎ' (আসীদতু, সম্যক্ ব্যাপ্নোতু ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। দিব্যজ্যোতিঃসহযুক্তেন সত্ত্বভাবপূর্ণেন হৃদয়েন ভগবন্তং অধিগন্তব্যং ইতি ভাবঃ॥ (৬অ - ৬খ—১সূ - ১সা)॥

অথবা।

'মদায়' (পরমানন্দদানায়—অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'গিরিষ্ঠাঃ' (শ্রেষ্ঠতমঃ, যদ্বা - ভক্তানাং অভীষ্টপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) 'অংশুঃ' (জ্ঞানকিরণঃ) 'অসাবি' (অভিযুতঃ, বিশুদ্ধঃ সন ইতি যাবৎ) অপিচ 'অপ্সু' (শুদ্ধসত্ত্বেষু সম্মিলিতঃ সন ইতি যাবৎ) 'দক্ষঃ' (প্রবুদ্ধঃ, অনন্তশক্তি-বিধায়কঃ) ভবতু ইতি শেষঃ; অপিচ, 'শ্যেনো ন' (শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রসঞ্চরণশীলঃ সন্) 'যোনিং' (উৎপত্তিমূলং—অস্মাকং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসদৎ' (প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অস্মাকং হৃদয়ং সত্ত্বভাবসহযুতেন দিব্যজ্ঞানেন পূর্ণং ভবতু—ইতি ভাবঃ॥ (৬অ - ৬খ - ১সূ - ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পর্ব্বতবৎ কঠোর অথবা পর্ব্বতবৎ অবিচলিত হৃদয়ে সঞ্জাত অর্থাৎ কঠোর সাধনার দ্বারা উৎপাদিত জ্ঞানকিরণ-সমূহ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া, আমাদিগকে নিত্যানন্দ-দানের জন্য স্নেহসত্ত্বভাবসমূহে প্রবুদ্ধ অর্থাৎ প্রদীপ্ত হয়। শ্যেনপক্ষীবৎ তীক্ষ্ণদৃষ্টি অথবা ক্ষিপ্রসঞ্চরণশীল সেই জ্ঞান-কিরণ-সমূহ উৎপত্তিমূল (আধারক্ষেত্র) আমাদিগের হৃদয়কে সম্যক্-প্রকারে ব্যাপ্ত করুক বা প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে—দিব্য জ্যোতিঃসহযুক্ত সত্ত্বপূর্ণ হৃদয়ের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়)। (৬অ—৬খ—১সূ—১সা)।

অথবা।

আমাদিগকে পরমানন্দ-দানের নিমিত্ত, শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ ভক্তগণের অভীষ্টপ্রাপক জ্ঞানকিরণ পবিত্র এবং শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া অনন্তশক্তিবিধায়ক হউক এবং শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রসঞ্চরণশীল হইয়া আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাবার্থ—আমাদিগের হৃদয় সত্ত্বভাবসমন্বিত দিব্যজ্ঞানে পরিপূর্ণ হউক)। (৬অ—৬খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গিরিষ্ঠাঃ' পর্ব্বত-জাতঃ 'অংশুঃ' সোমঃ 'মদায়' মদার্থং 'অসাবি' অভিষুতঃ 'অপ্সু' বসতীবরীষু 'দক্ষঃ' প্রবৃদ্ধশ্চ ভবতি। কিঞ্চ 'শ্যেনো ন' যথা শ্যেনঃ পক্ষী বেগেনাগত্য স্থানং সাদীদতি তদ্বদয়ং সোমঃ 'যোনিং' স্বকীয়ং স্থানং 'আসদং' আসীদতি॥ ১॥

প্রথম (১০০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের প্রথম ভাগে নিত্যসত্য এবং দ্বিতীয় ভাগে প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা মন্ত্রটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। আমরা যে ভাবে আমাদের বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছি, আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা দৃষ্ট হইবে।

মন্ত্রের 'গিরিষ্ঠাঃ' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'পর্ব্বতজাতঃ'। আমরা সেই ভাব হইতে অর্থ করিয়াছি,—'পর্ব্বতবৎকঠোরহৃদয়েষু সঞ্জাতাঃ-কঠোরসাধনায়াঃ সঞ্জাতাঃ বা।' পর্ব্বতবৎকঠোর হৃদয় কাহাকে বলে? যে হৃদয় আজীবন পাপকলুষিত যে হৃদয় নিবিড় অন্ধতমসায় সমাচ্ছন্ন, তাহাকেই পর্ব্বতসদৃশ কঠিন বলিয়া মনে করি। অন্ধকারেই আলোক-রশ্মির কিরণচ্ছটা অধিকতর সমুজ্জ্বল হয়। চির অজ্ঞানান্ধকারময় হৃদয় যদি আলোকরশ্মি-বিচ্ছুরণে পূর্ণোদ্ভাসিত হয়, তাহার চাকচিক্য, তাহার জ্যোতিঃছটা বস্তুতঃ নয়নমনমুগ্ধকর। অন্ধকার হৃদয়ে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরণেই আলোকের অলৌকিকতা সিদ্ধ হয়। সংসার-সন্তাপে জর্জ্জরিত হৃদয় অতি অসাধু জনও একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভগবানের শরণাপন্ন হয়, পরম দয়াল ভগবান তাহার করুণ প্রার্থনায় কৃপা করিয়া তাহার হৃদয়ে শুভ্রজ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত করিলে, তাহার যে দীপ্তি প্রকাশ পায়, 'গিরিষ্ঠা' পদে তাহারই লক্ষ্য আছে। আবার জ্ঞানজ্যোতিঃ পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চস্থানেই প্রকাশ পায় অর্থও আসিতে পারে। বিশুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়কেই আমরা সেই উচ্চস্থান বলিয়া মনে করি। আবার পর্ব্বত যেমন স্থির অবিচলিত, সেইরূপ স্থির অবিচলিত হৃদয়ই জ্ঞানের আধার। কামক্রোধ হিংসাদি পাপকলুষ-পরিশূন্য যে নির্ম্মল হৃদয় ভগবানের প্রতি নিয়োজিত, তাহাকেই স্থির অবিচলিত বলিতে পারা যায়। 'অপ্সু' অর্থাৎ স্নেহ-সত্ত্বভাবের সহিত সেই জ্ঞানজ্যোতির সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রকটিত হয়। জ্ঞানের সম্মিলনে স্নেহ-সত্ত্বভাব তখন আপনিই প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। এই ভাবই মন্ত্রাংশে প্রকটিত বুঝিয়া মনে করি।

'অংশু' 'দক্ষঃ' অর্থাৎ প্রবৃদ্ধ হয় বলিতে কি বুঝিতে পারি? জ্ঞানের সাহচর্য্যে সত্ত্বভাব

অন্তরে বর্দ্ধিত হয়, ইহাই ঐ পদদ্বয়ে বুঝা যায়। জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি বলিতে সদ্ভাবসম্পন্ন জ্ঞানিজনের অন্তরে, জ্ঞানের ও সদ্ভাবের বিদ্যমানতার ভাবই উপলব্ধ হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সদ্ভাব সাধকগণের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; তাহাতে দেবত্বের বিকাশ পায়—ভগবান অধিষ্ঠিত হন—এই ভাবই পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের ভাব এই যে,—অকৃতী আমরা।

প্রস্তরবৎ কঠোর আমাদের হৃদয়। সে হৃদয়ে ভগবদধিষ্ঠান সম্ভবপর নহে। তবে তিনি যদি দয়া করিয়া আগমন করেন, তবেই অভীষ্ট পূরণ হয়। তাই প্রার্থনা,—তাঁহার করুণায় পাষাণেও যখন বারি-নির্ঝর প্রবাহিত হয়, তখন আমাদের পাষাণ হৃদয়েই বা স্নেহ সত্ত্বভাব-প্রবাহ প্রবাহিত হইবে না কেন? জ্ঞানজ্যোতিতে আমাদিগের অন্তরের অন্ধকাররাশিই বা দূর হইবে না কেন? সকলই তাঁহারই করুণা-সাপেক্ষ। তাই ডাকি,—'হে ভগবন্! আমার কঠিন হৃদয়ে আসন বিস্তার করিয়া, তাহাতে স্নেহ-সত্ত্বভাবের সঞ্চার করুন। আপনার কৃপায় অন্ধকাররাশি বিদূরিত হইয়া দিব্যজ্যোতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত হউক।'

দ্বিতীয় অন্বয়ের ভাব—জ্ঞান দিব্যজন্মা অর্থাৎ জ্ঞানময় ভগবান্ হইতেই জ্ঞান-ধারা প্রবাহিত হয়। মানুষের মধ্যেও তাঁহারই বিকাশ; তাই মানুষের হৃদয়েও জ্ঞানের প্রকাশ হয়। মানুষ যখন আবিলতার পঙ্ক হইতে উদ্ধার-প্রাপ্ত হয়, তখন সে স্ব-স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। মূলতঃ কোনও প্রভেদ না থাকিলেও, মানুষ ও ভগবানের মধ্যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য, পার্থক্য করিয়াই বলা হইয়াছে-দিব্যজন্মা জ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক। বস্তুতঃ মানুষের হৃদয়েই জ্ঞানের জন্ম হয়। কিন্তু সেই হৃদয় একটু উন্নত ও পবিত্র হওয়া চাই। এই মন্ত্রের মধ্যে পরোক্ষভাবে উন্নত হৃদয়ের জন্যও প্রার্থনা আছে।

জ্ঞান যখন সত্ত্বভাবের সহিত মিলিত হয়, তখনই তাহা বিশুদ্ধ ও মোক্ষদায়ক হয়। এই জ্ঞানের বীজ আমাদিগের হৃদয়ে নিহিত আছে সত্য; কিন্তু ভগবানের করুণা ভিন্ন সে বীজ অঙ্কুরিত মুকুলিত ও ফলপুষ্পসমন্বিত হয় না। তাই, একভাবে ভগবান্ হইতেই জ্ঞান-ধারা আসিয়া আমাদিগের হৃদয়কে অভিষিক্ত করে। ভাষ্যকার 'অংশুঃ' পদে সোম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সহিত এক মত হইতে পারিব নাই। 'অংশু' পদে জ্ঞান-কিরণ প্রভৃতি অর্থেরও সঙ্গতি দেখা যায়। (৬অ—১খ—১সূ—১সা)।

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২র ২র ৩১২ ৩২ ৩ ১র ২র ৩২

শুভ্রমন্ধো দেববাতমপ্সু ধৌতন্নৃভিঃ সুতম্।

১২ ২৩ ১২

স্বদন্তি গাবঃ পয়োভিঃ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী উত্তরার্চ্চিকেও (পঞ্চম অধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সূক্ত, সপ্তম সাম) দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে চতুর্বিংশ বর্গের চতুর্থ সূক্তে এই মন্ত্রটী পরিদৃষ্ট হইবে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নৃভিঃ' (শ্রেষ্ঠৈঃ নরৈঃ—সাধকৈঃ ইত্যর্থঃ) যদা 'শুভ্রং' (শোভনং) 'অন্ধঃ' (জীবনভূতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'দেববাতং' (দেবানাং গ্রহণায়) 'সুতং' (অভিষুতঃ, পরিস্রুতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ) তদা তানি অন্নানি 'অপ্সু' (স্নেহসত্ত্বাদিষু) 'ধৌতং' (পরিশ্রুতং সন্) 'গাবঃ পয়োভিঃ' (জ্ঞানস্য রশ্মিভিঃ সহেতি ভাবঃ) 'স্বদন্তি' (সাধকানাং হৃদি উপতিষ্ঠন্তি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। জ্ঞানেন শুদ্ধসত্ত্বেন চ ভগবদনুগ্রহং লব্ধব্যং ইতি ভাবঃ॥ (৬অ-৬খ-১সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকদিগের দ্বারা যখন শোভন অমৃতরূপ শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণের গ্রহণের জন্য অভিষুত হয়; তখন সেই শুদ্ধসত্ত্ব স্নেহসত্ত্বাদির দ্বারা পরিশ্রুত হইয়া জ্ঞানরশ্মিসমূহের সহিত (সাধকদিগের হৃদয়ে) অধিষ্ঠিত (উপস্থিত) হইয়া থাকে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক ভাবার্থ—জ্ঞানের এবং শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।)॥ (৬অ—৬খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যং 'দেববাতং' দেবৈঃ প্রার্থিতং 'শুভ্রং' শোভনং 'অন্ধঃ' অন্নস্বরূপং 'নৃভিঃ' নেতৃভিঃ 'সুতং' অভিষুতং 'অপ্সু' বসতীবরীষু 'ধৌতং' শোধিতং সোমং 'গাবঃ' পশবঃ 'পয়োভিঃ' আশিরৈঃ 'স্বদন্তি' স্বাদয়ন্তি। 'ধৌতং সুতং'—'ধুতঃ সুতঃ'-ইতি পাঠৌ। ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১০০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে এক নিত্য-সত্য প্রকটিত হইয়াছে। হৃদয়ে সদ্ভাবের বিকাশ না হইলে, সে হৃদয়ে জ্ঞানের দিব্য-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত না হইলে, ভগবৎ-সান্নিধ্য-প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। তাই জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে সদ্ভাবের সমাবেশে ভগবৎপ্রাপ্তির উদ্বোধনা মন্ত্র-মধ্যে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করি।

ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় মন্ত্রের যে ভাব প্রকটিত নিম্নোদ্ধৃত ভাষ্যানুমোদিত ব্যাখ্যা হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে; যথা,—'যে নির্ম্মল খাদ্য-দ্রব্যকে দেবতারা প্রার্থনা করেন, তিনি সোম, পথ-প্রদর্শনকারী ঋত্বিকেরা তাহাকে নিষ্পীড়নপূর্ব্বক জলে শোধন করেন, (যজ্ঞশেষ) গোধন তাহার আস্বাদন গ্রহণ করেন।"

এ অর্থ হইতে কি ভাব উপলব্ধ হয়, সুধীগণের তাহা অনুধাবনীয়। আমরা মন্ত্রের এ ভাব আদৌ অনুমোদন করি না। আমাদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়

এবং বঙ্গানুবাদে প্রকটিত হইয়াছে। মন্ত্রটীতে ভগদনুগ্রহ-লাভের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই মনে করি। ০ (৬অ-৬খ-১সূ-২সা)॥

তৃতীয়ং সাম।

২ ২৩১র ২র ৩১২ ৩১২

আদীমশ্বন্ন হেতারমশূশুভন্নমৃতায়।

২ ৩ ১২ ৩১২

মধো রসꣳ সধমাদে॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আৎ' (অনন্তরং, হৃদি সৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্তিং সংজনয়িত্বা ইতি ভাবঃ) 'হেতারং' (সৎকর্ম্মণি নিয়োজিতারঃ ইত্যর্থঃ) 'ঈং' (এতৎ) 'মধোঃ রসং' (পরমানন্দদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রবাহঃ ইতি ভাবঃ) 'অমৃতায়' (অনুষ্ঠাতৃণাং অমরণায়, সৎকর্ম্মসাধনশীলায় জীবনসাধনায় ইতি যাবৎ) 'অশ্বং ন' (অশ্বমিব, যথা সমরবিজয়লিপ্সু যোদ্ধপুরুষঃ যথা সংগ্রামে অশ্বং শোভয়তি সজ্জিতং করোতি তদ্বৎ) 'সধমাদে' (সংসারসংগ্রামে, রিপুসংগ্রামে বা; যদ্বা—সৎকর্ম্মণি ইত্যর্থঃ) 'অশূশুভৎ' (শোভয়তু সত্ত্বাবাদিভিঃ শোভিতং করোতু—সাধকং ইতি যাবৎ, যদ্বা—কর্ম্মশক্তিদানেন তান্ সৎকর্ম্মসাধনোপযোগিনং করোতু ইতি ভাবঃ)। (৬অ—৬খ-১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর (হৃদয়ে সৎকর্ম্মসাধন-প্রবৃত্তি জন্মাইয়া) সৎকর্ম্মে নিয়োজক পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বপ্রবাহ অনুষ্ঠাতৃগণের সৎকর্ম্মসাধনশীল জীবন সাধনের উদ্দেশ্যে, অশ্বের ন্যায় অর্থাৎ সমরবিজয়লিপ্সু যোদ্ধপুরুষ যেমন সংগ্রামে অশ্বকে সুসজ্জিত করে সেইরূপ, সংসার-সংগ্রামে (রিপুসংগ্রামে) অথবা সৎকর্ম্মেই সত্ত্বাবাদির দ্বারা সাধককে (অনুষ্ঠাতাকে) সুশোভিত করুন (অর্থাৎ কর্ম্মশক্তি-দানে তাহাকে সৎকর্ম্মসাধনোপযোগী করুন। (৬অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্ব্বিংশতি বর্গের চতুর্থ সূক্তের (নবম মণ্ডল, দ্বিষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চম ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'আৎ' অনন্তরং 'হেতারং' প্রেরকং 'ঈং' এনং 'মধোঃ' মধুরস্য সোমস্য 'রসং' 'সধমাদে' যজ্ঞে 'অমৃতায়' অমরণায় 'অশূশুভং' ঋত্বিজঃ শোভয়ন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'অশ্বং ন' যথা প্রেরকা অশ্বং সংগ্রামে শোভয়ন্তি তদ্বৎ ॥ 'হেতারং'—'কেতারঃ' ইতি পাঠৌ, 'মধোঃ'—'মধ্বঃ'—ইতি চ। (৬অ—৮খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০১০) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমতঃ এই মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—"অনন্তর অনুষ্ঠানকর্ত্তা ঋত্বিকেরা যজ্ঞস্থলে এই সোমের আনন্দকর রসকে অমরত্ব-লাভের জন্য সুশোভিত করেন। যেমন লোকে ঘোটককে সুশোভিত করিয়া থাকে।" ভাষ্যের ভাবও এইরূপ।

সোমের রসকে সুশোভিত করিয়া ঋত্বিকগণ কি পারমার্থিক উপকার লাভ করেন, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। মন্ত্রের উপমাও ব্যাখ্যায় পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। তাই আমাদের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। সংসার সংগ্রামে—রিপু-সংগ্রামে মানুষ অহরহ জর্জ্জরিত হইতেছে। সেই রিপুসংগ্রামে বা সংসার-সংগ্রামে জয়লাভের একমাত্র উপায়—সদ্ভাবের সঞ্চার। রিপু-সংগ্রামে জয়লাভেই অমরত্ব-লাভের পথ সুগম হইয়া আসে। মন্ত্রের 'অশ্বং ন' উপমার সার্থকতাও তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়। সমরে বিজয় লাভ করিতে যেমন সুশিক্ষিত সুসজ্জিত অশ্বের উপযোগিতা অবিসংবাদিত ; সেইরূপ সংসার-সমরে বা রিপু-সংগ্রামে বিজয়-লাভের অভিলাষী হইলে, আপনাকেও তাহার উপযোগী করিয়া সুসজ্জিত করিবার প্রয়োজন হয়। সৎকর্ম্ম-সাধন—শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার সেই বিজয়-লাভের সু-শস্ত্র বা সাজসজ্জা বলিয়া আমরা উপলব্ধি করি। সদ্ভাব-প্রভাবেই সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে ; কর্ম্ম সামর্থ্য তাহাতেই সঞ্জাত হয়। সেই কর্ম্ম সামর্থ্যে—সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে পরমানন্দ অধিগত হয়। মন্ত্রে তাই সত্ত্বভাবকে বলা হইয়াছে,—'সাধককে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তোমরা তাহার পরিরক্ষক হও, অর্থাৎ রিপু-সংগ্রামে বা সংসার-সমরে তোমরা তাহার বর্ম্মরূপে নিয়োজিত হও। তবেই সে সংগ্রামে তাহার বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। ভাব এই যে,—'মন যদি সংসার-সংগ্রামে—রিপু-সংগ্রামে বিজয় লাভ করিতে চাও, শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবকে বর্ম্মরূপে গ্রহণ কর। তোমার সকল কর্ম্মে—সকল অনুষ্ঠানে যাহাতে সদ্ভাবের সমাবেশ হয়, তৎপক্ষে স্বতঃপরতঃ চেষ্টান্বিত হও। তবেই সুফল-লাভে সমর্থ হইবে।' সদ্ভাব সঞ্জাত হইলেই মানুষের কর্ম্মশক্তি স্ফূর্ত্তি লাভ করে ; তখনই মানুষ সৎকর্ম্ম-সাধনের উপযোগী হয়। ফলতঃ, সদ্ভাব-সঞ্চয়ের—জ্ঞানোন্মেষের উদ্বোধনা মন্ত্র মধ্যে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করি।

বিবরণকারের মতে এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'হেতারং' পদের অর্থ হয় 'শীঘ্রগামিনং'। ভাষ্যকারের অর্থ—'প্রেরকং'। প্রেরক বলিতে আমরা সৎকর্ম্মে প্রেরণা দান করেন,

যিনি, তাঁহাকেই মনে করি এ হিসাবে ঐ পদে শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবেই যে সৎকর্ম্ম প্রেরণা পায়, তাহাই বুঝা যায়। বিবরণকারের অর্থের অনুসরণে এই এক ভাব হইতে পারে যে, শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে শীঘ্র শীঘ্র ভগবানের প্রতি প্রধাবিত করে। এতদ্ভিন্ন, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানুষের মনে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়—এ ভাবও 'শীঘ্রগামিনং' অর্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকল অর্থেই সুষ্ঠু সঙ্গত ভাব উপলব্ধি করি। আলোচনা-প্রসঙ্গে এবং মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা ব্যক্ত করিয়াছি। * (৬অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

—*—

প্রথম সূক্তের গেয়-গান ॥

১ ২ ১ ২ ৫ ২১ র২৩২
১। অসাহাউ। বায়া৺ শুর্ম্মা ৩১ উবা ২৩। দা ২৩৪য়া। অপ্সু দক্ষো গিরিষ্ঠা ১ঃ।

র ২ ১র২ ৫
শ্যেনোহাউ। নাযোনিমা ৩ ১ উবা ২৩। সা ২৩৪ দাং। (১)

২১ ২র র১র২ ১২র১ ২ ৩২ ২ ১ ২২
শুভ্রমমক্ষোদেববাতমপ্সুধোতমৃ ভীঃসুতা ১ স্। স্বদাহাউ। তামিগাবঃপা

৫ ১র২র১২১র২র ১র২ ১২র৩
৩১ উবা ২৩। যো ২৩৪ ভীঃ। (২) আদীমশ্বন্নহেতারমশূশুভন্নমৃতায়া

১১১১ ১ ২ ১ ২
২৩৪৫। মধোহাউ। রাস৺ সদাধা ৩১ উবা ২৩।

৫
মা ২৩৪ দে (৩)।

* * *

১র২ ১র র ২ র১ ২১ র ২— ১
২। অসাব্য৺ শুশ্মো। হোহাবাহায়ি। দায়া। অপ্সু দক্ষো গিরো ২। হুবায়ি।

— — র১র ২ ২ — ১ — ১
হুবা ২ য়ি। ষ্ঠা ২ঃ। শ্যেনোনযোনিমৌ ২। হুবায়ি। হুবা ২ য়ি। সাদা

১A৩ ৫রর ২১ র২রর র ২
২৩৭। হো ২ বা ২৩৪ ঔহোবা। (১) শুভ্রমক্ষোদেবো। হোহোবাহায়ি।

২১ ২১র২ — ১ — ১—
বাতাপ্। অপ্সুধোতমৃভৌ ২। হুবায়ি। হুবা ২ য়ি। সুতা ২ স্।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গে প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল, দ্বিষষ্টিতম সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

১ র২ — ১ — ১ ১ n ৩
স্বদক্ষিণাবাঃ পো২। হুবায়ি। হুবা২য়ি। যোজা২৩য়িঃ। হো২বা২

৫র র ১র২র১২১র র ২ র১ র
৩৪ঔহোবা॥ (২) আদীমশ্বন্নহো। কৌহোনাহায়ি। তারাম। অশূ-

২ — ১ — ১ — ১র ২ — ১
শুশুরমৌ২। হুবায়ি। হুবা২য়ি। তারা২। মধোরসম্পূধৌ২। হুবায়ি।

— ১ ১ n ৫র র
হুবা২য়ি। মাদা২৩য়ি। হো২বা২৩৪ঔহোবা।

২১র২৩ ১ ১ ১ ১
অগ্নিরাহুতা২৩৪৫ঃ (৩)॥

. . .

১র২ ১ ২ ১ র ২ ২ ২
৩। অদাব্যম্পো। হায়ি। মদা২৩য়া। অপ্সরক্ষো গা১য়িরা৩য়িষ্ঠাঃ।

র র ৩ ৫ ১ ২ ২ ২ ৪ ৫
শ্যেনোনযো২৩৪ হায়ি। নায়িমা৩হায়ি। সদাৎ। ঔ২৩হোবা॥ (১)

২ ১ ২র১ ২ ১ র ২ ২ ২
শুভ্রমক্ষো। হায়ি। দেববা২৩তাম। অপ স্নধৌতম্নু তা১য়িঃ সু৩তাম

৩ ৫ ১ ২ ২ র ১ ৪ ৫
স্বদক্ষি গো২৩৪হায়ি। বাঃ পা৩হায়ি। যোতায়িঃ। ঔ২৩হোবা॥

১র২র১ ২১র ২ ১ র ২ ২ ২
(২) আদীমশ্বো। হায়ি। নহেতা২৩রাম। অশূশুভন্নমা১র্ত্তা৩য়া।

র ৩ ৫ ১২ ২র ১২ ৪ ৫
মধোরসো২৩৪হায়ি। সাধা৩হায়ি। মাদা। ঔ৩হোবা।

হো৫ঈ। ডা (৩)॥

. . .

২র র ২ ১ র ২র১র ২S
৩। অদাব্যশ্চর্ম্মদাযা৩এ। অপ স্নুরক্ষোগিরিষ্ঠাঃ। শ্যেনোনয়া২৩। হায়ি।

১ ২ ১২ ২ রর১ ২ ১ র
নায়িমাউবা। সাদা উবা৩॥ (১) শুভ্রমক্ষোদেববাতা৩মে। অপ স্নুধৌত

২১ ২ ১ ২ ১২
ম্নু ভিঃসুতাম। স্বদক্ষিগা২৩। হায়ি। বাঃ পাউবা যোতাউবা। ৩॥ (২)

২র র রর ২ ১র র ২১র ২
আদীমশ্বন্নহেতারা ৩ মে। অশূশুভন্নমৃতায়া। মধোর্ন্নদা ২ ৩ ম্। হায়ি।
১ ২ ১ ২ ২
সাধাউবা। মাদাউবা ৩। উ ৩ ২ ৩ ৪ পা (৩) । ১২।৩॥ •

প্রথমং সাম।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
অভি দ্যুম্নম্বৃহদ্যশ ইষস্পতে
৩ ১ ২ ৩ ২
দিদীহি দেব দেবয়ুম্।
১র ২র ৩ ১ ২
বি কোশম্মধ্যমং যুব॥ ১॥*

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইষস্পতে দেব' (সিদ্ধিপ্রদাতঃ হে দেব !) ত্বং অস্মভ্যং 'দেবয়ুং' (দেবকামং, দেবত্বপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'দ্যুম্ন' (দ্যুতিমন্তং) 'বৃহৎ' (মহান্তং) 'যশঃ' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) 'অভিবিদীহি' (প্রযচ্ছ); তথা তব 'মধ্যমং' (অন্তরিক্ষস্থিতং, দ্যুলোকস্থিতং অমৃতময়ং ইত্যর্থঃ) 'কোশং' (মেঘং, বর্ষণং, করুণাপ্রবাহং) 'বি যুব' (বৃষ্ট্যর্থং গময়, বর্ষয় ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবান্ ! অস্মভ্যং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রযচ্ছ ; বয়ং তব করুণামৃতং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৬অ-৬খ—২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সিদ্ধিপ্রদাতা হে দেব ! আপনি আমাদিগকে দেবত্বপ্রাপক দ্যুতিমান্ মহান্ সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন ; এবং আপনার অমৃতময় করুণা-প্রবাহ বর্ষণ করুন (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ ! আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন ; আমরা যেন আপনার করুণামৃত লাভ করি।)। (৬অ—৬খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইষস্পতে' অন্নস্য পতে ! 'দেব' ! স্তোতব্য সোম ! 'দ্যুম্নং' স্তোতমানং 'বৃহৎ' প্রভূতং 'যশঃ' অন্নরূপং 'দেবয়ুং' দেবান কাময়মানং কবিলক্ষণং অদীয়ং রসং 'অভি দিদীহি'

---

* ষষ্ঠ খণ্ডের প্রথম সূক্তের মন্ত্র তিনটীর একত্রগ্রথিত চারিটী গেয়-গান আছে। ঐ গানচতুষ্টয়ের নাম যথাক্রমে—'সন্তনি', 'গৌষূক্তং', 'ঐড়সৈন্ধাক্ষিতং' এবং 'অধ্যর্দ্ধেড়ং সোমসাম।'

অন্তর্যামাভিমুখ্যেন প্রকাশয় প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। যদ্বা, হে সোম! যশোহস্মং দেবয়ুং দেবানিচ্ছন্তং যজমানমভিলক্ষ্য প্রকাশয়। আমন্ত্রিতস্যাবিদ্যমানবত্ত্বেন (৮।১।১৯) পদাদিত্বাদনিঘাতঃ। কিঞ্চ 'মধ্যমং' অন্তরিক্ষস্থিতং 'কোশং' মেঘং 'বি যুব' বৃষ্ট্যর্থং বিগময় বিশ্লেষয়। 'দেবেষু' — 'দেবয়ুঃ' ইতি পাঠৌ। (৬অ—৬খ ২সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১০১১) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনা-মূলক এই মন্ত্রটীতে শক্তি ও ভগবানের করুণা লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবানের করুণার উপর মানুষের উন্নতি নির্ভর করে। তাঁহার দয়া না পাইলে মানুষ কেবল ইচ্ছা করিলেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ভগবানের নিকট হইতে শক্তি না পাইলে মানুষের কতটুকু শক্তি আছে যে, চারিদিকের ভীষণ রিপুগণের সঙ্গে সংগ্রামে জয়লাভ করিবে? তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—দয়াল প্রভো! কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার অসীম শক্তি-ভাণ্ডারের একটু শক্তিকণা দান করিয়া ধন্য কর। আমাদিগকে সৎপথে চলিবার, সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিবার শক্তি দাও। আমরা যেন তোমার নির্দ্দিষ্ট সৎকর্ম্মসাধন করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারি; তাহার সাহায্যে যেন তোমার চরণে পৌঁছিতে পারি। তোমার দেওয়া শক্তিপুষ্পে যেন তোমারই চরণে অঞ্জলি দিতে পারি। তোমার অপার করুণাধারা জগতে বর্ষিত হউক, চিরপিপাসিত অশান্ত হৃদয় তোমার শান্তিবারি-লাভে তৃপ্ত হউক। তোমার মহিমা হৃদয়ে উজ্জ্বল হইয়া উঠুক।* (৬অ—৬খ-২সূ-১সা)॥

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ৩ ২র ৩ ২
আ বচ্যস্ব সুদক্ষ চম্বোঃ সুতো

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
বিশাং বহ্নির্ন বিশ্পতিঃ।

৩ ২ ১১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ
বৃষ্টিং দিবঃ পবস্ব রীতিমপো

৩ ১ ৩ ৩ ১ ২
জিন্বন্ গবিষ্টয়ে ধিয়ঃ॥ ২॥

---

* এই মন্ত্রটী ছন্দ আর্চ্চিকেও (৬ অধ্যায় ২য় খণ্ড ৪র্থ সূক্ত ২সা) পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায় অষ্টাদশ বর্গের (৯ মণ্ডল ১০৮ সূক্ত ৬ ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুদক্ষ' (শোভনবল, যদ্বা—শ্রেষ্ঠশক্তিবিধায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'বহ্নিঃ ন বিশ্‌পতিঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান্ যথা চরাচরানাং সর্ব্বভূতানাং ইত্যর্থঃ স্বামী রক্ষকঃ তথা) ত্বমপি 'বিশাং' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং) পালকঃ অসি ইতি শেষঃ। অতঃ 'চম্বোঃ' (সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতঃ) ত্বং 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, সৎকর্ম্মণা বিশুদ্ধঃ প্রবুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'আ বচাস্ব' (বিশেষেণ আগচ্ছ - হৃদি সঞ্চর ইত্যর্থঃ)। অপিচ 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ, ভগবতঃ সকাশাৎ ইত্যর্থঃ) 'অপঃ রীতিং' (ভগবতঃ করুণাধারাং ইতি যাবৎ) 'পবস্ব' (প্রবর্ষয়)। ততঃ 'গবিষ্টয়ে' (জ্ঞানকামিনে, মোক্ষকামিনে - অস্মভ্যং কল্যাণ-সাধনায় ইত্যর্থঃ) 'ধিয়ঃ' (সৎকর্ম্মাণি) 'জিন্বন্' (প্রেরয়, ভগবৎসামীপ্যং সম্যক্ প্রাপয় ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সদ্ভাবেন সৎকর্ম্মণা চ নরাঃ ভগবদনুগ্রহং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (৬অ—৬খ—২সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শোভনবল অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব! প্রজ্ঞানাধার ভগবান যেমন চরাচর সর্ব্বভূতের ঈশ্বর ও রক্ষক, তুমিও সেইরূপ বিশ্বের সকলের পালক ও রক্ষক হও। অতএব সৎকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত তুমি অভিষুত অর্থাৎ আমাদের কর্ম্মের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া, বিশেষভাবে আগমন কর অর্থাৎ হৃদয়ে সঞ্চারিত হও এবং দ্যুলোক হইতে ভগবানের করুণা-ধারা বর্ষণ কর। তদনন্তর মোক্ষকামী আমাদিগের কল্যাণের জন্য সৎকর্ম্মসমূহকে ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত করাও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সদ্ভাবের এবং সৎকর্ম্মের দ্বারা মানুষ ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়।)॥ (৬অ—৬খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সুদক্ষ' শোভনবল! 'চম্বোঃ' অধিষবণফলকয়োঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ ত্বং 'বহ্নিঃ ন বিশ্‌পতিঃ' সর্ব্বাসাং প্রজানাং বোঢ়া রাজেব 'বিশাং' প্রজানাং বোঢ়া সন্ 'আ বচাস্ব' আগচ্ছ কলশমাপবস্ব। বাচের্গত্যর্থস্য ব্যত্যয়েন শপি রূপং। কিঞ্চ ত্বং 'অপঃ' অপাং উদকাদীনাং 'রীতিং' ব্যাপ্তাং গতিং বৃষ্টিং 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'পবস্ব' কুরু। কিং কুর্ব্বন্? 'গবিষ্টয়ে' গামাত্মন ইচ্ছতে যজমানায় 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি 'জিন্বন্' প্রেরয়ন্। 'অপো জিন্বন্' - 'অপাস্রিব' ইতি পাঠৌ॥ (৬অ ৬খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০১২) সামের মর্ম্মার্থ।

—:০:—

মন্ত্রের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা হইতে বিশেষ কোনও উচ্চ ভাব বোধগম্য হয় না। মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে সুনিপুণ সোম! তুমি দুই ফলক সহযোগে প্রস্তুত হইয়া রাজ্যভারবহনকারী নরপতি রাজার ন্যায় আগমন কর। আকাশ হইতে জলের স্রোত বর্ষণ কর, গোধনের অভিলাষী যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন কর।"

যে ভাবে উপরোক্ত অর্থ অধ্যাহার করা হইয়াছে, মন্ত্রার্থ আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা বিবৃত হইবে। আমরা মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি করি, তাহার স্থূল আভাষ আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

মন্ত্রের প্রথম বিশেষণীয় পদ—'সুদক্ষ'। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'শোভনবল।' ব্যাখ্যাকারের অর্থ—'সুনিপুণ।' আর আমাদের অর্থ,—'সর্ব্বশক্তিদায়ক।' এক্ষণে এই তিন অর্থের মধ্যে আমাদের অর্থের সমীচীনতা উপলব্ধি করুন। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, আমরা ভাষ্যের ভাব হইতেই ঐরূপ অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি। কর্ম্মে যিনি সুনিপুণ, যিনি ত্রুটিপরিশূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ, তাঁহাকেই সুনিপুণ বলা যাইতে পারে। শোভনবলও তিনিই, যাঁহার কর্ম্ম-সামর্থ্য আছে। যে বল বা যে শক্তি সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হয়, সদুদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হয়, সেই বলকে বা শক্তিকেই 'শোভন বল' সম্পন্ন বলা যাইতে পারে। শুদ্ধসত্ত্ব সেই শক্তি প্রদান করে। সেই শক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি। এই ভাব হইতেই আমরা 'সুদক্ষ' পদে 'শ্রেষ্ঠশক্তিবিধায়ক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সদ্ভাবের উদয়ে মানুষের অন্তরের যাবতীয় কলুষরাশি বিদূরিত হইয়া অন্তর যখন নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাতে শ্রেষ্ঠ শক্তি—সৎকর্ম্মসাধনে অন্তরে সদ্ভাবের সমাবেশ এবং সদ্ভাবের প্রভাবে ভগবৎ-সামীপ্য লাভ হয়।

'বহ্নিঃ ন বিশ্‌পতিঃ' উপমায় শুদ্ধসত্ত্বের এবং ভগবানের অভিন্নত্ব প্রখ্যাপিত। সৎস্বরূপ ভগবানের বিভূতি—শুদ্ধসত্ত্ব। সুতরাং ভগবান ও তাঁহার বিভূতি সমশক্তিসম্পন্ন। সত্ত্বগুণে জগত বিধৃত ও পালিত হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে 'বিশ্বপালক' বলিবার সার্থকতা। এইরূপ তাৎপর্য্যে আমাদের অর্থ ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার অর্থ হইতে স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 'গবিষ্টয়ে' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'গামাত্মন ইচ্ছতে যজমানায়।' তদনুসরণে ব্যাখ্যাকার অর্থ করিয়াছেন,—'গোধনের অভিলাষী যজ্ঞকর্ত্তা'। উভয়ত্রই ঐহিক ধনবিত্তাদির প্রতি লক্ষ্য দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের অর্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'গো' শব্দের জ্ঞান অর্থ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে। সে অর্থ—নিরুক্ত অনুসারী। এখানে পরাজ্ঞান যাঁহার কামনার সামগ্রী, 'গবিষ্টয়ে' পদে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া মনে করি। আর সেই লক্ষ্যেই ঐ পদের অর্থ করা হইয়াছে—'জ্ঞানকামিনে, মোক্ষকামিনে।' জ্ঞানই মানুষকে পরম পদে প্রতিষ্ঠাপিত করে। জ্ঞানই মোক্ষলাভের মূলীভূত।

'অপঃ রীতিং' বাক্যে 'আকাশ হইতে জলের স্রোত বর্ষণ কর' অর্থ ব্যাখ্যাকার আমদানী করিয়াছেন। ভাষ্যকারের অর্থ—'উদকানাং ব্যাপ্তাং গতিং বৃষ্টিং।' বলা বাহুল্য—ব্যাখ্যা-

কারের অর্থ—ভাষ্যেরই অনুসারী। আকাশ হইতে জল আনয়নে অর্থাৎ বৃষ্টিপাতে ফল-শস্যাদির পরিবৃদ্ধিতে ইহলৌকিক কথঞ্চিৎ মঙ্গল সাধিত হয় বটে; কিন্তু তাহাতে পারমার্থিক কোনও উপকার সাধিত হয় বলিয়া কেহ মনে করিতে পারেন কি? প্রার্থনা - জ্ঞান-লাভের; আকাঙ্ক্ষা—মোক্ষলাভের। সুতরাং অর্থও তদনুকূল হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। তাই আমাদের অর্থ হইয়াছে, - 'ভগবানের করুণা-ধারা বর্ষিত হউক।' মুমুক্ষু ব্যক্তির তাহাই কামনার সামগ্রী; তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য কামনা কি থাকিতে পারে?

সদ্ভাবে সৎকর্ম্মপ্রভাবে মানুষ যে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে - মন্ত্রে সেই সত্যই প্রকটিত। কর্ম্মই প্রধান, কর্ম্মই সে পথের প্রধান সহায়। সে কর্ম্ম এমন কর্ম্ম হওয়া চাই - যে কর্ম্মে ভগবানের প্রীতি সাধিত হয়। ভগবৎপ্রীতি সাধক কর্ম্মই ভগবৎ-প্রাপ্তির মূলীভূত। সেই কর্ম্ম সাধনের জন্যই মন্ত্রে উদ্বোধনা রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। * (৬অ—৬খ - ২সূ - ২ম)।

—•—

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৩ ৫ ৩ ৫ ৫ ৩ ৩
১। অভ্রা ২ ৩ ৪ য়ি। ত্রায়ন। বৃহা ২ ৩ ৪ স্পশা ৬ঃ। হাউ। আয়িষম্পা

৫ র র র র ৫ ২
২ ৩ ৪ তায়ি। দিবোহিদেবদেবায়ু ২ ৩ ৪ ৮. হায়ি। বায়িকোশা ৩ ম্মা ৩।

১ ২ ১ ৫ ৬ ৩
ধামা ২ ৩ ৮ হা ৩ ৪ ৩ য়ি। ষ ২ ৩ ৪ বো ৬ হায়ি॥ (১) বিকো ২ ৩ ৪।

৫ ৩ ৫ ৫ ২ ৩ ৫ ৩ ২
শম্ম। ধামা ২ ৩ ৪ যুবা ৬। হাউ। আবচ্যা ২ ৩ ৪ স্বা। সুদক্ষচমুবোঃ

১ ৫ ১ ২ ২ ১ ২
সুতো ২ ৩ ৪ হায়ি। বায়িশাং বা ৩ হ্বা ৩ য়িঃ। সাবা ২ ৩ হা ৩ ৪ ৩ য়ি।

১ ৫ ৫ ৩ ৫ ৪
স্তা ২ ৩ ৪ তো ৬ হায়ি॥ (২) সিশা ২ ৩ ৪ ম। বর্হিঃ। নবা ৩ ৪

৫ ৫ ২ ৩ ৫ ২ র ১ ৫
য়িশ পতী ৬ঃ। হাউ। যাষ্টিন্দ্রা ২ ৩ ৪ য়িবাঃ। পবস্বরীতিমাপো ২ ৩ ৪ হায়ি।

১ ২ ২ ২ ১ ৫ ৫
আয়িষানুগা ৩ বা ৩ য়ি। টায়া ২ ৩ হা ৩ ৪ ৩ য়ি। ধা ২ ৩ ৪ য়ো ৬ হায়ি (৩)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গের পঞ্চম (নবম মণ্ডলে, ১০৮ সূক্তের দশম ঋক) সূক্তের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ২ ১ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্রাণা শিশুর্ম্মহীনাং হিম্বন্নৃতস্য দীধিতিম্।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বিশ্বা পরিপ্রিয়া ভুবদধদ্বিতা ॥ ১ ॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'প্রাণা' (সৎকর্ম্মণঃ প্রেরকঃ, নিয়োজকঃ বা ইত্যর্থঃ) তথা 'মহীনাং' (মহতীনাং, মহত্ত্বাদিজনকানাং কর্ম্মণাং ইতি ভাবঃ, যদ্বা বিশেষাং সর্ব্বেষাং) 'শিশুঃ' (শিশুস্থানীয়ঃ যদ্বা—সৎকর্ম্মণা সমুদ্ভূতঃ ইত্যর্থঃ, যদ্বা - অমৃতস্বরূপঃ) অসি ইতি শেষঃ। অতএব 'ঋতস্য, (সত্যস্য, সৎকর্ম্মণঃ বা) 'দীধিতিং (প্রকাশিকা, সম্পাদিকা ইত্যর্থঃ তব স্নেহসত্ত্বধারা ইতি ভাবঃ) 'হিম্বন্' (প্রেরয়, সৎকর্ম্মসাধকান্ অভিলক্ষ্য প্রসহতু ইতি ভাবঃ); অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব ত্বং! 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'প্রিয়া' (প্রীতিকরাণি) 'হবীংষি' (সদ্ভাবজনকানি কর্ম্মাণি ইত্যর্থঃ) 'পরিভুবৎ।' (প্রবর্দ্ধয়তু ইতি ভাবঃ,- সদ্ভাবাদিনা সাধকান্ পরিব্যাপ্নোতু ইত্যর্থঃ); 'অধ' (অপিচ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'দ্বিতা' (দ্বিধা, প্রকৃতিপুরুষরূপেণ বা ইত্যর্থঃ) 'ভবতি' (দ্যুলোকভূলোকে আত্মানং বিস্তারয়তু)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ। সদ্ভাবেন হি সত্ত্বভাবং প্রাপ্নুয়াং। আলোকরশ্মিনা আলোকং লাভায় সত্র কামনা প্রকাশতে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—মম সদ্ভাবং সৎস্বরূপপ্রাপকং ভবতু ইতি শেষঃ। (৬অ—৬খ—৩সূ—১সা) ॥

অথবা,

'মহীনাং শিশুঃ' (মহদ্ভাবানাং শিশুস্থানীয়ঃ, মহদ্ভাবজাতঃ, মহত্ত্বসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রাণা' (কর্ত্তা, সৎকর্ম্মসাধনকর্ত্তা) 'ঋতস্য' (সত্যস্য) দীধিতিং' (জ্যোতিঃ) 'হিম্বন্' (প্রেরয়তি, প্রকাশয়তি,- জগতি ইতি শেষঃ); তথা সঃ 'দ্বিতা' (দিবি তথা পৃথিব্যাং বর্ত্তমানানি) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'প্রিয়া' (প্রিয়াণি, প্রিয়বস্তূনি) 'পরিভুবৎ' (ব্যাপ্নোতি, প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। সৎকর্ম্মসাধকঃ সর্ব্বাভীষ্টং লভতে—ইতি ভাবঃ ॥ (৬অ—৬খ—৩সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি সৎকর্ম্মের প্রেরক (মনুষ্যদিগকে সৎকর্ম্মে নিয়োজক) এবং মহত্ত্বাদিজনক কর্ম্মসমূহের দ্বারা সমুদ্ভূত হও। অতএব সত্যের বা সৎকর্ম্মের প্রকাশক বা সম্পাদক তোমার স্নেহসত্ত্বধারা সৎকর্ম্ম-সাধকদিগের উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হউক। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি বিশ্বের যাবতীয় প্রীতিকর সদ্ভাব-সমূহের পরিবৃদ্ধি কর (অর্থাৎ সদ্ভাবসমূহের

দ্বারা সাধকদিগকে পরিব্যাপ্ত কর)। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি প্রকৃতিপুরুষ রূপে অথবা জ্ঞানভক্তীরূপে দ্যুলোক-ভূলোকে আত্মপ্রকাশ কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। সদ্ভাবের দ্বারাই সদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আলোক-রশ্মির সাহায্যেই আলোক লাভ সম্ভপর হয়। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমার সদ্ভাবসমূহ সৎস্বরূপ-প্রাপক হউক।)। (৬অ—৬খ—৬সূ—১ম)।

অথবা।

মহত্ত্বসম্পন্ন সৎকর্ম্মসাধনকর্ত্তা সত্যের জ্যোতিঃ জগতে প্রকাশিত করেন; এবং তিনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে বর্ত্তমান সকল প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হয়েন; (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধক সকল অভীষ্ট লাভ করেন।)॥ (৬অ—৬খ—৬সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'প্রাণা' তে। অনিতেঃ সানচি বহুলচ্ছন্দসি (২।৪।৭৩) ইতি বিকরণস্য লুক্। 'সুপাং' সুলুক্ (৭।১।৩৯) ইতি সুপ আকারাদেশঃ। যজ্ঞস্য প্রাণায়িতা চেষ্টয়িতা 'মহীনাং' মহতীনাং মংহনীয়ানাং বা অপাং 'শিশুঃ' পুত্রস্থানীয় সোমঃ 'সাতস্য' যজ্ঞস্য 'দীধিতিঃ' প্রকাশকঃ ধারকঃ বা স্বীয়ং রসং 'হিন্বন্' প্রেরয়ন্ 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'প্রিয়াণি' হবীংষি 'পরিভুবৎ' পরিভবতি ব্যাপ্নোতি। 'অধ' অপিচ 'দ্বিতা' দ্বিধা ভবতি দিবি চ পৃথিব্যাঞ্চ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। 'প্রাণা'—ক্রাণা' ইতি পাঠৌ। (৬অ-৬খ ৬সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১০১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী বিশেষ সমস্যামূলক। যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে কোনই সুষ্ঠু ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রচলিত সেই অর্থের আভাষ ভাষ্যে এবং তাহার বঙ্গানুবাদে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সেই অনুবাদটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—

"এই দেখ, জলের পুত্র সোম, যজ্ঞের উপযোগী নিজ রস চালাইয়া দিতেছেন, ইনি দুই ধারাতে বিভক্ত হইয়া যাবতীয় প্রিয় বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।" ফলতঃ, সোমরস জল হইতে উৎপন্ন এবং জল সহযোগে চোলাই করায় তাহার দুইটী ধারা নির্গত হইয়া প্রিয়বস্তু অতিষিক্ত করিতেছে, ভাষ্যে ও ব্যাখ্যা হইতে এই ভাবই উপলব্ধ হয়।

কিন্তু সামান্য একটু অনুধাবন করিলেই ঐরূপ অর্থের অসঙ্গতি এবং প্রকৃত সঙ্গত অর্থের উপলব্ধি জন্মিবে। এ পক্ষে মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের মর্ম্ম পরিগ্রহ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। প্রথম—'মহীনাং শিশুঃ' পদদ্বয়। ঐ পদে ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায়

'মহনীয় জলের পুত্র' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু 'মহীঃ' পদের 'অপ' পর্য্যায় নিরুক্তাদিতে পরিদৃষ্ট হয় না। আর সোমকে জলের পুত্র বলিয়া অভিহিত করিবারও কোনও হেতু দেখি না। বৃষ্ট্যাদির জলে তরুগুল্মের বীজ অঙ্কুরিত পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সোমলতাও বৃষ্টির জলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সম্ভবতঃ এই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভাষ্যকার 'মহীনাং শিশুঃ' অর্থাৎ 'জলের পুত্র' বলিয়া সোমকে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা 'সোম' বলিতে 'স্নেহসত্ত্বাদিকেই' লক্ষ্য করি। স্নেহসত্ত্বভাব কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত হয়। কর্ম্মগুণেই তাহার উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। এই ভাব হইতে আমরা 'মহীনাং' পদের 'মহত্ত্বাদিজনকানাং—কর্ম্মণাং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আর সেই কর্ম্মের সন্তান অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা সমুদ্ভূত' অর্থে 'শিশুঃ' পদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছি। সৎকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত স্নেহ-সত্ত্বভাব ভগবৎপ্রাপ্তির মূলীভূত। সেই সত্ত্বাবই মানুষকে অমৃতত্ব প্রদান করিয়া থাকে। সত্ত্বাবে মানুষ অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। দ্বিবিধ ভাবেই 'মহীনাং শিশুঃ' পদের সার্থকতা। ফলতঃ, 'শুদ্ধসত্ত্বই জগতের পক্ষে অমৃত-স্বরূপ; আর সৎকর্ম্মের দ্বারাই সেই শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়' 'মহীনাং শিশুঃ' পদদ্বয়ে এই ভাব প্রকাশ করিতেছে বলিয়া মনে করি।

তার পর 'দ্বিতা ভবতি' পদদ্বয়। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় উভয়ত্রই অর্থ দেখিতে পাই,—'দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া ক্ষরিত হও।' দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া সোম প্রিয় সখার সহিত মিলিত হইলে কি স্বার্থসাধন হয় এবং তাহাতে অনুষ্ঠানকারীর কি পারমার্থিক উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না। আমাদের মতে এখানে দ্বৈতভাবের বিকাশ হইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষরূপে অথবা জ্ঞান ও কর্ম্মরূপে শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোক ও ভূলোকে আত্মবিস্তার করুন 'দ্বিতা ভবতি' বাক্যে এই ভাবই উপলব্ধি করি। সদ্বৃত্তিসমূহ অভীষ্ট পূরক ভগবানের সহিত স্বতঃসম্মিলিত থাকেন। সে হিসাবে ভগবানের দ্বৈতভাবের সূচনা—'দ্বিতা ভবতি' বাক্যে প্রতিপন্ন হয় বলিয়া মনে করি। ফলতঃ, কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিতে হয়। আলোক লাভ করিতে হইলে আলোক রশ্মিরই শরণ গ্রহণ করিবার আবশ্যক। সৎস্বরূপকে পাইতে হইলে সত্ত্বাবের পরিচর্য্যার প্রয়োজন। মন্ত্রে তাই উদ্বোধনা—'আমার সত্ত্বাবসমূহ যেন সৎস্বরূপকে পাইবার উপযোগী সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় অন্বয়েও মন্ত্রে সেই একইরূপ ভাব প্রকাশ করে। যিনি মহত্ত্বসম্পন্ন, সৎকর্ম্ম-পরায়ণ, তিনি তাঁহার সকল কাম্যবস্তুই লাভ করেন—ভগবান্ তাঁহার কোনও কামনাই অপূর্ণ রাখেন না। ইহলোকে ও পরলোকে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে, কোথায়ও তাঁহার কামনা করিবার কিছু থাকে না। মন্ত্রান্তর্গত 'প্রাণা' পদের ব্যাখ্যার জন্য (সামবেদ, ৩প ৫অ ৯খ-৬সা) সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। 'দধিতিং' পদ জ্যোতিঃবাচক। আমরা ঐ পদে 'জ্যোতিঃ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। * (৬অ—৬খ—৩২—১সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী উত্তর আর্চ্চিকেও (৩ প্রপাঠক, ৫ অধ্যায়, ১০ খণ্ড, ৩সা) পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের সপ্তম অষ্টকের, পঞ্চম অধ্যায়ে চতুর্থ বর্গে প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল ১০২ সূক্তের প্রথমা ঋক) অন্তর্গত।

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ২ ৩ ৩ ২র ৩২
উপ ত্রিতস্য পাষ্যোঽঽরভক্ত যদ্‌গুহা পদম্।
৩ ১ ২ ৩১র ২র ৩ ১ ২ ৩২
যজ্ঞস্য সপ্তধামভিরধপ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্রিতস্য' (ত্রিকালাভিজ্ঞস্য, ক্রান্তদর্শিনঃ ইত্যর্থঃ) 'গুহা' (হৃদাং অন্তরতমদেশে ইতি যাবৎ) 'পাষ্যোঃ' (পাষাণবদ্দৃঢ়েষু. অবিচলিতেষু ইত্যর্থঃ) 'পদং' (স্থানেষু) 'যৎ' (যদা, নিত্যকালং) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'উপ অভক্ত' (স্বতঃমেব সঞ্জায়তে — তেষাং সৎকর্ম্মপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ); 'সপ্তধামভিঃ' (সপ্তেষু ভুবনেষু বর্ত্তমানং, যদ্বা সর্ব্বত্রবিদ্যমানং) 'প্রিয়ং' (সর্ব্বেষাং প্রীতিদায়কং, নিত্যানন্দরূপং) 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ নিয়ামকং তং সোমং লাভায় ইতি যাবৎ) 'অধ অভি' (প্রকর্ষেণ অভিষ্টুবন্তি, প্রার্থয়ন্তি সাধকঃ ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকঃ। আত্মোৎকর্ষসাধনায় সদ্ভাবঃ হি মূলঃ। অতঃ সদ্ভাবসঞ্চয়ায় অত্র প্রার্থনায়াঃ উদ্বোধনা বর্ত্ততে। (৬অ ৬খ-১সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ত্রিকালাভিজ্ঞ ক্রান্তদর্শিগণ হৃদয়ের অন্তরতম দেশে অবিচলিত-স্থানে তাঁহাদের সৎকর্ম্মপ্রভাবে নিত্যকাল শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হইয়া থাকে। সপ্তভুবনে অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিদ্যমান সকলের প্রীতিবিধায়ক নিত্যানন্দ-স্বরূপ সেই সোমকে লাভ করিবার নিমিত্ত সাধকগণ প্রকৃষ্টরূপে প্রার্থনা করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্য-প্রখ্যাপক। সদ্ভাবই আত্মোৎকর্ম-সাধনে মূলীভূত। অতএব সদ্ভাবসঞ্চয়ে মন্ত্রে প্রার্থনাকারীর উদ্বোধনা বিদ্যমান রহিয়াছে।)। (৬অ—৬খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ত্রিতস্য' এতন্নামকস্য ঋষেস্তোতুর্ম্মম যজ্ঞে 'গুহা' গুহায়াং হবির্দ্ধানে বর্ত্তমানায়োঃ 'পাষ্যোঃ' পোষণবদ্দৃঢ়য়োঃ অধিষবণফলকয়োঃ 'পদং' স্থানং সোমঃ 'যৎ' যদা 'উপ অভক্ত' সম ভজত। 'অধ' অনন্তরং 'যজ্ঞস্য' 'ধামভিঃ' চ ধারকৈঃ 'সপ্ত' সপ্তভিচ্ছন্দোভিঃ গায়ত্র্যাদিভিঃ 'প্রিয়ং' প্রীণয়িতারং সোমং, 'অভিষ্টুবন্তি' ঋত্বিজঃ অপি বা সপ্ত সর্পণশীলৈঃ সর্ব্বণতীবর্ষা-দিভিরুদকৈঃ সোমমভিষুণ্বন্তি। (৬অ—৬খ—১সূ ২সা)॥

দ্বিতীয় (১০১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী বিশেষ জটিলতা-সম্পন্ন। মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যানের সংযোগ দেখি। ত্রিত ঋষি যজ্ঞকালে পাষাণ নির্ম্মিত ফলকের দ্বারা সোম নিষ্পীড়িত করিয়া তাহা হইতে রস নির্গত করিয়াছিলেন। তৎকালে ফলকাভ্যন্তরে সোম প্রবিষ্ট হইয়া ফলক-দ্বয়কে পৃথক করায়, পুরোহিতগণ সপ্তছন্দে সোমকে স্তব করেন;—ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় এইরূপ ভাব পরিব্যক্ত দেখি। এখানে ভাষ্যানুসারী একটী ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"ত্রিতের যে দুই প্রস্তরফলক নিভৃত স্থানে সংস্থাপিত ছিল, সোম তাহার মধ্যে অর্পিত হইয়া, দুই ফলক পৃথক করিলেন; অমনি পুরোহিতগণ সপ্তপ্রকার ছন্দ আবৃত্তি করিয়া প্রেমাস্পদ সোমকে স্তব করিতে লাগিলেন।"

ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাব হইতে প্রস্তর দ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া সোমরস নিঃসারণের ভাবই উপলব্ধ হওয়া ভিন্ন অন্য কোনও সুষ্ঠু সঙ্গত ভাব সূচিত হয় না। আমরা মনে করি, এখানে মন্ত্রের সহিত ত্রিত ঋষির কোনও সম্বন্ধ সূচিত হয় নাই। নিত্যসত্য বেদমন্ত্রে অনিত্য মনুষ্য সম্বন্ধ পরিকল্পনায় বেদমন্ত্রের নিত্যত্বে বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। আর সে সম্বন্ধ স্থাপন করিলেও আমরা ত্রিতকে সাধারণ মনুষ্য পর্য্যায়ের অন্তর্ভূত বলিয়া মনে করি না। কালচক্রে চিরবর্ত্তমান ত্রিকালদর্শী বলিয়াই তাঁহাকে অনুমান করি। সে হিসাবে তাঁহার নিত্যবিদ্যমানতা অস্বীকার করা যায় না। আর তাহাতে বেদমন্ত্রের নিত্যত্বেও কোনও বিঘ্ন ঘটে না।

যাহা হউক, আমরা 'ত্রিতস্য' পদে ত্রিকালাভিজ্ঞস্য ক্রান্তদর্শিনঃ' অর্থ অধ্যাহার করি। 'সানোঃ' পদে পাষাণবৎ দৃঢ় অভিষবনফলক অর্থ গ্রহণ করি না। আমাদের মতে ঐ পদের অর্থ—'পাষাণবৎ দৃঢ় অর্থাৎ অবিচলিত'; 'গুহা' পদের অর্থ 'হৃদাং অন্তরতমদেশে'। তাহাতে এই সঙ্গত ভাব সূচিত হয়—'ত্রিকালাভিজ্ঞ ক্রান্তদর্শিগণের হৃদয়ের অন্তরতমদেশে পাষাণবৎ অবিচলিত স্থানে।' এইরূপ অর্থের তাৎপর্য্য এই যে,—চঞ্চল-চিত্তে সত্ত্বাব সম্ভবে না। চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিতে না পারিলে, কোনও সাধনায়ই সিদ্ধিলাভ হয় না। ক্রান্তদর্শী—আত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ, তাঁহাদেরই চিত্তের স্থিরতা সাধন হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথম অংশের তাই ভাব এই যে,—'আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ত্রিকালদর্শী যাঁহারা, তাঁহাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব স্বতঃসঞ্জাত হয়। তাঁহাদের কর্ম্ম-প্রভাবে, তাঁহাদের হৃদয়ে আপনা আপনিই সত্ত্বাবের উদ্ভব ঘটে।'

'সপ্তধামভিঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থও আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় ঐ পদের অর্থ হইয়াছে,—'যজ্ঞের ধারক সপ্তছন্দের দ্বারা।' আমাদের মতে ঐ পদের অর্থ—'সপ্তভুবনে অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিদ্যমান।' শুদ্ধসত্ত্ব এবং ভগবান অভিন্ন। শুদ্ধসত্ত্ব তাঁহারই বিভূতি। ভগবান সৎস্বরূপ। সুতরাং যেখানে ভগবান, সেইখানেই শুদ্ধসত্ত্ব; আবার যেখানেই শুদ্ধসত্ত্ব, সেইখানেই ভগবান। ভগবান যেমন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান; শুদ্ধসত্ত্বও

তেমনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। এই ভাব হইতেই 'সপ্তধামভিঃ' পদের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ আমরা আমনন করিয়াছি। সেই অর্থেই মন্ত্রের ভাব-সঙ্গতি সিদ্ধ হয় বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের ভাব এই যে, আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণের হৃদয়ে যেমন স্বতঃই সদ্ভাবের উদয় হয়, সেইরূপ সদ্ভাবান্বিত হইবার জন্য যেন আমরা সদা উদ্বুদ্ধ হই। * (৬অ ৬খ—১সূ—২ম)।

তৃতীয়া সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২
ত্রীণি ত্রিতস্য ধারয়া পৃষ্ঠেষ্বৈরয়দ্রয়িম্।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
মিমীতে অস্য যোজনা বি সুক্রতুঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্রিতস্য' (ত্রিকালদর্শিনাং— কর্ম্মপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) 'ত্রীণি' (ত্রিগুণসাম্যেন) সত্ত্বাদয়ঃ 'ধারয়া' (প্রবাহেণ) 'বি' বিশেষেণ) ক্ষরতি—তেষাং হৃদি ইতি শেষঃ। কিঞ্চ 'পৃষ্ঠেষু' (তেষাং সর্ব্বেষু অনুষ্ঠানেষু) সঃ শুদ্ধসত্বঃ 'রয়িং' (পরমধনং) 'ঐরয়ৎ' (প্রেরয়তি, প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ)। 'সুক্রতুঃ' (শোভনযজ্ঞঃ, সৎকর্ম্মপরায়ণঃ সাধকঃ ইত্যর্থঃ) 'অস্য' (শুদ্ধসত্বস্য) 'যোজনা' (সংযোগসাধনং—কর্ম্মণা সহ ইতি যাবৎ) 'বি মিমীতে' (সাধয়তি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। আত্মোৎকর্ষসম্পন্নেষু জনেষু স্বতমেব শুদ্ধসত্বং সমুদ্ভবতি ইতি ভাবঃ। (৬অ—৬খ ৩সূ ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ত্রিকালদর্শীদিগের কর্ম্মপ্রভাবে ত্রিগুণসাম্যে সত্ত্বাদি ধারারূপে (তাঁহাদিগের হৃদয়ে) ক্ষরিত হয়। অপিচ, তাঁহাদের অনুষ্ঠানে শুদ্ধসত্ত্ব পরমধন প্রেরণ (প্রদান) করেন। সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধক (আপনার কর্ম্মের সহিত) শুদ্ধসত্ত্বের সংযোগ সাধন করিয়া থাকেন। (মন্ত্রটী

---

* এই সাম-মন্ত্রটী সপ্তম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে চতুর্থ বর্গের প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল, দ্বিশততম সূক্তের প্রথম ঋক) অন্তর্গত।

নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষসম্পন্নদিগের অন্তরে শুদ্ধসত্ত্ব স্বতঃসঞ্চারিত হয়)। (৬অ—২খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সোমঃ 'ত্রিতস্য' মম যজ্ঞস্য স্বভূতানি 'ত্রীণি' সবনানি ধারয়া আত্মীয়য়া 'বি ধারয়া'। কিঞ্চ 'পৃষ্ঠেষু' সামসু 'রয়িং' দাতারমিন্দ্রং 'ঐরয়ৎ' আয়মতু 'সুক্রতুঃ' শোভনযজ্ঞঃ স্তোতা অস্য' ইন্দ্রস্য 'যোজনা' সংযোজনাদীনি স্তোত্রাণি 'বি মিমীতে' করোতি যস্মাদেবং তস্মাদিন্দ্রং সামসু প্রেরয়তিত্যর্থঃ। 'ঐরয়ৎ' -'এবয়া' ইতি পাঠৌ। (৬অ ৬খ-৩সূ-৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——†:* *:† ——

মন্ত্রটী নিত্যসত্য প্রকাশক। যাঁহারা আত্মোৎকর্ষ সম্পন্ন, তাঁহাদের কর্ম্মপ্রভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আপনই সঞ্চারিত হয়। সুতরাং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে আমরাও যেন সদ্ভাব-সঞ্চারে প্রবুদ্ধ হই - আমরা মনে করি, মন্ত্র এই শিক্ষা প্রদান করিতেছে।

মন্ত্রের যে প্রচলিত অর্থ আছে, তাহা এই - "আমি ত্রিত, তিন বার নিষ্পীড়ন করিয়াছি, হে সোম! তুমি সেই ত্রিগুণিত রস তোমার ধারাতে ধারণ কর, সামগানের সময় ধন আনিয়া দাও। কর্ম্মিষ্ঠ পুরোহিত ইহারি স্তব রচনা করিতেছেন।"

এইরূপ ব্যাখ্যার প্রচারেই যে বেদ 'চাষার গানে' পরিণত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ ব্যাখ্যায় কি ভাব মনে আসে, সুধীগণেরই তাহা বিচার্য্য। ভাষ্যে ইহার অপেক্ষা কোনও উচ্চতর ভাব পরিস্ফুট হয় নাই। ভাষ্যের ভাব হইতেই ব্যাখ্যাকারের এই ব্যাখ্যার সূচনা হইয়াছে বুঝা যায়। কিন্তু ব্যাখ্যাকার ভাষ্যকারকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

আমরা এরূপ অর্থ এরূপ ভাব আদৌ অনুমোদন করি না। আমাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য—মর্ম্মানুসারিণীতে এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় মন্ত্রটী কিরূপ জটিল ভাব ধারণ করিয়া আছে, সাধারণ-দৃষ্টিতেই তাহা বোধগম্য হইবে। আমাদের মতে মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক। 'ত্রীণি' পদে তিন বার নিষ্পীড়ন করিয়া সোমের রসনির্য্যাসের বিষয় ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে। আমাদের মতে ঐ পদে ত্রিগুণসাম্যের বিষয় উক্ত হইয়াছে। সত্ত্বরজস্তমঃ তিনের সাম্য-সাধনে অন্তর দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হয়;—মনের চাঞ্চল্য রহিত হয়। মনশ্চাঞ্চল্য দূর হইলেই ভগবানে মন ন্যস্ত হইয়া থাকে। 'ত্রীণি' পদে আমরা মনে করি, সেই ত্রিগুণ-সাম্যের বিষয়ই উক্ত হইয়াছে। মন্ত্রে যে ভাব ব্যক্ত, প্রথমেই তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। (৬অ—৬খ-৩সূ-৩সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, চতুর্থ বর্গের তৃতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডল ত্রিশততম সূক্ত তৃতীয় ঋক্) অন্তর্গত।

সায়ণ-ভাষ্যং।—চতুর্থং সাম। গণসৈন্যদশ্যুপক্তিতাবুষী। হে 'সোম'। 'অশ্বঃ ন' অশ্বঃ ইব 'নক্তঃ' বসতীবরীভিরদ্ভির্ন্নির্ণিক্তঃ 'বাজী' বেগবান্ ত্বং 'মহে' মহতে 'দক্ষায়' বলায় 'ধনায়' ধনার্থঞ্চ 'পবস্ব' ক্ষর। (৪অ—৯খ—১দ—৪সা)।

• • •

চতুর্থ (৪৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

হৃদয়ে সত্ত্বভাবের আবির্ভাব হউক, সমস্ত কামনা বাসনা পূর্ণ হউক। শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হইলে পাপ-সঙ্কল্প অসচ্চিন্তা হৃদয় হইতে অপসৃত হয়। সুতরাং রিপুগণের আক্রমণ-বশতঃ অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে না। মানুষ যখন আপনার মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়েন, তখন তিনি ক্রমশঃ ভগবানের সামীপ্য লাভের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বময়। সুতরাং হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে সাধক আপনাআপনিই উন্নতির পথে চলিতে থাকেন, ভগবানের সহিত গুণসাম্যবশতঃ সাধক পরিণামে তাঁহার চরণে আত্ম-লীন-করিতে সমর্থ হন।

মানুষের চরম আকাঙ্ক্ষা মুক্তি। সংসারের এই 'ত্রিবিধং দুঃখং হেয়ং' হইতে কে না মুক্তি পাইতে চায়! আগামক সুখ দুঃখ আশা নিরাশার অতীত রাজ্যে নির্ম্মল প্রশান্ত সুখলাভে আপনাকে কে না মগ্ন করিতে চায়? যে সুখের পরিবর্ত্তন নাই, যে সুখ অবিনাশী, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রবৎ যাহা স্থির গম্ভীর, সেই সুখ, সেই পরমানন্দ পাইতে কে না ইচ্ছা করে? মানব জীবনের লক্ষ্য সেই পরম আনন্দ—আত্মানন্দ। ভগবৎচরণামৃত পাইতে হইলে, হৃদয় পবিত্র ও নির্ম্মল করা চাই, - হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার করা চাই। তবেই সেই অপার্থিব ধন লাভ, স্বর্গীয় আনন্দ লাভ, জীবনে সম্ভব হইবে। এই সত্য জানিয়াই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইতেছে—'আমার হৃদয় বিশুদ্ধ হউক, আমি যেন পরমধন লাভের উপযোগিতা লাভ করি। হৃদয়ং বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক। আমি যেন সেই সত্ত্বভাবের সাহায্যে পরমানন্দ লাভ করিতে পারি।'

এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল,—"হে সোম! ঘোটকের ন্যায় প্রক্ষালন করা হইয়াছে, তুমি আমাদিগের জ্ঞান ও বল ও ধনের জন্য ক্ষরিত হও।" আমরা 'অশ্ব' পদে পূর্ব্বাপর 'ব্যাপকজ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ের জন্য মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (৪অ—৯খ—১দ—৪সা)। *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবোত্তরাধিকশততম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম— সোমসামান ত্রীণি।"

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
ইন্দুঃ পবিষ্ট চারুর্মদায়াপামুপস্থে কবির্ভগায় ॥ ৫ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৪ ৫ ৪ ১ ২ র ১ ২ র ১ ২ ১ ২ ৩
ইন্দুঃ পবিষ্টা। চা ২ ৩ রুঃ। মদায়। অপামুপা ২ ৩ স্থা ৩ ই। কা ২ বা

৫ র র ২ ১ ১ ১ ১ ১
২ ৩ ৪ ঔহোবা। ভগা ৩ য়া ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চারুঃ' (কল্যাণপ্রদঃ, মঙ্গলময়ঃ) 'কবিঃ' (ত্রিকালজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দুঃ' (অমৃতেন অভিসেচনকারী, সর্ব্বেষাং জ্ঞানপ্রদাতা ভগবান) 'অপাং' (সত্ত্বভাবানাং, সত্ত্বভাবসম্পন্নানাং ইত্যর্থঃ) 'উপস্থে' (সমীপে, তেষাং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'মদায়' (পরমানন্দং জননায়) তথা 'ভগায়' (তেষাং পরমধনায়, পরমধনদানায় ইত্যর্থঃ) 'পবিষ্ট' (জাতঃ ভবতু, আবির্ভবতি ইত্যর্থঃ)। বয়ং সত্ত্বভাবজনিতং পরমানন্দং লভেমহি— ইতি ভাবঃ ॥ (৪অ—৯খ-৯দ—৫সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মঙ্গলময় সর্ব্বজ্ঞ সকলের জ্ঞানপ্রদাতা ভগবান সত্ত্বভাবসম্পন্নদিগের হৃদয়ে পরমানন্দ উৎপাদনের জন্য এবং তাঁহাদিগকে পরমধন দান করিবার জন্য আবির্ভূত হয়েন। (ভাব এই যে,— আমরা যেন সত্ত্বভাব-জনিত পরমানন্দ লাভ করি।) ॥ (৪অ—৯খ—৯দ—৫সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। পঞ্চমং সাম। প্রগত্রসদস্যসহিতাবৃষি। 'চারুঃ' কল্যাণরূপঃ 'কবিঃ' ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ 'ইন্দুঃ' সোমঃ। 'অপাং' উদকানাং 'উপস্থে' উপস্থানে অন্তরিক্ষে পবিত্রে বা 'মদায়' মদার্থং 'ভগায়' ভজনীয়ায় ধনায় চ 'পবিষ্ট' পবতে ॥ (৪অ—৯খ—৯দ ৫সা) ॥

* * *

পঞ্চম (৪৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবান মঙ্গলময়, সর্ব্বজ্ঞ, সকলের শান্তি প্রদাতা। বিশ্ব তাঁহারই মঙ্গলময় নীতিতে পরিচালিত হইতেছে। জগতে যে সমস্ত অপূর্ণতা, অমঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা

আমাদের সসীম দৃষ্টির ফল। অনন্ত অসীম ভগবানের কার্য্যকলাপের সমস্ত আমরা জানিতে পারি না, বুঝিতে পারি না; মাঝখানের একটুখানি অংশ দেখিয়াই তাহার বিচার করিতে বসি, তাহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করি ইহাতে আমাদিগের অজ্ঞানতা ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়। আমরা সেই অসীমের এক অংশ মাত্র দেখিতে পাই। সেইজন্য আপাতঃ-প্রতীয়মান জাগতিক অমঙ্গল দেখিয়া সেই পরম মঙ্গলময়ের কার্য্যের সমালোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র যাঁহারা অনন্তের দৃষ্টি লইয়া সমস্ত দেখিতে পান, তাঁহারা ভগবানের মঙ্গলময়স্বরূপের যে পরিচয় দেন, তাহাই অবনতমস্তকে মানিয়া লওয়া উচিত। এই মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের পরমকল্যাণময় রূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। তিনি জগতের শান্তিপ্রদাতা। এই পাপ তাপ দুঃখ হইতে তিনিই মুক্তি দিতে পারেন, অমৃত সিঞ্চনে তিনি শোকতাপদগ্ধ নরনারীর হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিতে পারেন। তাই, ভক্ত প্রার্থনা করেন -"বরিষ এ ধরামাঝে শান্তিবারি! তৃষিত হৃদয়ে, আছে দাঁড়াইয়ে, ঊর্দ্ধমুখে নরনারী।"

"সেই দেবতা আমাদিগকে পরাশান্তি দান করুন, আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে ধন্য করুন। তাঁহার আগমনে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদয় হয়, কারণ তিনি শুদ্ধসত্ত্বময়। তাঁহার আবির্ভাবে হৃদয়ে আনন্দের প্রস্রবণ বহিতে থাকে, কারণ তিনি আনন্দ স্বরূপ। তাঁহার পরশে শুষ্কতরু মঞ্জরিত হয়, পাপীও সাধু হইয়া যায়। তাই, তাঁহার চরণেই আমাদের সকল প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি।"

বিবরণকারের মতে আমরা 'পাবস্তু' পদে 'জাত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'ইন্দুঃ' পদের অর্থ সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ (১ম—৯.সূ—১ঋ) দ্রষ্টব্য। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন॥ (৪অ—৯খ ৯দ—৫সা)॥

ষষ্ঠং সাম।

২ ৩　১ ২　৩ ১　২ ৩ ১ ২　৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অনু হি ত্বা সুতꣳ সোম মদামসি মহে সমর্য্যরাজ্যে।

১ ২　৩ ১ ২　৩ ১ ২

বাজাꣳ অভি পবমান প্র গাহসে॥ ৬॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবোত্তরাধিকশততম সূক্তের ত্রয়োদশ ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান একটী। উহার নাম—"ভাগম্।"

গেয়-গানং।

৪ ৫ ৪ ১ ২র ১ ২র ১২র৩ র২১ ২ ২
অনু। অনু। হাইত্বাসুতং৺। সোমমদামসি। মদামসারে ০। মহা ৩ ৪ ০ ই।

২ ৫ ২ ১র ২র ১র২র ১ ২র৩ ২র১ ২র ১
সা ৩ ৪ মা। র্যারাজো। বাজা৺ অভিপবমান পবমানা। প্রাগাহসা।

২ ৪ ৫ ৪
ঔ ৩ হোবা॥ হো ৫ ই। ৪ ডা॥ ৬॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'সুতং' (পবিত্রং, বিশুদ্ধভাবপ্রাপকং) 'ত্বা' (ত্বাং) বয়ং 'অনুমদামসি হি' (অনুমদামঃ, প্রার্থয়ামঃ উপজয়ামঃ হৃদি ইতি ভাবঃ) 'পবমান' (হে অমৃত প্রাপক) 'মহে' (মহতি) 'সমর্য্যরাজ্যে' (লোকানাং রাজ্যে, সর্ব্বেষাং লোকানাং মধ্যে ইত্যর্থঃ) ত্বং 'বাজান' (সৎকর্ম্মাণি, সৎকর্ম্মসাধকান ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য সম্যক ইত্যর্থঃ) 'প্রগাহসে' (প্রগচ্ছসি প্রাপ্নোসি); সৎকর্ম্মসাধকাঃ সত্ত্বভাবং প্রাপ্নুবন্তি —ইতি ভাবঃ॥ (৪অ—৯—৯দ ৬সা)।

• • •

অথবা,

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'সুতং (বিশুদ্ধং, বিশুদ্ধতাপ্রদায়কং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা হি' (ত্বাং এব প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) বয়ং 'অনুমদামসি' (প্রার্থয়ামঃ) 'পবমান' (ক্ষরণশীল, হে অমৃতপ্রাপক ত্বং মহে' (মহান্ অসি); 'সমর্য্যরাজ্যে' (সমগ্রস্য ত্বদীয়ং রাজ্যং পালনায়, সর্ব্বান্ লোকান্ উদ্ধারায় ইত্যর্থঃ) 'বাজান' (সৎকর্ম্মাণি) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) অস্মান্ সৎকর্ম্ম সাধকান্ কৃত্বা ইত্যর্থঃ 'প্রগাহসে' (প্রাপয়—অস্মান ইতি যাবৎ); বয়ং সর্ব্বে সত্ত্বভাবসম্পন্না তথা সৎকর্ম্মসাধকাঃ ভবাম ইতি ভাবঃ॥ (৪অ—৯খ—৯দ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধভাবপ্রাপক তোমাকে আমরা প্রার্থনা করিতেছি (হৃদয়ে উৎপন্ন করি)। হে অমৃতপ্রাপক! মহৎ সমস্তলোকের মধ্যে তুমি সৎকর্ম্মসাধকদিগকে সম্যক্ প্রাপ্ত হও; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম-সাধকগণ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (৪অ—৯খ—৯দ—৬সা)॥

* * *

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধতাপ্রদানকারী তোমাকেই প্রাপ্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি। হে অমৃতপ্রাপক! তুমি মহান্; সমস্ত

লোককে উদ্ধার করিবার জন্য, সৎকর্ম্মসমূহ লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধক করিয়া আমাদিগকে প্রাপ্ত হও; (ভাব এই যে,—আমরা সকল যেন সত্ত্বভাবসম্পন্ন এবং সৎকর্ম্মসাধক হই।)॥ (৪অ—৯খ—১দ—৬সা)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং। ষষ্ঠ সামং। ঋগত্রসদস্যুসহিতাবৃষি। হে 'সোম'! 'সুতং' অভিষুতং 'ত্বা' ত্বাং বয়ং 'অনুমদামসি হি' অনুমদামঃ অনুক্রমেণাভিষ্টুমঃ খলু। হে 'পবমান' পূয়মান সোম! স ত্বং 'মহে' মহতি সমর্য্যরাজ্যে' মহৎ সমন্তুখ্যং ত্বদীয়ং রাজ্যমনুপালয়িতুং 'বাজান্' শত্রুবলান্যভিলক্ষ্য 'প্রগাহসে' প্রগচ্ছসি॥ (৪অ—৯খ—১দ—৬সা)॥

• . •

ষষ্ঠ (৪২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——— * ———

দ্বিবিধ অন্বয়ে, প্রার্থনা ও উদ্বোধনমূলক নিত্যসত্যখ্যাপনের মধ্যে, একই ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। পথ বিভিন্ন বটে, কিন্তু মূল লক্ষ্য অভিন্ন—সেই একের অনুসন্ধান। সেই একের সন্ধানে মানুষ কৃতকার্য্য হইতে পারে, মানুষ ভগবানকে লাভ করিতে পারে—বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা। হৃদয় যখন নির্ম্মল, পবিত্র হয়, তখনই সেই বিশুদ্ধ হৃদয় ভগবানের ধারণা করিতে পারে। মলিন দর্পণের ন্যায় অপবিত্র হৃদয়ে ভগবানের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয় না। সৎকর্ম্মের সাহায্যে মলিন হৃদয় পবিত্র হইলে তাহাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়। তাই বলা হইয়াছে সৎকর্ম্মের অভিমুখেই সত্ত্বভাব ধাবিত হয়।

সত্ত্বভাব মানুষকে অমৃতের অধিকারী করে—ভগবচ্চরণে পৌঁছাইয়া দেয়। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বময়, সত্ত্বভাব তাঁহারই গুণ। সুতরাং যাঁহার হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইয়াছে, তিনি অনায়াসেই ভগবচ্চরণ লাভ করিতে পারেন।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"হে সোম! তুমি প্রস্তুত হইয়াছ, এই লোকাকীর্ণ রাজ্য মধ্যে আমরা তোমার স্তব করিতেছি।" এই মন্ত্রের শেষাংশের আমরা দুইটী ব্যাখ্যা দিয়াছি। আমাদিগের মত, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। উভয়বিধ ব্যাখ্যারই মূল বিষয় সমান। একটীতে প্রার্থনা অন্যটীতে নিত্যসত্য খ্যাপন করা হইয়াছে—এই মাত্র বিশেষ॥ (৪অ—৯খ—১দ—৬সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দশাধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়গান একটী। উহার নাম—"বাজিনাং সাম।"

সপ্তমং সাম।

১ ৩ক ২র ৩ ২৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ক ঈং ব্যক্তা নরঃ সনীড়া রুদ্রস্য মর্য্যা অথা স্বশ্বাঃ ॥ ৭॥

গেয়-গানং।

৪৫র ৪ ৪ ২ ১ – ১
১। কঈংব্যা ৫ ক্তাঃ নরঃ সা ৩ না ড ২ ঃ। রুদ্রস্যমর্য্যা ২ ৩ ঃ।
১ ৩ ৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১
আ ২ থা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সুশা ৩ শ্বা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৭॥

৩২ ২৩৫র ৩২ ২৩র৫র ২ ১ ৭
২। কঈং ৩ ৪ ৩ বিযক্তাঃ। নরা ৩ ৪ ৩ ঃ সনীড়াঃ। রুদ্রস্যসমর্য্যা ২ ৩ঃ।
১ ৮ ৩ ৫র র২ ২ ১ ১ ১ ১ ১
আ ২ থা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সুবা ৩ শ্বা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। ৭॥

৪ ৫ ১ ১ ২ ৪ ৫ ৪৫ ১ ১ ২
৩। কাইম্‌। বিয়া ২ ৩। ঔবা ৩। আক্তাঃ। নারাঃ। সনা ২ ৩। ঔবা ৩।
৪ ৫ ৪৫ ১ ১ ১ ৪ ৫ ৪৫ ১
আইড়াঃ। রুদ্রা। স্যমা ২ ৩। ঔবা ৩। আর্য্যাঃ। আথা। সুবা
১ ২ ৪ ৫ ৪
২ ৩। ঔবা ৩। আশ্বাঃ। হো ৫ ই ডা। ৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরঃ' (সৎকর্ম্মণাং নেতারঃ) 'সনীড়াঃ' (সমানৌকসঃ, জগতঃ আশ্রয়ভূতাঃ) 'রুদ্রস্য মর্য্যাঃ' (সংসারসংগ্রামে রুদ্রভাবস্য মারকাঃ, মৃত্যুভয়াপহারকাঃ) 'অথা' (অপিচ) 'স্বশ্বাঃ' (শ্রেষ্ঠজ্ঞানপ্রাপকাঃ, প্রজ্ঞান-স্বরূপাঃ) 'ঈং' (ইমং, এবম্ভূতাঃ) 'কে' 'ব্যক্তাঃ' (কান্তিযুক্তাঃ, জ্যোতিরূপেণ প্রকাশিতাঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ। কঃ সঃ পরমপুরুষঃ ইতি জিজ্ঞাসামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ; ভগবান্‌ হি কেবলং সর্ব্বগুণাকরঃ ইতি ভাবঃ। (৪অ ২খ ৯দ—৭সা)।

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মের নেতা, জগতের আশ্রয়ভূত, সংসার-সংগ্রামে রুদ্রভাবের বিনাশকারী অর্থাৎ মৃত্যুভয়াপহারক এবং শ্রেষ্ঠজ্ঞানপ্রাপক প্রজ্ঞানস্বরূপ,

এবম্ভূত কাহারা জ্যোতিঃরূপে প্রকাশিত হয়েন? (কে সেই পরম-পুরুষ? মন্ত্রটী এবম্বিধ জিজ্ঞাসামূলক); ভাব এই যে,—একমাত্র ভগবানই সকল গুণের আকর।)। (৪অ—৯খ—৯দ—৭সা।)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। সপ্তমং সামং। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। 'ব্যক্তাঃ' কান্তিযুক্তাঃ 'নরঃ' নেতারঃ 'সনীড়াঃ' সমানৌকসঃ 'রুদ্রস্য' রোদনশীলস্য এতৎসংজ্ঞকস্য 'মর্য্যাঃ' মর্য্যোভ্যঃ নৃভাঃ হিতাঃ অথাপি চ 'স্বশ্বাঃ' শোভনবাহাঃ 'ইমং' এবম্ভূতাঃ 'কে' ভবন্তি রূপাতিশয়াৎ ঋষিঃ আশ্চর্য্যোণাহেতি। (৪অ ৯খ—৯দ—৭সা)॥

• • •

সপ্তম (৪৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

মানুষের অন্তরে যে জিজ্ঞাসা আছে, য জিজ্ঞাসা না থাকিলে মানুষ প্রকৃত ভাবে মানুষ হইত না, যে জিজ্ঞাসার জন্য মানুষ আপনার জীবনের চরমসম্পৎলাভ করিতে পারে, সেই জিজ্ঞাসাই এই মন্ত্রে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে নানাবিধ বিভিন্নমুখী ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে থাকিয়া মানুষ যখন বিহ্বল হইয়া পড়ে, তখন তাহার অন্তর হইতে প্রশ্ন উঠে—'ওগো তুমি কে? অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতিঃ বিকীরণ কর—তুমি কে? মাতার স্নেহে বিগলিত হইয়া যাও, পিতার শাসনে রক্ষা কর,—তুমি কে? ওগো, আমায় বলিয়া দাও,—তুমি কে এই নব বসন্তের মৃদুমন্দ মলয় পবনে প্রাণে আনন্দলহরী তুলিয়া দাও; আবার প্রলয়ঙ্কর ঝড় ঝঞ্ঝাবাতে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার কর? বিশ্বের নিখিল সৌন্দর্য্যে যাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়, শিশুর হাসি, জননীর চুম্বন যে স্বর্গীয় মাধুর্য্য-লহরী তুলিয়া দেয়, সেই সৌন্দর্য্য ও সেই মাধুর্য্যের মূলে তুমি কে গো?

এই বিশাল ধরণী, তাহার মনোমোহিনী শ্যামলতায়, কাহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে? বিশাল মহাসমুদ্রের রজতশুভ্র লহর-মালায় কাহার মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ, কাহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে? অনাদি কাল অনন্ত গগন—কাহার মহিমা ব্যক্ত করে? কে সেই মহান দেবতা যাঁহাতে জগৎ বিধৃত হইয়া আছে? 'তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং'—কে সেই জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরম দেবতা? ওগো, জ্ঞান-স্বরূপ তুমি কে?

জ্ঞানস্বরূপ সেই পরম দেবতার স্বরূপ জিজ্ঞাসাই এই মন্ত্রে দেখিতে পাই মানুষ অনাদিকাল হইতে এই প্রশ্ন করিয়া আসিতেছে। বেদের অন্যত্রও (ঋগ্বেদ, ১ম - ১২১সূ) এই প্রশ্নই দেখিতে পাই "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"?

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে—ভগবানের স্বরূপ-বর্ণনা করিয়া আবার তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন কেন? তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ জগতের আশ্রয়ভূত বলা হইয়াছে। তথাপি এরূপ জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য কি?

কিন্তু তাঁহার স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে কি বর্ণনা করা হইয়াছে, অথবা বর্ণনা করা সম্ভবপর? অনন্ত অসীম তিনি। তাঁহার সম্বন্ধে মানবমন যতটুকু ধারণা করিতে পারিয়াছে, ততটুকু বলিয়াছে—কিন্তু তাহাতে তো অনন্তের পরিচয় পাওয়া যায় না! সেই অসীমের কৃপা না হইলে সসীম ক্ষুদ্র মানুষ, তো তাঁহাকে জানিতে পারে না! তাই তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা হইতেছে—ওগো তুমি কে? (৪অ ১খ—১দ-৭সা)। *

— • —

অষ্টম সাম।

১ ৩ ২৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২
অগ্নে তমদ্যাশ্বং ন স্তোমৈঃ ক্রতুং ন

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ভদ্রং হৃদিস্পৃশং।

৩ ১ ২ ৩ ১ ১
ঋধ্যামা ত ওহৈঃ ॥ ৮ ॥

• • •

গেয়-গানং।

২ র ৪ ৫ ২ ১র ১ ১ ১ ২ ১
১। অগ্নে ত মাদ্যা। অশ্বন্নস্তোমাইঃ। ক্রতুন্না ৩ ভা দ্রা ২ ম্। হার্দ্দিস্পৃশাম্।

২ ১ ৪ ৩ ৫ র র ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
ঋদ্ধ্যা ২ মা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তওহো ২ ৩ ৪ ৫ ই ঃ ॥ ৮ ॥

• • •

৫ র ১ ২ ৩ ৫ ২ ১র ২
২। অগ্নে। হো ৩ ৪ ৩ ই। তমদ্য। অশ্বন্নস্তোমাইঃ। ক্রতুন্না ৩

১ — ১ ২ ১ ২ ২ ১ ৪ ৩
ভাদ্রা ২ ম্। হার্দ্দা ৩ ওই। স্পৃশাম্। ঋদ্ধ্যা ২ মা ২ ৩ ৪

৫ র র ২ ২র ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। ত ওহা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৮ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডল ষট্‌চত্বারিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। উহাদের নাম—"ঐকং সাম" "বৈকং সাম" "নিকং সাম"।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) 'অশ্বং ন' (ক্ষিপ্রগমনশীলং, যদ্বা ক্ষিপ্রং ভগবন্তং প্রাপয়িত্রী জ্ঞানভক্তী ইব) 'ভদ্রং' (কল্যাণদায়কং, দীপ্তিমন্তং ইত্যর্থঃ) তথা 'ক্রতুং ন' (সদ্ভাবপ্রাপকং সৎকর্ম্ম ইব) 'হৃদিস্পৃশং' (অতিশয়েন প্রিয়তমং) 'ত্বং' (ত্বাং) 'অদ্য' (অস্মিন্দিনে, কর্ম্মণি বা, সদৈব ইত্যর্থঃ) 'ওহৈঃ' (ভগবৎপ্রাপকৈঃ) 'স্তোমৈঃ' (স্তোত্রৈঃ) 'ঋধ্যাম' (আরাধয়েম) বয়ং ইতি শেষঃ। বয়ং নিত্যকালং সর্ব্বতোভাবেন ভগবদনুসারিণঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ॥ (৪অ—৯খ—৯দ—৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব! ক্ষিপ্রগমনশীল অথবা সত্বর ভগবৎপ্রাপক জ্ঞানভক্তির ন্যায় কল্যাণদায়ক অথবা দীপ্তিমন্ত এবং সদ্ভাবপ্রাপক সৎকর্ম্মের ন্যায় অতিশয় প্রিয়তম তোমাকে আমরা সদাকাল ভগবৎপ্রাপক স্তোত্রের দ্বারা যেন আরাধনা করি। (ভাব এই যে,—আমরা সদাকাল সর্ব্বতোভাবে যেন ভগবদনুসারী হই।)॥ (৪অ—৯খ—৯দ—৮সা)॥

* *

সায়ণ-ভাষ্যং। অষ্টমং সাম। বামদেব ঋষিঃ। হে 'অগ্নে'! 'অদ্য' অস্মিন্দিনে বয়মৃত্বিগাদয়ঃ 'ওহৈঃ' ইন্দ্রাদিপ্রাপকৈঃ 'স্তোমৈঃ' স্তোত্রসমূহৈঃ 'তং' প্রসিদ্ধং ত্বাং 'ঋধ্যাম' সমৰ্দ্ধয়ামঃ। কীদৃশং ত্বাং? 'অশ্বং ন' বোঢ়ারমশ্বমিব তথা 'হবিষঃ' বাহকং। 'ক্রতুং ন' কর্ত্তারমিব উপকারিণমিত্যর্থঃ। তথা 'ভদ্রং' ভজনীয়ং 'হৃদিস্পৃশং' হৃদয়ঙ্গমং অতিশয়েন প্রিয়ং ইত্যর্থঃ॥৮॥

* * *

অষ্টম (৪৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——:§০§:——

জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিন পন্থার অনুসরণে ভগবানের চরণে পৌঁছান যায়। জ্ঞান মার্গের অনুসরণে সাধক ভগবানের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে পারেন। তাই শ্রুতি বলিতেছেন,—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্ম হয়েন। সসীমকে ছাড়াইয়া অসীমের রাজ্যে না পৌঁছাইলে, সান্তের মধ্যে অনন্তের বিকাশ সাধন করিতে না পারিলে, সেই অসীম অনন্তকে জানিতে পারা যায় না। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে অনন্তের বিকাশ হইয়াছে—তিনি ব্রহ্ম হইয়াছেন।

কর্ম্মের সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে। কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্ম বন্ধন ছিন্ন হয়। কর্ম্ম-মার্গের অনুসরণে সাধকের হৃদয় হইতে পাপ মলিনতা দূর হইলে ক্রমশঃ ভগবানের দিব্য-জ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। সেই জ্যোতিঃ-বলে তিনি অভীষ্টলাভে সমর্থ হয়েন।

প্রার্থনার দ্বারা এবং ভক্তির সাহায্যেও সাধক ভগবানের চরণে পৌঁছিতে পারেন। এই ত্রিবিধ উপায়ে মুক্তি লাভ হয়, মন্ত্র উপমাচ্ছলে তাহাই খ্যাপন করিতেছেন। অবশ্য,

এই ত্রিবিধ মার্গই পরস্পর হইতে একান্ত ভাবে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটী অন্যটীর সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। মন্ত্রে তাহারও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। (৪অ—৯খ - ৯দ - ৮সা)॥ *

—— • ——

নবমং সাম।

৩ ১ ২ ৩   ১   ২র   ৩ ১ ২
আবির্ম্মর্য্যা আ বাজং বাজিনঃ অগ্মং

৩ ১ ২   ৩ ২   ৩ ২
দেবস্য সবিতুঃ সবং।

৩ ১   ২
স্বর্গাং অর্ব্বন্তঃ জয়ত ॥ ৯ ॥

গেয়-গানং।

২র ১   ৫   ১র র   র   র   ২র ১ ২
আবির্ম্মা ২ ৩ ৪ র্য্যাঃ। আবাজংবাজিনোঅগ্মান্। দেবস্যস।

২র ১   ৫   ১   ৭
বিতুঃ সা ২ ৩ ৪ বাম্। স্বর্গা৮ অর্ব্বা ২ ৩ ৪ ৫ স্তা ৬ ৫

১   ১ ১ ১ ১
৬ঃ। জয়তা ২ ৩ ৪ ৫ । ৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আবিঃ' (প্রকাশমানাঃ, দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্নাঃ) 'মর্য্যাঃ' (লোকহিতকারকাঃ) 'বাজিনঃ' (সৎকর্ম্মসাধকাঃ, ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ) 'সবিতুঃ (জগৎকারণস্য পরিত্রাণকারকস্য দেবস্য) অনুগ্রহেণ ইতিযাবৎ, 'সবং' (সত্ত্বভাবং) তথা 'বাজং' (সৎকর্ম্ম, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) 'অগ্মন্' (প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ); অতঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'স্বর্গং' (দ্যুলোকং, দেবভাবং ইত্যর্থঃ) তথা 'অর্ব্বন্তঃ' (জ্ঞানকিরণানি, জ্ঞানং) 'জয়ত' (জয়ং কুরুত, লভত); ভগবৎপরায়ণঃ জনঃ পরাজ্ঞানং তথা সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং লভতে—ইতি ভাবঃ॥ (৪অ - ৯খ ৯দ—৯সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন লোকহিতকারক ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি জগৎকারণ পরিত্রাণকারক দেবতার অনুগ্রহে সত্ত্বভাব এবং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রাপ্ত হয়েন; অতএব হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! দেবভাব এবং জ্ঞান লাভ

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের দশম সূক্তের প্রথমা ঋক (তৃতীয় অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। উহাদের নাম—"আপে যে।",

কর; (ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ জন পরাজ্ঞান এবং সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য লাভ করেন।)॥ (৪গ—৯খ—৯দ—৯গা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। নবমং সাম। বাজিনাং স্তুতিঃ। 'মর্য্যাঃ' মনুষ্যেভ্যঃ হিতাঃ 'আবিঃ' প্রকাশমানাঃ 'বাজিনঃ' দেব-বিশেষাঃ বাজিন-ভাজঃ 'সবিতুঃ' প্রেরকস্য দেবস্য 'সবং' অভিষোতব্যং 'বাজং' অন্নরূপং সোমং 'গমন্' অগমন্। ততঃ হে যজমানাঃ! 'স্বর্গং' 'জয়ত' তথা 'অর্ব্বন্তঃ' অর্ব্বতোঽশ্বান্ জয়ত॥ (৪অ—৯থ—৯দ—৯সা)॥

• • •

নবম (৪৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——§:•:§——

যিনি ভগবৎপরায়ণ, তাঁহার হৃদয়ে ভগবানের কৃপায় বিশুদ্ধসত্ত্বভাব উপজিত হয়। ভগবদারাধনার পথে চলিতে চলিতে তিনি আপনার কর্ত্তব্য অনায়াসেই নির্দ্ধারিত করিতে পারেন। তিনি স্বতঃই বুঝিতে পারেন যে, সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা তিনি আপনার অভীষ্টলাভে সমর্থ হইবেন। সুতরাং সৎকর্ম্মে সচ্চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। ভগবান ও সাধককে তাঁহার গন্তব্যপথে চলিবার উপযোগী শক্তি প্রদান করেন।

'স্বর্গং' পদে আমরা 'দেবভাবং অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে শব্দগত পার্থক্যব্যতীত ভাষ্যের সহিত অন্য কোনও পার্থক্য ঘটে নাই। 'স্বর্গং জয়ত'—স্বর্গজয় কর,—ইহার সঙ্গতার্থ এই যে, স্বর্গলাভের উপযোগী দেবভাব হৃদয়ে সঞ্চার কর। নতুবা স্বর্গ একটা রাজ্য নয় যে, সসৈন্যে আক্রমণ করিয়া জয় করিতে হইবে। 'সবং' পদে আমরা সত্ত্বভাবং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'সব' শব্দের আভিধানিক অর্থ যজ্ঞে প্রস্তুত 'আসব' 'সোম'। এই পদ সমূহে যে সত্ত্বভাবকে লক্ষ্য করে, তাহা বহুত্র আলোচনা করা হইয়াছে।

——•——

দশমং সাম।

১২ ৩ ১ ২৩২ ৩১
পবস্ব সোম দ্যুম্নী সুধারঃ মহাং
২র ৩ ১ ২ ৩ ২
অবীনামনু পূর্ব্ব্যঃ॥ ১০॥

* * *

গেয়-গানং।

৪৫ র ৪ ৩ ২ ২৩র৫ ১ ২র ১র
পাবস্বসোমা। দ্যুম্নী ৩ ৪ ২ সুধারঃ। মাহাং অবীনাম্।
১ ২র ৩ ২
অনুপ। র্ব্বিয়ো ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ১০॥

---

* এই সাম মন্ত্রটির গেয়গান একটী। উহার নাম 'বাজিনাং সাম।'

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'দ্যুম্নী' (দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্নঃ) 'সুধারঃ' (শোভনধারাযুক্তঃ, সন্মার্গপ্রদর্শকঃ ইত্যর্থঃ) 'মহান' (মহত্বযুক্তঃ, মহত্বপ্রাপকঃ) 'পূর্ব্যঃ' (পুরাতনঃ, অনাদিঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'অবীনাং অনু' (বায়ুবেগেন, শীঘ্রং) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি উপজায়স্ব ইত্যর্থঃ); বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি—ইতি ভাবঃ। (৪অ—৯খ—৯দ—১০সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন সন্মার্গপ্রদর্শক মহত্ত্বপ্রাপক অনাদি তুমি শীঘ্র আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হও। (ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই।)॥ (৪অ—৯খ—৯দ—১০সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। দশমং সাম। ঐশ্বরয়োদ্ধিষ্ণ্যা ঋষয়ঃ। হে 'সোম'! 'দ্যুম্নী' দ্যুম্নং দ্যোততেঃ, যশঃ বান্নং বেতি যাস্কঃ (নি০ ৫।৫), অন্নবান্ যশস্বী বা। 'সুধারঃ' শোভনধারাযুক্তঃ 'পূর্ব্যঃ' পুরাতনঃ 'মহান' ত্বং 'অবীনাং' রোমণাং রোমভ্যঃ সকাশাৎ 'অনু' অনুক্রমেণ 'পবস্ব' ক্ষর॥ (৪অ—৯খ—৯দ—১০সা)॥

• • •

দশম (৪৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।*

এই মন্ত্রের মধ্যে পরোক্ষভাবে প্রার্থনা আছে—সে প্রার্থনা সত্ত্বভাব লাভের জন্য। সত্ত্বভাব অনাদি। অনন্ত ভগবানের সত্যাসঙ্গী বলিয়া সত্ত্বভাবও অনাদি। ভগবান্ সত্ত্বভাবময়। সুতরাং ভগবানের অনাদি অনন্তত্ব তাঁহার গুণ সত্ত্বভাবের প্রতিও প্রযোজ্য।

সত্ত্বভাব সৎপথপ্রদর্শক; 'সুধারঃ'—সুন্দর ধারায় যাহা চলে। হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হইলে, মানুষ সত্ত্বভাব প্রভাবে সৎপথে চলে, সত্ত্বভাবই তাঁহার স্বর্গপথ-প্রদর্শক হয়। তাই সত্ত্বভাবকে 'সুধারঃ' সৎপথপ্রদর্শক বলা হইয়াছে।

'অবীনাং অনু' পদদ্বয়ে 'বায়ুবেগেন' শীঘ্রং অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যে 'সোম' পদে সোমরস নামক মস্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া 'অবীনাং অনু' পদদ্বয়ে "রোমেভ্যঃ সকাশাৎ অনুক্রমেণ" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'সোম' পদে আমরা 'সত্ত্বভাব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অবী' শব্দে শীঘ্র গমন, বায়ু প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। তাই 'অবীনাং অনু' পদদ্বয়ে আমরা বায়ুবেগেন অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৪অ ৯খ—৯দ—১০সা)। •

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবোত্তরশতাধিক সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গানে একটী। উহার নাম—"পবিত্রং।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

——.:: * ::.——

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

—— * ——

ঐন্দ্রপর্ব্ব। চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

দশমঃ খণ্ডঃ। দশমী দশতি।

• • •

দশমী দশতি।

— • —

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩

বিশ্বতোদাবন্ বিশ্বতো ন আ ভর

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যং ত্বা শবিষ্ঠমীমহে॥ ১॥

• • •

গেয়-গানং।

৫ র ২র ১ ২ ২ ২^

১। বিশ্বতোহাউ। দাবাম্বশ্বতোনাঃ। ও৩। হা। ও২৩৪

৫ ২র ২র ১ ২ ১২র১ ২১

হায়ি। আ। ভরা। ভা২৩রা। পীত্বাশাবিষ্ঠমায়ি।

১ ১র ৩র ৫ ২রর৩র২

মাহা। ঔহো২৩৪বা। ঐহীয়ৈহীহ ১॥ ১॥

• • •

৪ ৫ র র ৪ ৫র ৪ ২ র ১ ২ ১ ২ ১ ২
২। বিশ্বতোদাবন্বিশ্বতোনআ। ভরা। ভা২৩রা। যাংত্বাশবিষ্ঠ-

১ ১ ১ ২ ৪ ৫
মায়িম। হা। ঔ৩হোবা। হোহ৫ই। ডা॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বতোদাবন্' (সর্ব্বত্র দানবন্, পরমদাতঃ হে দেব) ত্বং 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতঃ, সর্ব্বপ্রকারেণ ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'আ ভর' (প্রযচ্ছ) সর্ব্বাভীষ্টং ইতি যাবৎ; কিঞ্চ, 'শবিষ্ঠং' (বলবন্তং, সর্ব্বশক্তিমন্তং। 'ত্বা' (ত্বাং, ত্বামেব ইত্যর্থঃ) 'যং' (পরমধনং ইতি ভাবঃ) 'ঈমহে' (প্রার্থয়ামঃ,—বয়ং ইতি শেষঃ) হে ভগবন! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪অ—১০খ—১০দ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমদাতা হে দেব! আপনি সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগকে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করুন; (কেন না) সর্ব্বশক্তিমান্ আপনারই নিকটে আমরা পরমধন প্রার্থনা করিতেছি; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন! কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (৪অ—১০খ—১০দ—১সা)॥

• * *

সায়ণ-ভাষ্যং। প্রথমং সাম। ঐন্দ্রী। হে 'বিশ্বতোদাবন্' সর্ব্বতশ্ছেদনবন্ সর্ব্বত্র দানবন্ বা ইন্দ্র! স ত্বং 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ 'নঃ' অস্মভ্যং অভীষ্টং 'আভর' আহর। কিঞ্চ। 'শবিষ্ঠং' অতিশয়েন বলবন্তং 'যং' ত্বাং 'ঈমহে' অভীষ্টং যাচামহে। (৪অ—১০খ—১০দ—১সা)॥

• • •

প্রথম (৪৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ।:§•§।: ——

পরমদাতা ভগবান্। তাঁহার অফুরন্ত অনন্ত ভাণ্ডার হইতে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ পরমধন অবিশ্রান্ত-ধারায় ক্ষরিত হইতেছে। সেই কল্পতরু-মূলে মানব আপনার প্রার্থনা জানায়। যিনি ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা করেন, তাঁহার প্রার্থনা বিফল হয় না। তাই মানুষ তাহার যাহা কিছু প্রার্থনীয় আকাঙ্ক্ষণীয়, সমস্তই সেই পরমদেবতার চরণে নিবেদন করে; প্রার্থনা জানায়,—"হে ভগবন্! হে অদ্বিতীয়! হে পরমধনদাতা! আমাদিগকে আমাদের জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষণীয়, সেই পরম বস্তু দান করুন্ যাহা পাইলে জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়। আপনি ভিন্ন আর কাহার নিকট চাহিব? আপনি ভিন্ন আপনার এই নিঃস্ব হতভাগ্য সন্তানের মর্ম্মকথা কে বুঝিবে? তাই আপনার চরণেই নিবে-

করিতেছি প্রভু! আমাদিগের নিজের সাধ্য নাই যে, তোমার কৃপা ব্যতীত লক্ষ্য সাধনের পথে অগ্রসর হইতে পারি।"

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য হয় নাই, যাহা সামান্য অনৈক্য আছে তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও সায়ণ-ভাষ্য একত্র পাঠ করিলেই উপলব্ধ হইবে॥ (৪অ-১০খ-১০দ—১সা)॥

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

৩২ ৩২উ ৩ ২৩ ২ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ২

এষ ব্রহ্মা য ঋত্বিয় ইন্দ্রো নাম শ্রুতো গৃণে॥ ২॥

• • •

গেয়-গানং।

৪৫ ১ র ২ ২ ২৩২ ১

১। এষাঃ। ব্রহ্মায় আ ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। ঋিয়আ। আ ২ ৩

২ ১ ২ ২ ২৩২

য়িন্দ্রাঃ। নামশ্রুতা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। গৃণআ॥ ২॥

• • •

৪৫৪৫ ১ — ১ — ২১ ২ ১২ ১

২। এষাএষাঃ। ব্রাহ্মা ২ ব্রাহ্মা ২। যঋত্বিয়োবা। ওবা। আয়িন্দ্রা

— ১ — ১র ২ ১২ ২১

২ আয়িন্দ্রা ২ ঃ। নাংশ্রুতোবা। ওবা। গৃণা।

২ ৪৫ ৪

ঔ ৩ হোবা। হোঽ ৫ ই। ডা॥ ২॥

• • •

৪৫ ৪ ৪৫ ১২র১ ৭ — ১ ২

৩। এষাঃ। ও। ওবা। ব্রহ্মায়াঃ। ঋত্বিয়া ২ ঃ। আয়িন্দ্রো

২ ২ ২ ১ ২ ২১ ২

৩ হা ৩ য়ি। না ৩ মা। শ্রু ২ ৩ তো। গৃণা। ঔ ৩

৪৫ ৭

হোবা। হোঽ ৫ ই। ডা॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রের দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম—"আভরে দ্বে।"

৪, ৫ ২ ৫ ২র ১ ২ ৩
৪। ও ০ হা ৩ ৪ ৩। ও ৩ ৪ হা। এষাব্রাহ্মা ৩ ৪ ৩। যা ৩

৫ ৪ ২ ২ ২ ৫ ২ ১ ২
৪ঃ। ঋস্থিয়াঃ। ও ৩ হা ৩ ৪ ৩। ও ৩ ৪ হা। ইন্দ্রোনামা

১ ৫ ৪ ২ ২ ২
৩ ৪ শ্রু ৩ ৪। তোগৃণাষি। ও ৩ হা ৩ ৪ ৩। ও ৩

১ ১ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
৪ ৫ হা ৬ ৫ ৬। এ ৩। সুবর্ব্বিতে ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ২ ॥

* * *

২৮ ১ র ২র ১ ১ র ১র র ২র ১র ২
৫। এষব্রহ্মোগে। যাঋত্বিয়াঃ। ইন্দ্রোনামোহো। শ্রুতোগৃণা

২ ২
৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান) 'ঋত্বিয়ঃ' (সত্যস্বরূপঃ) যঃ 'ব্রহ্মা' (লোকানাং বিধাতা, অভীষ্টানাং পূরয়িতা ইত্যর্থঃ) যঃ 'নামশ্রুতঃ' (স্বনামপ্রসিদ্ধঃ, বিশ্ববিশ্রুত ইতি ভাবঃ); 'এষঃ' (অকৃতিনাং উদ্ধারকঃ) তং ভগবন্তং 'গৃণে' (আরাধয়ামি, অহমিতি শেষঃ)। অহং ভগবদনুসারিন্ ভবেয়ং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪অ—১০খ—১০দ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালী যে ভগবান সত্যস্বরূপ, যিনি লোকসমূহের বিধাতা অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্টপূরয়িতা, যিনি বিশ্ববিশ্রুত, অকৃতজনের উদ্ধারকর্ত্তা সেই ভগবানকে যেন আরাধনা করি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবদনুসারী হই।) ॥ (৪অ—১০খ—১০দ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। দ্বিতীয়ং সাম। ঐন্দ্রী। 'ঋত্বিয়ঃ' ঋতৌ বসন্তাদিসময়ে ভবঃ 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'নামশ্রুতঃ' বিশ্রুতঃ 'এষঃ' 'ব্রহ্মা' স্তোতৃণামভীষ্টস্য বর্দ্ধয়িতা তমহং 'গৃণে' স্তৌমি ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (৪৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—— †:*:† ——

ভগবান্ সত্য-স্বরূপ। তিনিই একমাত্র সত্য। জগতে যাহা কিছু সত্য আছে, তাহা তাঁহারই প্রকাশ। মানুষের অন্তরে যে সত্যের বিকাশ হয়, তদ্দ্বারা ভগবানের সত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যের ভিতর দিয়াই মানুষের সহিত ভগবানের মিলন সাধিত হয়। তিনি 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং।' তিনি 'সৎ'—তিনি আছেন। যাহা সত্য, যাহা নিত্য, তাহাই প্রকৃতভাবে বর্ত্তমান থাকে। সত্যের দ্বারাই এই নিত্যত্ব ও অবিনশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হয়।

ভগবানই সমস্ত লোককে পরিচালনা করেন। তাঁহার কৃপাতেই জগৎ চলে, তাঁহাতেই জগৎ বিধৃত আছে। তাঁহার বিধানেই চন্দ্রসূর্য্য আলোক বিকীরণ করে, মেঘ বারি বর্ষণ করে। জগতের যাবতীয় বিধানের মূলেই আছেন—তিনি।

সাধারণ জীবের নিকট ভগবানের নামই প্রসিদ্ধ। ঐ নামের মধ্য দিয়াই 'নামিন্' মানুষকে দেখা দেন। নামই ভগবানের বাঙ্ময় প্রতীক। তাই ভক্ত বলেন—

'যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি॥'

ভগবানের উপাসনার প্রধান একটী অঙ্গ—নাম জপ। নামের পিছনে থাকেন—সেই নামধারী, যিনি সকল নাম-রূপের অতীত।

মানুষ আপনার সাধনার সুবিধার জন্য, সেই অচিন্তনীয়কে চিন্তা করিবার জন্য, ভগবানের নামরূপের সাহায্য গ্রহণ করে মানুষ যে ভাবে, সেই অনন্তকে আপনার সান্ত জ্ঞান ও শক্তির মধ্যে পাইতে চায়, সেই ভাবেই সে ভগবানের নাম ও রূপের সাহায্য লয়; আর, পতিতপাবন দয়াল প্রভুও তাঁহার উপাসকগণের মঙ্গলের জন্য সেই নাম ও রূপ অঙ্গীকার করেন। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে সসীম সান্ত মানুষ সেই অসীম অনন্তকে ধরিতে পারিত না, ধরিবার চেষ্টা করিবারও উপায় থাকিত না। তিনিই দয়া করে নামরূপের মধ্য দিয়া আপনাকে ধরা দিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ এখানে একটী বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল। জগতের সমস্ত ধর্ম্মই ভগবানের নামের সাহায্যে অর্থাৎ বাঙ্ময় প্রতীকের সাহায্যে উপাসনা করেন। হিন্দু-ধর্ম্ম নিম্নাধিকারীর জন্য মৃণ্ময় প্রতীকের সাহায্যে উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নামের সাহায্যের সঙ্গে যাহাতে মানুষ রূপের সাহায্যও পাইতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া জগতের সকলকেই ভগবদারাধনার সুযোগ দিয়াছেন। যাঁহারা রূপের সাহায্য নেওয়াকে,—মৃণ্ময় প্রতীকোপাসনাকে অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা নামের সাহায্য গ্রহণ করেন কিরূপে? বস্তুতঃ এই নামরূপের সাহায্যে ভগবানের আরাধনার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া, আপামর সাধারণ সকলকে ঈশ্বরারাধনার সুযোগ দিয়া, হিন্দুধর্ম্ম নিজের মহত্ত্ব ও দূর-দর্শিতারই পরিচয় দিতেছেন। (৪অ—১০খ—১০দ—২সা। *

---

* এই সাম-মন্ত্রের গেয়গান পাঁচটী। উহাদের নাম - "বাস্তমন্দে দ্বে," এবং "কাবষ্যাণ ত্রীণি।"

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ব্রহ্মাণ ইন্দ্রং মহয়ন্তো

৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অর্কৈরবর্দ্ধয়ন্নহয়ে হন্তবা উ॥ ৩॥

• • •

গেয়-গানং।

৫ র ২ ১ ১ — ১ ^ ৩
১। ওম্। হাউস্বরতা। ব্রহ্মাণা ২ ঃ। ইন্দ্রম্। আমহয়া ২ স্তো ২

১ ১ — ২ ২ র ^ ২ ৫
৩ ৪ কৈঃ। অবা ২ র্দ্ধয়ান্। অহয়ে ২। তবা ২ ৩ ৪ ৫ ম্নি। উ

২র ১ ১ ১ ১ ১
৬ ৫ ৬। শ্লোকয়তা ২ ৩ ৪ ৫॥ ৩॥

• • •

৫র ৫ ২ ১ —র ২ ১
২। হাউ। অভী। স্বরতা। ব্রহ্মাণআয়িন্দ্রা ২ ম্। মহয়া

— ৩ ৫ ২ ১ — ২ র ১
২ স্তো ২ ৩ ৪। কৈঃ। অবর্দ্ধায়া ২ ন্। অহ৹য়হন্তবা

৪ ৫
২ ৩ ৪ ৫ উ ৬ ৫ ৬। শ্লো ২ ৩ ৪ কাঃ॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অহয়ে' (সর্পপ্রকৃতয়ে পাপায়, সর্পপ্রকৃতিং রিপুং ইত্যর্থঃ) 'হন্তবা' (হন্তুং, বিনাশিতুং) 'মহয়ন্তঃ' (পূজয়ন্তঃ, সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ইত্যর্থঃ) 'ব্রহ্মাণ.' (তত্ত্বদর্শিনঃ সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'অর্কৈঃ' (স্তোত্রৈঃ) 'ইন্দ্রং' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং) 'উ' (এব) 'অবর্দ্ধয়ন্' (বর্দ্ধয়ন্তি, প্রীতং কুর্ব্বন্তি, আরাধয়ন্তি ইত্যর্থঃ); রিপুনাশায় সাধকাঃ ভগবন্তং আরাধয়ন্তি— ইতি ভাবঃ॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৩সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সর্পপ্রকৃতি রিপুকে বিনাশ করিবার জন্য সৎকর্ম্মপরায়ণ তত্ত্বদর্শী সাধকগণ স্তোত্রসমূহের দ্বারা পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবতাকেই আরাধনা করেন। (ভাব এই যে,—রিপুনাশের জন্য সাধকগণ ভগবানের আরাধনা করেন।)॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং —তৃতীয়ং সাম। অসদস্যু ঋষিঃ। 'অহয়ে' বৃত্রায় ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাৎ হনন ক্রিয়ায়াং বৃত্রস্য সম্প্রদানসংজ্ঞা। 'বৃত্রহন্তবৈ' তুমর্থে সেংসেনিতি (৩।৪।৯) তবৈ প্রত্যয়ঃ; হন্তুঃ 'অর্কৈঃ' অর্চ্চনীয়ৈঃ স্তোত্রৈঃ মন্ত্রৈঃ হবির্লক্ষণৈরন্নৈর্বা 'মহয়ন্তঃ' পূজয়ন্তঃ ব্রহ্মণঃ' ব্রহ্মণাঃ ইন্দ্রং অবর্দ্ধয়ন্ বর্দ্ধয়ন্তি প্রীতং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ॥ ৩॥

* *

তৃতীয় (৪৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—•:‡:‡:•—

পাপকবল হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ভগবানের শরণাপন্ন হইতে হয়। 'রামনামে ভূত পলায়'—এ বাক্যটী বর্ণে বর্ণে সত্য। ভগবানের আবির্ভাব যেখানে, যেখানে তাঁহার নামগান হয়, সেখানে পাপ তিষ্ঠিতে পারে না। আলোকের আবির্ভাবে যেমন অন্ধকার পলায়ন করে, তেমনি ভগবন্মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে পাপ দূরে পলায়ন করে। যিনি ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহার হৃদয়ে রিপুগণ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না—তিনি পাপের আক্রমণ হইতে নিস্তার লাভ করেন। তাই যখনই মানুষ রিপুগণের আক্রমণে বিব্রত হইয়া পড়ে, যখনই দেখে যে সে আর নিজে রিপুসমূহের সহিত সংগ্রামে পারিয়া উঠিতেছে না, তখনই সেই বিপদভঞ্জন পরমদেবতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাঁহার ধ্যানে তাঁহার চিন্তনে মন উন্নত পবিত্র হয়, পঙ্কিলতা দূরে যায়। সুতরাং সাধক রিপুগণের আক্রমণের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত করেন। তাই রিপুনাশের জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করা হয়।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রস্থিত 'ব্রহ্মাণঃ' পদের 'ব্রহ্মণাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা 'ব্রহ্মাণঃ' পদে 'তত্ত্বদর্শিনঃ সাধকাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'ব্রহ্মং জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ'—এই অর্থে এখানে 'ব্রাহ্মণ' শব্দ গ্রহণ করিলে আমাদের সঙ্গে কোনও পার্থক্য থাকে না। নতুবা 'ব্রাহ্মণ জাতি' অর্থ গ্রহণ করিলে বেদার্থের সঙ্কীর্ণতা সাধন করা হয়। বিশেষতঃ, বেদে 'ব্রহ্মন' 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি শব্দ প্রার্থনা, প্রার্থনাকারী, পরমব্রহ্ম অর্থেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। (৪অ—১০খ—১০দ ৩সা)।

* এই সাম-মন্ত্রের দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম—"শ্লোকে দ্বে।"

চতুর্থং সাম।

১২ ৩ ২৩১২ ৩২৩ ১২

অনবস্তে রথমশ্বায় তক্ষুস্ত্বষ্টা বজ্রং

৩ ১২

পুরুহূত দ্যুমন্তং ॥ ৪ ॥

গেয়-গানং।

৫র ২১ ১ ২ ১২ র১২ ২র১২

হাউস্বরতা। স্বরতস্বরা২৩ তা। আনবাস্তেরথম্। শ্বায়াতাহ্ ১ ক্ষ ২৩

৫র ২ ১ ২ ১২র১২ ১ ২ ১

৪ঃ। হাউস্বরতা। স্বরতস্বরা২৩ তা। ত্বষ্টাবজ্রং পুরুহূ। তাদ্যুমাস্তা

৫র ২১১ ৩ — ৫র র

২৩৪ম্। হাউস্বরতা। স্বরতস্ব। রা২ তা২৩৪ অহোবা।

২ ১১১১

স্বরাহ্ ৩ তা২৩৪৫ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'অনব' (নরাঃ, আত্মদর্শিনঃ সাধকাঃ) 'তে' (তব সম্বন্ধিনে) 'অশ্বায়' (ব্যাপকজ্ঞানায়, পরাজ্ঞানলাভায় ইত্যর্থঃ) 'রথং' (তব সংবাহনযোগ্যং সৎকর্ম্ম, সৎকর্ম্মরূপং যানং) 'ততক্ষুঃ' (কৃতবন্তঃ, কুর্ব্বন্তি ইতি যাবৎ); অতঃ 'পুরুহূত' (সর্ব্বলোকানামারাধনীয় হে দেব) 'ত্বষ্টা' (সর্ব্বস্য কর্ত্তা, ত্রাণকারকঃ) ত্বং লোকান্ পাপাৎ রক্ষণায় 'দ্যুমন্তং' (দীপ্তিমন্তং, শক্তিমন্তং বা) 'বজ্রং' (বজ্রবৎ কঠোরং সত্ত্বাবরূপং অস্ত্রং ইতি ভাবঃ) অনয় ইতি শেষঃ। সৎকর্ম্মণা সত্ত্বজ্ঞানঃ সঞ্জায়তে, তৎজ্ঞানং লোকান্ পাপাৎ রক্ষতি সমুদ্ধারয়তি বা ইতি ভাবঃ। (৪অ—১০খ ১০দ—সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আত্মদর্শী সাধকগণ আপনার সম্বন্ধী পরাজ্ঞান-লাভের জন্য (আপনার সংবাহনযোগ্য) সৎকর্ম্মরূপ যানকে প্রস্তুত করেন। অতএব সর্ব্বলোকের আরাধনীয় হে দেব! ত্রাণকারক আপনি, লোকসমূহকে পাপ হইতে রক্ষার নিমিত্ত দীপ্তিমন্ত (শক্তিমন্ত) বজ্রবৎ কঠোর সত্ত্বাব-

রূপ অস্ত্রকে উৎপাদন করুন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা সদ্‌জ্ঞান লাভ হয়; আর সেই জ্ঞান লোকসমূহকে পাপ হইতে রক্ষা করে।)। (৪অ—১০খ—১০দ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—চতুর্থং সাম। ঐন্দ্রী। হে ইন্দ্র! 'অনবঃ' মনুষ্যাঃ 'ঋভবঃ' 'তে' ত্বৎসম্বন্ধিনে 'অশ্বায়' বাহনায় তদর্থং 'রথং' 'ততক্ষু' কৃতবন্তঃ। হে 'পুরুহূত' বহুভিরাহূতেন্দ্র! 'ত্বষ্টা' বিশ্বকর্ম্মা চ ত্বদীয়ং 'বজ্রং' 'দ্যুমন্তং' দীপ্তিমন্তমকরোৎ॥ (৪অ—১খ-১০দ-৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (৪৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ সাধনার মধ্য দিয়া মানুষ ভগবানের নিকট পৌঁছিতে পারে। সেই ত্রিবিধ সাধনা অথবা সাধনমার্গ আপাততঃ পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও এবং কোনও কোনও স্থলে বাহ্যিক বিরোধ দৃষ্ট হইলেও তাহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। সকল পথই এক লক্ষ্যের দিকে ছুটিতেছে এবং পরিশেষে ত্রিবিধ মার্গের মিলন সাধিত হইয়াছে। শুধু তাই নয়, উহাদের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে জন্য-জনয়িতা সম্বন্ধ বর্ত্তমান। একের উপস্থিতির ফলে অন্যটী আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্ম্মের সাধনে হৃদয় মন পবিত্র হইলে, হৃদয়ের আবিলতা পঙ্কিলতা দূরীভূত হইলে, মানুষের মধ্যে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকাশিত হয়। তাই বলা হইয়াছে—পরাজ্ঞান-লাভের জন্য মানুষ সৎকর্ম্মসাধন করে।

জগতের মঙ্গলের জন্য পাপবিনাশের নিমিত্ত ভগবান্ রক্ষাস্ত্র হস্তে বিরাজমান আছেন। মানুষ দুর্ব্বল, শক্তিশালী রিপুগণের আক্রমণে বিব্রত হইয়া যখন তাহারা ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন তিনি তাহাদের মঙ্গলের জন্য রিপুনাশে প্রবৃত্ত হয়েন। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে এই সত্যই পরিস্ফুট হইয়াছে। (৪অ—১০খ—১০দ—৪সা))॥

পঞ্চমং সাম।

২　৩২　৩১　২৩ ২ ৩　১　২র ৩ ১
শং পদং মঘং রয়ীষিণো ন কামমব্রতো
২　৩　১　২ ৩ ২
হিনোতি ন স্পৃশদ্রয়িম্॥ ৫॥

* * *

* এই সাম-মন্ত্রের একটী গেয়গান আছে। উহার নাম—"আগ্নেয়ৌকং।"

গেয়-গানং।

৩৮ ২৯ ৩ ৪ ৫ ২১ ২ ৪ ১ র র
ঔহোয়ি শাম্পদাম্ মঘ৺রয়াহ২৩৪য়ি। যিণাযি। নকামমব্রতো-
র ২ ২ ৪
হিনোতিনস্পৃশৎ। রয়িস্মো২৩৪৫ঙ॥৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রয়ীষিণঃ' (সৎকর্ম্মসম্পন্নাঃ, ভগবৎপ্রাপ্তিকামিনঃ ভগবদনুসারিণঃ জনাঃ) 'শং' (পরমসুখং, পরমমঙ্গলং বা) 'পদং' (পরমপদং) 'মঘং' (পরমধনং) চ লভন্তে ইতি শেষঃ; কিন্তু 'অব্রতঃ' (সৎকর্ম্মরহিতঃ, দুষ্কৃতিপরায়ণঃ জনঃ) 'কামং' (অভীষ্টং) 'ন হিনোতি' (ন লভতে) 'রয়িং' (পরমধনং চ) 'ন স্পৃশৎ' (স্পর্শিতুং ন শক্নোতি, ন প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ); সৎকর্ম্মপরায়ণঃ জনঃ মোক্ষং লভতে; সৎকর্ম্ম বিনা কোঽপি মোক্ষং লব্ধুং ন শক্নোতি—ইতি ভাবঃ। (৪অ—১০খ—১০দ—৫সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎপ্রাপ্তিকাম ভগবদনুসারী ব্যক্তিগণ পরমসুখ, পরমপদ এবং পরমধন লাভ করেন কিন্তু। সৎকর্ম্মরহিত দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি অভীষ্ট প্রাপ্ত হয় না এবং পরমধনও লাভ করে না; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করেন; সৎকর্ম্ম ভিন্ন কেহই মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না।)। (৪অ—১০খ—১০দ—৫সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—পঞ্চমং সাম। ঐন্দ্রী। 'রয়ীষিণঃ' রয়িং ধনং হবির্লক্ষণং প্রেষয়ন্তো জনাঃ 'শং' সুখং 'পদং' স্থানং 'মঘং' ধনং চ লভন্তে ইতি শেষঃ। 'অব্রতঃ' ইন্দ্রবিষয়যাগাদিকর্ম্ম-রহিতঃ পুরুষঃ 'শং' সুখাদিকং 'ন হিনোতি' ন প্রাপ্নোতি, দাতুং সমর্থো ন ভবতীত্যর্থঃ। স্বয়মপি 'কামং' অভীষ্টং 'রয়িং' রমণীয়ং ধনং 'ন স্পৃশৎ' ন স্পৃশতি। ৫।

পঞ্চম (৪৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

নিত্যসত্যজ্ঞাপক এই মন্ত্রটীতে এক মহান্ ভাব সূচিত হইয়াছে।

সৎকর্ম্মের দ্বারা পরমধন লাভ হয়। সৎকর্ম্মের দ্বারা, ভগবদারাধনার দ্বারা, মানুষ আপনাকে উন্নত করে, পবিত্র করে। কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়া ভগবানের সামীপ্য লাভ হয়। যাহারা সৎকর্ম্ম সাধনে বিমুখ তাহারা জীবনের নিম্নস্তরেই থাকিয়া যায়। প্রকৃত সুখ শান্তি কি, তাহা তাহারা জীবনে কখনও আস্বাদ করিতে পারে না।

প্রকৃত সুখ লাভ হয় সৎকর্ম্মের সাধনে। সৎস্বরূপ ভগবানের বিশ্বে সৎই জয়লাভ করে, সৎই মানুষকে পরম আনন্দ দিতে পারে। সৎস্বরূপ হইতে আসিয়াছে বলিয়া মানুষ সৎকর্ম্মের সাধনে আপনার প্রকৃতির অনুযায়ী কাজ করে; তাই তাহাতে তাহার সমস্ত সত্তা আনন্দে শিহরিয়া উঠে। মানুষ অসৎকার্য্য করে; তাহাতে কোনও সময় হয় তো ক্ষণিক সুখও পায়; কিন্তু তাহাতে তাহার প্রকৃতি সাড়া তো দেয়ই না, বরং তাহার নিজের অন্তর্সত্তা পীড়িত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ এই বিশ্বে অসতের, অমঙ্গলের, চিরদিনের জন্য স্থান হইতে পারে না। মানবের অন্তপ্রকৃতি তাহা অনুভব করে; তাই অসৎকর্ম্মজনিত ক্ষণিক উল্লাসে সে যোগ দেয় না। বরং সেই উল্লাসজনিত মত্ততা কমিয়া গেলে, মানুষের মনে যে তীব্র বেদনা জাগে, তাহা তাহার অন্তর্প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাই, প্রকৃতপক্ষে অসৎকর্ম্মের দ্বারা, অথবা সৎকর্ম্ম-বিরহিত হইয়া মানুষ প্রকৃত সুখ পায় না, পাইতে পারে না।

মানুষের এই অন্তর্প্রকৃতি যে সমস্ত সৎকার্য্যে সাড়া দেয়, তাহা সম্পাদন করিয়াই মানুষ প্রকৃত সুখের আস্বাদ পায়। মানুষের চরম কাম্য—মোক্ষ। সেই মোক্ষ সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা লাভ হয়। যাহারা সেই সৎকর্ম্ম-সাধনে বিমুখ, তাহারা মানব-জীবনের চরম ও পরম সম্পৎ হইতে বঞ্চিত হয়। এই নিত্যসত্য মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৫সা)॥•

—— • ——
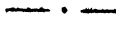
ষষ্ঠং সাম।

২ ৩   ২ ৩   ১ ২   ৩ ১ ২ ৩   ১ ২
সদা গাবঃ শুচয়ো বিশ্বধায়সঃ সদা

৩ ১   ২ ৩ ১ ২
দেবা অরেপসঃ॥ ৬॥

• • •

গেয়-গানং।

৫ ৫   ১র   ন   ২১র   ২   ৩   ৫
সাদা। গাবঃশুচয়োবিশ্বধায়া ২ ৫ সাঃ। সা ২ ৩ ৪ দা।

১   র ২ ১   ৫   ৩   ৫
দায়িবাআরো ২ ৩ ৪ বা। পা ২ ৩ ৪ সাঃ॥ ৬॥

• • •

* এই সাম-মন্ত্রের গেয় গান একটী। উহার নাম—'আনুপ্লোকং।'

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গাবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ, প্রজ্ঞানসম্পন্নাঃ জনাঃ ইত্যর্থঃ) 'সদা' (সর্ব্বদা, নিত্যং, চিরমেব 'শুচয়ঃ' (নির্ম্মলচিত্তাঃ) 'বিশ্বধায়সঃ' (বিশ্বধারণসমর্থাঃ, পরমশক্তিসম্পন্নাঃ) অপিচ 'সা (নিত্যং, চিরমেব) তে 'দেবাঃ' (দেবভাবসম্পন্নাঃ) 'অরেপসঃ' (পাপরহিতাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ। ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ নিত্যকালং ভগবৎগুণসম্পন্নাঃ ভবা ইতি ভাবঃ। (৪অ—১০খ—১০দ—৬সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিত্যকাল নির্ম্মলচিত্ত, পরমশক্তিসম্পন্ন এব নিত্যকাল তাঁহারা দেবভাবসম্পন্ন ও পাপরহিত হয়েন; (ভাব এ যে,—ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ নিত্যকাল ভগবৎগুণসম্পন্ন অর্থাৎ শু অপাপবিদ্ধ হয়েন।)॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৬সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—ষষ্ঠ সাম। ইয়ং বৈশ্বদেবী। 'গাবঃ' গন্তারঃ স্তোতারো বা 'সদ ইন্দ্রং পর-রণাদাভঃ উপগচ্ছন্তি তে 'শুচয়' নির্ম্মলাঃ 'সদা' সর্ব্বদা 'বিশ্বধায়সঃ' বিশ্বং ধারয়া পুষ্ণন্তীতি বিশ্বধায়সঃ বহ্বন্নাঃ ভবন্ত্বিত্যর্থঃ। 'সদা' সর্ব্বদা 'দেবাঃ' দানাদিগুণ-যুক্ত 'অরেপসঃ' পাপ-রহিতাশ্চ ভবন্তু॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৬সা)॥

ষষ্ঠ (৪৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

"ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি"—ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি ভগবানের সমস্ত গুণ ও শক্তি লা করেন। মানুষ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। অবিদ্যার, মিথ্যাজ্ঞানের অথবা অবিবেকের জন্য আপনাকে ভুলিয়া থাকে। শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং—নিত্যমুক্তশুদ্ধবুদ্ধাত্মা মায়ার বেড়াজালে পড়ি আপনাকে হীন ভাবে,—সসীম সান্ত অবস্থাকেই আপনার প্রকৃত অবস্থা বলিয়া ধরিয়া লয় পরিদৃশ্যমান জগতের মূলকারণই এই অবিদ্যা বা মায়া। যত দিন পর্য্যন্ত মানুষ এ অবিদ্যার অধীনে থাকে, যতদিন পর্য্যন্ত সে আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা করিা পারে না, ততদিন পর্য্যন্ত এই বাহ্য জগৎ ও তাহার সুখ-দুঃখের বোঝা মাথায় করি বহিয়া বেড়ায়। প্রকৃতপক্ষে তাহার পাপ নাই, পুণ্য নাই, সুখ নাই দুঃখ নাই—সে এ দৃশ্যমান জগতের বহু উর্দ্ধরাজ্যের অধিবাসী। কিন্তু অবিদ্যার প্রভাবে অথবা প্রকৃতি ছলনায় ভুলিয়া অবিবেকবশতঃ শারীরধর্ম্মকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। প্রকৃতি রাজ্যে যে সুখদুঃখের অভিনয় চলিতেছে, তাহার সান্নিধ্য-হেতু আত্মা সেই সুখদুঃখে

আপনার সুখ-দুঃখ বলিয়া মনে করে। শুভ্র স্ফটিকের যেমন কোনও বর্ণ নাই অথচ যে বর্ণের নিকটবর্ত্তী হয়, সেই বর্ণই তাহাতে প্রতিফলিত হয়; ঠিক সেইরূপ আত্মার সুখ-দুঃখ না থাকিলে প্রকৃতির সান্নিধ্যহেতু, প্রকৃতির রাজত্বে যে সকল ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়, অবিবেক-বশতঃ আত্মা তাহা তাহার নিজের কার্য্য বলিয়া মনে করে। তাই সুখ-দুঃখও নিজের উপর আরোপিত হয়।

কিন্তু যখন তাহা জানিতে পারে, তখনই মানুষ সচেতন হইয়া উঠে, তখনই সে আপনার স্বরূপ অবস্থা বুঝিতে পারে। যখন সে তাহা বুঝিতে পারে, তখনই তাহার নিকট প্রকৃতির নৃত্য থামিয়া যায়। স্বপ্নদর্শনান্তে জাগিয়া উঠিয়া সে ভাবে তাই তো। এ যে সব মিথ্যা,—প্রহেলিকা! আমি যে নিত্যমুক্ত! কোথায় আমার বন্ধন, আর কোথায়ই বা আমার সুখ-দুঃখ! তখন মানুষ বলিয়া উঠে—

"অহং দেবঃ ন চান্যঃ অস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥"

সাধক যখন পরাজ্ঞান লাভ করিয়া আপনার স্বরূপ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান; পূর্ণজ্ঞান পূর্ণশক্তি তাহাতে অধিষ্ঠিত হয়। তখন তাঁহার অপ্রাপ্য অবিজ্ঞাত কিছুই থাকে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।" এই মন্ত্রের মধ্যেও আমরা সেই সত্যেরই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যের সহিত আমাদের বিশেষ অনৈক্য ঘটে নাই। ভাষ্যের ব্যাখ্যায় ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভাষ্যকার এই মন্ত্রের 'গাব.' পদে 'গন্তারঃ' 'স্তোতারঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৬সা)। *

—•—

সপ্তমং সাম।

১ ১ ৩ ১২ ৩১ ২র ৩ ১ ২র
আ য়াহি বনসা সহ গাবঃ সচন্ত বর্ত্তনি যদূধভিঃ॥ ৭॥

•.•

গেয়-গানং।

৩র ২ ৪ ৫ ১ —১র ১ ২ ১ ৭ —
ওহো ৩ য়ি। আয়াহী। বনা ২ সাসহা। গাবঃ সচ। তাবর্ত্তনী ২ মৃ।
১ ১ ১ ২ ৩
যাৎ। উ ২। ধভিয়ো ২ ৩ ৪ ৫ ই। ড ৷ ৭॥

•.•

* এই সাম মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে তাহার নাম—"বাচঃ সাম।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

"হে ভগবন্! 'মনসা' (স্বতেজসা তব জ্ঞানজ্যোতিষা) 'সহ' (সার্দ্ধং) 'আয়াহি' (আগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইত্যর্থঃ); 'যে' (তবসম্বন্ধিনাঃ যাঃ) 'গাবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'উদভিঃ' (সত্ত্বপ্রবাহৈঃ) 'বর্ত্তনিং' (সন্মার্গং, হৃদ্রূপং রথং ইত্যর্থঃ) অভিষিঞ্চন্তি, তাঃ জ্ঞানকিরণাঃ অস্মাসু আবির্ভবন্তু ইত্যর্থঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ সত্ত্বভাবসমন্বিতান্ প্রজ্ঞানসম্পন্নান্ চ কুরু - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৪অ—১০খ—১০দ—৭সা)।"

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার জ্ঞানজ্যোতির সহিত আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। আপনার সম্বন্ধী যে জ্ঞানকিরণসমূহ সত্ত্বভাবপ্রবাহের দ্বারা সন্মার্গকে বা হৃদ্রূপ রথকে অভিষিক্ত করে; সেই জ্ঞানকিরণসমূহ আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগকে সত্ত্বভাবসমন্বিত প্রজ্ঞানসম্পন্ন করুন।)॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৭সা)॥

• • •

সায়ণভাষ্যং।—সপ্তমং সাম। সম্পাত ঋষিঃ। হে উষঃ! 'মনসা' মননীয়েন তেজসা 'সহ' সার্দ্ধং 'আয়াহি' আগচ্ছ। উষসো বাহনভূতাঃ 'গাবঃ' 'বর্ত্তনিং' রথং 'সচন্তু' সেবন্তু অনশ্বেন রথেনায়াহীত্যর্থঃ। 'যং' যাঃ গাবঃ 'উদভিঃ' উপলক্ষিতাঃ প্রভূতাঃ পীনা ইত্যর্থঃ। তাঃ গাবঃ ইতি সম্বন্ধঃ। (৪অ—১০খ—১০দ—৭সা)।

• • •

সপ্তম (৪৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনা মূলক। সাধক জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় সত্ত্বভাবে পূর্ণ হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ ঘটিলে সত্ত্বভাব আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে মুক্তি লাভ ঘটে।

আবার যাঁহার হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব ঘটে, যিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেন, জগতে তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। ভগবানই সেই জন্য মানুষের একমাত্র আরাধনার ও কামনার সামগ্রী। ভগবানের আবির্ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিলে, মানুষের সব চাওয়া পাওয়ার শান্তি হইয়া যায়। তাই সাধক তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন—"জ্ঞানময়, প্রেমময়, একবার এ অধম পাপীর হৃদয়ে আবির্ভূত হও। জীবনের সকল আশা—সকল কামনা পূর্ণ হউক। তোমার জ্ঞানজ্যোতিতে হৃদয় আলোকিত হউক, তাহার সাহায্যে তোমার বিশ্ববিমোহন রূপ

দেখিয়া জীবন সার্থক করি। কত আশা করে তোমার পথপানে চেয়ে আছি প্রভু! তুমি কি দয়া করে এ অধমের হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে না? তুমি ত্রিভুবনপতি সত্য; কিন্তু তাহার অপেক্ষাও বড় সত্য এই যে,—তুমি পতিতপাবন, অনাথের নাথ। সেই ভরসাতেই তোমাকে ডাকিবার সাহস করি। ওগো, তোমারই জন্য

"হৃদয় কুটীর দ্বার   খুলে রাখি অনিবার
কৃপা করে একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে!"

এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষাই এই মন্ত্রের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রের যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদিগের ব্যাখ্যার ভাব তাহা হইতে স্বতন্ত্র। এই মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—"হে উষা! চমৎকার তেজের সহিত তুমি এস; এই দেখ, গাভীগণ পরিপূর্ণ আপীন হইয়া পথে চলিয়াছে।" এই ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার মিল নাই। এই অনুবাদটী অনেকাংশে ভাষ্যের অনুগত। উভয়ত্রই 'উষা'কে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রে 'উষা' দেবতার সম্বোধনমূলক কোনও পদই পরিদৃষ্ট হয় না। আমরা ভগবানকে সম্বোধন করাতেই সঙ্গত দেখিতেছি। আমাদের ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্য একত্র পাঠ করিলেই অন্যান্য বিষয়ের পার্থক্য উপলব্ধ হইবে। (৪অ—১০থ—১০দ—৭সা)॥ *

—— • ——

অষ্টম সাম।

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
উপ প্রক্ষে মধুমতি ক্ষিয়ন্তঃ পুষ্যেম
৩ ২ ১ ২
রয়িং ধীমহে ত ইন্দ্র॥ ৮॥

• ২ •

গেয়-গানং।

৪ ৪ ৫ ৪র ৫ ৪ ৫ ৪ ১ ১ র র র ২ ১
ওবা। উপপ্রক্ষেমধুমতিক্ষিয়ন্তঃ। ওবাওয়ি। পুষ্যেমরয়িন্ধীমহেতইন্দ্রা ২
২ ১ ২ ১ ২র ১ ৫
৩ য়িন্দ্রা। ও। বাওবা। ও। বাহা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা॥ ৮॥

• • •

* এই সাম-মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম—"বাচঃ সাম।"

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্যশালিন হে ভগবন) 'প্রক্ষে' (হৃদ্রূপে পাত্রে) 'মধুমতি' । মাধুর্যোপেতে, জ্ঞানভক্তিসংযুতে সতি) ক্ষীরস্থঃ' (পাপক্ষীণাঃ) বয়ং 'তে' (তব) 'রয়িং' (পরমৈশ্বর্যাং) 'উপপুষ্যেম' (লভামহে); অপিচ, হে ভগবন! বয়ং ত্বাং 'ধীমহে' (অনুধ্যায়েম, আরাধয়েম); হে ভগবন! অস্মান জ্ঞানভক্তিসমন্বিতান কুরু পরমৈশ্বর্য্যং চ প্রযচ্ছ — ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৪অ ১০খ—১০দ ৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্! হৃদয়রূপ পাত্রে জ্ঞানভক্তিযুক্ত হইলে পাপক্ষীণ আমরা যেন তোমার পরমৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি; অপিচ, হে ভগবন! আমরা যেন তোমাকে আরাধনা করিতে সমর্থ হই। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে জ্ঞানভক্তিসমন্বিত এবং পরমৈশ্বর্য্য প্রদান করুন) ॥ (৪অ—১০খ—১০দ—৮সা) ॥

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অষ্টমং সাম। হে 'ইন্দ্র' পরমৈশ্বর্যাযুক্ত! ত্বং 'মধুমতি' মাধুর্যোপেতে 'প্রক্ষে' রাজ-কর্তৃক ন্যগ্রোধচমসে 'তে' ত্বদীয়ে 'ক্ষীরস্থঃ' সমীপে স্থিতাঃ বয়ং 'রয়িং' রমণীয়মন্নং 'পুষ্যেম' পোষয়েম। কিঞ্চ। ত্বাং 'ধীমহে' নমস্কুর্য্যামঃ ॥ (৪অ -১০খ—১০দ ৮সা) ॥

* * *

অষ্টম (৪৪৪) সামেরমর্ম্মার্থ।

———:•:———

এই প্রার্থনাত্মক আত্মোদ্বোধনমূলক মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই আত্মোদ্বোধনের মধ্য দিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তির সঞ্চার হইলে, অর্থাৎ ভগবানের প্রতি অনন্যরাগী প্রেম উপজিত হইলে মানুষের হৃদয়ে পাপতাপ থাকিতে পারে না। তাঁহার পুণ্য প্রেমের পরশে মানুষের হৃদয়ের সকল মলিনতা দূরীভূত হইয়া যায়। হৃদয় পবিত্র না হইলে, মোক্ষলাভ অসম্ভব। তাই ভক্তির সাহায্যে পবিত্রতা লাভের জন্য এই প্রার্থনা।

এখানে বিশেষভাবে ভক্তি-মার্গের অনুসরণ করা হইয়াছে। কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের যে কোনও পন্থায়ই সাধক প্রথমে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন। এখানে ভক্তিকেই বিশেষভাবে প্রাধান্য করা হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভগবৎ-পরায়ণ হইবার উপযোগী শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা আছে। ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনেক বৈষম্য লক্ষিত হইবে। ভাষ্যের অনেক স্থলই মূল মন্ত্র হইতেও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। (৪অ -১০খ -১০দ ৮সা)॥০

—— • ——

নবমং সাম।

১ ২ ৩ ২　৩ ১ ২　৩ ১　২র

অর্চ্চন্ত্যর্ক্কং মরুতঃ স্বর্কা আ স্তোভতি

৩ ২উ　৩　১　১র

শ্রুতো যুবা স ইন্দ্রঃ॥ ৯॥

• . •

গেয়-গানং।

৪ ৫ ৪　১　২ ১　২　১ ২র ১　২ ১র র

অর্চ্চন্তিয়া। কম্মরুতঃসুবা২৩র্ক্কাঃ। আস্তোভতায়ি। শ্রুতোয়ুবাসলা।

১　২　২　৫

য়েন্দ্রা০উবা৩। উ০৪পা॥ ৯॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'স্বর্কাঃ' (স্তোত্রপরায়ণাঃ, পূজাপরায়ণাঃ) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ, বিবেকসম্পন্নাঃ জনাঃ ইত্যর্থঃ) 'অর্কং' (ভগবন্তং) 'অর্চ্চন্তি' (আরাধয়িতুং সমর্থাঃ ভবন্তি); 'শ্রুতঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'যুবা' (নিত্যতরুণঃ, চিরনবীনঃ) 'সঃ' (সর্ব্বগুণময়ঃ) 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্) 'আ, (বিশেষেণ, প্রকৃষ্টরূপেণ) 'স্তোভতি' (বিনাশয়তি সাধকানাং শত্রূন্ ইতি শেষঃ)। ভগবদনুগ্রহেণ বিবেকসম্পন্নাঃ জনাঃ হি কেবলং ভগবৎপূজনং জানন্তি; ভগবদনুগ্রহেণ তেঃ পাপবিনির্ম্মুক্তাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ। (৪অ—১০খ -১০দ—৯সা)॥

• . •
•

বঙ্গানুবাদ।

স্তোত্রপরায়ণ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণই ভগবানকে আরাধনা করিতে সমর্থ হন। প্রসিদ্ধ চিরনবীন সর্ব্বগুণময় সেই পরমৈশ্বর্য্যশালী

• এই সাম মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম—"মাধুচ্ছন্দসং।"

ভগবান্ প্রকৃষ্টরূপে সাধকদিগের শত্রুসমূহকে বিনাশ করেন। (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই কেবল ভগবৎ-পূজা জানেন; ভগবদনুগ্রহে তাঁহারা পাপবিনির্মুক্ত হয়েন।)। (৪অ—১০খ—১০দ—৯সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—নবমং সাম 'স্বর্কাঃ' শোভন-স্তোত্রাঃ শোভনান্না বা মরুতঃ 'অর্কং' অর্চনীয়মিন্দ্রং 'অর্চন্তি' স্তোত্রৈর্হবির্ভিঃ। 'যুবা' নিত্য-তরুণঃ 'শ্রুতঃ' বিখ্যাতঃ 'ইন্দ্রঃ' 'আস্তোভতি' তেষাং সম্বন্ধীনি শত্রুজাতান্যাভিমুখ্যেন হিনস্তি। (৪অ—১০খ—১০দ—৯সা)॥

• • •

নবম (৪৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। সাধক ও ভগবানের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহার একটী দিক মন্ত্রের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। মানুষ ভগবানের আরাধনা করে; আবার সাধক যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই জন্য ভগবান মানুষের শত্রুগণকে বিনাশ করেন। সাধন-পথে অগ্রসর হইলেই নানাবিধ বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই শত্রুগণের আক্রমণে অনেক সময় সাধক আপনার অভীষ্ট লক্ষ্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন। তাই, যাহাতে পূজাপরায়ণ সাধকগণ অনায়াসে চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই জন্য পরমকারুণিক জগৎপিতা তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানগণকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। মানুষের শত্রুর অন্ত নাই। কিন্তু সকল শত্রুর মধ্যে রিপুশত্রুই প্রধান। রিপুশত্রুই সংসারে সকল অনর্থের সূত্রপাত করিয়া দেয়। ভগবান সেই সকল শত্রুকে বিনাশ করেন।

যাঁহাদের বিবেক জাগরিত হয়, তাঁহারা স্বতঃই ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করেন। মানুষের হৃদয়ে ভগবানের বাণী বিবেক যাঁহার হৃদয়ে বিবেকরূপী ভগবৎশক্তির বিকাশ হয়, তিনি ভগবানের মাহাত্ম্য অনুধাবন করিয়া পূর্ণবিশ্বাসে ভগবৎ সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিতে পারেন। ভগবানের বাণীই তাঁহাকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করে, তিনি ভগবৎ-শক্তি কর্তৃক রক্ষিত হইয়া নিরাপদে চরম অভীষ্টের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। (৪অ—১০খ—১০দ—৯সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম—"মারুতং।"

দশমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১

প্র ব ইন্দ্রায় বৃত্রহন্তমায় বিপ্রায় গাথং

২ ৩ ২ ৩ ১ ২

গায়ত যং জুজোষতে ॥ ১০ ॥

• • •

গেয় গানং।

৫ ৪ ১ র ৭ ২ ১ র র ২ ২ ২

প্রবাঃ। আ।ইন্দ্রা য়বৃত্রহান্তমা ২ ৩ য়া। বা।য়প্রা।য়গাথ গা২ ১ য়া ৪ ভা।

১ ২ ২ ১ ২

যাজুজৌবা ৩। উপ্। যা২ ২ তো ৪ ৫ হা।য়ি ॥ ১০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ। 'বঃ' (যুয়ং) 'বৃত্রহন্তমায়' (পাপনাশকায়) 'বিপ্রায়' (মেধাবিনে প্রজ্ঞানস্বরূপায়) 'ইন্দ্রায়' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনে ভগবতে, তং লাভায় ইত্যর্থঃ) 'যং গাথং' (যং স্তোত্রং, যেন স্তোত্রেন ইত্যর্থঃ) 'জুজোষতে' (ভগবৎপ্রীতিং জনয়তে) তং স্তোত্রং 'প্রগায়ত' (প্রকৃষ্টেন উচ্চারয়ত) ভগবন্তং আরাধয়ত ইত্যর্থঃ; অহং ভগবল্লাভায় উপাসনাপরায়ণঃ ভবানি - ইতি ভাবঃ ॥ (৪অ-১০খ-১০দ-১০সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা পাপনাশক প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে লাভ করিবার জন্য, যে স্তোত্র ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করে, সেই স্তোত্র প্রকৃষ্টরূপে উচ্চারণ কর, অর্থাৎ ভগবানকে আরাধনা কর; (ভাব এই যে,—ভগবল্লাভের জন্য যেন আমি উপাসনাপরায়ণ হই।) ॥ (৪অ-১০খ-১০দ-১০সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। দশমং সাম। হে 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ! 'বৃত্রহন্তমায়' অতিশয়েন বৃত্রস্য হন্তৃতমঃ, তস্মৈ ইন্দ্রায় 'তং' 'গাথং' স্তোত্রং 'প্রগায়ত, প্রকর্ষেণ পঠত। হে উদ্গাতারঃ! স ইন্দ্রঃ 'যং' স্তোত্রং 'জুজোষতে' সেবতে॥ (৪অ—১০খ—১০দ ১০সা)॥

ইতি সায়ণাচার্য্য-বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থ-প্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে
চতুর্থস্যাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ॥ ১০॥

দশম (৪৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের প্রীতি সম্পাদনই তাঁহার প্রকৃত আরাধনা। 'তাঁহার প্রীতিজনক স্তোত্র প্রকৃষ্টরূপে উচ্চারণ কর'—অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সঞ্জাত জ্ঞানভক্তি সমন্বিত প্রার্থনা কর। তাহাতেই ভগবান প্রীত হইবেন। ভগবানের আরাধনা-প্রার্থনা কি কেবল দুইটা স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করা মাত্র? তাহা হইলে শুকপাখীও তো 'জয় রাধে' বুলি শিখিয়া পরমভগবৎপরায়ণ হইতে পারে! কিন্তু মুখে ভগবানের একটু গুণগান, দুইটী স্তোত্র আবৃত্তি মাত্রই—ভগবদারাধনা পদবাচ্য নয়! প্রার্থনার সহিত হৃদয়ের যোগ থাকা চাই, সৎকর্ম্মসাধন করা চাই। সৎকর্ম্মসমন্বিত হৃদয়োত্থিত যে প্রার্থনা, তাহাই প্রকৃষ্ট প্রার্থনা। তাই বলা হইয়াছে—"গাথং প্র গায়ত"—প্রকৃষ্টরূপে স্তোত্র উচ্চারণ কর। এখানে 'প্র' উপসর্গ স্তোত্র উচ্চারণের ধারা নির্দ্দেশ হইয়াছে। কেবল মুখের কথায় হইবে না। মন-মুখ—এক হওয়া চাই। হৃদয়-মন দিয়া তাঁহার নাম-গানে, তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। "কর তাঁর নাম-গান, যত দিন দেহে রহে প্রাণ।" 'মন! তাঁহার অভিমুখে চল, জীবনের চরম লক্ষ্য সাধন কর, আর ঘুমাইয়া থাকিও না। তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ কর'

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হইবে। প্রথমতঃ চতুর্থ্যন্ত 'বিপ্রায়' পদকে সম্বোধনে ব্যবহার করা হইয়াছে; আমরা তাহার কোনও আবশ্যকতা দেখি না। 'ইন্দ্রায়' পদের বিশেষণস্বরূপ 'বিপ্রায়' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু ঐ পদ এস্থলে 'প্রজ্ঞানসম্পন্নায়' 'প্রজ্ঞানস্বরূপায়' প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

আমরা 'বিপ্রায়' পদে 'প্রজ্ঞানস্বরূপায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বঃ' পদকে সম্বোধনে গ্রহণ করিয়া ভাষ্যকার তাহার অর্থ করিয়াছেন 'উদ্গাতারঃ!' কিন্তু আমাদের মতে মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। এখানে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই॥ (৪অ ১০খ—১০দ—১০সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম—"উদ্বাংশং সাম।"

ঘৃতপূর্ণ দর্ব্বীদ্বয় মুখে গ্রহণ করিতেছ। হে বলের পুত্র! তুমি যজ্ঞে আমাদিগকে ফলদ্বারা পূর্ণ কর। স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।" বলা বাহুল্য, ব্যাখ্যাকারের এ ব্যাখ্যা ভাষ্যের অনুসারী। 'আসনি' পদের ভাষ্যসম্মত 'আস্যে' অর্থ হইতেই 'মুখে গ্রহণ' করার ভাব আসিয়াছে। আমরা এইরূপ ব্যাখ্যার অনুমোদন করি না। • (৬অ—১খ-১সূ—৩সা)।

— • —

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

৩র৪র ৫ র ২ ৪ ৫ ২ ৪র৫ ৪ ৫ ৩৪৩র৪র৩৪র৫র
১। আতেঅগ্নইদী। মঃ ৩ হায়ি। দ্যুমন্তা ৩ দ্দেব অজরম্। যদ্ধস্যাতেপনীয়সী।

৪৩৪র ৩৪ ৫ S ২A ৩ ৫ ৩র৪র ৫ র
সমিদ্দীদয়তায়ি। হুং ৩। হুম্। স্বা ২ ৩ ৪ বী। (১) আতে অগ্নঋচা।

২ ৪ ৫ ২ ৪র ৫ ৪ ৩ ৩ ৪ ৩ ৪ ৩৪ র৩ ৪ র ৩ ৪ ৫
হা ৩ বায়িঃ। শুক্রস্যা ৩ জ্যোতিষস্পাতায়ি। সুশ্চন্দ্রদস্মবিশ্পতেহব্যবাট্তুভ্যঁহু।

s ২র ৩ ৫ ৩র৪র৫ ২ ৪
হু ৩। হুম্। যা ২ ৩ ৪ তায়ি। (২) ওভেসুশ্চন্দ্রবি। শ্পা ৩ তায়ি।

৫ র ২ ৪র র ৫৪ ৫ ৫ ৩র ৪৩ ৪ র র ৩র ৪৫ s
দর্বীশ্রা ৩ য়িণোষআসনায়ি। উতোনউত্পূর্ষ্যাউক্থেষুশবসা। স্রুং ৩ ৩ হুম্।

৩ ৫ ১ র ২ ২ S
পা ২ ৩ ৪ তায়ি। ইষঁস্তোন্ভ্যা ৩ আ। হুং ৩।

২ ২ ৫
হুম্ ৩ ৪ ম্। ভা ৩ ৪ ৫ রো ৬ হায়ি (৩)।

* * *

১ র ৫ র ৪ ৫ ২ র ১ ২৩২
২। আ ২ ৩ ৪। তে অগ্নইধী। মাহায়ি। দ্যুমন্তন্দেবা ৩। আ ২ ৩। জরম্।

১ ২ ২ ১ ন ৩ ৫ ২ ১ —১
যদ্ধাস্যা ৩ তা ৩ য়ি। পানী ২ য়া ২ ৩ ৪ সী। সমিদ্ধী ২ দয়। তা ২ ৩ য়িঃ

২৩২ ১ র ৫ র ৪ ৫ ২ র
স্তবিয়া। (১) আ ২ ৩ ৪। তেঅগ্নঋচা। হাবায়িঃ। শুক্রস্যজ্যোতী ৩।

১ ২৩২ ১ ২ ২ ১ ন ৩ ৫
ষা ২ ৩ঃ। পতআ। সুশ্চান্দ্রা ৩ দা ৩। স্মবা ২ য়িশ্পা ২ ৩ ৪ তায়ি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের তৃতীয় অষ্টকের অষ্টম অধ্যায় ত্রয়োবিংশ বর্গের চতুর্থ সূক্তের (পঞ্চম মণ্ডল, ষষ্ঠ সূক্ত, নবম ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

২ ১ — ১ ২৩ ২ ১ ২ ৫
দ্রব্যাবা ২ উতুভ্যাগ। হু ২ ৩। যতআ॥ (২) ও ২ ৩ ৪। ভেজুশ্চত্রবি।

৪ ৫ ২র র র৩র ১ ২ ৩২ ১ ২ ২
শ্‌পাতায়ি। দবীশ্রীণীযে ৩। আ ২ ৩। সনিয়া। উত্তোমা ৩ উ ৩ ৫।

১ A ৩ ৫ ২ ১র — ১ ২ ৩ ২
পুপু ২ রা ২ ৩ ৪ য়াঃ। উকৃথেষ্‌ ২ শস। দা ২ ৩ঃ। পতআ।

১ ২ ২ ১ ৪ ২ ৫
ইষা৮্ত্তো ৩ ভূ ৩। ভ্যা ২ ৩ আ ৩। ভা ৩॥ ৫ রো ৬ হায়ি॥ ১২।৩॥৹

—*—

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩২
ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ব্রহ্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ। 'বিপ্রায়' (মেধাবিনে,) 'বৃহতে' (মহতে, মহত্বসম্পন্নায়) 'বিপশ্চিতে' (বিদুষে, সর্ব্বজ্ঞায়) 'পনস্যবে' (স্তুতিমিচ্ছতে, সর্ব্বেষাং স্তবনীয়ায়) 'ব্রহ্মকৃতে' (ব্রহ্মস্বরূপায়, পরব্রহ্মণে) 'ইন্দ্রায়' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতয়ে দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বৃহৎ' (কর্ম্মণাং শ্রেষ্ঠস্থানীয়ং, যদ্বা সদ্ভাবসৎকর্ম্মসহযুতং) 'সাম' (স্তোত্রং, প্রার্থনাং ইত্যর্থঃ) 'গায়ত' (উচ্চারয়ত)। অহং পরব্রহ্মানুসারী ভবেয়ং ইতি ভাবঃ॥ (৬অ—৭খ-২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! মেধাবী মহত্বসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ সকলের স্তবনীয় পরমব্রহ্ম বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে (প্রাপ্তির জন্য) সদ্ভাব-সৎকর্ম্মসহযুত প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ কর। (ভাব এই যে,—আমি যেন পরমব্রহ্মানুসারী হই।)॥ (৬অ—৭খ—২সূ—১সা।)॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের দুইটী গেয়গান আছে। উহাদের নাম যথা;—(১) "সত্রয়ম্" এবং (২) "শ্রৌণ্যতং।"

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে উদ্গাতারঃ ! 'ইন্দ্রায়' 'বৃহৎ' এতন্নামকং সাম 'গায়ত' উচ্চারয়ত। কীদৃশায় ? 'বিপ্রায়' মেধাবিনে 'বৃহতে' মহতে 'ব্রহ্মকৃতে' বৃষ্টিদ্বারা হবির্লক্ষণস্যান্নস্য কর্ত্রে 'বিপশ্চিতে' বিদুষে 'পনস্যবে' স্তুতিমিচ্ছতে। 'ব্রহ্মকৃতে' -'ধর্ম্মকৃতে' ইতি পাঠৌ ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১০২৫) সামের মর্ম্মার্থ ।

সৎকর্ম্মসহযুত প্রার্থনা দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়। হৃদয় হইতে যে প্রার্থনা উঠে, তাহা নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। প্রার্থনাকে সফল করিবার জন্য, নিজেকে প্রার্থনীয় বস্তু লাভের উপযোগী করিবার জন্য, তদুপযোগী সৎকর্ম্ম মানুষ করিবেই। সৎকর্ম্মের দ্বারা মানুষ পবিত্রতা-লাভ করে, মোক্ষলাভের উপযোগিতা লাভ করে। তাই ভগবানকে লাভ করিবার জন্য সৎকর্ম্মসমন্বিত প্রার্থনায় আত্মনিয়োগ করিতে সাধক নিজেকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন।

পাপী তাপীর জন্য অপার করুণাময় ভগবানের মহত্ত্ব প্রকাশিত। রাজরাজেশ্বর হইয়াও দীন ভিখারীর দুয়ারে তিনি উপস্থিত হয়েন। 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং' তিনি পাপীকে মুক্তি দিবার জন্য, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য, স্নেহময় হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন। পরম দয়াল দেবতার চরণে আত্ম-সমর্পণ কর মন * (৬অ -১৭—২৮ ১সা) ॥

দ্বিতীয়ং সাম ।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি ত্বং সূর্য্যমরোচয়ঃ ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বদেবো মহাং অসি ॥ ২ ॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'ইন্দ্র' (সর্ব্বশক্তিমান্ হে ভগবন্!) ত্বং 'অভিভূঃ' (শত্রূণাং – সর্ব্বশত্রূণাং ইত্যর্থঃ অভিভবিতা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); কিঞ্চ ত্বং 'সূর্য্যং' (আদিত্যং – জ্ঞান-সূর্য্যং) 'অরোচয়ঃ' (স্বতেজসা দীপয়সি); অপিচ, ত্বং 'বিশ্বকর্ম্মা' (আশ্চর্য্যকর্ম্মকারী – বিশ্বস্য কর্ত্তা) 'বিশ্বদেবঃ' (সর্ব্বদেবময়ঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'মহান্'

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায় প্রথম বর্গে দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্ভুক্ত (অষ্টম মণ্ডল অষ্টাধিকনবতিতম সূক্ত তৃতীয় ঋক্)।

(সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। ভগবন্মহিমাপ্রকাশকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বেষাং বীজরূপঃ ইতি ভাবঃ। (৬অ—১৭—২সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বশক্তিমান্ হে ভগবন্! আপনি শত্রুগণের (অন্তঃশত্রু-সমূহের) অভিভবকারী হয়েন; আপনি সূর্য্যকে জ্ঞান-সূর্য্যকে) আপনার তেজের দ্বারা প্রদীপ্ত করেন। আপনি বিশ্বকর্ম্মা—বিশ্বের অধিপতি এবং সর্ব্বদেবময় হয়েন। অতএব আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ। (মন্ত্রটী ভগবৎ-মাহাত্ম্য-প্রকাশক। ভাব এই যে,—ভগবান সর্ব্বময় সকলের বীজ-স্বরূপ)। (৬অ—১৭—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'ত্বং' 'অভিভূঃ' শত্রূণাং অভিভবিতা 'অসি' ভবসি কিঞ্চ 'ত্বং' 'সূর্য্যং' আদিত্যং 'অরোচয়ঃ' তেজোভিরদীপয়, কিঞ্চ 'বিশ্বকর্ম্মা' বিশ্বস্য কর্ত্তাসি 'বিশ্বদেবঃ' সর্ব্বদেবশ্চাসি। তথাচ যজুর্ব্রাহ্মণং -'অগ্নিঃ বা অযন্যা দেবতা ইন্দ্রমযন্যা ইতি॥ অতো 'মহান্' সর্ব্বাধিকোঽসি। (৬অ—১৭-২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনি জ্যোতির আধার, তিনি তেজোময়, তিনি বিশ্বকর্ম্মা—তিনি আশ্চর্য্যকর্ম্মকারী, তিনি সর্ব্বদেবময়—সকল দেবতার স্বরূপ এবং তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছে।

ভগবান অরূপ—রূপ-বিবর্জ্জিত। তিনি নিগুণ গুণাতীত। আবার তিনি অরূপ হইয়াও রূপময়; নিগুণ গুণাতীত হইয়াও সগুণ গুণময়। তিনি বিরাট, তিনি অনন্ত, তিনি অক্ষয়, তিনি অব্যয়, তিনি অক্ষর অজর অমর। এমন যে গুণাতীত নিগুণ ভগবান; তাঁহাতে গুণের আরোপ কেন করি? রূপহীন রূপ-বিবর্জ্জিতে রূপের ও গুণের আরোপ করিয়া কেন তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে যাই? ভগবান নিরাকার, তিনি সাকার, আবার তিনি একাকার। অসম্ভব সম্ভব-তাঁহাতে কিছুরই অসদ্ভাব নাই। বিশেষণ-বিরহিত রূপ-বিবর্জ্জিত তিনি; তাঁহাকে বিবিধ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য কি? তাহার উদ্দেশ্যই বা কি বলিয়া মনে হয়? উদ্দেশ্য—সন্নিকটে পৌঁছিতে হইবে। যাহার জন্ম নাই, তাহার মৃত্যু হইবে কি প্রকারে? যে কখনও কোনও কর্ম্ম করিল না, তাহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগ সম্ভব কি? যে গুণের অধিকারী ন হইল, সে কেমন করিয়া গুণাতীতে পৌঁছিতে পারিবে? ভগবানকে গুণ-বিশেষণে

বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য এই যে,—আগে গুণের অধিকারী হও, আগে রূপ দেখিয়া রূপসাগরে ডুবিয়া যাও, তবে তো সেই গুণাতীত-রূপাতীত অবস্থায় উপনীত হইতে সমর্থ হইবে! যে মূর্খ, যে জন পাণ্ডিত্যের অধিকারী নহে, 'পণ্ডিতের সন্নিধানে অবস্থিতি-পণ্ডিতগণের সহবাস লাভ তাহার পক্ষে কদাচ সম্ভবপর কি? যে অসৎ, যে চোর, সে কি সতের সন্নিকটে তিষ্ঠিতে পারে? তাই বিশেষণ দেখিয়া বিশেষণের অনুসারী হইবে; রূপ দেখিয়া সে রূপ হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। যে চিন্তা, যে ধ্যান, যে জ্ঞান লইয়া মানুষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে তদ্ভাবই প্রাপ্ত হয়। যে গুণকে আদর্শ করিয়া সেই গুণের অনুকরণ করা যায়, সেই গুণে গুণান্বিত হওয়াই প্রকৃতির বিধান বৈচিত্র্য। চিন্তায়, ধ্যানে, অনুসরণে—জীব যে অনুস্মৃত ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের একটী দৃষ্টান্তে তাহা বিশদীকৃত দেখি। ভগবদ্বৈরিগণ, বৈরিভাবে শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়াও মুক্তিলাভ করিয়াছিল। সেই বিষয় বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে,—

"এনঃ পূর্ব্বকৃতং যত্তদ্রাজানঃ কৃষ্ণবৈরিণঃ।
জহুস্ত্বেহন্তে তদাত্মানঃ কীট পেশস্কৃতঃ যথা।"

অর্থাৎ,—কীট যেমন, পেশস্কৃৎকে (কুমীরক পোকাকে) স্মরণ করিতে করিতে তদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই কৃষ্ণবৈরী রাজগণ পূর্ব্বকৃত বৈরিতা-জনিত পাপের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও অন্তকালে তদ্রূপ স্মারণা মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান তাই এ বিষয়ে স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন,—

"বিষয়ান ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে।"

অর্থাৎ বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; আর ভগবানের অনুস্মরণ করিতে করিতে মানুষ ভগবানেই লীন হইয়া থাকে। জগদীশ্বরের যে রূপ গুণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, গুণময়ের যে গুণকথা গীত হইয়া থাকে, পরমপিতার পুণ্যস্মৃতি যে অনুসরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণ আর অন্য কি থাকিতে পারে? তাহার কারণ এই যে, তাঁহার সেই রূপগুণ স্মরণ করিতে করিতে, তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্‌গুণে গুণান্বিত, তদ্ভাবে ভাবান্বিত, তৎস্বরূপে লয়প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। স্বরূপ অবগত হইলেই রূপে রূপ মিশাইবার—আত্মায় আত্মসম্মিলনের প্রযত্ন আসে। রূপে রূপ মিশিলে, আত্মায় আত্ম সম্মিলন ঘটিলে তখন আর ভেদাভেদ থাকে না। তখন জলে জল মিশিয়া যায়,—মহাসাগরে মিশিয়া নামরূপ হারাইয়া তখন সব এক হইয়া যায়। মন্ত্রে এই ভাবেরই অভিব্যক্তি দেখিতে পাই।

মন্ত্রে ইন্দ্র দেবতাকে বলা হইয়াছে,—'সূর্য্যং অরোচয়।' অর্থাৎ হে ইন্দ্রদেব! আপনি সূর্য্যকে আপন জ্যোতির দ্বারা দীপ্ত করেন।' এখানে ইন্দ্র বলিতে আমরা সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকে লক্ষ্য করি। পূর্ব্বাপর সেই ভাবেই অর্থ নিষ্কাশন করিয়া আসিয়াছি। তিনি সূর্য্যকে দীপ্তির দ্বারা প্রকাশ করেন। 'সূর্য্যং অরোচয়' বলিতে তাহাই বুঝা যায়। তিনিই সূর্য্য,

তিনিই জ্যোতিঃ, তিনিই চন্দ্র, তিনিই তেজ, তিনিই শক্তি;—একই সামগ্রী ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে প্রকাশ মাত্র। যাঁহারা হিন্দুকে জড়ের উপাসক বলিয়া বিদ্রূপ করেন, মর্ম্মানুধাবন করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, চৈতন্যের কি জড়ের—কাহার উপাসনার বিষয় বেদে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তিনি জড়, তিনি চৈতন্য, আবার তিনি জড় চৈতন্যের অতীত। অধিকারিভেদে, ধ্যান-ধারণার তারতম্যানুসারে, তিনি বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকট হয়েন। ভগবান সূর্য্য অগ্নি, জ্যোতিঃ, তেজরূপে বিভিন্ন অধিকারীর নিকট বিভিন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন মাত্র। নচেৎ, সকলই সেই এক তিনি; এক ভিন্ন দুই নাই।

সূর্য্য যে ভগবানের প্রকাশ রূপ, গীতায় ভগবদুক্তিতেই তাহা পরিব্যক্ত। 'বিভূতিযোগ' বর্ণন প্রসঙ্গে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান।" চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি তাঁহার জ্যোতিতেই যে জ্যোতিপ্রাপ্ত হয়, সেই অদ্বিতীয় আলোকাধার হইতেই যে আলোক লাভ করে, উপনিষৎ তাহা স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছেন। কঠোপনিষৎ বলিতেছেন, "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" অর্থাৎ,—এই বিশ্ব তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশমান হইতেছে; তাঁহারই জ্যোতিঃ সকলকে জ্যোতিষ্মান করিতেছে। ফলতঃ, তিনিই আদি, তিনিই মধ্য, তিনিই অন্ত; আবার, তিনিই অনাদি, তিনিই অনন্ত। তিনি ভিন্ন কাহারও কোনও সত্ত্বা স্বতন্ত্রপর নহে।

মন্ত্রের তাই উপদেশ—'কায়মনোবাক্যে সেই বিরাট বিশ্বময় সর্ব্বদেবময় ভগবানের শরণ গ্রহণ কর। সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভাষ্যকারের বা ব্যাখ্যাকারের সহিত আমাদের বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে ইন্দ্র! তুমি অভিভবিতা হও, তুমি সূর্য্যকে প্রদীপ্ত করিয়াছ; তুমি বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বদেবস্বরূপ এবং মহান।" মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের মহিমাজ্ঞাপক আর যে সকল বিশেষণ পদ আছে, পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় তাহা বিশদীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রেও বিশদভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তিনিই যে আদিভূত, সকলই যে তাঁহারই বিভিন্ন বিভূতিরূপ, বিশেষণ-সমূহ হইতে সেই তত্ত্বই অবগত হওয়া যায় * (৬অ ৭খ ২সূ—২ম)॥

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২ ১ ১ ২ ৩ ২ ১২ ২র ৩ ২
বিভ্রাজজ্জ্যোতিষা স্বাহঽঽরগচ্ছো রোচনং দিবঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দেবাস্ত ইন্দ্র সখ্যায় যেমিরে॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে প্রথম বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের (অষ্টম মণ্ডল, অষ্টাধিক নবতিতম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (সর্ব্বশক্তিমান হে ভগবন্! ত্বং 'জ্যোতিষা' (স্বতেজসা জ্ঞানজ্যোতিষা ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ' (দেবভাবান্ ইতি ভাবঃ) 'রোচনং' (উদ্দীপয়ন, দীপয়ন্ ইতি যাবৎ) 'স্বঃ' (স্বর্গং স্বর্গবদুন্নতং পবিত্রং স্থানং—হৃদয়ং ইত্যর্থং) 'বিভ্রাজৎ' (প্রকাশয়িত্বা, জ্যোতিষা উদ্ভাসয়িত্বা ইতি ভাবঃ) 'আগচ্ছ' (গচ্ছসি, প্রাপ্স্যসি - তং হৃদয়ং ইতি শেষঃ)। কিঞ্চ 'দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবভাবাঃ, যদ্বা—সত্ত্বাবসম্পন্না সাধবঃ ইতি ভাবঃ) 'সখ্যায়' (ভবতাং সখিত্বং লাভায় ইত্যর্থঃ) 'যেমিরে' (স্বাত্মানং নিয়মিতবন্তঃ—ভগবতঃ সখিত্বকামনায় প্রার্থিতবন্তঃ ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। ভগবতা সহ সখ্যসাধনায় দিব্যজ্ঞানং সদ্ভাবশ্চ মূলৌ। ভগবান্ যথা সখা ভবেৎ তথা সাধকান্ প্রযত্নং অকার্ষুঃ ইতি ভাবঃ। (৬অ—৭খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বশক্তিমান হে ভগবন্! আপনি আপনার স্বকীয় তেজের (জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা) দেবভাব-সমূহকে উদ্দীপিত করেন; এবং স্বর্গবৎ উন্নত পবিত্র হৃদয়কে (সেই জ্যোতির দ্বারা) উদ্ভাসিত করিয়া, আগমন করেন (সেই হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন)। দেবভাবসমূহ অর্থাৎ সদ্ভাবসম্পন্ন সাধকগণ আপনার সখ্য-কামনায় প্রার্থনা করিতেছেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্য-প্রকাশক ও আত্মোদ্বোধক। ভগবানের সহিত সখ্য স্থাপনে দিব্যজ্ঞান ও সদ্ভাব-সঞ্চয় মূলীভূত। অতএব সঙ্কল্প—ভগবান যাহাতে সখিভূত হয়েন, সেইরূপভাবে আমরা প্রযত্নপর হইব)॥ (৬অ—৭খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! ত্বং 'জ্যোতিষা' তেজসা 'দিবঃ' আদিত্যস্য 'রোচনং' প্রকাশকং অধিকরণত্বেন 'স্বঃ' স্বর্গং 'বিভ্রাজৎ' প্রকাশয়ন্ 'অগচ্ছঃ' অপ্রাপ্নোঃ। কিঞ্চ 'দেবাঃ' সর্ব্বাঃ 'তে' তব 'সখ্যায়' মিত্রত্বায় 'যেমিরে' স্বং স্বাত্মানং নিয়মিতবন্তঃ অস্মাকং ইন্দ্রঃ সখা যথা স্যাদিতি সর্ব্বে দেবাঃ প্রযত্নমকার্ষুরিত্যর্থঃ। (৬অ—৭খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১০২৭) সামের মর্ম্মার্থ।
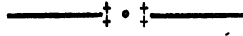
মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবানের সখিত্ব-লাভের আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবানের সখ্যলাভে জ্ঞান এবং সদ্ভাবই প্রধান। ভগবান স্বয়ই হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতি বিচ্ছুরণ করিয়া, সদ্ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে আপনার সখিত্বে স্থাপন করে। সুতরাং তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন জ্ঞানের উন্মেষণ এবং সদ্ভাবের সমাবেশ।

মন্ত্রটী সরল সহজবোধ্য। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত বিশেষ কোনও মতানৈক্য সংঘটিত হয় নাই। ভাষ্যের অনুসারী একটী ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—"হে ইন্দ্র! তুমি জ্যোতিঃ দ্বারা দ্যুলোককে প্রকাশিত করতঃ গমন করিয়াছিলে; দেবগণ তোমার সখ্যলাভের জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। * (৬অ—৭প—২স্ব-৩সা)।

* . *

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

২র র ১ ২ ৪ ২ ১ র - ১র
ঔহোহোয়ি। ঔ ৩ হো ৩ য়ি। ও ৩ ২ ৩ ৪ ৫ বা ৬ ৫ ৬। ইন্দ্রা ২ য়সাম-

২র ৩ ১ ১ ১ ১ ১ — ২ ২ ১ — ১ ১ ১ ১ ১
গায়ত্তা ২ ৩ ৪ ৫। বিপ্রা ২ য়বৃহাৎ। ব্রহ্মকৃতে ২ বিপশ্চিতে ২ ৩ ৪ ৫।

২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২র ১র ৩ ১ ১ ১ ১ ১ র ২
এ ৩। পনস্যবে ২ ৩ ৪ ৫। (১) য়মিন্দ্রাভিভূরসী ২ ৩ ৪ ৫। য়৩ সূর্য্যাম-

র ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২র ১ র ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ২১র
রোচয়া ২ ৩ ৪ ৫ঃ। বিশ্বকর্ম্মাবিশ্বদেবা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। এ ৩। মহা৩

১ ১ ১ ১ ২১র২ ১র ২র১ ১ ১ ১ ১ ৩ ২র
অসা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। (২) বিভ্রাজঞ্জ্যোতিষাস্বা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। অগচ্ছো-

র ১ ২ ২র১র২ ১র ১ ১ ১ ১ ২র১র ২ ৪
রোচনন্দিবা ১ঃ। দেবাস্তইন্দ্রসখ্যায়া ২ ৩ ৪ ৫। ঔহোহোয়ি। ঔ ৩ হো ৩ য়ি।

২ ২ ২র১ ১ ১ ১ ১
ও ৩ ২ ৩ ৪ ৫ বা ৬ ৫ ৬। এ ৩। যেমিরা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি (৩)। ১২৩। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে প্রথম বর্গে তৃতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডলে অষ্টাধিক নবতিতম সূক্তের তৃতীয় ঋক) অন্তর্গত।

† দ্বিতীয় সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। গানটীর নাম—'সৌমিত্রং'।

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অসাবি সোম ইন্দ্র তে শবিষ্ঠ ধৃষ্ণবাগহি।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

আ ত্বা পৃণক্ত্বিন্দ্রিয়ং রজঃ সূর্য্যো ন রশ্মিভিঃ॥১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'তে' (ত্বদর্থং) অস্মাসু 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'অসাবি' উৎপন্নঃ সঞ্চিতং বা অস্তু); 'শবিষ্ঠ' (অতিশয়েন বলবন্) 'ধৃষ্ণো' (শত্রূণাং ধর্ষয়িতঃ, রিপু-বিমর্দ্দক হে ভগবন্!) 'আ গহি' (আগচ্ছ, অস্মান্ প্রাপ্নুহি); 'ইন্দ্রিয়ং' (অস্মাকং সর্ব্বেন্দ্রিয়ং, সর্ব্বা শক্তিঃ) 'সূর্য্যঃ' (দিবাকরঃ, যদ্বা - জ্ঞানদেবঃ) 'ন' (যথা) 'রশ্মিভিঃ' (কিরণৈঃ, জ্যোতির্ভিঃ) 'রজঃ' (অন্তরিক্ষং ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ, রজোভাবং অহঙ্কারাদিজন্মকারণং নাশয়তি তদ্বৎ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পৃণক্তু' (পূরয়তু, প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং সর্ব্বা শক্তিঃ ত্বয়ি বিনিবিষ্টা ভবতু—অস্মাকং হৃদয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বেন পূর্ণঃ অস্তু; অতঃ ত্বং অস্মাসু বিরাজমান ভব॥ (৬অ—৭খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার জন্য আমাদিগের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন বা সঞ্চিত হউক। অতিশয় বলবন্ শত্রুধর্ষণকারী হে ভগবন্! আসুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়—সকল শক্তি, সূর্য্য যেমন রশ্মিসমূহের দ্বারা অন্তরিক্ষকে ব্যাপ্ত করে সেইরূপ (অথবা জ্ঞান-দেবতা যেমন আপনার জ্যোতির দ্বারা রজোভাবকে—অহঙ্কারাদি জন্ম-কারণকে নাশ করেন, সেইরূপ) সর্ব্বতোভাবে আপনাকে প্রাপ্ত হউক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের সকল শক্তি আপনাতে বিনিবিষ্ট হউক—আমাদিগের হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণ রহুক; আর, আপনি আমাদিগের মধ্যে বিরাজমান্ রহুন। (৬অ—৭খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'তে' ত্বদর্থং 'সোমঃ' 'অসাবি' অভিষুতোঽভূৎ। হে 'শবিষ্ঠ' অতিশয়েন বলবন্! অতএব 'ধৃষ্ণো' শত্রূণাং ধর্ষয়িতঃ! ইন্দ্র! 'আগহি' দেবযজনদেশমাগচ্ছ, আগতঞ্চ

'ত্বা' ত্বাং 'ইন্দ্রিয়ং' সোমপানেনোৎপন্নং প্রভূতং সামর্থ্যং 'আ পৃণক্তু' আপূরয়তু। 'রজঃ' অন্তরিক্ষং 'রশ্মিভিঃ' কিরণৈঃ 'সূর্য্যো ন' যথা সূর্য্যঃ পূরয়তি তদ্বৎ ॥ সবিষ্ঠ—সবস্বিন্‌শব্দাদিষ্ঠনি বিন্মতোর্লুক্, 'টেঃ (৬।৪।১৫৫)'-ইতি টিলোপঃ, পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ (৮।১।১৯)। গহি গমের্লোটি 'বহুলং ছন্দসি' (২।৪।৭৩) ইতি শপো লুক্, 'অনুদাত্তোপদেশ' (৬।৪।৩৭) ইত্যাদিনা অনুনাসিক-লোপঃ, তস্য অসিদ্ধবদত্রাভাৎ (৬।৪।২২)'—ইত্যসিদ্ধত্বাদ্ধের্লুগভাবঃ ॥ (৬অ ৭খ ৩সূ-১সা) ॥

* * *

প্রথম (১০২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে দুইটী সমস্যামূলক পদ আছে এবং একটী সমস্যামূলক উপমা দৃষ্ট হয়। সেই পদ দুইটী 'সোমঃ' ও 'ইন্দ্রিয়ং'। উপমাটী "সূর্য্যঃ ন রশ্মিভিঃ রজঃ"। সোম-পদে যথাপূর্ব্ব সকলেই 'সোমরস মাদক-দ্রব্য' অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। 'অসাবি' ক্রিয়াপদে তদনুসারে অভিষব-ক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল, ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। তদনুসারে, এই মন্ত্রের প্রথম চরণের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ পাইয়াছে,—"হে ইন্দ্র! আপনার জন্য সোমরস মাদক দ্রব্য প্রস্তুত রহিয়াছে; শত্রুবিমর্দ্দক আপনি আসিয়া তাহা পান করুন।" এইরূপ 'ইন্দ্রিয়ং' পদে সেই সোমরস-পানে মত্ততা-জনিত বলসঞ্চারের ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। তদনুসারে ঐ অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে, 'সোমরস-পান-জনিত শক্তিতে তোমাকে পূর্ণ করুক, অর্থাৎ মত্ততা-জনিত বল তোমাতে সঞ্চিত হউক।' কেমন ভাবে সেই বল তোমাতে সঞ্চিত হইবে বা তুমি সেই বলে পূর্ণ হইবে? তাহারই উপমা—"রজঃ সূর্য্যঃ ন রশ্মিভিঃ।" উহার প্রচলিত অর্থ—'সূর্য্য যেমন অন্তরিক্ষকে আপনার রশ্মিসমূহের দ্বারা পূর্ণ করেন।'

আমরা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অর্থে সঙ্গতি দেখি না। 'সোমঃ' পদে যে শুদ্ধসত্ত্বকে বুঝায়, আর শুদ্ধসত্ত্বই যে ভগবানের আশ্রয়-স্থল, তাহা পুনঃ পুনঃ খ্যাপন করিয়াছি। সে পক্ষে, এই মন্ত্রের প্রথম প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চিত হউক, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয়ে সমর্থ হই।' এ পক্ষে, 'অসাবি' ক্রিয়াপদের বিষয় অনুধাবনীয়। সু (ষু) ধাতু 'উৎপাদন' অর্থ প্রকাশ করে। তাহারই লুঙে 'অসাবি' পদ ব্যুৎপন্ন হয়। আমরা ঐ ক্রিয়াপদে লোট বিভক্তির আরোপ করি। সে পক্ষে, 'অসাবি' স্থলে 'সুনোতু', 'সূতাং' অথবা 'সূয়তাং' পদ গ্রহণ করিতে পারি। ফলতঃ, 'উৎপন্ন হউক—সঞ্চিত হউক' এবম্বিধ ভাব ঐ ক্রিয়াপদ ব্যক্ত করিতেছে বলিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত করি। ভগবানকে আমরা 'আগহি' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি—কখন? যখন আমাদিগের হৃদয় সত্ত্বভাবে পূর্ণ হয়, তখনই নহে কি? এই [illegible]সত্তা-তত্ত্ব স্মরণ করিয়াই, মন্ত্রের প্রথম চরণে প্রার্থনার ভাব প্রাপ্ত হই,—'হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণ হউক; আর, আপনি আসিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হউন।'

অতঃপর দ্বিতীয় চরণের প্রার্থনার বিষয় বিচার করিয়া দেখুন। 'মন্ত্রপানে আপনি শক্তিলাভ করুন'—এই কি দেবতার নিকট মানুষের কামনা? মনে করিতেও অন্তর কম্পিত হয় না কি? কিন্তু এই অংশের 'ইন্দ্রিয়ং' পদের মর্ম্ম অনুধাবন করিলেই সকল ভাব পরিস্ফুট হইতে পারে। আমরা বলি, এখানে 'ইন্দ্রিয়ং' পদে আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়কে-যত প্রকার ইন্দ্রিয় আছে, তাহাদিগের সকলকে—আমাদিগের সর্ব্ববিধ শক্তিকে—অর্থ আসিতেছে। 'আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ং) আপনাকে পূরণ করুক (পৃণক্তু)'—এতদ্বাক্যে কি ভাব উপলব্ধ হয়? ইহার ভাব কি এই নয়—'আমরা যেন সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার কার্য্যে বিনিবিষ্ট হইতে পারি।' তাহারই উপমা—"সূর্য্যঃ ন রশ্মিভিঃ রজঃ"। এই উপমা অংশে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যায়। সাধারণ-প্রচলিত ভাব—সূর্য্যরশ্মি যেমন অন্তরিক্ষকে পূর্ণ করে। অন্য অর্থ-জ্ঞানদেবতা যেমন আপনার জ্যোতিঃবিস্তারে রজোভাবকে অর্থাৎ অহঙ্কারাদি জন্মকারণকে নাশ করেন। এ পক্ষে সূর্য্যঃ' পদে জ্ঞানদেবতা (প্রজ্ঞান অর্থ) গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং 'রজঃ' পদে অহঙ্কারাদি জন্মকারণের প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। প্রজ্ঞান লাভে, পরমজ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, মানুষ যেমন আপনার জন্মহেতুভূত অহঙ্কারাদিকে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হয়, আমাদিগের ইন্দ্রিয়সকল আমাদিগের সর্ব্ববিধ শক্তি-ভগবানে ন্যস্ত হইলে সেইরূপ আমাদিগের সকল বিপদ দূর করিয়া দেয়—আমাদিগকে মোক্ষের পথে আগুয়ান করে। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।* (৬অ-৭দ-৩সূ-১সা)॥

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ তিষ্ঠ বৃত্রহন্রথং যুক্তা তে ব্রহ্মণা হরী।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অর্ব্বাচীনং সু তে মনো গ্রাবা
৩ ১ ২
কৃণোতু বগ্নুনা॥ ২॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহন্' (অজ্ঞানতানাশক হে ভগবন্!) 'রথং' (অস্মাকং হৃদয়ং কর্ম্ম বা) 'আতিষ্ঠ' (সমস্তাৎ প্রাপ্নুহি); 'ব্রহ্মণা' (অস্মদুচ্চারিতেন স্তোত্রেণ, শস্ত্রমন্ত্রেণ) 'তে' (তব

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে, পঞ্চম বর্গের প্রথম সূক্তের (প্রথম মণ্ডল, চতুরশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

বহনোপযোগিনৌ) 'হরী' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ) 'যুক্তা' (যুক্তৌ ভবতাং—অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ) ; 'গ্রাবা' (পাষাণবৎ বিশুষ্কং অস্মাকং হৃদয়ং) 'বগ্নুনা' (স্তোত্রমন্ত্রেণ—অভিষিক্তং সন) 'তে' (তব) 'মনঃ' (অন্তরং, অনুগ্রহং ইতি ভাবঃ) 'সু' (সুষ্ঠু রূপেণ) 'অর্ব্বাচীনং' (অস্মদভিমুখং) 'কৃণোতু' (করোতু)। পাষাণবদ্দৃঢ়হৃদয়ঃ মন্ত্রপ্রভাবেন আর্দ্রঃ ভবতু ; তস্মিন্ হৃদি হে ভগবন্ ত্বং অধিতিষ্ঠ—অস্মান্ প্রতি কৃপাপরায়ণঃ ভবঃ। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (৬অ—১খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানতানাশক হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয়কে বা কর্ম্মকে সমন্তাৎ প্রাপ্ত হউন ; আমাদিগের উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা (শস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা) আপনার বহনোপযোগী জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় আমাদিগের হৃদয়ে যুক্ত হউক ; পাষাণবৎ বিশুষ্ক আমাদিগের হৃদয়, স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া, আপনার অন্তরকে—আপনার অনুগ্রহকে—সুষ্ঠুরূপে আমাদিগের অভিমুখ করুক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—পাষাণবৎ দৃঢ় আমাদিগের হৃদয় মন্ত্রপ্রভাবে আর্দ্র হউক ; সেই হৃদয়ে, হে ভগবন্, আপনি অবস্থান করুন—আমাদিগের প্রতি কৃপাপরায়ণ হউন)। (৬অ—১খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বৃত্রহন্' শত্রূণাং হন্তঃ ইন্দ্র! 'রথং' 'আ তিষ্ঠ' আরোহ। যস্মাৎ 'তে হরী' ত্বদীয়াবশ্বৌ 'ব্রহ্মণা' স্তোত্রলক্ষণেন মন্ত্রেণ 'যুক্তা' রথেঽস্মাভির্যোজিতৌ। 'সুপাং সুলুক্ (৭।১।৩৯)' ইত্যাকারঃ। তস্মাৎ ত্বং রথমাতিষ্ঠ। 'তে মনঃ' ত্বদীয়ং মনশ্চ 'গ্রাবা' অভিষবার্থং প্রবৃত্তঃ পাষাণঃ, 'বগ্নুনা' শব্দনীয়েনাভিষবশব্দেন 'বচের্গশ্চ' (উ০ ৩৩০)'-ইতি নুপ্রত্যয়ো গকারশ্চান্তাদেশঃ। 'অর্ব্বাচীনং'-অস্মদভিমুখং 'সুকৃণোতু' সুষ্ঠু করোতু। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১০২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রথম চরণের 'রথং' ও 'হরী' পদদ্বয় এবং দ্বিতীয় চরণের 'গ্রাবা' পদ মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেবতার সম্বোধন 'বৃত্রহন্' পদও সংশয়-সন্দেহ বৃদ্ধি করিয়াছে। এতদনুসারে মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'হে বৃত্রহননকারী! তুমি রথে আরোহণ কর ; তোমার অশ্বদ্বয় রথে সংযুক্ত হইয়াছে।' এইরূপে দ্বিতীয় চরণের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'প্রস্তর (গ্রাবা) দ্বারা সোমরস বাহির করা

যাইতেছে; তাহার শব্দে (বগ্নুনা) অর্থাৎ শব্দ শুনিয়া তোমার চিত্ত আমাদিগের দিকে প্রধাবিত হউক।' সোমরূপ মাদক-দ্রব্য প্রস্তুতের আয়োজন হইলেই, তদুপলক্ষিত প্রস্তর সঞ্চালিত হইলেই, ইন্দ্র যেন আর স্থির থাকিতে পারেন না। এবম্বিধ ভাবই এখানে প্রকাশমান দেখি।

যাহ হউক, আমরা সে ভাব সে অর্থ গ্রহণ করি না। 'রথং', 'হরী' ও 'গ্রাবা' পদত্রয়ে আমরা যথাক্রমে হৃদয় বা কর্ম্ম, জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় এবং পাষাণবৎ বিশুষ্ক আমাদিগের হৃদয় প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করি। 'বগ্নুনা' পদে 'স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া' ভাব আসে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ পাই এই যে,—'অজ্ঞানতা-নাশকারী হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের কর্ম্মকে বা হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন। অর্থাৎ, আমাদিগের কর্ম্মের সহিত আপনার সম্বন্ধ হউক ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কর্ম্মেই যেন আমরা নিরত হই।' তার পর প্রার্থনা—'আমাদিগের উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা আপনার বহনোপযোগী জ্ঞান-ভক্তি রূপ বাহকদ্বয় আমাদিগের হৃদয়ে যুক্ত হউক।' মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে প্রথম চরণটীকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তদুপলক্ষে 'যুক্তা' পদটী 'যুক্তৌ' পদের রূপ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় চরণের অর্থ পরিগ্রহণ-পক্ষে 'গ্রাবা' পদের মর্ম্ম অনুধাবন সর্ব্বথা আবশ্যক। তাহা হইলেই অন্য অংশের ভাব পরিস্ফুট হইবে। 'গ্রাবা বগ্নুনা' পদদ্বয়ে 'পাষাণ ঘর্ষণের শব্দের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ না করিয়া, 'পাষাণবৎ বিশুষ্ক হৃদয় স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা অভিষিক্ত হইলে' এবম্বিধ অর্থেই সঙ্গতি দেখি। 'মনঃ' পদে অন্তরকে (ভাবে—অনুগ্রহকে) বুঝায়। পাষাণবৎ কঠিন হৃদয় যখন স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা অভিষিক্ত ভক্তিপ্লুত হয়, তখনই যে ভগবানের অনুগ্রহ আমাদিগের প্রতি আগমন করে, তাহা বলাই বাহুল্য। এই মন্ত্রাংশে সেই বাণীই বিঘোষিত হইতে দেখি। • (৬অ—১খ—৩সূ—২সা)।

— * —

তৃতীয়ং সাম।

২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ইন্দ্রমিদ্ধরী বহতোঽপ্রতিধৃষ্টশবসম্।
১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
ঋষীণাঙ্ সুষ্টুতীরুপ যজ্ঞং চ মানুষাণাম্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হরী' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ) 'অপ্রতিধৃষ্টশবসং' (অশেষশক্তিশালিনং প্রতি-দ্বন্দ্বরহিতবলযুতং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'ঋষীণাং' (মন্ত্রদ্রষ্টৃণাং সাধকানাং)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায় পঞ্চম বর্গের প্রথম সূক্তের (প্রথম মণ্ডল, চতুরশীতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক) অন্তর্গত।

'চ' (তথা) 'মানুষাণাং' (লোকানাং, জনসাধারণানাং) 'স্তুতীঃ' (স্তোত্রম্) 'চ' (তথা) 'যজ্ঞং' (সর্ব্ববিধং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানং) 'উপ' (সমীপং) 'ইৎ' (নিশ্চিতং) 'বহতঃ' (প্রাপয়তঃ)। জ্ঞানভক্তিসহযুক্তেন কর্ম্মণা নরঃ সর্ব্বাবস্থায়াং ভগবন্তং প্রাপ্নোতু ইতি ভাবঃ। (৬অ--৭খ—৩সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় অশেষশক্তিশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে মন্ত্রদ্রষ্টা সাধকগণের এবং জনসাধারণের স্তোত্রসমূহের ও সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সমীপে নিশ্চয়ই বহন করিয়া আনে। (ভাব এই যে,—জ্ঞানভক্তিসহযুত কর্ম্মের দ্বারা মনুষ্য সর্ব্বাবস্থায় ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।)। (৬অ—৭খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অপ্রতিধৃষ্টশবসং' কেনাপ্যধর্ষিতবলমহিংসিতবলমিত্যর্থঃ 'ইন্দ্রমিৎ' ইন্দ্রমেব 'ঋষীণং' বসিষ্ঠাদীনাং 'মানুষাণাং' অন্যেষাং মনুষ্যাণাঞ্চ 'সুষ্টুতীঃ' শোভনাঃ স্তুতীঃ 'যজ্ঞঞ্চ' 'হরী' অশ্বৌ 'উপ বহতঃ' সমীপং প্রাপয়তঃ। যত্র যত্র স্তুবন্তি যত্র যত্র যজন্তে তত্র সর্ব্বত্রেন্দ্রমশ্বৌ প্রাপয়ত ইত্যর্থঃ। মানুষাণাং 'মনোর্জাতৌ (৪।১।১৬১)'—ইতি মনু-শব্দাদঞ্ যুগাগমশ্চ। 'ঋষীণাং সুষ্টুতীঃ'—'ঋষীণাঞ্চ স্তুতীঃ'—ইতি পাঠৌ। (৬অ-৭খ—৩সূ ৩সা)।

ইতি ষষ্ঠস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ। ৭।

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ। ৬।

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তক-শ্রীবীর-বুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থ-প্রকাশে উত্তরার্চ্চিকে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

* * *

তৃতীয় (১০৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'হরী' পদ সম্বন্ধেই যাহা কিছু মতান্তর আছে; নচেৎ, মন্ত্রের সাধারণ ভাব-সম্বন্ধে কোনই মত-পার্থক্য দেখিতে পাই না। 'হরী' পদে 'ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়' অর্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক মন্ত্রের ভাব গ্রহণ করা হয়,—'ইন্দ্রের অশ্বদ্বয় ইন্দ্রকে ঋষিগণের এবং মনুষ্যগণের স্তোত্রের ও যজ্ঞের সমীপে বহন করিয়া লইয়া যায়।' ইহাতে

সাধারণতঃ মনে আসে,—ইন্দ্র নামে কোনও এক মনুষ্য রাজপথে অধিষ্ঠিত ছিলেন; ঋষিগণ এবং মনুষ্যগণ যখন তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেন, তখন তিনি আপনার দুইটী অশ্বে আরোহণ করিয়া বা অশ্বদ্বয়-পরিচালিত রথে সেই অভ্যর্থনা-ক্ষেত্রে গমন করিতেন এবং আপনার প্রশংসাবাদ শ্রবণে পরিতুষ্ট হইতেন।

যদি তাহাই হইবে—সেই অর্থেরই যদি সার্থকতা থাকিবে, তাহা হইলে এই সকল মন্ত্র আজিও যজ্ঞাদিতে—ক্রিয়াকর্ম্মে ব্যবহৃত হইতেছে কেন? ইন্দ্রদেব কি অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক এখন যজ্ঞস্থলে আগমন করেন এবং মন্ত্র শ্রবণ করেন? কেহ দেখিয়াছেন কি? সে পরিকল্পনা নিরর্থক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

আমরা বলি, মন্ত্রার্থ নিত্যসত্য-ভাব-প্রকাশক। চিরকাল যাহা হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহাই এখানে প্রখ্যাত রহিয়াছে। ভগবান ইন্দ্রদেব চিরদিনই মানুষের স্তোত্র সমীপে—উপাসনার নিকট এবং যজ্ঞসমীপে—সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের নিকট আসিয়া থাকেন। আমাদিগের জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয়ই তাঁহাকে বহন করিয়া আনে। এ মন্ত্র সেই তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে; বলিতেছে,—'তুমি ঋষিই হও, আর সাধারণ মনুষ্যই হও, জ্ঞানভক্তি-সহযুত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; ভগবান্ তোমাকে অনুগ্রহ করিবেন। সেই কর্ম্মই সর্ব্বাবস্থায় ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।' আমরা মনে করি, এবম্বিধ ভাবই এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইতেছে। * (৩অ—১খ ৩সূ ৩সা)।

—•—

তৃতীয় সূক্তের গেয়-গান।

২　৪৫৪৫　২র n　৩২১ —
১। হয়ায়ি। হয়া৩। ওহাওহা। (এবন্ত্রিঃ) অসাবিসো। মইন্দ্রাতা২য়ি।

৴　৩২র১ —　র র ৴　৩২১ —　২ র
শবিষ্ঠধা। ক্সুবাগাহী২। আহাপৃণা। ক্সু্ইন্দ্রায়া২ম্। রজঃসূর্য্যো।

৩২১ —　র n　৩২১ —　র র n　৩২র
নরশ্মায়িতা২য়িঃ॥ (১) আতিষ্ঠনা। ব্রহন্ত্ৰাথা২ম। যুক্তাতেব্রা। স্কণা-

১ —　র র n　৩৩র১ —　২রর n　৩২১ —
হারী২। অর্ব্বাচীনাম্। সুতেমানা২ঃ। গ্রাবাক্কণো। তুবগ্নূনা২॥ (২)

n n　৩র২১ —　n　৩২১ —　র র n
ইন্দ্রমিদ্ধা। রীবহাতা২ঃ। অপ্রতিধা। ষ্টশবাসা২ম। ঋষীণা৺সু।

৩২র১ —　১ —　n　৩র২১ —
ষ্টূতীরূপা২। যজ্ঞঞ্চমা। সুষাণা২ম। যজ্ঞঞ্চা। মানুষাণা২ম্। হয়ায়ি।

৪৫৪৫　৩　৫　৩
হয়া৩। ওহাওহা। ৩। হো৪ইডা। ২। হো২৩৪৫ঈ। ডা (৩)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে পঞ্চম বর্গের প্রথম সূক্তের (প্রথম মণ্ডল, চতুরশীতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

১র ২ ২ন ৩২১ — ২ ১ ২ন ৩২র১ —
২। অপাবিলো ৩ হা। মইন্দ্রাতা ২ য়ি শবিষ্ঠপা ৩ হা। ক্ষুবাগাহী ২।

১র র ২ ২ ৩২১ — ১ র২ ২ন ৩২ ১
আবাপৃণা ৩ হা। ক্তু ইন্দ্রায়া ২ য়। রজঃসূর্যো ৩ হা। নরা ৩ হো ২ ৩ ৪।

৫ ৪ ৫ ১র ২ ২ন ৩২১ —
বা। শ্মা ৫ য়িভো ৬ হায়ি। (১) আতিষ্ঠপা ৩ হা। ব্রহন্যথা ২ য়।

১র র২ ২ন ৩২র১ — ১রর২ ২ন ৩২র১ —
যুক্তাতেব্রা ৩ হা। ক্ষণাহারী ২। অর্ব্বাচীন ৩৮ হায়ি। সুতেমানা ২ :।

১র ২ ২A ৩২ ১ ৫ ৪ ৫
গ্রাবাকৃণো ৩ হা। ভুবা ৩ হো ২ ৩ ৪। বা। গো ৫ নো ৬ হায়ি॥ (২)

১ ২ ২ন ৩র২ — ১ ২ ২ন ৩২১ —
ইন্দ্রমিদ্ধা ৩ হা। রীবহাতা ২ :। অপ্রতিধা ৩ হা। ষ্টশবাবা ২ য়।

১রর ২ ২ন ৩২র১ — ১ ২ ২ন ৩র২ ১
ঋষীণা৮ সু ৩ হা। ষ্টুতীরূপ ২। যজ্ঞস্কা ৩ হায়ি। মানু ৩ হো ২ ৩ ৪।

৫ ৪ ৫
বা। ষা ৫ পো ৬ হায়ি (৩)।

* * *

৫র ৩২ ৪৫ ১ র ১র২
৩। অপা। বিলো ৩। মইন্দ্রতায়ি। শবিষ্ঠঞ্ক্ষুবাগিহা ২ ৩ য়ি। আবাপৃণা ৩ ১ ২ ৩।

৪ ১র২ ৪৫ ৪ ৫
ক্তু ঈ ৫ দ্রিয়াম্। রাজঃসূর্যো ৩ ১ ২ ৩। নরোবা। শ্মা ৫ য়িভো ৬ হায়ি।

৫র ৩২ ৪৫ ১ররর
(১) আতি। ষ্ঠপা ৩। ব্রহন্থাম্। যুক্তাতেব্রক্ষণাহরা ২ ৩ য়ি।

১রর২ ৪ ১র২ ৪৫
অার্ব্বাচীনা ৩ ১ ২ ৩ য়। সুতে ৫ মনা। গ্রাবাকৃণো ৩ ১ ২ ৩। ভুবোবা।

৪ ৫ ৫ ৩২ ৪র৫ ১
যু ৫ নো ৬ হায়ি॥ (২) ইন্দ্রম্। ইদ্ধা ৩। রীবহন্তাঃ। অপ্রতিধৃষ্টশবসা

:৩রর ২ ৪ ১২ ৪র৫
২ ৩ য়। আর্ষীণা৮ সু ৩ ১ ২ ৩। ষ্টুতী ৫ রূপা। যজ্ঞস্কা ৩ ১ ২ ৩। মানোবা।

৫
ষা ৫ পো ৬ হায়ি (৩) : ১।২।৩।

---

* সপ্তম খণ্ডে তৃতীয় সূক্তের এই তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। ঐ তিনটী গানের নাম যথাক্রমে; "মহাবৈশ্বামিত্রম্", "ষষ্ঠীসাম" এবং "গৌরীবিতম্।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

—×‡•‡×—

উত্তরার্চ্চিকঃ। সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

—§:•§—

যস্য নিশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরং ॥ ১ ॥

* * *

প্রথমং সাম।

[প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।]

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ২
জ্যোতির্যজ্ঞস্য পবতে মধু প্রিয়ং পিতা

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
দেবানাং জনিতা বিভূবসুঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ২৩ক ২ব ৩ ১ ২
দধাতি রত্নং স্বধয়োরপীচ্যং মদিন্তমো

৩ ১ ১ ৩ ১র ২র
মৎসর ইন্দ্রিয়ো রসঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'জ্যোতিঃ' (দীপকঃ, উদ্দীপকঃ—সৎকর্ম্মণি নিয়োজকঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। ত্বং অর্চ্চকান্ 'প্রিয়ং' (প্রিয়ভূতং, প্রীতিদায়কং—অভীষ্টপূরকং ইত্যর্থঃ) 'মধু' (পরমানন্দং ইতি ভাবঃ) 'পবতে' (প্রযচ্ছসি ইতি যাবৎ)। ত্বং 'পিতা' (পালকঃ, রক্ষকঃ চ) 'দেবানাং' 'জনিতা' (সৎকর্ম্মণঃ

সুফলস্য সদ্ভাবরূপস্য ইত্যর্থঃ উৎপাদকঃ প্রদাতা ইতি ভাবঃ) অপি চ 'বিভূবসুঃ' (পরমধনদাতা) অসি ইতি শেষঃ। ত্বং 'স্বধয়োঃ' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং) 'অপীচ্যং' (অবিনশ্বরং) 'রত্নং' (রমণীয়ং ধনং – পরমধনং ইত্যর্থঃ) 'দধাতি' (ধারয়সি, প্রযচ্ছসি ইতি ভাবঃ); অপিচ, হে ভগবন্ ! ত্বং 'মদিন্তমঃ' (পরমানন্দদায়কং) 'মৎসরঃ' (সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'ইন্দ্রিয়ঃ' (তব স্বভূতং, শক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'রসঃ' (বীর্য্যং) বিধেহি ইত্যর্থঃ। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। ভগবদনুগ্রহেণ সৎকর্ম্মণঃ সুফলং উপজায়তে। ভগবতঃ অনুগ্রহেণ অস্মাভিরনুষ্ঠিতং কর্ম্ম সুফলপ্রদং পরমানন্দদায়কং চ ভবতু ইতি ভাবঃ ॥ (৭অ—১খ - ১সূ – ১সা) ॥

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! ত্বং 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'জ্যোতিঃ' (দীপকঃ, প্রেরকঃ ইত্যর্থঃ) অপিচ 'প্রিয়ং' (ভগবতঃ প্রীতিহেতুভূতঃ) 'মধু' (পরমানন্দস্বরূপঃ) ভূত্বা 'পবতে' (ক্ষরসি, ক্ষরতু বা ইতি ভাবঃ)। ততঃ ত্বং 'পিতা' (সৎকর্ম্মণঃ পালকঃ) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) "জনিতা' (উৎপাদকঃ) বিভূবসুঃ' (শ্রেষ্ঠধনস্য প্রদাতা) ভবসি ভবতু বা ইতি শেষঃ। 'রসঃ' (রসস্বরূপঃ আদিভূতঃ ইতি যাবৎ) 'মদিন্তমঃ' (পরমানন্দভূতঃ) 'মৎসরঃ' (সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ) 'ইন্দ্রিয়ঃ' (ভগবতঃ স্বভূতঃ) ত্বং 'অপীচ্যং' (অবিনাশী ভূত্বা ইতি যাবৎ) 'স্বধয়োঃ' (ইহলোকপরলোকয়োঃ ধারকয়োঃ ইতি ভাবঃ') 'রত্নং' (ধনং পরমধনং) 'দধাতি' (ধারয়সি, প্রযচ্ছসি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যজ্ঞাপকঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং ভগবৎপ্রাপ্তয়ে সহায়কঃ ভবতু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ ॥ (৭অ ১খ—১সূ - ১সা) ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ! আপনি সৎকর্ম্মের দীপক অর্থাৎ উদ্দীপক (সৎকর্ম্মে নিয়োগকর্ত্তা) হয়েন। অপিচ, আপনি প্রার্থনাকারীদিগকে তাহাদের প্রীতিদায়ক অভীষ্টপূরক পরমানন্দ প্রদান করেন। আপনি পিতা, আপনি সদ্ভাবের জনয়িতা, অপিচ আপনি পরমধনদাতা। আপনি শুদ্ধসত্ত্বরূপ অবিনশ্বর রত্নকে (পরমধনকে) ধারণ (অর্থাৎ প্রদান) করেন। অপিচ হে ভগবন্ ! আপনি পরমানন্দদায়ক, সকলের আকাঙ্ক্ষণীয়, আপনার স্বভূত শক্তিদায়ক বীর্য্য প্রদান করুন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবদনুগ্রহে সৎকর্ম্মের সুফল উপজিত হয়। ভগবানের অনুগ্রহে আমাদিগের কর্ম্ম সুফলপ্রদ ও পরমানন্দদায়ক হউক)। (৭অ—১খ—১সূ—১সা) ॥

* . *

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি সৎকর্ম্মের দীপক বা প্রেরক; অপিচ ভগবানের প্রীতিহেতুভূত পরমানন্দস্বরূপ হইয়া ক্ষরিত হও। তদনন্তর তুমি সৎকর্ম্মের পালক, দেবভাব-সমূহের উৎপাদক এবং শ্রেষ্ঠধনের প্রাপক হও। রসস্বরূপ অর্থাৎ আদিভূত পরমানন্দদায়ক, সকলের আকাঙ্ক্ষণীয়, ভগবানের স্বভূত তুমি অবিনাশী হইয়া ইহলোক-পরলোকের ব্যবধায়ক পরমধন ধারণ (প্রদান কর)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের সহায়ক হউক)॥ (৭অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যজ্ঞস্য' অগ্নিষ্টোমাদেঃ 'জ্যোতিঃ' দীপকঃ সোমঃ 'প্রিয়ং' ইন্দ্রাদীনাং প্রিয়ভূতং 'মধু' মধুরসং 'পবতে' পূয়তে দশাপবিত্রেণ শোধ্যত ইত্যর্থঃ। রসো বিশেষ্যতে 'পিতা' পালকঃ 'জনিতা' ফলস্য উৎপাদকঃ 'বিভূবসুঃ' প্রভূতধনঃ তেন সম্পাদয়িতুং শক্যত্বাৎ তাদৃশঃ সোমরসঃ 'স্বধয়োঃ'। স্বধে-ইতি দ্যাবাপৃথিব্যোর্নাম (নিঘ০ ৩৩০।১)। অপীচ্যঃ ইতি চান্তর্হিতস্য (নিঘ০ ৩২৫।১)। দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যেঽন্তর্হিতং 'রত্নং' রমণীয়ং ধনং 'দধাতি' স্থাপয়তি যজমানেষু। স এব পুনর্বিশেষ্যতে—'রসঃ' রসয়িতা 'মদিন্তমঃ' মাদয়িতৃতমঃ 'মৎসরঃ' স সোমঃ 'ইন্দ্রিয়ঃ' ইন্দ্রেণ জুষ্টঃ ইন্দ্রিয়বর্দ্ধকো বা॥ (৭অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

বিবিধ অন্বয়ে মন্ত্রে যে উচ্চভাব সূচিত হইতে পারে, আমরা মর্ম্মানুসারিণীতে তাহা প্রকটিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। প্রথম পক্ষে মন্ত্রটী ভগবৎসম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় পক্ষে মন্ত্রটী শুদ্ধসত্ত্ব সম্বোধনে বিনিযুক্ত হইতে পারে। উভয়ত্রই বিবিধ গুণবিশেষণে ভগবৎ-মাহাত্ম্যই প্রকাশ পাইয়াছে। পরমপিতা ভগবান যে এই বিশ্বের ভাবয়িতা, স্থাবর-জঙ্গমচরাচরাত্মক বিশ্বের পালক ও রক্ষক, স্থূলতঃ তিনিই যে সকলের উৎপত্তির কারণ রসস্বরূপ,—মন্ত্র তাহাই ঘোষণা করিতেছে।

ভগবানকে—শুদ্ধসত্ত্বকে—'যজ্ঞস্য জ্যোতিঃ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাতে কি বুঝিতে পারি? কর্ম্ম যদি সদ্ভাবে প্রণোদিত হইয়া আরব্ধ হয়, আর ভগবৎ-সংশ্রবযুত হইয়া যদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মফল যদি ভগবানে অর্পিত হয়, তাহা হইলে সে কর্ম্মের ন্যায় শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম অন্য কিছু থাকিতে পারে কি? কর্ম্ম-মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে
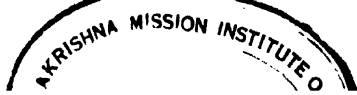
শাস্ত্রে সৎকর্ম্ম বলিতে ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মের বিষয়ই উল্লিখিত হয়। সেই কর্ম্মই কর্ম্ম, যে কর্ম্মে ভগবানের প্রীতি সাধিত হয়। আর সেই কর্ম্মই কর্ম্ম, যে কর্ম্ম ভগবানের প্রীতি সম্পাদন করিয়া পরমধন মোক্ষধন প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে। এখানে সেই কর্ম্মের কথাই বলা হইয়াছে। আর, 'যজ্ঞস্য জ্যোতিঃ' বলিতে কর্ম্মের সেই স্বরূপই প্রকটিত হইয়াছে। কর্ম্মের দ্বারা মানুষ অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু সে কর্ম্ম — সেই ভগবৎকর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন। ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ 'অর্থাৎ"— হে অর্জ্জুন, যাহা সর্ব্বভূতের বীজ অর্থাৎ উৎপত্তিকারণ, তাহা আমি; যেহেতু, আমি ব্যতীত যাহা থাকে, এরূপ চর বা অচর ভূত নাই। আমি ছাড়া আর কিছুই নাই।' মন্ত্রের 'রসঃ' পদে আমরা এই ভাবই উপলব্ধি করি। অঙ্কুরের সূক্ষ্মাবস্থা বীজ। বীজ না থাকিলে অঙ্কুরের সত্তা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং এক হিসাবে বীজকেই প্রাণ-স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করেন। বীজের দ্বারা অঙ্কুরের বা বৃক্ষের সত্তা নির্দ্দিষ্ট হয় বলিয়া বীজ তাহার প্রাণ। নচেৎ, তাহার সত্তার লোপ হয় তত্ত্বদর্শিগণের মতে জলের প্রাণ — রস। সূত্রগ্রন্থের বহুত্র তাহার উল্লেখ আছে। রস অপগত হইলে জলের সত্তা থাকে না। সুতরাং রসও প্রাণসমন্বিত, তাহাও বুঝা যায়। আর সেই রসের প্রাণ পূর্ণব্রহ্মরূপ। অর্থাৎ পরব্রহ্মই সকল প্রাণির আদিকারণ রসস্বরূপ। 'রসঃ' বলিতে এখানকার লক্ষ্য তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

এইরূপে ভগবানের বিবিধ গুণ বিশেষণে তাঁহার বিবিধ গুণ ব্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রে প্রার্থনা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমাদের কর্ম্ম যেন সুফলপ্রসূ হয়। আমরা যেন সেই কর্ম্মের ফলস্বরূপ পরমানন্দ-লাভে সমর্থ হই।' ফলতঃ, কর্ম্ম প্রভাবে আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হউক; আর সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমাদের হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান ঘটুক।' এই প্রার্থনার ভাব লইয়াই মন্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের যে একটী ব্যাখ্যানুবাদ প্রচলিত আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করিয়া, আমাদের বক্তব্য বিশদীকৃত করিবার প্রয়াস পাইতেছি। সেই অনুবাদটী; যথা,—"এই সোম যজ্ঞের ঔজ্জ্বল্যসম্পাদক আলোকস্বরূপ, ইনি সুমিষ্ট মধুর ন্যায় ক্ষরিত হইতেছেন। ইনি দেবতাদিগের জন্মদাতা পিতা, ধনের অধিপতি। ইনি বিবিধ অপ্রত্যক্ষ ধন দ্যুলোকে ও ভূলোকে বিতরণ করেন। ইনি ইন্দ্রের পানোপযোগী অতি চমৎকার রস, ইঁহার মাদকতা শক্তি নিরুপম।" বলা বাহুল্য, এ ব্যাখ্যায় সোমকে মাদকতাসম্পন্ন মাদকদ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছুই বলিয়া মনে হয় না। ব্যাখ্যাকার স্পষ্ট করিয়াই তাহা বলিলেন,— "ইহার মাদকতা শক্তি নিরুপম।" ব্যাখ্যা ভাষ্যানুসারী হইলেও ব্যাখ্যায়, ভাষ্য সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত হয় নাই বলিয়া মনে করি। আমরা ভাষ্যের বা ব্যাখ্যাকারের ভাব যে পরিগ্রহণ করিতে পারি নাই, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

'স্বধয়োঃ অপীচ্যং'—মন্ত্রের এই দুইটী পদে বিবিধ অর্থের সূচনা হইয়াছে। ভাষ্যকারের অর্থ—'স্বর্গের ও পৃথিবীর মধ্যে অন্তর্হিত।' ব্যাখ্যাকারের অর্থ—'অপ্রত্যক্ষ ধন দ্যুলোকে ও ভূলোকে বিতরণ করেন।' আমরা কোনও অর্থই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমাদের মতে 'স্বধয়োঃ' পদের অর্থ 'দ্যুলোকভূলোকয়োঃ ব্যবধায়কং' আর 'অপীচ্যং' পদের অর্থ হইয়াছে—'অবিনশ্বরং।' অন্তর যখন শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন অন্তর হইতে শত্রুগণকে ব্যবধানে রাখিবার একমাত্র উপায়—শুদ্ধসত্ত্ব। সাধক সেই প্রেয় সামগ্রীকে হৃদয়ে পোষণ করেন। এই ভাবেই ঐ পদদ্বয়ের অর্থ-সঙ্গতি মনে করি। বিবরণকারও সেই ভাবই পরিগ্রহণ করিয়াছেন। * (৭অ-১খ ১সূ ১সা) ॥

—০—

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমং খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র ৩

অভিক্রন্দন্ কলশং বাজ্যর্ষতি

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

পতির্দ্দিবঃ শতধারো বিচক্ষণ।

১ ১ ৩ ১ ২ ১ ২

হরির্মিত্রস্য সদনেষু সীদতি

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

মর্ম্মৃজানোঽবিভিঃ সিন্ধুভির্বৃষা ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজী' (পরমশক্তিসম্পন্নঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইত্যর্থঃ) 'অভিক্রন্দন্' (শব্দেন অভিভবন্) 'কলশং' (হৃদ্রূপং আধারং ইতি ভাবঃ) 'অর্ষতি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি ইতি যাবৎ)। অপিচ, 'দিবঃ পতিঃ' (অন্তরিক্ষবৎউন্নতস্থানপালকঃ, হৃদাং স্বামী ইতি ভাবঃ) 'বিচক্ষণঃ' (বিশেষেণ দ্রষ্টা—বিশ্বস্য দ্রষ্টা বা) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'শতধারঃ' (অসংখ্যধারয়া ইত্যর্থঃ) 'মিত্রস্য' (সৎকর্ম্মকারিণাং মিত্রভূতস্য, যদ্বা—ভগবতা সহ মিত্রতাসাধকস্য সৎকর্ম্মণঃ ইতি ভাবঃ) 'সদনেষু' (স্থানেষু—হৃদয়েষু ইত্যর্থঃ) 'সীদতি' (অধিতিষ্ঠতি)। সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'সিন্ধুভিঃ' (সাগরসঙ্গমাভিলাষিণঃ স্যন্দনশীলান্ নদীরূপান্ ভগবদনুসারিণঃ জনান্ ইতি ভাবঃ)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে ত্রয়োদশ বর্গের পঞ্চম সূক্তের (নবম মণ্ডলে ষড়শীতিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশ ঋক) অন্তর্গত।

'অবিভিঃ' 'মর্ম্মৃজানঃ' (স্নেহরূপয়া ধারয়া পরিশুদ্ধান্ কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টফলানাং —ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গফলানাং বর্ষকঃ সাধকঃ বা ইত্যর্থঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—মায়য়া আসক্তঃ জীবঃ যদি ভগবদনুসারী ভবেৎ শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবেন সঃ মুক্তিং আপ্নোতি। (৭অ-১খ-১সূ—২ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমশক্তিসম্পন্ন শুদ্ধসত্ত্ব, শত্রু-সমূহকে অভিভূত করিয়া হৃদ্রূপ আধারকে প্রাপ্ত হয়েন। অপিচ, অন্তরিক্ষবৎ উন্নত-স্থানের পালক অর্থাৎ হৃদয়ের স্বামী বিশ্বদ্রষ্টা পাপহারক সেই শুদ্ধসত্ত্ব অসংখ্য ধারায়, সৎকর্ম্মকারিগণের মিত্রভূত অর্থাৎ ভগবানের সহিত মিত্রতাসাধক সৎ-কর্ম্মের স্থানে—হৃদয়ে—অধিষ্ঠিত হয়েন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব সাগর-সঙ্গমাভি-লাষী স্পন্দনশীল নদীর ন্যায় ভগবদনুসারী জনকে স্নেহ-ধারায় পরিশুদ্ধ করিয়া, তাঁহাদের অভীষ্টফল—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল—বর্ষণ (সাধন) করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—মায়ায় আবদ্ধ জীব যদি ভগবদনুসারী হন, শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে তিনি মুক্তি লাভ করিতে পারেন)॥ (৭অ—১খ—১সূ—২ম)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সোমঃ 'বাজী' বেজনবান্ গমনবান্ 'যদ্বা, অশ্বসদৃশঃ 'অভিক্রন্দন্' অভিতঃ শব্দং কুর্ব্বন্ 'কলশঃ' দ্রোণকলশং 'অর্ষতি' গচ্ছতি। কীদৃশঃ 'দিবঃ' দ্যোতমানস্য অন্তরিক্ষস্য দশাপবিত্র-লক্ষণস্য 'পতিঃ' পালকঃ স্বামী যদ্বা দ্যুলোকস্য স্বামী। 'দিবি হি সোম উৎপন্নঃ' তৃতীয়স্যা মিতো দিবি সোম আসীৎ' ইতি শ্রুতেঃ। 'শতধারঃ' পরিমিতধারোপেতঃ 'বিচক্ষণঃ' বিশেষেণ দ্রষ্টা 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ সোমরসঃ 'মিত্রস্য' মিত্রবর্দ্ধিতকরস্য যজ্ঞস্য 'সদনেষু' 'সীদতি নিষন্নো ভবতি। কীদৃশঃ সন্? 'সিন্ধুভিঃ' স্যন্দনসাধনৈঃ 'অবিভিঃ' অবিরোমভিঃ দশা-পবিত্রোবয়বৈঃ 'মর্মৃজানঃ' শোধ্যমানঃ 'বৃষা' বর্ষকঃ ফলানাং। (৭অ—১খ ১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রটী বিশেষ জটিলতাসম্পন্ন। পদবিন্যাসও জটিলতা-মূলক। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা তাই মন্ত্রটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তদনুসারে প্রথম অংশের অর্থ হইয়াছে,— পরমশক্তিসম্পন্ন শুদ্ধসত্ত্ব শত্রুদিগকে অভিভূত করিয়া হৃদয়রূপ আধারে গমন করেন।

মানুষের অন্তঃকরণে অন্তঃশক্রর সংগ্রাম নিরন্তর চলিয়াছে। যখনই কোনও সদ্ভাবের বিকাশ সূচনা হয়, রিপুশক্রগণ আসিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করে। অজ্ঞানতাই—সকল শক্রর জনক। অজ্ঞান অন্তর হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্য সদৃশ। নিবিড় অরণ্যে যেমন হিংস্র সিংহব্যাঘ্রাদি নরমাংসভুক বিবিধ শক্র বর্ত্তমান থাকে এবং স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে, অন্ধতমিস্রা পরিবৃত অজ্ঞান হৃদয়েও তেমনি কামক্রোধাদি হীন প্রবৃত্তি-সমূহ নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। জ্ঞানালোকে অরণ্যসদৃশ সেই হৃদয় উদ্ভাসিত হইলে, শক্রসমূহ আপনিই বিদূরিত হয়। শুদ্ধসত্ত্ব-দিব্যজ্ঞান সেই অন্তঃশক্র-সমূহকে বিনাশ করেন অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা নাশে—মূল শক্রর উচ্ছেদ-সাধনে সকল শক্রই বিনষ্ট হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে সেই শক্র-নাশের কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশের ভাব হইতে বুঝিতে পারি—বিশুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ই সদ্ভাবের-দেবভাবের আশ্রয়স্থান। পাপ-প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইলে, অসংখ্য ধারায় শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপজিত হয়। আর সেই সদ্ভাব-প্রভাবে মানুষ ভগবানের সখিত্ব লাভ করিতে পারে। তাই এই অংশের উদ্বোধনা,—নির্ম্মল হৃদয়ে, চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়া, যাহাতে ভগবানের সখিত্ব লাভে সমর্থ হও, মন তোমার সেই প্রচেষ্টা আসুক। মুক্তির অভিলাষী তুমি; মনে রাখিও—শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয় তৎপক্ষে প্রধান সহায়। ভগবান শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ। তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে পারিলেই তাঁহার স্বারূপ্য সাযুজ্য লাভে সমর্থ হইবে।'

মন্ত্রের তৃতীয় অংশে আত্মায় আত্মসম্মিলনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। নানাদিগ্দেশগামী নদী যেমন বিভিন্নমুখে প্রধাবিত হইয়া পরিশেষে সমুদ্রেই যাইয়া মিলিত হয়; সেইরূপ, ভগবদনুসারী জন সাধনক্ষেত্রে বিভিন্ন পন্থায় অগ্রসর হইলেও পরিশেষে সেই সর্ব্বদ্রষ্টা বিশ্বপতি ভগবানেই আত্মলীন করিয়া থাকেন। সাধক যাঁহারা—তাঁহাদের লক্ষ্যই ভগবানের সহিত আত্মলীন করা। তাহাই তাঁহাদের চতুর্ব্বর্গদান। মায়ায় আবদ্ধ জীব যদি একবার সদ্ভাব-সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হন, তাহা হইলে তাহার ভাবনা থাকে কি? শুদ্ধ-সত্ত্বই তাহাকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। মন্ত্রে তাই উদ্বোধনার ভাব এই যে,—ভগবান পাপকারক। তোমরা যদি একবার তাঁহার করুণালাভের প্রয়াসী হও, তিনি স্বয়ংই তোমাদের পাপ-কলুষ নাশ করিয়া তাঁহার চরণ-সরোজে স্থান দান করিবেন। অতএব শুদ্ধসত্ত্বলাভে সদ্ভাব-সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হও। সৎস্বরূপ ভগবান। সদ্ভাবের উন্মেষণেই সৎস্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং সদ্ভাব-সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হও।'

আমরা তো মন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত অর্থ—পূর্ব্বোক্ত ভাব গ্রহণ করিলাম। কিন্তু কি অর্থ কি ভাব প্রচলিত আছে, এবং কি সূত্রে আমাদের অর্থ ঐ ভাব পরিগ্রহ করিল, তাহা বুঝিবার পক্ষে মন্ত্রের কয়েকটী পদের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে,—"ইনি সবেগে সশব্দে কলসে যাইতেছেন। ইনি দ্যুলোকের অধিপতি সর্ব্বদ্রষ্টা। ইঁহার ধারা শতসংখ্যক। ইনি হরিতবর্ণ ধারণ করিয়া যজ্ঞের স্থানে স্থানে গমন করিতেছেন, ইনি পবিত্রের ছিদ্রপথে ক্ষরিত হইয়া রস বর্ষণ করিতেছেন।" এ ব্যাখ্যা হইতে সোম যে কি পদার্থ, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সোম কলসে গমন করেন, তিনি দ্যুলোকের

অধিপতি, তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা—তাঁহার ধারা শতসংখ্যক ; আবার তিনি যজ্ঞেও গমন করেন, মেষলোমের ছিদ্র দিয়া রসও বর্ষণ করেন—এই বহুরূপী সোম যে কি পদার্থ, তাহা কেহ বুঝিতে পারেন কি ? তিনি কখনও মানুষ, কখনও দেবতা, কখনও লতা—অবস্থা-বিশেষে ব্যবস্থা-বিশেষ। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির-পক্ষে সোমকে নানভাবে পরিকল্পনা করা হইয়াছে। সুতরাং, ব্যাখ্যাদির যৌক্তিকতা সহজেই বোধগম্য হইবে।

আমরা এ সকল ভাব আদৌ পরিগ্রহণ করি না। আমাদের ভাব পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। 'সোম' বলিতে আমরা যে ভগবানকেই লক্ষ্য করি, তাহাও সেই প্রসঙ্গে খ্যাপিত হইয়াছে। ভাষ্যে 'অভিক্রন্দন্' পদের অর্থ হইয়াছে,—'অভিতঃ শব্দং কুর্ব্বন' অর্থাৎ ইতস্ততঃ শব্দ করিতে করিতে ; আর 'কলশং' পদের অর্থ হইয়াছে—'দ্রোণকলশং'। ভাব এই যে তারল্য-সম্পন্ন সোমরূপ মাদকদ্রব্যকে পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালিবার সময় যেন শব্দ উত্থিত হইতেছে। সে শব্দ হয় কি জন্য ? শূন্য কুম্ভ জলপূর্ণ করিবার সময় শব্দ হয়, সকলেই অবগত আছেন। শূন্য কুম্ভ বায়ুতে পরিপূর্ণ থাকে। জল যখন কুম্ভ মধ্যে গমন করে, সেই সময় সে কুম্ভে বায়ুর আর স্থান হয় না। তাই কুম্ভ হইতে বায়ুর নির্গমনে এবং কুম্ভমধ্যে জলের গমনে সেই শব্দ উত্থিত হয় একই আধারে উভয়ের স্থান হয় না—হইতে পারে না। এই লক্ষ্যে আমরা 'অভিক্রন্দন্' পদে 'শত্রূন্ অভিভবন' এবং 'কলশং' পদে 'হৃদ্রূপং আধারং' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি সোম যখন কলসীর মধ্যে গমন করে, তখন সে কলসের বায়ু নির্গত হয়। সেইরূপ হৃদয়ে যখন সদ্ভাবের উদয় হয়, তখন সে হৃদয়ের কলুষতা আবিলতা দূরীভূত হয়। এই ভাবেই হৃদয়ের শত্রুদিগকে অভিভূত করিবার ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতে অর্থ হইয়াছে,—শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে হৃদয়ের মলিনভাবসমূহ বিদূরিত হয়। হৃদয়ের মলিন ভাব আর কি ? হিংসা-দ্বেষ-কামক্রোধাদি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সৎ ও অসৎ একই স্থানে একই আধারে কদাচ তিষ্ঠিতে পারে না।

'দিবঃ পতিঃ' পদে ভাষ্যকার 'দশাপবিত্রলক্ষণ অন্তরিক্ষের পালক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের অর্থ হইয়াছে,—'অন্তরিক্ষবৎ উন্নতস্থানের অর্থাৎ হৃদয়ের পালক—হৃদয়-স্বামী।' আর 'বিচক্ষণঃ' পদের অর্থ করিয়াছি—'বিশ্বস্য দ্রষ্টা'। তাহাতে ভগবানের মাহাত্ম্য-কথাই প্রকট হইয়াছে। তিনি হৃদয়ের সামগ্রী এবং তিনি স্থাবরজঙ্গমচরাচরাত্মক বিশ্বের পালক ও রক্ষক—তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা, এই ভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়াছে। 'মিত্রস্য' পদের ভাষ্যসম্মত অর্থ—'মিত্রবর্দ্ধিতকরস্য যজ্ঞস্য।' আমাদের মতে ঐ পদের অর্থ—'ভাগবতা সহ মিত্রতাসাধকস্য সৎকর্ম্মণঃ।' অর্থাৎ, সে কর্ম্মের দ্বারা ভগবানের সখ্যতা লাভ করা যায়—এখানে 'মিত্রস্য' বলিতে সেই কর্ম্মকেই বুঝাইতেছে। ভগবানের প্রীতিকর-কর্ম্মই তাঁহার সহিত মিত্রতা সাধন করে ; সেই কর্ম্মেই তাঁহার তৃপ্তি, সেই কর্ম্মেই তাঁহার তুষ্টি ; তাঁহার প্রীতিকর কর্ম্ম সম্পাদনেই তাঁহার সখিত্ব-লাভে সমর্থ হওয়া যায়। 'মিত্রস্য' পদে সেই ভাবেরই আভাষ পাই।

তার পর 'সিন্ধুভিঃ' 'অসিত্তিঃ' পদের প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ পদের ভাষ্যসম্মত অর্থ—'স্যন্দনসাধনৈঃ অবিরোসভিঃ দশাপবিত্রাবয়বৈঃ' ; অর্থাৎ—দশাপবিত্রাবয়ব, স্যন্দনসাধক

অবিরোম-সমূহের দ্বারা।' সোমলতা হইতে নির্য্যাস বাহির করিয়া অবিরোম দ্বারা ছাঁকিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ অর্থাৎ পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়, এ অর্থে তাহাই উপলব্ধি হয়। আর সেই পরিস্রুত সোমরস পান করিয়া মানুষ অভীষ্ট লাভ করে অর্থাৎ তাহার নেশা হয়। শেষাংশে এই ভাবেরই বিকাশ ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় দেখিতে পাই। কিন্তু আমরা ঐ 'সিন্ধুভিঃ' পদে 'সাগরসঙ্গম অভিলাষী স্যন্দনশীল নদীর ন্যায় যাঁহারা ভগবানের সহিত সম্মিলন আকাঙ্ক্ষা করেন', তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করি। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে তাঁহারাই, মর্মৃজানঃ' অর্থাৎ পরিশুদ্ধ হন। তাঁহাদেরই হৃদয়ের কলুষতা প্রভৃতি শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে দূরিত হইয়া থাকে। আর সেই অবস্থারই পক্ষে শুদ্ধসত্ত্ব 'বৃষা' অর্থাৎ অভীষ্টবর্ষক হয়েন।' ফলতঃ, মন্ত্রের লক্ষ্য—আত্মায় আত্মসম্মিলন। ভগবদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইতে ভাবসাগরে ডুবিয়া যাওয়া, ভগবদ্রূপ ধ্যান করিতে করিতে রূপসাগরে বিলীন হওয়াই মন্ত্রের গূঢ় লক্ষ্য। সেই ভাবেই মন্ত্রের সার্থকতা। * (৭অ ১খ ১সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২　৩　১ ২ ৩　২ ২　৩ ১ ২ ৩ ১
অগ্নে সিন্ধূনাং পবমানো অর্ষস্যগ্নে বাচো

২　৩ ১র　২র
অগ্রিয়ো গোষু গচ্ছসি।

২　৩　১ ২　৩ ১র ২র　৩ ২
অগ্নে বাজস্য ভজসে মহদ্ধনং স্বায়ুধঃ

৩　১　২
সোতৃভিঃ সোম সূয়সে॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'পবমানঃ' (উৎকর্ষণেন বিশুদ্ধঃ সন্) 'সিন্ধূনাং' (সাগরসঙ্গমাভিলাষিণাং স্যন্দনশীলানাং নদীরূপাণাং ভগবদনুসারিণাং জনানাং ইতি ভাবঃ) 'অগ্রে' (পুরস্তাৎ—হৃদি ইতি ভাবঃ) 'অর্ষসি' (গচ্ছসি সদ্ভাবজননায় ইতি ভাবঃ); শুদ্ধসত্ত্বঃ হি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলে তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গের প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল ষড়শীতিতম সূক্তের একাদশ ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

সদ্ভাবজনকঃ সৎকর্ম্মণঃ প্রেরকঃ। সৎকর্ম্মণা উৎকর্ষসাধনেন শুদ্ধসত্ত্বঃ সদ্ভাবং জনয়তি। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'বাচঃ' (স্তোত্রমন্ত্রে অপি) 'গোষু' (জ্ঞানকিরণৈঃ) 'অগ্রিয়ঃ' প্রবর্দ্ধিতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'গচ্ছসি' (সাধকানাং হৃদি উপজায়সে); অপিচ এবম্ভূতঃ ত্বং 'বাজস্য' (পরমধনস্য প্রদানায় – অর্চ্চকানাং ইতি যাবৎ) 'মহাধনং' (রিপূনাং সংগ্রামেষু রিপুবিনাশনরূপং মহদ্ধনং ইতি ভাবঃ) 'ভজসে' (সেবসে, সাধয়সি ইত্যর্থঃ)। অপিচ হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'সোতৃভিঃ' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতৃভিঃ, যদ্বা সৎকর্ম্মসাধকান ইত্যর্থঃ) 'স্বায়ুধঃ' (আয়ুধানি, শত্রুনাশসামর্থ্যানি ইতি যাবৎ) 'সূয়সে' (অভিষূয়সে, বিধায়সি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। রিপুসংগ্রামে সদ্ভাবাঃ হি জনানাং রক্ষকাঃ পালকাঃ চ। ভগবদনুসারিণঃ জনাঃ সদ্ভাবং সঞ্চয়িতুং অর্হন্তি॥ (৭অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

অনুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি উৎকর্ষের দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া, ভগবদনুসারী জনের হৃদয়ে সদ্ভাবসাধনের জন্য গমন করেন। (শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাবজনক এবং সৎকর্ম্মের প্রেরক। সৎকর্ম্মের দ্বারা উৎকর্ষসাধনে শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাব উৎপন্ন করে) অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! স্তোত্রমন্ত্রের মধ্যে জ্ঞান-কিরণের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া আপনি সাধকগণের হৃদয়ে উপজিত হয়েন। এবম্ভূত আপনি, অর্চ্চনাকারীদিগকে পরমধন প্রদানের জন্য তাহাদের রিপুসংগ্রামে রিপুসমূহকে বিনাশ করেন। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতৃদিগের সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য বিধান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। রিপুসংগ্রামে সদ্ভাব-সমূহই রক্ষক এবং পালক। ভগবদনুসারী ব্যক্তির সদ্ভাবসঞ্চয় করা একান্ত আবশ্যক)। (৭অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং 'সিন্ধূনাং' স্যন্দনস্বভাবানামুদকানাং 'অগ্রে' পুরস্তাৎ 'পবমানঃ' পূয়মানঃ সন্ 'অর্ষসি' গচ্ছসি বৃষ্ট্যুদকং জনয়িতুমাহুতিদ্বারান্তরিক্ষে গচ্ছসীত্যর্থঃ। তথ 'বাচঃ' মাধ্যমিকায়া অপি 'অগ্রিয়ঃ' গ্রাহ্যঃ পূজ্যঃ সন্ গচ্ছসি তথা 'গোষু' রশ্মিষু তেষামগ্রে গচ্ছসি তথা 'বাজস্য' শত্রূণামন্নস্য লাভায়েতি শেষঃ। তদর্থং 'মহাধনং' সংগ্রামং 'ভজসে' সেবসে। কীদৃশঃ সন্? 'স্বায়ুধঃ' শোভন-প্রহরণ-সাধনায়ুধঃ। হে সোম! তাদৃশস্ত্বং 'সোতৃভিঃ' অভিষবকর্তৃভিঃ অধ্বর্য্যাদিভিঃ 'সূয়সে' অভিষূয়সে। (৭অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——— (*) ———

পূর্ব্বমন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রও বিশেষ জটিলতাসম্পন্ন। মন্ত্রের মর্ম্মার্থ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা মন্ত্রটীকে চারিটী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। সেই চারিটী বিভাগে চতুর্ব্বিধ ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে। প্রথম অংশে শুদ্ধসত্ত্ব যে সদ্ভাবসম্পন্নগণের হৃদয়েই বিকাশ-প্রাপ্ত হয়, এই নিত্যসত্য প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্তি ও জ্ঞানই যে সদ্ভাবজননের অদ্বিতীয় উপায়স্বরূপ দ্বিতীয় অংশে সেই ভাবেরই অধ্যাস হইয়াছে। তৃতীয় অংশে শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে রিপুশত্রু বিনষ্ট হয়; রিপুশত্রুর বিনাশ সাধন করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাবসম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে উপজিত হইয়া থাকে এই তত্ত্ব বিশদীকৃত হইয়াছে। চতুর্থ বা শেষ অংশে, শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে মানুষ যে শত্রুনাশক বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইতে পারে, আর সেই অস্ত্র শস্ত্রই যে রিপুসংগ্রামে বিজয়লাভের একমাত্র উপায়, তাহাই প্রখ্যাত দেখি। এই ভাব হইতে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশিত হইয়াছে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। আমাদের মতে মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। আত্মদর্শিগণের হৃদয়-ক্ষেত্রই এই শুদ্ধসত্ত্বের আধার; শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে অসদ্ভাব বিনষ্ট হয়, সদ্ভাবের উন্মেষ ঘটে; আর শুদ্ধসত্ত্ব অন্তরে শত্রুনাশের সামর্থ্য প্রদান করে,—স্থূলতঃ মন্ত্রে এই ভাবই প্রাপ্ত হই।

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে,—"ইনি ক্ষরণ কালে নদীর অগ্রে ধাবিত হয়েন, সেইরূপ বাক্যের অগ্রে এবং গাভীগণের অগ্রে ধাবিত হয়েন, এতাদৃশ ইহার বেগ। ইনি উত্তম অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধের সম্মুখভাগে প্রচুর ধন জয় করেন। সেই রস সেচনকারী সোমকে নিষ্পীড়নকর্ত্তারা নিষ্পীড়ন করিতেছেন।" এখানে সোম অস্ত্র শস্ত্র-ধারী যোদ্ধপুরুষ-বিশেষ। আবার যোদ্ধপুরুষ হইয়াও, অশ্বের ন্যায় বেগবান এবং শক্তিমান হওয়াও তিনি নিষ্পীড়নকারিগণের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইতেছেন! ইহার অপেক্ষা অর্থের চমৎকারিত্ব আর কি হইতে পারে? কখনও মানুষ, কখনও লতা—এ এক অভিনব ভাবের অভিব্যক্তি বটে! তবে সোমকে যদি বিশ্বরূপ সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ বলিয়া মনে করা যায়; অসম্ভব সম্ভ।—সকলই তাঁহাতে সম্ভব, এ ভাবে যদি উপলব্ধি জন্মে; তাহা হইলে আর কোনও গণ্ডগোল থাকে না। কিন্তু সোমকে পর্ব্বতশিখরে উৎপন্ন এবং বৃষ্টির জলে অভিবর্দ্ধিত সোমলতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে; এ সকল অর্থ বিসদৃশ বলিয়াই মনে হয়।

সোম সিন্ধুর উদকের অগ্রে গমন করেন, বাক্যের অগ্রে গমন করেন, রশ্মির অগ্রে গমন করেন,—এই সকল উক্তিতে কি বুঝিতে পারি? কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—শুদ্ধসত্ত্ব তিনের মধ্যেই অবস্থিত এবং এই তিনের সাধনার দ্বারাই সদ্ভাব অধিগত হয়, ইহাই তাৎপর্য্য নহে কি? 'অগ্রে গমন করার' তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই বলিয়া মনে হয়,—'যখনই সৎকর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তখন সদ্ভাবের উদয় হয়।' অর্থাৎ, কর্ম্মই বল, ভক্তিই বল, জ্ঞানই বল—সকলেরই প্রেরণা শুদ্ধসত্ত্ব হইতেই আসিয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্বই

সকল বিষয়ের প্রেরণা প্রদান করে। তাই প্রথমে সদ্ভাবের প্রেরণা বলিয়া, অগ্রে গমনের বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে। 'সিন্ধুনাং' পদ হইতে কর্ম্মের ভাব সূচিত হয়। আমাদের মর্ম্মানুসারিণীতে উহার অর্থ হইয়াছে,—'সাগরসঙ্গমাভিলাষিণঃ স্যন্দনশীলানাং নদীরূপানাং ভগবদনুসারিণাং জনানাং।' মানুষ কর্ম্মের প্রভাবেই ভগবানকে অনুসরণ করিতে সমর্থ হয়! কর্ম্ম ভিন্ন সংসারে মানুষের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতেও তাহাই দেখিতে পাই; যথা,—

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥"

অর্থাৎ,-কোনও অবস্থায় ক্ষণমাত্রও কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; প্রকৃতিজ সত্ত্বাদি গুণ সকল সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্ম করায়।' তবে কর্ম্মের নানা স্তর পর্য্যায় আছে, নানা বিভাগ-পরিচয় আছে। সেই সকল বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্ম সমূহই কর্ম্ম পদবাচ্য। সেই কর্ম্মের অনুসরণেই ভগবানের অনুসারী হইতে পারা যায়। ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান সদ্ভাবের প্রেরণা ভিন্ন সম্ভবপর নহে। তাই শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাব সিন্ধুর অগ্রে গমন করেন বলিবার সার্থকতা। তার পর 'বাচঃ' বলিতে আমরা ভক্তিকেই লক্ষ্য করি। হৃদয়ে ভক্তিভাবের উন্মেষ ভিন্ন কোনও স্তুতিই প্রকৃষ্টরূপে উচ্চারিত হইতে পারে না। তাহা কেবল বাক্য মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। যখন ডাকার মত ডাকিতে পারা যায়, তখনই সে ডাক তাঁহার নিকট পৌঁছে, তখনই তাহাকে বাক্য বা স্তুতি যে ভাবে হউক, তাঁহাকে অভিহিত করিতে পারা যায়। ভগবৎপ্রীতি-সাধক বাক্য উচ্চারণ করিতে হইলেও, সদ্ভাবের শুদ্ধসত্ত্বের প্রেরণা ভিন্ন তাহা সম্ভবপর নহে। হৃদয়ে ভক্তির উদয় না হইলে, সে সামর্থ্য আসে না। আবার শুদ্ধসত্ত্বের প্রেরণা ভিন্ন হৃদয়ে ভক্তির উদয় হওয়াও সম্ভবপর নহে। সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব যে অগ্রগামী, এখানেও তাহা সপ্রমাণ হয়। জ্ঞানসম্বন্ধেও তাহাই। জ্ঞানপ্রভাবে বিচার-শক্তির উন্মেষণ ভিন্ন কর্ম্ম বল ভক্তি বল —কোনও বিষয়েই মন আকৃষ্ট হয় না। আর সে জ্ঞানের নির্ম্মলতা সাধন করিতে হইলেও সেই শুদ্ধসত্ত্বই অবলম্বন। এই ভাবেই শুদ্ধসত্ত্বের অগ্রগমনের সার্থকতা। ভাব এই যে,—'জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি সকলেরই মূল—শুদ্ধসত্ত্ব। সেই সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হওয় সকলেরই কর্ত্তব্য।

'মহাধনং' বলিতে আমরা 'রিপুশত্রুর বিনাশ সাধন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যের অ —সংগ্রামে রিপুশত্রুর বিনাশে যে পরমধন অধিগত হয়, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধনবিত্ত অন্য কি থাকিতে পারে কি? রিপুর বিনাশই সেই ধনপ্রাপ্তি। আর 'স্বায়ুধঃ' বলিতে আমরা 'শত্রুনাশ সামর্থ্যকে' লক্ষ্য করি। শুদ্ধসত্ত্বের স্বভূত আয়ুধ - জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? অন্তঃশত্রুনাশপক্ষে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আয়ুধ অন্য আর কি হইতে পারে। 'স্বায়ুধঃ' বলিতে 'স্বভূত আয়ুধ' লক্ষ্য হয়। জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি তিনই শুদ্ধসত্ত্বের স্বভূত। অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব ভিন্ন সৎকর্ম্ম, সদ্ভাব, সজ্‌জ্ঞান ও অনন্যা ভক্তি সম্ভবপর নহে। যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব, সে খানেই এই সকলের সমাবেশ। আর তিনের বিদ্যমানতা যেখানে, সেখানেই শত্রুর অবি

মানতা। যিনি শুদ্ধসত্বসঞ্চয়ে সম্ভাবান্বিত হইতে পারেন, তিনি এই সকল শত্রুসংহারক আয়ুধে সুসজ্জিত হইয়া থাকেন; তাঁহারই অন্তঃশত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

ফলতঃ, মন্ত্রের লক্ষ্য পরামুক্তি-লাভ। সংসার বন্ধন মোচনে ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্তি। সেই উদ্বোধনা প্রদান জন্যই মন্ত্রের উপদেশের অবতারণা। মন্ত্রের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন স্তরপর্য্যায় উদ্বোধনা প্রদান করিতেছে,— শুদ্ধসত্ত্ব ভগবদনুসারী জনেরই অধিগন্তব্য। তাঁহাদের হৃদয়েই শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হয়। সুতরাং যদি ভগবদনুসারী হইতে চাও, সত্ত্বাব সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হও। তার পর জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি - তিনেরই প্রেরণা শুদ্ধসত্ত্বই প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং যদি সৎকর্ম্মপরায়ণ হইতে চাও, সজ্‌জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া যদি ভগবানে চিত্ত স্থির রাখিতে ইচ্ছা কর এবং যদি অনন্যা ভক্তি সঞ্চয়ের অভিলাষ থাকে, শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে উদ্‌বুদ্ধ হও। অন্তঃশত্রুর উপদ্রবে বিপর্য্যস্ত হইয়া আছ। শত্রুনাশের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, শুদ্ধসত্ত্বের স্বভূত পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ আয়ুধে সুসজ্জিত হও।' ফলতঃ, ভগবদনুসারী হইয়া ভগবদারাধনায় মোক্ষ লাভের বিষয়ই মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি। মন্ত্র উচ্চভাবদ্যোতক। শুদ্ধসত্ত্ব রূপে ভগবানের স্বরূপই মন্ত্রে প্রখ্যাত হইয়াছে। * (৭অ— ৭—১খ- ৩সা)॥

প্রথম সূক্তের-গেয়-গান।

১ ৫৪৫ র৪র৫র ৪ ৫ ১ররর র
১। ভো। ২ ৩ ৪। ত্রির্অস্মৈপবতেমধৌ। হোপ্রায়াগ। পিতাদেবানাঞ্জনিতা।

২র১ -- ১র ১র১ ২ ৩ ৫
বিভূবাহ২ঃ। দধাতিরত্নং স্বধয়োঃ। অপীচ্যা২ ৩ম্। মাদিন্তা২ ৩ ৪ দাঃ।

২১২ ১ ২ ৪ ১ ৫ ৪
মৎসরঙ্গিন্দ্রীয়ো ৩ রা ৫ সা ৬৫৬ঃ॥ (১) আ ২ ৩ ৪। ভিক্রন্দন্কলশং

৫র৪৫র ৪ ৫ ১ র ২ ১ — ১
বাজিযৌ। হোবাভাবি। পতির্দ্দিবঃ শতধারো। বিচক্ষণা ২ঃ। হরির্ম্মিত্রস্য

২র১ ২৲৩ ৫ ৩১ ২ ১২
সদনাবি। সুসীদান্তা২ ৩ম্রি। মার্ম্মজা২ ৩ ৪ নাঃ। অবিভিঃসি। ধূভা ৩

৪ ১ র ৫ররর৪ঃর৪৫র ৫ ৫
য়িন্ধা ৫ র্ষা ৬৫৬। (২) অ। ২ ৩ ৪। গ্রেসিন্ধূনাম্পবমানঔ। হোর্ষাদায়ি।

১ররর র ২ ১ -- ১র র ২ ১
অগ্রেবাচোঅগ্রিয়োগো। সুগচ্ছা সা২ ম্রি। অগ্রেবাজস্যভজসাবি। মহদ্ধানা

২৲৩ ৫ ২র১ ২র ২ ৪
২ ৩ ম্। স্বায়ু ২ ৩ ৪ ধাঃ। সোতৃভিঃসো। মাসৃ ৩ য়া ৫ সা ৬৫৬ রি (৩)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গে দ্বিতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডল, ষড়শীতিতম সূক্তের দ্বাদশ ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

৪র ২৫ ৪ ২৩৪র৫ ১রররর র র
২। জ্যোতির্বা। জ্ঞা ৩ সুপবতোমধুপ্রিয়াম্। পিতাদেবানাঞ্জনিতাবিভূবসু ২ ৩

১ র র nর ১ ২১
হোয়ি। দধাতিরত্ন৺স্বধয়োঃ। অপীচিয়া ২ ৩ ম। হোয়ি। মদাস্মিন্তা ২ ৩ মাঃ।

১ ২ ১ ৩ ২ ৪২৫ ৪ ২৩৪ র
মাৎসরঃ। ইন্দ্রি। য়ো ২ ৩। ঊসাঊবা ৩॥ (১) অভিক্র। দা ৩ নকলশং বা।

৫ ১ রর ১ ১ র
জিষর্ষতায়ি। পতির্দ্দিবঃ শতধারোবিচক্ষণা ২ ৩ হোয়ি হরিম্মিত্রস্যসদনে।

র ১ ২১ ২ ১ ২ ১
ষুসীদতা ২ ৩ য়ি। হোয়ি। মর্ম্মজা ২ ৩ নাঃ। আবিভিঃ। সিন্ধু। ভা ২ ৩ য়িঃ।

২ ৪৩৫ ৪ ২২৪র ৫ ১ররর
ঊসাঊবা ৩॥ (২) অগ্রেসি। ধু ৩ নাম্পবমানঃ। অর্ষবারি। অগ্রেবাচো-

রর ১ রর র
অগ্রিয়োগোষুগচ্ছসা ২ ৩ য়ি হোয়ি। অগ্রে বাজস্যভজসে। মহদ্ধনা ২ ৩ ম।

১ ২২ ২ ১ ২ ১র ২ ২
হোয়ি। সুবায় ২ ৩ ধাঃ। গোভৃভিঃ। সোম। সু ২ ৩। মদাঊবা ৩। এ ৩।

১ ২১ ২১র ২র ১১১১
ইন্দুঃ সমুদ্রমুর্বিয়াবিভাতী ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥১॥২॥৩॥ *

—*—

প্রথমং সাম।

[প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।]

১২ ৩ ২ ৩১ ২ ৩১র ২র ৩২
অসৃক্ষত প্র বাজিনো গব্যা সোমাসো অশ্বয়া।

৩ ১ ২ ৩১র ২র
শুক্রাসো বীরয়াশবঃ॥ ১॥

---

* সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—"মরুতাস্তোত্র", এবং "বরুণসাম"।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গব্যা' (জ্ঞানেচ্ছয়া) 'অশ্বয়া' (পরাজ্ঞানলাভায়) তথা 'বীরয়া' (বীরেচ্ছয়া, বীর্য্যলাভায়, কর্ম্মসামর্থ্যলাভায় ইত্যর্থঃ) 'শুক্রাসঃ' (বীর্য্যবন্তঃ) 'বাজিনঃ' (বলবন্তঃ) 'আশবঃ' (আশুমুক্তি-দায়কাঃ) 'সোমাসঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'প্রাসৃক্ষত' (সৃজ্যন্তে, প্রকর্ষেণ উৎপাদ্যন্তে সাধকৈঃ তেষাং হৃদি ইতি শেষঃ)। সৎকর্ম্মসাধনেন সাধকাঃ অভীষ্টপূরকং সত্ত্বভাবং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৭অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানলাভের ইচ্ছায়, পরাজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য, এবং কর্ম্মসামর্থ্য লাভের জন্য বীর্য্যবন্ত বলবন্ত আশুমুক্তিদায়ক সত্ত্বভাব সাধকগণ-কর্তৃক হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে উৎপাদিত হয়। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সাধক-গণ অভীষ্টপূরক সত্ত্বভাব লাভ করেন)। (৭অ—১খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাজিনঃ' বলবন্তঃ 'শুক্রাসঃ' দীপ্তাঃ 'আশবঃ' বেগবন্তশ্চ সোমাসঃ সোমা 'গব্যয়া' যজমানস্য গবেচ্ছয়া তথা 'অশ্বয়া' অশ্বেচ্ছয়া তথা 'বীরয়া' বীরাঃ পুত্রভৃত্যাদয়াঃ তেষা-মিচ্ছয়া 'প্র অসৃক্ষত' প্রাসৃজ্যন্ত রসাত্মা বিসৃজ্যন্তে। (৭অ-১খ-২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব পরমশক্তির আধার। যাঁহাদিগের হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের উদয় হয়, তাঁহারা অসীমশক্তির অধিকারী হয়েন। বাহ্যদৃষ্টিতে অনেক সময় তাঁহাদিগকে দুর্ব্বলাত্মা বলিয়া মনে হয় বটে; কিন্তু নিবিষ্টভাবে তাঁহাদিগের জীবনের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাঁহাদিগের মধ্যে অসীমশক্তির খেলা চলিয়াছে। আমাদিগের এবং সকল দেশেরই মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনা করিলে এই সত্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ সাধক হরিদাসের জীবনের একটী ঘটনার উল্লেখ করা যায়। বাজারে বাজারে লইয়া গিয়া হরিদাসকে বেত্রাঘাত এবং অন্যবিধ অমানুষিক নির্য্যাতন করা হয়। কিন্তু সেই সত্ত্বভাবাপন্ন সাধক অসীম ধৈর্য্যের সহিত প্রতিবাদ মাত্র না করিয়া সেই সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করেন। বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয়—এ বুঝি তমোগুণের ক্রিয়া, নিশ্চেষ্টতা, দুর্ব্বলতা। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, তাঁহার নিকটে ঐ সকল অত্যাচার অতি নগণ্য, তাহা হরিদাসকে স্পর্শ করিতে পারে নাই—অত্যাচার তাঁহার সত্ত্বভাবের শক্তির বর্ম্মে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া অত্যাচারীকে অসীম লজ্জা দিয়াছিল। পাশ্চাত্যদেশে অনেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে

তাঁহাদিগের ধর্ম্মমতের জন্য অঙ্গুলী অঙ্গুলী করিয়া জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। তাহাতে তাঁহাদের অনেকেরই বিন্দুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুতি বা অপ্রসন্নতা লক্ষিত হয় নাই। ইহা কি অদ্ভুত আত্মশক্তির পরিচায়ক! সত্ত্বভাবের প্রভাবে তাঁহাদিগের হৃদয়ে যে বিপুল শক্তির সঞ্চার হয়, তাহার নিকট জগতের অন্যান্য সকল শক্তি অতি নগণ্য। তাই তাঁহারা অনায়াসেই সকল প্রতিকূল শক্তিকে তুচ্ছ করিতে পারেন। সেই জন্যই সত্ত্বভাবকে বীর্য্যবস্তু বলা হইয়াছে, এবং বীর্য্য লাভের আশায় সাধকগণ এই সত্ত্বভাবের উন্মেষণের জন্য সাধনা করেন।

সত্ত্বভাবের সঙ্গে জ্ঞানেরও উন্মেষ হয়। তাহা মানুষকে মুক্তির পথে লইয়া যায়। তাই সত্ত্বভাব আশুমুক্তিদায়ক। মানুষের চরম কামনা মোক্ষলাভ। সত্ত্বভাবের দ্বারা সেই পরম আকাঙ্ক্ষণীয় মোক্ষলাভ হয়। মন্ত্রের মধ্যে এই নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (১অ—১খ ২সূ—১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ঃ সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

শুম্ভমানা ঋতায়ুভির্মৃজ্যমানা গভস্ত্যোঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পবন্তে বারে অব্যয়ে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋতায়ুভিঃ' (সৎকর্ম্মসাধকৈঃ আত্মদর্শিভিঃ) 'শুম্ভমানাঃ' (পরিশুদ্ধাঃ সন্তঃ) শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ স্নেহধারয়া ক্ষরন্তি ইতি ভাবঃ। অপিচ 'গভস্ত্যোঃ' (জ্ঞানভক্তিরূপাভ্যাং বাহুভ্যাং ইতি ভাবঃ) 'মৃজ্যমানাঃ' (উৎপাদিতাঃ) তে সত্ত্বভাবাঃ 'অব্যয়ে বারে' (সত্ত্বভাবরোধকেষু শত্রুষু মধ্যে ইত্যর্থঃ) 'পবন্তে' (ক্ষরন্তি, যদ্বা—তান্ শত্রূনপি পূয়ন্তে ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। (১অ—১খ—২সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মকারী আত্মদর্শিগণের দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ স্নেহধারায় ক্ষরিত হয়। অপিচ, জ্ঞানভক্তিরূপ বাহুদ্বয়ের দ্বারা উৎপাদিত

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশং বর্গের প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল চতুঃষষ্টিতম সূক্তের চতুর্থ ঋক্) অন্তর্গত। ছন্দ আর্চিকেও (৩প-৫অ—২খ-৬সা) পরিদৃষ্ট হয়

সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ সদ্ভাববিরোধক শত্রুসমূহের মধ্যে ক্ষরিত হইয়া তাহাদিগকে পবিত্র করে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সদ্ভাব-প্রভাবে শত্রুও মিত্রভূত হইয়া থাকে)। (৭অ—১খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ঋতায়ুভিঃ' যজ্ঞেচ্ছুভিঃ অধ্বর্য্যুপ্রভৃতিভিঃ 'শুম্ভমানাঃ' অলংক্রিয়মাণাঃ 'গভস্ত্যোঃ' হস্তয়োঃ হস্তাভ্যাং 'মৃজ্যমানাঃ' শোধ্যমানাঃ 'বারে' বালে দশাপবিত্রে। কীদৃশে? 'অব্যয়ে' অবিময়ে 'পবন্তে' পূয়ন্তে॥ (৭অ ১খ ২সূ ২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় মন্ত্রের কথঞ্চিৎ জটিলভাব উপলব্ধি হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থ-নিষ্কাশনে সেই জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। আর তাহাতেই মন্ত্রের ভাব বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে তদ্বিষয় একে একে প্রদর্শন করিতেছি। প্রথমে মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যার উল্লেখ করিতেছি; যথা,—'যজ্ঞকর্ত্তারা সোমকে সুশোভিত করিতেছেন, দুই হস্তে শোধন করিতেছেন। সেই সোম মেষলোমে ক্ষরিত হইতেছেন।' কি হইতে কি ভাব আসিল! পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্তে সোমকে যোদ্ধৃবেশে দেখিয়াছি; এখানে সেই সোম আবার মেষলোমে ক্ষরিত হইতেছেন! ভাষ্যের ভাবও তত সুস্পষ্ট নহে; ব্যাখ্যাও ভাষ্যেরই অনুসারী। সুতরাং ব্যাখ্যা হইতেই ভাষ্যের আভাষ পাওয়া যাইবে।

আমরা কোনও ভাবই অবলম্বন করিতে পারি নাই। ভাষ্যকারেরও নহে, ব্যাখ্যার ভাবও নহে। তাই আমাদের ব্যাখ্যা একটু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু আমরা কি ভাবে কি অর্থের অধ্যাহার করিতেছি, নিম্নোক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা বিবৃত করিতেছি। সে ব্যাখ্যায় মন্ত্রের অন্তর্গত কোনও কোনও পদের বিভক্তি-ব্যত্যয়ও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'গভস্ত্যোঃ' এবং 'অব্যয়ে বারে' সম্বন্ধমূলক এই [illegible]

যখন আত্মদর্শিগণ সে সোমকে কণ্ডূয়ন করিয়া রস নিঃসারণে প্রবৃত্ত হন, তখন সে যেন অন্য মূর্ত্তি ধারণ করে, আর সে হস্তদ্বয়েরও রূপান্তর সাধিত হয়। সে সময় সে সোম পার্থিব সোমলতা নহে, আর সে সোম কণ্ডূয়ন মাদকদ্রব্য নিঃসারণও নহে। আত্ম-দর্শিগণের সে সোম সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান। আর তাঁহাদের সেই হস্তদ্বয়—জ্ঞান ও ভক্তি। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ বাহুদ্বয় ভিন্ন উপায়ান্তর কি আছে? সোমের কণ্ডূয়নে যেমন উভয় হস্তের প্রয়োজন, শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবদ্বিভূতি সম্বন্ধে সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তি আবশ্যক। এই ভাবেই আমরা 'গভস্ত্যোঃ' পদের অর্থ নিষ্কাশন করিয়া তাহা হইতে 'জ্ঞান ও ভক্তিরূপ বাহুদ্বয়' অর্থ আমনন করিয়াছি। সেই ভাবেই মন্ত্রে 'গভস্ত্যোঃ' পদের সার্থকতা। আবার জ্ঞান ও কর্ম্ম এবং কর্ম্ম ও ভক্তি—সেই বাহুরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। সদ্ভাব-সম্পাদনে এতৎসমুদায় বিশেষ উপযোগী।

তার পর, 'অব্যয়ে বারে' পদদ্বয়ের মর্ম্মানুধাবন করুন। ঐ পদদ্বয়ে মেষরোমের মধ্য দিয়া ক্ষরিত হওয়ার ভাব সূচিত হইয়াছে। ভাষ্যকারের অর্থ—'অবিময়ে বালে দশাপবিত্রে।' আমরা ঐ পদদ্বয়ে এক অভিনব অর্থের অধ্যাহার করিয়াছি। আমাদের অর্থ হইয়াছে,—'সদ্ভাবাবরোধকেষু শত্রুষু মধ্যে;' অর্থাৎ সদ্ভাবাবরোধক শত্রুদিগের মধ্যেও শুদ্ধসত্ত্ব ক্ষরিত হইয়া থাকেন—এই ভাব প্রাপ্ত হই। এখন কি সূত্রে এরূপ অর্থের অধ্যাস হইল, তাহাই বিচারের বিষয়। 'বার' শব্দ আবরণার্থক 'বৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। আর 'অব্য' শব্দ 'অবি' পদ হইতে নিষ্পন্ন। রক্ষণার্থক 'অব' ধাতু হইতে ঐ পদ সিদ্ধ হয়। এক্ষণে ঐ দুই পদের একত্র সমাবেশে অর্থ হয়—'রক্ষণকে অবরোধ করে যে।' যাহারা রক্ষণকে অবরোধ করে, তাহাদিগকেই শত্রু বলিয়া অভিহিত করা হয়। 'অব্যয়ে বারে' বলিতে সেই অবরোধক শত্রুকেই বুঝিতে পারি। সত্ত্বভাবে সৃষ্টি রক্ষা হয়। সত্ত্বভাব বিনষ্ট হইলেই সৃষ্টির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। রিপুশত্রু সদ্ভাবসমূহকে অবরোধ করে। তাহারাই সদ্ভাবজননপক্ষে প্রধান অন্তরায়। সদ্ভাব যখন হৃদয়ে সঞ্চিত হয়, তখন সে হৃদয়ে অসদ্ভাব তিষ্ঠিতে পারে না। তখন সে অসদ্ভাবও সদ্ভাবের সংসর্গে সৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। ভগবান তাই বলিয়াছেন,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥"

অর্থাৎ,—অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভাবনাশীল হইয়া ভগবানকে ভজনা করে, সে দুরাচার ব্যক্তিও সাধু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এখানে সেই ভাবেরই অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। শুদ্ধসত্ত্ব অন্তরে প্রবেশ করিয়া আপনার প্রভাবে অসৎকেও সৎ করিয়া তুলে,—এখানে এই ভাবই পরিব্যক্ত। ফলতঃ যাহারা পরম শত্রু, তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে তাহারাও শত্রুতা ভুলিয়া মিত্র-মধ্যে পরিগণিত হয়—এই সত্যই এখানে প্রকটিত।

মন্ত্রটীকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। উভয়ত্রই নিত্যসত্য প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম অংশের 'শুম্ভমানাঃ' পদকে ব্যাখ্যায় আমরা ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রের ভাব এই যে,—আত্মদর্শিগণের কর্ম্মপ্রভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে স্বতঃই শুদ্ধসত্ত্বের উদয়

হয় এবং সেই শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে শত্রুও মিত্রমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব বিশ্বহিত-সাধনের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে সদ্ভাবপ্রণোদিত হইতে হইবে। তাহাতেই সুফল লাভের সম্ভাবনা। * (৭অ-১খ-১সূ—২সা)।

—o—

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তে বিশ্বা দাশুষে বসু সোমা দিব্যানি পার্থিবা।

১ ২ ৩ ১র ২র
পবন্তামান্তরিক্ষ্যা ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তে' 'সোমা' (সাধকৈঃ আকাঙ্ক্ষণীয়াঃ শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'দাশুষে' (ভগবৎকামিনে প্রার্থনাকারিণে) 'দিব্যানি' (দিবিসম্ভবানি) 'পার্থিবা' (পৃথিবীসম্ভবানি) 'অন্তরিক্ষা' (অন্তরিক্ষলোকসম্ভবানি) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'বসু' (বাসকানি ধনানি ইত্যর্থঃ) 'আ পবন্তাং' (সর্ব্বতোভাবেন প্রযচ্ছন্তু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। সদ্ভাবঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ চ পরমধনকারণৌ। অতঃ উদ্বোধনা - সদ্ভাবসঞ্চয়ায় প্রবুদ্ধাঃ ভবাম ইতি ভাবঃ। (৭অ ১খ-২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকদিগের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎকামী প্রার্থনাকারীদিগকে দিবিভব, পৃথিবীসম্বন্ধী এবং অন্তরিক্ষলোকসম্বন্ধি সর্ব্ববিধ ধন সর্ব্বতোভাবে প্রদান করেন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। উদ্বোধনার ভাব এই যে,—সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্ব পরমধন লাভের হেতুভূত। অতএব সদ্ভাব-সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য)॥ (৭অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টক প্রথম অধ্যায় ষট্‌ত্রিংশ বর্গের প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল চতুঃষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চম ঋক) অন্তর্গত।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'তে' সোমাঃ অভিষূয়মাণাঃ 'দাশুষে' হবিঃ-প্রদাত্রে যজমানায় 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'বসু' বাসকানি গবাদিধনানি 'আপবন্তাং' সর্ব্বতঃ ক্ষরন্তু। বস্তিত্বাক্তং কথং বসূনাং বিশ্বত্বমিতি? উচ্যতে 'দিব্যানি' দিবিভবানি 'পার্থিবা' পৃথিবীসম্বন্ধানি 'অন্তরিক্ষ্যা' অন্তরিক্ষাণি অন্তরিক্ষে ভবানি এবমুক্তপ্রকারেণ বিশ্বানীত্যর্থঃ। (৭অ ১খ-২সূ ৩সা)।

* . *

তৃতীয় (১০৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল ভাবদ্যোতক। ইহলোক পরলোক—সর্ব্বলোক সম্বন্ধি পরমধনলাভের উদ্বোধনা মন্ত্রের মধ্যে বিদ্যমান বলিয়া মনে করি। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাতেই যত গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়াছে। ব্যাখ্যার ভাব একবার বুঝিয়া দেখুন,—"যিনি দাতা, তাঁহার জন্য সোমরসেরা যেন কি নরলোক হইতে, কি দেবলোক হইতে, কি আকাশ হইতে সর্ব্বস্থান হইতে ধন আহরণ করিয়া দেন।" কি চমৎকার ব্যাখ্যা! এখানে আবার 'সোম-রসেরা' বলা হইয়াছে। এখানে সোমরসেরা বলিতে কি বুঝিব? এখানে কি মাদকদ্রব্য বুঝিব, কি ঐ নামীয় কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের লোক বুঝিব! সোমরসেরা যখন 'আকাশ, স্বর্গ ও পৃথিবী-সর্ব্বস্থান' হইতে ধন আনিয়া দাতাকে দিতে পারে, তখন তাহারা মাদক দ্রব্য নিশ্চয়ই হইবে না। কারণ, মাদক দ্রব্যের ধন আহরণের সামর্থ্য কোথায়? সুতরাং এ সোম যে কি পদার্থ, তাহা বুঝিয়া উঠাই কঠিন—এমনই জটিলতা মন্ত্রের অর্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

যাহা হউক, আমাদের সোম চিরনূতন সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান। এই দৃষ্টিতে দেখিলে, সোমকে আর ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। আমরা সোমকে শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়াই পূর্ব্বাপর গ্রহণ করিয়াছি; আর সেই ভাবেই আমাদের অর্থের সঙ্গতি রক্ষা হইয়াছে। সোমকে 'সোমরস' বলিয়া ভাবিয়া লইলেও, এবং লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অগ্রসর হইলেও অর্থের সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারে। কেন-না, ভগবান স্বয়ংই যে রসপ্রাণ-স্বরূপ। তিনিই যে সর্ব্বভূতের রস বা জীবনস্বরূপ! গীতায় তিনি তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। সুতরাং, রস বলিলেও সেই তাঁহারই প্রতি লক্ষ্য পড়ে। এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে অগ্রসর হইলে আর গোলে প'ড়তে হয় না। তখন সকলই সুগম হইয়া আসে।

যাহা হউক, মন্ত্রে আমরা উদ্বোধনার আভাষ পাই। সোম বা শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান ইহলোক পরলোক-সর্ব্বলোক-সম্বন্ধি কল্যাণ প্রদান করেন, তাঁহারই করুণা বলে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়,—মন্ত্র এই উপদেশই প্রদান করিতেছে। মন্ত্রে তাই উদ্বোধনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,—'যদি ইহপরকালের কল্যাণ কামনা কর, ভগবচ্চরণে মতিমান হও। তাঁহারই কৃপায় অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে পরমধন—

চতুর্ব্বর্গধনলাভে সমর্থ হইবে।' মন্ত্রে এই ভাব এই উদ্বোধনা প্রখ্যাপিত বলিয়া মনে করি ॥ (৭অ—১খ—২সূ—৩সা) ॥

প্রথম সাম

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২   ৩ ১ ২র   ৩ ১ ২   ৩ ১ ২

পবস্ব দেববীরতি পবিত্রꣳ সোম রꣳহ্যা ।

১ ২   ৩ ১র   ২র

ইন্দ্রমিন্দো বৃষা বিশ ॥ ১ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'দেববীঃ' (দেবানাং—দেবভাবানাং বা উৎপাদকঃ) ভবসি। অতঃ ত্বং 'রংহ্যা' (ত্বরয়া) 'পবিত্রং' (হৃদয়ং,—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'অতি পবস্ব' (প্রভূতরূপেণ সত্ত্বাবং সঞ্জনয় ইতি ভাবঃ); অথবা, হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'রংহ্যা' (সত্ত্বাবরোধকান অন্তঃশত্রূন ইত্যর্থঃ) 'অতি' (অতিক্রম্য, বিনাশয়ন ইতি ভাবঃ) 'পবিত্রং' (অস্মাকং হৃদয়ং যথা পবিত্রং ভবতি তথা ইতি ভাবঃ) 'পবস্ব' (প্রক্ষর, হৃদি অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ)। কিঞ্চ 'ইন্দো' (স্নিগ্ধতাসাধক, পরমানন্দদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'বৃষা' (অভীষ্ট-বর্ষকঃ ত্বং) 'ইন্দ্রং' (সর্ব্বশক্তিমন্তং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'আবিশ' (প্রবিশ, ভগবতা সহ মিলিতঃ ভব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ সত্ত্বাবজনকঃ পরমানন্দদায়কঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—সত্ত্বাবাঃ অস্মাকং ভগবৎপ্রাপকাঃ ভবন্তু ॥ (৭অ—১খ—৩সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি দেবভাবের উৎপাদক। অতএব ত্বরায় আমার হৃদয়ে প্রভূত পরিমাণে সদ্ভাব সঞ্জনন করুন। অথবা হে শুদ্ধসত্ত্ব! সত্ত্বাবরোধক অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া, আমাদিগের হৃদয় যাহাতে পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। স্নিগ্ধতাসাধক পরমানন্দদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব! অভীষ্টবর্ষক আপনি সর্ব্বশক্তি-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে সপ্তত্রিংশৎ বর্গের প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল, চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ষষ্ঠ ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

মান ভগবানের সহিত সম্মিলিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাবজনক ও পরমানন্দদায়ক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সদ্ভাব আমাদিগের ভগবৎপ্রাপক হউক)। (৭অ—১খ—৫সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'দেববীঃ' দেবকামঃ ত্বং 'রংহ্যা' বেগেন 'পবিত্রং' যথা ভবতি 'অতি পবস্ব' অতিক্ষর কিঞ্চ হে 'ইন্দো' 'বৃষা' সেচকস্ত্বং ইন্দ্রং 'আবিশ' প্রবিশ॥ (৭অ—১খ ৩৭—১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। নিত্যসত্য প্রখ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আর সেই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মায় পরমাত্মসম্মিলনের সঙ্কল্প ও আকাঙ্ক্ষা প্রকটিত দেখি। মন্ত্রের ভাব সরল। পূর্ব্ব নির্দ্ধারণে ভাষ্যকারের সহিত বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। মন্ত্রটীকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশের বিবিধ অন্বয়েও ভাবের বিশেষ কোনও পার্থক্য ঘটে নাই।

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা,—"এই বলবান সোম, অন্তরিক্ষে গমন করিতেছেন, ইনি অভিলাষপ্রদ পবিত্রকারী এবং দীপ্ত ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করিতেছেন।"

ভগবানকে পাইতে হইলে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সমাবেশে হৃদয়কে নির্ম্মল করিতে হয়। হৃদয় নির্ম্মল হইলে সদ্ভাবের সমাবেশ হয়। সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া সংস্বরূপ ভগবানে আত্মস্থাপনে পরিতৃপ্ত হও'। আমরা মনে করি, মন্ত্র এই ভাব-এই উপদেশই বিজ্ঞাপিত করিতেছে। * (৭অ—১খ ৫সূ ১সা)।

— —

দ্বিতীয়ং সাম।

[প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।]

১ ১ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ বচ্যস্ব মহিপ্সরো বৃষেন্দো দ্যুম্নবত্তমঃ।
২র ২র ৩ ১ ২
আযোনিন্ধর্ণসিস্সদঃ॥ ২॥

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গের প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল; সপ্তবিংশ সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্) অন্তর্গত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে স্নিগ্ধতাদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'দ্যুম্নবত্তমঃ' (অতিশয়েন শ্রেষ্ঠধনযুক্তঃ, যদ্বা—পরমধনপ্রাপকঃ) 'ধর্ণসি' (সর্ব্বেষাং ধারকঃ রক্ষকঃ বা ভবসি ইতি ভাবঃ); 'অতঃ লোকরক্ষায় ত্বং 'স্মরঃ' (পরমকল্যাণদায়কং শ্রেষ্ঠং ইতি ভাবঃ) 'অন্ধঃ' (ধনং সত্ত্বাবরূপমন্নং) 'আবচ্যস্ব' (অস্মান্ প্রতি আগময়, প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ); অপিচ, ত্বং 'যোনিং' (সদ্বৃত্তিমূলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসদ' (আসীদ, প্রাপ্নুহি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সত্ত্বাবেন হি জগতঃ সংরক্ষিতঃ ভবতি। পরমকল্যাণময়ঃ ভগবান অস্মান্ সৎপথি প্রতিষ্ঠাপয়িত্বা পরাশান্তিং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ—১খ-৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্নিগ্ধতা সম্পাদক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি অভীষ্টবর্ষক অতিশয়িত-রূপে শ্রেষ্ঠধনযুক্ত অথবা পরমধনপ্রাপক এবং সকলের ধারক (রক্ষক) হয়েন। অতএব (লোকরক্ষার্থ) আপনি পরমকল্যাণপ্রদ শ্রেষ্ঠ সত্ত্বাবরূপ অন্ন আমাদিগকে প্রদান করুন। অপিচ, হৃদয়রূপ সদ্বৃত্তি-মূলকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্ত্বাবেই জগৎ সংরক্ষিত হয়। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমকল্যাণময় ভগবান আমাদিগকে সৎপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পরাশান্তি প্রদান করুন। (৭অ—১খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'বৃষা' সেবকাভীষ্টদাতা বর্ষকঃ 'দ্যুম্নবত্তমঃ' যশস্বিতমঃ 'ধর্ণসি' বর্ত্তা ত্বং 'মহী' মহৎ 'স্মরঃ' পানীয়ং 'অন্ধঃ' অন্নং 'আবচ্যস্ব' অস্মান্ প্রতি আগময় কিঞ্চ 'যোনিং' স্বকীয়ং স্থানং 'আ সদঃ' আসীদ চ॥ ৭অ-১খ-৩সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবানের মহিমা-খ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত বিশেষ কোনও মতদ্বৈধ ঘটে নাই। কেবল 'স্মরঃ' ও 'অন্ধঃ' পদদ্বয়ের অর্থ নিষ্কাশনে আমরা ভাষ্যকারের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করিতে পারি নাই। ভাষ্যকার ঐ দুই পদে যথাক্রমে পানীয় ও অন্ন

অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের অর্থ হইয়াছে -'পরমানন্দপ্রদ সদ্ভাবরূপ শ্রেষ্ঠ ধন বা অন্ন।' পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষার পক্ষে আমরা ঐ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। সাধারণ অন্ন পানীয় - সাধারণ প্রার্থনাকারীর কাম্যসামগ্রী হইতে পারে। কিন্তু যিনি মোক্ষ-মার্গের পথিক, তাঁহার প্রার্থনা অন্যরূপ: যে অন্নপানীয় লাভে অন্নপানীয়ের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে, তাঁহার তাহাই কামনার সামগ্রী। এখানে আকাঙ্ক্ষা পরমধনপ্রাপ্তির; কামনা - আত্মসম্মিলনের। তাই সেই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ-কল্পে, সদ্ভাবের আধার অন্তরকে দৃঢ় করিবার এবং সে হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্ত প্রার্থনাকারী কহিতেছেন, 'আপনি রক্ষাকর্ত্তা, আপনি সদ্ভাবের আধার' ইহা জানিয়াই আপনার শরণ লইলাম। আপনি আমাকে সৎপথে প্রতিষ্ঠাপিত করুন। হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া আপনি সে হৃদয়ে আসিয়া আসন গ্রহণ করুন। তাহা হইলেই আমার সকল অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা, "হে সোম তুমি মহান, অভীষ্টবর্ষী, অত্যন্ত যশস্বী ও ধারক। তুমি পানীয় প্রেরণ কর, স্বস্থানে উপবেশন কর।" ভাষ্য ও ব্যাখ্যা উভয়ই অভিন্নভাবদ্যোতক। যাহা হউক, আমরা মন্ত্রে যে অর্থ যে ভাব উপলব্ধি করি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা ব্যক্ত করিয়াছি। বেদের প্রত্যেক মন্ত্রই উচ্চ-ভাবদ্যোতক, প্রত্যেক মন্ত্রই মোক্ষপ্রাপক উপদেশাবলি বক্ষে ধারণ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছে। কিন্তু এমন যে নিত্যসত্যজ্ঞাপক উচ্চভাবমূলক বেদমন্ত্র অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া তাহার কি বিকৃতিই না সংঘটিত হইয়াছে! * (১অ - ১খ ৩সূ ২সা)।

— * —

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১২
অধুক্ষত প্রিয়ং মধু ধারা সুতস্য বেধসঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অপো বসিষ্ট সুক্রতুঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতায় ষষ্ঠ অ[illegible] [illegible] [illegible] দ্বিতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডল, দ্বিতীয় সূক্ত, দ্বিতীয় ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুতস্য' (পরমপবিত্রস্য ইত্যর্থঃ) 'বেধসঃ' (অভিলষিতস্য বিধাতুঃ) 'সোমস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'ধারা' (অমৃতপ্রবাহঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রিয়ং' (ভগবতঃ প্রীতিসাধকং ইতি ভাবঃ) 'মধু' (অমৃতময়ং সদ্ভাবং) 'অধুক্ষত' (সংজনয়তি); অতঃ 'সুক্রতুঃ' (শোভনকর্ম্মা, কর্ম্মফলপ্রদাতা ইত্যর্থঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'অপঃ' (সদ্ভাবেন ইতি ভাবঃ) 'বসিষ্ট' (মাং আবৃণোতু, আচ্ছাদয়তু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যজ্ঞাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন অস্মাসু সদ্ভাবঃ উপজায়তু; সঃ সদ্ভাবঃ অস্মাকং পরমার্থপ্রদঃ ভবতু ইতি ভাবঃ। (৭অ-১খ-৩সূ-৩সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

পরমপবিত্র অভিলষিত সামগ্রী (পরমার্থ) প্রদাতা শুদ্ধসত্ত্বের অমৃত-ধারা ভগবানের প্রীতিসাধক অমৃতময় সদ্ভাব উৎপাদন করে। অতএব শোভনকর্ম্মা (কর্ম্মফলপ্রদাতা) শুদ্ধসত্ত্ব আমাকে সদ্ভাবের দ্বারা পরিবৃত করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক এবং প্রার্থনামূলক। শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে আমাদিগের মধ্যে সদ্ভাবের সঞ্চার হউক এবং সেই সদ্ভাব আমাদিগের পরমার্থপ্রদ হউক। (৭অ—১খ—৩সূ—৩সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুতস্য' অভিষুতস্য 'বেধসঃ' অভিলষিতস্য বিধাতুর্যস্য 'সোমস্য' 'ধারা' 'প্রিয়ং' প্রীতিকরং 'মধু' অমৃতং 'অধুক্ষত' দুগ্ধে স 'সুক্রতুঃ' সুকর্ম্মা সোমঃ 'অপঃ' বসতীবরীঃ 'বসিষ্ট' আচ্ছাদয়তি। (৭অ—১খ-৩সূ-৩সা)।

* . *

তৃতীয় (১০৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

——— (*) ———

সরল প্রার্থনামূলক মন্ত্রে ব্যাখ্যার বিকৃতি-প্রযুক্ত কিরূপ জটিলতা আসিয়াছে, নিম্নে উদ্ধৃত ব্যাখ্যা হইতে তাহা প্রতীত হইবে। সেই ব্যাখ্যাটি; যথা "অভিষুত অভিলষিতপ্রদ সোমের ধারা প্রিয় মধু দোহন করে, সুকর্ম্মা সোম জল আচ্ছাদন করে।" এ ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। ভাষ্যের ভাব সরলতাপূর্ণ। আমরা আমাদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারেরই কতকটা অনুসরণ করিয়াছি।

সৎস্বরূপ ভগবান এবং শুদ্ধসত্ত্ব যে অভিন্ন, শুদ্ধসত্ত্ব যে ভগবানেরই বিভূতিবিশেষ, ইতি-পূর্ব্বে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নানা স্থানে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। সদ্ভাবই সকল সাধনায় মূলীভূত, সদ্ভাবই সাধককে ভগবচ্চরণে বিনিযুক্ত করে; সদ্ভাবই তাঁহার স্বরূপ বিজ্ঞাপনে

সহায়ক হয়। তাই মন্ত্রের প্রার্থনা—'শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে আমাদিগের হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হউক; আর সেই সদ্ভাব আমাদিগের পরমার্থ-প্রাপক হউক অর্থাৎ সদ্ভাব প্রভাবে আমরা যেন অভীষ্ট (পরমার্থ) লাভে সমর্থ হই * (৭অ—১খ—৩সূ ৩সা)।

—— • ——

চতুর্থং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ঃ সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

মহান্তং ত্বা মহীরন্বাপো অর্ষন্তি সিন্ধবঃ।

১ ২র ৩ ১ ৩

যদ্গোভির্বাসয়িষ্যসে ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'যদ' (যদা কালে) 'গোভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ) ভগবৎপরায়ণান্ শরণাগতান্ আত্মদর্শিনঃ 'বাসয়িষ্যসে' (বাসয়সি আবৃণোষি ইতি ভাবঃ); ভগবান্ কৃপয়া ভক্তেষু সাধকেষু স্বস্বরূপং প্রকাশয়তি ইতি ভাবঃ। যদা ভগবদনুগ্রহং লব্ধবন্তঃ তদা তে সাধকাঃ 'মহান্তং' (ভগবদ্ভাবেন প্রবুদ্ধাঃ সন্তঃ) 'সিন্ধবঃ' (স্যন্দনশীলা নদ্যঃ ইব, নদ্যঃ যথা সমুদ্রং প্রতি প্রবহন্তি তদ্বৎ) 'ত্বা অনু' (ভগবন্তং উদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ) 'মহীঃ' (মহতীঃ) 'আপঃ' (হৃদ্গতান শুদ্ধসত্ত্বপ্রবাহান, ভক্তিধারাঃ ইতি ভাবঃ) 'অর্ষন্তি' (গচ্ছন্তি, মিশ্রীকুর্ব্বন্তি ইতি ভাবঃ)। অয়ং মন্ত্রঃ নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। আত্মসম্মিলনায় উদ্বোধনা অত্র বর্ত্ততে। শুদ্ধসত্ত্বঃ ভগবৎপ্রাপকঃ। ভাবার্থঃ নদ্যঃ যথা সাগরসঙ্গমাভিলাষেণ তদভিমুখং প্রধাবন্তি আত্মানং চ তেন সহ মিশ্রয়ন্তি তথা সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন ভগবতা সহ আত্মানং সংযোজয়ন্তি। (৭অ—১খ ৩সূ-৪সা)॥

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'যদা' (যদা, কস্মিন্) ত্বং 'গোভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ ইত্যর্থঃ) 'বাসয়িষ্যসি' (ব্যাপ্নোষি ভগবৎপরায়ণান্ জনান্ ইত্যর্থঃ—সৎকর্ম্মণা সাধকাঃ যদা কর্ম্মফলস্বরূপং দিব্যজ্ঞানং লভন্তে ইতি ভাবঃ) তদা 'মহান্তং' (অশেষমহিমান্বিতং) 'ত্বাং অনু' (ত্বামুদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ) 'সিন্ধবঃ' (স্যন্দনশীলাঃ নদ্যঃ ইব, ভগবৎপরায়ণা জনাঃ ইতি ভাবঃ) 'মহীঃ' (মহতীঃ, মহত্ত্বসম্পন্নং) 'আপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিসুধাং বা ইত্যর্থঃ) 'অর্ষন্তি' (গময়ন্তি, সমর্পয়ন্তি)। দিব্যজ্ঞানং লব্ধা সাধকাঃ আত্মনা সহ আত্মানং সম্মিলয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (৭অ—১খ—৩সূ-৪সা)॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের তৃতীয় ঋক্) অন্তর্গত।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি নিত্যকাল ভগবৎপরায়ণ আত্মদর্শিগণকে জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা পরিবৃত করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান কৃপাপূর্ব্বক ভক্ত সাধকগণের মধ্যে স্ব-স্বরূপ প্রকটিত করেন)। সাধক যখন ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করেন, তখন ভগবদ্ভাবে প্রবর্দ্ধিত হইয়া, স্পন্দনশীলা নদীর ন্যায় (অর্থাৎ সাগরসঙ্গমাভিলাষিণী নদী যেমন আপনার জলরাশি সমুদ্রে নিঃসারণ করে, সেইরূপভাবে) আপনার হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তিধারাকে আপনার উদ্দেশে প্রবাহিত করেন অর্থাৎ আপনার সহিত মিশাইয়া দেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে আত্ম-সম্মিলন জন্য উদ্বোধনা বর্ত্তমান। ভাব এই যে,—নদী যেমন সাগর-সঙ্গমাভিলাষে সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হইতে হইতে পরিশেষে আপনাকে সাগরের সহিত মিলাইয়া দেয়, তেমনি শুদ্ধপ্রভাবে সাধক ভগবানের সহিত আত্মার সম্মিলন সাধন করেন)॥ (৭অ—১খ—৩সূ—৪সা)॥

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব! যখন কর্ম্মসমূহে আপনি ভগবৎপরায়ণ শরণাগত ব্যক্তিকে জ্ঞানকিরণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করেন (অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনে সাধক যখন কর্ম্মফলস্বরূপ দিব্যজ্ঞান লাভ করে), তখন মহিমান্বিত আপনাকে উদ্দেশ করিয়া, স্পন্দনশীলা নদীর ন্যায় তাঁহার অন্তরের ভক্তিসুধা আপনাকে সমর্পণ করেন। (ভাব এই যে,—দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া সাধক আপনাকে পরমাত্মায় সংযোজিত ও সম্মিলিত করেন)॥ (৭অ—১খ—৩সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং 'যদ্' যদা যজ্ঞে 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ পয়োভিঃ 'বাসয়সে' আচ্ছাদয়সে তদা 'মহান্তং' গুণৈঃ প্রবৃদ্ধঃ 'বা অনু' ত্বামনু 'সিন্ধবঃ' স্যন্দমানাঃ 'মহীঃ' মহত্যঃ 'আপঃ' 'অর্ষন্তি' গচ্ছন্তি। (৭অ—১খ ৩য় ৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (১০৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক এবং অতি উচ্চভাবমূলক। জ্ঞানাধার ভগবান, গুণময় গুণাতীত ভগবান কৃপাপরবশ হইয়া ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির অন্তর দিব্য জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত

করেন; আর সেই দিব্যজ্ঞান লাভে ভক্ত সাধক, ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া, তাঁহার সহিত সম্মিলিত হন অর্থাৎ ভগবানের কৃপায় ভক্ত তাঁহার আশ্রয় লাভ করেন, মন্ত্র এই নিত্যসত্য প্রকটিত করিতেছে বলিয়া মনে করি।

জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রকটনে ভগবান গীতায় জ্ঞানযোগের যে পরম তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন, এখানে তাহারই চরম স্ফূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করি। জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে, ভগবান, যুদ্ধে বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥"

অর্থাৎ,—'যদি সমুদায় পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপী হও, তথাপি সমুদায় পাপরূপ সমুদ্র, জ্ঞানপোত দ্বারাই সম্যক্‌রূপে উত্তীর্ণ হইবে। হে অর্জ্জুন! যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠসকলকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদয় কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে। ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নাই। কর্ম্মযোগ দ্বারা সিদ্ধি-প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই আত্মজ্ঞান যথাকালে আত্মাতে স্বয়ংই লাভ করেন। শ্রদ্ধাবান অর্থাৎ গুরূপদেশে আস্তিক্য বুদ্ধিশালী তৎপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন; জ্ঞানলাভ করিয়া অতি শীঘ্র মোক্ষ প্রাপ্ত হন।' জ্ঞান—ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান, এমনই আশ্চর্য্যশক্তিসম্পন্ন। তবে সে জ্ঞানলাভেও যে কর্ম্মের প্রয়োজন, কর্ম্মের সেই প্রাধান্যের বিষয়ও ভগবান এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি তিনই যেন ওতঃপ্রোতঃ সম্বন্ধবিশিষ্ট। কি জ্ঞান, কি ভক্তি, কি কর্ম্ম একটী ছাড়িয়া অপরটী কদাচ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ফলতঃ, বীজ কি বৃক্ষ, কোনটী কাহার জনক, তাহা যেমন নির্ণয় করা সুকঠিন, সেইরূপ জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম কোনটী কাহার জনক, তাহাও নির্ণয় করা দুরূহ। মূলতঃ, একটী ছাড়িয়া অপরের স্ফূর্ত্তি বিকাশ একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

যাহা হউক, মন্ত্রে আমরা কি ভাব—কি অর্থ অনুভব করি, একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক। উভয়বিধ অন্বয়েই মন্ত্রে, চরম প্রার্থনা—পরমাত্মার আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে দ্বিতীয় অন্বয়ে আত্মশক্তিসম্মিলনেচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের প্রাধান্য প্রখ্যাপিত দেখিতে পাই। প্রথম অন্বয়ে আমরা ভাষ্যের অনুসরণ করিতে পারি নাই। তবে ভাব বিষয়ে, ভাষ্যে এবং আমাদিগের অর্থে প্রায়ই পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইবে না। ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধ যে সম্ভবপর নহে, প্রথমাংশে তাহাই বুঝিতে পারি। তিনি যদি না জানাইয়া দেন অথবা তিনি যদি না দেখাইয়া দেন, জানিবার বা দেখিবার সাধ্য

কাহারও আছে কি? তাই যখনই তাঁহার করুণা বিচ্ছুরিত হয়, যখনই তাঁহার কৃপায় মানুষ তাঁহারই অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হয়, তখনই পরমার্থ-জ্ঞান হৃদয়কে আলোকিত করে। তখনই সাধক ভগবানের সহিত সম্মিলিত হইবার উপযুক্ততা প্রাপ্ত হয়।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'সিন্ধুঃ' পদে আমরা একটী উপমার ভাব অনুভব করি। নদী যেমন সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হয়, ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিও তেমনি ভগবানে সম্মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন। নদী যেমন কলকলনাদে প্রবাহিত হইয়া, যখন সাগরে যাইয়া সঙ্গত হয়, তখন যেমন নদীর জলে আর সাগর জলে কোনই পার্থক্য অনুভূত হয় না; সেইরূপ ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি যখন আপনার সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করেন এবং ভক্তিতে তাঁহার সহিত সঙ্গত হন, তখন তাঁহারও ভেদভাব দূর হয়। আত্মায় আত্মসম্মিলন ঘটিলে, সাগর-জল নদীর জল এক হইয়া যায়। উপমায় এই ভাবই পরিব্যক্ত। মন্ত্রের তাই উদ্বোধনা— মন! তুমি আত্মায় আত্মসম্মিলনে সমুৎসুক। অতএব যদি তোমার সঙ্কল্প হয়, দিব্যজ্ঞানলাভে প্রযত্নপর হও। ভগবৎকৃপা ভিন্ন তাহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং যাহাতে তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পার, তৎপক্ষে চেষ্টান্বিত হও। ভগবানের কৃপা লাভ করিতে হইলে, তাঁহার প্রীতিসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। ফলতঃ, তাঁহার কর্ম্মসম্পাদনে তাঁহার প্রীতির আস্পদ হইয়া, দিব্যজ্ঞানলাভে তাঁহাতে আত্মলীন কর। মন্ত্র এই উপদেশই—এই উদ্বোধনাই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

কিন্তু এমন যে উচ্চভাবমূলক বেদমন্ত্র ব্যাখ্যায় তাহার কিরূপ বিকৃতি সাধিত হইয়াছে, একবার প্রত্যক্ষ করুন। ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "যখন তুমি গব্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হও, তখন হে মহান সোম! তোমার অভিমুখে ক্ষরণশীল মহৎ জল গমন করে।" * (৭অ—১প—৩দ্ব - ৪সা।)॥

পঞ্চমং সাম।
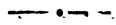
[প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।]

৩ ২ ২ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

সমুদ্রো অপ্সু মামৃজে বিষ্টম্ভো ধরুণো দিবঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

সোমঃ পবিত্রে অস্মযুঃ॥ ৫॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গে চতুর্থ সূক্তের (নবম মণ্ডল দ্বিতীয় সূক্ত চতুর্থ ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবান্! ত্বং 'সমুদ্রঃ' (সমুদ্রবৎ রসয়িতা) অসি ইতি শেষঃ। সমুদ্রঃ যথা স্নেহার্দ্রতাসাধকানি উদকানি ধারয়তি অথবা স্নেহার্দ্রতাসাধকানি উদকানি সরিৎসু প্রেরয়তি তদ্বৎ ভগবান অপি আত্মনি ভগবৎপরায়ণান শরণাগতান্ জনান্ আশ্রয়ং দদাতি অপিচ সদ্ভাবপোষণায় তেষাং সামর্থ্যং বিদধাতি' স্নেহধারাং চ তেষু ক্ষরতি ইতি ভাবঃ। অপিচ হে ভগবন্! 'বিষ্টম্ভঃ' (শত্রুপ্রতিবন্ধকনাশকঃ) ত্বং 'দিবঃ' (দ্যুলোকবৎ উন্নতস্থানস্য হৃদয়রূপস্য—সদ্ভাবমণ্ডিতস্য ইতি ভাবঃ) 'ধরুণঃ' (ধারকঃ, রক্ষকঃ পোষকশ্চ) ভবসি ইতি শেষঃ। অতঃ ভগবৎপ্রসাদেন 'অস্মযুঃ' (অস্মাভিঃ কাময়মানঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অপ্সু' (সদ্ভাবাদিষু স্নেহসত্ত্বভাবপোষণেন ইতি যাবৎ) 'মামৃজে' (অভিসিঞ্চতু—অস্মান ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। ভগবান শরণাগতং জনং রক্ষতি। শরণাগতপালকঃ সঃ ভগবান সদ্ভাবেন হি কেবলং অধিগন্তব্যঃ অতঃ ভাবঃ—আত্মসম্মিলনায় সদ্ভাবসঞ্চয়িতুং অর্হতে॥ (৭অ ১খ—৩সূ ৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি সমুদ্রের ন্যায় রসয়িতা হয়েন। (সমুদ্র যেমন স্নেহার্দ্রতাসাধক উদকাদি ধারণ করে অথবা স্নেহার্দ্রতাসাধক উদকসমূহ নদীসরিতাদিতে প্রেরণ করে, সেইরূপ ভগবানও ভগবৎ-পরায়ণ জনকে আপনাতে আশ্রয় প্রদান করেন, তাহাদের সদ্ভাবপোষণ-সামর্থ্য পোষণ করেন ও তাহাদের মধ্যে স্নেহ-ধারা ক্ষরণ করেন)। অপিচ, হে ভগবন্! শত্রুর প্রতিবন্ধকনাশক আপনি দ্যুলোকবৎ উন্নত সদ্ভাবমণ্ডিত হৃদয়কে ধারণ রক্ষণ ও পোষণ করেন। অতএব আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব, সদ্ভাবাদি পোষণের দ্বারা আমাদিগকে অভিসিঞ্চিত করুক। (মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক এবং প্রার্থনা-মূলক। ভগবান শরণাগতকে রক্ষা করেন। শরণাগতপালক সেই ভগবানকে কেবল সদ্ভাবের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাব এই যে,—আত্মসম্মিলন জন্য সদ্ভাব সঞ্চয় করা বিধেয়।)। (৭অ—১খ—৩সূ—৫সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সমুদ্রঃ' সমুদ্রবন্তি অস্মাদাপ ইতি সমুদ্রঃ 'বিষ্টম্ভঃ' দিবঃ স্বর্গস্য 'ধরুণঃ' ধর্ত্তা চ 'অস্মযুঃ' অস্মৎকামঃ 'সোমঃ' 'অপ্সু' উদকেষু 'মামৃজে' মর্মৃজ্যতে পবিত্রেঽভিষিচ্যতে চেত্যর্থঃ॥ ৫॥

* * *

পঞ্চম (১০৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে ভগবানের মহিমা বিঘোষিত হইয়াছে। ভগবান আশ্রিতকে পালন করেন, তাহাদের হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া দেন। তিনি শত্রু নাশ করেন এবং ভগবৎ-পরায়ণ জনের হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া দিয়া তাঁহাকে শ্রীচরণে আশ্রয় প্রদান করেন,—মন্ত্রে এই সত্য প্রকটিত দেখি।

মন্ত্রের যে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা পরিদৃষ্ট হয়, প্রথমে তাহার উল্লেখ করিতেছি; যথা,—"সোম হইতে (রস) উৎপন্ন হয়, তিনি স্বর্গধারণ করেন, তিনি জগৎ স্তম্ভিত করেন, তিনি আমাদের কামনা করেন এবং জলমধ্যে সংস্কৃত হন।" মন্ত্রে এ অর্থের আদৌ সঙ্গতি দেখি না। রসবাচক কোনও পদ মন্ত্রে নাই। তবে 'সমুদ্রঃ' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন 'সমুদ্রবৎ দ্রবন্তি অস্মাৎ রসা ইতি।' তাহা হইতেই (সোম হইতে) রস উৎপন্ন হওয়ার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যায় পরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

আমাদের মতে মন্ত্রটী ভগবৎ-সম্বোধনমূলক এবং তাঁহারই মাহাত্ম্য-প্রকাশক। মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের বিশ্লেষণেই আমাদের পরিগৃহীত অর্থের সঙ্গতি বোধগম্য হইবে। প্রথমতঃ 'সমুদ্রঃ' পদের প্রতি লক্ষ্য করুন। সমুদ্র যেমন সকল জলের আধার, সমুদ্র হইতেই যেমন নদ নদী তড়াগাদি জল প্রাপ্ত হয়, ভগবানও তেমনই সকল সদ্ভাবের আধার, তাঁহা হইতেই শুদ্ধসত্ত্ব জগতে পরিব্যাপ্ত হয়। সমুদ্র যেমন আপনার প্রদত্ত জলরাশি নদী-তড়াগাদিরূপে গ্রহণ করে, ভগবানও তেমনই ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া দিয়া পুনরায় সেই সদ্ভাব-গ্রহণে তাহাকে আপনাতে সম্মিলিত করেন। নদীর স্রোত স্বতঃই সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হয়। পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া গিরিকন্দর উদ্ভিন্ন করিয়া, তটভূমি প্লাবিত করিয়া, বাধা-বিপত্তির প্রতি ভ্রুকুটীভঙ্গী দেখাইয়া সে এক মনে এক প্রাণে কেবলই সাগর-সঙ্গমে ছুটে। মানুষের সৎপ্রবৃত্তি-সমূহকেও তাহাই বুঝিতে হইবে। একবার যদি রসাস্বাদনে আত্মার তৃপ্তি হয়, একবার যদি মনোভৃঙ্গ চরণ-কোকনদে মধুপানে মত্ত হয়, তখন তাহার গতি কে রোধ করিতে পারে? প্রাণের আকুল আবেগ—আকুল আকাঙ্ক্ষা—মদমত্ত রাবণের ন্যায় এমনই দুর্জ্জয়! মানুষের সদ্বৃত্তি-সমূহ সেইরূপ নদীস্বরূপিণী। মানস-তরীকে যদি সেই সদ্বৃত্তি-প্রবাহে একবার ভাসাইয়া দিতে পার, নদীপ্রবাহ বাহিত তরণীর ন্যায়, সে সেই অনন্ত আনন্দ-সমুদ্রে বাহিত হইবে। জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম—ঈশ্বর লাভের এই যে প্রকৃষ্ট পথত্রয় নির্দ্দিষ্ট আছে; আবার তদন্তর্গত দয়া সত্য সরলতা ন্যায় ও নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণপরম্পরায় যে ঈশ্বর সামীপ্য-লাভের সহায়তা করে;—এ সকলই সেই নদী-স্বরূপ। নদী, উপনদী, শাখানদী সমস্ত একত্র মিলিত হইলে, খরস্রোতের প্রবল বেগ-সাহায্যে মহাসমুদ্রে মিলন যেমন সুসম্ভব হয়, মানুষের সদ্বৃত্তিসমূহের একত্র সংযোগ-সমাবেশে, আনন্দের অনন্ত সমুদ্রে মিলন-তরঙ্গ সুলভ্য হইয়া আসে। কিন্তু চাই—সাধনা। সাধনা-সাহায্যেই মানুষ জীবনতরণী ভাসাইয়া দিয়া আনন্দের সেই

অনন্ত সমুদ্রে মিশিতে পারে। আমরা মনে করি, 'সমুদ্রঃ' পদে এই উচ্চ ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

তার পর লক্ষ্য করুন মন্ত্রের অন্তর্গত 'বিষ্টম্ভঃ' পদ। ভাষ্যে ঐ পদের কোনও ব্যাখ্যা নাই। ব্যাখ্যায় 'জগৎ স্তম্ভিত করেন' - এই অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের অর্থ অন্যরূপ। 'স্তম্ভ' ধাতু হইতে 'বিষ্টম্ভঃ' পদ নিষ্পন্ন। উহার অর্থ স্তম্ভন করা। তাহা হইতে 'বিষ্টম্ভঃ' পদের অর্থ হইয়াছে বিশেষভাবে স্তম্ভন করা। ভগবৎ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে, ঐ পদে এক অভিনব অর্থ ব্যক্ত হয়। অভিধান মতে 'বিষ্টম্ভঃ' পদের অর্থ হয় - 'অবরোধ' আক্রমণ। এ অবরোধ—এ আক্রমণ, কি অবরোধ কিসের আক্রমণ? আমাদের মতে, এ আক্রমণ—শত্রুর আক্রমণ; এ অবরোধ—শত্রুকৃত অবরোধ। ভগবান সেই অবরোধ নাশ করেন বলিয়া তাঁহাকে 'বিষ্টম্ভঃ' অর্থাৎ শত্রুগণকে বিশেষভাবে স্তম্ভনকারী বলা হইয়াছে। মানুষ সুখ চায় শান্তি চায়। মানুষের প্রতি কার্য্যে প্রতি পদবিক্ষেপে তাহার এই কামনা বিদ্যমান। প্রকৃত সুখ—প্রকৃত শান্তি একমাত্র ঈশ্বর-সম্বন্ধযুত কর্ম্মের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সহজে মন সে দিকে প্রধাবিত হয় কি? একে মন নিতান্ত চঞ্চল; তাহাতে আবার অন্তঃশত্রুগণ তাহাকে প্রতিনিয়ত বিপথগামী করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সুতরাং তাহার পক্ষে ধর্ম্মসাধন একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু সে যদি সত্য সত্যই ভগবৎপরায়ণ হইয়া থাকে, করুণাময় ভগবান শরণাগতকে অবশ্যই রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সকল শত্রু বিনাশ করেন। ফলতঃ, মানুষের জন্মসহচর যে কামক্রোধাদি রিপুশত্রু মনুষ্যের সাধ্য নাই যে, তাহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হয়। ভগবান যদি দয়া করিয়া স্বরূপ প্রকাশ করেন, অন্তরে যদি সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া দেন, তবেই সে সকল শত্রু-নাশের সম্ভাবনা। অশেষ শক্তিমান তিনি। তিনি স্বয়ংই আসিয়া শত্রু ধ্বংস করেন। 'বিষ্টম্ভঃ' পদে আমরা এই ভাবই উপলব্ধি করি। আর এই ভাবেই 'বিষ্টম্ভঃ' পদের সার্থকতা।

তার পর 'দিবঃ' 'অপ্স' প্রভৃতি পদের আলোচনায়ও আমাদের পরিগৃহীত অর্থের সমীচীনতা উপলব্ধি হইবে। 'দিবঃ' পদে ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় স্বর্গ অর্থই পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরাও প্রকারান্তরে ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি বটে; তবে সে অর্থের ভাব অন্যরূপ। স্বর্গ যেমন উন্নত ও পবিত্র স্থান; সেইরূপ উন্নত ও পবিত্র স্থান হইতেছে আমাদের হৃদয়। সদ্ভাবান্বিত হৃদয় স্বর্গ অপেক্ষা উন্নত; ভক্তি-বিমণ্ডিত হৃদয় স্বর্গ হইতেও পবিত্র। ভক্তের হৃদয়েই ভগবানের অবস্থিতি। ভক্ত এবং ভগবান ভিন্ন নহেন। তাই ভক্তের হৃদয়কে স্বর্গ অপেক্ষাও উন্নত ও পবিত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই ভাবেই 'দিবঃ' পদের সার্থকতা বলিয়া মনে করি। 'অপ' শব্দে আমরা স্নেহ সত্ত্বভাব উপলব্ধি করি। করি। অথর্ব্ববেদ-সংহিতার ব্যাখ্যা ব্যপদেশে আমরা তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছি। ঋগ্বেদ এবং সামবেদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও তাহা বিশদীকৃত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে আমরা 'অপ' বলিতে স্নেহ এবং সত্ত্ব ভাবকেই বুঝিয়া থাকি। সেই ভাবেই আমরা মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশিত করিয়াছি।

যে উচ্ছ্বাস মন্ত্রের অন্তর্নিহিত, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। আকাঙ্ক্ষা—ভগবানে আত্মসম্মিলন। কামনা—ভগবচ্চরণে আত্মনিয়োগ। মন্ত্রে সেই উদ্বোধনাই প্রকাশ পাইয়াছে। * (১অ-১খ-৩সূ ৫সা)।

— * —

ষষ্ঠং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ র ৩ ১ ২

অচিক্রদদ্বৃষা হরির্ম্মহান্মিত্রো ন দর্শতঃ।

১ ২ র

সং সূর্য্যেণ দিদ্যুতে ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

অচিক্রদৎ (শব্দং কুর্ব্বন্, যদ্বা—জ্ঞানপ্রকাশকঃ, জ্ঞানদায়কঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'হরি' (পাপহারকঃ) 'মহান্' (পূজ্যঃ) 'মিত্রঃ ন' (মিত্রঃ ইব, মিত্রতুল্যঃ ইত্যর্থঃ) 'দর্শতঃ' (সর্ব্বস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞঃ) ভগবান্ 'সং সূর্য্যেণ' (জ্ঞানকিরণেন সহ) 'দিদ্যুতে' (দিব্যং, স্বষ্ঠুং প্রকাশয়তু, অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবন্তং প্রাপ্নুয়েম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ-১খ ৩সূ ৬সা)॥

অথবা,

'বৃষাঃ' (কামানাং বর্ষকঃ সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'মহান্' (সর্ব্বেষাং বরণীয়ঃ, মহত্ত্বাদিগুণসম্পন্নঃ ইতি যাবৎ) 'মিত্রো ন' (সখিবৎ পরমপ্রিয়ঃ) 'দর্শতঃ' (দর্শনীয়ঃ, সর্ব্বেষাং প্রীতিদায়কঃ ইত্যর্থঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'অচিক্রদৎ' (শব্দং করোতি, সর্ব্বেষাং জ্ঞানোন্মেষণং করোতি ইতি ভাবঃ); সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'সূর্য্যেণ' (পরমজ্যোতিষা) 'সংদিদ্যুতে' (দিবি প্রকাশতে, অন্তরং সম্যক্ উদ্ভাসয়তু ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্য-প্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকঃ চ অয়ং মন্ত্রঃ। মন্ত্রঃ শুদ্ধসত্ত্বস্য শক্তিং প্রকটয়তি। শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবেন লোকাঃ জ্ঞানজ্যোতিঃ লভন্তে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—বয়ং যেন শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবেন পরাজ্ঞানং লভেয়ুঃ। (১অ-১খ-৩সূ-৬সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে উনবিংশ বর্গের প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল, দ্বিতীয় সূক্ত, পঞ্চম ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদায়ক, অভীষ্টবর্ষক, পাপহারক পূজ্য মিত্রতুল্য সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ জ্ঞানকিরণের সহিত আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই।)॥ (৭অ—১খ—৫সূ—৬সা)॥

অথবা,

সর্ব্বাভীষ্টপূরক পাপহারক মহত্ত্বাদিসম্পন্ন ও সকলের বরণীয়, সখিবৎ পরমপ্রিয় এবং সকলের প্রীতিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব সকলের জ্ঞানোন্মেষণ করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব পরমজ্যোতির সহিত অন্তরকে সম্যক্‌প্রকারে উদ্ভাসিত করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। মন্ত্র শুদ্ধসত্ত্বের শক্তি প্রকটন করিতেছেন। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে লোকসকল জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করে।) (৭অ—১খ—৫সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বৃষা' কামানাং বর্ষকঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'মহান্' সর্ব্বোত্তমঃ 'মিত্রঃ ন' যথা সখা তদ্বৎ 'দর্শতঃ' দর্শনীয়ঃ যঃ সোমঃ 'অচিক্রদৎ' শব্দং করোতি সোহয়ং সোমঃ 'সূর্য্যেণ' সহ 'সন্দিদ্যুতে' সম্মিতোকীভাবে সূর্য্যেণ সহ দ্যোতত ইত্যর্থঃ। 'রোচতে' ইতি বহ্বৃচা বা পাঠঃ॥ ৬॥

* * *

ষষ্ঠ (১০৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। শুদ্ধসত্ত্বই মূলীভূত, শুদ্ধসত্ত্বই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধারস্থানীয়—মন্ত্র এই ভাব প্রকটন করিতেছেন। মন্ত্র কহিতেছেন,—যদি পরমপদ লাভ করিতে চাও, শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে প্রযত্নপর হও। ভগবান ও তাঁহার বিভূতি অভিন্ন। ভগবানকে পাইতে হইলে তাঁহার বিভূতিসমূহের আরাধনা কর; সেই ভাবে ভাবান্বিত হইতে সচেষ্ট হও। যখন তাঁহার বিভূতি-সমূহ তোমার অধিগত হইবে, তখনই আধারস্থানীয় ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হইবেন।' মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছেন বলিয়াই আমরা মনে করি। দ্বিতীয় অন্বয়েরও ইহাই তাৎপর্য্য।

প্রথম অন্বয়ে আমরা 'অচিক্রদৎ' পদের অর্থ করিয়াছি -'শব্দং কুর্ব্বন্' অর্থাৎ জ্ঞান-প্রকাশক। কি সূত্রে আমরা ঐ অর্থ সিদ্ধ করিলাম, তাহার একটু আভাষ প্রদান করা আবশ্যক মনে করি। নাদ বা শব্দ ব্রহ্ম। শব্দই জ্ঞান, শব্দের দ্বারাই জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। শব্দের সাহায্যেই ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। শব্দ – ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ

মাত্র। উহা জ্ঞানের বাহ্য প্রকৃতি। বিশ্বজগৎ জ্ঞানের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, সেই জ্ঞান ভগবানের মধ্যে ভাবরূপে বর্ত্তমান থাকে। সেই জ্ঞান ও ভাব শব্দরূপে প্রকাশিত হয়। তাই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে,—"তিনি 'ভূঃ' বলিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।" এই অনুসারেই আমরা 'অচিক্রদৎ' পদে, 'জ্ঞানদায়কঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'মিত্রঃ ন' পদদ্বয় বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। ভগবান্ মনুষের মিত্রতুল্য। প্রকৃত মিত্র যিনি, প্রকৃত বন্ধু যিনি, তিনি মিত্রের হিত ভিন্ন অহিত কামনা করেন না। বন্ধু যেমন বন্ধুর সাহায্য করে, বিপথে চলিলে যেমন তাহাকে হাত ধরিয়া সুপথে আনয়ন করে, ভগবানও সেইরূপ মানুষকে তাঁহার জ্ঞানালোক প্রদানে মানুষকে প্রকৃত গন্তব্য পথে পরিচালিত করেন। তিনি মানবের প্রকৃত ও একমাত্র বন্ধু। কেবলমাত্র তিনিই মানুষকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারেন। এখানে হিন্দু ধর্ম্মের একটী বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমের সাধনায় আর্য্যগণ যেমন উন্নত হইয়াছিলেন, পৃথিবীর আর কোনও দেশের বা জাতির মধ্যে তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। ভক্তিমার্গে পঞ্চরসের সাধনা, একমাত্র হিন্দুধর্ম্মেই আছে।

এখানে 'সূর্য্যেণ' পদটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—তিনি "জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।" অর্থাৎ জ্যোতিষ্কদিগের মধ্যে আমি কিরণশালী সূর্য্য। তাই এখানে সূর্য্য বলিতে সেই পরমজ্যোতির প্রতিই লক্ষ্য পড়ে। সেই জ্যোতিঃই পরম পবিত্র —সেই জ্যোতিই কৃত্রিমত বর্জ্জিত। সেই জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইতে পারিলেই জ্যোতিঃস্বরূপকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রে সেই জ্যোতিস্বরূপকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের যে একটী ব্যাখ্যানুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা— "অভীষ্টবর্ষী হরিতবর্ণ, মহান্ এবং মহান্ মিত্রের ন্যায় দর্শনীয় সোম শব্দ করেন এবং সূর্য্যের সহিত প্রদীপ্ত হন।" যাহা হউক, আমরা মন্ত্রে যে অর্থ যে ভাব উপলব্ধি করে, আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত করিয়াছি। আলোচনা-প্রসঙ্গেও তাহা বিশদীকৃত হইয়াছে।

হৃদয় যখন ভগবদভিমুখী হয়, তখন মানুষ দূরে থাকিতে চায় না,—দূরে থাকিতে পারে না। সে নিকটে, অতিনিকটে—অন্তরের অন্তরতম দেশে প্রেমাস্পদকে পাইতে চায়। মানব-হৃদয়ের এই চিরন্তন্ ভাব ভগবৎ-সাধনার মধ্যেও বিশেষ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মানুষের ব্যাকুলতা, ভগবানকে দূরে রাখিয়া পূজা করিয়া ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হয় না। সে চায় 'কভু কাঁধে চড়ি, কভু বা চড়াই।' তাই নিত্যবৃন্দাবনের সেই অপূর্ব্ব কিশোরের লীলাখেলা অনন্ত মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া আছে। মানুষের সখ্যরস-সাধনা এখানে যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের মধ্যেও আমরা সেই সখ্য-রসেরই বিকাশ দেখিতে পাই। * (৭অ-১খ—৩সূ-৬ষ্ঠা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, উনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (৩প-৫দ—৪থ—২সা, ৭৮পৃঃ) এ মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়।

সপ্তম সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
গিরস্ত ইন্দ্র ওজসা মর্ম্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ।
২ ৩ ১ ১ ২ ১ ২
যাভির্মদায় শুম্ভসে ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (স্নিগ্ধসত্ত্বস্বরূপ হে পরমেশ্বর!) 'মদায়' (অস্মাকং পরমানন্দবর্দ্ধনায় ইত্যর্থঃ) 'যাভিঃ' 'গীর্ভিঃ' (ভবৎপ্রীতিসাধকৈঃ যাভিঃ স্তুতিভিঃ-প্রবৃদ্ধঃ সন্ ইতি ভাবঃ) ত্বং 'শুম্ভসে' (অর্চ্চকান্ অলঙ্করোসি-তেষাং হৃদি উপজায়সি ইতি ভাবঃ), 'অপস্যুবঃ' (ভগবৎসম্বন্ধি সৎকর্ম্মসম্পাদকাঃ, সৎকর্ম্মণি প্রেরকাঃ বা) তাঃ 'গিরঃ' (স্তুতয়ঃ) 'তে' (তব) 'ওজসা' (পরমশক্ত্যা) 'মর্ম্মৃজ্যন্তে' (শোধ্যন্তে-ভগবৎকামিনঃ জনান ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রকাশকঃ। ভগবৎকর্ম্ম হি কেবলং ভগবতঃ প্রীতিসাধকং ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—অস্মাকং কর্ম্মশক্তিঃ ভগবন্তং প্রীণয়তু অস্মান্ চ ভগবতা সহ সম্মিলয়তু ইতি ভাবঃ। (৭অ-১খ-৩সূ-৭সা)॥

অথবা,

'ইন্দ্র' (হে স্নেহসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্!) 'তে' (তব) 'ওজসা' (পরমশক্ত্যা) 'অপস্যুবঃ' (সৎকর্ম্মসাধকাঃ, সৎকর্ম্মণি প্রেরকাঃ বা ইত্যর্থঃ) 'গিরঃ' (ভগবৎপ্রীতিসাধকাঃ স্তুতয়ঃ) 'মর্ম্মৃজ্যন্তে' (বিশুদ্ধাঃ সত্যাঃ অস্মাকং কল্যাণসাধিকাঃ ভবন্তু ইতি ভাবঃ)। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'যাভিঃ' (তাভিঃ) 'গীর্ভিঃ' (স্তুতিভিঃ প্রীতঃ সন্) 'মদায়' (হৃদি সমুদ্ভব) অপিচ 'শুম্ভসে' (অলঙ্কুরু—অস্মান্ ভগবতা সহ সংযোজয়তু ইতি ভাবঃ)। (৭অ-১খ-৩সূ-৭সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে স্নিগ্ধসত্ত্বস্বরূপ পরমেশ্বর! আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত ভগবৎপ্রীতিসাধক যে সকল স্তুতির (কর্ম্মের) দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া আপনি অর্চ্চনাকারীকে অলঙ্কৃত করেন অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়ে উপজিত হন; আপনার সম্বন্ধি সৎকর্ম্মে প্রেরণকারী সেই স্তুতিসমূহ আপনার পরম শক্তির দ্বারা পরিশোধিত হয় অর্থাৎ ভগবৎকামী ব্যক্তিকে পরি-

শোধিত করে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক এবং ভগবৎ-মাহাত্ম্যখ্যাপক। ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্ম্মই ভগবানের প্রীতির হেতুভূত হয়। অতএব সঙ্কল্প—আমাদের কর্ম্মশক্তি ভগবানের প্রীতিদায়ক হউক। ভাব এই যে,—আমাদের কর্ম্মশক্তি আমাদিগকে ভগবানের সহিত সম্মিলিত করুক)। (৭অ—২খ—৭সূ—৭সা) ॥

অথবা,

হে স্নেহসত্ত্বস্বরূপ ভগবান্! আপনার পরমশক্তির প্রভাবে, আমাদিগের সৎকর্ম্মসাধক (অথবা সৎকর্ম্মের প্রেরক) ভগবৎপ্রীতিসাধক স্তুতি-সমূহ বিশুদ্ধ অর্থাৎ আমাদিগের কল্যাণসাধক হউক। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সেই সকল স্তুতির দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন এবং আমাদিগকে অলঙ্কৃত অর্থাৎ ভগবানের সহিত সংযোজিত করুন। (৭অ—২খ—৫সূ—৭সা) ॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র!' 'তে' তব 'ওজসা' বলেন 'অপস্যুবঃ' কর্ম্মেচ্ছাসম্বন্ধিন্যঃ তাঃ 'গিরঃ' স্তুতয়ঃ 'মর্মৃজ্যন্ত' শোধ্যন্তে। 'যাভিঃ' 'গীর্ভিঃ' ত্বং মদায় 'ক্ষরন্' 'শুম্ভসে' অলংক্রিয়সে ॥ ৭ ॥

* * *

সপ্তম (১০৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে ভগবানের অশেষ শক্তিমত্তা প্রখ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনাকারী এখানে চাহিতেছেন,—সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য; আর চাহিতেছেন—পরমানন্দ। প্রার্থনাকারীর আকাঙ্ক্ষা—তাঁহার কর্ম্ম ভগবানের প্রীতির হেতুভূত হউক; তাঁহার কর্ম্মশক্তি প্রবর্দ্ধিত হউক; তাঁহার হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হউক; আর সেই কর্ম্মপ্রভাবে, সদ্ভাবের সমাবেশে, তাঁহার মুক্তির পথ সুগম হইয়া আসুক।

কিন্তু এই উচ্চভাবমূলক মন্ত্রের কি বিকৃত অর্থই প্রচলিত আছে, একবার অনুধাবন করুন। সেই ব্যাখ্যাটী—'হে ইন্দ্র! মত্ততার জন্য তুমি যাহার দ্বারা অলঙ্কৃত হও, সেই কর্ম্মেচ্ছা-সম্বন্ধীয় স্তুতি তোমার বলপ্রভাবে সংশোধিত হউক।' ব্যাখ্যার ভঙ্গিমায়, বেদ-মন্ত্রের দুর্গতির বিষয় একবার উপলব্ধি করুন। মন্ত্রের 'মদে' 'মত্ততার জন্য' বুঝাইবার উপযোগী কোনও পদ নাই। ভাষ্যকার 'মদায়' পদ ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে অধ্যাহার করিয়াছেন। তাহা হইতেই 'মত্ততার জন্য' আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এরূপ অধ্যাহারের কোনই হেতু

দেখি না। যখন সোম, তখন তাহা মদকতা-সম্পন্ন না হইলে চলিবে কেন? এইরূপ বিকৃত অর্থের জন্যই বেদের প্রতি অনেকে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু সত্যই কি সোম সেই মত্ততা উৎপাদনকারী মাদকদ্রব্য? সোমে যদ মত্ততাই জন্মে, তবে সে মত্ততা কিসের? ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রকমলদলবিনিঃসৃত সুধাধারা পানে সাধকের যে মত্ততা, এখানে সেই মত্ততাই বুঝাইতেছে। আর সোম বলিতে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রারে যে সোমধারা ক্ষরিত হয়, এ সোম সেই সোমকেই লক্ষ্য করিতেছে। তন্ত্রশাস্ত্রে আছে,—

"সোমধারা ক্ষরেদ্ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে। পীত্বানন্দময়ী তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥
মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভতে বৈ। মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তি পামরাঃ॥"

অর্থাৎ,—ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে সহস্রারে যে সোমধারা ক্ষরিত হয়, সেই ধারা পান করিয়া যিনি আনন্দলাভ করেন, তাঁহাকেই মদ্যসাধক বলা যায়। আর মদ্য পান করিলেই মানুষ যদি সিদ্ধিলাভ করিত, তাহা হইলে মদ্যপানরত পাষণ্ডগণ সকলেই তো সিদ্ধিলাভ করিয়াছে।' ফলতঃ, সোমে যে মত্ততার উদয় হয়, এ সেই মত্ততা। সাধকের মনোমধুকর যখন শ্রীভগবানের চরণ-সরোজে মধুপানে মত্ত হইয়া পড়ে, সেই সময়ের সেই অবস্থাকেই—সেই পরমানন্দময় অবস্থাকেই সোমের মত্ততা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। সোম সুসংস্কৃত হয় তখনই—যখন তোমার আমার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হয়। উপাস্য উপাসক যখন এক হইয়া যায়। ভগবানকে সোমরস প্রদান করা সার্থক হয় তখনই—যখন সামীপ্য আসে, যখন স্বারূপ্য লাভ হয়, যখন সাযুজ্য ঘটে। এই লক্ষ্য লইয়াই বেদমন্ত্রের অবতারণা।

দ্বিতীয় অন্বয়ও সেই একই উচ্চভাবমূলক। সেখানেও কর্ম্ম-সামর্থ্য-লাভের এবং সেই কর্ম্মের প্রভাবে ভগবানে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবমূলক।* (১অ ১খ—৩সূ—৭সা)।

—— • ——

অষ্টমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

২ ৩ ১২৩ ১২ ৩১২
তং ত্বা মদায় ঘৃষ্বয় উ লোককৃত্নুমীমহে।
২৩ ১২ ৩২
তব প্রশস্তয়ে মহে॥ ৮॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে উনবিংশ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের (৯ম মণ্ডল, দ্বিতীয় সূক্তের সপ্তম ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

স্নেহসত্ত্বস্বরূপ হে ভগবন্! 'ঘৃষয়ে' (শত্রূণাং ধর্ষণায়, অন্তঃশত্রুনাশায় ইত্যর্থঃ) অপিচ 'মদায়' (পরমানন্দলাভায় চ) লোককৃত্নুঃ' (বিশ্বেষাং স্বামিনং) 'তং' (সর্ব্বশক্তিমন্তং) 'ত্বা (ত্বাং) 'ঈমহে' (যাচামহে, প্রার্থয়ামহে—বয়ং ইতি শেষঃ)। অপিচ, 'তব' (ভগবৎসম্বন্ধি, ভবতাং ইতি যাবৎ) 'মহে' (মহতে, শ্রেষ্ঠায় ইত্যর্থঃ) 'প্রশস্তয়ে' (প্রশংসনায়, আরাধনায় ইত্যর্থঃ) 'ঈমহে' (প্রার্থয়ামহে—তব করুণাং ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবতঃ করুণাং বিনা, ভগবৎপূজনং ন সম্ভবতি। অতঃ প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ভগবান্ অস্মান্ পূজনসামর্থ্যং বিধায়তু॥ (৭অ—১খ—৩সূ—৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্নেহসত্ত্বস্বরূপ হে ভগবন্! অন্তঃশত্রুনাশের নিমিত্ত অপিচ পরমানন্দ-লাভের জন্য সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বপতি আপনার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি। অপিচ, আপনার সম্বন্ধী শ্রেষ্ঠ আরাধনার নিমিত্ত আপনার করুণা প্রার্থনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন ভগবানের পূজা সম্ভব নহে। তাই প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান আমাদিগকে পূজার সামর্থ্য প্রদান করুন)॥ (৭অ—১খ—৩সূ—৮সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'লোককৃত্নুং' লোকস্য কর্ত্তারং 'তং ত্বা' সোম ঘৃষয়ে' শত্রূণাং ধর্ষণশীলায় 'মদায় 'ঈমহে' যাচামহে। হে সোম! পাতমিতি শেষঃ। কিমর্থং? ইতি উচ্যতে—'তব' 'মহে' মহতে 'প্রশস্তয়ে' প্রশংসনায়॥ (৭অ—১খ—৩সূ—৮সা)।

* * *

অষ্টম (১০৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

———×‡✳‡×———

মন্ত্রে অন্তঃশত্রুনাশের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। আর ভগবানের করুণা ভিন্ন যে তাঁহার পূজায় কেহ সমর্থ হয় না, তিনি না করাইলে—তিনি সামর্থ্য না দিলে যে তাঁহার প্রতি মন প্রধাবিত হয় না—মন্ত্র এই সত্য প্রকাশ করিতেছে। যে পর্য্যন্ত অহংভাব বর্ত্তমান থাকে, যে পর্য্যন্ত আমার কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান তিরোহিত না হয়,—সে পর্য্যন্ত তাঁহার পূজা বাহ্যাড়ম্বর-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অহং জ্ঞান নষ্ট না হইলে, হৃদয়-মন্দিরে বসাইয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিবার সামর্থ্য না জন্মিলে, তাঁহার পূজায় কেহই সমর্থ হয় না।

অজ্ঞানতাই—অন্তরের জন্মসহজাত রিপুশত্রুসমূহই ভগবানের সে পূজার অন্তরায়। 'ঘৃষয়ে' পদে সেই অন্তঃশত্রুনাশের—অজ্ঞানতা-নাশের কামনা সূচিত হইয়াছে। শত্রুনাশে

অহংজ্ঞান তিরোহিত হইলেই ভগবানের পূজায় সামর্থ্য জন্মে। সে শত্রুনাশও ভগবানের কৃপায়ই সাধিত হয়। তিনিই শত্রুনাশের আয়ুধাদি প্রদান করেন;—ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়া সেই ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হয়েন।

মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা—"তোমার প্রশংসা মহতী। তুমি ধর্ষণশীল (যজমানের) জন্য উত্তম লোক সৃষ্টি করিয়া থাক, আমরা তোমার নিকট মত্ততা যাচ্ঞা করি।" এখানে মত্ততা বলিতে যাহা বুঝা যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা বিবৃত করিয়াছি। * (১অ-১খ—৩সূ—৮সা)॥

—— • ——

নবমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। নবমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ২

গোষা ইন্দো নৃষা অস্যশ্বসা বাজসা উত।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

আত্মা যজ্ঞস্য পূর্ব্ব্যঃ॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো (স্নেহরূপস্বরূপ হে ভগবন্! ত্বং 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ, যদ্বা—কর্ম্মণি ইতি যাবৎ) 'পূর্ব্ব্যঃ' (স্বরূপভূতঃ, যদ্বা-নিত্যবিদ্যমানঃ পুরাণপুরুষঃ) 'আত্মা' (আত্মাস্বরূপঃ—পরমাত্মা-রূপেণ নিত্যবর্ত্তমানঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ (তদর্থে ভগবান) হি সৎকর্ম্মণঃ স্বরূপঃ অথবা কর্ম্ম হি ব্রহ্মস্বরূপং ইতি ভাবঃ। বিশ্বকর্ম্মা ত্বং 'গোষা' (শরণাগতান্ অস্মান্ জ্ঞানধনদানেন) প্রবুদ্ধয় ইতি ভাবঃ। ত্বং অপি 'নৃষা' (মরণধর্ম্মশীলানাং মনুষ্যানাং শোভনায়ুষোঃ দাতা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); তথা ত্বং 'অশ্বসাঃ' (কর্ম্মশক্তেনাং দাতা অসি ইতি শেষঃ); 'উত' (অপিচ) ত্বং 'বাজসা' (পরমধননিধাতা) ভবসি ইতি শেষঃ। অতঃ ত্বং মাং প্রতি প্রসন্নঃ ভব ইতি ভাবঃ॥ (১অ-১খ—৩সূ—৯সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্নেহসত্ত্বস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি সৎকর্ম্মের স্বরূপ অথবা কর্ম্মে নিত্যবিদ্যমান পুরাণপুরুষ এবং আত্মাস্বরূপ পরমাত্মারূপে নিত্যবিরাজমান

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে ঊনবিংশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডল দ্বিতীয় সূক্ত অষ্টম ঋক্) অন্তর্গত।

হয়েন। (শুদ্ধসত্ত্ব বা ভগবান সৎকর্ম্মের স্বরূপ অর্থাৎ কর্ম্মই ব্রহ্মস্বরূপ)। বিশ্বকর্ম্মা আপনি জ্ঞানধনদানে আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করুন। আপনি মরণ-ধর্ম্মশীল মানবের শোভন আয়ুঃপ্রদাতা, কর্ম্মশক্তি-বিধাতা, এবং পরমধনদাতা। (অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন)। (৭অ—১খ—৫সূ—৯সা)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' ক্লিদ্যমান-সোম! 'যজ্ঞস্য' জ্যোতিষ্টোমাদেঃ 'পূর্ব্ব্যঃ' পুরাণঃ নিত্যঃ আত্মা-স্বরূপভূতঃ। সোমস্য যজ্ঞস্বরূপত্বং প্রসিদ্ধং। তাদৃশস্ত্বং 'গোষাঃ' অস্মভ্যং গবাং দাতা 'অসি' ভবসি. 'নৃষা' নৃণাং পুত্র-ভৃত্যাদীনাং দাতাসি, 'অশ্বসাঃ' অশ্বানাং দাতা চাসি, 'উত' অপিচ বাজসা' অন্নানাং দাতা চাসি। ৭অ—থ—৩সূ ৯সা)।

* . *

নবম (১০৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—— :*: ——

বিশ্বরূপ-দর্শনে ভীত-বিহ্বল অর্জ্জুন ভীতিগদগদকণ্ঠে করজোড়ে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, -

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপঃ॥"

অর্থাৎ—হে অনন্তরূপ, তুমি দেবগণের আদি, যেহেতু তুমি অনাদি পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের লয়স্থান এবং জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও পরমধাম (বিষ্ণুপদ), তুমি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ।" এই সামমন্ত্রে ইহারই অনন্ত বীজ নিহিত দেখি। ভগবান আদিদেব পরম পুরুষ। ক্ষিতি অপ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম বিশ্বের এই যে পাঞ্চভৌতিক উপাদান, সে সকলই তাঁহা হইতে উদ্ভূত। তিনি সে সকলেরই আদি। আবার তাঁহার আদি মধ্য ও অন্ত অনন্ত। তাঁহাকে পাইলে সকলই পাওয়া হয়। তখন সকল উপাধির লয় হইয়া সকলই আত্মময় হইয়া যায়। তিনি ব্যতীত যখন আর কিছুই নাই, তখন তিনি ভিন্ন অপর কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না। তবে তিনি যদি জানাইয়া দেন, তবেই তাঁহাকে জানা সম্ভবপর হয়। যিনি তাঁহাকে জানিতে পারেন, তিনি 'আমি' ভুলিয়া 'তুমিই' হইয়া যান। আত্মা ব্যতীত জগতে জানিবার মত অন্য কিছুই নাই। কিন্তু আত্মা অনন্ত। সেই অনন্ত বস্তুকে নির্দ্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট এই জগতের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইলে, প্রথমে তাই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড দেহের মধ্যেই তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। নচেৎ, অন্ধের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইলে কেবল পণ্ডশ্রমই হইবে। গীতায় এই যে ভাব পরিস্ফুট, মন্ত্রে বীজরূপে তাহাই নিহিত। ভগবানের গুণমহিমা কীর্ত্তন ব্যাপদেশে মন্ত্রে এই ভাবেরই প্রধান্য হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের একটী ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। প্রথমতঃ সেই ব্যাখ্যাটী উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞের পুরাতন আত্মা। তুমি গো পুত্র অশ্ব ও অন্ন দান কর।"

কি হইতে কি ভাবের অভিব্যক্তি, একবার অনুধাবন করুন। পূর্ব্বমন্ত্রে সোমের নিকট 'মত্ততা' (মদায়) প্রার্থনা করা হইয়াছিল ; এ মন্ত্রে সেই সোমের নিকট গো পুত্র প্রভৃতি যাচ্ঞা করা হইল। যে সামগ্রী মত্ততা-জনক, তাহার পুত্রবিত্তাদি প্রদানের সামর্থ্য কতটুকু থাকিতে পারে? অথবা লোকে উন্মত্ত হইলেই ধনবিত্ত লাভ করে?—এ যে কি ভাবের ভাব বুঝিয়া উঠা কঠিন। সোম—ইন্দ্র প্রভৃতিকে প্রদান করা হয়। সোমে ইন্দ্রের মত্ততা জন্মে। ইন্দ্রকে যদি সাধারণ মনুষ্য বলিয়া বুঝিয়া লই ; আধুনিক কালের রাজ-রাজরা বড় লোক বলিয়া যদি স্বীকার করি, তাহা হইলে তাঁহাকে মদ খাওয়াইয়া মাতাল করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে গো অশ্ব ও অন্ন আদায় করা বিশেষ অসম্ভব না-ও হইতে পারে। কেন-না, মদ্যপানে উন্মত্ত বিকৃতমস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থ ধনী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ দান আজিকালিকার দিনে একেবারে অসম্ভব নহে।

যাহা হউক, আমরা ঐ গো অশ্ব প্রভৃতিকে সাধারণ গবাশ্বাদি বলিয়া মনে করি না। অথবা, সোমরসরূপ উগ্র মাদক দ্রব্যে দেবতার মত্ততা জন্মাইয়া তাঁহার নিকট হইতে ধনবিত্তাদি গ্রহণের প্রসঙ্গও আমরা অনুমোদন করি না। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে আমাদের পরিগৃহীত তাৎপর্য্যের বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে। কি সূত্রে আমরা ঐ ভাব পরিগ্রহ করিয়াছি, তাহা বিশ্লেষণ করিলেই যৌক্তিকতা বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকিবে না।

মন্ত্রে ভগবানকে প্রথমে "যজ্ঞস্য পূর্ব্ব্যঃ আত্মা" বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। এই 'পূর্ব্ব্যঃ' এবং 'আত্মা' শব্দ-দ্বয়ের বিশ্লেষণেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমাদের মতে ঐ অংশের অর্থ হইয়াছে,—'ভগবান নিত্যবিদ্যমান এবং পুরাণ পুরুষ।' ভগবান যজ্ঞে কিরূপে 'নিত্যবিদ্যমান' তাহা অনুধাবন করুন। গীতায় কর্ম্মমাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ। যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ।
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্। তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং॥"

অর্থাৎ,—'ভূতসকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি, বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত হয়। কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিও। ব্রহ্ম অক্ষর হইতে জাত। অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।' অতএব বুঝা যাইতেছে—ব্রহ্ম কর্ম্মময় এবং কর্ম্ম ব্রহ্মময়। সুতরাং ব্রহ্ম ও কর্ম্ম পরস্পর অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত। যাহাকে কর্ম্ম বলে, তাহা ব্রহ্ম-সম্বন্ধযুত। তদ্ভিন্ন আর সকলই কর্ম্ম পদবাচ্য নহে। সেই জন্যই সৎকর্ম্মে ভগবানের প্রীতি এবং ভগবৎপ্রীতিকর কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য শাস্ত্রগ্রন্থে উপদেশ দেখিতে পাই। 'জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রে' আছে—"অব্যক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ" অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে প্রাণ বা ব্রহ্মের উৎপত্তি। প্রাণের—ব্রহ্মের চাঞ্চল্যই তাহার কর্ম্ম। কর্ম্ম হইতে বহিঃপ্রাণায়ামরূপ যজ্ঞ হয়। যজ্ঞ হইতে মনের এবং মন হইতে শুক্রের ও শুক্র হইতে ভূতগণের সৃষ্টি। যোগবাশিষ্ঠে তাই উক্ত হইয়াছে,—

"চিত্তং কারণমর্থানাং তস্মিন্নস্তি জগত্রয়ম্। তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎ ক্ষীণং তচ্চিকিৎস্যং প্রযত্নতঃ॥"

সুতরাং কর্ম্মই মূলীভূত, আর ব্রহ্মই অর্থাৎ পরমেশ্বরই সকল কর্ম্মের আদি বীজ। তাই সৎকর্ম্মে তাঁহার প্রীতি এবং অসৎকর্ম্মে তাঁহার বিরাগের পরিচয় পাই।

এখানে একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। ভগবান সৎস্বরূপ। তিনি যখন সকল কর্ম্মেই অধিষ্ঠিত অপিতু তাঁহা হইতেই যখন সকল কর্ম্ম সমুদ্ভূত, তখন আবার কর্ম্মের সু-কু বিভাগ হইল কেন? তাহা হইলে ভগবানকে কখনও সু, কখনও কু বলিতে হইবে! সমস্যা বড়ই জটিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে প্রসঙ্গের অবতারণার যোগ্যস্থান এ নহে। তবে অধিকারী ভেদে, মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্য অনুসারে, কর্ম্মের বিবিধ স্তরপর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট হয় মাত্র। নচেৎ, ভগবান যেমন অদ্বিতীয়, তিনি যেমন এক ভিন্ন দুই নহেন; তেমনি ব্রহ্ম-কর্ম্ম ভগবৎকর্ম্মও এক ভিন্ন দুই নহে। তার পর মন্ত্রের অন্তর্গত 'গোষা' 'বৃষা' 'অশ্বসাঃ' প্রভৃতি পদের মর্ম্ম অনুধাবন করুন। 'গো' পদের জ্ঞানকিরণ বা 'জ্ঞানজ্যোতিঃ' অর্থ নিরুক্তসম্মত। আমরা এখানে সেই অর্থই পরিগ্রহণ করিয়াছি। 'অশ্বসাঃ' পদের কর্ম্মশক্তি অর্থই সুসঙ্গত। এখানে উপমার ভাবও উপলব্ধি করা যায়। অশ্ব যেমন ত্বরিতগতিতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়, কর্ম্ম ভগবৎসম্বন্ধযুত হইলে সেই কর্ম্মও তেমনই কর্ম্মানুষ্ঠাতাকে গন্তব্য-স্থানে অর্থাৎ ভগবানের সন্নিকটে সংস্থাপিত করে। অশ্ব যেমন বাহক, কর্ম্মও সেইরূপ বাহক। কর্ম্ম ভগবানকে বহন করিয়া আনে, আবার কর্ম্মানুষ্ঠানকারীকে ভগবানের নিকট বহন করিয়া লইয়া যায়। এই ভাবেই 'অশ্বসাঃ' পদের সার্থকতা বলিয়া মনে করি। যিনি আত্মদর্শী ভগবচ্চরণে যিনি শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে গো অশ্ব প্রভৃতি এই ভাবেই পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

এইরূপ আলোচনায় এবং এইরূপ দৃষ্টিতে মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি হয়, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্র ভগবন্মহিমা-প্রকাশক এবং প্রার্থনামূলক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে সৎকর্ম্মসাধন সামর্থ্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞানজ্যোতি লাভের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে, বুঝিতে পারি। * (১অ—১খ ৩য়—১০সা)।

দশমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ঃ সূক্তং। দশমং সাম।)

৩ ১ ২   ৩ ১   ২র   ৩   ১ ২
অস্মভ্যমিন্দবিন্দ্রিয়ং মধোঃ পবস্ব ধারয়া।

৩ ১ ২   ৩ ১
পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমাঁ ইব ॥ ১০ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে উনবিংশ বর্গে পঞ্চম সূক্তের (নবম মণ্ডল, দ্বিতীয় সূক্তের দশম ঋক্) অন্তর্গত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমাং ইব' (বর্ষবান মেঘঃ ইব, যথা—মেঘঃ যথা ধারয়া উদকং বর্ষতি রসঞ্চ সঞ্চরতি তদ্বৎ) ত্বং 'ইন্দ্রিয়ং' (ভগবতঃ প্রীতিসাধকঃ যথা ভবসি তথা ইতি ভাবঃ) 'মধোঃ' (আনন্দদায়কেন) 'ধারয়া' (প্রবাহেন) 'অস্মভ্যং' (শরণাগতানাং অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর—সমুদ্ভবতু ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং সত্ত্বাঃ ভগবৎপ্রাপকঃ ভবতু। ইতি প্রার্থনা॥ (৭অ—১খ—৩সূ ১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় অর্থাৎ মেঘ যেমন পৃথিবীতে বারিবর্ষণ দ্বারা রসসঞ্চার করে, তুমিও সেইরূপ ভগবানের প্রীতিসাধক হইয়া, আনন্দদায়ক ধারারূপে আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—আমাদিগের সত্ত্বভাবসমূহ ভগবৎপ্রাপক হউন। (৭অ—১খ—৩সূ—১০সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'ইন্দ্রিয়ং' ইন্দ্রেণ জুষ্টং ইন্দ্রিয়স্য বীর্য্যস্য বা বর্দ্ধকং রসং 'মধোঃ' মদকরস্য অমৃতস্য 'ধারয়া' 'পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমাং ইব' যথা বর্ষবান পর্জ্জন্যো মেঘঃ তথা 'অস্মভ্যং' মেধাতিথিভ্যঃ 'পবস্ব' ক্ষর। (৭অ ১খ—৩সূ—১০সা)।

ইতি সপ্তাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ। ১॥

* * *

দশম (১০৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

(*)

এই সাম-মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রের মধ্যে যে উপমা বিদ্যমান, তাহাও সরলতা ব্যঞ্জক। এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। প্রচলিত ব্যাখ্যায়ও যে ভাব পরিদৃষ্ট হয়, তাহাও বিশেষ জটিলতা-সম্পন্ন নহে। প্রচলিত সেই ব্যাখ্যা,—"হে ইন্দু! তুমি ইন্দ্রাভিলাষী হইয়া বর্ষণশীল, মেঘের ন্যায় মধুধারাতে আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও।" মন্ত্রে যে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিস্ফুট হইবে। বেদমন্ত্রের লক্ষ্য পরমার্থ-সাধন। স্তরের পর স্তরপর্য্যায়ে আত্মার উন্নতি সাধনে ভগবৎসম্মিলন লাভই প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যই মন্ত্র-মধ্যে প্রকট দেখিতে পাই। * (৭অ—১খ—৩সূ—১০সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে ঊনবিংশ বর্গে চতুর্থ সূক্তের (নবম মণ্ডল দ্বিতীয় সূক্ত নবম ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সনা চ সোম জেসি চ পবমান মহিশ্রবঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মহিশ্রবঃ' (বিশ্বস্য প্রাণস্বরূপ) 'পবমান' (পরিত্রাণসাধক) হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! ত্বং 'সনা চ' (অস্মিন্ কর্ম্মণি দেবভাবান্ সংজনয়); 'চ' (অপি চ) ত্বং 'জেষি' (কর্ম্মবিঘ্নকারিণঃ অন্তঃশত্রূন্ জয় নাশয় ইতি যাবৎ); অথবা ত্বং 'সনা চ' (নিত্যমেব) 'জেষি চ' (অন্তঃশত্রূন্ বিনাশয়সি ইতি ভাবঃ)। 'অথ' (অনন্তরং, শত্রূন্ নাশয়িত্বা হৃদি দেবভাবান্ সংজনয়ন্ ইতি যাবৎ) 'বস্যসঃ' (শ্রেয়সঃ, পরমকল্যাণং ইত্যর্থঃ) 'কৃধি' (কুরু, প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং পরমমঙ্গলং বিধায়তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ—২খ—১সূ—১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বের প্রাণ-স্বরূপ পবিত্রতাসাধক হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আপনি আমাদিগের এই কর্ম্মে দেবভাবসমূহ উৎপাদন করুন এবং কর্ম্মবিঘ্নকারী শত্রুগণকে বিনাশ করুন (অথবা আপনি নিত্যকাল অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশ করেন)। অনন্তর (শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া এবং অন্তরে দেবভাব উপজিত করিয়া) আমাদিগকে পরম কল্যাণ দান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের পরম মঙ্গল বিধান করুন)। (৭অ—২খ—১সূ—১সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'মহিশ্রবঃ' মহদন্ন! 'পবমান' সোম! 'সন' অস্মদ্যাগে যজনীয়ান দেবান্ ভজ 'জেষি চ' যাগবিঘ্নকারিণো রাক্ষসাংশ্চ জয়। 'অথ' দেবান্ প্রাপ্য রাক্ষসাংশ্চ জিত্বা অনন্তরং 'নঃ' অস্মান্ 'বস্যসঃ' শ্রেয়সঃ 'কৃধি' কুরু শ্রেয়োযুক্তান্ কুর্বিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

প্রথম (১০৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

———।•।———

মন্ত্রের ভাব সরল; প্রার্থনা সরলতাপূর্ণ। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মন্ত্রে অন্তঃশত্রুনাশে সদ্ভাবসঞ্চারে পরম কল্যাণ মোক্ষপ্রাপ্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! মানসযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছি। কিন্তু সে যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইতেছে—রাক্ষসরূপী অন্তঃশত্রু। তাহারা হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে—কর্ম্ম পণ্ড করিবার উপক্রম করিয়াছে। তাহারা বর্ত্তমান থাকিতে তো দেব, আপনার কর্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ হইতেছি না! যতবারই আপনাকে স্মরণ করিয়, কর্ম্মসম্পাদনে অগ্রসর হইতেছি, তাহারা ততবারই অন্তরায় উপস্থিত করিতেছে। তাই ডাকি দেব, কাতরে তাই প্রার্থনা জানাই 'হে প্রাণের দেবতা! আপনি আসুন! শত্রুদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া দিউন। আপনার কৃপাকণা লাভে সমর্থ হইলেই আমার আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে। আমার একমাত্র লক্ষ্য—আপনি। আমি উপলক্ষ মাত্র: আপনার কর্ম্ম আপনি সম্পাদন না করাইলে, কে আর সে কার্য্য সফল করিবে প্রভো! আপনিই যে আমাদের একমাত্র ভরসা দেব! আপনি সত্বর আগমন করুন! অন্তর ছিন্ন ভিন্ন; শত্রুর ভ্রূকুটি-কুটীল কটাক্ষে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া আপনাকে ডাকিতেছি,—ভগবন! আপনি না আসিলে, আপনি সামর্থ্য সঞ্চার না করিলে, আমার সবই যে পণ্ড হইয়া যায় প্রভো!' এই আকুল প্রার্থনার ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়াই মন্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

কর্ম্ম—ব্রহ্মস্বরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্র-বিশেষে তাহা বিশ্লেষিত হইয়াছে ব্রহ্মকর্ম্ম ভগবৎকর্ম্ম, ভগবান সম্পাদন না করাইলে, সে কর্ম্মসাধনে সাধ্য কাহারও নাই। মানুষ উপলক্ষ মাত্র, কর্ত্তৃত্ব তাঁহারই। ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন,—

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্ত।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥
তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥"

অর্থাৎ,—'হে অর্জ্জুন! আমি লোকক্ষয়কর্ত্তা অনন্ত কাল। লোক সকলকে সংহার করিতে ইহলোকে প্রবৃত্ত রহিয়াছি। তুমি না মারিলেও প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে যে সকল যোদ্ধা অবস্থান করিতেছে, তাহারা কেহই থাকিবে না। অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও; যশোলাভ কর; শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। ইহারা সকলে পূর্ব্বেই আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। হে সব্যসাচিন। তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও।' তবেই বুঝা গেল, তাঁহার কার্য্য তিনিই সম্পাদন করেন। মানুষ নিমিত্তমাত্র হইয়া থাকে। ফলতঃ, আত্মার প্রকাশেই ইন্দ্রিয় ও তত্তৎপ্রবৃত্তিগণ আপনা আপনিই উপশান্ত হয়।

তাঁহার কর্ম্ম তিনিই যে সম্পাদন করাইয়া লন, ভগবানের উক্তিতে তাহাও বিশদীকৃত হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন, —

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎ পরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।"

অর্থাৎ,—'হে পাণ্ডব, যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, আমিই যাঁহার পরমপুরুষার্থ, যিনি আমার ভক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিষয়ে অনাসক্ত এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।' সুতরাং ভগবৎকর্ম্মই যে ভগবৎপ্রাপক, ভগবান তাহা স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া দিলেন। ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্মে যে অনন্যা-ভক্তি জন্মে, তাহাই মোক্ষপ্রাপক হয়।

এই ভাবে মোক্ষপ্রাপ্তির কামনা মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের সহিত প্রচলিত ব্যাখ্যার কি পার্থক্য ঘটিয়াছে, ব্যাখ্যাটী উদ্ধৃত করিতেছি; মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। সে ব্যাখ্যাটী—"হে মহৎ অন্নভূত, পবমান সোম! জয়না কর, জয় কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।" * (৭ম ২থ ১সূ ১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩   ২   ৩   ২ ৩ ২   ১ ১   ৩   ১ ২
সনা জ্যোতিঃ সনাস্বাহ৩ র্বিশ্বা চ সোম সৌভগা।

১ ২   ৩   ১ ২
অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! ত্বং 'জ্যোতিঃ' (জ্ঞানজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) 'সনা' (সম্যক্ প্রকারেণ অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ)। অপিচ ত্বং 'স্বঃ' (স্বর্গং, স্বর্গবৎউন্নতং শ্রেষ্ঠং—পরমস্থানং ইতি ভাবঃ) 'সনা' (অস্মভ্যং বিধেহি ইতি শেষঃ)। চ' (অপিচ) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি) 'সৌভগা' (সৌভাগ্যানি, পরমকল্যাণানি) অস্মভ্যং বিধায়তু ইতি ভাবঃ। 'অথা' (অথ, অনন্তরং, জ্ঞানজ্যোতিষা অস্মান্ উত্তালায়িত্বা ইতি ভাবঃ) 'বস্যসঃ' (শ্রেয়সঃ,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গের প্রথম সূক্তের (নবম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, প্রথম ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

পরমকল্যাণং) 'কৃধি' (কুরু, বিধেহি ইত্যর্থঃ)। অয়মপি প্রার্থনামূলকঃ। সজ্জ্ঞানং লব্ধা বয়ং পরমপদং প্রাপ্নয়ামঃ ইতি ভাবঃ। (৭অ—২খ—১সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন ভগবন! আমাদিগকে সম্যক প্রকারে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রদান করুন। অপিচ, আপনি আমাদিগের স্বর্গবৎ উন্নত শ্রেষ্ঠ পরমস্থানের বিধান করিয়া দিউন। এবং বিশ্বের যাবতীয় সৌভাগ্য আমাদিগকে প্রদান করুন। অতঃপর, জ্ঞানজ্যোতিতে অন্তর উদ্ভাসিত করিয়া আমাদিগের পরম কল্যাণ বিধান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সজ্জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমরা যেন পরমপদ প্রাপ্ত হই)। (৭অ—২খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং 'জ্যোতিঃ' তেজঃ 'সন' অস্মভ্যং প্রযচ্ছ। অপিচ 'স্বঃ' স্বর্গং 'সন' অস্মভ্যং দেহি। 'বিশ্বা' বিশ্বানি 'সৌভগা' সৌভাগ্যানি 'চ' সন। নিষ্কৃমস্তুৎ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রও উচ্চভাবমূলক। এ মন্ত্রেও প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে; এই মন্ত্রে জ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত। কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। ভগবৎকর্ম্ম সাধন করিতে সম্যক জ্ঞানের সহায়তা একান্ত প্রয়োজনীয়। শাস্ত্রে কর্ম্মের নানা স্তর-পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সেই সকলের মধ্য হইতে প্রকৃত আত্মকর্ম্ম কোনটী, তাহা বাছিয়া লওয়া কঠিন। সেই জন্যই জ্ঞানের সহায়তা প্রয়োজন। জ্ঞান না জন্মিলে, কর্ম্মশক্তির উন্মেষ না হইলে, কর্ম্মের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি না হইলে—বৃথাই ঘুরিয়া মরিতে হয়।

অজ্ঞানতা মানুষের পরম শত্রু। অজ্ঞান-ঘোরেই মানুষ সদসৎ বিচারে অসমর্থ হয়। অজ্ঞানতার জন্যই সংসারে নানা অনর্থের সূত্রপাত ঘটে। জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা বিনষ্ট হইলেই স্বরূপ-সম্বন্ধে উপলব্ধি জন্মে। অন্তরের শত্রুও নাশ-প্রাপ্ত হয়। সেই জ্ঞান লাভে পরমপদ পাইবার প্রার্থনাই মন্ত্র-মধ্যে প্রকটিত দেখি।* (৭অ—২খ—১সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায় দ্বাবিংশ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডল চতুর্থ সূক্ত দ্বিতীয় ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সনা দক্ষমুত ক্রতুমপ সোম মৃধো জহি।

১ ২ ৩ ১ ২
অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং 'দক্ষং' (বলং—কর্ম্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'সনা' (সম্যক্‌রূপেণ বিদেহি ইতি ভাবঃ); 'উত' (অপিচ) ত্বং 'ক্রতুং' (সৎকর্ম্মণঃ সুফলং ইতি ভাবঃ) বিধায়তু ইতি শেষঃ। কিঞ্চ 'মৃধঃ' (হিংসকান্—কর্ম্মণঃ প্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'অপজহি' (বিশেষেণ মারয়, বিদূরয় ইতি যাবৎ)। 'অথা' (অনন্তরং, কর্ম্ম-সামর্থ্যং সৎকর্ম্মণঃ সুফলং এবং অন্তঃশত্রুনাশং সাধয়িত্বা ইতি ভাবঃ) 'বস্যসঃ' (শ্রেয়সঃ, পরমকল্যাণং ইত্যর্থঃ) 'কৃধি' (কুরু, প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র সাধকঃ কর্ম্মশক্তিং সৎকর্ম্মণঃ সুফলং অপিচ অন্তঃশত্রুনাশং কাঙ্ক্ষতি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অস্মাকং কর্ম্ম প্লবমিব ভবাব্ধিপারনয়নসমর্থং ভগবৎপ্রাপকং চ ভবতু। (৭অ-২খ-১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি (আমাদিগকে) কর্ম্মশক্তি প্রদান করুন এবং সৎকর্ম্মের সুফল বিধান করুন। অপিচ, কর্ম্মপ্রতিবন্ধক অন্তঃশত্রুদিগকে আপনি বিনাশ করুন। অনন্তর (কর্ম্মসামর্থ্য, সৎকর্ম্মের সুফল এবং অন্তঃশত্রুর বিনাশ সাধিত করিয়া) আমাদিগকে পরম ধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রে সাধক কর্ম্মশক্তি, সৎকর্ম্মের সুফল এবং অন্তঃশত্রুনাশের কামনা করিতেছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্ম প্লবের (অর্থাৎ ভেলার) ন্যায় ভবাব্ধি-পারনয়নসমর্থ এবং ভগবৎপ্রাপক হউক)। (৭অ—২খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং 'দক্ষং' বলং 'সন' অস্মভ্যং দেহি, 'উত' অপিচ 'ক্রতুং' যজ্ঞং সন 'মৃধঃ' হিংসকান্ শত্রূংশ্চ 'অপ জহি' মারয়। সিদ্ধমন্তৎ॥ (৭অ–২খ-১সূ-৩সা)॥

• . •

তৃতীয় (১০৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে ত্রিবিধ প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে। প্রথম কর্ম্মশক্তিলাভের কামনা; দ্বিতীয়—সৎকর্ম্মে সুফল লাভের আকাঙ্ক্ষা; এবং তৃতীয়—কর্ম্মপ্রতিবন্ধক অন্তঃশত্রুনাশের প্রার্থনা মন্ত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে কর্ম্মই আরম্ভ করিবার সঙ্কল্প আসুক, প্রথমে দেখিতে হয়, তৎসম্পাদনের সামর্থ্য আছে কিনা। শক্তি সঞ্চয় ভিন্ন কোনও কর্ম্মই সুসম্পন্ন হয় না, বিশেষতঃ ভগবৎপ্রীতি-হেতুভূত কর্ম্মসম্পাদনে বিশেষ সামর্থ্যের প্রয়োজন। সে কর্ম্ম সম্পাদনের অন্তরায়—অন্তঃশত্রুসমূহ। তাহারাই বিশেষ প্রতিবন্ধক জন্মায়। সৎপ্রবৃত্তি নিরোধ করিয়া সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যকে একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। তাহাদের উচ্ছেদ-সাধনে কর্ম্মে সাফল্য-লাভের আশা করা যায়। সেই শত্রুনাশের সামর্থ্য—ভগবদনুগ্রহ ভিন্ন উপজিত হয় না। সেই শক্তিই কর্ম্মশক্তি; অর্থাৎ শত্রুনাশ-সামর্থ্য আসিলেই—শত্রুনাশে অন্তর নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইলেই—সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে। এইরূপেই কর্ম্মশক্তির সঞ্চার হয়। শক্তি আসিলেই কর্ম্ম সুসম্পাদিত হয়; কর্ম্ম সুসম্পাদিত হইলেই—কর্ম্মে ত্রুটিবিচ্যুতি না ঘটিলেই,—সে কর্ম্মে সুফললাভ হয়। মন্ত্রে এই তত্ত্বই প্রকটিত হইতেছে। ফলতঃ, স্তরের পর স্তরবিন্যাসে সাধনার এক উজ্জ্বল চিত্র মন্ত্র-মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।

মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে সোম, বল এবং কর্ম্ম দান কর, হিংসকগণকে বধ কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।" মন্ত্রে যে প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সাধক কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমাকে কর্ম্মশক্তি প্রদান করুন। অন্তরের বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিয়া—কামক্রোধাদি রিপুশত্রুকে দমন করিয়া, আমাদিগকে কর্ম্মসামর্থ্য প্রদান করুন। কর্ম্মশক্তি লাভ করিলে আমরা ত্রুটিবিচ্যুতি পরিশূন্য আপনার প্রীতিকর শোভন কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইব। আর সেই কর্ম্মের উদযাপনে সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় লইতে পারিব। হে ভগবন্, আপনি কৃপা করিয়া তাহাই করুন।' মন্ত্রে এই প্রার্থনা পরিস্ফুট। ভগবান যে তাঁহার কর্ম্ম তিনিই সম্পাদন করেন,—এই মন্ত্রেও তাহা বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হইল। * (৭অ-২খ-১সূ-৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গের তৃতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত তৃতীয় ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থং সাম।

[দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।]

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবীতার পুনীতন সোমমিন্দ্রায় পাতবে।
১ ২ ৩ ১ ২
অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবীতারঃ' (হে মোক্ষকামিন্ সংকর্ম্মসাধক!) যূয়ং 'পাতবে' (পাপনাশকায় পরিত্রাণসাধকায় ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রায়' (সর্ব্বশক্তিমতে ভগবতে তৎপ্রীতিসাধনায় ইত্যর্থঃ) 'সোমং (শুদ্ধসত্ত্বং) 'পুনীতন' (পাবয়ত, সংজনয়ত—হৃদি ইতি ভাবঃ); 'অথা' (অনন্তরং) যূয়ং 'নঃ' (মোক্ষকামিভ্যঃ অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'বস্যসঃ' (শ্রেয়সঃ, পরমকল্যাণং ইতি ভাবঃ) 'কৃধি' (কুরু, সাধয়; ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকঃ। মন্ত্রঃ সাধুসঙ্গমস্য মাহাত্ম্যং প্রদর্শয়তি। সাধকাঃ সদ্ভাবপ্রভাবেন অকিঞ্চনানাং অপি পরমকল্যাণং সাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (৭অ—২খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে মোক্ষকামী সৎকর্ম্মসাধক! পাপনাশক পরিত্রাণকারক সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার করুন। অনন্তর আপনারা মোক্ষকামী আমাদিগের নিমিত্ত পরমকল্যাণ সাধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য প্রকটিত। ভাব এই যে,—সাধকগণ সদ্ভাবপ্রভাবে অকিঞ্চনেরও পরম কল্যাণ সাধন করেন।)॥ (৭অ—২খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবীতারঃ' সোমস্য শোধয়িতার ঋত্বিজঃ! 'সোমং' 'পুনীতন' পাবয়ত দশাপবিত্রেণ শোধয়ত। কিমর্থং? 'ইন্দ্রায় পাতবে' ইন্দ্রস্য পানায়। গতমন্যৎ ॥ ৪ ॥

* * *

চতুর্থ (১০৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

——×‡*‡×——

এই মন্ত্রে সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—সৎপথাবলম্বী সাধুগণ আপনাদের সদ্ভাবপ্রভাবে অতি অভাজনকেও পরমপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। অতএব মন। তুমি সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গের আশ্রয় লও। পরমধন - মোক্ষধন প্রাপ্ত হইবে।

এই মন্ত্রের ভাষ্যসম্মত অর্থ,—"হে সোমাভিষবকারী ঋত্বিকগণ! তোমরা ইন্দ্রের পানের জন্য সোম অভিষব কর। অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।' ব্যাখ্যায়ও এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ অর্থে ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন। পূর্ব্বাপর কয়েকটী মন্ত্রে 'অথ' পদের ব্যাখ্যায়ও একটু সংশয়-সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। 'সোম অভিষব করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিবার পর'—'অথ' পদে এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। এভাবে ইন্দ্রদেবতাকে একজন মদ্যপ ব্যক্তি বলিয়াই অনুমান হয়। মনে হয়, মদ্যপানেই যেন তাঁহার আনন্দ! যিনি তাঁহাকে পরিতোষরূপে মদ্য পান করাইতে পারেন, তিনি তাঁহার প্রতিই অধিকতর সন্তুষ্ট হন। বেদের অপব্যাখ্যাকারীর নিকট একপ ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা দেবগণকে ভগবদ্বিভূত বলিয়া বুঝিতে পারেন; তাঁহাদের নিকট এরূপ ব্যাখ্যা কদাচ আদরণীয় নহে। যিনি প্রকৃত ভক্ত - যিনি প্রকৃত সাধক, তিনি আপনার আরাধ্য দেবতাকে আপনার ইষ্ট দেবতাকে - এরূপ কু-দৃষ্টিতে দর্শন করিতে পারেন না। সতেই সতের আনন্দ; অসতে তাঁহার আনন্দ হয় না। অথবা সতে সৎ ভিন্ন অসৎ থাকিতে পারে না। যাহা সৎ, তাহা চিরকালই সৎ; তাহা একবার সৎ, একবার অসৎ হইতে পারে না। দেবতা দেবতাই আছেন; দেবতায় অন্য ভাবের আরোপ - অন্যায় ও অসঙ্গত।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অথ' পদের অর্থ উপলব্ধ হইলেই মন্ত্রের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। মন্ত্রের প্রথমাংশের সহিত সম্বন্ধ রক্ষায় ঐ 'অথ' পদের অর্থ হয় - আত্মদর্শিগণের সাহায্যে হৃদয়ে সদ্ভাবের উন্মেষ হইলে।' অর্থাৎ তাঁহাদের সংসর্গে অন্তরকে উন্নত করিয়া পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সহিত বিগতসম্বন্ধ হইবার পর।' এইরূপ অর্থই আমরা সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি। এখানেও সেই ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবার উদ্বোধনা; এখানেও সেই ত্যাগের ভাব - এখানেও সেই নিষ্কাম-কর্ম্মের উপদেশ। ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে, সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত করিতে সমর্থ হইলে - সুফল লাভের সম্ভাবনা। সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে সেই সামর্থ্য জন্মে। আত্মদর্শী সাধকগণ মানুষের সেই পরম কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন।

সৎপ্রসঙ্গ সাধুসঙ্গ ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞান-লাভের এক প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সাধুসঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গে সুফল লাভ অবশ্যম্ভাবী। সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় সদ্বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আসিয়া পড়ে; তাঁহার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, তাঁহাকে জানিবার -

তাঁহার স্বরূপ বুঝিবার স্পৃহা বলবতী হয়। স্বরূপ বুঝিলেই তন্ময়তা আসে; ফলে মোক্ষ অধিগত হয়। সৎসঙ্গে সুফল লাভের বহু দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ভাগীরথ যখন গঙ্গাদেবীকে মর্ত্তাভূমে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন, মাতা সুরধুনী তখন মর্ত্ত্যে আসিতে প্রথমে স্বীকার করেন না। তিনি ভগীরথকে বলেন,—'পৃথিবীতে পাপী মনুষ্যেরা আমার জলে পাপ-প্রক্ষালন করিবে। কিন্তু আমি সে পাপ কোথায় ক্ষালন করিব? সে উপায় স্থির না হইলে, আমি মর্ত্ত্যে যাইব না।' গঙ্গাদেবীকে সান্ত্বনাচ্ছলে ভগীরথ সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। সাধুসঙ্গে যে সকল পাপ—সকল অপবিত্রতা বিদূরিত হয়, মাতা সুরধুনীকে তাহা বুঝাইয়া তিনি বলিলেন,—

"সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তাঃ ব্রহ্মিষ্ঠাঃ লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাত্তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ।"

'মাতর্গঙ্গে! সে ভাবনা আপনার কেন? আপনি অনায়াসে সে অপবিত্রতা দূর করিতে পারিবেন কারণ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধুগণ লোকপাবন। তাঁহারা স্ব স্ব অঙ্গসঙ্গ দ্বারা আপনার অপবিত্রতা দূর করিবেন। সাধুগণের শরীরে পাপহারী হরি নিরন্তর বর্ত্তমান আছেন।'

সাধুসঙ্গের উপযোগিতা সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥
নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌদৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্।
অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্ব্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্॥
সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ।"

অর্থাৎ,—'ভগবান অগ্নিকে আশ্রয় করিলে যেমন লোকের শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তেমনি সাধুসঙ্গে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন, নৌকা যেমন তাঁহাদের পরমাশ্রয়; সেইরূপ ঘোর ভবসাগরে নিমজ্জমান ও উন্মজ্জনশীল জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞ সাধুসকল পরম অবলম্বন। অন্ন যেমন জীবের জীবন, আমিও তেমনি আর্ত্তের শরণ। পরকালে ধর্ম্ম যেমন মানবের একমাত্র সম্বল; সংসারভয়ভীত জনগণের তেমনি সাধুগণ একমাত্র আশ্রয়। যেমন আকাশে সূর্য্য উদিত হইলে প্রকৃতির যাবতীয় বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়; তেমনি ভাগ্যাকাশে সজ্জনরবির উদয় হইলে জ্ঞানের অনন্ত চক্ষু উন্মীলিত হইয়া থাকে; অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠে; আর তাহাতে যাবতীয় সূক্ষ্মবস্তু বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। সাধু-সজ্জন দেবতার বান্ধব। আমার সহিত তাঁহারা ভেদ-বিরহিত।'

সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ—পরমপদ, প্রভুপদ ও সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির মূলীভূত। নিরতিশয় নিন্দিত-কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিও যদি সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবানের ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু-মধ্যে পরিগণিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত

করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—'অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি আমাকে অনন্য-চিত্তে ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু মধ্যে গণ্য হইতে পারে।' যথা,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥"

নারসিংহে কথিত হইয়াছে,—'সাতিশয় মলিন হইলেও মনুষ্য যদি শ্রীহরিপরায়ণ হয় এবং অনন্যচিত্তে তাঁহার ভজনা করে, তাহা হইলে সে পরম শোভাময়রূপে বিরাজ করে। শশাঙ্ক-লাঞ্ছন হইলেও চন্দ্র কখনই তিমিরে পরাভূত হয় না।' শাস্ত্র বলিয়াছেন,—বাসনা-নদী—শুভ অশুভ উভয় পথে প্রধাবিত। তাহাকে কেবল শুভ-পথেই পরিচালিত করিতে হইবে। মহাপোত সমুদ্রেই বিচরণ করে। সেইরূপ যাঁহারা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন নির্ম্মল-চিত্ত, সাধুসঙ্গ তাঁহারাই প্রাপ্ত হন।'

সেই সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গের উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনার সমীপবর্ত্তী সুবুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণের মধ্যে থাকিয়া আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন সুমতি বা শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হই।' সুবুদ্ধিযুক্ত আর কাহারা? 'সু' বা সতের প্রতি যাঁহারা বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ যাঁহারা অনুক্ষণ সতের প্রতি সংন্যস্তচিত্ত, তাঁহারই তো সুবুদ্ধি-যুক্ত! সতের জ্ঞানে, যাঁহারা সতের স্বরূপ উপলব্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই সুবুদ্ধিযুক্ত বা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন। তাঁহারাই তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন,—তাঁহারাই সামীপ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছেন,—তাঁহারাই আত্মায় আত্ম-সম্মিলনে সমর্থ হইয়াছেন,—যাঁহারা তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। হে ভগবন্! আপনি প্রভূত জ্ঞানশালী। আপনার অনুগ্রহ যাঁহারা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জ্ঞানী যাঁহারা, আপনার খ্যাতি—আপনার মহিমা—তাঁহাদের নিকট তো সুপরি-ব্যক্ত আছেই! কিন্তু অজ্ঞান আমরা—অকিঞ্চন আমরা। আমরা আপনার মহিমা—আপনার খ্যাতি কিরূপে বুঝিব, প্রভু! আপনি না বুঝাইলে—আপনি না জানাইলে কি সামর্থ্য আমাদের যে, আপনার স্বরূপ জ্ঞান লাভ করি—আপনার মহিমা, আপনার খ্যাতি উপলব্ধ করিতে সমর্থ হই! আপনি সৎ শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন। সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন না হইতে পারিলে, সৎকে কিরূপে জানিব, প্রভু! তাই ডাকি দেব! আমাদের সেই শুদ্ধবুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা আপনার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে পারি,—যাহাতে আমরা আপনার মহিমা, আপনার খ্যাতি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই।

হৃদয় কলুষময়। ঐহিক ঐশ্বর্য্যে চিত্ত চিরপ্রমত্ত—অনুক্ষণ ঐহিক চিন্তায় চিত্ত চির-জর্জ্জরিত। আনন্দময়—তুমি; ঐশ্বর্য্যশালী—তুমি। জানি আমি—ইচ্ছা করিলে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে পার। কিন্তু দেব! আমার সে ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই। আমি যাহাতে বিগতস্পৃহ হইয়া, সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহারই উপায় বিধান কর। সৎ তুমি; সদ্বুদ্ধিশালী—তুমি। আমাকে সেই সুবুদ্ধি প্রদান কর,—যাহাতে সৎকে—তোমাকে জানিতে পারি,—যাহাতে সতের (তোমার) স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। তোমার মহিমার অন্ত নাই। আমার স্তায় অকিঞ্চনকে উদ্ধার করিলে, তোমার

সে মহিমা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে - প্রভু। জ্ঞানী যাঁহারা, পুণ্যাত্মা যাঁহারা, তোমার মহিমা তাঁহাদের নিকট তো স্বতঃপ্রকাশিত। তাই ডাকি দেব! এস—হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর - সুবুদ্ধি প্রদান কর; তোমার অনন্ত খ্যাতি, দিকে দিকে প্রকাশ পাউক। তোমার ডাকিবার সামর্থ্য আমার নাই; নিজগুণে হৃদয়-মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও। অকৃতি অধম আমি; আমাকে অতিক্রম (পরিত্যাগ) করিও না! প্রভু! হৃদয়-মন্দিরে শূন্য-সিংহাসন পড়িয়া আছে। এস - এস দেব! তথায় অধিষ্ঠান কর। হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হউক, সকল সংশয় দূরে যাউক, সকল কর্ম্মের অবসান হউক, আলোক-সাহায্যে আলোক লাভ করি। তোমার জ্যোতিঃ-কণা-লাভে অমৃতত্ব লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই। (৭অ—২খ—১সূ - ৫সা) ॥

—•—

পঞ্চমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ত্বং সূর্য্যে ন আ ভজ তব ক্রত্বা তবোতিভিঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৫ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন ভগবন্! ত্বং 'তব ক্রত্বা' (ভবৎসম্বন্ধিনা কর্ম্মণা)* অপিচ তব 'উতিভিঃ' (ভবৎকর্তৃকাভিঃ রক্ষাভিঃ) 'আভজ' (মাং সংরক্ষ ইতি ভাবঃ)। অপিচ ত্বং 'নঃ' (অস্মান্) 'সূর্য্যে' (তব জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশরূপে ইত্যর্থঃ) 'আভজ' (সংস্থাপয় ইতি ভাবঃ)। 'অথ' (অনন্তরং; জ্ঞানজ্যোতিঃবিচ্ছুরণেন অস্মাকং রক্ষয়িত্বা ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বস্যসঃ' (পরমমঙ্গলং ইত্যর্থঃ) 'কৃধি' (বিধেহি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র আত্মসম্মিলনায় আকাঙ্ক্ষা বর্ত্ততে! প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন! অস্মান জ্ঞানসমন্বিতান্ সৎকর্ম্মপরায়ণান্ চ কৃত্বা অস্মাকং পরমমঙ্গলং বিধেহি॥ (৭অ - ২খ - ১সূ—৫সা) ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধস্বরূপ ভগবন্! আপনি আপনার সম্বন্ধি কর্ম্মের দ্বারা এবং আপনার কর্তৃক রক্ষার দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন। অপিচ

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গের চতুর্থ সূক্তে (নবম মণ্ডল চতুর্থ সূক্ত চতুর্থ ঋক্) পরিদৃষ্ট হয়।

আমাদিগকে আপনার জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশরূপে সংস্থাপন করুন। অনন্তর (জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া) আমাদিগের পরম মঙ্গল বিধান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে জ্ঞানসমন্বিত ও সৎকর্ম্মপরায়ণ করিয়া আমাদিগের পরম মঙ্গল বিধান করুন)॥ (৭অ—২খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং 'তব ক্রত্বা তব উতিভিঃ' ত্বৎকর্ত্তৃকাভীরক্ষাভিশ্চ 'নঃ' অস্মান্ 'সুর্য্যে' 'আ ভজ' প্রাপয়! শিষ্টমন্যৎ॥ (৭অ-২খ—১সূ ৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (১০৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

— * —

মন্ত্রে আত্মার আত্ম-সম্মিলনের ভগবানে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। তাই ভগবানের নিকট প্রথম প্রার্থনা হইয়াছে,—'হে ভগবন! আপনি আপনার কর্ম্মের দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন; অর্থাৎ আমাকে কর্ম্মসামর্থ্য প্রদান করুন। অতি অকিঞ্চন আমি; আমার কর্ম্ম-সামর্থ্য এমন কিছুই নাই যে, আপনার কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হই। আপনি আমায় সেই সামর্থ্য প্রদান করুন।' দ্বিতীয় প্রার্থনা -'হে ভগবন্! আপনি আপনার কর্ত্তৃক রক্ষার দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন। অর্থাৎ আপনি স্বয়ং আসিয়া আমায় উদ্ধার করুন। এখানে ভগবানের রক্ষা বলিতে অন্তঃশত্রুনাশের বিষয়ই সূচিত হইতেছে। অন্তঃশত্রুনাশের দ্বারা যে রক্ষা, সেই রক্ষাই প্রকৃতভাবে রক্ষা করা। এখানে সেই পাপরূপ অন্তঃশত্রুনাশের দ্বারা ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করুন, এই ভাবই সূচিত হইয়াছে। মন্ত্রের তৃতীয় প্রার্থনা—'হে ভগবন্, আমাকে আপনার জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশরূপে স্থাপন করুন। অর্থাৎ আমাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া, আপনার সহিত আমার সম্মিলন সাধন করুন। তার পর—শেষ প্রার্থনা—আমাকে মোক্ষরূপ পরম কল্যাণ দান করুন; অর্থাৎ জন্মগতি রোধ করিয়া, আমাকে চিরতরে আপনার শ্রীচরণে কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন। প্রার্থনার পর প্রার্থনায় মন্ত্রে এই ভাবই সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। ব্যাখ্যায়ও সেই একই ভাব পরিব্যক্ত। ব্যাখ্যাটী এই,—"হে সোম! তুমি তোমারর কর্ম্ম ও রক্ষা দ্বারা আমাদিগকে সূর্য্যলাভ করাও, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।" এখানে সেই পূর্ব্বমন্ত্রার্গত ভাবেরই প্রতিধ্বনি হইয়াছে। ভগবানের কার্য্য ভগবানই সম্পন্ন করান; মানুষ

উপলক্ষমাত্র। তিনি জীবকে রক্ষণ ও পালন করেন, তিনিই তাঁহাকে কর্ম্মশক্তি প্রদানে সংসার-সাগর উত্তরণে সহায় হন। তবে চাই প্রাক্তন — চাই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যের বল। তাহা যাহার আছে, সে অনায়াসেই তাঁহার কৃপাকণা লাভে সমর্থ হয়; আর তাহা যাহার নাই, তাহার পক্ষে কিঞ্চিৎ আয়াসের প্রয়োজন হয়। ফলতঃ, কায়মনোবাক্যে শরণাগত হইতে পারিলে, পরম দয়াল ভগবান্ স্বয়ং-ই তাহার উদ্ধার সাধন করেন। 'সূর্য্যো আভজ' অংশে ভগবানে আত্মলীন করিবার ভাবই প্রাপ্ত হই। ভগবান্ জ্যোতির আধার, তাঁহার জ্যোতিতেই সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি আলোকিত। মন্ত্রান্তরের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এতদ্বিষয় বিশদীকৃত করিয়াছি। তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন,—'জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।' 'সূর্য্যো আভজ' বলিতে সেই পরমজ্যোতিঃ লাভের প্রার্থনাই সূচিত হইয়াছে। সূর্য্য ভগবানের প্রকাশরূপ মাত্র। সূর্য্যের জ্যোতিঃ লাভের তাৎপর্য্য — জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভের আকাঙ্ক্ষা। হৃদয়কে জ্ঞানকিরণে উদ্ভাসিত করিবার ভাবই এই অংশে প্রকটিত। জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া, আমি যেন পরমাত্মায় আত্মলীন করিতে সমর্থ হই। হে ভগবান্! কৃপা করিয়া আপনি সেই সামর্থ্য প্রদান করুন। আমরা মন্ত্রে পূর্ব্বোক্তরূপ ভাব পরম্পরাই উপলব্ধি করি। * (৭অ—২খ—১সূ—৫ম)॥

— • —

ষষ্ঠং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ২

তব ক্রত্বা তবোতিভির্জ্জ্যোক্ পশ্যেম সূর্য্যম্।

১ ২ ৩ ১ ২

অথা নো বস্যসস্কৃধি॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! 'তব ক্রত্বা' (ভবৎসম্বন্ধিকর্ম্মণা, প্রজ্ঞানেন বা) অপিচ 'তব উতিভিঃ' (ভবতাং স্বভূতৈঃ রক্ষাভিঃ পালনৈঃ বা) অস্মান্ প্রবর্দ্ধয় ইতি ভাবঃ। 'চ' (অপিচ, জ্ঞানং লব্ধা ইতি ভাবঃ) 'জ্যোক্' (চিরায়) 'সূর্য্যং' (সূর্য্যদেবং, ভবতাং জ্যোতির্ম্ময়ং জ্ঞানস্বরূপং প্রকাশরূপং ইত্যর্থঃ) 'পশ্যেম' (দ্রষ্টুং সমর্থাঃ ভবাম ইতি শেষঃ)। 'অথা' (অনন্তরং) 'ন' (অস্মান্) 'বস্যসঃ' (পরমকল্যাণং) 'কৃধি' (বিধেহি)। মন্ত্রোঽয়ং

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গের পঞ্চম সূক্তে (নবম মণ্ডল চতুর্থ সূক্ত পঞ্চমী ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—'হে ভগবন! কর্ম্মণা পরাজ্ঞানং লব্ধ্বা বয়ং যেন চিরং সৎস্বরূপং বিন্দামঃ তদেব বিধেহি। (৭অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধি কর্ম্ম বা জ্ঞানের দ্বারা এবং আপনার স্বভূত রক্ষার দ্বারা আপনি আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুন। অপিচ, সেই জ্ঞান লাভ করিয়া আমরা যেন নিত্যকাল স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় আপনাকে সর্ব্বত্র দর্শন করিতে সমর্থ হই। অনন্তর আপনি যেন আমাদিগের পরম কল্যাণ বিধান করেন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—কর্ম্মপ্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করিয়া যেন আমরা সৎস্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হই)। (৭অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'তব 'ক্রত্বা' প্রজ্ঞানেন 'তব ঊতিভিঃ' পালনৈশ্চ 'জ্যোক্' চিরং পশ্যেম সূর্য্যং পশ্যাম দ্রক্ষ্যামঃ। সিদ্ধমন্যৎ। (৭অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (১০৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল ও সহজবোধ্য। হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকিলে, কর্ম্মশক্তির উন্মেষ না হইলে, ভগবৎ কর্ম্ম সংসাধিত হয় না। তাই মন্ত্রে দিব্যজ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানে বিশ্বহিত সাধনের ভাবও প্রত্যক্ষ করি। "জ্যোক পশ্যেম 'সূর্য্যং' অংশে সেই ভাব সংসূচিত হয়। 'সূর্য্যং' পদে সেই জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানময় ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য আসে। ভাব এই যে—'আমি যেন সর্ব্বত্র আপনাকে দর্শন করিতে সমর্থ হই।' অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আপনি অধিষ্ঠিত- এই দিব্য জ্ঞান যেন আমি লাভ করি। এই হইতেই আত্মদর্শনের—সর্ব্বজীবে সমদর্শনের ভাব প্রাপ্ত হই। যিনি সর্ব্বজীবে সমদর্শনে সমর্থ, যিনি বিশ্বহিত সাধনে উদ্বুদ্ধ, তিনিই ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভগবদুক্তিতেই সে ভাব পরিস্ফুট। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥"

অর্থাৎ,- যোগ দ্বারা সমাহিতচিত্ত এবং সর্ব্বত্র সমদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মাবলোকনকারী সেই যোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে অভেদে দর্শন করেন;

যিনি আমাকে সর্ব্বত্র অর্থাৎ ভূতমাত্রে দেখেন এবং আমাতে জীবমাত্রকে দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে একত্বে আশ্রয় করিয়া (ভেদজ্ঞান পরিহার পূর্ব্বক) ভজনা করেন; হে অর্জ্জুন, যিনি আত্মতুলনায় সর্ব্বভূতে সমান দেখেন এবং সুখ ও দুঃখে সমান দেখেন, সেই যোগীকে আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি।' যোগদ্বারা স্থিরচিত্ত যিনি, যিনি অহংজ্ঞান পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাতেই এই দিব্যজ্ঞান সম্ভব। ভগবানের নিকট তাই প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন্! যাহাতে আমার এই জ্ঞান জন্মে, আপনি তাহা করুন। ফলতঃ, সকল কর্ম্মেই ভগবানের কর্তৃত্ব প্রখ্যাপিত। 'যত্র জীব তত্র শিব'—এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারি, ভগবান সর্ব্বভূতেই বিরাজমান রহিয়াছেন। পরহিত-সাধনে তাই প্রকারান্তরে তাঁহারই সেবা করা হয়—বিশ্বহিত-সাধনে সেই বিশ্বেশ্বরের প্রীতিকর কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাও ভগবানের করুণা-সাপেক্ষ। ভগবান যে বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুতে ওতঃপ্রোত বিদ্যমান রহিয়াছেন,—এ জ্ঞান না জন্মিলে, বিশ্বহিতসাধনে ভগবৎপূজায় প্রবৃত্তি আসে কি? একটা স্থূল দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টী বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছি। প্রায় প্রত্যহই আমরা শুনিতে পাই,—'বেলা গেল, আর ঘুমিও না; উঠ।' 'বেলা হইয়াছে; আর ঘুমিও না, উঠ।' কিন্তু এই যে চৈতন্যের সাড়া, ইহাতে আমাদের কয় জনের চৈতন্যের সঞ্চার হয়! কয় জন আমরা এই কথায় জাগিয়া থাকি। কিন্তু যাঁহার প্রাক্তন আছে, যিনি ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছেন, এই সামান্য কথায়ই তাঁহার চৈতন্যোদয় হইয়া থাকে; এই কথায়ই তিনি জাগিয়া উঠেন। তাই, সর্ব্বপ্রথম জ্ঞানালোকে অন্তরকে উদ্ভাসিত করিবার প্রয়োজন হয়। 'জ্যোক্ পশ্যেম সূর্য্যং' বলিতে সেই ভাবই উপলব্ধি করি।

সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনি কর্ম্মসামর্থ্য প্রদান করুন, জ্ঞানধনে প্রবর্দ্ধিত করুন। দিব্যজ্ঞানসংস্থ আপনার কর্ম্ম সাধন করিয়া, আপনাতেই লীন হইয়া যাই।' * (৭অ-২খ ১সূ ৬সা)॥

—•—
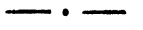
সপ্তমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

৩ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ২

অভ্যর্ষ স্বায়ুধ সোম দ্বিবর্হসং রয়িম্।

১ ২ ৩ ১ ২

অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৭ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ বর্গে (নবম মণ্ডল চতুর্থ সূক্তে ষষ্ঠ ঋক) প্রথম সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বায়ুধ' (শোভন আয়ুধ, যদ্বা—শত্রূণাং ধর্ষক) 'সোম (শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্!) ত্বং 'দ্বিবর্হসং' (ইহকালপরকালসম্বন্ধীং, যদ্বা – ইহলোকে শক্তিপ্রাণদায়কং পরলোকে মোক্ষপ্রদং ইতি ভাবঃ) 'রয়িং' (পরমধনং) 'অভার্ষ' (অধিগময়, প্রযচ্ছ)। 'অথ' (অনন্তরং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বসূনঃ' (পরমকল্যাণং) 'কৃধি' (কুরু, বিধেহি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনা-মূলকঃ। অত্র সাধকঃ অন্তঃশত্রুনাশেন পরমসুখং কাঙ্ক্ষতি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! ভগবতাং অনুগ্রহেণ অস্মাকং পরমমঙ্গলং ভবতু। (৭অ - ২খ – ১সূ – ৭সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শোভন আয়ুধ অর্থাৎ শত্রুধর্ষক শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের ইহকাল পরকাল সম্বন্ধী পরমধন প্রদান করুন। অনন্তর আমাদিগের পরমকল্যাণ বিধান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে অন্তঃশত্রুনাশে পরমধন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন! আপনার অনুগ্রহে আমাদের পরমকল্যাণ সাধিত হউক)। (৭অ—২খ—১সূ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'স্বায়ুধ' শোভনায়ুধ সোম! ত্বং 'দ্বিবর্হসং' দ্বয়োর্দ্যাবাপৃথিব্যোঃ স্থানয়োঃ পরিবৃঢং 'রয়িং' ধনং 'অভার্ষ' স্তোতৃন্ অভিগময়। সিদ্ধমন্যৎ। (৭অ—২খ—১সূ - ৭সা)॥

* * *

সপ্তম (১০৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——— (*) ———

মন্ত্রের অন্তর্গত 'স্বায়ুধ' এবং 'দ্বিবর্হসং' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। অন্তঃশত্রুনাশে পরমধন-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি।

'স্বায়ুধ' পদের অর্থ - 'শোভন আয়ুধ, শত্রূণাং ধর্ষক'। 'শোভন আয়ুধ' বলিতে কি বুঝিতে পারি? যে আয়ুধ শত্রুধর্ষণে সমর্থ, তাহাই সু আয়ুধ। আর যিনি সেই আয়ুধকে ধারণ করেন, তিনিই স্বায়ুধ। ভগবান শত্রুনাশকারী সেই শোভন আয়ুধকে ধারণ করেন বলিয়া, তাঁহাকে 'স্বায়ুধ' বলা হইয়াছে। এখন সেই শোভন আয়ুধ কি,—যদ্দ্বারা ভগবান শত্রু-সমূহকে সংহার করিয়া থাকেন, তাহাই ভাবিবার বিষয়। অন্তরের মানস-যজ্ঞে —ভগবানের পূজায় যাহারা বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহারাই প্রকৃত শত্রু। সাধারণ শত্রু যে আয়ুধে নিহত হইয়া থাকে, অন্তঃশত্রু নিধনের আয়ুধ তাহা হইতে সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র। সে শত্রু-নাশে কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি—এই ত্রিবিধ আয়ুধের উপযোগিতাই প্রত্যক্ষ করি। অন্তঃশত্রুনাশে তদপেক্ষা শোভন আয়ুধ আর কি হইতে পারে। ভগবান সেই জ্ঞান ভক্তির সঞ্চার করেন, কর্ম্মশক্তির উন্মেষ করিয়া দেন। তাঁহা হইতেই সকল জ্ঞানের, সকল কর্ম্মের এবং সকল ভক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। শত্রুনাশের এই অদ্বিতীয় অস্ত্র—জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম তাঁহারই অনন্ত করুণার নিদর্শন। তোয়নিধি যেমন বিশ্বের সকল জলের আধার। ভগবানও তেমনি সকল কর্ম্মের এবং সকল ভক্তির আধার। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি—এই ত্রিবিধ আয়ুধের সাহায্যে অন্তঃশত্রু জয় হয় বলিয়া, উৎসস্থানীয় ভগবানকে 'স্বায়ুধ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

'দ্বিবর্হসং' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'দ্যোর্দ্যাবাপৃথিব্যোঃ স্থানীয়োঃ পরিবৃঢ়ং' অর্থাৎ স্বর্গ ও পৃথিবী—এতদুভয় স্থানে পরিদৃঢ়।' এ অর্থে পার্থিব ধনের বিষয়ই সূচিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মতে ঐ পদে এক উচ্চভাব সূচনা করে। ইহলোকে এবং পরলোকে মঙ্গলপ্রদ পরমধন লাভের আকাঙ্ক্ষাই এখানে প্রস্ফুটিত বলিয়া মনে করি। যে ধন প্রাপ্ত হইলে, ইহকালে এবং পরকালে প্রবর্দ্ধিত হইতে পার যায়, এখানে 'দ্বিবর্হসং রয়িং' পদে তাহাই বুঝাইতেছে ফলতঃ, ইহলোকে এবং পরলোকে উভয়ত্রই জয়যুক্ত হইবার কামনা এখানে প্রকাশ পাইয়াছে! প্রার্থনা হইয়াছে, 'হে ভগবন! আমার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শ্রেয়ঃ সাধন করুন।'

মন্ত্রের যে একটী ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা এই,—'হে শোভনাস্ত্রবিশিষ্ট সোম, তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ধন দান কর; অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর" * ৭অ—২খ—১সূ ৭সা)।

—•—

অষ্টমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

৩ ২　১ ২　৩ ১ ২　৩ ১ ২　৩ ২
অভ্যাহ৩ৎর্ষানপচ্যুতো বাজিন্‌ৎসমৎসু সাসহিঃ।
১ ২　৩ ১ ২
অথা নো বস্যসস্কৃধি॥ ৮॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন! 'সমৎসু' (রিপুসংগ্রামে ইত্যর্থঃ) 'অনপচ্যুতঃ' (শত্রুভির-নাহতঃ) অপিচ 'সাসহি' (শত্রূণাং অভিভবিতা) ত্বং 'অভ্যর্ষ' (অভিগচ্ছ, পরিক্ষর—অস্মাকং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, সপ্তম ঋক্) অন্তর্গত।

হৃদি ইতি ভাবঃ)। অতঃ (অনন্তরং, হৃদি অধিতিষ্ঠন্ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বস্যসঃ' (পরমকল্যাণং) 'কৃধি' (কুরু, বিধেহি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। শত্রুনাশেন সদ্ভাবসংজননায় অত্র উদ্বোধনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ –হে ভগবন্! অস্মাকং অন্তঃশত্রূন্ নাশয়িত্বা সদ্ভাবং সঞ্চরয়ন্ পরমকল্যাণং বিধেহি। (১অ—২খ -১সূ ৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ ভগবন্! রিপুসংগ্রামে শত্রুগণ কর্তৃক অনাহত অপিচ শত্রুদিগের অভিভবিতা আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন। অনন্তর (হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া) আপনি আমাদিগের পরমমঙ্গল বিধান করুন (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। শত্রুনাশে সদ্ভাব-সঞ্চয়ের জন্য মন্ত্রে উদ্বোধনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! হৃদয়ের অন্তঃশত্রুনাশে হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চার করিয়া আমাদিগের পরম কল্যাণ বিধান করুন। (১অ—২খ—১সু—৮সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'সমৎসু' সংগ্রামেষু 'অনপচ্যুতঃ' শত্রুভিরনাহতঃ 'সাসহিঃ' শত্রূণামভিভবিতা ত্বং 'অভ্যর্ষ' অভিগচ্ছ ক্ষর। গতমন্যৎ। (১অ ২খ ১সূ ৮সা)॥

* * *

অষ্টম (১০৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

হৃদয় কলুষময়। ঐহিক ঐশ্বর্য্যে চিত্ত প্রমত্ত। অনুক্ষণ ঐহিক চিন্তায় চিত্ত জর্জ্জরিত। আনন্দময় তুমি; ঐশ্বর্য্যশালী তুমি। জানি আমি—ইচ্ছা করিলে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে পার। কিন্তু দেব, আমার সে ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই। আমি যাহাতে বিগতস্পৃহ হইয়া সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহার উপায় বিধান করুন। সৎ আপনি; সদবুদ্ধিশালী আপনি। আমাকে সেই সুবুদ্ধি প্রদান করুন যাহাতে সৎকে—আপনাকে জানিতে পারি, যাহাতে সতের (তোমার) স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। আপনার মহিমার অন্ত নাই। আমার ন্যায় অকিঞ্চনকে উদ্ধার করিলে আপনার সে মহিমা অধিকতর উজ্জ্বল হইবে। প্রভু! জ্ঞানী যাঁহারা, পুণ্যাত্মা যাঁহারা, আপনার মহিমা তাঁহাদের নিকট তো স্বতঃপ্রকাশিত। তাই ডাকি দেব! হৃদয়ের অন্ধকার দূর করুন। সুবুদ্ধি প্রদান করুন। আপনার অনন্ত মহিমা—অনন্ত খ্যাতি দিকে দিকে প্রকাশ পাউক। ডাকিবার সামর্থ্য আমার নাই; নিজগুণে হৃদয়-মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হউন। অকৃতি

অধম আমি; হৃদয়মন্দিরে শূন্য সিংহাসন পড়িয়া আছে। আসুন আসুন দেব! তথায় অধিষ্ঠান করুন। হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হউক; সকল সংশয় দূরে যাউক; সকল কর্ম্মের অবসান হউক, আলোক সাহায্যে আলোক লাভ করি। হৃদয়ে অনন্ত শত্রু বর্ত্তমান। তাহাদের আক্রমণে অন্তর ছিন্ন ভিন্ন! জানি—আপনি অশেষ শক্তিসম্পন্ন। জানি দেব—শত্রু-সংহারে আপনার শক্তির অন্ত নাই। তাই কাতরে প্রার্থনা জানাই দেব! আমার হৃদয়ের শত্রু বিনাশ করুন। হৃদয়ে জ্ঞানের শুভ্র জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করিয়া দিউন। আপনার জ্যোতিঃকণা-লাভে অমৃতত্ব লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই।' মন্ত্রে এই আকুল আকাঙ্ক্ষাই প্রকটিত দেখি।

এখানে, এই মন্ত্রে, ভগবানের যে কয়টী গুণ বিশেষণ আছে, তাহার ভাব হৃদয়ঙ্গম হইলেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইবে। অন্তরে অহরহ রিপুসংগ্রাম চলিয়াছে। কাম-ক্রোধাদি অন্তঃশত্রু সমূহ সৎকর্ম্মে বাধা প্রদান করিতেছে। অসতের প্রভাবে সতের বিলোপ সাধন হইতেছে। ভগবান অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া, সেই সকল শত্রুকে বিনাশ করেন। অর্থাৎ—অন্তরে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলেই অসদ্ভাবরূপ অন্তঃশত্রু বিনষ্ট হয়,—বিশেষণ সমূহে সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। শত্রুর বিনাশে যখন হৃদয়ে সদ্ভাবের উদয় হয়, সৎস্বরূপ ভগবানের প্রতি মন ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি যখন অনন্যাভক্তির উদয় হয়, তখনই তাঁহার সহিত সম্মিলন ঘটে। সেই সম্মিলনই—সেই পরমার্থ-লাভই 'বাজিনৎ'।

মন্ত্রের প্রচলিত অনুবাদটী এই,—"সংগ্রামে তুমি নিজে আহত হও না, (শত্রু-গণকে) অভিভব করিয়া থাক, তুমি ধন দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।" * ৭অ—২খ—১সূ—৮সা)।

—·—

নবমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

২ ৩ ১২ ৩ ১২ ৩ ১২
ত্বাং যজ্ঞৈরবীবৃধন্ পবমান বিধর্ম্মণি।

১ ২ ৩ ১ ২
অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৯ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ বর্গে (নবম মণ্ডল চতুর্থ সূক্ত অষ্টম ঋক) তৃতীয় সূক্তের অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রতাসাধক হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্!) বিধর্ম্মণি' (বিশিষ্টফলসাধকে, মোক্ষফলপ্রাপকে ইত্যর্থঃ কর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) বয়ং 'ত্বাং' (মোক্ষদায়কং ত্বাং ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞৈঃ' (ভগবৎকর্ম্মসাধকৈঃ সত্ত্বভাবাদিভিঃ ইতি ভাবঃ) 'অবীবৃধন্' (প্রবর্দ্ধয়েম হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়েম ইত্যর্থঃ)। 'অথ' (অনন্তরং, হৃদি অভিষ্ঠিতঃ সন্) ত্বং 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বস্যসঃ' (পরমকল্যাণং) 'কৃধি' (বিধেহি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সদ্ভাবাঃ হি ভগবৎপ্রাপকাঃ। সদ্ভাবেন সাধকঃ মোক্ষং অধিগচ্ছতি। তত ভাবঃ—মোক্ষলাভায় সদ্ভাবসঞ্চয়িতুং প্রবুদ্ধঃ ভবানি॥ (৭অ—২খ—১সূ—৯সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রতাসাধক হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! বিশিষ্টফলসাধক অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক কর্ম্মে আমরা আপনাকে (আপনার সম্বন্ধি কর্ম্মসাধক) সদ্ভাবসমূহের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। অনন্তর (হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া) আপনি আমাদিগের অশেষ কল্যাণ বিধান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সদ্ভাবসমূহ ভগবৎপ্রাপক। সদ্ভাবপ্রভাবেই সাধক মোক্ষলাভ করেন। তাই ভাব এই যে,—আমি যেন মোক্ষলাভের নিমিত্ত সদ্ভাবসঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই)॥ (৭অ—২খ—১সূ—৯সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান' শোধ্যমান সোম! ত্বং 'বিধর্ম্মণি' বিবিধ ফলস্য ধারকে যজ্ঞে 'যজ্ঞৈঃ' যজ্ঞসাধনৈঃ 'স্তোত্রৈঃ' 'অবীবৃধন্' যজমানা বর্দ্ধয়ন্তি। গতমন্যৎ। (৭অ—২খ—১সূ—৯সা)॥

* * *

নবম (১০৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

সৎকর্ম্ম সদ্ভাব মোক্ষপ্রাপক। সৎকর্ম্মের দ্বারা সদ্ভাবের উদয়ে অনুষ্ঠানকারী ভগবৎপ্রীতিলাভে সমর্থ হন,—মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছে। মানুষ কর্ম্মগুণে বিবিধ গতি প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন কর্ম্মের বিভিন্ন ফল শাস্ত্র-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। সৎকর্ম্মের সুফল এবং অসৎকর্ম্মের কুফল—শাস্ত্র পুনঃপুনঃ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই শাস্ত্র-বাক্যের অনুসরণে, শাস্ত্রানুমোদিত সৎপথে চলিয়া যিনি শাস্ত্রসিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হন, মোক্ষ বা মুক্তি তাঁহারই অধিগত হয়।

বড় গোলের কথা আসিয়া পড়ে—শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মের নির্ব্বাচন লইয়া। কর্ম্মের বিবিধ স্তর—বিবিধ বিভাগ শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। আবার অবস্থাবিশেষে সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্মে

এবং অসৎকর্ম্ম সৎকর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, সে দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব দেখি না। তাই অনেক সময় সৎ ও অসৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ নির্ব্বাচন করিতে না পারিয়া, মোহান্ধ মানব বিষম বিভ্রমে পতিত হয়। বিচার-বুদ্ধির বৈষম্য-বশতঃ মানুষ তাই সৎকর্ম্ম করিতে যাইয়া অনর্থ ঘটাইয়া বসে। সদসৎ বিচারবুদ্ধির উন্মেষণে তাই বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। জ্ঞান-লাভে বিচারশক্তির পরিস্ফূরণ হইলে তখন সকল সংশয়-সন্দেহ দূরীভূত হইয়া থাকে। তখন সদসৎ-বিচারে সমর্থ মানুষ ভগবৎকর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া পরম কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়। ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম বাছিয়া লইয়া, সেই কর্ম্মের সাধন-উদ্যাপনে সাধক আপনার পরম কল্যাণ বিধান করেন। ভগবৎকর্ম্মে ভগবানের প্রীতি-সাধনে ভগবান স্বয়ং আসিয়া সে কর্ম্মে অধিষ্ঠিত হন এবং কর্ম্মের ফল প্রদান করেন। ফলতঃ, জ্ঞানোদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলেই সংস্বরূপের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। তাই কর্ম্মের দ্বারা সদ্ভাব সঞ্চারের প্রথম প্রয়োজনীয়তার বিষয় মন্ত্রের 'বিদর্ম্মণি' পদে লক্ষিত হইয়াছে।

'যজ্ঞৈঃ' পদে যজ্ঞ সাধনভূত উপাদান সদ্ভাব প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে। জ্ঞান ও ভক্তি ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম সম্পাদনের একমাত্র উপাদান। ঐ দুইটীর সাহায্যেই কর্ম্ম সাফল্য-মণ্ডিত হয়। জ্ঞান ও ভক্তির আকর্ষণ ভগবানের আসন টলে। তিনি তখন জ্ঞানভক্তি রূপ অশ্ব সংবাহিত কর্ম্মরূপ যানে অধিরোহণ করিয়া ভক্তের পূজায় আগমন করেন। ভক্তের হৃদয়েই ভগবানের অধিষ্ঠান; ভক্তের সাহচর্য্যেই তাঁহার মহিমা প্রকটিত। তিনি ভক্তের ভগবান। ভক্তি-সংযুত কর্ম্মই তাঁহার প্রীতিপ্রদ। মন্ত্রে সেই ভক্তিসংযুক্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ লাভের উদ্বোধনাই দেখিতে পাই। সাধক কহিতেছেন, —"হে ভগবন! আমায় সেই কর্ম্মসামর্থ্য প্রদান করুন; আমার কর্ম্ম—জ্ঞান ও ভক্তি সমন্বিত হউক। আর আপনি সেই কর্ম্মরূপ যানে আরোহণ করিয়া আমার হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হউন; আপনার অনুগ্রহে আমি মোক্ষধনে সমৃদ্ধ হই।"

মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে ক্ষরণশীল সোম! (যজমানগণ) বিধারণার্থে তোমাকে যজ্ঞে বর্দ্ধিত করে, অনন্তর আমাদের মঙ্গল সাধন কর।" এ ব্যাখ্যা যে ভাষ্যের অনুসারী নহে, একটু অনুধাবনে করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। * (৭অ—২খ ১সূ ৯সা)।

দশমং সাম।

[দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দশমং সাম।]

৩ ২ ২ ৩ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
রয়িং নশ্চিত্রমশ্বিনমিন্দো বিশ্বায়ুমা ভর।
১ ২ ৩ ১ ২
অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ১০ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, নবম ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (স্নেহসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং 'বিশ্বায়ুং' (ভোগায় পর্য্যাপ্তং, সর্ব্বেষাং আয়ুঃস্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'অশ্বিনং' (জ্ঞানময়ং, অক্ষয়ং ইতি ভাবং) 'চিত্রং' (বিচিত্রং, মোক্ষসাধকং ইতি যাবৎ) 'রয়িং' (ধনং, পরমধনং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'আভর' (প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ)। 'অথ' (অনন্তরং, পরমধনং বিধায়িত্বা ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বস্যসঃ' (পরমকল্যাণং) 'কৃধি' (কুরু, সাধয়)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সাধকঃ মোক্ষলাভায় প্রার্থয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ পরমধনং প্রযচ্ছ। (৭অ—২খ ১সূ—১০সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্নেহসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে ভোগের উপযোগী পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ সকলের জীবনস্বরূপ অক্ষয় বিচিত্র মোক্ষসাধক পরমধন প্রদান করুন। অনন্তর আমাদিগের পরমকল্যাণ সাধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মোক্ষলাভের জন্য সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে পরম ধন প্রদান করুন)॥ (৭অ—২খ—১সূ—১০সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো'! যাগেষু ক্লিদ্যমান সোম! ত্বং 'চিত্রং' নানাবিধং 'অশ্বিনং' অশ্ববন্তং চ 'বিশ্বায়ুং' সর্ব্বগামিনং 'রয়িং' ধনং 'নঃ' অস্মভ্যং 'আ ভর' আহর। গতমন্যৎ ॥ ১০ ॥

* * *

দশম (১০৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——×‡*‡×——

সূক্তের উপসংহারে চরম প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রার্থনাকারী মুক্তি-লাভের জন্য—আত্মায় আত্মসম্মিলনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। কহিতেছেন,—'হে দেব! আমার আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই। আপনার অনুগ্রহে আমার সকল আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হইয়াছে। এখন আমি চাই—মোক্ষ। এখন চাই—আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি! পার্থিব ধনজনসম্পদে আমার আর প্রয়োজন নাই। আমি এমন ধন চাই, যে ধন পাইলে চাহিবার আশা মিটিয়া যায়—সকল আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়। দেব! দয়া করিয়া আমাকে সেই পরম ধন মোক্ষধন প্রদান করুন।'

মানুষের আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই। সুতরাং তাহার প্রার্থনারও অবধি নাই। পর্য্যাপ্তেরও অতীত বিবিধ বিচিত্র ধনের অধিকারী হইলেও তাহার পাইবার আশা আর মিটে না। যতই

তাহার কামনার পূরণ হয়, নূতন নূতন কামনা আসিয়া পুরোভাগে দণ্ডায়মান হয়। মানুষের কামনার তৃষ্ণার কি কখনও সীমা আছে! শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—নিঃস্ব যিনি, তিনি শতপতি হইতে কামনা করেন; শতপতি সহস্রপতি, সহস্রপতি লক্ষপতি, লক্ষপতি কোটীপতি হইতে বাসনা করেন। যিনি রাজৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন, তিনি রাজচক্রবর্ত্তী হইতে চাহেন; যিনি রাজচক্রবর্ত্তী, তিনি ইন্দ্রত্ব পাইবার কামনা করেন; যিনি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মপদ বাঞ্ছা করেন। এইরূপে উচ্চাবচক্রমে আকাঙ্ক্ষা কেবল বাড়িয়াই যাইতে থাকে। তাই, বিচিত্র পর্য্যাপ্ত—পর্য্যাপ্তের অতীত ধনের অধিকারী হইলেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে না;—তাই সেই পর্য্যাপ্তেরও অনেক অতীত ধন পাইবার জন্য মানুষ নিযুক্ত হয়। যে ধন প্রাপ্ত হইলে আর কোনও আশা আকাঙ্ক্ষার উদ্বেগ থাকে না, সকল বাসনা কামনার অবসান হয়, সকল তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন সেই ধনের প্রতিই লক্ষ্য পড়িয়া যায়। ভগবান শ্রেষ্ঠ ধনের অধিপতি; সকল ধনই তাঁহার নিকট বর্ত্তমান। প্রার্থী হও—তাঁহার নিকট; যাচ্ঞা কর—তাঁহার দ্বারে; তিনি সকল কামনার অবসান করিয়া দিবেন।

সংসারী সাধারণ মানুষ ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া—ধনের অধিপতিকে উপেক্ষা করিয়া—ধনার্জ্জনে প্রয়াস পায়। তাহাতে তাহাদের কর্ম্মফলানুরূপ ধন যে তাহারা প্রাপ্ত হয় না, তাহা নহে। কিন্তু সে যত ধনই প্রাপ্ত হউক, তাহাতে তাহার আকাঙ্ক্ষাই বাড়িয়া যায়। আর সেই আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের উপর নূতন দুঃখ আসিয়া তাহাকে অভিভূত করে। শেষ এমন হয় যে, তাহাদের অর্জ্জিত অর্থই যত অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়ায়। কেবলমাত্র আপন পৌরুষ প্রাধান্যের উপর নির্ভর করিয়া যে ভোগৈশ্বর্য্য সম্ভোগের প্রয়াস পায়,—বিভব ঐশ্বর্য্য ভোগের এই এক দিক। আর একদিক—ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইয়া—তাঁহার দান মনে করিয়া—কর্ম্মফল লাভের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। মন্ত্রে শেষোক্ত রূপ কর্ম্মাচরণেরই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বিচিত্র ধন, পর্য্যাপ্ত ধন, আর পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—এই ত্রিবিধ ধনের যে ধনই কামনা কর, ভগবানের শরণাপন্ন হও। তিনি সকল ধনই বিতরণের জন্য মুক্তহস্ত হইয়া আছেন। পরন্তু, যদি তুমি তাঁহার নিকট বিবিধ পর্য্যাপ্ত ধনেরই অভিলাষ কর, সেই ধনের মধ্য দিয়াই পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—মোক্ষধন অবধি—প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ, একটু স্থিরচিত্তে বুঝিলেই বুঝা যাইবে, এখানে সকাম নিষ্কামের কোনও ভেদাভেদ নাই। এখানে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে,—'তোমার সেই সকাম প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তুমি সেই নিষ্কাম মার্গে উপনীত হইবে। তবে প্রার্থী হও—তাঁহার নিকট, প্রার্থী হও;—তিনি সকল ধনের অধিপতি। তোমার ভোগের উপযোগী বিবিধ বিচিত্র পর্য্যাপ্ত ধনও তিনি দিতে পারিবেন; আবার পর্য্যাপ্তের অতীত যে ধন, তাহাও তাঁহার নিকট পাইবে। এখানে একটা পর্য্যায়ের ভাব মনে আসে। এখানে, চাহিতে চাহিতে চাওয়ার শেষ সীমায় উপনীত হইবার ইঙ্গিত আছে। মন্ত্র কহিতেছে যদি চাহিতে হয়, তাঁহারই নিকট চাও। তোমার সকল কামনা পূরণ করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন;—পার্থিব অপার্থিব সকল ধনই তিনি প্রদান করিয়া থাকেন।

মন্ত্রের 'অশ্বিনং' পদে ভাষ্যকার 'অশ্বযুক্তং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আর 'বিশ্বায়ুং' পদের অর্থ হইয়াছে—'সর্ব্বগামিনং।' * আমাদের পরিগৃহীত অর্থ 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়' ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের যে একটী ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের নানাবিধ অশ্ববান সর্ব্বগামী ধন প্রদান কর।" যাহা হউক, আমাদের ভাব স্বতন্ত্র, পূর্ব্বেই তাহা প্রকাশ করিয়াছি। মন্ত্রের লক্ষ্য পরম-ধন বা মোক্ষ ধন লাভ। সাধকের সেই আকুল প্রার্থনাই মন্ত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। † (৭অ-২খ—১সূ ১০সা)।

—— • ——

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয় খণ্ডঃ দ্বিতীয়ং সূক্তং প্রথমা সাম।)

২৩ ২ ১ ২ ১ ১২ ৩১র ২র
তরৎস মন্দী ধাবতি ধারা সুতস্যান্ধসঃ।

২৩ ২ ৩১ ২
তরৎস মন্দী ধাবতি॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য) 'অন্ধসঃ' (সত্ত্বভাবস্য) 'মন্দী' (দেবানাং হর্ষকঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'সঃ' 'ধারা' (প্রবাহঃ) 'তরৎ' (স্তোতৄন পাপাৎ তারয়ন্) 'ধাবতি' (প্রবহতি-তেষাং হৃদি ইতি যাবৎ); 'তরৎ স মন্দী ধাবতি' (সঃ সত্ত্বপ্রবাহঃ স্তোতৄন পাপাৎ তারয়ন্ তেষাং হৃদি প্রবহতি)। নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবঃ স্তোতৄণাং পাপনাশকঃ ভবতি-ইতি ভাবঃ। (৭অ ২খ-১সূ—সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের পরমানন্দদায়ক সেই প্রবাহ স্তোতাদিগকে পাপ হইতে ত্রাণ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়; সেই সত্ত্বপ্রবাহ

---

* এই 'অশ্ববান সর্ব্বগামী ধন' হইতে প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যোন্নতির বিষয় বুঝিতে পারা যায়। তখন বাণিজ্যের প্রসার এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহাতে বণিকগণ প্রভূত লাভবান হইতেন। 'অশ্ববান সর্ব্বগামী ধন' বলিতে সর্ব্বদিকে—দেশে-বিদেশে বাণিজ্যের প্রসার-বৃদ্ধির এবং সেই বাণিজ্যলব্ধ অর্থ অশ্বপৃষ্ঠে সংবাহনের ভাব উপলব্ধ করিতে পারি।

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ বর্গের তৃতীয় সূক্তে (নবম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, দশম ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

স্তোতৃদিগকে পাপ হইতে ত্রাণ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়; (মন্ত্রটী নিত্যসত্য প্রকাশক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব স্তোতৃদিগের পাপনাশক হয়।)॥ (৭অ—১থ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মন্দী' দেবানাং হর্ষকরঃ স সোমঃ 'তরৎ' স্তোতৄন্ পাপ্মনঃ সকাশাৎ তারয়ন্ 'ধাবতি' দশাপবিত্রাদধঃ ক্ষরতি। তদেব দর্শয়তি। 'সুতস্য' অভিষুতস্য 'অন্ধসঃ' দেবানামন্নাত্মকস্য সোমস্য ধারা ধাবতীতি। পুনরপি তদেবাহাত্যন্তাদরার্থং 'তরৎস মন্দী ধাবতি' - ইতি। যদ্বাস্যা ঋচো যাস্কেনোক্তোঽর্থো দ্রষ্টব্যঃ। তদ্যথা—তরতি স পাপং সর্ব্বং মন্দীয়ং স্তৌতি ধাবতি গচ্ছত্যূর্দ্ধাং গতিং ধারা সুতস্যান্ধসো ধারাভিষুতস্য সোমস্য মন্ত্রপূতস্য বাচা স্তুতস্য (নিরু০ ১৩।৬) ইতি॥ (৭অ ২থ ২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

— * —

সত্ত্বভাবের পাপনাশিনী-শক্তি এই মন্ত্রে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। 'তরৎ স মন্দী ধাবতি' পদসমূহ মন্ত্রে দুইবার উক্ত হইয়াছে। ইহা নিশ্চয়ার্থজ্ঞাপক। সত্ত্বপ্রবাহ দেবতাদিগেরও আনন্দদায়ক, মানুষের তো কথাই নাই। যেখানে সত্ত্বভাব দেখেন, দেবতারা সেইথানে অধিষ্ঠান করেন। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার হইলে সেখানে দেবতার—দেবভাবের আবির্ভাব হয় সুতরাং পাপ দূরে পলায়ন করে। দেবভাব ও পাপ একত্র থাকিতে পারে না। তাই দেবভাব অথবা সত্ত্বভাব উপজিত হইলে মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয় পরমানন্দ লাভ করে। (৭অ—২থ—২সূ—১সা)। *

— ০ —

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উস্রা বেদ বসূনাং মর্ত্তস্য দেব্যবসঃ।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তরৎস মন্দী ধাবতি॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গের প্রথম সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্তে প্রথম ঋক)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (৩প—৩অ—৪থ—৪সা) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয় (৮৬ পৃষ্ঠা)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসূনাং' (শ্রেষ্ঠধনানাং) 'উস্রা' (প্রদাত্রী) 'দেবী' (দ্যোতমানা, সজ্‌জ্ঞানপ্রদাত্রী ইত্যর্থঃ—ভক্তিরূপিণী দেবী ইতি যাবৎ) 'মর্ত্তস্য' (মরণধর্ম্মশীলস্য অর্চ্চনাকারিণঃ—মম ইতি ভাবঃ) 'অবসঃ' (রক্ষণং) 'বেদ' (বিধায়তু ইত্যর্থঃ)। 'স' (সা ভক্তি ইতি ভাবঃ) 'তরৎ' (অস্মান্ পাপাৎ তারয়ন ইতি যাবৎ) 'মন্দী' (অস্মাকং পরমানন্দদায়িকা ইত্যর্থঃ) 'ভবতি' (ভবতু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং ভক্তি সজ্‌জ্ঞানপ্রদাত্রী ভবতু ॥ (৭অ-২খ—২সূ—২সা)॥

অথবা,

'উস্রা' (পয়স্বিনী গাভী যথা পয়ঃনিঃসারকং লোকরক্ষাকরং স্তনং ধারয়তি তদ্বৎ) অথবা 'উস্রা' (জ্ঞানকিরণঃ যথা পাপনিঃসারকং বলং ধারয়তি তদ্বৎ) 'দেবী' (দ্যোতমানা ভক্তিরূপিণী দেবী) 'বসূনাং' (ধনানাং, লোকহিতকরং শুদ্ধসত্ত্বং সজ্‌জ্ঞানং চ, অথবা সজ্‌জ্ঞানসদ্ভাবরূপৌ পরমধনৌ ইতি ভাবঃ) ধারয়তি ইতি শেষঃ। 'স' (সা দেবী ইতি ভাবঃ) 'মর্ত্তস্য' (মরণশীলস্য শরণাগতস্য মম ইতি ভাবঃ) 'অবসঃ' (রক্ষণং) 'বেদ' (বিধায়তু ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'মন্দী' (পরমানন্দদায়িকা) 'স' (সা দেবী) 'তরৎ' (অস্মাকং পাপনাশিকা পরিত্রাণসাধিকা ইত্যর্থঃ) 'ভবতি' (ভবতু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ভগবদনুগ্রহেণ অস্মাসু ভক্তিপ্রবাহাঃ প্রবহন্তু। তেন বয়ং পরমধন প্রাপ্নুয়েম। (৭অ ২খ—২সূ—২সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠধন সমূহের প্রদাত্রী—সজ্‌জ্ঞান প্রদাত্রী (ভক্তিরূপিণী) দেবী মরণধর্ম্মশীল অর্চ্চনাকারী আমার রক্ষা বিধান করুন। সেই ভক্তিদেবী আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া, আমাদিগের পরমানন্দদায়িকা হউন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভক্তি আমাদিগকে সজ্‌জ্ঞান প্রদান করুন) ॥ (৭অ—২খ—২সূ—২সা)॥

অথবা,

পয়স্বিনী গাভী যেমন পয়ঃনিঃসারক লোকরক্ষাকর স্তন ধারণ করে, অথবা জ্ঞানকিরণ যেমন পাপনিঃসারক বল ধারণ করে, সেইরূপ দ্যোতমানা ভক্তিরূপিণী দেবী লোকহিতকর শুদ্ধসত্ত্ব এবং সজ্‌জ্ঞান অথবা সদ্ভাব-সজ্‌জ্ঞানরূপ পরমধন ধারণ করিয়া আছেন। সেই দেবী মরণশীল শরণাগত আমার রক্ষার বিধান করুন। অপিচ, পরমানন্দদায়িকা

সেই দেবী আমাদিগের পাপনাশিকা এবং পরিত্রাণদায়িকা হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে আমাদিগের মধ্যে ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত হউক। আর তাহাতে যেন আমরা পরমধন প্রাপ্ত হই)। (৭অ—২খ—৫সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বসূনাং' ধনানাং 'উস্রা' উৎসরণশীলা প্রদাত্রী 'দেবী' দ্যোতমানা স্তূয়মানা বা যস্ত সোমস্ত ধারা 'মর্ত্তস্য' মনুষ্যং' যজমানং 'অবসঃ' রক্ষিতুং 'বেদ' জানাতি। সিদ্ধমন্তৎ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

দ্বিবিধ অন্বয়ে মন্ত্রে একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় অর্থের একটু ভাবান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহা এই,— "সেই সোম ধনের প্রস্রবণস্বরূপ, সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ সোম মানুষকে রক্ষা করিতে জানেন। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।" এইরূপ অর্থ হইতে কি ভাব উপলব্ধ হইতে পারে? যে সোম মানুষকে রক্ষা করে, যে সোম ধনের প্রস্রবণ,— সেই সোমই বা কি পদার্থ? আর যে সোম গড়াইয়া যায়, সেই সোমই বা কি সামগ্রী? সোমের এইরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির মনে নানা বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়া থাকে। দেবতার উদ্দেশ্যে মাদক-দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়া, তাঁহাদিগকে সেই মাদক দ্রব্য উপহার দিয়া, সত্ভাবের অধিকারী হইতে পারা যায় কি? যে সোম জ্যোতিঃপুঞ্জ—দীপ্তি-দানাদিগুণযুক্ত, যে সোম ধনের প্রস্রবণ, যে সোম মানুষকে রক্ষা করে, সে সোম মাদক-দ্রব্য হইতে পারে কি? আর যে সোম মাদকতা উৎপন্ন করে, তাহাকে 'দেবী' বলিয়া সম্বোধন করা চলে কি? সে ভ্রান্ত ভাব অজ্ঞ-জনের হৃদয়েই উদয় হয়। কিন্তু বিবেকিজনের বিশ্বাস—মাদকদ্রব্য ভগবানকে অর্পণ করা বলিতে মাদকদ্রব্য পরিবর্জ্জনের ভাবই বুঝাইয়া থাকে। মানুষকে রক্ষা করা তো দূরের কথা, মাদকদ্রব্য উন্মত্ততা জন্মাইয়া তাহার অনিষ্টই অধিক করিয়া থাকে। ফলতঃ, 'সোম' বলিতে সোমলতার রস রূপ মাদকদ্রব্য অর্থ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। বিরুদ্ধবাদী হয় তো, আপনার অজ্ঞতানিবন্ধন তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নানা প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়াস পাইবেন। কিন্তু যত প্রমাণই প্রদর্শন করুন না কেন, বেদের সোম কখনই তথাকথিত মাদক দ্রব্য নহে। বেদের সোম—অন্তরের অন্তরতম সামগ্রী—শুদ্ধসত্ত্ব সম্ভাব প্রভৃতি।

মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে আমরা পাপমুক্ত হইয়া যেন ভগবৎসম্মিলন' লাভে সমর্থ হই। আর সেই জ্ঞান ও ভক্তি যেন আমাদিগের

পরমার্থসাধক হয়।' এখানে 'উস্রা' পদে দ্বিতীয় অন্বয়ে আমরা একটী উপমার ভাব লক্ষ্য করি। জ্ঞান ও ভক্তি ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিকে সদ্ভাব-প্রদানে সদাই উন্মুখ রহিয়াছেন। এই ভাবে ঐ 'উস্রা' পদের উপমার অর্থ হয়—'পয়স্বিনী গাভী যেমন লোকরক্ষার নিমিত্ত পয়নিঃসারক স্তন ধারণ করেন, সেইরূপ ভক্তিরূপিণী দেবী ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির হিতের জন্য সদ্ভাব প্রদান করেন।' আবার জ্ঞানকিরণের সম্বন্ধ খ্যাপন করিলে, ঐ 'উস্রা' পদের উপমার অর্থ হয়,—'জ্ঞানকিরণ যেমন পাপ-তমোনিঃসারক বল ধারণ করে, ভক্তিরূপিণী দেবীও—হৃদয়ে সত্ত্বাদি সঞ্চারে সেইরূপ অন্তরের পাপরূপ অন্ধকারকে সবলে নিঃসারণ করেন। 'উস্রা' পদের উপমার এই অভিন্ন ভাববোধক দ্বিবিধ সঙ্গত অর্থের দ্যোতনা দেখিতে পাই। এই তাৎপর্য্যে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, আমাদিগের ব্যাখ্যায় তাহা পরিদ্রষ্টব্য।

ফলতঃ জ্ঞান ও ভক্তি—অজ্ঞানান্ধকারকে বিদূরিত করে অনুসারী জনকে আশ্রয় দেয়। হৃদয় যখন ভগবদ্ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়, আর সেই ভক্তির ডালি লইয়া সাধক যখন ভগবানের চরণে অঞ্জলি দানে প্রস্তুত হন, তখনই তিনি অনুভব করিতে পারেন, কি অনুপম অত্যুত্তম সামগ্রী লাভ করিয়াছেন। যে ভক্তি সর্ব্বতোভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছে, যে ভক্তি ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিয়াছে, সেখানে আনন্দে আনন্দ মিলিয়া গিয়াছে। ভক্তির প্রথম অবস্থায় সৎসরতা রূপ আমন্দ সঞ্জাত হইতে পারে; দ্বিতীয় অবস্থায়—আনন্দের মাদকতায় সাধক বিহ্বল হইতে পারেন; তৃতীয় অবস্থায়, বিন্দু বিন্দু ধারায় চিদানন্দে আত্মানন্দ মিলিত হন; পরিশেষে মিলনের মধুরতা, জীবন জনম মধুময় করিয়া তুলে। তখন বিশুদ্ধ ভক্তির আধার অন্তরে পরিণত হইয়া থাকে।

মানুষের পাপের অন্ত নাই। জ্ঞানবুদ্ধির ইতর বিশেষ জন্য সে জ্ঞানে অজ্ঞানে বিবিধ পাপাচরণ করিয়া বসে। কিন্তু অন্তরে যদি বিশুদ্ধজ্ঞানের উদয় হয়, হৃদয়ে যদি ভক্তির সমাবেশ হয়, তাহা হইলে তাহার আর পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে না। তখন, বিচার-বুদ্ধির উন্মেষণে সে সদসৎ বিচারে সমর্থ হইয়া, পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। ইহাই তাহার 'তরৎ' অর্থাৎ পাপসমুদ্র উত্তরণের অবস্থা। ভক্তি যখন অনন্যভাবে ভগবানে ন্যস্ত হয়, আর সেই ভক্তির মাহাত্ম্যে যখন ভগবানের কৃপাকণা প্রাপ্ত হই, তখনই সে ভক্তির পাপনাশিকা শক্তি প্রকাশ পায়। ভাব এই যে,—মানুষ যখন ভগবদনুসারী হয়, তাহার চিত্ত যখন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে, তখন সদসৎ-বিচারে সমর্থ হইয়া সে পাপ পথ পরিহার করে। ভক্তির ইহাই পাপনাশিকা শক্তি। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবমূলক। মানুষ জন্মজরামৃত্যুর অধীন। যাহাতে আর জন্মজরামৃত্যুর অধীন না হইতে হয়, যাহাতে জন্মগতি রোধ হইতে পারে এবং পরমপদ প্রাপ্তি ঘটে 'মর্ত্তং' পদে এই ভাব দ্যোতনা করে—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। * (৭অ—২খ—২সূ—২সা) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্ত দ্বিতীয় ঋক দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩১২
ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোরা সহস্রাণি দদ্মহে।
২৩ ২ ৩১ ২
তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোঃ' (পাপধ্বংসকরেণ জ্ঞানভক্তীপ্রভাবেন ইতি ভাবঃ) 'সহস্রাণি' (বহূনি ধনানি ইতি যাবৎ) 'আদদ্মহে' (প্রাপ্নুয়াম, বিন্দাম বয়ং ইতি শেষঃ)। অথবা 'ধ্বস্রয়োঃ' 'পুরুষন্ত্যোঃ' (পাপনাশকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'সহস্রাণি' (সহস্র-সংখ্যাকানি, বহুনি ধনানি ইত্যর্থঃ) 'আদদ্মহে' (সম্যক্‌প্রকারেণ প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ)। অনন্তর 'মন্দী' (পরমানন্দদায়িকা) 'স' (জ্ঞানভক্তী) 'তরৎ' (অস্মাকং পাপনাশিকে পরমার্থদায়িকে ইত্যর্থঃ) 'ভবতি' (ভবতং ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ। জ্ঞানভক্তী পরমার্থদায়িকে ভবতাং ইতি ভাবঃ॥ (৭অ-২খ-২সূ-৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপধ্বংসকারী জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে আমরা যেন বহু ধন প্রাপ্ত হই। অথবা পাপনাশক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে সম্যক্‌প্রকারে বহু ধন প্রদান করুন। অনন্তর পরমানন্দদায়িকা সেই জ্ঞানভক্তি আমাদিগের পাপনাশিকা ও পরমানন্দদায়িকা হউন। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাবে আমরা যেন পরমার্থ প্রাপ্ত হই)॥ (৭অ—২খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোঃ' ধ্বস্রঃ কশ্চিদ্রাজা তথা পুরুষন্তিশ্চ। তয়োরুভয়োরন্যেতরযোগ-বিবক্ষয়া দ্বিবচনং দ্রষ্টব্যং। 'সহস্রাণি' ধনানাং সহস্রাণি 'আ দদ্মহে' বয়ং প্রতিগৃহ্ণীমঃ। তদস্মাভিঃ প্রতিগৃহীতং ধনমুত্তমমস্মাভিঃ ঋষিঃ সোমং প্রার্থয়ত ইতি সোমস্য স্তুতিঃ। সিদ্ধমন্যৎ

যথাবৎসায় এতয়োর্দ্ধনানি প্রতিজগ্রাহ এবং তরন্ত-পুরুমীঢ়ৌ প্রতিজগৃহতুঃ। তথা চ শাট্যায়নকং—"অথ হ বৈ তরন্তপুরুমীঢ়ৌ বৈদশ্বী ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোঃ বহু প্রতিগৃহ্য গরগিরাবিব মেনাতে তৌ হ স্বাঙ্গুল্যা সাতং প্রতিমৃশাতে তাপকামযেতামসাতম্নাবিবেদ সাতংস্বাদাস্তমিবৈব ন প্রতিগৃহীতমিতি ভাবে তচ্চতুর্দ্ধচমপশ্যত্তাস্তরেণ প্রত্যৈতাং তয়োর্দ্ধে-তয়োরসাতংসাতমভবদাস্তমিবৈব ন প্রতিগৃহীতং স যঃ প্রতিগৃহ্য কাময়েত"—ইত্যাদি। ৩।

* * *

তৃতীয় (১০৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের ভাব সরল। কিন্তু ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় মন্ত্রে জটিলতা আনয়ন করিয়াছে। ভাষ্যের ভাবে মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যানের সম্বন্ধ সূচনা দেখি। ব্যাখ্যার ভাব এই—"ধ্বস্র নামক দুই ব্যক্তির এবং পুরুষন্তি নামক দুই ব্যক্তির নিকট আমরা সহস্র ধন গ্রহণ করিতেছি। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।' ভাষ্যেও ধ্বস্র এবং পুরুষন্তি নামক রাজার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সেই রাজার সহিত সোমের সম্বন্ধ খ্যাপনে এই বুঝিতে পারি যে, সোমরূপ মাদকদ্রব্য ভক্ষণে রাজাদের মত্ততা জন্মাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করা হইয়াছে। আর সেই উত্তম ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত ঋষি সোমের স্তুতি করিতেছেন। অথবা ঋষিরা রাজাদিগের উত্তম মদ্য যোগাইতেন, আর সেই মদ্যের মূল্যস্বরূপ বহু অর্থ প্রাপ্ত হইতেন। বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করি না। বেদমন্ত্রের সহিত মনুষ্যসম্বন্ধ খ্যাপন শাস্ত্র-নীতি-বিরুদ্ধ। প্রকৃত হিন্দু যিনি, তিনি নিত্যসত্য বেদ-মন্ত্রের সহিত অনিত্য পার্থিব-সামগ্রীর সম্বন্ধ-সংস্রব কদাচ অনুমোদন করিবেন না। তাই আমাদের অর্থ ভিন্ন পথ পরিগ্রহণ করিল।

মন্ত্রের মধ্যে সমস্যামূলক পদ দুইটী—'ধ্বস্রয়োঃ' 'পুরুষন্ত্যোঃ'। ঐ দুই পদের বিবরণকার 'পাপধ্বংসকরয়োঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি এবং তাঁহারই পরিগৃহীত অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পাপহারক যে জ্ঞানভক্তি, যে জ্ঞানভক্তি প্রভাবে পাপ ধ্বংস হয়, প্রার্থনায় বলা হইয়াছে,—সেই জ্ঞানভক্তি আমাদিগের পাপ ধ্বংস করিয়া, আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করুন। 'সহস্রাণি' পদে ধনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদিও ঐ পদে সংখ্যার বহুত্ব বুঝায়; কিন্তু তথাপি ঐ বহুত্ব হইতেই শ্রেষ্ঠত্বের সূচনা করে। জ্ঞান-ভক্তি যুগলই যে পাপনাশের প্রধান সহায়, তদ্বিষয় অনেকত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পাপ আর কি? অজ্ঞানতাই মানুষের পাপ-পদবাচ্য। অজ্ঞানতা নষ্ট হইলেই সকল পাপ-প্রবৃত্তি তিরোধান হয়। এখানে পাপ বলিতে সেই অজ্ঞানতার প্রতিই লক্ষ্য পড়িয়াছে।

মন্ত্রের ভাব এই যে,—জ্ঞানভক্তি প্রভাবে আমাদিগের অজ্ঞানতা দূর হউক। অজ্ঞানতা রূপ মূল শত্রুনাশে কামনা-বাসনাদি রূপ অন্তরের হীন প্রবৃত্তিগুলি তিরোহিত হউক। নির্ম্মল হৃদয়ে পবিত্র আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবচ্চরণে ভক্তিচন্দন মিশ্রিত কুসুমাঞ্জলি

প্রদান করি। ভগবান কৃপা করিয়া আমাদিগের পাপমোচন করুন। তাঁহারই করুণায় তাঁহারই চরণে চিরতরে শৃঙ্খলাবদ্ধ হই। ০ (৭অ—২খ—২সূ—৩সা)।

—— • ——

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ যয়োস্ত্রিংশতং তনা সহস্রাণি চ দদ্মহে।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তরৎস মন্দী ধাবতি॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

পাপপ্রভাবেন বয়ং 'ত্রিংশতং সহস্রাণি' (অশেষাণি, বহূনি ইতি ভাবঃ) 'তনা' (জন্মানি ইত্যর্থঃ) 'আ দদ্মহে' (প্রতিগৃহ্ণীমঃ, ধারিতবন্তঃ ইতি যাবৎ) 'যয়োঃ' (পাপক্ষালনেন—জ্ঞানভক্তীপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) তানি জন্মানি অস্মাভিঃ অপ্রতিগৃহীতানি ভবন্তু, যদ্বা—জন্মগতিনিরোধঃ ভবতু ইতি শেষঃ। 'মন্দী' (পরমানন্দদায়িকে) 'স' (তে জ্ঞানভক্তী ইতি যাবৎ) 'তরৎ' (অস্মান্ পাপাৎ তারয়ন্) 'ধাবতি' (প্রাপ্নুতাং—হৃদি ইতি ভাবঃ)। অথবা 'স' (তে জ্ঞানভক্তী ইতি যাবৎ) 'তরৎ' (অস্মাকং জন্মগতিং নিরোধয়ন ইতি ভাবঃ) 'মন্দী' (পরমানন্দহেতুভূতে) 'ধাবতি' (ভবতাং ইত্যর্থঃ)। সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র জন্মগতিরোধায় প্রার্থনাকারিণঃ সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে। নরাঃ যদা জ্ঞানভক্ত্যনুসারিণঃ ভবন্তি তদা তেষাং পুনর্জ্জন্ম ন সম্ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—জ্ঞানভক্তীপ্রভাবেন বয়ং পুনর্জ্জন্মানি রোধং সাধয়াম ইতি ভাবঃ (৭অ—২খ—২সূ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপপ্রভাবে আমরা বহুজন্ম ধারণ করিয়াছি। জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে পাপক্ষালন দ্বারা আমাদিগের জন্মগ্রহণ অপ্রতিগৃহীত হউক অর্থাৎ আমাদিগের জন্মগতি রোধ হউক। পরমানন্দদায়িকে জ্ঞানভক্তী আমাদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া হৃদয়ে প্রবাহিত হউন। অথবা

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল একোনষষ্টিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্)।

সেই জ্ঞানভক্তী আমাদিগের জন্মগতি-নিরোধ করিয়া পরমানন্দহেতু-ভূত হউন। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক ও প্রার্থনামূলক। জন্মগতি-রোধের নিমিত্ত এখানে সঙ্কল্প বিদ্যমান। মানুষ যদি জ্ঞান ও ভক্তির অনুবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম সম্ভব হয় না। সঙ্কল্পের ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে আমরা যেন পুনর্জ্জন্ম-নিরোধে সমর্থ হই)। (৭অ—২খ—১সূ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যয়োঃ' ধ্বস্রপুরুষন্ত্যোঃ 'ত্রিংশতং' ত্রীণি শতানি 'সহস্রাণি' চ 'তনা' বস্ত্রাণি 'আ দদ্মহে' বয়ং 'প্রতিগৃহ্ণীমঃ' তয়োরশ্বাভিঃ প্রতিগৃহীতং তৎ সর্ব্বং অপ্রতিগৃহীতমস্থিতি সোমং ঋষি প্রার্থয়ত ইতি সোমস্যৈব স্তুতিঃ। গতমন্যৎ। (৭অ—২খ—৩স্—৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (১০৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় এ মন্ত্রও বিশেষ জটিলতা সম্পন্ন। পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ-খ্যাপনেই সে জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ব মন্ত্রে ধ্বস্র ও পুরুষন্তি নামক রাজাদিগের নিকট হইতে প্রভূত অর্থ গ্রহণের বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে; আর এই মন্ত্রে ঐ অর্থের সহিত বস্ত্রাদি প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি দেখিতে পাই। সোমদানকারীরা কেবল যে রাজাদিগের অর্থ লুণ্ঠন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু তাঁহারা সোমরস পান করাইয়া অর্থের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিলেন। এক আধ খানি বস্ত্র নহে; 'ত্রিংশতং সহস্রাণি' অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ সহস্র বস্ত্র সে লুণ্ঠন ব্যাপারে তাঁহারা পাইয়াছিলেন। এইরূপ উপাখ্যানের অবলম্বনেই ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন। ব্যাখ্যাকারও তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণে মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,—"ঐ দুই জনের নিকট ত্রিশ সহস্র বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছি। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বেদ দর্পণস্বরূপ। যিনি যে চিত্র দেখিবার সাধ করিবেন, সে দর্পণে সেইরূপ চিত্রই প্রতিফলিত হইবে।

যাহা হউক, আমাদের অর্থ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিল। আমরা মন্ত্রের মধ্যে কোনও উপাখ্যানের সম্বন্ধ-সূচনাই দেখিতে পাইলাম না। আমাদের মতে মন্ত্রটী অতি উচ্চভাবমূলক। মন্ত্রে জন্মগতি রোধের প্রার্থনা রহিয়াছে। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে আমরা কয়েকটী পদের বিভক্তি প্রভৃতি ব্যত্যয়েও বাধ্য হইয়াছি। মন্ত্রের 'ত্রিংশতং সহস্রাণি' পদদ্বয় সংখ্যাধিক্যের ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'তনা' পদে আমরা 'জন্মানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'তনু' বা 'তনা' পদের অপভ্রংশে ঐ 'তনা' পদ সিদ্ধ বলিয়া মনে

করি। 'আদদ্মহে' ক্রিয়াপদের যে অর্থ ভাষ্যে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই যদি গ্রহণ করি, তাহা হইলে ঐ ক্রিয়া পদের সহিত 'ত্রিংশতং সহস্রাণি তনা' মন্ত্রাংশের সমাবেশে অর্থ হয়,—'অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছি'। তাহার সহিত 'যয়োঃ' পদের সংযোজনে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'পাপ প্রভাবে আমরা বহুজন্ম ধারণ করিয়াছি।' 'যয়োঃ' পদের লক্ষ্য, ভাষ্যানুসারে, 'ধ্বস্র' ও 'পুরুষন্তি'। তাঁহারা সব—জন্মজরামরণশীল। মানুষ অনন্ত পাপের আধার। পুনরাবর্ত্তন সেই পাপের প্রতিক্রিয়া। পুনর্জ্জন্ম-রোধ করিতে হইলে—জন্মগতি নিবারণ করিতে হইলে, পাপের উৎসকে সমূলে নাশ করিতে হয়। জ্ঞান এবং ভক্তির অপূর্ব্ব অলৌকিক শক্তিতে সেই পাপ ধ্বংস হয়। পূর্ব্ব মন্ত্রের 'ধ্বস্রয়োঃ' 'পুরুষন্ত্যোঃ' পদদ্বয়ের এবং বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের 'যয়োঃ' পদের অর্থ এইভাবেই আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাব হইয়াছে এই যে,—'পাপ প্রভাবে আমরা বহুজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। এখন জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব অলৌকিক শক্তির সহায়তায় আমরা সেই পাপ প্রক্ষালন করিয়া জন্মগতি রোধে উদবুদ্ধ হইতেছি। জ্ঞান ও ভক্তি আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন।'

ফলতঃ কর্ম্মই মূল। কর্ম্ম ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কর্ম্ম—জ্ঞান ও ভক্তি সংযুত হইলেই কর্ম্মবন্ধন - ভববন্ধন ছিন্ন হয়; সেই কর্ম্মই জন্মগতি-রোধে সহায় হইয়া থাকে। সেই কর্ম্মই সাধনার সামগ্রী, জ্ঞান ও ভক্তি সংযুত কর্ম্মই ভগবৎকর্ম্ম। তাহাতেই ভগবানের প্রীতি সাধিত হয়। সেই কর্ম্মসাধনে, ভগবৎ-প্রীতি-সম্পাদনে, সংসারে গতাগতি নিরোধের উপদেশ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি। * (১অ ২খ ৩সূ ৪সা)।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ২র ২র ৩২
এতে সোমা অসৃক্ষত গৃণানাঃ শবসে মহ।
৩ ১ ৩ ৩ ১২
মদিন্তমস্য ধারয়া ॥ ১ ॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদিন্তমস্য' (পরমানন্দদায়কেন ইত্যর্থঃ) 'ধারয়া' (প্রবাহেন) 'এতে' (অস্মাভিঃ আকাঙ্ক্ষিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) গৃণানাঃ' (প্রার্থনাকারিণাং শরণাগতানাং

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গের চতুর্থ সূক্তের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্ত, চতুর্থ ঋক)।

—অস্মাকং ইতি ভাবঃ) 'মহে' (মহতে) 'শ্রবসে' (বলপ্রাণসংরক্ষণায়, সৎস্বরূপেণ সহ সম্মিলনায়, যদ্বা—অস্মাকং পূজাং সর্ব্বদেবেভ্যঃ সংপ্রাপণায় ইত্যর্থঃ) 'অসৃক্ষত' (ক্ষরন্তু—হৃদি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সদ্ভাবাঃ অস্মান্ পরমার্থসাধনসমর্থান্ কুর্ব্বন্তু ইতি ভাবঃ। (৭অ-২খ-৩সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের আকাঙ্ক্ষিত শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবসমূহ পরমানন্দদায়ক প্রবাহে প্রার্থনাকারী শরণাগত আমাদিগের বলপ্রাণ সংরক্ষণের নিমিত্ত (অথবা সৎস্বরূপের সহিত মিলনসাধনোদ্দেশ্যে) অথবা আমাদিগের পূজা সর্ব্ব-দেবগণকে প্রাপ্ত করাইবার নিমিত্ত (আমাদিগের হৃদয়ে) ক্ষরিত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সদ্ভাবসমূহ আমাদিগকে পরমার্থসাধন-সমর্থ করুক)। (৭অ—২খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মদিন্তমঃ' দেবানাং মাদয়িতৃতমস্য রসস্য সম্বন্ধিন এতে সোমা অভিষুতাঃ স্বরূপাঃ 'গৃণানাঃ' স্তূয়মানাঃ 'মহে' মহতে 'শ্রবসে' অস্মাকং বলায় 'ধারয়া' 'অসৃক্ষত' গচ্ছন্তি ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১০৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে সকল প্রকাশ পাইয়াছে। সদ্ভাবপ্রভাবে সৎস্বরূপে আত্মসম্মিলন জন্য উদ্বোধনা মন্ত্রের অন্তর্নিহিত। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—আমাদিগের আকাঙ্ক্ষিত সদ্ভাব-সমূহ আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া যেন আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করে, এবং আনন্দময়ের সহিত সম্মিলন সংঘটন করাইয়া দেয়।

মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ আছে, তাহা এই,—"ঋত্বিকগণ এই সকল সোমরস উৎপাদন করিয়াছেন, ইহাদের গুণকীর্ত্তন হইতেছে, ইহারা প্রচুর অন্ন বিতরণ করিবে, ইঁহাদিগের শক্তি অতি চমৎকার ও আনন্দপ্রদ।' বলা বাহুল, ব্যাখ্যায় ভাষ্য সম্পূর্ণরূপ অনুসৃত হয় নাই। * (৭অ—২খ-৩সূ—১সা) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, বিষষ্টিতম সূক্ত, দ্বাবিংশ ঋক্)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ১ ৩
অভি গব্যানি বীতয়ে নৃম্ণা পুনানো অর্ষসি।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সনদ্বাজঃ পরিস্রব ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'নৃম্ণা' (বলেন, কর্ম্মশক্ত্যা ইতি ভাবঃ) তথা 'গব্যানি' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ) 'পুনানঃ' (প্রবর্দ্ধিতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'বীতয়ে' (অস্মাকং কর্ম্মণা সহ মিলনায়, যদ্বা—কর্ম্মাণি দেবভাবসমন্বিতানি সংপাদনায় ইতি ভাবঃ) 'অভ্যর্ষসি' (আগচ্ছ, অস্মাসু অধিতিষ্ঠ)। অপিচ হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'সনদ্বাজঃ' (সত্তাবজনকঃ ত্বং ইতি যাবৎ) 'পরি' (পরিতঃ, সর্ব্বতোভাবেন) 'স্রব' (প্রক্ষর, অস্মাকং হৃদি কর্ম্মণি বা সমুদ্ভব)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! ভবতাং অনুগ্রহেণ অস্মাকং কর্ম্মাণি দেবভাবসমন্বিতানি ভবন্তু। অপিচ তানি কর্ম্মাণি অস্মান্ পরমপদে প্রতিষ্ঠাপয়ন্তু। (৭অ-২খ-৩সূ—২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! কর্ম্মশক্তির দ্বারা এবং জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া, আমাদিগের কর্ম্মের সহিত সম্মিলনের জন্য অথবা আমাদিগের কর্ম্মসকলকে দেবভাব সমন্বিত করিবার জন্য, আপনি আগমন করুন—আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! সত্তাবজনক আপনি, দেবগণ-সমীপে আমাদিগের পূজা সংবাহন জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বা কর্ম্মে সমুদ্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেব! আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের কর্ম্মসমূহ দেবভাব-সমন্বিত হউক; অপিচ, সেই কর্ম্ম আমাদিগকে পরম পদে প্রতিষ্ঠিত করুক)। (৭অ—২খ—৩সূ—২ম)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'বীতয়ে' দেবানাং ভক্ষণায় 'নৃমণা' নৃমণানি ধনবৎ প্রিয়তরাণি 'গব্যানি' গো-সম্বন্ধীনি ক্ষীরাদীনি 'পুনানঃ' পূয়মানঃ সন্ 'অভ্যর্ষসি' অভিগচ্ছসি। হে সোম! 'সনদ্বাজঃ' দীয়মানান্নঃ ত্বং 'পরি' পরিতঃ 'স্রব' দশাপবিত্রাদধঃ ক্ষর॥ (৭অ ২খ—৩সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন ভাবে প্রত্যেক বেদ-মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা হইতে পারে। কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি - এই তিন ভাব, ব্যষ্টিভাবে ও সমষ্টিভাবে প্রতি মন্ত্রেই ব্যক্ত করা যায়। আবার সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক---তিন ভাব সমষ্টিভাবে ও পৃথকরূপে প্রতি মন্ত্রে প্রকাশ পাইতে পারে। এই দৃষ্টিতে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হওয়ায় আমরা তাই ভিন্ন আদর্শের অনুসরণ করিয়াছি। ভাষ্যকারের সহিত মত-পার্থক্যেরও তাহাই একমাত্র কারণ। শাস্ত্রবাক্যানুসরণে আমরা বেদমন্ত্রকে নিত্য অপৌরুষেয় মানিয়া লইয়া এবং বেদমন্ত্র পরমার্থ-সাধক তাহাই উপলব্ধি করিয়া, আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইয়াছি। তাই মন্ত্রের মধ্যে যে সকল পুরুষসম্বন্ধখ্যাপক অনিত্য সামগ্রীর সমাবেশ ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় পরিকল্পিত হইয়াছে—তাহা আমরা আদৌ গ্রহণ করিতে পারি নাই।

ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—"দেবগণের ভক্ষণের নিমিত্ত প্রিয়তর ক্ষীরাদির সংমিশ্রণে পূয়মান সোম ক্ষরিত হও। অন্নের দাতা হে সোম! তুমি দশাপবিত্রে ক্ষরিত হও।" ভাষ্যকারের এই অর্থের অনুসরণে ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা হইয়াছে,—"হে সোম! তুমি শোধনকালে গব্য ক্ষীরাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভক্ষণের উপযোগী হইয়া থাক। সেই তুমি এক্ষণে অন্নদান করিতে করিতে ক্ষরিত হও।"

আমরা কোনও ব্যাখ্যাই অনুমোদন করি না। আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়' এবং বঙ্গানুবাদেই তাহা উপলব্ধি হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বীতয়ে' পদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থ দাঁড়াইয়া যায়। মনুষ্যভাবে ভাবিতে গেলে, সুভোজ্য সূপের আহারের বিষয় মনে আসে; যজ্ঞ পক্ষে দেখিতে গেলে, চরুপুরোডাশাদি ভক্ষণের ভাব মনে আসে; আর সাধকের লক্ষ্য অনুধাবন করিতে গেলে, বুঝিতে পারা যায়,—তাহারা তাঁহাদের ভক্তিসুধা পান করাইবার নিমিত্ত যেন তাঁহাদের ইষ্টদেব ভগবানকে আহ্বান করিতেছেন। এ পক্ষে আমাদিগের ভাব এই যে,—কর্ম্মসকলকে জ্ঞান-সমন্বিত করিবার এবং সেই জ্ঞানসমন্বিত কর্ম্ম ভগবানে ন্যস্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। 'সনদ্বাজ' পদেও ঐরূপ ত্রিবিধ সম্বন্ধ খ্যাপন করা যাইতে পারে। ফলতঃ, ভগবানের অনুগ্রহের উপর সকলই নির্ভর করে। আমরা যে দেবোদ্দেশে হবিরাদি প্রদান করি, সে সামগ্রী গ্রহণাদির কর্ত্তাও তিনি, আবার প্রদানের কর্ত্তাও তিনি। অতএব নির্ভর তাঁহারই উপর। তিনি আসিয়া যদি হোতৃরূপে যজ্ঞস্থলে উপবেশন করেন,

এবং যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়। তিনি ভিন্ন হোতাও কেহ নাই, হবির্দ্দানকর্ত্তাও কেহ নাই। তিনিই কর্ম্মের প্রেরক, মানুষকে তিনিই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তিনিই সে কর্ম্মের ফল প্রদান করেন। আবার তাঁহার কর্ত্তৃকই কর্ম্মের নিবৃত্তি ঘটে; তিনি কর্ম্মের প্রেরণা দেন, আবার তিনিই সেই কর্ম্মকে গ্রহণ করেন। সাধক তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'এস, আমার হৃদয়রূপ যজ্ঞক্ষেত্রে আসন গ্রহণ কর। আমার হৃদিসঞ্জাত ভক্তি-সুধা গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতকৃতার্থ কর। নির্ভর তোমারই উপর। হৃদয়ে সদ্গুণ সত্ত্বাবরূপ কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়াছি। এস—তদুপরি উপবেশন কর।' আমরা মন্ত্রে এই ভাব উপলব্ধি করি। মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্ম জ্ঞানসমন্বিত ও দেবভাব-সমন্বিত হইলে তাহাই পরমার্থসাধক হয়। সেই দেবভাব সঞ্চিত হইয়া ভগবৎকর্ম্মের সাধনে ভগবৎ-প্রাপ্তির কামনায় এখানে সাধক অন্তরের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। (৭অ—২খ ৩সূ ২সা)॥

*

তৃতীয় সাম।

৩ ২ ৭ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উত নো গোমতীরিষো বিশ্বা অর্ষ পরিষ্টুভঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২
গৃণানো জমদগ্নিনা ॥ ৩ ॥

* * *

মন্ত্রার্থানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উত' (অপিচ) হে ভগবন্! 'জমদগ্নিনা' (জ্যোতিঃকর্ম্মসম্পন্নেন সাধকেন ইতি ভাবঃ অথবা কালচক্রে চিরবর্ত্তমানেন তন্নাম্না ঋষিণা ইতি যাবৎ) 'গৃণানঃ' (সম্পূজ্যমানঃ, অনুস্মৃতঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'গোমতীঃ' (বিশুদ্ধজ্ঞানসমন্বিতানি) 'পরিষ্টুভঃ' (স্তোত্রাণি—গৃহীত্বা ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বা' (সর্ব্বং) 'ইষঃ' (অভীষ্টং) সম্পূরয় ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। কর্ম্মণা পরিতুষ্টঃ সন্ ভগবান অস্মাকং পরমমঙ্গলং বিধায়তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ—২খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অপিচ হে ভগবন্! জ্যোতিঃকর্ম্মসম্পন্ন সাধক কর্ত্তৃক অথবা কালচক্রে চিরবর্ত্তমান জমদগ্নি নামক ঋষি কর্ত্তৃক সম্পূজিত অর্থাৎ অনুস্মৃত আপনি, আমাদিগের বিশুদ্ধ জ্ঞানসংযুত স্তোত্র-সমূহ গ্রহণ করিয়া আমাদিগের সকল অভীষ্ট পূরণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক।

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, [illegible] তম সূক্ত, ত্রয়োবিংশী ঋক)।

প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান আমাদিগের পরমমঙ্গল বিধান করুন)"। (৭অ—২খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উত' অপিচ হে সোম! 'জমদগ্নিনা' জমদগ্নিনাম্না ঋষিণা ময়া 'গৃণানঃ' স্তূয়মানঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'গোমতীঃ' গোভির্যুক্তানি 'পরিস্রুতঃ' পরিতঃ স্রোতব্যানি সর্ব্বাণি 'ইষঃ' অন্নানি দেহীত্যর্থঃ। (৭অ-২খ ৩স্ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী জটিলতা-সম্পন্ন। প্রথম দৃষ্টিতেই অনিত্যবস্তুর সহিত এ মন্ত্রের সম্বন্ধের বিষয় মনে আসে। সাধারণ দৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়,—জমদগ্নি ঋষিই যেন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, তিনিই যেন মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, আর তিনিই যেন অন্ন-ধনাদি প্রার্থনা করিতেছেন। আর তাঁহারই প্রসঙ্গে এই মন্ত্র উত্থাপিত হইয়াছে। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকার সকলেই মন্ত্রের সহিত জমদগ্নি ঋষির সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন। ঋষি সোমরস প্রস্তুত করিয়া যেন কহিতেছেন,—'হে সোম! আমি জমদগ্নি ঋষি তোমার স্তুতি করিতেছি। তুমি আমাদিগকে অন্ন এবং গোধন প্রদান কর।' ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা ভাষ্যের ভাব হইতে আরও একটু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। ব্যাখ্যাকারের সে ব্যাখ্যা এই,— "হে সোম, আমি জমদগ্নি, তোমার স্তব করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার প্রশস্ত খাদ্যদ্রব্য ও গোধন আহরণ করিয়া দাও।"

যাহা হউক, মন্ত্রের অর্থ যিনি যাহাই নিষ্পন্ন করুন, মন্ত্রমধ্যে যাঁহার নিকট যে ভাবই প্রতিভাত হউক না কেন; আমরা কিন্তু ভিন্ন ভাবে মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধি করি। আমরা দেখিতেছি,—এ মন্ত্রে কোনও মরণশীল ঋষির সম্বন্ধ নাই, নাম নাই; অথবা, অনাদি অনন্ত কাল হইতে জমদগ্নি প্রভৃতি যে সকল ঋষি অনন্ত কালসাগরে জলবুদ্বুদের ন্যায় উদ্ভূত ও বিলীন হইয়াছেন, মন্ত্রে তাঁহাদের প্রতিও লক্ষ্য থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতেও দুই পক্ষে একই অর্থ অধ্যাহৃত হয়। দুই একটী পদের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিলেই ভাবকুসুম আপনিই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে।

আমাদিগের অন্বয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রথমেই 'জমদগ্নিনা' পদের প্রতি লক্ষ্য পড়িবে। 'জমৎ'—'জম' ধাতু হইতে 'জমদগ্নি' পদ নিষ্পন্ন। ঐ ধাতুর অর্থ—ভক্ষণ করা। তাহা হইতে ভক্ষণ করে যে অগ্নি, তাহাকেই 'জমদগ্নি' বলা যাইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—'অগ্নি কি ভক্ষণ করেন?' লৌকিক অগ্নি এখানকার লক্ষ্য নহে। এখানে অগ্নি বলিতে জ্ঞানাগ্নির প্রতিই লক্ষ্য আছে। সে অগ্নি ভক্ষণ করেন—পাপরাশি; সে অগ্নি ভক্ষণ করেন—কলুষ-ক্লেদ; সে অগ্নি ভক্ষণ করেন—কামক্রোধাদি রিপুশত্রু। যাঁহারা

সাধনার প্রভাবে হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বালিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহাদের আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাঁহাদের অন্তরস্থিত অগ্নিই পাপরাশি ভস্মের শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিয়াছে—তাঁহাদের হৃদয়াগ্নিই কাম-ক্রোধাদি রিপুশত্রুদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে পারিয়াছে। ফলতঃ, যিনি আত্মদর্শী—যাঁহার আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, 'জমদগ্নি' পদে সেই আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন আত্মদর্শী সাধককেই বুঝাইতেছে। আত্মদর্শী যিনি, জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাঁহার হৃদয় স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ভগবানের পূজায় সমর্থ। তাঁহার পূজাই ভগবান গ্রহণ করিয়া থাকেন। 'জমদগ্নিনা গৃণানঃ' পদদ্বয়ে তাই 'আত্মদর্শীদিগের পূজাই ভগবান গ্রহণ করেন', এই নিত্যসত্য প্রকাশ করিতেছে। ভাব এই যে,—'আত্মদর্শী যাঁহারা, ভগবান যখন তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করেন, সুতরাং সদ্জ্ঞান-লাভে আমরাও যেন তাঁহার পূজায় সমর্থ হই।'

ফলতঃ, সূক্ত-শেষে, মন্ত্র এক উচ্চ আদর্শ লক্ষে ধারণ করিয়া আছে। সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ, সদ্বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি, এবং সৎ-স্বরূপের সহিত সম্মিলন, ইহাই মন্ত্রের লক্ষ্য। রূপ দেখিতে দেখিতে রূপসাগরে ডুবিয়া যাইবার এবং গুণ শুনিতে শুনিতে সেই গুণে গুণান্বিত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা যাহাতে অন্তরে উপজিত হয়, মন্ত্র সেই আদর্শই ধারণ করিয়া আছে। মন্ত্রের তাই তাৎপর্য্য এই বলিয়া মনে করি—'হে ভগবন! আমাদিগকে আত্মদর্শনের সামর্থ্য প্রদান করিয়া, আপনার সামীপ্য সাযুজ্য লাভের অধিকার প্রদান করুন। আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হউক।' * (৭অ-২খ-৩সূ-৩সা)।

— • —

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয় খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৭ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব

১ ২ ৩ ১ ২
সং মহেমা মনীষয়া।

২ ২উ ৩ ৩ ১ ৩ ১র ২র ৩ ১র
ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে

২র ৩ ১র ২র
মা রিষামা বয়ন্তব ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল দ্বিষষ্টিতম সূক্তের চতুর্বিংশী ঋক)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অর্হতে' (পূজ্যায়, সদৈব অনুসরণায় ইত্যর্থঃ) 'জাতবেদসে' (জাতপ্রজ্ঞায় দেবায়, জ্ঞানদেবায় ইত্যর্থঃ) 'রথমিব' (পরিত্রাণোপায়স্বরূপং, যদ্বা—ভগবতোঽভীষ্টদেবস্য চরণমিব) 'ইমং' (বক্ষ্যমাণং শ্রেষ্ঠং) 'স্তোমং' (স্তোত্রং, বেদমন্ত্রং) 'মনীষয়া' (বুদ্ধ্যা সহ, বিচারপূর্ব্বকং ইত্যর্থঃ) 'সং মহেম' (সম্যক্ পূজয়াম, হৃদি অনুধ্যায়েম); জ্ঞানলাভায় বেদমন্ত্রানুধ্যানং অবশ্যকর্ত্তব্যং—ইতি ভাবঃ; 'অস্য' (জ্ঞানদেবস্য) 'সংসদি' (সখ্যতায়াং, জ্ঞানানুসারিতায়াং ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'প্রমতিঃ' (প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'ভদ্রা' (কল্যাণদায়িকা) ভবতি ইতি শেষঃ; জ্ঞানানুসারিতায়াং কল্যাণং অবশ্যম্ভাবিনং—ইতি ভাবঃ; 'অগ্নেঃ' (হে জ্ঞানদেব) 'তব সখ্যে' (ভবদীয়স্য সখিত্বে, ত্বদ্ভাবসম্পন্নে সতি, ত্বদনুসারিতয়া ইত্যর্থঃ) 'বয়ং' (অনুসারিণঃ, অর্চ্চনাকারিণঃ) 'মা রিষাম' (কেনাপি হিংসিতা মা ভবাম, সর্ব্বত্রমেব রক্ষাং প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানানুসারিতয়া জ্ঞানং হি অস্মান্ রক্ষতু ইতি প্রার্থনা॥ (৭অ-৩থ-১সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পূজ্য সদাকাল অনুসরণযোগ্য জাতপ্রজ্ঞ দেবতার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জ্ঞানদেবতার উদ্দেশ্যে, পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ অথবা অভীষ্টদেব ভগবানের চরণস্বরূপ, বক্ষ্যমাণ শ্রেষ্ঠ স্তোত্রকে (বেদমন্ত্রকে) মনীষার দ্বারা অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক আমরা সম্যক্ পূজা করিব—হৃদয়ে অনুধ্যান করিব; (ভাব এই যে, জ্ঞানলাভের জন্য বেদমন্ত্রানুধ্যান অবশ্য কর্ত্তব্য; এই জ্ঞানদেবতার সখ্যতার অর্থাৎ জ্ঞানানুসারিতার ফলে আমাদিগের প্রকৃষ্টা বুদ্ধি নিশ্চয়ই কল্যাণদায়িকা হয়; (ভাব এই যে, জ্ঞানানুসারিতায় কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী); হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্বে, আপনার ভাবে ভাবাপন্ন হইয়া অর্থাৎ আপনার অনুসারিতার ফলে, অনুসরণ-কারী অর্চ্চনাকারী আমরা যেন কাহারও কর্ত্তৃক হিংসিত না হই—সর্ব্বত্রই যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই; (প্রার্থনা এই যে,—জ্ঞানানুসারিতার ফলে জ্ঞানই আমাদিগকে রক্ষা করুন)॥ (৭অ—৩থ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অর্হতে' পূজ্যায় 'জাতবেদসে' জাতানামুৎপন্নানাং বেদিত্রে জাত-প্রজ্ঞায় জাতধনায় বা অগ্নয়ে 'মনীষয়া' নিশিতয়া বুদ্ধ্যা 'ইমং' এতৎ সূক্তরূপং স্তোমং রথমিব যথা তক্ষা রথং সংস্করোতি তথা 'সম্মহেম' সম্যক্ পূজিতং কুর্ম্মঃ। তস্যাগ্নেঃ 'সংসদি' সম্ভজনে 'নঃ' অস্মাকং

'প্রমতিঃ' প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ 'ভদ্রা হি' কল্যাণী সমর্থা খলু অতস্তয়া বুদ্ধ্যা স্তুম ইত্যর্থঃ। হে 'অগ্নে' 'তব সখ্যে' অস্মাকং ত্বয়া সহ সখিত্বে সতি বয়ং 'মা রিষাম' হিংসিতা ন ভবামঃ অস্মান্ রক্ষেত্যর্থঃ। অর্হতে—অর্হ পূজায়াং, (ভ্বাদি) অর্হঃ প্রশংসায়ামিতি (৩।২।১৩৩) শতৃঃ শত্রাদেশঃ, শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং (৩।১।৪) শতুশ্চাহুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং (৬।১।১৮৬)। মহেম মহ পূজায়াং (ভ্বা০ প০)। রিষাম রিষ হিংসায়াং (ভ্বা০ প০)। ব্যত্যয়েন শঃ (৩।১।৮৫)। তব যুষ্মদস্মদোঙসি (৬।১।২১১) ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥১॥

* * *

প্রথম (১০৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

*

সামবেদীয় সর্ব্বকর্ম্মসাধারণী কুশণ্ডিকায় পরিসমূহন-কার্য্যে অর্থাৎ অগ্নির বিক্ষিপ্তাবয়ব-সমূহের একীকরণ-কার্য্যে এই ঋকটীর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্ত্রটীতে প্রধানতঃ ত্রিবিধ ভাব প্রকাশমান। উহার প্রথম চরণটী সঙ্কল্পমূলক—আত্মোদ্বোধনা ত্মক। দ্বিতীয় চরণের প্রথম পাদে দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশমান; এবং ঐ চরণের দ্বিতীয় পাদে প্রার্থনার ভাব সংসূচিত। জ্ঞানের অনুসরণে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, জ্ঞানানুসারিতার শুভফল প্রখ্যাপন-পূর্ব্বক, জ্ঞানসংযোগে রিপুনাশের আত্মরক্ষার প্রার্থনাই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বে, তৎপক্ষে কি প্রকার অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে এবং কি প্রকারে সে অন্তরায় দূরীভূত হইতে পারে, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'রথমিব' উপমা উপলক্ষে নানা জনের নানারূপ গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায়। সায়ণ ঐ উপমার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন,—'তক্ষণকারী সূত্রধার যেমন রথের সংস্কার করে, সেইরূপে আমরা অগ্নিকে সম্যক্ পূজা করি।' অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ 'রথের ন্যায়' মাত্র প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। * অপিচ, ব্যাখ্যাকারগণের প্রায় সকলের ব্যাখ্যাতেই 'রথের ন্যায়' এই

* গ্রিফিথ্ স লিখিয়াছেন "We frame with our mind their eulogy as it were a car." তিনি পাদ-টীকায় লিখিয়াছেন,—"As it were a car :—as a carpenter constructs a car or wain." রমেশ বাবু লিখিয়াছেন—"রথের ন্যায় এই স্তুতি প্রস্তুত করি।" ওল্ডেনবর্গের অনুবাদে প্রকাশ,—"We have sent forward with thoughtful mind this song of praise like a chariot to the worthy Jatavedas." ম্যাক্সমূলারের অনুবাদ,—"Let us build up this hymn of praise." কিন্তু বোথলিঙ্ক রোথ মন্ত্রের পাঠ পরিবর্ত্তন কল্পনা করেন। তাঁহার মতে—'সংমহেমা' স্থলে 'সম্যক' 'সম-অহেমা' পাঠ হওয়াই সমীচীন। এই উপলক্ষে ওল্ডেনবর্গ পূর্ব্বের একটী মন্ত্র। (১ম-৬৪সূ-৪ঋ) উদ্ধৃত করিয়া তাহার

মন্ত্র আমরা প্রস্তুত করিয়াছি" এইরূপ ভাবই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের রচনা-উপলক্ষেই যে ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রধানতঃ তাহাই সিদ্ধান্তিত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু আমরা বলি, এখানকার এই 'রথমিব' উপমায় 'পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ' অর্থই সঙ্গত হয়। এই উপমা, এই ভাবে, এই অর্থেই পূর্ব্বেও (১ম—৬৪সূ—৪খ) প্রযুক্ত হইতে দেখিয়াছি। 'সংমহেম' পদে, 'সম্যক্ পূজা করিব সর্ব্বথা অনুসরণ করিব' ইত্যাদি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদমন্ত্রের অনুধ্যানে জ্ঞানলাভ হয়; এবং সেই জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যেই আমরা বেদমন্ত্রের অনুধ্যান করিব;—মন্ত্রের প্রথমাংশে ঐ বাক্যাংশে, এইরূপ লক্ষ্যই প্রকাশ পাইয়াছে। পরন্তু ঐ 'রথমিব' পদের আরও এক সুষ্ঠু অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। তাহাতে ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'ভগবতোঽভীষ্টদেবস্য চরণমিব' পদ গ্রহণ করা যায়। চরণার্থ গ্রহণের যুক্তি এই যে, শব্দমাত্রই ব্রহ্মস্বরূপ, স্তোত্র তাঁহারই পাদবন্দনাভিব্যঞ্জক। স্তব, মন্ত্র, জপ, পূজা ও ধ্যানাদির দ্বারা মানব দেবভাব প্রাপ্ত হয়। দেবভাব প্রাপ্ত হইলে, মানবের আর হিংসার ভয় থাকে না অর্থাৎ কেহ তাহাকে হিংসা করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রটী ভগবদুপাসনা দ্বারা ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত ও হিংসাতীত অবস্থায় উপনীত হইবার প্রার্থনামূলক।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'মনীষয়া', 'সংসদি' ও 'তব সখ্যে' প্রভৃতি পদের মর্ম্মানুধাবন আবশ্যক। 'মনীষয়া' পদে 'বুদ্ধির দ্বারা বুদ্ধিপূর্ব্বক' অর্থ প্রাপ্ত হই। উহার ভাব এই যে, 'যেন তেন প্রকারেণ' বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলেই হইল না; মন্ত্রোচ্চারণে আমরা যে সুফল প্রাপ্ত হই না, তাহার কারণ এই যে, মনীষার দ্বারা আমরা মন্ত্রের অনুধ্যানে প্রবৃত্ত নহি। এখানে তাই স্মরণ করান হইয়াছে,—মনীষার দ্বারা বিচারপূর্ব্বক গুরূপদেশক্রমে বেদমন্ত্র অনুধ্যান করিবে। উহা হৃদয়ের সামগ্রী; উহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। ইহাই 'মনীষয়া' পদের তাৎপর্য্য। 'সংসদি' ও 'তব সখ্যে' পদদ্বয়ে, একই ভাব প্রকাশ পায়। জ্ঞানের 'সংসদি' এবং 'সখ্যে' বলিতে, জ্ঞানের সহিত সখিত্ব আত্মীয়তা স্থাপনের ভাব আসে। সে আত্মীয়তা—সে সখিত্ব স্থাপন করিতে পারিলে, হৃদয়ে জ্ঞানের সমাবেশে সমর্থ হইলে, সর্ব্বথা শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন, কোনও শত্রুই আর হিংসা করিতে সমর্থ হয় না; কামক্রোধাদি রিপুগণ বশীভূত হয়,—সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তি আসে। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—আমরা যেন মন্ত্রমাহাত্ম্যে জ্ঞানলাভে সমর্থ হই, এবং তাহার ফলে আমাদিগের শত্রুগণ যেন পর্য্যুদস্ত হয়। * (৭অ - ৩খ - ১সূ - ১সা)।

অর্থে লিখিয়াছেন, "To him I send forward a song of praise as a carpenter (fits out) a chariot." যাহা হউক, 'এইরূপ ভাবই প্রধানতঃ প্রকাশমান। কিন্তু বলা বাহুল্য, সেখানে (১ম—৬৪সূ—৪খ) এবং এখানে উভয়ত্র আমরা 'রথমিব' উপমায় একই ভাব গ্রহণ করি। রথ যে পরিত্রাণোপায় অর্থে এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে, সর্ব্বথা তাহাই সিদ্ধান্তিত হয়।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে ষষ্ঠ অধ্যায় ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত (প্রথম মণ্ডল, ৯৪ সূক্ত, প্রথম ঋক্)।

দ্বিতীয়ং সাম।

[তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।]

১ ২ ৩ ২ ৪ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীꣳষি তে চিতয়ন্তঃ
২ ২ ৩ ২
পর্ব্বণাপর্ব্বণা বয়ম্।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১
জীবাতবে প্রতরꣳ সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে
২র ৩ ১র ২র
মা রিষামা বয়ং তব ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! 'ইধ্মং' (ইন্ধনসাধনং জ্ঞানোদ্দীপকং উপকরণং ইত্যর্থঃ) 'ভরাম' (হৃদি সম্পাদয়াম, সঞ্চয়েম ইত্যর্থঃ); 'পর্ব্বণাপর্ব্বণা' (প্রতিকর্ম্মানুষ্ঠানে ইত্যর্থঃ) 'চিতয়ন্তঃ' (ত্বাং প্রজ্ঞাপয়ন্তঃ উদ্বোধয়ন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বয়ং' (উপাসকাঃ বয়ং যেন) 'তে' (তুভ্যং) 'হবীংষি' (কর্ম্মাণি) 'কৃণবাম' (করবাম); 'জীবাতবে' (অস্মাকং জীবনৌষধায়, অস্মাসু চিরকালাবস্থানায়) 'ধিয়ঃ' (অস্মাকং কর্ম্মাণি) 'প্রতরং' (প্রকৃষ্টতরং) 'সাধয়' (নিষ্পাদয়); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'তব সখ্যে' (ভবদীয়স্য সখিত্বে সতি, জ্ঞানসংসর্গ-সাত্তে) 'বয়ং মা রিষাম' (কদাচ বয়ং শত্রুভিঃ হিংসিতা ন ভবাম, সদৈব রক্ষাং প্রাপ্নুমঃ ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং যুগপৎ সঙ্কল্পপ্রার্থনামূলকঃ। ভাবঃ হি—বয়ং হৃদি জ্ঞানসঞ্চয়ায় জ্ঞানানুমোদিতস্য কর্ম্মণঃ সম্পাদনায় চ প্রতিজ্ঞাবদ্ধাঃ ভবাম; সঃ জ্ঞানদেবঃ অস্মান্ রক্ষতু। (৭অ—৩খ—১সূ - ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! ইন্ধনসাধন জ্ঞানোদ্দীপক উপকরণকে যেন হৃদয়ে সম্পাদন করি—উৎপাদন করি; প্রতি কর্ম্মানুষ্ঠানে আপনাকে প্রজ্ঞাপিত করিয়া—উদ্বোধিত করিয়া উপাসক আমরা যেন আপনার উদ্দেশে কর্ম্ম-সমূহ সম্পাদন করি; আমাদিগের জীবনৌষধের নিমিত্ত, চিরকাল আমাদিগের মধ্যে অবস্থানের নিমিত্ত, আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে নিষ্পাদন করিয়া দিউন। হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্বে—জ্ঞানসংসর্গ-

যাতে আমরা যেন হিংসিত না হই—যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী যুগপৎ সঙ্কল্প ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই,—হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চয়ের নিমিত্ত এবং জ্ঞানানুমোদিত কর্ম্মের সম্পাদন জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি; সেই জ্ঞানদেব আমাদিগকে রক্ষা করুন)॥ (৭অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে! 'ত্বদযাগার্থং 'ইধ্মং' ইন্ধনসাধনং একবিংশতিদ্রব্যাত্মকং সমিৎসমূহং 'ভরাম' সম্ভরাম সম্পাদয়াম, তদনু 'তে' তুভ্যং 'হবীংষি' চরুপুরোডাশাদি-লক্ষণান্যন্নানি বয়ং 'কৃণবাম' করবাম। কিং কুর্ব্বন্তঃ? 'পর্ব্বণা পর্ব্বণা' প্রতিপক্ষমাবৃত্তাভ্যাং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং 'চিতয়ন্তঃ' ত্বাং প্রজ্ঞাপয়ন্তঃ স ত্বং 'জীবাতবে' অস্মাকং জীবনৌষধায় চিরকালাবস্থানায় 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি 'প্রতরাং' প্রকৃষ্টতরং 'সাধয়' নিষ্পাদয়। অন্যৎ সমানং॥ চিতয়ন্তঃ—চিতী সংজ্ঞানে (ভ্বা০ প০) সংজ্ঞাপূর্ব্বস্য বিধেরনিত্যত্বাৎ লঘূপধগুণাভাবঃ। পর্ব্বণা—'নিত্য-বীপ্সয়োঃ (৮।১।৪)' ইতি বীপ্সায়াং দ্বির্ভাবঃ, 'তস্য পরমাম্রেড়িতং (৮।১।২)'—ইতি পরস্যাম্রেড়িত-সংজ্ঞায়াং অনুদাত্তত্বং (৮।১।১৯)। প্রতরাং তরবন্তাৎ প্রশব্দাৎ ক্রিয়া-প্রকর্ষে বর্ত্তমানাৎ 'কিমেত্তিঙব্যয়াদাম্বদ্রব্যে (৫।৪।১১)'—ইত্যামুপ্রত্যয়ঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

এইংখ্যকেরও 'ইধ্ম' পদ মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে অন্তরায় আনয়ন করিয়াছে। ঐ পদ উপলক্ষে অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগ দ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বালিত করিবার প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হইয়াছে। ইহাই সাধারণতঃ প্রখ্যাত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই মন্ত্রটীতে যুগপৎ আত্মোদ্বোধনা ও প্রার্থনা আছে, ইহাই আমরা সিদ্ধান্ত করি। সে পক্ষে 'ইধ্মং ভরাম' বাক্যাংশে হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নির উদ্দীপনার সঙ্কল্প প্রকাশ পায়। এইরূপ "পর্ব্বণাপর্ব্বণা চিতয়ন্তঃ বয়ং তে হবীংষি কৃণবাম" বাক্যাংশে, জ্ঞানকে জাগাইয়া উদ্বুদ্ধ করিয়া জ্ঞানানুসারী কর্ম্ম-সম্পাদনের প্রতিজ্ঞা পরিব্যক্ত দেখি এইরূপে বুঝিতে পারি, মন্ত্রের প্রথম চরণটীর দুইটী অংশে সম্পূর্ণরূপ আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে।

এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের দুই অংশ প্রার্থনা বা কামনা-মূলক বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রথম প্রার্থনার মধ্যে 'জীবাতবে' পদ প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐ পদের প্রতিবাক্য—'জীবনৌষধায়।' ভাব এই যে,—জ্ঞান যেন আমাদিগের জীবনের ঔষধ-স্বরূপ হয়, জ্ঞান যেন চিরকাল আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াপর হইয়া থাকে, আমরা যেন কখনও জ্ঞানহারা হইয়া বিপথে বিভ্রান্ত না হই। এই অংশের দ্বিতীয় আলোচ্য পদ—'ধিয়ঃ'। ঐ পদে কর্ম্মসমূহকে বা বুদ্ধিসকলকে বুঝায়। কর্ম্ম জ্ঞানসমন্বিত হউক, বুদ্ধি জ্ঞানহারা না হয়—ইহাই এখানকার প্রার্থনা।

উপসংহারে যথাপূর্ব্ব সেই একই কামনা—জ্ঞানাধিকারী হইয়া আমরা যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই—শত্রু যেন আমাদিগকে হিংসা করিতে না পারে—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। * (৭অ-৩খ-১সূ—২সা)।

—— • ——

তৃতীয় সাম।

(তৃতীয় খণ্ড। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।

৩　১　২　　　৩　১　২　　৩　২৩　২　৩　১

শকেম ত্বা সমিধং সাধয়াধিয়স্ত্বে

৩　২　　৩　১　২　৩　১　　২

দেবা হবিরদন্ত্যাহুতং।

১　২　৩　১র　　　２র　৩　　２　　　　１　　২র　　৩　１

ত্বমাদিত্যাং আ বহ তান্হ্যু৩শ্মস্যগ্নে সখ্যে

২র　　　৩　১র　　２র

মা রিষামা বয়ং তব॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! 'ত্বা' (ত্বাং) 'সমিধং' (সম্যক্‌প্রদীপ্তং কর্ত্তুং, হৃদি উদ্বোধয়িতুং ইত্যর্থঃ) শকেম' (বয়ং সমর্থাঃ ভবেম); হে দেব! 'ধিয়ঃ' (অস্মদীয়ানি কর্ম্মাণি জ্ঞানানি বা) 'সাধয়' (সম্পাদয়, প্রবৃদ্ধয় বা); 'ত্বে' (ত্বয়ি) 'আহুতং' (প্রদত্তং সম্মিলিতং ইতি ভাবঃ) 'হবিঃ' (হবনীয়ং কর্ম্ম, বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানং ইত্যর্থঃ) 'দেবাঃ' (সর্ব্বে দীপ্তিদানাদিগুণাঃ দেবভাবাঃ বা) 'অদন্তি' (ভক্ষয়ন্তি, গৃহ্ণন্তি, তৎকর্ম্ম সর্ব্বৈঃ দেবভাবৈঃ সহ মিলিতং ভবতু ইতি ভাবঃ); 'আদিত্যান্' (অদিতেঃ অনন্তস্য সকাশাৎ উৎপন্নান সর্ব্বান্ দেবভাবান, সকলান সদ্‌গুণান্ ইত্যর্থঃ) 'আবহ' (ত্বং অস্মান্ প্রাপয়, অস্মাসু প্রতিষ্ঠাপয়); 'তান্' (দেবান্) 'হি' (সদৈব) 'উশ্মসি' (বয়ং কাময়েমহি); 'অগ্নেঃ' (হে জ্ঞানদেব) 'তব সখ্যে' (ত্বয়া সহ সখিত্বে সতি, জ্ঞানানুসারিণি সতি) 'বয়ং মা রিষামা' (বয়ং কেনাপি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের (১ম-৯৪সূ-৪ঋ) অন্তর্ভুক্ত।

হিংসিতা ন ভবাম, সর্ব্বথা রক্ষাং প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানানুসারী জনঃ সকলদেবভাবস্য অধিকারী ভবতি সর্ব্বথা রক্ষাং চ প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ॥ (৭অ—৩খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনাকে সম্যক্ প্রদীপ্ত করিতে অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে যেন আমরা সমর্থ হই; হে দেব! আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে আপনি সম্পাদন করিয়া দিউন অথবা আমাদিগের জ্ঞানসমূহকে বর্দ্ধিত করিয়া দিউন; আপনাতে প্রদত্ত অর্থাৎ সম্মিলিত হবনীয় কর্ম্মকে—বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকে দেবগণ গ্রহণ করুন, অর্থাৎ সকল দেবভাবের সহিত মিলিত হউক; অদিতির অর্থাৎ অনন্তের সকাশ হইতে উৎপন্ন সকল দেবভাবকে (সকল সদ্‌গুণকে) আপনি আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন—আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন; সেই দেবগণকে যেন আমরা সর্ব্বদা কামনা করি। হে জ্ঞানদেব! আপনার সহিত সখ্যস্থাপনে—জ্ঞানানুসারী হইয়া, আমরা যেন কাহারও কর্ত্তৃক হিংসিত না হই—যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—জ্ঞানানুসারী জন সকল দেবভাবের অধিকারী হয়েন এবং সর্ব্বথা রক্ষা প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (৭অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'ত্বা' ত্বাং 'সমিধং' সম্যগিদ্ধং কর্ত্তুং 'শকেম' শক্তা ভূয়াস্ম। ত্বঞ্চ 'ধিয়ঃ' অস্মদীয়ানি দর্শপূর্ণমাসাদীনি কর্ম্মাণি 'সাধয়' নিষ্পাদয়। ত্বয়া হি সর্ব্বে নিষ্পদ্যন্তে যস্মাৎ 'ত্বে' ত্বয়ি অগ্নাবাহুতং ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রক্ষিপ্তং চরুপুরোডাশাদিকং হবিঃ দেবা অদন্তি' ভক্ষয়ন্তি, তস্মাত্ত্বং সাধয়েত্যর্থঃ। অপি চ ত্বং 'আদিত্যান্' অদিতেঃ পুত্রান্ সর্ব্বান্ দেবান্ 'আবহ' আবহ সম্ভজনীয়ান্। তান্ হি ইদানীং বয়ং 'উশ্মসি' কাময়ামহে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥ শকেম শক্‌ শক্তৌ—(স্বা০ প০) লিঙাশিষ্যঙ্ (৩।১।৮৬) ঋদৃশোঽঙি গুণঃ ইতি গুণাভাবে ... (৬।১।৮৬) ... সাধয় ... দীপ্তৌ ... কৃত্যা) অস্মাৎ সম্পদাদিলক্ষণকর্ম্মণি কিপ্। ত্বে সুপাং সুলুক্ (৭।১।৩৯) সপ্তম্যেকবচনস্য শে-আদেশঃ। উশ্মসি—বশ কান্তৌ (অদা০ প০), ইদন্তো মসি (৭।১।৪৬) অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্ (২।৪।৭২), গ্রহিজ্যেত্যাদিনা সম্প্রসারণং (৬।১।১৬)। (৭অ—৯খ—১সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীও প্রথম মন্ত্রটীর সহিত সামবেদীয় সর্ব্বকর্ম্মাধারণী কুশণ্ডিকার পরিসমূহন-কার্য্যে অর্থাৎ অগ্নির বিক্ষিপ্তাবয়বসমূহের একীকরণ-কার্য্যে প্রযুক্ত হইতে দেখি।

সাধারণ অগ্নির উপলক্ষেই এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। তদনুসারে অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে অগ্নি! তোমাকে যেন আমরা প্রজ্বলিত করিতে পারি; তুমি আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দেও; কেন-না, তোমাতে প্রক্ষিপ্ত হবিঃ দেবগণই ভক্ষণ করিয়া থাকেন। অদিতির পুত্র দেবগণকে তুমি আনিয়া দেও; আমরা তাঁহাদিগকে কামনা করিতেছি। তোমার সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায় অর্থাৎ অগ্নি প্রজ্বালিত করায়, শত্রুগণ রাক্ষসগণ যেন আমাদিগকে হিংসা করিতে না পারে।' এই মন্ত্রের এই ভাবের অর্থই সাধারণতঃ প্রচলিত আছে দেখিতে পাই।

আমাদিগের ব্যাখ্যায় কিন্তু ভাবপ্রবাহ অন্য পথে প্রধাবিত। মন্ত্রে আছে—'ত্বা সমিধং শকেম।' অগ্নিতে সমিধ প্রদান করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়; অতএব, ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে—'হে অগ্নি, আপনাতে যেন সমিধ নিক্ষেপ করিতে পারি।' কিন্তু এ কি আর প্রার্থনা? সমিধ জ্বালানই কি প্রকৃষ্ট কার্য্য হইল? কিন্তু তাহা নহে। আমরা বলি, এখানকার নিগূঢ় তাৎপর্য্য অন্য প্রকার। 'সমিধং' পদে অগ্নি জ্বালাইবার ইন্ধন অপেক্ষা জ্ঞানাগ্নিকে উদ্বুদ্ধ করার উপকরণ-পক্ষেই মন্ত্রার্থে আমরা সঙ্গতি দেখি। এইরূপে "ত্বা সমিধং শকেম" বাক্যাংশে ভাব পাই এই যে, 'হে জ্ঞানাগ্নি! আপনাকে যেন আমরা হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ জাগরূক করিতে পারি।' তবে 'ধিয়ঃ সাধয়' পদদ্বয়ের ভাব-বিষয়ে ভাষ্যাদির সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমরা কোনই মতান্তর প্রকাশ করি না। কর্ম্ম বা বুদ্ধিকে দেবতা প্রবর্দ্ধিত করিয়া দিউন—ইহাই ঐ অংশের মর্ম্মার্থ।

উপসংহারে "ত্বয়ি আহুতং হবিঃ দেবাঃ অদন্তি" এবং "আদিত্যান্ আবহ" বাক্যাংশ দুইটীর বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন। এই দুই বাক্যাংশে আমরা সম্পূর্ণ বিভিন্ন-মত পোষণ করি। ঐ দুই অংশ রূপকে দেবতত্ত্ব প্রখ্যাত রহিয়াছে। ইহার মর্ম্ম এই যে, জ্ঞানের সহিত মিলিত জ্ঞানে উৎসৃষ্ট—কর্ম্মই দেবগণ গ্রহণ করেন; সেইরূপ কর্ম্মই সকল দেবভাবের সহিত সম্মিলিত হয়, সেইরূপ কর্ম্মই সকল সদ্‌গুণের প্রাপক হইয়া থাকে। তার পর, অদিতিই বা কে আর আদিত্যই বা কে—তাহা বুঝিলেই "আদিত্যান্ আবহ" বাক্যাংশের মর্ম্ম অনুভূত হয়। 'অদিতি' ও 'আদিত্য' শব্দের মর্ম্ম আমরা বহুস্থানে প্রকাশ করিয়াছি। আত্মস্বরূপ ভগবান এবং তাঁহার অঙ্গীভূত বিভূতিনিচয় যথাক্রমে অদিতি ও আদিত্য নামে অভিহিত হয়। জ্ঞানের সহিত মিলিত কর্ম্ম সেই বিভূতি-সমূহকে দেবভাবনিবহকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে, ইহাই মর্ম্মার্থ * (৭অ ৩খ ১সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ত্রিশ বর্গের (১ম—৯৪সূ—৩ঋ) অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম সূক্তের গেয়-গান *

২১ র ২১২র র১ র২১ ৩ র র র
ইন্দ্রং স্তোমমর্হতেজাতবেদসায়ি । রথমিবসম্মহে মামনীষয়া ।

র ২ ১২ ১
ভদ্রাহা২০য়িনাঃ। প্রামতিরস্য সংস। ভ্রগ্নায়ি॥ (১)

১র২র ৮২১র২র ১র ২১ র
ভরামেধ্মঙ্কৃণবামাহবীংষিতায়ি। চিতয়ন্তঃ পর্ব্বণাপর্ব্বণাবয়াম্ ।

র র ২ ১ ২র র র১
জীবাতা ২৩ বায়ি। প্রাতরাং সাধয়াধি। যোগ্নায়ি॥

২১র ২র ২র১র৩১ ১ররর র
(২) শকেমত্বাসমিধং সাধয়াধিয়াঃ। ত্বদেবাহবিরদন্ত্যাহুতাম্ ।

২ ১ র২ র ১ ২A ৫র২
ভুবমা২০দী। ত্যাং আবহতানূহ্যাশ্ম। ভ্রগ্নায়ি সাখ্যাং। ঔহো

৩র২ ১র ২ ১২ ২
৩৪ বাহায়ি। মা। রায়িষা ২৩ মা ৩। হোবা ৩ হায়ি।

১ ২n ১
ষাস্তা ২৩বা ৩৪৩। ঔ২৩৪৫ ই। ড (৩) ॥১।২।০॥

—•—

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২৩ ১২ ৩১ ২ ৩ ১২৩
প্রতি বাং সূর উদিতে মিত্রং গৃণীষে বরুণম।

৩ ১২ ২ ১২
অর্য্যমণং রিশাদসম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম সদসৎচিত্তবৃত্তী! 'সূরে' (জ্ঞানসূর্য্যে) 'উদিতে' (হৃদি সমুদিতে প্রকাশিতে সতি ইতি ভাবঃ) 'মিত্রং' (মিত্রস্থানীয়ং, মিত্রবৎপরমহিতাকাঙ্ক্ষণং ইত্যর্থঃ) 'রিশাদসং'

* প্রথম সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়গান আছে। সেই গেয়-গানটীর নাম—'সমন্তং'।

(শত্রূণাং অভিভবিতারং.) 'বরুণং' (স্নেহকারুণ্যাদসম্পন্নং, পরমদয়ালং—অস্মান্ প্রতি কৃপাপরায়ণং ইতি ভাবঃ) 'অর্য্যমণং' (শ্রেষ্ঠং—আত্মোৎকর্ষসাধকং—ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'বাং' (যুবাং) 'প্রত্যেকং (উভৌ ইত্যর্থঃ) 'গৃণীষে' (প্রার্থয়ন্তং প্রতিষ্ঠাপয়তং ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। যদা জ্ঞানসম্পন্নঃ ভবতি তদা নরঃ ভগবৎপূজায় সমর্থঃ ভবতি। জ্ঞানং বিনা ভগবৎপূজনং ন সম্ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—বয়ং জ্ঞানলাভায় যতয়াম। (১অ-৩খ—২সূ—১সা)।

অথবা।

হে মিত্রাবরুণৌ দেবৌ! 'সূরে' (জ্ঞানসূর্য্যে) 'উদিতে' (হৃদি সমুদ্ভাসিতে সতি) 'মিত্রং' (মিত্রদেবং) 'রিশাদসং' (শত্রুনাশকং) 'বরুণং' (বরুণদেবং) 'বাং' (যুবাং) তথা 'অর্য্যমণং' (অর্য্যমাদেবং) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'গৃণীষে' (স্তৌমি)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ভগবৎপূজনায় বয়ং জ্ঞানসমন্বিতাঃ ভবাম। তেন ভগবৎকরুণালাভঃ সুগমঃ ভবতি। (১অ-৩খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার সদসৎচিত্তবৃত্তি! জ্ঞানসূর্য্য হৃদয়ে সমুদিত হইলে, মিত্রস্থানীয় অর্থাৎ মিত্রবৎ পরমহিতাকাঙ্ক্ষী শত্রুদিগের অভিভবকারী স্নেহ-করুণাসম্পন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মোৎকর্ষসাধক ভগবানকে তোমরা উভয়ে প্রার্থনা (প্রতিষ্ঠিত) কর। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক ও আত্মোদ্বোধক। মানুষ যখন জ্ঞানসম্পন্ন হয়, তখনই সে ভগবানের পূজায় সমর্থ হইয়া থাকে। জ্ঞান ভিন্ন ভগবৎপূজা সম্ভবপর হয় না। অতএব সঙ্কল্প—ভগবানের পূজার জন্য আমরা জ্ঞানলাভে যেন প্রযত্নপর হই। (১অ—৩খ—২সূ—১সা)।

অথবা।

হে মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয়! মিত্রদেব আপনি এবং শত্রুনাশক বরুণ দেব—আপনাদিগের উভয়কে এবং অর্য্যমা দেবতাকে প্রত্যেককে স্তুতি করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের পূজায় আমরা যেন জ্ঞানসম্পন্ন হই, আর তাঁহাকে যেন ভগবানের করুণা লাভ করিতে পারি)। (১অ—৩খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মিত্রাবরুণৌ! 'মিত্রং' বাং 'বরুণং' চ 'বাং' যুবাং 'রিশাদসং' শত্রূণামত্তারং 'অর্য্যমণং' চ 'প্রতি' প্রত্যেকং 'গৃণীষে' স্তুবে। কদা? ইতি উচ্যতে 'সূরে' সূর্য্যে দেবে 'উদিতে' সতি প্রাতরিত্যর্থঃ। (১অ—৩খ—২সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (১০৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

(*)

বিভিন্ন দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের অর্থ বিভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হইবে। বৈজ্ঞানিক এক দৃষ্টিতে ইহার অর্থ নিষ্কাশন করিবেন, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন ব্যাখ্যাকার কর্ত্তৃক আর এক দৃষ্টিতে মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইবে; আর ভক্ত সাধক মন্ত্রের মধ্যে অন্য ভাব প্রতিভাত দেখিবেন। ফলতঃ, অধিকারী ভেদে মন্ত্রের অর্থের বিভিন্নতা উপলব্ধ হইবে। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে মিত্রের খরকরতাপে জল হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া আকাশে মেঘসঞ্চার প্রতিভাত হইবে। আর সেই মেঘ হইতে বারিবর্ষণে পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া সুকর্ষণে প্রচুর শস্যের উৎপত্তি হইতেছে। লৌকিক হিসাবে, মিত্র ও বরুণ উভয়ের সাহায্যে বর্ষণ ক্রিয়া সমাহিত হয়; আর অর্য্যমার প্রভাবে কর্ষণ ও শস্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। লৌকিক যজ্ঞাদির দ্বারা, হবিরাদি আহুতি প্রদানে তাঁহারা পরিতুষ্ট হন; ফলে, আকাশে মেঘসঞ্চারে সুবর্ষণ সুকর্ষণে ধরিত্রী ফলশস্য-সমন্বিতা হয়েন; তাঁহাদেরই কৃপায় যথাকালে বারিবর্ষণে ধরণী শস্যশ্যামলা হন। সুশস্যের প্রভাবে সুপ্রজাদির উদ্ভব ঘটে। তাহাতে জনসমাজ শান্তিসুখে কালযাপন করিতে পারে। পশ্চাত্যভাবাপন্ন ব্যাখ্যাকারও ইহার অধিক উচ্চভাব ধারণা করিতে পারেন না। তাই তাঁহাদের মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—"সূর্য্য উদিত হইলে মিত্র ও শুদ্ধবল বরুণ, তোমাদের দুইজনকে সূক্ত দ্বারা আহ্বান করি। ইহাদের উভয়ের বল অক্ষীণ ও প্রভূত; সংগ্রাম আরব্ধ হইলে উহা জয়লাভ করে।"

কিন্তু ভক্ত সাধক এ মন্ত্রকে অন্য দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। তাঁহার মতে—মন্ত্রে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি—তিনেরই প্রভাব প্রখ্যাত হইয়াছে। মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হৃদয়ে জ্ঞান ও ভক্তির উন্মেষ হইলেই মানুষ ভগবৎকর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ হয়। তদ্ভিন্ন তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়।' তাই জ্ঞান ও ভক্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভগবৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইবার সঙ্কল্প মন্ত্রের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ স্তরে গমন করিতে পারিলে মিত্র বরুণ ও অর্য্যমা—এইরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। দেবতা ও দেবভাবসমূহ সকলেই সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি মাত্র। মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা প্রভৃতি দেবগণ—প্রথম অন্বয়ে সেই ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। মিত্ররূপে, বরুণরূপে, অর্য্যমারূপে তাঁহারই বিভিন্ন বিভূতি জগতে প্রকাশমান। ইহাই আমাদিগের প্রথম অন্বয়ে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অন্বয়ে মন্ত্রের তাৎপর্য্য হইয়াছে—"হে মিত্রদেব ও বরুণদেব আপনারা উভয়েই প্রভূত বলশালী এবং হিংস্রস্বভাব শত্রুনাশক। আপনারা অর্য্যমা দেবতার সহিত আমাদের স্তুতি গ্রহণ করুন।' ভাব এই যে,—'আপনাদের অনুগ্রহে আমাদিগের অন্তঃশত্রু যেন নাশ প্রাপ্ত হয় এবং হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। আর আমরা যেন অনুক্ষণ ভগবানের অনুধ্যানে নিরত থাকি।' ফলতঃ—জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম—মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা দেবের স্বরূপ; তাই মিত্রের সহিত জ্ঞানের, বরুণের সহিত ভক্তির এবং অর্য্যমার সহিত কর্ম্মের উপমার ভাব আমরা মন্ত্রে প্রত্যক্ষ করি। আমাদিগের সেই উপমা সঙ্গ

করিবার হেতু এই যে,—লৌকিক হিসাবে সূর্য্য যেমন বরুণের (জলের) জনয়িতা, সূর্য্যরশ্মি-সম্পাত ভিন্ন যেমন বারিবর্ষণ হয় না; জ্ঞানের (জ্ঞানসূর্য্যের উদয় ভিন্ন তেমনি ভক্তি (ভক্তিবারি) বর্ষণ হইতে পারে না। লৌকিক জগতে মিত্রের প্রভাবে বরুণ যেমন অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া ধরণীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন; আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ জ্ঞান-প্রভাবে ভক্তির অমৃত উৎস উৎসারিত হইয়া হৃদয়ের সদ্বৃত্তি-সমূহকে জাগরিত করিয়া তুলে। মন্ত্রে যেন বলা হইয়াছে,—'হে মিত্রদেব ও হে বরুণদেব! লৌকিক জগতে সুবর্ষণের দ্বারা আপনারা যেমন জন-সমাজের শান্তিসুখ বর্দ্ধন করেন, সেইরূপ আপনারা উভয়ে আমাদিগের হৃদয়ে ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার (ভগবানের)' সাযুজ্য-লাভে পরাশান্তি দানে সহায় হউন।'

মন্ত্রের 'সূরে উদিতে' পদের 'জ্ঞানোদয়ে' অর্থ হয়। তাহা হইতে 'জানা বুঝা' প্রভৃতি ভাব আসে। তাঁহাকে (ভগবানকে) জানিতে হইলে—তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান-লাভের প্রয়োজন হয়। তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলেই তাঁহাকে প্রথমে বুঝিতে হইবে। কিন্তু সে জানা কেমন জানা? আর সে বুঝাই বা কেমন বুঝা? তিনি যে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্', তিনি যে সেই অক্ষর মহত্ত; এমনই ভাবে তাঁহাকে জানিতে হইবে, আর এমনি ভাবে তাঁহাকে বুঝিতে হইবে; তবে তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে। সেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই তাঁহার পূজায় অধিকার আসিবে। এখন বুঝিতে হইবে—সেই যে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান, সে জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? সে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমেই অন্তঃশত্রু নাশের আবশ্যক হইয়া পড়ে। সেই অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদি—আত্মশ্লাঘা, দম্ভ, হিংসা প্রভৃতি অজ্ঞানতা-প্রসূত আসুরবৃত্তিসমূহ। সেই সকল শত্রুর বিনাশ সাধনে হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া, ক্ষমা সত্য সরলতা, সদ্গুরুপরায়ণতা, বাহ্য ও অন্তর শুদ্ধি, স্থিরচিত্ততা, দেহের ও ইন্দ্রিয়ের সংযমসাধন, শব্দস্পর্শাদি বিষয়ভোগে বিরতি, অহঙ্কার ত্যাগ, পুত্রকলত্রাদির মায়া পরিবর্জ্জন, শুভাশুভ উভয়ে সমবুদ্ধি, জন্মজরামৃত্যুব্যাধি প্রভৃতি দুঃখে দোষদর্শন, অনন্যা নিষ্ঠা দ্বারা ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি, পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানে একনিষ্ঠতা প্রভৃতির অধিকারী হইতে পারিলেই ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান বিষয়ে উপলব্ধি জন্মে। ফলতঃ, নির্ব্বাতপ্রদেশে প্রদীপ যেমন বিচলিত হয় না, সেইরূপ আত্মযোগ দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য সাধিত হইলেই ভগবানের প্রতি অচঞ্চলভাবে ভক্তিকে (কর্ম্মকে) যুক্ত করা সম্ভবপর হয়। এইরূপে তাঁহার স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞানও অধিগম্য হইয়া থাকে। অহঙ্কারাদি পরিহারে অনন্যনিষ্ঠার দ্বারা জ্ঞেয়বস্তুর অনুধ্যানে নিরত হইলে, ভক্ত সাধক সেই জ্ঞেয়বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারেন; আর বুঝিতে পারেন—সেই জ্ঞেয়বস্তু অনাদি অনন্ত—তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই; বুঝিতে পারেন—তিনিই পর—তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। ফলতঃ, তিনিই জ্ঞাতব্য; তিনি ভিন্ন সংসারে অন্য কিছুই জানিবার নাই।

শ্রুতি (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৬।১।৬) তাই বলিয়াছেন, "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনো-ঽন্তরোঽয়মাত্মা ন বেদ। যস্যাত্মা শরীরং। য আত্মানমন্তরো যময়তি।...কারণং করণাধি-

সাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ। প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ।" অর্থাৎ 'যিনি নিরন্তর আত্মাতে অবস্থিত থাকিয়াও আত্মার বিষয় অবগত নহেন; আত্মা যাঁহার শরীর; অন্তর্যামিরূপে যিনি আত্মাকে নিয়মিত করেন; অপিচ, যিনি কারণসংযুক্ত কারণেরও অধিপতি; তাঁহার কেহই জনয়িতা নাই—তাঁহার অধিপতিও কেহ নাই এবং থাকিতে পারে না। তিনি প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি ও গুণেশ।' গীতায়ও এই কথারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। অর্জ্জুনকে প্রবোধ দিবার প্রসঙ্গে ভগবান বলিয়াছেন,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।
অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ॥"

ভক্ত সাধক যখন এই ভাবে তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হন, তিনি যখন এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন; তখনই তিনি অমৃতরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মন্ত্রে সাধক তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন, যাহাতে আমরা অন্তঃশত্রুদিগের বিনাশে সমর্থ হই। আমাদিগকে সেই জ্ঞান প্রদান করুন—যাহাতে আমরা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন যাহাতে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রীতিসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাঁহার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হই।'

'সূরে উদিতে' পদদ্বয়ের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—"সূরে সূর্য্যদেবে উদিতে সতি প্রাতরিত্যর্থঃ"; অর্থাৎ,—প্রাতঃকালে সূর্য্য উদয় হইলে। এ অর্থেও পূর্ব্বোক্ত ভাবের সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারে। রজনীর অন্ধকারে ধরণীর ন্যায়, অজ্ঞানান্ধকারে হৃদয় সমাচ্ছন্ন থাকে। উষাকালে সূর্য্যোদয়ে রজনীর অন্ধকার-বিনাশের ন্যায়, জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে অন্তরের অন্ধকারসমূহ বিদূরিত হয়। সূর্য্যের উদয়ে ধরণী যেমন প্রফুল্লিতা মুখরিতা হয়েন, তেমনি জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে অন্তরের মলিনতা নাশ পাইয়া অন্তর প্রফুল্ল হয়। সূর্য্যের উদয়ে সুপ্ত ধরণী যেমন জাগ্রত হয়, জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে হৃদয়ও তেমনি জাগরিত হইয়া উঠে। অন্তঃশত্রুর নাশও এইরূপেই সাধিত হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'রিশাদসং' পদের এই অর্থেই সার্থকতা। 'অর্য্যমণ' পদে আমরা আত্মোৎকর্ষের ভাব প্রত্যক্ষ করি। 'ঋ' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। তাহা হইতে, যে উত্তমতা বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়, যে কৃষিকার্য্য প্রাপ্ত হয়—সেই অর্য্যমা। ধাতু নানা অর্থ জ্ঞাপন করে। 'ঋ' ধাতু কর্ষণ অর্থেও প্রযুক্ত হয়। কর্ষণের দ্বারা ভূমির উৎকর্ষ সাধিত হয়; তেমনি কর্ষণের দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। সাধনা উপাসনা-রূপ কর্ম্মই সেই কর্ষণ-পদবাচ্য। সাধনার দ্বারা—সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা যিনি আত্মার উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই 'অর্য্যমণ' বা 'অর্য্যমা'। আমরা এই ভাবে 'অর্য্যমণং' পদের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। মন্ত্রের তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায়ই প্রকাশ

পাইয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবদ্যোতক। আত্মোৎকর্ষসাধনে প্রকৃত জ্ঞানলাভে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, ভগবৎপ্রেরণায় ভগবৎকর্ম্মে নিরত হইবার লক্ষ্য এই মন্ত্রে বর্ত্তমান। * (৭অ—৩খ ২য়—১দা)॥

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ২ ১ ২
রায়া হিরণ্যয়া মতিরিয়মবৃকায় শবসে।
৩ ১ ১ ২ র ৩ ১ ২
ইয়ং বিপ্রা মেধসাতয়ে॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ সাধবঃ ইত্যর্থঃ) 'ইয়ং' (অনুষ্ঠীয়মানং) 'মতিঃ' (কর্ম্মং) রায়া (পরমধনলাভায়) 'অবৃকায়' (শত্রুনাশেন ইতি ভাবঃ) 'শবসে' (বলায়, কর্ম্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) ভগবতি সমর্পয়তি ইতি শেষঃ। অতএব 'ইয়ং' (অস্মাভিঃ-রনুষ্ঠিতং তৎকর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'মেধসাতয়ে' (যজ্ঞফললাভায়, যদ্বা ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণায়) বিনিযুক্তং ভবতু, ভবিতুমর্হতি বা ইতি ভাবঃ। সঙ্কল্প-মূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। আত্মোৎকর্ষসম্পন্নস্য সাধকস্য কর্ম্মফলং ভগবন্তং প্রতি স্বয়মেব গচ্ছতি। তেষাং পদাঙ্কানুসরণেন বয়মপি ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণসামর্থ্যলাভায় প্রবুদ্ধাঃ ভবামঃ ইতি ভাবঃ॥ (৭অ ৩খ—২সূ—২সা॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মেধাবী অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ তাঁহাদের অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম, পরমধনলাভের নিমিত্ত, এবং অন্তঃশত্রুনাশে কর্ম্মশক্তিলাভের নিমিত্ত ভগবানে সমর্পণ করিয়া থাকেন। অতএব আমাদের অনুষ্ঠিত এই কর্ম্মও ভগবানে কর্ম্মফলসমর্পণে বিনিযুক্ত হউক অথবা যেন বিনিযুক্ত হয়। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের কর্ম্মফল স্বয়ং ভগবানে সংন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে নবম বর্গে দ্বিতীয় ঋক্‌ের অন্তর্গত। (সপ্তম মণ্ডল, পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্)।

আমরাও ভগবানে কর্ম্মফলসমর্পণের সামর্থ্যলাভের জন্য উদ্বোধিত হইতেছি)। (৭অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হিরণ্যয়া' হিতরমণীয়েন 'রথা' রথেন সহিতয়া 'অবৃকয়া' অহিংস্রয়া 'শবসে' অস্মাকং বলায় 'ইদং' ইদানীং ক্রিয়মাণা 'মতিঃ' স্তুতির্ভবত্বিতি শেষঃ। হিরণ্যয়া—ইত্যত্র সুপাং সুলুগিতি (৭।১।৩৯) তৃতীয়ৈকবচনস্য যাজাদেশঃ॥ কিঞ্চ হে 'মিত্রাঃ' প্রাজ্ঞাঃ! 'ইমং' এব স্তুতিঃ 'মেধসাতয়ে' যজ্ঞলাভায় চ ভবতু। (৭অ—৩খ ২সূ ২সা)।

* . *

দ্বিতীয় (১০৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্র এক নিত্য সত্য প্রকাশ করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে আত্মোদ্বোধনার ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ আপনাদিগের সাধনা প্রভাবে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকেন; তাঁহাদের কর্ম্ম ভগবান আপনিই গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং সেই কর্ম্মের শুভফলস্বরূপ মোক্ষধন তাঁহারা প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে অপরেও যাহাতে সদ্ভাব-সদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইয়া ভগবৎ-কর্ম্মে নিয়োজিত হয়,—মন্ত্র সেই উপদেশ প্রদান করিতেছে।' মন্ত্রের উদ্বোধনা এই যে,—'আমরাই বা কেন পারিব না? আমরাই বা সে আদর্শের অনুবর্ত্তনে কেন সমর্থ হইব না? সম্মুখে এমন উচ্চ আদর্শ পড়িয়া রহিয়াছে; পরম দয়াল ভগবান আমাদিগের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া, এমন উজ্জ্বল আলেখ্য সম্মুখে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; তাহার অনুবর্ত্তনে কেনই বা সমর্থ হইব না? আমরাও তো সেই মানুষ! মানুষের পক্ষে যাহা সম্ভব, আমাদের পক্ষেই বা তাহা সম্ভবপর না হইবে কেন?' এইরূপ উদ্বোধনার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রে ভগবৎকার্য্যে আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে

ভাষ্যের ভাব একরূপ, ব্যাখ্যার ভাব একরূপ, আর আমাদিগের ভাব অন্যরূপ। প্রচলিত একটী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা, "তাঁহারা দেবগণের মধ্যে অসুর। তাঁহারা আর্য্য, তাঁহারা আমাদের প্রজা প্রবৃদ্ধ করেন। হে মিত্র ও বরুণ! আমরা তোমাদিগকে ব্যাপ্ত করিব। তোমাদের ব্যাপ্তিতে (দ্যাবা দিবা) আমাদিগকে দিবা (রাত্রি) আপ্যায়িত করিবে।" কি হইতে কি ভাবে যে মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ব্যাখ্যাকার ভাষ্যকারের অনুসরণ করেন নাই, পরন্তু ভাষ্য হইতে ব্যাখ্যা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা প্রথম দৃষ্টিতেই উপলব্ধ হয়। আমরা মনে করি,—সম্ভবতঃ অন্য কোনও মন্ত্রের অর্থ ভ্রমবশতঃ এই মন্ত্রের ব্যাখ্যারূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অথবা, নূতন কিছু সৃষ্টি করিবার আকাঙ্ক্ষায় মন্ত্রার্থ এইরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমরা ভাষ্যকারের বা

ব্যাখ্যাকারের—কাহারও সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারি নাই। আমাদের ভাব 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়' এবং বঙ্গানুবাদে পরিব্যক্ত দেখিতে পাইবেন।

আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক যাঁহারা—সাধনা প্রভাবে যাঁহাদের অন্তর কলুষ-কালিমা পরিশূন্য তাঁহাদের কর্ম্ম তো স্বতঃই ভগবদভিমুখী হয়। কিন্তু পাপনিমগ্ন প্রকৃতি যাহারা তাহাদের উপায় কি হইবে? তাহারা কি তবে ভগবদনুগ্রহলাভে কদাচ সমর্থ হইবে না! তাহারা কি চিরকালই পাপপঙ্কে নিমগ্ন রহিয়া যাইবে? কিন্তু তাহা তো নহে। আদর্শ তো সম্মুখেই বর্ত্তমান! সাধকগণই তো আপনাদের দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিত্রাণ-সাধন ক'রয়া থাকেন? তাহারা যদি সেই আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের অনুবর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহাদেরও পরিত্রাণের পথ সুগম হইয়া আসে। তাই মন্ত্রে, তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণে, সদ্ভাবসমন্বিতচিত্তে সৎকর্ম্মের উদ্‌যাপনে সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত করিবার উদ্বোধনা ও সঙ্কল্প দেখিতে পাই। মন্ত্র এই ভাবেই অনুপ্রাণিত। * (৭ম-৩খ ২সূ ২সা)।

—— • ——

তৃতীয় সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয় সূক্তং। তৃতীয় সাম।)

৫ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩২

তে স্যাম দেব বরুণ তে মিত্র সূরিভিঃ সহ।

২ ৩ক ২র

ইষ৺ স্বশ্চ ধীমহি॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব' (দ্যোতমান স্বপ্রকাশ ইত্যর্থঃ) 'বরুণ' (হে করুণাময় ভগবন!) 'সূরিভিঃ সহ' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ সমৃদ্ধাঃ সন্তঃ, বয়ং 'তে' (তব) 'স্যাম' (শরণং গচ্ছাম ইতি ভাবঃ); তথা হে 'মিত্র' (মিত্রদেব, অথবা পরমমঙ্গলময় ভগবান!) 'সূরিভিঃ সহ' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ সমুদ্ভাসিতাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) বয়ং 'তে' (তব) 'স্যাম' (শরণং গচ্ছাম)। হে ভগবন! বয়ং 'ইষং' (অভীষ্টং) 'স্বশ্চ' (পরাগতিং চ) 'ধীমহি' (যাচামহে)। প্রার্থনামূলকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং পরাগতিং বিধেহি ইতি ভাবঃ। (৭ম—৩খ—২সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে নবম বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (সপ্তম মণ্ডল, পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্)।

বঙ্গানুবাদ।

দ্যোতমান স্বপ্রকাশ করুণাময় হে ভগবন্ (অথবা হে বরুণদেব) ! জ্ঞানজ্যোতিঃসমূহের দ্বারা সম্বদ্ধ হইয়া আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। অপিচ, হে মিত্রদেব অর্থাৎ মিত্রবৎ পরমকল্যাণময় হে ভগবন্! জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। হে ভগবন্! আমরা (আপনার নিকট) অভীষ্ট এবং পরমগতি যাচ্ঞা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের পরাগতি বিধান করুন)। (৭অ—৩খ—২সূ—৩সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'দেব বরুণ'! 'তে' তব স্তোতারঃ 'স্যাম' সমৃদ্ধা ভবেম। ন কেবলং বয়মেব যজমানাঃ কিন্তু 'সূরিভিঃ' স্তোতৃভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ সহ; তথা 'মিত্র' দেব! 'তে' বয়ং 'সূরিভিঃ' সহ 'স্যাম' ভবেম। কিঞ্চ ইষং অন্নং 'স্বশ্চ' রুচকঞ্চ 'ধীমহি' ধারয়ামহে। ৩।

• • •

তৃতীয় (১০৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, ভগবান জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে আমাদিগের অন্তরের অন্ধকার রাশি অপনোদন করিয়া আমাদিগকে পরাগতি বা মোক্ষ প্রদান করুন। জ্ঞানই যে শ্রেষ্ঠগতি লাভে একমাত্র সহায়—জ্ঞানই যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার পক্ষে প্রধান অবলম্বন, মন্ত্র তাহা প্রকটিত করিতেছে। মন্ত্র বলিতেছে,—যদি ভগবানের অনুগ্রহ-লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, জ্ঞানধনে ধনী হও; যদি মোক্ষলাভের কামনা কর, তাঁহার শরণ গ্রহণ কর। তিনি স্বয়ং তোমার উদ্ধার সাধন করিবেন, তিনি স্বয়ংই তো বলিয়াছেন,—

> "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
> তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং।"

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

> "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
> মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।
> সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।"

ভালই হউক, আর মন্দই হউক—সে বিচার না করিবার আবশ্যক নাই। সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকেই শরণ লইলে তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তি এবং নিত্যস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক একমাত্র তাঁহারই উপাসনা করিলে এবং তাঁহাকেই নমস্কার করিলে তাঁহাকেই যে পাওয়া যায়,—ভগবান প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়া দিয়া, শেষ কহিলেন,—সকল ধর্ম্ম (কর্ম্মফল) পরিত্যাগ (তাঁহাকে সমর্পণ) করিয়া, একমাত্র তাঁহাকে আশ্রয় করিলেই মানুষ তাঁহাকে পাইতে পারে। ভগবান স্বয়ং তাহাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিয়া, পরমস্থানে স্থাপন করিয়া থাকেন। সেই ভাবে শরণ গ্রহণের বিষয়ই মন্ত্রের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। * (৭অ ৩খ—২সূ—৩সা)।

— • —

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২উ　৩ ১ ২ ৩ ২৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১　২র

ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরি বাধো জহী মৃধঃ।

১ ২ ৩ ১　২র

বসু স্পার্হং তদা ভর॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষ্ট্রী, অস্মাকং অজ্ঞানরূপা অবিদ্যা ইতি ভাবঃ) 'অপ ভিন্ধি' (বিনাশয় ইত্যর্থঃ); 'বাধঃ' (পীড়নকারিণঃ) 'মৃধঃ' (কামসংগ্রামান্) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'জহী' (জহি, দূরীকুরু ইত্যর্থঃ); তদনন্তরং 'তৎ' (প্রসিদ্ধং ত্বদীয়মিতি যাবৎ) 'স্পার্হং' (অস্মাকং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'বসু' (জ্ঞানরূপং ধনং) 'আ ভর' (সমাহর, হৃদয়ে জনয় ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—'অজ্ঞান'নবৃত্তৌ সত্যাং কামনা-নিবৃত্তিস্ততোঽজ্ঞানং সংপ্রকাশতে।' (৭অ-৩খ ২সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! অজ্ঞানরূপ আমাদিগের অবিদ্যা-শত্রুদিগকে আপনি বিনাশ করুন, এবং পীড়নকারী কামনা-সংগ্রামকে সর্ব্বপ্রকারে নিদূরিত করুন। তার পর, আমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই জ্ঞানধন প্রদান করুন; অর্থাৎ,—আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান জন্মাইয়া দিউন। (ভাব এই—

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে নবম বর্গের চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত।

অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে, কামনার নিবৃত্তি হয়; তার পর, প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রকাশিত হয়।)॥ (৭অ—৩খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! ত্বং 'বিশ্বাঃ সর্ব্বাঃ 'দ্বিষ' দ্বেষ্ট্রীঃ শত্রুসেনাঃ 'অপ ভিন্ধি' বিদারয়। তথা 'বাধঃ' হিংসকান 'মৃধঃ' সংগ্রামান ত্বং 'পরি জহি' পরিতো নাশয়। হে সোম বাসক ইন্দ্র! 'স্পার্হং' স্পৃহণীয়ং দ্বেষ্ট্রীণাং 'বসু' ধনং যদস্তি 'তৎ' 'আভর'। (৭অ—৩খ—৩দ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ॰:•:॰ ——

এই সাম-মন্ত্রে প্রাণের কথা, হৃদয়ের উদ্বেগ, অন্তরের প্রার্থনা-সকল ভগবানকে জানান হইতেছে। বলা হইতেছে,—'দেব! আমাদের অবিদ্যা-অজ্ঞানরূপ শত্রুসকলকে বিনাশ করুন; প্রত্যহ কামনার সঙ্গে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা নিদূরিত করুন, আর আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই জ্ঞান ধন প্রদান করুন।' সাধক যেন নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন,—যেন নিজের দোষ ত্রুটি অজ্ঞানতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তাঁহার নিজের গৃহস্থগণ যে শত্রুর কার্য্য করিতেছে, তাহা যেন অনুভব করিতে পারিয়াছেন। তাই আজ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, কাতরতা আসিয়াছে, ভগবানে প্রার্থনা জানান হইতেছে। মন্ত্রার্থ একটু অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিলে এই ভাবই মনে উদিত হয়।

ভাষ্যকার সাধারণ দিক্ ধরিয়া মন্ত্রার্থ নিবৃত্ত করিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সাধারণ লোক বহির্জ্জগৎ লইয়াই থাকে; তাই বাহ্যবস্তু টাকাকড়ি শত্রুযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় লইয়াই তিনি অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে অপৌরুষেয় নিত্য-সত্য জ্ঞানাধার বেদ-মন্ত্রের যে একটু অগৌরব হয়, তাহার প্রতি তিনি লক্ষ্য করেন নাই। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে ইন্দ্র! সকল শত্রুসেনা বিদারণ কর, হিংসা-ক্ষেত্রে সংগ্রামসমূহে (তাহাদিগকে) বধ কর, তার পর তাহাদিগের স্পৃহণীয় সেই ধন আমাদিগকে প্রাপ্ত করাও।' সাধারণতঃ লোকের হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়, এ অর্থে সেই ভাব প্রকাশমান হইয়াছে।

এখন আমরা যে দিক্ দিয়া অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। 'বিশ্বাঃ' এই বিশেষণ পদটী বিসর্গান্ত থাকায় 'দ্বিষঃ' এই বিশেষ্য পদ এখানে স্ত্রীলিঙ্গ। সেই জন্য ভাষ্যকার 'দ্বিষঃ' পদের "দ্বেষ্ট্রীঃ" এইরূপ প্রতিবাক্য দিয়া শত্রুসেনা অর্থ করিয়াছেন। আমরাও স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ঐ পদে অজ্ঞানতারূপ "অবিদ্যা" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাৎপর্য্য,—শত্রুসেনা যেরূপ জীবের অপকার সাধন করে, অজ্ঞানতা-রূপ অবিদ্যাও সেইরূপ অপকার সাধিত করে। এই সাদৃশ্য এখানে পরিব্যক্ত। তার পর, 'বাধঃ'

(হিংসিত্রোঃ) 'মৃধঃ' (সংগ্রামান্) 'জহী' (হিন্ধি) ; অর্থাৎ, হিংসাকারী সংগ্রামকে হিংসা কর। এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য বোধ হয়,—হিংসাক্ষেত্র সংগ্রামসমূহে (সংগ্রামস্থ) শত্রুদিগকে বধ কর। নতুবা সংগ্রামকে হিংসা করা কিরূপ হয় ? আমরা এক্ষেত্রে "জহী মৃধঃ" স্থলে 'জহি ই-মৃধঃ' অথবা 'জহি মৃধঃ' (জহি পদ হ্রস্ব ইকারান্ত ধরিয়া) এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, 'বাধঃ' পীড়নকারী কাম সংগ্রাম-সকল বিদূরিত কর এই অর্থ লইয়াছি। ভাব এই কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির সংগ্রাম বড় সহজ সংগ্রাম নয়। এই সংগ্রামে মানুষ বড়ই বিধ্বস্ত হয়। এ সংগ্রামের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন। তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আমাদের এই কামনা প্রলোভন প্রভৃতিকে দূরীভূত করুন।' আরও, ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় পৌনরুক্ত্য ভাব আসে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—শত্রুসেনাকে বধ কর ; আবার বলা হইল সংগ্রামকে (সংগ্রামস্থ শত্রুকে) হিংসা কর। ফলতঃ, একরূপ অর্থই দাঁড়াইল। সাধারণ ব্যাকরণ নিয়ম অনুসারে 'হন্' ধাতুর লোট্ 'হি' বিভক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন 'জহি' পদ হ্রস্ব ইকারান্তই হয়। সাধারণ লোকে তাহা জানেন। এইরূপ ভাবে অর্থ নিষ্পন্ন করিলেই, কূট প্রক্রিয়া অবলম্বন করা অনুচিত মনে করি। তাই আমরা পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থই ব্যক্ত করিয়াছি। উহাতে সঙ্গতিও সঙ্গত মনে হয়। "বসু" সাধারণ ধন অপেক্ষা জ্ঞান-ধন যে বেশী 'স্পার্হং' স্পৃহণীয় আকাঙ্ক্ষণীয়, এ কথা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে কি ? যে ধন পাইলে অন্য সকল ধনের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়, সেই ধন কাহার না প্রার্থনীয় ? এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা "বসু" পদের জ্ঞান-ধন অর্থই সঙ্গত মনে করিয়াছি * (৭অ ৩খ ২হ ১সা)।

---

* ১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের এক-চত্বারিংশৎ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ঊনপঞ্চাশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই সাম-মন্ত্রের ছন্দ আর্চ্চিকেও (২অ ২প্র ২দ) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।

২। এই মন্ত্রের 'জহী' পদ পাঠান্তরে জহি-রূপ দৃষ্ট হয়। আমরা ব্যাখ্যায় সেই ভাবই প্রকাশ করিয়াছি। 'জহী' পদের দীর্ঘত্ব সম্বন্ধে লিখিত আছে—"দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি (৬।৩।১৩৫) দীর্ঘঃ।"

৩। মন্ত্রান্তর্গত 'অপ' পদ সম্বন্ধে বিবরণকারের মত ; যথা,—'অপ উপসর্গশ্রুতেঃ ক্রিয়াপদমধ্যাহ্রিয়তে, অপেতা অস্মত্তঃ অপনীয়েত্যর্থঃ' ইতি। নিঘণ্টুতে (২।১৭।১৯) 'স্পৃধঃ' 'মৃধঃ' প্রভৃতি পদ সংগ্রাম-নাম মধ্যে পরিগণিত আছে।

৪। এই মন্ত্রের একটী হিন্দী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ; যথা,—

"হে ইন্দ্র সম্পূর্ণ দ্বেষকরনেবালী শত্রুসেনাওঁকো বিদীর্ণ করো নাশকরনেবালে সংগ্রামোঁকো নষ্ট করো, তদনন্তর উনকে স্পৃহা করনে যোগ্য উস প্রসিদ্ধ ধনকো হমেঁ লাকর দো।"

"হে ইন্দ্র ! তুমি দৃঢ় স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, স্থির স্থানে যাহা বিন্যাস করিয়াছ, সন্দেহযুক্ত স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, সেই স্পৃহণীয় ধন আহরণ কর।"

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ০ ২ ৩ ১ ২

যস্য তে বিশ্বমানুষগ্ভূরের্দত্তস্য বেদতি।

২ ৩ ১র ২র

বসুস্পার্হং তদা ভর ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'তে' (তব, ভবতাং) 'দত্তস্য' (দত্তং) 'ভূরি' (প্রভূতং—শ্রেষ্ঠং ইত্যর্থঃ) 'যস্য' (যদ্ধনং) 'বিশ্বঃ' (বিশ্বে সর্ব্বে) 'আনুষক্' (ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ ইতি ভাবঃ) 'বেদতি' (লভন্তে) তৎ 'স্পার্হং' (স্পৃহণীয়ং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) বসু (ধনং) 'আভর' (প্রযচ্ছ—অস্মভ্যং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! অস্মান্ পরমধনং মোক্ষধনং চ প্রদেহি। (৭অ ৩খ ৩সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার প্রদত্ত যে শ্রেষ্ঠঃ ধন বিশ্বের যাবতীয় ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ লাভ করেন; সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই পরম ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে পরমধন—মোক্ষধন প্রদান করুন)। (৭অ—৩খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'তে' ত্বাং। বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ (৩।১।৮৫)। 'দত্তস্য' দত্তং 'ভূরি' বহু 'যস্য' যৎ ধনং সর্ব্বত্র কর্ম্মণি ষষ্ঠী। বেদিতব্যা 'বিশ্বং' সর্ব্বং ভক্তজনং 'আনুষক্' ইতি আনুপূর্ব্ব্যা সততং সর্ব্বো মনুষ্যো 'বেদতি' জানাতি তৎ 'স্পার্হং' স্পৃহণীয়ং 'বসু' 'আভর'। (৭অ—৩খ—৩সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাব সরল সহজবোধ্য। সুতরাং ভাষ্যকারের বা ব্যাখ্যাকারের সহিত মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনেও বিশেষ কোনও মতান্তর নাই। প্রচলিত ব্যাখ্যাটী এই,—'হে ইন্দ্র! তোমার দত্ত যে বহুধন আছে বলিয়া লোকে জানে, সেই স্পৃহনীয় ধন আহরণ কর।"

ভগবদনুসারী যাঁহারা, তাঁহারা ভগবানের নিকট হইতে কি ধন লাভ করেন, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষণীয়ই বা কি সামগ্রী হইয়া থাকে ?' ইহলৌকিক ধনসম্পৎ কখনই তাঁহাদের প্রার্থনার সামগ্রী হইতে পারে না। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা—বন্ধনমোচন। সুতরাং যে অনিত্য ইহলৌকিক ধনসম্পৎ বন্ধনের হেতুভূত, তাহা তাঁহাদিগের নিকট অতি তুচ্ছ। তাঁহারা বন্ধন-মোচনের হেতুভূত সেই পরমার্থ ধন পাইবারই কামনা করিয়া থাকেন। মন্ত্রে সেই ধনলাভের প্রার্থনাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমোদরে প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—মিছা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, অনিত্য ঐহিক সুখে সারা জীবন প্রমত্ত রহিলাম। তথাপি ভোগসুখের অবসান হইল না। এখন পারের উপায় কি ? তাই ভাবিয়াই আকুল হইয়াছি। কাতরকণ্ঠে তাই প্রার্থনা জানাইতেছি,—'হে ভগবন্। ঐহিক সুখসাধক পরিণামবিরস অনিত্য ধনের আকাঙ্ক্ষা আর আমার নাই। আপনার ভক্ত সাধক আপনার নিকট হইতে যে শ্রেষ্ঠধন লাভ করিয়া থাকেন, যে ধন পাইলে তাঁহাদের চাহিবার আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি সাধিত হয়, হে ভগবন্! আমায় সেই পরমধন প্রদান করুন। আমার ভোগসুখের অবসান হউক—আমার জন্মগতি নিরোধ হইয়া যাউক।' মন্ত্র এই আকুল আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করিতেছে।

প্রার্থনাকারী প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—'হে ভগবন্! আপনি সকল ধনের অধিকারী। সে ধনের শ্রেষ্ঠ ধন—মোক্ষধন! আপনি আমাদিগকে সেই ধন প্রদান করুন। অনিত্য পার্থিব ধনের আকাঙ্ক্ষা আমরা করি না। আপনি সেই মোক্ষ ধন প্রদান করিয়া আমাদিগকে আপনার পাদ-পদ্মে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখুন,—ইহাই আমাদিগের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা।

ভাষ্যকারের পদাঙ্কানুসরণে আমরা নানা স্থানে মন্ত্রের অন্তর্গত কোনও কোনও পদের বিভক্তি প্রভৃতি ব্যত্যয়ে বাধ্য হইয়াছি। 'বেদতি' ক্রিয়াপদের অর্থ, আমাদের মতে হইয়াছে —'লভন্তে।' 'বিদ' ধাতু বহু অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে 'লাভ' অর্থ অন্যতম। আমরা এখানে সেই অর্থেই সুসঙ্গতি দেখি। তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে,—তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। 'আনুষক্' পদের অর্থে ভাষ্যকার 'সর্ব্বো মনুষ্যো' বলিয়াছেন। আমরা ঐ পদের 'ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ' অর্থেরই সার্থকতা উপলব্ধি করি। ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান পাইবার অধিকারী হয়েন, 'আনুষক্ বেদতি' পদদ্বয়ে এই ভাবই প্রকাশ করে, আর এই ভাবেই মন্ত্রের অর্থের সঙ্গতি রক্ষিত হয়। ভগবান যে অশেষ ধনশালী, মানুষ তাহা জানিলে কি লাভ হইল — যদি সে ধন পাইবার জন্য সে আগ্রহান্বিত না হয়! সেই ধন লাভের চেষ্টায়ই—তাঁহাকে শ্রেষ্ঠধনের অধিকারী এবং তাঁহার শরণপরায়ণ ব্যক্তিই সে ধন লাভ করে—বলিবার তাৎপর্য্য। * (৭প্র-৩খ-৩সূ ২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতায় ষষ্ঠ অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে একোনপঞ্চাশৎ বর্গের পঞ্চম ঋকে পরিদৃষ্ট হয়। (অষ্টম মণ্ডল, পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের দ্বিচত্বারিংশ ঋক)।

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
যদ্বীড়াবিন্দ্র যৎ স্থিরে যৎপর্শানে পরাভৃতম্।
১ ২ ৩ ১র ২র
বসু স্পার্হং তদা ভর॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'যৎ' (ধনং) 'বীড়ৌ' (দৃঢ়স্থানে সুরক্ষিতাবস্থায়াং ইতি ভাবঃ) পরাভৃতং' (নিহিতং, রক্ষিতং), তথা 'যৎ' (ধনং) 'স্থিরে' (অপরিবর্ত্তনীয়ে অবস্থায়াং, নিত্যং ইতি ভাবঃ) পরাভৃতং, তথা 'যৎ' (ধনং) 'পর্শানে' (বিমর্শক্ষমে, অজ্ঞাত প্রদেশে) পরাভৃতং' 'তৎ' (সর্ব্বং) 'স্পার্হং' (স্পৃহণীয়ং) 'বসু' (ধনং) 'আভর' (আহর, প্রযচ্ছ)। দৃঢ়রক্ষিতং দুষ্প্রাপ্যং অজ্ঞাতং নিত্যস্বরূপং যদ্ধনং ত্বয়ি বিদ্যমানং অস্তি, অস্মভ্যং তৎ প্রযচ্ছ—ইত্যেবং প্রার্থনা। (৭অ—৩খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যে ধন দৃঢ়-স্থানে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে, যে ধন স্থির অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় রক্ষিত আছে, আর যে ধন অজ্ঞাত স্থানে রক্ষিত আছে, সেই সকল প্রকার ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে—দৃঢ়রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য অজ্ঞাত নিত্যস্বরূপ যে ধন আপনাতে বিদ্যমান আছে, সেই ধন আমাকে প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনা)। (৭অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! ত্বয়া চ 'বীড়ৌ' দৃঢ়ে পরৈঃ কম্পয়িতুমশক্যে 'যৎ' ধনং 'পরাভৃতং' বিহৃতং 'যৎ' চ 'স্থিরে' স্বয়মচলে পরাভৃতং, 'যৎ' চ 'বিপর্শানে' বিমর্শনক্ষমে পরাভৃতং তৎ 'স্পার্হং' স্পৃহণীয়ং 'বসু' 'আ ভর' আহর। (৭অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

—×‡•‡×—
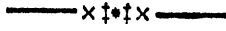
এই মন্ত্রে ধনের প্রার্থনা আছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে ধন রক্ষিত হইয়া থাকে। পার্থিব অপার্থিব সকল প্রকার ধনের সম্বন্ধেই এইরূপ পরিকল্পনা করা যাইতে পারে। 'বিড়ৌ' 'স্থিরে' ও 'বিগর্হানে'—এইরূপ ত্রিবিধ স্থানে—ত্রিবিধ আবরণে আমাদিগের স্পৃহনীয় (স্পার্হং) ধন রক্ষিত আছে। ভগবান ইন্দ্রদেবের নিকট সেই ধনের প্রার্থনা করা হইতেছে। বলা হইতেছে—'যে ধন 'বিড়ৌ' অর্থাৎ দৃঢ়স্থানে আছে অর্থাৎ অপরে যে ধনকে কাঁপাইতে বা নড়াইতে সমর্থ নহে, হে ভগবন! আমাদিগকে সেই ধন আপনি প্রদান করুন; অর্থাৎ, আপনি ভিন্ন অন্তে যে ধনের অধিকারী নহে, সেই ধন আমরা যাচ্ঞা করিতেছি। আর যে ধন 'স্থিরে' অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় আছে; অর্থাৎ যে ধন নিত্য, সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। তৃতীয়তঃ, যে ধনের বিষয় সকলে জ্ঞাত নহে অর্থাৎ আমাদিগের সকলের অজ্ঞাত স্থানে (বিগর্হানে) যে ধন রক্ষিত আছে, হে ভগবন! সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন।' ফলতঃ, দৃঢ়রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য অপরের অপরিজ্ঞাত নিত্য-স্বরূপ পরমার্থরূপ যে ধন একমাত্র আপনারই অধিকারে আছে, হে ভগবন! সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন,—প্রার্থনার ইহাই ভাবার্থ। (৭অ—৩থ ৩সূ—৩সা) ।

—*—

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যজ্ঞস্য হি স্থ ঋত্বিজা সস্নী বাজেষু কর্ম্মসু।

১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্॥ ১॥*

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানরূপৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) 'ঋত্বিজা' (প্রজ্ঞাপকৌ, সম্পাদকৌ বা) 'স্থঃ' (ভবথঃ); অতঃ 'সস্নী' (সৎকর্ম্মণঃ সুফলদায়কৌ যুবাং) 'তস্য' (শরণাগতং মাং) 'বোধতং' (উদ্বোধয়তং—সৎকর্ম্মণঃ সুফলদাতার,

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে, তৃতীয় অধ্যায়ে, একোনপঞ্চাশৎ বর্গে ষষ্ঠ সূক্তের অন্তর্গত। (অষ্টম মণ্ডল পঞ্চচত্বারিংশ সূক্ত একচত্বারিংশ ঋক্) ছন্দ আর্চ্চিকেও (প্রথম ভাগে ৩প্র—১খ—১০সূ পরিদৃষ্ট হয়)।

অথবা ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণায় ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সাধকঃ আত্মানং উদ্বোধয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! অস্মান্ কর্ম্মশক্তিং দিব্যজ্ঞানং চ প্রদেহি; অস্মাকং কর্ম্মক্ষয়ং ভবতু। (৭অ—৩খ—৪সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তিজ্ঞানরূপ হে দেবদ্বয়! আপনারা সৎকর্ম্মের প্রজ্ঞাপক বা সম্পাদক হয়েন। অতএব সৎকর্ম্মের সুফলপ্রদায়ক আপনারা উভয়ে শরণাগত আমাকে, সৎকর্ম্মের সুফললাভের নিমিত্ত অর্থাৎ ভগবানে কর্ম্মফল-সমর্পণের জন্য উদ্বোধিত করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সাধকের আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি এবং দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন। আমাদিগের কর্ম্ম ক্ষয় হউক)। (৭অ—৩খ—৪সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! যুবাং 'যজত্র' জ্যোতিষ্টোমাদেঃ 'ঋত্বিজা স্থঃ' ঋত্বিজৌঃ যজ্ঞে কালে কালে যষ্টব্যৌ ভবথঃ। অতো 'বাজেষু' সংগ্রামেষু কর্ম্মসু যজ্ঞাত্মকেষু চ 'সস্নী' সাস্নাতৌ শুদ্ধৌ সন্তৌ 'তস্য' তং মাং হে ইন্দ্রাগ্নী! 'বোধতং' অথবা তস্য মম স্তুতিং জানীতং॥১॥

* * *

প্রথম (১০৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে সৎকর্ম্মের সুফল লাভের এবং সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। আত্মের উদ্বোধনার সঙ্গে সঙ্গে সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি এবং দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন এবং আমাদিগের কর্ম্মক্ষয়ে মোক্ষধন প্রদান করুন।'

মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা বিশুদ্ধ ও ঋত্বিক, যুদ্ধে এবং কর্ম্মে আমাকে অবগত হও।" বলা বাহুল্য, এ অর্থ ভাষ্য হইতে কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র প্রকারের। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা মন্ত্রের কয়েকটী পদের অর্থ ভিন্নরূপে গ্রহণ করিয়াছি। 'সস্নী' পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'সস্নাতৌ শুদ্ধৌ সন্তৌ' অর্থাৎ স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইয়া।' কিন্তু বিবরণকারের মতে ঐ পদের অর্থ—'সাধনস্বভাবঃ'। আমরা তাহা হইতে 'সৎকর্ম্মণঃ সুফলদায়কৌ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞান এবং শক্তি—সৎকর্ম্মের সুফল প্রদান করে। তাদের সাহায্যে কর্ম্মের সম্যক্ নিষ্পাদন

করিবার শক্তির উন্মেষ হয়। আর সেই শক্তিতেই কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই অর্থেই আমাদিগের অর্থের সার্থকতা। * (৭অ—৩খ—৪সূ—১সা)।

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩　১　২　　৩　১　২　　৩১　২র
তোশাসা রথযাবানা বৃত্রহণাপরাজিতা।
১　২　৩　১　২
ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানরূপৌ হে দেবৌ!) 'তোশাসা' (বহিঃশত্রুনাশকৌ, পরমজ্যোতিঃ-সম্পন্নৌ ইতি ভাবঃ) বৃত্রহনা' (অন্তঃশত্রুনাশকৌ) 'অপরাজিত' (সর্ব্বজয়যুক্তৌ) 'রথযাবানা' (কর্ম্মরূপে যানে গন্তারৌ) যুবাং 'তস্য' (শরণাগতং মাং) 'বোধতং' (উদ্বোধয়তং—সৎকর্ম্মণঃ সুফললাভায় কিঞ্চ ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণায় ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বহিরন্তঃশত্রুনাশেন সদ্বৃত্তিকামন্বেষণায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে দেব! অস্মাকং বহিরন্তঃশত্রূন নাশয়। শত্রুনাশেন জ্ঞানজ্যোতিষা হৃদয়ং সমুদ্ভাসয়ন অস্মান পরাগতিং বিধেহি। (৭অ—৩খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তি ও জ্ঞান রূপ হে দেবদ্বয়! পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন বহিরন্তঃশত্রু-নাশক সর্ব্বত্রজয়যুক্ত কর্ম্মরূপ রথে গমনকারী আপনারা উভয়ে শরণাগত আমাকে সৎকর্ম্মের সুফললাভের জন্য অর্থাৎ কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণের নিমিত্ত উদ্বোধিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে বহিরন্তঃশত্রুনাশে সদ্বৃত্তিরূপান্বেষণের প্রার্থনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগের বহিরন্তঃশত্রু নাশ করুন। আর শত্রুনাশে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে হৃদয় উদ্ভাসিত করিয়া আমাদিগকে পরাগতি প্রদান করুন)। (৭অ—৩খ—৪সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশ বর্গের প্রথম সূক্তে (ষষ্ঠ মণ্ডল ষষ্ঠত্রিংশৎ সূক্তের প্রথম ঋক্) পরিদৃষ্ট হয়।

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! 'তোশাসা' শত্রূন্ হিংসন্তৌ, 'রথযাবনা' রথেন গচ্ছন্তৌ 'বৃত্রহণা' বৃত্রস্য হন্তারৌ 'অপরাজিতা' কেনাপ্যপরাজিতৌ 'তদ্' তং মাং 'বোধতং'। (৭অ—৩খ ৪সূ—২সা)।

* • *

দ্বিতীয় (১০৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত বিশেষণ পদগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে স্বতঃই প্রশ্নের উদয় হয়— নির্গুণ গুণাতীত যিনি, তাঁহাকে এ গুণবিশেষণে বিশেষিত করিবার আবশ্যক হয় কেন? গুণাতীত যিনি, অনন্ত যিনি গুণবিশেষণে বিশেষিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিলে, অনর্থের সূচনা হয়। কিন্তু অনেক সময় মহাপুরুষগণ অনন্তের রূপগুণ-অবস্থানের নির্দ্দেশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে, তাৎপর্য্য সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

অরূপের অনন্ত রূপ ধারণা হয় না বলিয়াই অরূপে রূপের কল্পনা করা হয়। অগুণের (নির্গুণের) অনন্ত গুণ বলিয়া, নির্গুণে গুণ-কল্পনা দেখিতে পাই। তাই আমরা মনে করি, অরূপ শব্দে রূপশূন্যতা নহে। তাঁহার রূপ অনন্ত; তাই তিনি অরূপ। কোনও গুণ নাই বলিয়াই যে তিনি নির্গুণ, তাহা নহে। তিনি গুণের অতীত, তাঁহাতে গুণের শেষ নাই অথবা তাঁহার অনন্ত গুণ—এই জন্যই তাঁহার নির্গুণ (অনন্ত গুণ) বিশেষণ। তাঁহাকে অনন্ত জানিয়াও—তাঁহাকে অনন্তরূপ অনন্তগুণ জানিয়াও তাঁহাতে যে রূপ বিশেষের বা গুণ-বিশেষের আরোপ করি, সে কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য। সান্ত হৃদয়ে অনন্তের ধারণা অতি আয়াসসাধ্য; তাই আবশ্যক অনুসারে অনন্তে গুণ-রূপের আরোপ। লক্ষ্য যদি সান্তের মধ্য দিয়া অনন্তে পৌঁছিতে পারা যায়। কিন্তু অনেক সময় সেই অরূপে রূপের আরোপে, নির্গুণে গুণের সমাবেশে অনর্থের সূচনা হয় বলিয়া সাধক তাঁহাকে রূপগুণে বিশেষিত করিয়াও ক্ষমা প্রার্থনা করেন,—

> "রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং
> স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
> ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
> ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্।"

অর্থাৎ,—রূপবিবর্জ্জিত তুমি; তোমাতে রূপের আরোপ করি। গুণাতীত তুমি; তবে তোমায় গুণস্তুত করি। সর্ব্বব্যাপী তুমি; তীর্থাদির কল্পনায় তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করি। হে জগদীশ! তোমার কৃপায় বিকলতাসম্পাদন বিষয়ক আমার এই ত্রিবিধ দোষ নিরাকৃত হউক। তুমি ক্ষমা কর।

সাধকের এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত প্রার্থনা করেন,—'যেন এই রূপের মধ্য দিয়াই

তোমায় পাই, যেন এই গুণের মধ্য দিয়াই তোমায় পাই, যেন এই স্থানের গণ্ডীর মধ্য দিয়াই তোমায় আবদ্ধ দেখি। তাই তাঁহারা বলেন,—

"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ।"

'কি আকাশ, কি অনিল, কি সলিল, কি পৃথিবী কি নক্ষত্রদল, কি পৃথিবীর প্রাণিসকল, কি দিকসমূহ, কি তরুলতা ফলমূল, কি সরিৎ, কি ভূধর, কি কন্দর—ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে, সকলই শ্রীহরির শরীর মনে করিয়া অনন্যমনে প্রণাম করিবে।' ভক্ত এই ভাবেই তাঁহাকে দর্শন করেন, এই ভাবেই তাঁহাকে প্রণাম করেন; সাধক এই ভাবেই তাঁহাতে পূজাপরায়ণ হন; যোগী এই ভাবেই তাঁহাতে যুক্ত হইয়া থাকেন; এইভাবে তাঁহাতেই ন্যস্তচিত্ত হন। অরূপে রূপের আরোপ নির্গুণে গুণের সমাবেশ—তাহার তাৎপর্য্য এই বলিয়াই মনে করি। এই জন্যই অগ্নি ইন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হয়; এই কারণেই রাম-নৃসিংহ-কৃষ্ণ-শঙ্কর-ব্রহ্মাদি দেবগণের আরাধনা; এই কারণেই জগন্নাথজগদ্ধাত্রী-কালী-তারা-দুর্গা প্রভৃতির অর্চ্চনা; এই কারণেই অসংখ্য অগণ্য তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনা। আমাদিগের ক্ষুদ্র হৃদয়, অনন্তের ধারণায় অসমর্থ বলিয়াই অনন্তকে সান্তরূপগুণে বিভূষিত করিয়া সান্তের মধ্য দিয়াই, অনন্তের পথে অগ্রসর হইবার পরিকল্পনা করিয়া থাকে। রূপবিবর্জ্জিতে রূপের আরোপ, বাক্যাতীতকে বিশেষণে সীমাবদ্ধ, সর্ব্বব্যাপীকে স্থানবিশেষে অবস্থিতির পরিকল্পনা - এই কারণেই বিহিত হয়।

মন্ত্রের মধ্যে 'তোশাসা', 'রথযাবানা' 'বৃত্রহণা' প্রভৃতি পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐ সকল পদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই মন্ত্রার্থ সরল ও সহজবোধ্য হইয়া আসিবে। 'বৃত্রহণা' পদের বিশ্লেষণে অন্তঃশত্রুনাশের বিষয়ই উপলব্ধি হয়। অজ্ঞানতারূপ বৃত্রকে হনন করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানসূর্য্যকে প্রতিভাত করিয়া দেন—এই জন্যই ইন্দ্র ও অগ্নি 'বৃত্রহণা' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। কর্ম্ম ও জ্ঞানের শত্রুনাশ-সামর্থ্যের বিচিত্রতা লোকপ্রসিদ্ধ। জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা বিনাশে সদ্ভাবের উদয়ে কর্ম্মশক্তির পরিস্ফুরণে অজ্ঞানতা-রূপ বৃত্রের যথকার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে। এই ভাবেই 'বৃত্রহণা' পদের সার্থকতা। তার পর 'রথযাবানা' পদে 'যিনি রথে গমন করেন' অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার করেন। আমরাও ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি বটে; তবে আমাদের সে রথ স্বতন্ত্র প্রকারের। 'তোশাসা' পদের সহিত 'রথযাবানা' পদের সংযোগে ভাষ্যকার সাধারণ লোকপ্রচলিত রথের প্রতিই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ঐ 'রথযাবানা' পদে 'কর্ম্মরূপ যানে যিনি বা যাঁহারা গমন করেন' —এই ভাব উপলব্ধি করি। 'তোশাসা' পদের অর্থ, বিবরণকারের অনুসরণে, 'কর্ম্মরূপযানে গন্তারৌ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সেরূপ তাৎপর্য্য-গ্রহণের সার্থকতাও আছে। জ্ঞান ভক্তি—কর্ম্মের প্রভাবেই সঞ্জাত হয়। সৎকর্ম্মের দ্বারা সদ্ভাবের উদয় হয়। সেই সদ্ভাবেই জ্ঞান-ভক্তি সঞ্জাত হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানভক্তি সংবাহিত কর্ম্মরূপ যানে আরোহণ করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বাবপূর্ণ হৃদয়মন্দিরে ভগবান আসিয়া অধিষ্ঠিত হন। 'তোশাসা' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের কথঞ্চিৎ মতান্তর ঘটিয়াছে। বিবরণগ্রন্থে ঐ পদের

অর্থ হইয়াছে 'দীপ্তিসম্পন্নৌ' তাহা হইতে আমাদিগের অর্থ হইয়াছে—'পরমজ্যোতিঃসম্পন্নৌ।' ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা 'শত্রূন্ হিংসন্তৌ' হইতেও আমাদিগের এই অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে। জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রভাবে হৃদয়ের অন্ধকাররাশি এবং রিপুশত্রু বিদূরিত হইলেই তাহাদের (কর্ম্মের ও ভক্তির) জ্যোতিঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠে অথবা তাহাদের বিমল জ্যোতিতে অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু বিনষ্ট হয়। 'বহিঃশত্রু বিনষ্ট হয়' বলিতে বিশ্বপ্রীতির উদয়ে শত্রু মিত্র সব সমান হইয়া যায়, তখন আর ভেদাভেদ কিছুই থাকে না এই ভাবই বুঝিতে পারি।

মন্ত্রের ভাব এই যে,—'কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভাবে আমাদিগের বহিরন্তঃশত্রু বিনষ্ট হউক; বিশ্বপ্রীতির উদয় হউক। সৎকর্ম্মের শুভফলাতে, জ্ঞানজ্যোতিতে হৃদয় সমুদ্ভাসিত হউক। এইরূপে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া পরাগতি প্রাপ্ত হই।* (১অ—৩খ—৪হ—২সা)।

— • —

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং শুক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইদং বাং মদিরং মধ্বধুক্ষন্নদ্রিভির্নরঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী!' (শক্তিজ্ঞানরূপৌ হে দেবৌ!) 'বাং' (যুবাং) 'নরঃ' (সৎকর্ম্মণাং নেতারৌ সৎকর্ম্মণি নিয়োজকৌ বা নরান ইতি ভাবঃ) ভবতং ইতি শেষঃ। যুবয়োঃ অনুগ্রহেণ 'অদ্রিভিঃ' (অদ্রিবৎপাপকঠোরহৃদয়াদপি ইতি ভাবঃ) 'মদিরং' (মদকরং, পরমানন্দদায়কং ইত্যর্থঃ) 'মধু' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং অমৃতং ইতি ভাবঃ) 'অধুক্ষন' (ক্ষরতি)। অতঃ যুবাং 'ইদং তস্য' (পাপকলুষপূর্ণং বজ্রকঠোরহৃদয়ং মাং ইতি ভাবঃ) 'বোধতং' (উদ্বোধয়তং—সদ্ভাবজননায় ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া পাপাত্মানঃ অপি সাধুরেব মন্যতে। অতঃ প্রার্থনা - হে ভগবন! পাপকলুষপূর্ণং মম বজ্রকঠোরহৃদয়ং উদ্ভিন্নং কৃত্বা মাং সদ্ভাবসমন্বিতং কুরু ইতি ভাবঃ। (১অ—৩খ—৪হ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তি-জ্ঞানরূপ হে দেবদ্বয়! তোমরা উভয়ে সৎকর্ম্ম-সমূহের নেতা অর্থাৎ সৎকর্ম্মের নিয়োজক হও। তোমাদিগের অনুগ্রহে অদ্রিবৎ পাপ-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশ বর্গে দ্বিতীয় ঋক্‌ের অন্তর্গত। (অষ্টম মণ্ডল, অষ্টত্রিংশৎ সূক্ত দ্বিতীয় ঋক্)।

কাঠার হৃদয়েও পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বের অমৃত-ধারা ক্ষরিত (বিগলিত) হয়। অতএব তোমরা পাপ-কলুষ-পূর্ণ কঠোর-হৃদয় আমাকে (সত্ত্বভাব-জনন জন্য) উদ্বোধিত কর। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক ও প্রার্থনা-মূলক। ভগবৎকৃপায় পাপাত্মাও সাধু বলিয়া পূজিত হয়। অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! পাপ-কলুষ-পূর্ণ আমার কঠোর-হৃদয় উদ্ভিন্ন করিয়া আমাকে সত্ত্বভাব-সমন্বিত করুন। (৭অ—৩খ—৪সূ—৩য়) ॥

*

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! 'বাং যুবাং উদ্দিশ্য 'নরঃ' যজ্ঞস্য নেতারঃ 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'মদিরং' মদকরং 'মধু' সোমাত্মকং অমৃতং 'অধুক্ষন' অপূরয়ন। সিদ্ধমন্যৎ ॥ (৭অ—৩খ—৪সূ—৩সা) ॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। ০॥

* * *

তৃতীয় (১০৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে নিত্যসত্য-প্রখ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকটিত দেখি। মানুষ যদি নিতান্ত পাপাত্মাও হয়, আর সে যদি একবার ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে সেও সাধু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ভগবদনুগ্রহ-লাভে তাহার পাপকলুষিত পাষাণ হৃদয়েও সত্ত্বভাবের অমৃতধারা প্রবাহিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের মুখেও এই কথাই শুনিতে পাই। তিনি সাধক ভক্ত অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন,—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"
অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

অর্থাৎ,—ভগবান সর্ব্বভূতেই সমান; তাঁহার শত্রু মিত্র কেহ নাই। এই জ্ঞান লাভ করিয়া যিনি ভক্তি সহকারে তাঁহার ভজনা করেন, তিনি ভগবানকেই প্রাপ্ত হন। তাঁহারা তাঁহাতেই থাকেন, ভগবানও সেই সকল ব্যক্তিতেই অবস্থান করেন। এমন কি, অতি কঠোরচিত্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভজনশীল হইয়া তাঁহাকে ভজনা করে, সে-ও সাধু বলিয়া গণ্য হয়। ভগবানকে ভজনা করিলে অতি দুরাচার ব্যক্তিও অচিরে ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্যশান্তি প্রাপ্ত হয়েন। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—'হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত প্রনষ্ট হয় না, ইহা নিশ্চয় জানিও।' ফলতঃ,

ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে ভজনা করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তবে যে কেহ তাঁহাকে সর্ব্বভূতস্থিত বলিয়া বুঝিতে পারে না, তাহার কারণ এই যে,—জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় নাই। কস্তুরী মৃগ যেমন আপনার নাভির গন্ধে মুগ্ধ হইয়া সেই গন্ধের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ সাধনাহীন অজ্ঞান ব্যক্তি আপনার অন্তরেই ভগবান অবস্থিত তাহা বুঝিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করে। কিন্তু অনন্যভাক্ হইয়া ভগবানকে ভজনা করিতে পারিলে, ভগবানকে অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। রত্নাকর এবং বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি অতি দুরাচার হইলেও যে তাঁহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, সে কেবল তাঁহাদের একনিষ্ঠতার প্রভাবে। সেইরূপ একনিষ্ঠ - সেইরূপ অনন্যভাক্ হইবার উপদেশই মন্ত্রের মধ্যে নিহিত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে আমরা 'নরঃ' 'অদ্রিভিঃ' প্রভৃতি পদের বিভক্তিব্যত্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছি। তাহাতে মন্ত্রের যে সঙ্গত অর্থ হইয়াছে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। জ্ঞান ও ভক্তি—সৎকর্ম্মে মানুষকে প্রবর্ত্তিত করে। তাহাদের সাহায্যতায়ই মানুষ ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হয়। 'অদ্রিভিঃ' পদে পাষাণতুল্য কঠিন হৃদয়ের প্রতিই লক্ষ্য আছে। পর্ব্বত যেমন সুকঠিন দুর্ভেদ্য; পাপকলুষিত হৃদয়ও তেমনি দুর্ভেদ্য। সারাজীবন যে পাপরত, তাহার অন্তর হইতে দয়া মায়া ভক্তি সরলতা প্রভৃতি চিরতরে নির্ব্বাসিত;—পর্ব্বতের ন্যায় তাহার হৃদয় কঠিনতাপ্রাপ্ত। তাই সেই হৃদয় বা অন্তর 'অদ্রি' বা পর্ব্বতের সহিত তুলনা করা হয়। পাষাণ হইতে যেমন বারিধারা সময় সময় নির্ঝররূপে নির্গত হয়; সেইরূপ পাপকঠোর হৃদয় হইতে স্নেহপ্রবৃত্তির উন্মেষও অসম্ভব নহে। তবে তৎপক্ষে ভগবানের করুণা একান্ত প্রয়োজন। তাঁহার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। তিনি দয়াপরবশ হইলে—অসাধুও সাধুর শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে। মন্ত্রের শেষাংশে তাই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে,—'হে ভগবন্। জানি আমি—আপনি সব; জানি আমি—আপনার কৃপায় পাষাণে বারিনির্ঝর প্রবাহিত হয়; শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইয়া উঠে। তাই জানিয়াই আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। প্রকৃতি অধম আমরা; সারাজীবন পাপাচরণে অন্তরের স্নেহসত্ত্বভাবরাশি একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। অন্তর পর্ব্বতবৎ কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছে। আপনি দয়া করুন; কৃপা করিয়া পাপরাশি বিধৌত করিয়া দিউন; হৃদয়ে সদ্ভাবের স্নেহধারা প্রবাহিত হউক। আর সেই অমৃতধারা-প্রবাহে অভিষিক্ত হইয়া আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করি; এবং স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আপনাতে লীন হইয়া যাই। * (৭অ—৩খ ৪সূ ৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হইবে। (অষ্টম মণ্ডল, অষ্টত্রিংশৎ সূক্ত, তৃতীয় ঋক)।

এই মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে ইন্দ্র ও অগ্নি যজ্ঞের নেতাগণ তোমাদের উদ্দেশ্যে প্রস্তর দ্বারা এই মদকর মধু দোহন করিয়াছেন। তোমারা আমাকে অবগত হও।"

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ২ ১ ২
ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অর্কস্য যোনিমাসদম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) ত্বং 'মরুত্বতে' (বিবেকলাভায়) 'অর্কস্য' (জ্ঞানযজ্ঞস্য ইত্যর্থঃ) 'যোনিং' (উৎপত্তিমূলং—হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসদং' (প্রাপ্নুহি ইত্যর্থঃ); অপিচ, 'ইন্দ্রায়' (ভগবৎপ্রীত্যর্থং) 'মধুমত্তমঃ' (মধুরতমঃ, অভীষ্টবর্ষকঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'পবস্ব' (ক্ষর, করুণাধারয়া মম হৃদি উপজিতঃ ভব ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—ভগবল্লাভায় মম হৃদি সত্ত্বভাবঃ আবির্ভবতু—ইতি ভাবঃ॥ (৭অ—৪খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিবেকলাভের জন্য জ্ঞানযজ্ঞের উৎপত্তিমূল আমার হৃদয়কে প্রাপ্ত হও; অপিচ ভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত মধুরতম অর্থাৎ অভীষ্ট-পূরক হইয়া করুণাধারায় আমার হৃদয়ে উপজিত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানকে লাভের নিমিত্ত আমার হৃদয়ে সত্ত্বভাব আবির্ভূত হউক)। (৭অ—৪খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'মধুমত্তমঃ' অতিশয়েন মধুমান্ ত্বং 'অর্কস্য' অর্চ্চনীয়স্য যজ্ঞস্য 'যোনিং' স্থানং 'আসদং' উপবেষ্টুং 'মরুত্বতে ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'পবস্ব' ক্ষর॥ (৭অ-৪খ-১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

হৃদয়েই জ্ঞানের জন্ম। তাই 'অর্কস্য যোনিং' পদদ্বয়ে হৃদয়কে লক্ষ্য করে। হৃদয়ই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসস্থানীয়। হৃদয় নির্ম্মল হইলে, হৃদয় পবিত্র হইলে, এই হৃদয়েই বিবেক-জ্ঞানের—পরাজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। তাই সেই পরমজ্ঞানলাভের জন্য সত্ত্বভাবের আবাহন

করা হইয়াছে। দেবতা ও সত্ত্বভাব অভিন্ন। সত্ত্বভাবের সাহায্যেই দেবতাকে লাভ করা যায়। আর, তাহাই মানব জীবনের চরম ও পরম পুরুষার্থ। ভগবচ্চরণে আত্মলীন হওয়াই মানবের চরম পরিণতি। সেই পরিণতির দিকে চালনার সামর্থ্য-লাভের জন্যই হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চারের প্রার্থনা।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের মন্ত্রের অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল,—"হে সোম! ইন্দ্রের পানের জন্য এবং তাঁহার সহচর মরুৎগণের পানের জন্য, তুমি অতি চমৎকার আস্বাদন ধারণ পূর্ব্বক ক্ষরিত হও, যজ্ঞের স্থানে উপবেশন কর।" * (৭অ-৪খ-১সূ-১সা)।

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

তং ত্বা বিপ্রা বচোবিদঃ পরিষ্কৃণ্বন্তি ধর্ণসিম্।

১ ২ ৩ ১ ২

সং ত্বা মৃজন্ত্যায়বঃ ॥ ২ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'তং' (শরণাগতপালকং) 'ধর্ত্তারং' (জগতাং ধারকং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, ক্রান্তপ্রাজ্ঞাঃ ইতি ভাবঃ) 'বচোবিদঃ' (ভগবৎপূজায়াং অভিজ্ঞাঃ,-যদ্বা স্তোত্রাভিজ্ঞাঃ ইত্যর্থঃ) 'পরিষ্কৃণ্বন্তি' (পরিচরন্তি, পূজায়াং শক্নুবন্তি ইত্যর্থঃ)। 'আয়বঃ' (অকিঞ্চনাঃ বয়ং) 'ত্বা' (ত্বাং-ভবতাং অনুগ্রহং ইতি ভাবঃ) 'সম্মৃজন্তি' (কাময়ামহে ইত্যর্থঃ)। আত্মোদ্বোধকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—বয়ং ভগবদনুগ্রহলাভায় সমুৎসুকাঃ ভবাম। (৭অ-৩খ-১সূ ২সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! শরণাগতপালক জগতের ধারক আপনাকে ক্রান্তপ্রজ্ঞ এবং আপনার পূজায় অভিজ্ঞ (স্তোত্রাভিজ্ঞগণ) আপনার পূজায় সমর্থ হন। অতএব অকিঞ্চন আমরা আপনাকে (আপনার অনুগ্রহ, প্রার্থনা করিতেছি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ঊনত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চত্বারিংশত্তম বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্গত)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (৩প-১অ-১খ ৬সা) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।

(মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও সঙ্কল্পজ্ঞাপক। অয়ং ভাবঃ—আমরা ভগবানের অনুগ্রহ-লাভের জন্য যেন উদ্বুদ্ধ হই)। (৭অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'তং' পবমানং 'ত্বা' ত্বাং 'ধর্ণসি' ধর্ত্তারং 'বিপ্রাঃ' প্রাজ্ঞাঃ 'বচোবিদঃ' স্তোতারঃ 'পরিষ্কৃণ্বন্তি' অলঙ্কুর্ব্বন্তি। অপিচ 'ত্বা' ত্বাং 'আয়বঃ' মনুষ্যাঃ 'সম্মৃজন্তু' সম্যক্ শোধয়ন্তি॥ (৭অ-৩খ-১সূ—২ম)॥

• • •

দ্বিতীয় (১০৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রও আত্মোদ্বোধক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। মন্ত্রের ভাব এই যে, যাঁহারা সৎজ্ঞানসম্পন্ন এবং ভগবৎপূজায় অভিজ্ঞ, তাঁহারাই ভগবানের পূজায় সমর্থ হয়েন। ভগবানের পূজা করিতে হইলে, তাঁহার পূজায় সামর্থ্য লাভ করিতে হইবে; আর তাঁহাকে ডাকিতে হইলে, কি বলিয়া ডাকিলে ডাকার মত ডাকিতে পারা যায়, তাহা শিখিতে হইবে। সুতরাং আমরা যাহাতে ভগবানের পূজায় সমর্থ হই। আমাদিগের ডাক তাঁহার নিকট যাহাতে পৌছিতে পারে,—আমরা সেই সামর্থ্য লাভে যেন উদ্বুদ্ধ হই। ভগবান কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন।' অর্থাৎ,—তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া, তাঁহার পূজার সামর্থ্য লাভ করিয়া, আমরা যেন তাঁহারই সাযুজ্য লাভ করি,—এইরূপ কামনাই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ মতানৈক্য ঘটে নাই। তবে ব্যাখ্যায় ভাষ্যের ভাবের একটু ইতর-বিশেষ হইয়াছে। প্রথমে ব্যাখ্যাটী উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—'হে সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন বচনরচনাকুশল ব্যক্তিগণ তোমাকে সুশোভিত করে। অন্যান্য লোকে তোমাকে শোধন করে।' ব্যাখ্যার ভাবে স্তোত্র-মন্ত্র রচনার ভাব আসে। কিন্তু ভাষ্যে সে ভাব পরিব্যক্ত নহে। তাই আমাদের অর্থ ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার অনুসারী হয় নাই।

মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের বিশ্লেষণেই আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের 'বচোবিদঃ' পদে—ভাষ্যমতে 'স্তোতারঃ' এবং বিবরণমতে 'অভিজ্ঞাঃ' অর্থ সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি—এই পদে 'ভগবৎ-স্তোত্রে অভিজ্ঞগণকেই' বুঝাইয়া থাকে। যাঁহারা ডাকার মত তাঁহাকে ডাকিতে পারেন, আমাদিগের মতে 'বচোবিদঃ' তাঁহারাই। কি ভাবে ডাকিলে, কি বলিয়া ডাকিলে কিরূপ স্তবস্তুতি করিলে—সে ডাক, সে স্তবস্তুতি তিনি শুনিতে পান,—ভক্ত যিনি, সাধক যিনি, তিনিই তাহা অবগত আছেন। এখানে 'বচোবিদঃ' বলিতে তাঁহাদিগকেই বুঝায়। সেই ভাবেই

আমাদের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বিপ্রাঃ' পদে আমরা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ক্রান্তপ্রজ্ঞ-দিগকেই বুঝি। কারণ, ভগবানের নিকট ডাক বা কর্ম্ম পৌঁছাইতে হইলে, প্রথমে তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হয়। তাঁহার স্বরূপ যদি না বুঝিতে পারি, তিনি কেমন যদি না জানিতে পারি, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব? যদি বুঝি, তাঁহার এই রূপ—এই গুণ, তবে তাঁহাকে সেই রূপ-গুণে বিভূষিত করিয়া, সেই ভাবে ডাকিতে সমর্থ হইব। তবেই সে ডাক তাঁহার নিকট পৌঁছাইবে। তাই দেবদেবীর পূজার ধ্যানে রূপগুণের পরিকল্পনা বলিয়া মনে করি। তাঁহাকে যদি না বুঝিলাম, তাঁহার স্বরূপ যদি অবগত না হইলাম, তাহা হইলে তাঁহাকে ডাকিতে পারা যায় কি? আমাদের মতে তাই 'বিপ্রাঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'মেধাবিনঃ, ক্রান্তপ্রাজ্ঞাঃ।' অর্থাৎ, যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই 'বিপ্রাঃ' নামে অভিহিত। 'আয়বঃ' পদ মনুষ্য-নামের মধ্যে নিরুক্তে পঠিত হইয়াছে। তদনুসারে 'মরণধর্ম্মশীল' অর্থাৎ 'অনভিজ্ঞ আমাদের' অর্থ ঐ 'আয়বঃ' পদে আমরা গ্রহণ করি।

এইরূপে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! অতি অকিঞ্চন আমরা; আমরা ভজনপূজন কিছুই জানি না। কি বলিয়া তোমাকে ডাকিতে হয়, কেমন করিয়া তোমার পূজা করিতে হয়—সকলই আমাদের অবিদিত। তাই ডাকি, হে দেব! কৃপা করিয়া শিখাইয়া দেও—তোমাকে কি বলিয়া কেমন করিয়া ডাকিব? শিখাইয়া দেও প্রভু—কি দিয়া কোন্ উপচারে তোমার পূজা করিব? সম্বল কিছুই নাই। আছে মাত্র তোমার শ্রীচরণ ভরসা। তাই কাতরে জানাইতেছি,—হে দেব! শিখাইয়া দেও, বুঝাইয়া দেও—দেখাইয়া দেও! তুমি তো দেব—সকলই জান! তুমি তো দেব সকলই দেখিতেছ! আর মোহঘোরে নিমজ্জিত রাখিও না—প্রভু! অন্ধকার-হৃদয়ে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরণ কর দেব! আলোক-সাহায্যে আলোক লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই।' * (৭অ ৪খ ১সূ-২সা)।

—•—

তৃতীয়া সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
রসং তে মিত্রো অর্য্যমা পিবন্তু বরুণঃ কবে।

১ ২ ৩ ১ ২
পবমানস্য মরুতঃ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলে প্রথম অধ্যায়ে চত্বারিংশৎ বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশ ঋক্)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবে' (ক্রান্তকর্ম্মন, বিশ্বকর্ম্মন্ ইত্যর্থঃ হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পবমানস্য' (সদ্ভাবসঞ্চারকস্য) 'তে' (তব) রসং' (অমৃতধারাং) 'মিত্রঃ' (পরমমঙ্গলদায়কঃ মিত্রদেবঃ) 'অর্য্যমা' (আত্মোৎকর্ষসাধকঃ অর্য্যমাদেবঃ) 'বরুণঃ' (স্নেহকারুণ্যসঞ্চারকঃ বরুণদেবঃ) 'মরুতঃ' (বলপ্রাণসঞ্চারকঃ মরুদ্দেবঃ) সর্ব্বে দেবাঃ দেবতাঃ বা ইতি ভাবঃ 'পিবন্তু' (গৃহ্নন্তু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সর্ব্বে দেবাঃ অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বং গৃহীত্বা অস্মান্ অনুগৃহ্ণন্তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ - ৪খ - ১সূ—৩সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

ক্রান্তকর্ম্মা (বিশ্বকর্ম্মা) হে শুদ্ধসত্ত্ব! সদ্ভাব-সঞ্চারক আপনার অমৃতধারা, পরমমঙ্গলদায়ক মিত্রদেবতা, আত্মোৎকর্ষসাধক অর্য্যমাদেবতা, স্নেহকারুণ্য-সঞ্চারক বরুণদেবতা, বলপ্রাণ-সঞ্চারক মরুদ্দেবতা—সর্ব্বদেবগণ গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করিয়া সকল দেবগণ আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন)। (৭অ—৪খ—১সূ—৩সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'কবে' ক্রান্তকর্ম্মন্ সোম! 'পবমানস্য' ক্ষরতঃ 'তে' তব রসং মিত্রঃ 'অর্য্যমা' চ 'বরুণঃ' চ 'মরুতঃ' চ এতে সর্ব্বে দেবাঃ 'পিবন্তু'। (৭অ—৪খ - ১সূ—৩সা)।

* . *

তৃতীয় (১০৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

'সোম প্রস্তুত হইলে সকল দেবতারা আসিয়া সেই সোমরস পান করুন',—মন্ত্রের সেইরূপ অর্থই দেখিতে পাই। 'সোম' বলিতে সোমলতার রসরূপ মাদকদ্রব্য অর্থই তদনুসারে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় সেই ভাবই উপলব্ধ হয়।

মন্ত্রের অর্থ যিনি যে ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাঁহার নিকট সেই ভাবেই প্রতিভাত হইবে—বেদমন্ত্র এমনই দর্পণ স্বরূপ। আমরা তাহা নানা স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য বর্ব্বর অবস্থার লোক, লতাপাতার রসরূপ মাদকদ্রব্যকেই প্রিয় সামগ্রী বলিয়া মনে করিতে পারে। তাহাদের পক্ষে ঐ অর্থই হৃদয়গ্রাহী হইবে। আর তাহারা যে মন্ত্রের উপচারে আপন দেবতার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবে, তাহাও আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু যাঁহারা সে মত্ত রসে বঞ্চিত, পরন্তু অন্য রসে—ভক্তিরসে যাঁহাদিগের হৃদয় পরিপ্লুত, তাঁহারা আবার কেই ভক্তিরূপ রস দিয়াই ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। জ্ঞানী যিনি, তিনি অবশ্যই ঐ দুই রসের কোন্

রূপ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, তাহা বুঝিয়া, হৃদয়ে সেই রস সঞ্চারেরই প্রয়াস পান। 'সোম' শব্দে যে মাদক-দ্রব্য অর্থ প্রচলিত আছে, অসুরকুলের ধ্বংসসাধনোদ্দেশ্য ভিন্ন তাহার অপর লক্ষ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই যিনি অধঃপাতের—ধ্বংসের অতলতলে নিমজ্জিত হইতে চাহেন, 'সোম' শব্দে মাদক-দ্রব্য অর্থ গ্রহণ করিয়া তিনি তাহার অনুবর্তন করেন; আর যিনি শ্রেয়ঃ-অর্থের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকেন, 'সোম' বলিতে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বকে গ্রহণ করিয়া তিনি তাহারই আহরণে প্রবৃত্ত হয়েন। দেবগণ দেহধারী নহেন। তাঁহারা স্থূল উপাদানভূত তোমার আমার প্রদত্ত অন্নজল অথবা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করিতে আসেন না। অথবা উপস্থিত হয়েন না। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকারী এমন কেহ বোধ হয় এ জগতে নাই—যিনি তাঁহারা যজ্ঞক্ষেত্রে সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন! তাহা হইলে যজ্ঞাদিতে দেবতার আবির্ভাব বলিতে কি বুঝায়? কিরূপে কি ভাবেই বা তবে যজ্ঞক্ষেত্রে দেবতার অধিষ্ঠান হয়? কেমন করিয়াই বা তাঁহারা কৃপাবিতরণে মানব-সমাজকে কৃতকৃতার্থ করেন? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দান বড়ই কঠিন। এক কথায়ও তাহার উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। আবার যতই অধিক কথা কহিবে, ভাবগ্রহণ ততই জটিল হইয়া পড়িবে। তাই আমাদের মনে হয় এ সকল প্রশ্নের উত্তর বাক্যে নহে—অনুধ্যানে—অনুভাবনায়; ভাষায় নহে—চিন্তায়।

দেবগণ দেহধারী নহেন—অশরীরী। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাঁহারা ওতঃপ্রোতঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন ও বিচরণ করিতেছেন। তেজোরূপে, বায়ুরূপে, অপরূপে, সত্যরূপে সৎস্বরূপে তাঁহাদিগের অস্তিত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। প্রাণ তোমার যে ভাবে তাঁহাদিগকে পাইতে চাহিবে, সেই ভাবেই সূক্ষ্মতত্ত্ব পরমাণুরূপে আসিয়া তাঁহারা তোমার সহিত মিলিত হইবেন। বীজটীকে তুমি যখন মৃত্তিকায় প্রোথিত কর, তাহাকে মুকুলিত মুঞ্জরিত পল্লবিত করিবার পক্ষে কে সহায়তা করে? ঝড়-বৃষ্টি রৌদ্র তখন আর তোমার আহ্বানের আকাঙ্ক্ষা রাখে না; তাহারা আপনিই আসিয়া বীজটীকে নবজীবন প্রদান করে। কেহ দেখিতে পায় না, কাহারও দেখিবার অপেক্ষাও থাকে না এমনই ভাবে কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া যায়। যজ্ঞাদি কর্ম্মের সহিত দেবগণের সম্বন্ধ সম্পর্কেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে। তোমার বীজবপনরূপ কর্ম্ম আরম্ভ হইলে তোমার দেহ মন প্রাণ এক হইয়া সদনুষ্ঠানে উন্মুখ হইলে, তখন একে একে সর্ব্বদেবগণ—তাঁহাদের সূক্ষ্মতত্ত্ব ভাববিভূতি—তোমার সর্ব্বপ্রকার সদ্বৃত্তি-সন্তানের মধ্য দিয়া তোমার মধ্যে প্রকট হইবেন। দেবতার অধিষ্ঠান—দেবতার আগমন তাহাকেই বলে। হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশই সেই দেবাধিষ্ঠান। দেবতার উদ্দেশে মাদক-দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়া বা তাঁহাদিগকে সেই মাদক-দ্রব্য উপহার দিয়া, সে শুদ্ধসত্ত্বভাব কখনই আসিতে পারে কি? সে ভ্রান্ত বিশ্বাস মূঢ়জনের হৃদয়েই উদয় হয়। পরন্তু বিবেকিগণ বিশ্বাস করেন,—মাদক দ্রব্য ভগবানকে অর্পণ বলিতে, মাদক-দ্রব্য পরিবর্জ্জন এই অর্থই সঙ্গত মনে করি। তীর্থবিশেষে দ্রব্য-বিশেষ প্রদানে, সেই সেই সামগ্রীর স্পৃহা চিরতরে পরিত্যাগ করিতে হয়। মাদকদ্রব্য ভগবানকে দেওয়া বলিতে আমরা সেই ভাবই উপলব্ধি করি। সেই দানই 'আত্যন্তিক দান।' তত্ত্বসাধক সেইরূপ দানের আকাঙ্ক্ষাই করিয়া থাকেন। ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

প্রকৃতপক্ষে 'সোম' বলিতে সোমলতার রস রূপ মাদকদ্রব্য অর্থ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। দেবগণ অশরীরী। শুদ্ধসত্ত্বভাবে সূক্ষ্মদেহে বর্ত্তমান আছেন। দেহধারী শরীরী জীবের সম্বন্ধ লাভ করিতে হইলে শরীরের দেহের ক্রিয়া আবশ্যক করে। স্থূলের সহিত স্থূলেরই মিলন সাধিত হয়। কিন্তু যাহা স্থূলের অতীত, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, তাহার সম্বন্ধ লাভ করিতে হইলে সে কি স্থূলের দ্বারা সাধিত হইতে পারে? সেখানে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সামগ্রীর সহায়তার আবশ্যক হইয়া পড়ে। বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ দুই স্বতন্ত্র ক্ষেত্র। বহির্জ্জগতে যে কর্ম্মের যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্তর্জ্জগতের পক্ষে সে কর্ম্ম আদৌ কার্য্যকরী হয় না। স্থূলের পক্ষে এক, বহির্জ্জগতের পক্ষে এক, অন্তর্জ্জগতের পক্ষে এক;—বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির কার্য্যকারিতা আছে। যাহা দৈহিক শক্তির কার্য্য, তাহাতে দৈহিক বলের আবশ্যক করে। যাহা মানসিক শক্তির কার্য্য, তাহা মানসিক বলের অপেক্ষা করে। যে কার্য্যে দৈহিক বলের প্রয়োজন, তাহাতে মানসিক শক্তি কার্য্যকরী হয় না; আবার, যে কার্য্যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন, তাহাতে দৈহিক বলের আবশ্যক হয় না। তাই মানসিক বলের দ্বারা সূক্ষ্ম সামগ্রী এবং দৈহিক বলের দ্বারা স্থূল সামগ্রী গ্রহণের উদ্দেশ্য প্রখ্যাপিত। স্থূল ও সূক্ষ্মের কার্য্য প্রধানতঃ এই ভাবেই বোধগম্য হয়। অতএব সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করিতে হইবে। স্থূলের দ্বারা সে সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্ব কদাচ লাভ করিতে পারা যায় না। অন্তর্নিহিত সদ্‌বৃত্তিসমূহ সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাবে মিলিত হইয়া,—সেই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া—তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে। বিশুদ্ধা ভক্তি সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের জনয়িত্রী। হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তিনিচয়কে তদ্ভাবে ভাবিত এবং তদঙ্গে অঙ্গীকৃত করে। ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তিভাবের উন্মেষণই সুসংস্কৃত সোম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দেবগণের উদ্দেশে সোম দান—সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বমূলক বিশুদ্ধা ভক্তি সমর্পণ। ইহাই সেই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের সহিত আমাদিগের সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের সম্মিলন। সোম যে সেই সৎস্বরূপেরই বিভূতি-বিশেষ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবদুক্তিতেও তাহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। ভগবান বলিয়াছেন,—"গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা। পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥" অর্থাৎ রসময় সোমরূপে তিনি ওষধি-সমূহকে সংবর্দ্ধিত করেন। সুতরাং সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সোমস্বরূপ ভগবানকে পাইতে হইলে, সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্ত্বাদি-সমূহেরই আবশ্যক হয়। এতদর্থই আমরা সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের মধ্যে মিত্রাদি যে বিভিন্ন দেবতার নামোল্লেখ আছে, তাহাতেও এক উচ্চ আদর্শের কল্পনা করা যাইতে পারে। তাহাতে বুঝিতে পারি, মিত্র, অর্য্যমা, বরুণ, মরুৎ প্রভৃতি সকলেই সেই একেরই অভিব্যক্তি, সকলেই সেই একেরই ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির বিকাশ। আর বুঝিতে পারি,—তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভৃতি ভুবনে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন; আর সকলই তাঁহাতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। মন্ত্রে সোমরূপে সেই বহুরূপের—সেই বিশ্বরূপের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। মিত্ররূপে, অর্য্যমারূপে, বরুণরূপে, মরুৎরূপে যিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত, তিনি সোমরূপে পরিচিত।

সেই পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন। মন্ত্রে তাঁহারই রূপ-গুণের ব্যাখ্যান হইয়াছে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহাই উপলব্ধ হয়; ভক্তসাধক সেই ভাবেই তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; সেই ভাবেই তিনি প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন,—"হে ভগবন! আপনি আমার অন্তরের ভক্তিসুধা গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।' * (৭অ—৪খ—১সূ - ৩সা)।

—— * ——

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

২ র র ১ ২ ১ — ১ ২ ১ —
১। ইন্দ্রায়েন্দাউ। মরুত্বতায়ি। পবস্বামা২। ধুমত্তমাঃ। অর্কণ্বায়ো২।

১ র ১ A ৩ ৫ র র ২ র র ১
নিমা। ত্বা২দা২৩৪ঔহোবা॥ (১) তন্ত্বাবিপ্রাঃ। বচোবিদাঃ।

২ ১ — ১ ২ র ১ — ১ র n ৩
পরিষ্কার্ণ্বা২। ত্তিধর্ণসায়িন্। লম্মামার্জা২। ত্তিআ। য়া২বা২৩৪

৫ র র ২ র র ১ ২ ১ — ১
ঔহোবা॥ (২) রসন্তেমায়ি। ত্রোঅর্যামা। পিবন্তু বা২। রুণঃকবায়ি।

২ ১ — ১ n ৩ ৫ র র ৩ র ২
পবমানা২। স্তম। রু২তা২৩৪ঔহোবা। হুবোবুধে১ (৩)॥

* * *

২ র র ২ S ২৩ ৫ ১২১২ s ২n
২। ইন্দ্রায়েন্দা১ঔহো। মা৩রুত্ব২৩৪তায়ি। পাবস্বামা। ধ৩ম।

৩ ৫ ১ s A ৩ ৫ ১ র
ত্তা২৩৪মাঃ। মাঃ। পবস্বমধুম৩২। ত্তা২৩৪মাঃ। অর্কস্যযোনা

৪ ৫ ১ ৫র ৫
২৩য়িম। আ। বাহায়ি। সা২৩৪দাম্। এহিয়া৬হা॥ (১)

২ র ২ s ২n ৩ ৫ ১২১২
তন্ত্ববিপ্রা১ঔহো। বা৩। চো। বী২৩৪দাঃ। পারিষ্কার্ণ্বা।

২n ৩ ৫ ১ s ৩ ৫
ত্তা৩য়িধা। ণা২৩৪সায়িম্। পরিষ্কৃর্ণ্বধা৩২। ণা২৩৪সায়িন।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে চত্বারিংশৎ বর্গের চতুর্থ সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডলে চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশী ঋক)। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত অনুবাদ,—"হে কার্য্যকুশল সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন মিত্র অর্য্যমা বরুণ ও আর আর তাবৎ দেবতা তোমার রস পান করেন।"

১ র ৪ ৫ ১ ৫র ৫
সত্বামৃজন্তা ২ ৩ য়ি। অ। বাহায়ি। বা ২ ৩ ৪ বাঃ। এতিয়া ৬ তা॥ (২)

২ র ২ ১ ২ ৩ ৫ ১ ২ . ২ ১ ২n
রূপন্ত্বেমা ১ ঔ হো। ত্রো ৩ অর্ষা ২ ৩ ৪ মা। পাবিবক্ষুবা। স্রু ৩ পঃ।

৩ ৫ ১ ৪ n ৩ ৫ ১ র
ক্বা ২ ৩ ৪ গায়ি। পিবক্ষবরুণা ৩ ২ঃ কা ২ ৩ ৪ বায়ি। পবমানক্ষ্বা ২ ৩।

৪ ৫ ১ ৫র ৫ ৪
ম। বাহায়ি। স্রু ২ ৩ ৪ তাঃ। এতিয়া ৬ তা। হো ৫ ঈ ডা (৩)॥

* * *

২ র ৩ ১ n ৩ ৫ ১ n ৩ ৫ ২ ১ —
৩। ইন্দ্রায়েন্দাউ। মরু ২ ত্বা ২ ৩ ৪ তায়ি। পবা ২ স্বা ২ ৩ ৪ মা। ধুনত্তা ২

১ ২ — ১ ২ ১ ৫ ৪ ৫
মাঃ। অ ২ ৩ র্ক। স্বা ২ যো। নিমো ২ ৩ ৪ ব। সা ৫ দো ৬ হায়ি॥

২ র ১ ^ ৩ ৫ ১ n ৩ ৫
(১) তম্ব্বা বিপ্রাঃ। বচো ২ বী ২ ৩ ৪ দাঃ। পরা ২ য়িক্ষা ২ ৩ ৪ এর্ষা।

২ ১ ১ ২ — ১ ২ ১ ৫ ৪
তিধর্না ২ দায়িষ। সা ২ ৩ স্বা। মা ২ র্জ্জা। ভিযো ২ ২ ৪ বা। যা ৫

৫ ২ র ১র n ৩ ৫ ১ n ৩
বো ৬ হায়ি॥ (২) রূপন্ত্বেমায়ি। ত্রোপা ২ র্ষ্যা ২ ৩ ৪ মা। পিবা ২ স্তু

৫ ২ ১ — ১ ২ — ১ ২ ১ ৫
২ ৩ ৪ গা। রূপঃ কা ২ গায়ি। পা ২ ৩ গা। মা ২ না। স্তুমো ২ ৩ ৪ গা।

৪ ৫
স্রু ৫ তো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

২n৩র ৪ ৫ র র ২ ১ র ২রর৩র২ ২
৪। আঔহোবাহায়ি। ইন্দ্রায়েন্দাউ। মরু। ত্বতে। ঐহীয়েহী ১। পাবস্ব-

১ ৩ র রর২র১ — — ১ — ১ র
মধুমাত্তমঃ। ঐহীয়েহী ১। আ ২ য়ি। অর্কা ২ স্বাযো ২। নিমা।

n ৩ ৫র র ২n৩র ৪ ৫ র ২ ১
দা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১) আঔহোবাহায়ি। তম্বাবিপ্রাঃ। বচো।

২রর৩র২ ২ ১ ২র র ২ র —
বিদঃ। ঐহীয়েহী ১। পারিক্ষ্ণবন্তির্নরম্। ঐহীয়েহী ১। আ ২ য়ি॥

১ — ১ = ১র n৩ ৫র র ২১৩র ৪
পাম্বা ২ মার্জ্জা ২। ত্তিআ। বা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা ॥ (২) আঔহোবা-

৫ র ২ র ১ র ২ররর৩রর২ ১ ২ ১
হায়ি। রসস্তেমায়ি। ত্রোণা। র্ধামা। ঐহীয়হী ১। পায়িবস্তবরুণাঃ

র ২ররর৩রর২ — ১ — ১ — ১ ৯
কবে। ঐহীহৈহী ১। আ ২ য়ি। পাবা ২ মানা ২। স্পষ। স্র ২

৩ ৫র র ২ ১ ১ ২ ১ ১
ত্তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। শুক্রমাহুতা ২ ৩ ৪ ৫ : (৩)।

* * *

৫ র ২ ৪র ৫ ২ ১ ৩ -- ১ ১ ১ ২ ১
৫। ইন্দ্রায়া ৩ য়িন্দোমরুত্বতায়ি। পবাবা ১ মা ২। ধুণা ২ ৩ স্তমাঃ। অর্কস্যযোঃ

২ ২র ২ ১ ২ ১
নিমা ২ ৩ সদাউ। বা ৩। স্তোবে ৩ ৪ ৫ (১)॥

* * *

২ ১ র র — ১ ২ ১ —
৬। ইন্দ্রো। ইহা। যেন্দোমরু ২ ত্বতায়ি। ইহা। পবা। ইহা। স্বমধুমা ২

১ ২ ১ র — ১ ২
ত্তমাঃ। ইহা। অর্কা। ইহা। স্বয়োনিম্না ২ সদাম্। ইহা ১॥

২ ১ র -- ১ ২ ২ ১ --
তম্বা। ইহা। বিপ্রাবচো ২ বিদাঃ। ইহা। পরায়ি। ইহা। কুশস্তিপা ২

১ ২ ১ -- ১ ২
র্দাসায়িণ্। ইহা। সম্বা। ইহা। মৃজাস্ত আ ২ য়বাঃ। ইহা ১॥

২ ১ র র -- ১ ৩ ১ --
রসাম্। ইহা। তেমিন্দ্রো আ ২ র্যামা। ইহা। পিবা। ইহা। ভুবরুণা ২ ঃ

১ ২ ১ র — ১ ২
কবায়ি। ইহা। পবা। ইহা। মানস্তমা ২ ক্রতাঃ। ইহা ১॥

* * *

২ র র র র ১ ২ n৩ ৫ ২ ১ ৫ ২ ১ ২
৭। ইন্দ্রায়েন্দো ঔহোহায়ি। মাবস্বা ২ ৩ ৪ তায়ি। পবাবা ২ ৩ ৪ হায়ি। মধুমত্তা

৩র৪র৫ ১৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২
৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ মাঃ। অর্কস্য ।

১ ৭ র ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ৩র ২
যোনিমাসা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪ দাম্।

৫র ৫ ২ র র র ১ ২ ৮ ৩ ৫ ২ ১
এহিয়া ৬ হা। ত্বষ্টাবিপ্রাঔহোহায়ি। বাচোবী ২ ৩ ৪ দাঃ। পরাযিক্ষা

৫ ১ ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩
২ ৩ ৪ হা। পৃত্তিপর্না ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উচ্চা ২ ৩ ৪

৫ ২ ১ ২ ১ ৭ র ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ৩র ২
সীম্। সত্বায়ু। জাগ্নিঅমা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো

৫র ৫ ২ র র র ১ ২ ৩
৩ ১ ২ ৩ ৪। বাঃ। এহিয়া ৬ হা। রণস্ত্বমা। ঔহোহায়ি। জোঅর্য্যা

৫ ২ ১ ৫ ১ ২ ৩র৪র৫ ১ ৩
২ ৩ ৪ মা। পিবাতু ২ ৩ ৪ হায়ি। বরুণঃ কা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪

৫ ২ ৩ ৫ ২১১র ১ ৭ ২ ৩র৪র৫ ১ ৩
হায়ি। উচ্চা ২ ৩ ৪ বায়ি। পবমা। নাস্তমরু ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা

৫ ৩র ২ ৫র ৫ ৪
২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। ভাঃ। এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ঈ। ডা ॥

* * *

১ ২র১ র ২ র ১ ২ ১ — ১ ২ ১ র --
৮। ত্বষ্টাবিপ্রাবচোবিদঃ। ইহা। পরিক্রুণ্থধর্ণসা ২ য়িম্। হহা। সত্বায়ুজস্ত ২

১ ২ ১ ৫ ৫
য়ি। ইহা ৩। বা ২ ৩ ৪ বো ৬ হায়ি॥

* * *

২ র ১ ২ ১ ৩র ২ ৩ ৫ ১ ১ ১ ২
৯। রণোহোবা। ত্বেমা ২ য়ি। জো অর্য্যা ২ ৩ ৪ মা। পিবন্তু। রুণাঃ কা ২

— ১ র ২ ২ন ৩ ৫ ১ ৮ ৩ ৫ র র
বা ২ য়ি। পব। ঔ ৩ হোয়ি। মা ২ ৩ ৪ না। স্তা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ১ ৮ ১ ১ ১
এ ৩। রুতা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ১।২।৩ ॥ *

---

* পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডের প্রথম সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্র-সংগ্রথিত নয়টী গেয়-গান আছে। সেই গানকয়টীর নাম,—'হবোরূধীয়ং', 'গায়ত্রীকৌঞ্চং', 'বাজদাবদাবদ্যং', 'অশ্বসূক্তং', 'আমহীয়বং', দাঢ়চ্যুতং, 'বারবন্তীয়োত্তরং', 'ইহবদ্বামদেব্যং', এবং মার্গীয়বাম্বং'।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ১র
মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা সমুদ্রে বাচমিন্বসি।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র
রয়িং পিশঙ্গং বহুলং পুরুস্পৃহং পবমানাভ্যর্ষসি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুহস্ত্যা' (শোভনহস্ত, শোভনকর্ম্মসম্পাদক, সৎকর্ম্মণাং আধার হে পরমদাতঃ ইতি ভাবঃ) 'মৃজ্যমানঃ' (শোধ্যমানঃ, পবিত্রতাসাধকঃ) ত্বং 'সমুদ্রে' (ইহজগতি, যদ্বা সমুদ্রবৎবিশালে ইতি ভাবঃ, হৃৎপ্রদেশে) 'বাচং' (জ্ঞানং) 'ইন্বসি' (প্রেরয়সি, প্রযচ্ছসি); 'পবমান' (হে পবিত্রকারক দেব!) ত্বং 'বহুলং' (প্রভূতপরিমাণং) 'পুরুস্পৃহং' (সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয়ং) 'পিশঙ্গং, (শ্রেষ্ঠং) রয়িং' (ধনং, পরমধনং) 'অভ্যর্ষসি' (প্রযচ্ছ, প্রার্থনাকারিণঃ অস্মভ্যং ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং পরমধনং চ প্রযচ্ছ—ইতি ভাবঃ। (৭অ—৪খ—২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমদাতঃ! পবিত্রতাসাধক আপনি ইহজগতে অথবা সমুদ্রবৎ বিশাল হৃদ্‌প্রদেশে জ্ঞান প্রদান করেন; হে পবিত্রকারক দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদিগকে প্রভূতপরিমাণে সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয় পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞানরূপ পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৭অ—৪খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সুহস্ত্যা'—হস্তে ভবা হস্ত্যা অঙ্গুলয়ঃ শোভনাঙ্গুলিক সোম! 'মৃজ্যমানঃ' শোধ্যমানঃ ত্বং 'সমুদ্রে' অন্তরিক্ষে কলশে বা 'বাচং' শব্দং 'ইন্বসি' প্রেরয়সি। কিঞ্চ হে 'পবমান' 'পূয়মান' পূয়মান সোম! 'পিশঙ্গং' হিরণ্যৈঃ পিশঙ্গবর্ণং 'বহুলং' প্রভূতং 'পুরুস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং 'রয়িং' ধনং 'অভ্যর্ষসি' স্তোতৄণামভি ক্ষরসি প্রযচ্ছসি। ১।

* * *

প্রথম (১০৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞান-স্বরূপ, পবিত্রতা-স্বরূপ পরম পবিত্র ভগবানই জগতে জ্ঞান ধন বিতরণ করেন। জগতের যত আবিলতা, যত মলিনতা তাঁহারই কৃপায় দূরীভূত হয়; পৃথিবী শান্তি-সুখে সুখী হইয়া থাকে। জ্ঞান-স্বরূপ তিনি। তাঁহারই জ্ঞানালোকে জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়। তিনি মানুষকে জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রদান করিয়া পুণ্য পবিত্র পথে চলিবার শক্তি প্রদান করেন। তাঁহারই কৃপায় মানুষ আপনার চরম গন্তব্য পথে চলিতে সমর্থ হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই নিত্যসত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

তিনি মোক্ষপ্রদায়ক। যে ধন লাভ করিলে মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় আর কিছু থাকে না, সেই পরম ধনের জন্য মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রার্থনা করা হইয়াছে। তিনি পরমদাতা। তাঁহারই কৃপায় মানব আপনার অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। তাই সেই কল্পতরুমূলেই মানব আপনার বাসনা কামনা নিবেদন করে।

এই মন্ত্রান্তর্গত 'সমুদ্রে' পদে নিরুক্ত-সম্মত 'ইহজগতি' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যার জন্য মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (৭অ—৪খ—২সূ—১সা)। *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩

পুনানো বারে পবমানো অব্যয়ে

১ ২ ৩ ১ ২

বৃষো অচিক্রদদ্বনে।

৩ ১ ২ ৩ ১র

দেবানাং সোম পবমান নিষ্কৃতং

২র ৩ ১ ২

গোভিরঞ্জানো অর্ষসি ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিক শততম সূক্তের একবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (৩প—৫সা—৫খ—৭সা) এ মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রতাসাধকঃ) 'অয়ং' (হৃদ্গতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'অব্যয়ে বারে' (সদ্ভাবাবরোধকানাং শত্রূণাং হৃদয়েঽপি) অপিচ 'বনে' (অরণ্যবৎ-শুষ্কহৃদয়েঽপি) 'পবমানঃ' (ক্ষরন্) 'অচিক্রদৎ' (অতাড়য়ৎ, যদ্বা তান্ পরিত্রায়তি ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'উদকে' (উদকবৎদ্রাবকে সদ্ভাবসমন্বিতে হৃদয়েঽপি স্বতঃ-ক্ষরন্) 'অচিক্রদৎ' (পরিত্রায়তি, রক্ষতি ইতি যাবৎ)। অথবা সদ্ভাবপ্রভাবেন অতিপাষাণ-কঠোরহৃদয়েঽপি 'উদকে' (উদকবৎদ্রাবকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'অচিক্রদৎ' (প্রক্ষরতি, প্রবহতি ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'পবমান' (পবিত্রতাসাধক) 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'গোভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ তথা ভক্তিভিঃ সহ ইতি যাবৎ) 'অজ্ঞানঃ' (মিশ্রণকারকঃ সম্মিলনসাধকঃ বা, যদ্বা—সঙ্গতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং আধারং ইতি ভাবঃ) 'নিষ্কৃতং' (নিত্যং, শাশ্বতং স্থানং) 'অর্ষসি' (গচ্ছসি, প্রাপ্নোষি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ। অতিকঠিনহৃদয়ং অপি সদ্ভাবপ্রভাবেন বিগলিতং ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—বয়ং সদ্ভাবং সঞ্চয়েম॥ (৭অ ৪খ-২সূ—২সা)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক পবিত্রতাসাধক হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্ব, সদ্ভাব-অবরোধক শত্রুগণের হৃদয়েও এবং অরণ্যবৎ-শুষ্কহৃদয়েও ক্ষরিত হইয়া তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। অপিচ, উদকবৎদ্রাবক সদ্ভাবসমন্বিত হৃদয়ে স্বতঃসঞ্চারিত হইয়া, তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে। (অথবা সদ্ভাবপ্রভাবে অতিপাষাণকঠোর হৃদয়েও উদকবৎদ্রাবক শুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে ক্ষরিত হয়)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। অতি কঠিন হৃদয়ও সদ্ভাবে বিগলিত হইয়া থাকে। সঙ্কল্পের ভাব এই যে,—আমরা যেন সদ্ভাব-সঞ্চারে সমর্থ হই)॥ (৭অ—৪খ—২সূ—২সা)॥

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অয়ং' সোমঃ 'বৃষঃ' বৃষভসদৃশঃ সন্ 'পুনানঃ' অভিষূয়মাণঃ সর্ব্বং শোধয়ন্তু 'অব্যয়ে' অবিময়ে 'বারে' বালে পবিত্রে 'পবমানঃ' পূয়মানঃ সন্ 'বনে' বননীয়ে 'উদকে' কাষ্ঠে কলশে বা 'অচিক্রদৎ' শব্দমকরোৎ। অথ প্রত্যক্ষবাদঃ। হে 'সোম'! পবমান! ত্বং 'গোভিঃ' গব্যৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ 'অজ্ঞানঃ' অজ্যমানঃ সন্ 'নিষ্কৃতং' সংস্কৃতং 'দেবানাং' স্থানং 'অর্ষসি' গচ্ছসি॥ (৭অ ৪খ-২সূ ২সা)॥

* • *

দ্বিতীয় (১০৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের ভাব পরিগ্রহ অত্যন্ত দুরূহ। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাবে একটু জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা হয়, তাহা এই,—"মেষলোমের উপর ক্ষরিত হইয়া তুমি শোধিত হইতে হইতে রসবর্ষণ কর এবং জলের মধ্যে শব্দ করিতে থাকে। হে ক্ষরণশীল সোম! তুমি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া তুমি দেবতাদিগের ভবনে গমন কর" জলের মধ্যে যে সোম শব্দ করেন, তিনি আবার দুগ্ধের সহিত দেবতাদিগের ভবনে গমন করেন। এই যে সোম, সে কি কখনও মাদক-দ্রব্য হইতে পারে? তাই আমাদের অর্থ অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে।

দেবতা ও সোম একত্রদ্বয়ের সম্বন্ধ খ্যাপনে আমাদিগের বক্তব্য পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী মন্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। এই মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, তদ্বিষয়ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাব প্রভাবে অতি অজ্ঞান হৃদয়ও জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত হয়; পাপী ব্যক্তির হৃদয়ও নির্ম্মলতা ধারণ করিতে পারে—মন্ত্রে এই নিত্য-সত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে আমরা সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে অরণ্যবৎ নিবিড় অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন রিপুরূপ হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল হৃদয়ও জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। পাষাণবৎ কঠোর হৃদয়েও অমৃত প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে। আবার সদ্ভাবসম্পন্ন হৃদয়ে জ্ঞানভক্তির সহিত মিলিত হইয়া, পরম স্থানে লইয়া যায়। এমন যে শুদ্ধসত্ত্ব; সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হইয়া, আমাদিগকে পরম-স্থান প্রদান করুন।' ফলতঃ, শুদ্ধসত্ত্বই মূলীভূত, শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত করে, শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবেই মানুষ, মানুষ হইয়াও দেবত্ব—অমরত্ব লাভ করিতে পারে। ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য।* (৭অ—৪খ—২সূ-২সা)॥

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

২ র ১২ ৪ ৫ ২ ১২
। মৃজ্যামানাঃ। সুহস্তিয়া ৩। সামু ৩ দ্রাম্বিবা। চমিন্বসা ও য়ি। রায়ী ৩
৪ ৫ ২ ১ ২ ৩ ৫ ১২র ১
স্পাম্বিশা। গবছলা ৩ য়'। পুরূ ২ স্পৃ ২ ৩ ৪ হাম্। পবমা। না।
২ ২ ৩ ৪ ৫ ২র
ঔ ৩ হো। ভিরো ২ ৩ ৪ বা। বা ৫ সো ৬ হাই। পবমানা।

---

* সামবেদের এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টক পঞ্চম অধ্যায় যোড়শ বর্গের তীয় ঋক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, সপ্তাধিক শততম সূক্তের দ্বাবিংশ ঋক)।

১২ ৪৫ ২ ১২ ৪৫
ভিরর্ষণা ৬ য়ি। পাবা ৩ মানা। ভিরর্ষণা ৩ য়ি। পুনা ৩ নোবা।

২র ১র ^৩ ৫ ১র২ ১ ২ ২
রেপবমা ৩। নোআ২ব্যা২৩৪য়ারি। বৃষোঅ। চা। ঔ৩হো।

^ ৫ ৪ ৫ ২র
ক্রদো ২৩৪ বা। বা ৫ নো ৬ হায়ি। বৃষোঅচায়ি। ক্রদবনা ৩ য়ি।

১২ ৪৫ ২ ১২ ৪৫ ২
বার্ষো ৩ আচায়ি। ক্রদষনা ৩ য়ি। দায়িবা ৩ না৺গো। মপবমা ৩।

১ ^ ৩ ৫ ১র ২ ১ ২ ২
অনা ২ য়িক্ষা ২৩৪ ষাণ্। গোভির। জা। ঔ৩হো।

১ ৫ ৪ ৫
অও ২৩৪ বা। বা ৫ দো ৬ হায়ি॥

* *

২১রর র র ১২ ১২১ ৭ ২ ২ ২
২। মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা। সমুদ্রেবোবা। চামিন্বসি। রায়িম্পিশা ৩। হা ৩ হা।

১২র ২১২ ৬ ২ ২ ২ ১
গঙ্গবহুলম্পুরুস্পৃহম্। পবমানা ৩। হা ৩ হা। ভিরর্ষা ২৩৪ য়ি।

১২রর ১২ র ১২ ১২ ১রর২ ২ ২র
পবমানাভিরর্ষসি। পবমানোবা। ভায়র্ষসি। পুনানোবা ৩। হা ৩ হা।

র ২রর ১৩র ১র ২ ২ ২ ১ ৩
রেপবমানোঅব্যয়ে। ষার্ষোঅচা ৩ য়ি। হা ৩ হায়ি। ক্রদষা ২৩ সা

১র২ ১র ২র ১২ ১২র ১রর ২
৩৪৩য়ি॥ বৃষোঅচিক্রদবনে। বৃষোঅচোবা। ক্রাদবনে। দায়িবানা৺গো ৩।

২ ২ ১২র ১ র ২ ২ ২ র৫
হা ৩ হা। মপবমানসিক্তভঃ। গোভায়িরঞ্জা ৩। হা ৩ হা। মোঅর্ষা

২ ২
২৩সা৩৪৩য়ি। ও২৩৪৫ঈ। ডা॥

* * *

২১র২১ — ১ -- ১ র -- ১
৩। মৃজ্যমানঃসহা। ভিয়া ২। সমু ২ হো। দ্রেবা ২ হো।

২র১ — ১ — ১ ২১
চামিন্বসায়ি। রয়া ২ য়িম্৺হোয়ি। পিশা ২ হো। গঙ্গবহুলাম্।

২র১ -- ১ র -- ১ ২র১'২
পুরুস্পৃহাম্। পবা ২ হো। মানা ২ হো। ভীরর্ষণা ৩১ উবা২৩।

১ ২র ৪র ১　--　১ -- ১　র　২র১
পবমা নাম্নিন্না। ঋনা ২ প্নি। পবা ২ হো। মানা ২ হো। ভীরর্ষনাম্নি। পুনা

-- ১　র --　১　২র১　২র ১　--　১
২ হো। নোবা ২ হো। স্বেপবমা। নো অধরাম্নি। বুবো ২ হোম্নি।

— ১　২র১ ২　১ র ২　১　—
অচা ২ ম্নিহোম্নি। ক্রাদদ্বনা ৩ ১ উবা ২ ৩। বুবোঅচিক্রদদাৎ। ঋমা ২ ম্নি।

১ — ১　— ১　২র১ ২ র　— ১　র
বুবো ২ হোম্নি। অচা ২ ম্নিহোম্নি। ক্রদদ্বনাম্নি। দেবা ২ হো। মা৮-

— ১　২১　২র১　র　১　— ১
সো ২ হো। মপবমা। নানিক্লতাদ্। গোক্তা ২ ম্নিহোম্নি। অক্লা ২ হো।

২র ১ ২　২র১র ২ ২
নোঅর্ষণা ৩ ১ উবা ২ ৩। যাজৌব্জিগী ৩ বা৮ ১॥

* * *

২ র　১ ২　১ ২　১ ২ র র　১ ২　—　১ ২
৪। মৃজ্যামানঃ স্নুহস্তোবা। ওবা। নামুদ্রেবা। চম্যাম্নিবা ১ দী ২। রা ২ ৩ য়ীপ ৮

১　২　১ ২১　২　১ ৪　২　১ ২র র ১ ২
পা ২ ৩ ম্নিশা। গম্বহলম। পুরু ২ ৩ হাম্নি। স্পৃহা ৩ মা। পবমানাভিঅ-

১　২　১ র ২ ৪　২　৫　৪
র্ষসি। পা ২৪৩ বা। মানাত্তরৌ ৩। হো ৩ হো ২ ৩ ৪। বা। বা ৫

৫　২ র র　১ ২　১ ২　১ ২র র　১ ২　--
দো ৬ হাম্নি। পবমানাভিঅর্ষনোবা। ওবা। পাবমানা। ভিম্নার্ষা ১ দা ২ ম্নি।

১　২　১　২　১র ২ র　১র　২　১ ৪
পূ ২ ৩ মা। সো ২ ৩ বা। স্বেপবমা। নো আ ২ ৩ হাম্নি। বাম্না ৩

২　১র ২　১২ র　১　২　১ ২ ৪　২
আ। বুবোঅচিক্রদদ্বনে। বা ২ ৩ র্ষো। আচিক্রদো ৩। হো ৩১

৫　৪　৫　২ র　১ ২　১ ২　১র
২ ৩ ৪। বা। বা ৫ নো ৬ হাম্নি। বুবো অচিক্রদদ্বনোবা। ওবা। বার্ষো

২　১ ২　—　১　২　১　২　১ ২র
অচি। ক্রদাবা ১ দা ২ ম্নি। দা ২ ৩ ম্নিবা। না ২ ৩ ৮ সো। মপবমা।

১　২　১ ৪　২　র ২　র ১র　২　১　২
মজা ২ ৩ হাম্নি। কুক্তা ৩ মা। গোভি রঞ্জনো অর্ষসি। গো ২ ৩ ভাম্নিঃ ৮

১ র ২ ৪　২　১　৫　৪　৫
আম্নান ৬ ৩। হো ৩ হো ২ ৩ ৪। বা। বা ৫ সো ৬ হাম্নি॥

* * *

১২ ১ ২র১ — র ১ররর২র১ ২র র ১ ৩র ১
ভিরর্ষসি। হুবায়ি। ঔহোবা ২। পুনানোবারেপবমানোঅবায়ে। হুবায়ি।

২র১ — ১র২ ১২র ১ ২র ১ ৩
ঔহোবা ২। বৃষাঅচিক্রদদ্বনে। হুবায়ি। ঔ। হো ২। বা ২৩৪।

৫র র ১র২ ১২র ১ ২র১ — ১র২ ১২র
ঔহোবা। বৃষোঅচিক্রদদ্বনে। হুবায়ি। ঔহোবা ২। বৃষোঅচিক্রদদ্বনে।

১ ২র১ — র১রর ২র র ১ ২র১ —
হুবায়ি। ঔহোবা ২। দেবানাꣳ সোমপবমা নিষ্কৃতম্। হুবায়ি। ঔহোবা ২।

১র ২র১র ২ ১ ২র ১ ৩ ৫র র
গোভিরঞ্জানোঅর্ষসি। হুবায়ি। ঔ। হো ২। বা ২৩৪ ঔহোবা।

২১২র১র ২ ১র — ৩১১১১
অকꣳ স্বদেবাঃ পরমেথিয়ো ২ বা ২৩৪৫ ন্। ●

——•——

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩২৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩২৩ ১ ২
প্রতমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজন্তি সিন্ধুমাতরম্।

১২ ৩ ১ ২
সমাদিত্যেভিরখ্যত ॥ ১ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সিন্ধুমাতরং' (স্নেহধারাভিঃ মাতৃবৎ সর্ব্বলোকপালকং ইতি ভাবঃ) 'ত্যং' (তং) 'প্রতং' (মহামহিমান্বিতং সত্ত্বাবপ্রেরকং ইতি ভাবঃ ভগবন্তং ইতি শেষঃ) 'দশক্ষিপঃ' (সর্ব্বতোভাবেন ইতি ভাবঃ) 'মৃজন্তি' (পরিচরন্তি—অর্চ্চনাকারিণঃ ইতি শেষঃ)। অপিচ, তং ভগবন্তং 'আদিত্যেভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'সমখ্যত' (আত্মনা সহ সমাক্ যোজয়ন্তি—তে অর্চ্চনাকারিণঃ ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। সত্ত্বাবলম্পন্না সাধবঃ জ্ঞানপ্রভাবেন ভগবতা সহ আত্মানং সংমিলয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (৭অ-৪খ ৩সূ ১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত ছইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চতুর্দ্দশটী গেয়গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ;—(১) "ঔক্ষোরন্ধ্রম্" (২) "সাবৈন্দ্রমৌক্ষোরন্ধ্রম্" (৩) "বাজজিৎ" (৪) "বরুণসাম" (৫) "অঙ্গিরসাংস্তোভম্" (৬) "সম্মতম্" (৭) "ত্রিণিধনমায়াস্যম্" (৮) "অভীবর্ত্তম্" (৯) "কালেয়ম্" (১০) "পৌরুমীঢ়ম্" (১১) "আঙ্গিরসাংস্তোভম্" (১২) "কশ্যপস্যব্রতম্" (১৩) "কশ্যপস্যব্রতম্" এবং (১৪) "অর্কপুষ্পোত্তরম্"।

অথবা

'সিন্ধুমাতরং' (স্নেহধারাভিঃ মাতৃবৎ সর্ব্বলোকপালকঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্যং' 'এতং' (মহামহিমান্বিতঃ সত্ত্বাবপ্রেরকঃ সঃ ভগবান) 'দশক্ষিপঃ' (সর্ব্বাসু দিক্ষু, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং বিশ্বভুবনং ইতি ভাবঃ) 'মৃজন্তি' (সত্ত্বাবেন পরিব্যাপ্নোতি ইত্যর্থঃ)। স ভগবান্ 'আদিত্যোভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ ইত্যর্থঃ) 'সমগ্মত' (সমুত্থাপয়তি—শরণাগতান ইতি ভাবঃ)। অথবা সঃ ভগবান 'আদিত্যেভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ) 'সমগ্মত' (সঙ্গচ্ছতে—সাধকৈঃ সহ ইতি ভাবঃ)। (৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মাতার স্নেহধারার দ্বারা সর্ব্বলোকপালক মহামহিমান্বিত সত্ত্বাবপ্রেরক ভগবানকে অর্চ্চনাকারিগণ সর্ব্বতোভাবে পরিচর্য্যা করেন। অপিচ সেই অর্চ্চনাপরায়ণগণ জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা সেই ভগবানকে আপনাদিগের সহিত সংযোজিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যখ্যাপক ও আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—সত্ত্বসম্পন্ন সাধকগণ জ্ঞানপ্রভাবে ভগবানের সহিত আত্মসম্মিলন সাধন করেন। (৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

অথবা

মাতার স্নেহধারার দ্বারা সর্ব্বলোকপালক, মহামহিমান্বিত ও সত্ত্বাবপ্রেরক সেই ভগবান আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত বিশ্বভুবনকে সত্ত্বাবের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করেন; এবং সেই ভগবান জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা শরণপরায়ণ-দিগকে সম্যক্‌প্রকারে উত্থাপিত করেন। (৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সিন্ধুমাতরং' যস্য সোমস্য সিন্ধবো নদ্যঃ মাতরো ভবন্তি। 'ত্যং' তং 'এতং' ইমং সোমং 'দশক্ষিপঃ' দশসংখ্যাকা অঙ্গুলয়ো 'মৃজন্তি' শোধয়ন্তি। অপি চ সোহয়ং 'আদিত্যোভিঃ' আদিত্যৈঃ 'সমগ্মত' সংগচ্ছতে॥ (৭অ-৪খ-৩সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (১০৮-১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী সোম-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। প্রচলিত ব্যাখ্যায় যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই,—"নদীগণ এই সোমের মাতা। দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া ইহাকে শোধন করে। ইনি অদিতির সন্তান দেবতাদিগের সহিত মিলিত হয়েন।" বলা বাহুল্য, সায়ণের ব্যাখ্যার

অনুসরণেই এই ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তবে 'আদিত্যোভিঃ' পদের 'অদিতির সন্তান' অর্থ ভাষ্যে পরিগৃহীত হয় নাই। পরন্তু উহা যে ব্যাখ্যাকারেরই কল্পিত অর্থ; ভাষ্য-দৃষ্টেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের বিষয় আলোচনা করিলেই, কোন পক্ষে মন্ত্রের কোন অর্থ সঙ্গত, তাহা বোধগম্য হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত প্রথম পদ—'সিন্ধুমাতরং' এবং দ্বিতীয় পদ 'দশক্ষিপঃ'। 'দশক্ষিপঃ' পদের তাৎপর্য্য পূর্ব্বে মন্ত্র বিশেষের আলোচনায় বিবৃত করিয়াছি। সুতরাং তাহার পুনরালোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। তদনুসারেই আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'বিশ্বভুবন।' 'সিন্ধুমাতরঃ' পদের অর্থ উপলক্ষে নানা গবেষণা দেখিতে পাই। নিঘণ্টু নিরুক্তে 'সিন্ধু' পদ নদী-সমূহের নামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। তদনুসারে সিন্ধু পদে স্যন্দমান নদী-সমূহকে বুঝাইতেছে। ভাষ্যানুসারে 'সিন্ধুমাতরং' পদে 'সিন্ধবো নব মাতরো' প্রভৃতি অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। তাহা হইতে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতুদ্রী, পরুষ্ণী (ইরাবতী), অসিক্নী, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, আর্জ্জিকীয়া (বিপাট) প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে। ভাষ্যের ভাবেই তাহাই উপলব্ধ হয়। নদীর স্যন্দমান জলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়। তাই 'সিন্ধুমাতরং' বলা হইয়াছে। অথবা জলের দ্বারা সোমাভিষব-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিয়া, তদর্থেই উহার প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে। 'নদীগণ সোমের মাতা' বলিতে সেই ভাবই উপলব্ধ হয়।

যাহা হউক, আমাদের মতে ঐ 'সিন্ধুমাতরং' পদের কি অর্থ সঙ্গত হইয়াছে, তদ্বিষয় অনুধাবন করুন। যিনি পালন করেন, রক্ষা করেন,—তিনিই মাতা। যিনি স্নেহধারা-প্রদানে জীবনরক্ষা করেন'—তিনিই মাতৃ-পদবাচ্য। 'সিন্ধু' পদে সেই স্নেহধারাকেই বুঝাইতেছে। জননী যেমন স্নেহধারা-দানে সন্তানকে পালন করেন; সেইরূপ 'সিন্ধুমাতরং' পদে সেই স্নেহধারা-প্রদানের ভাব আসে। ভগবান, মাতৃদেবীর স্নেহধারার দ্বারা সদাকাল আমাদিগকে পালন করেন ও রক্ষা করেন,—'সিন্ধুমাতরং' প্রভৃতি মন্ত্রের প্রথম অংশে সেই ভাবই প্রস্ফুট বলিয়া মনে করি। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত বিশ্বভুবনাত্মক প্রাণিপর্য্যায়কে—চেতন, অচেতন উদ্ভিদ্ জড় অজড় সকলকেই ভগবান রক্ষা করিয়া থাকেন। তাহাদিগকে করুণাধারা-বিতরণে পালন করেন,—'দশক্ষিপঃ' ও 'সিন্ধুমাতরং' পদদ্বয়ে এই ভাবই উপলব্ধি করি। আর 'আদিত্যোভিঃ' পদের 'জ্ঞানজ্যোতিভিঃ' অর্থই আমাদিগের মতে সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বহুবচনান্ত পদ বলিয়াই বোধ হয় ব্যাখ্যাকার 'অদিতির পুত্র দেবগণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সূর্য্যের সপ্তরশ্মির বিষয় অনুধাবন করিলে ঐ 'আদিত্যোভিঃ' পদে 'সপ্তরশ্মিসমন্বিত সূর্য্যদেবকে' এবং তাহা হইতে 'অশেষশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানজ্যোতিকেই' বুঝাইয়া থাকে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। পরমাত্মার সহিত আত্মার সম্মিলন সংঘটন করিতে হইলে, জ্ঞানই তাহার একমাত্র অবলম্বন; জ্ঞানসমন্বিত সদ্ভাবই - জ্ঞানবিমিশ্র সৎকর্ম্মই সে অঘটন-সংঘটনের একমাত্র উপায়। ফলতঃ, বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সদ্ভাবই যে ভগবৎপ্রাপ্তির মূলীভূত, মন্ত্রে তাহাই উপলব্ধ হয়। তাই 'সমাদিত্যোভিরক্ষ্যত' অংশের অর্থ জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা পরিব্যাপ্ত করেন,—নিষ্পন্ন হইয়াছে।

মন্ত্রের যে দ্বিবিধ অন্বয় আমরা প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে সর্ব্বত্র একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। উভয়ত্রই আকাঙ্ক্ষা—আত্মায় আত্মসম্মিলন। আমরা মনে করি—সেই অর্থই মন্ত্রের উদ্বোধনা। * (৭অ ৪খ-৩সূ-১সা)।

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সুক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২র ৩২ ১২৩ ৩১ ২ ৩২৩ ২
সমিন্দ্রেণোত বায়ুনা সুত এতি পবিত্র আ।
১ ২র ৩১ ২
সং সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুত' (অভিষুত, পবিত্রশুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'পবিত্রে' (বিশুদ্ধে হৃদ্রূপে আধারে ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রেণ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নেন ভগবতা সহ ইতি যাবৎ) 'সং' (সম্যক্‌-প্রকারেণ) 'আ এতি' (সঙ্গচ্ছতে, সম্মিলিতঃ ভবতু ইতি ভাবঃ); 'উত' (অপিচ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'বায়ুনা' (পাবকারকেন জীবনস্বরূপেণ বায়ুদেবেন সহেতি যাবৎ) তথা 'সূর্য্যস্য' (স্বপ্রকাশস্য সূর্য্যদেবস্য) 'রশ্মিভিঃ' (কিরণৈঃ সহ,—যদ্বা, জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ সহ ইতি ভাবঃ) সঙ্গচ্ছতু ইতি শেষঃ। (৭অ-৪খ—৩সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব বিশুদ্ধ হৃদ্রূপ আধারে পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের সহিত সম্যক্‌প্রকারে সম্মিলিত হয় বা হউক। অপিচ, সেই শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রকারক জীবনস্বরূপ বায়ুদেবতার এবং স্বপ্রকাশ সূর্য্যদেবের কিরণসমূহের সহিত অর্থাৎ জ্ঞানজ্যোতির সহিত সঙ্গত হউক। (৭অ—৪খ—৩সু—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুতঃ' অভিষুতঃ সোমঃ 'পবিত্রে' 'ইন্দ্রেণ' 'সম্ এতি' সংগচ্ছতে। 'উত' অপিচ 'বায়ুনা' সমেতি 'সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' কিরণৈরপি সমেতি। (৭অ-৪খ—৩সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে উনবিংশ বর্গে বিতীয় সুক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, একষষ্টিতম সুক্ত, সপ্তম ঋক্‌)।

দ্বিতীয় (১০৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে নিত্যসত্তা এবং প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে সংস্বরূপ ভগবানের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের মিলন—সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়েই হইয়া থাকে। আর সদ্ভাব-সমন্বিত হৃদয়েই জ্ঞানের বিকাশ হয়। প্রথমতঃ পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের সহিত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিভূতিসমূহ-ক্রমে সেই শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের সহিত মিলাইয়া দিউক, এই ভাবেই—ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে মিলনের তাৎপর্য্য। মন্ত্রের ভাব সরল। মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে ব্যাখ্যাকারের সহিত বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"এই নিষ্পীড়িত সোম পবিত্রের উপর যাইয়া ইন্দ্রের সহিত, বায়ুর সহিত এবং সূর্য্য-কিরণের সহিত মিলিত হইতেছেন।"

এস্থলে 'পবিত্রে' শব্দে কুশ অর্থ গ্রহণ না করিয়া আমরা ঐ পদে 'হৃদয়রূপ আধারক্ষেত্র' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভগবৎসাম্মিলনের—হৃদয়ই পবিত্র স্থান। ইহাই আমাদের অর্থের তাৎপর্য্য। এখানে মানস-পূজার মাহাত্ম্যই প্রখ্যাপিত বলিয়া মনে করি। * (৭অ—৪খ—৩সূ ২সা)॥

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

স নো ভগায় বায়বে পূষ্ণে পবস্ব মধুমান্।

১ ২ ৩ ২র

চারুর্মিত্রে বরুণে চ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'মধুমান' (পরমানন্দময়ঃ) 'চারুঃ' (পরমকল্যাণসাধকঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। তথাবিধঃ ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং পরমমঙ্গলায় ইতি ভাবঃ) 'ভগায়' (সৌভাগ্যবিধাতার দেবায়) 'বায়বে' (জীবনস্বরূপায় বায়ুদেবায়) 'পূষ্ণে' (পুষ্টিসাধকায় পূষাদেবতায়) 'মিত্রে' (মিত্রবৎ পরমোপকারিণে মিত্রদেবায়) 'বরুণায়' (স্নেহকারুণ্যাদিগুণে বরুণদেবায়) তদ্দেবপ্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ 'পবস্ব' (প্রক্ষর, প্রকর্ষেণ অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব ইতি ভাবঃ)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ঊনবিংশ বর্গে তৃতীয় ঋকের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, একষষ্টিতম সূক্ত, অষ্টম ঋক)।

প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বদেবপ্রীতয়ে বয়ং সত্ত্বাবসঞ্চয়ায় উদ্বুদ্ধাঃ ভবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ—৪খ. ৩সূ -৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি পরমানন্দময় এবং পরমকল্যাণদায়ক হও। সেই তুমি (শুদ্ধসত্ত্ব) আমাদিগের পরমমঙ্গলের জন্য, সৌভাগ্য-বিধাতা ভগদেবতার, জীবনস্বরূপ বায়ুদেবতার, পুষ্টিসাধক পুষাদেবতার, মিত্রের ন্যায় পরমোপকারী মিত্রদেবতার এবং স্নেহকারুণ্যস্বরূপ বরুণদেবতার—সর্ব্বদেবগণের প্রীতির নিমিত্ত, আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হও। (মন্ত্র প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্ব্বদেবতার প্রীতির নিমিত্ত আমরা যেন সত্ত্বাবসঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হই)। (৭অ—৪খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'মধুমান্' মধুররসঃ 'চারুঃ' কল্যাণ-রূপশ্চ সোহভিষুতঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং যজ্ঞে 'ভগায়' ভগাখ্যায় দেবায় 'বায়বে' 'পূষ্ণে' চ 'মিত্রে' মিত্রায় দেবায় 'বরুণায়' চ 'পবস্ব' ক্ষর॥ (৭অ ৪খ -৩সূ—৩সা)॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥ ৪॥

* * *

তৃতীয় (১০৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

এই মন্ত্রে ব্যষ্টিভাবে বিভিন্ন দেবতার এবং সমষ্টিভাবে সেই বিশ্বদেবরূপ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ভগবানের পূজার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দেবতা ও ভগবদ্বিভূতি যে অভিন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্র-বিশেষে তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভগ, বায়ু, মিত্র প্রভৃতি—সেই একেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি বা বিভূতির বিকাশ। বিভিন্ন দেবতার উল্লেখে সেই একেরই বিভিন্ন রূপের এবং তাঁহারই বিভিন্ন গুণের প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। অনন্ত রূপগুণের আধার গুণাতীত রূপাতীত ভগবানের ধারণা সান্ত হৃদয়ে অসম্ভব বলিয়াই তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট রূপগুণে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস। নচেৎ, যিনিই ভগ, যিনিই বায়ু, যিনিই বরুণ, যিনিই মিত্র, যিনিই পুষা—তিনিই সেই বিশ্বদেবময় ভগবান।

দেবগণ অশরীরী—সূক্ষ্ম। তাঁহাদিগকে পাইতে হইলে সেই সূক্ষ্ম সামগ্রীরই আবশ্যক হয়। তাই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা তাঁহাদিগকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার উপদেশ মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। ভগবানকে যদি পাইতে চাও—সদ্ভাব সঞ্চয় কর। সদ্ভাব প্রদানে সৎস্বরূপের পরিতুষ্টি সাধন করিয়া, হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত কর—মন্ত্রে এই উপদেশই প্রদত্ত

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমং খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ২ ৩ ১ ২

রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ।

৩২ ৩ ২ ৩ ১ ২

ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম ॥ ১ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রে' (দেবে; পরমাত্মনি) 'সধমাদে' (প্রীতিযুক্তে) 'ক্ষুমন্তঃ' (স্তুতিসম্পন্নাঃ, বয়ং) 'যাভিঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবৈঃ) 'মদেম' (আনন্দং অনুভবেম), 'নঃ' (অস্মাকং) তস্তাবা 'রেবতীঃ' (রেবত্যঃ, পরমার্থযুক্তাঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু)। ভগবৎপ্রীতিসাধনকামনয়া উদ্বুদ্ধমনাঃ বয়ং অস্মদানন্দপ্রদং যং শুদ্ধসত্ত্বভাবং লভামঃ, তে সর্ব্বে সত্ত্বভাবাঃ ভগবতি বিনিযুক্তো ভবতু ইতি ভাবঃ। (৭অ-৫খ ১সূ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই পরমাত্মাতে (ইন্দ্রদেবে) প্রীতিযুক্ত হইলে, স্তুতিপরায়ণ আমরা যে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উদয়ে আনন্দ অনুভব করি, আমাদিগের সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ পরমার্থযুক্ত (পরমাত্মায় বিনিবদ্ধ) হউক। (ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রীতিকামনায় উদ্বুদ্ধমনা আমরা সেই আনন্দতম শুদ্ধসত্ত্ব যেন প্রাপ্ত হই, আর সেই শুদ্ধসত্ত্ব যেন ভগবানের প্রীতিসাধনে বিনিযুক্ত হয়)। (৭অ—৫খ—১সূ—১সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ক্ষুমন্তঃ' অন্নবন্তঃ যাভিঃ গোভিঃ সহ 'মদেম' হৃষ্যেম 'ইন্দ্রে' 'সধমাদে' অস্মাভিঃ সহ হর্ষযুক্তে সতি 'নঃ' অস্মাকং তা গাবঃ 'রেবতীঃ' ক্ষীরাজ্যাদিধনবত্যঃ 'তুবিবাজাঃ' প্রভূতবলাশ্চ 'সন্তু'॥ রেবতীঃ রয়ি-শব্দাৎ মতুপি রয়ের্মতৌ বহুলং (৬।১।৩৭ বা০) ইতি সম্প্রসারণং পরপূর্ব্বত্বে ছন্দসীরঃ (৮।২।১৫) ইতি মতুপো বত্বং 'বা ছন্দসি' (৬।১।১০৬) ইতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘ, রেশব্দাচ্চ মতুপ উদাত্তত্বং বক্তব্যং (৬।১।১৭৬ বা০) ইতি রৈ-শব্দাদ্-উত্তরস্যাপি ভবতীতি পূর্ব্বমেবোক্তং। সধমাদে মদ তৃপ্তি যোগে চৌরাদিকঃ, সহ মাদয়ন্তীতি

সধমাদঃ, সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসি (৬।৩।৯৬) ইতি সহ শব্দস্য সধাদেশঃ, থাথাদিনা (৬।২।১৪৪) উত্তর-পদান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে, পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং (৬।২।১৯৯) ইতি উত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। তুবিবাজাঃ - বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং (৬।২।১)। ক্ষুমন্তঃ - ক্ষু শব্দে (অদা০ প০), অস্মাৎ ক্বিপি তুগভাবশ্ছান্দসঃ, হ্রস্বনুড্ভ্যাং মতুপ্ (৬।১।১৭৬) ইতি মতুপ উদাত্তত্বং। মদেম - মদী হর্ষে (দি০ প০) ব্যত্যয়েন শপ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং ততো ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। (৭অ - ২খ - ১সূ - ১সা)।

* * *

প্রথম (১০৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই বঙ্গদেশেই এ মন্ত্রের দ্বিবিধ বিপরীত অর্থ প্রচলিত আছে। কেহ অর্থ করিয়াছেন,—"ইন্দ্রদেব আমাদিগের সহিত সোমরস পান করিয়া হর্ষযুক্ত হইলে আমাদিগকে প্রচুর অন্নবিশিষ্ট সম্পৎ প্রদান করুন, যদ্দ্বারা আমরা অন্নযুক্ত হইতে পারি।" কেহ বা অর্থ করিয়াছেন,—"ইন্দ্রদেব আমাদিগের প্রতি হৃষ্ট হইলে আমাদিগের (গাভীগণ) দুগ্ধবতী ও প্রভূত বলশালিনী হইবে, (সে গাভী) হইতে খাদ্য পাইয়া আমরা হৃষ্ট হইব।" সায়ণের ভাষ্য পূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছেন।

আমাদের ব্যাখ্যা, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ব্যাখ্যা হইতে একটু স্বতন্ত্র প্রকার হইল। আমরা দেখিতেছি, ইন্দ্রদেবের সহিত একত্র বসিয়া সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য-পানের প্রসঙ্গ এখানে নাই; অপিচ, দুগ্ধবতী গাভী প্রভৃতির বিষয়ও ঋকের কোথাও প্রখ্যাত হয় নাই। পরন্তু, আমরা যে অর্থ আমনন করিলাম, তাহাতে পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতি থাকে, এবং শব্দার্থেরও বিশেষ কোনরূপ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয় না। ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের বিষয় আলোচনা করিলেই আমাদের ব্যাখ্যার সমীচীনতা প্রতিপন্ন হইবে। প্রথম—'রেবতীঃ' পদ; বহুল সম্প্রসারণ অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি-ভাবদ্যোতক 'রায়' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। তাহা হইতে টানিয়া-বুনিয়া সায়ণ ক্ষীরাজ্যাদি ধনের সম্বন্ধ আনিয়াছেন, এবং অপর ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণ সম্পত্তি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অতিব্যাপ্তি-বিশেষণ সর্ব্বতোভাবে ভগবানেই প্রযুক্ত হইতে পারে। মন্ত্রসকল গরু-ঘোড়া প্রার্থনার কথায় পূর্ণ বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কিন্তু মন্ত্র পরমার্থ-বিষয়ক মনে করিলে, 'রেবতীঃ' পদে পরমার্থের সম্বন্ধই প্রতিপন্ন হয়। পক্ষান্তরে 'রায়' শব্দ ধনার্থ-বাচক হইলেও সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধনের—পরমার্থরূপ ধনের সংশ্রবই 'রেবতীঃ' পদে খ্যাপন করিতেছে না কি? তার পর—'সধমাদ' পদ। ধাতুপ্রত্যয়ানুসারে ঐ পদে 'আনন্দযুক্ত' 'প্রীতি-যুক্ত' 'শ্রদ্ধান্বিত' প্রভৃতি ভাবই আছে। উহাতে 'সধ' (সহ) যোগ আছে বলিয়াই যে একসঙ্গে সোমরস মাদক-দ্রব্য পানের সখ্যতা বুঝাইবে, তাহা কখনও মনে করিতে পারি না। 'ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া'—এই ভাবই 'সধমাদ' পদে প্রকাশ পাইতেছে। 'ক্ষুমন্তঃ' পদে সায়ণ 'অন্নবন্তঃ' লিখিয়াছেন। কিন্তু শব্দার্থমূলক 'ক্ষু' ধাতু হইতে (সায়ণেরই মত)

যখন ঐ পদ ব্যুৎপন্ন, তখন শব্দের সহিত—মন্ত্রের সহিত—স্তুতির সহিত—তাহার সম্বন্ধ অবশ্যই সূচনা করা যায়। আমরা তাই 'সুমন্তুঃ' পদে 'স্তুতিমন্তঃ' 'মন্ত্রবিশিষ্টঃ' অর্থ গ্রহণ করিতে চাহি। পূর্ব্বাপর মন্ত্রগুলিতে শুদ্ধসত্ত্বভাবের বিষয় প্রখ্যাত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং 'ভাভিঃ' পদ সেই ভাব-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়।

ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া, ভগবৎকার্য্যে · ভগবানের উপাসনায়—প্রবৃত্ত হইলে, সত্ত্বভাবোদয়ে হৃদয়ে স্বতঃ-আনন্দের সঞ্চার হয়। সেই ভাব সেই আনন্দ, ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া চির বিদ্যমান রহুক ইহাই এখানকার প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। কর্ম্ম, ভাব, আনন্দ ভগবানে মিলিত হইলে, শ্রেয়োলাভের পক্ষে আর বিঘ্ন থাকে কি? এখানে তাহাই সূচিত হইয়াছে।* (৭অ-৫খ—১সূ—১সা)।

—— ● ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২৩ ১২ ৩২ ৩১২ ৩২

আ ঘ ত্বাবাং ত্মনা যুক্তস্তোতৃভ্যো ধৃষ্ণবীয়ানঃ।

৩ ২উ ৩ ২ ৩ক ২র

ঋণোরক্ষং ন চক্রোঃ ॥ ২ ॥

● ● ●

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধৃষ্ণো' (জগদ্ধারক হে দেব!) 'ত্বাবান্' (ত্বৎসদৃশঃ) 'আপ্তঃ' (বন্ধুঃ, অনুগ্রহপরায়ণঃ) নাস্তীতি শেষঃ; 'চক্রোঃ' (চক্রয়োঃ, আবর্ত্তনে ইত্যর্থঃ) 'ন' (যথা) 'অক্ষং' (অক্ষদেশঃ, পরিধ্যংশবিশেষঃ) ভূমিং স্পৃশতি তথৎ, হে দেব! 'স্তোতৃভ্যঃ' (স্তোতৃণাং অভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং) 'ইয়ানঃ' (আরাধকঃ অহমিতি শেষঃ) 'ত্মনা' (ভবদীয়ানুগ্রহেণ) 'ঘ' (অবশ্যং) 'আ ঋণোঃ' (ত্বাং প্রাপ্নুয়াসমে)। মন্ত্রাভ্যন্তরে সুষ্ঠু উপমা বিদ্যতে। অক্ষাংশো যথা চালকসাহায্যেন ভূমিং স্পৃশতি, তথৎ ভগবদনুকম্পয়া সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণঃ পুরুষঃ ভগবন্তং প্রাপ্নোতীতি ভাবঃ। (৭অ—৫খ—১সূ-২সা)॥

● ● ●

বঙ্গানুবাদ।

জগদ্ধারক হে দেব! আপনার তুল্য অনুগ্রহপরায়ণ সখা আর নাই; চক্র-আবর্ত্তনে অক্ষাংশ যেমন ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকে, তদ্রূপ হে দেব,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (প্রথম মণ্ডল ত্রিংশৎ সূক্ত, ত্রয়োদশ ঋক্)।

স্তোতৃগণের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, প্রার্থনাকারী আমি আপনার অনুগ্রহে আপনাকে প্রাপ্ত হইবার আশা করিতেছি। (মন্ত্রের মধ্যে সুষ্ঠু উপমা বিদ্যমান। চালক সাহায্যে অক্ষাংশ যেমন ভূমিস্পর্শ করে, সেইরূপ ভগবানের অনুকম্পায় সংসার চক্রে ভ্রাম্যমাণ পুরুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়)। (৭অ—৫খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হে ধৃষ্ণো! ধার্ষ্ট্যযুক্তেন্দ্র! 'ত্বাবান্' ত্বৎসদৃশো দেবতাবিশেষঃ, 'ত্মনা' আত্মনা অস্মদনুগ্রহবুদ্ধ্যা স্বতঃ 'ঈয়ানঃ' অস্মাভির্যাচ্যমানঃ 'স্তোতৃভ্যঃ' স্তোতৄণামনুগ্রহায় তদভীষ্টমর্থং 'স্ব' মবশ্যং 'আ ঋণোঃ' আনীয় প্রক্ষিপতু। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'চক্র্যোঃ' রথস্য চক্রয়োঃ 'অক্ষং ন' যথা অক্ষং প্রক্ষিপতি তদ্বৎ॥ ত্বাবান্ বতুপ্ প্রকরণে 'যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ছন্দসি সাদৃশ্য উপসংখ্যানম্ (৫।২।৯৪ বা) ইতি বতুপ্ 'প্রত্যযোত্তর-পদয়োশ্চ (৭।২।৯৮) ইতি মপর্যন্তস্য ত্বাদেশঃ; দা সর্বনাম্নঃ (৬।৩।৯১) ইতি দকারস্যাত্বং বতুপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে (৩।১।৪) প্রাতিপদিকস্বরঃ শিষ্যতে। ত্মনা 'মন্ত্রেষ্বাঙ্যাদেরাত্মনঃ (৬।৪।১৪১)—ইত্যাকার লোপঃ। ধৃষ্ণো—ঞি ধৃষা প্রাগল্ভ্যে 'ত্রসিগৃধি ধৃষ ক্ষিপেঃ ক্নুঃ, অমে'ন্ত্রতামুদাত্তত্বং। ঈয়ানঃ—ঈং গতৌ (দি, আ) ছন্দসি লট্ (৩।২।১০৫) তস্য লিটঃ কানজ্বা (৩।২। ০৭)—ইতি কানজাদেশঃ অচিশ্ন ধাতু (৬।৪।৭৭) ইত্যাদিনা ইয়ঙাদেশঃ চিতঃ (৬।১।১৬৩) ইত্যন্তোদাত্তত্বং, ঋণোঃ—ঋণ-গতৌ (তনা-উ) লঙি ব্যত্যয়েন তিপঃ সিপ (৩।১।৮৫) ইতশ্চ (৩।৪।৯৭)—ইতীকারলোপঃ তনাদি-কৃঞ্ভ্যঃ উঃ (৩।১।৭৯) সর্ব্বধাতুকগুণঃ (৭।৩।৮৫) বহুলংছন্দস্যমাংযোগেঽপি' ইত্যডাগমাভাবঃ, বিকরণস্বরেণাদ্যোদাত্তত্বং। অক্ষং অক্ষস্যাদেবনস্য (ফি ২১২)—ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। চক্র্যোঃ—দকারস্যেকারশ্ছান্দসঃ (৩।১।৮৫)। (৭অ ৫খ—১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

জীব নিরন্ত সংসার-চক্রে পরিভ্রাম্যমাণ রহিয়াছে। কিরূপে সুখ, কিরূপে শান্তি অধিগত হইবে,—কিছুই সন্ধান পাইতেছে না। সে কেবল নিরতই ঘুরিয়া মরিতেছে। সে যখন আপনার অবস্থার বিষয় অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তখন যে আকাঙ্ক্ষায় তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে, এই প্রার্থনায় সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে (পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সম্বন্ধ লক্ষ্য করুন) সে যখন বুঝিতে পারে, কি অবস্থায় কি ভাবে সে ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে; তখনই কাতরকণ্ঠে কাঁদিয়া কহে,—'হে ভগবন! এই সংসাররূপ চক্রনেমীর চক্র-আবর্ত্তনে অক্ষাংশের ন্যায় আমি অহর্নিশ ঘুরিয়াই মরিলাম! অক্ষাংশ ক্বচিৎ আশ্রয়স্থান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমার আশ্রয়স্থান শান্তিনিকেতন কোথাও দেখিতে পাই না। তাই প্রার্থনা করিতেছি,—অক্ষাংশের ভূমি প্রাপ্তির ন্যায় একবার আমায় আপনাতে আশ্রয়স্থান প্রদান করুন।

বড় গভীর ভাব উপমার মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। অক্ষাংশ পূর্ব্বে ভূমিস্পর্শ করিয়া স্থির-ভাবে অবস্থিত ছিল; বিঘূর্ণিত হওয়ার পর সে নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। বিঘূর্ণনের পর ভূমিস্পর্শ-রূপ তাহার পুনরাশ্রয় প্রাপ্তি অসম্ভব নহে। এখানে সেই উপমায় প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে জগদাধার! আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছি; সংসারচক্রের ভীষণ আবর্ত্তনে বিঘূর্ণিত হইয়াছি; জন্মের পর জন্ম অতিবাহিত হইয়া গেল; কর্ম্মঘোরের অবসান হইল না! এখন যন্ত্রণা অসহ্য হইয়াছে;—এখন আমার যন্ত্রণার আর পরিসীমা নাই! তাই প্রার্থনা জানাইতেছি,—যে আশ্রয় হইতে আসিয়াছি, এ চক্র আবর্ত্তন করিয়া, আপনি আবার আমাকে সেই আশ্রয়ে পুনর্গ্রহণ করুন। চালক, রথ পরিচালনা করে; চক্র তাহারই ফলে বিঘূর্ণিত হয়। সংসার-রথ আপনিই তো পরিচালন করিতেছেন! চক্র তো তাহারই ফলে বিঘূর্ণিত হইতেছে! কর্ম্মবশে আমার অদৃষ্টচক্র বিঘূর্ণিত। আপনি দয়া করিয়া আমার সে কর্ম্মগতি রোধ করিয়া দেন। আমার জীবনরূপ অক্ষাংশ পরমশান্তিধামে আশ্রয়প্রাপ্ত হউক;—আমি আপনাতে লীন হই।' (৭অ—৫খ—১সূ—২সা)॥ *

— * —

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ২

আ যদ্দুবঃ শতক্রতবা কামং জরিতৄণাম্।

৩ ২উ ৩ ১র ২র

ঋণোরক্ষং ন শচীভিঃ॥ ৩॥

---

* এই ঋকের অন্তর্গত 'অক্ষং ন চক্র্যোঃ' বাক্যে, উপমান উপমেয় বিষয়ে, ব্যাখ্যাকার-গণের মধ্যে বিবিধ মত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। সায়ণের অভিমত তাঁহার ভাষ্যেই পরিব্যক্ত। বঙ্গানুবাদকারিগণের মধ্যে কেহ লিখিয়াছেন,—'যদ্রূপ চক্রের উপর রথ আপনা-আপনি শীঘ্র আগমন করে'; কেহ লিখিয়াছেন,—'চক্রদ্বয় যেরূপ অক্ষকে ফিরাইয়া আনে।' ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে উইলসন লিখিয়াছেন,—

"Blessings should follow praise as the pivot on which they revolve, as the revolution of the wheels of a car turn upon the axle."—Wilson. ষ্টিভেন্স লিখিয়াছেন, "That blessings may come round to them with the same certainty that the wheel revolves round the axle."—Stevenson. রোয়ার বলেন,—"As a wheel is brought to a chariot."—Roer. এইরূপ বিভিন্ন জনের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যায় বিভিন্নরূপ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

† এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের (প্রথম মণ্ডল, 'ত্রিংশ সূক্ত, চতুর্দ্দশী ঋক্) অন্তর্গত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব!); 'যৎ' (ত্বৎসামীপ্যলাভরূপং) 'শুনং' (ধনং) 'জরিতৃণাং' (প্রার্থনাকারিণাং মাদৃশাং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'কামং' (কামনাযোগ্যং, প্রার্থিতং); 'শচীভিঃ' (কর্ম্মভিঃ, চক্রবিবর্ত্তনরূপশক্তিভিঃ) 'অক্ষং ন' (অক্ষাংশমিব ঘূর্ণ্যমানং মাং) 'আ যণো' (ত্বাং প্রাপয়)। হে দেব! ত্বৎসামীপ্যলাভরূপপরমধনং অহং প্রার্থয়ামি; অক্ষাংশস্য ভূমিপ্রাপ্তিমিব মাং ত্বাং প্রাপয় ইত্যেবং প্রার্থনা। (৭অ-৫খ-১সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব! আপনার সামীপ্যলাভরূপ ধনই আমার ন্যায় প্রার্থনাকারীর সর্ব্বতোভাবে কামনার বিষয়; চক্রবিবর্ত্তন-রূপ কর্ম্মের দ্বারা অক্ষাংশ যেমন ভূমি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপভাবে আমাকে আপনাকে পাওয়াইয়া দেন। (অর্থাৎ, সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান হইয়া কর্ম্মদ্বারা আমি যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই)। (৭অ—৫খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'শতক্রতো' ইন্দ্র! 'যৎ' 'শুনং' ধনং কামিতার্থরূপং স্তোতৃভিঃ আপ্তুমিচ্ছামসি তং কামং 'জরিতৃণাং' স্তোতৄণামনুগ্রহায় 'আ যণোঃ' আনীয় প্রক্ষিপসি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—শচীভিঃ' কর্ম্মভিঃ শকটোচিত-ব্যাপার-বিশেষৈঃ 'অক্ষং ন' যথা অক্ষং প্রক্ষিপতি তদ্বৎ। শচীভিঃ—শচী-শব্দঃ শাক্বরবাদিত্বাৎ (৪.১।৭৩) তীবত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ (৩।১৪)।৩।

* * *

তৃতীয় (১০৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ০ ‡ ০ ‡ ০ ——

এ মন্ত্র পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট। সংসারচক্রে কেন জীব বিঘূর্ণিত হইতেছে? সে তাহার কর্ম্মফল। পূর্ব্ব মন্ত্রে ইঙ্গিতমাত্র আছে; এ মন্ত্রে সে ভাব পূর্ণ-পরিস্ফুট। এ মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! আমি যেন কর্ম্মের দ্বারা (শচীভিঃ) আমার এই জীবন-রূপ ঘূর্ণ্যমান অক্ষাংশকে আপনার সহিত সম্মিলিত করিতে সমর্থ হই।' চক্রবিবর্ত্তন-রূপ শক্তির দ্বারা অক্ষ চালিত হইয়াছিল। আবার পুনরায় সেই শক্তির সহায়তা লাভ না করিলে, অক্ষাংশ ভূমিপ্রাপ্ত হইতে পারে না। ভক্ত সাধক তাই জানাইতেছেন,—'আত্মকর্ম্মফলে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম; এখন, আমার আত্মকর্ম্ম তোমাতে সংযুক্ত হইয়া, যেন তোমাকেই প্রাপ্ত হয়! প্রার্থনাকারী আমি; আমি ধনলাভের কামনা করিতেছি। কিন্তু কি ধনের কামনা করি? আমি অস্থায়ী ঐশ্বর্য্যের প্রার্থী নহি; আমি
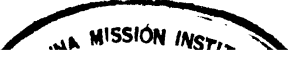
মান যশ প্রভৃতিরও কামনা করি না। আমি চাই - পরম-ধন—তোমার সামীপ্যলাভরূপ পরম ধন। হে পরম-প্রজ্ঞাসম্পন্ন শতক্রতো জ্ঞানাধার। আপনি জ্ঞানধনদানে আপনার সামীপ্যলাভ পক্ষে আমার সহায় হউন।' * (১অ ৫খ—১৭ ওসা)।

—*—

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

২ র র র র ১ ২ n ৩ ৫ ২ ২ ১ ৫ ১
রেবতীর্ণঔহোহাহি। সাধামা ২ ৩ ৪ দাহি। ইন্দ্রাস্লা ২ ৩ ৪ হা।। তুভু

২ ৩র৪র৫ ৩ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২
বিবা ৩ ৪।, ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হাহি উহুবা ২ ৩ ৪ আঃ।। ক্ষুমন্তঃ।।

১ ৭ ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ৩র২
যাভির্মদা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হাহি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। মা।।

৫র ৫ ২র র র র১২ ৯ ৩ ৫ ২র ১
এহিয়া ৬ হা। আঘহাবাঘ্‌ ঔহাহাহি। স্তানায়ু ২ ৩ ৪ তাঃ। স্তোতৃভ্যো

৫ ১ র ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩
২ ৩ ৪ হাহি।। ধৃষ্ণুবীয়া ৩ ৪।। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হাহি।। উহুবা

৫ ২ ১র২ ১ ৭ ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫
২ ৩ ৪ সাঃ। অগোর। ক্ষাম্নচক্রা ৩ ৪। ঔহোবা।। ইহা ২ ৩ ৪ হাহি।।

৩র ২ ৫র ৫ ২র র র ১ ২ ৯ ৩
ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪।। ষোঃ। এহিয়া ৬ হা। আযদ্‌ সাঔহোহাহি। শতক্রা

৫ ২র ১ ৫ ১ ১ ৩র৪র৫ ১ ৩
২ ৩ ৪ তাউ।। আকামা ২ ৩ ৪ ৮ হাহি। অরিত্রু ৩ ৪।। ঔহোবা। ইহা

৫ ২ ৩ ৫ ২ ১র২ ১ ৭ ২ ৩র২র৫
২ ৩ ৪ হাহি। উহুবা ২ ৩ ৪ সাম। অগোর।। ক্ষাম্নুশচা ৩ ৪।। ঔহোবা।।

১ ৩ ৫ ৩র ২
ইহা ২ ৩ ৪ হাহি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। ষোঃ।

৫র ৫ ৪
এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ঈ। ডা।। ১৷২৩।। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একত্রিংশ বর্গের (প্রথম মণ্ডল, ত্রিংশ সূক্ত, পঞ্চদশী ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"রৈবতীরোকরম্।"

প্রথমঃ সাম ।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ । দ্বিতীয়ঃ সূক্তং । প্রথমং সাম ।)

৩   ২ ৩ ১ ২   ৩ ১ ২   ৩ ১ ২
সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে ।
২ ৩ ২ ৩   ২
জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'উতয়ে' (রক্ষণায়, অস্মাকং রক্ষার্থং) 'দ্যবিদ্যবি' (প্রতিদিনং) 'সুরূপকৃত্নুং' (শোভন-কর্ম্মকর্তারং, যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মসাধকং, সৎকর্ম্মপোষয়িতারং, কর্ম্মস্যোত্তমকর্তারং বা ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'জুহূমসি' (আহ্বয়ামঃ, প্রার্থয়ামহে); 'গোদুহে সুদুঘামিব' (স্বতঃবর্ষী স্নিগ্ধচন্দ্রসুধামিব, সকলরত্নপ্রদাং পৃথ্বীমাতামিব, গোদোহনার্থং অক্লেশদোহনীয়াং গামিব) আগচ্ছ-তমিতি শেষঃ । প্রার্থনায়া ভাবঃ যথা চন্দ্রকিরণঃ স্বতঃবর্ষণশীলঃ, অভিন্নভাবেন সর্ব্বলোক-তুপ্তিসাধকঃ, হে দেব, তদ্বৎ ত্বং অস্মাকং প্রতি করুণাপরো ভব । (৭অ ৫খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

সৎকর্ম্মশীল (অথবা—সৎকর্ম্মের পোষণকর্ত্তা, অথবা,—সৎকর্ম্মের শ্রেষ্ঠসম্পাদনযুক্ত) ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আমাদের রক্ষণার্থ প্রত্যহ আহ্বান করিতেছি (অথবা, তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি); তিনি 'গোদুহে সুদুঘার' ন্যায় (অর্থাৎ, স্বতঃবর্ষী স্নিগ্ধ চন্দ্রসুধার ন্যায়, অথবা—সুদোহা গাভীর ন্যায়) আমাদিগের নিকট আগমন করুন । (প্রার্থনার ভাব এই যে,—চন্দ্র করণ যেমন স্বতঃবর্ষণশীল, অভিন্নভাবে সর্ব্বলোকের তৃপ্তিসাধক, হে দেবগণ, সেইরূপভাবে আপনি আমাদিগের প্রতি করুণা-পরায়ণ হউন ।) ॥ (৭অ—৫খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'সুরূপকৃত্নুং' শোভন-রূপোপেতস্য কর্ম্মণঃ কর্তারমিন্দ্রং 'উতয়ে' অস্মদ্রক্ষণার্থং 'দ্যবিদ্যবি' প্রতিদিনং 'জুহূমসি' আহ্বয়ামঃ ॥ দ্যো-শব্দাৎ প্রাতিপদিক-স্বরেণান্তোদাত্তঃ (ফি০ ১।১), 'নিত্যং বীপ্সয়োঃ (৮।১।৪)'—ইতি দ্বির্ভাবঃ, 'তস্য পরমাম্রেড়িতং (৮।১।২) 'অনুদাত্তঞ্চ (৮।১।৩)'

— ইতি দ্বিতীয়স্যানুদাত্তত্বং। জুহূমসি—ইত্যত্র ‘ইদন্তোমসি (৭।১।৪৬)’—ইতি ইকার আগমঃ, প্রত্যয়-স্বরেণ (৩।১।৩) ইকারউদাত্তঃ। আহ্বানে দৃষ্টান্তঃ—‘গোদুহে’ গোধুগর্থং। গাং দোগ্ধীতি গোধুক্; সংস্কৃ দ্বিষেত্যাদিনা (৩।২।৬১) ক্বিপ্, কৃদুত্তরপ্রকৃতিস্বরত্বং (৬।২।১৩৯)। ‘সুদুঘাং ইব’ সুষ্ঠু দোগ্ধ্রী গামিব যথা লোকে যো দোগ্ধা তদর্থং তস্য আভিমুখ্যেন দোহনীয়াং গাম হ্বয়ত্তি তদ্বৎ। সুষ্ঠু দুগ্ধে ইতি সুদুঘা, ‘দুহঃ কপ্ ঘশ্চ (৩।২।৭০)’—ইতি কপ্ প্রত্যয়ঃ হকারস্য চ ঘকারঃ, কিত্বাদ্ গুণাভাবঃ (১।১।৫), কপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণোকার উদাত্তঃ (৬।১।৬২)। (৭অ—৫খ ২সূ ১সা)।

* * *

প্রথম (১০৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

ব্যাখ্যাকারগণ প্রধানতঃ এই মন্ত্রের “সুদুঘামিব গোদুহে” উপমার অর্থ নিষ্কাশনে বিশেষ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা উহার অর্থ করিয়াছেন,—‘গোদুহে (গোদোহনায় গোধুগর্থং) সুদুঘাং (সুষ্ঠু দোগ্ধ্রীং গামিব)’; অর্থাৎ, দোহনকালে অনায়াসে যে গাভীর দুধ দোহন করা যায়, সেই গাভীর ন্যায়। ইহা হইতে অর্থ-নিষ্পন্ন করা হইয়াছে,—‘দুগ্ধ-দোহনকালে সুদোগ্ধ্রী গাভীকে যেমন লোকে আহ্বান করে, হে শোভন-কর্ম্মশীল ইন্দ্রদেব, আমরা সেইভাবে তোমাকে আহ্বান করিতেছি।’ বেদ যে কৃষকের গান, বেদের সহিত যে কেবল কৃষকেরই সম্বন্ধ, তাহা প্রতিপাদন করার পক্ষে এরূপ অর্থের যথেষ্ট সার্থকতা আছে, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ ঐরূপ অর্থের পোষকতা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ঐরূপ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলে আরাধ্য-দেবতা ইন্দ্রদেবকে যে অতি নিম্ন-পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কোনও ভক্ত, কোনও সাধক, কখনও আপনার আরাধ্য-দেবতাকে এরূপভাবে নিম্ন-পর্য্যায়ের সহিত তুলনা করিতে পারেন না।

তবে ‘সুদুঘামিব গোদুহে’ বাক্যে কি সমীচীন অর্থ উপলব্ধি হয়? ‘গো’ শব্দে পৃথিবীকে বুঝায়, চন্দ্রদেবকে বুঝায়। রঘুবংশে দেখি, রাজা দিলীপ পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন। যথা,—

“দুদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্যায় মঘবা দিবম্।
সম্পদ্বিনিময়েনোভৌ দধতুর্ভুবনদ্বয়ম্॥”

এখানে ‘দিলীপ গাভী দোহন করিয়াছিলেন’ অর্থ সঙ্গত হয় নাই। এখানে অর্থাগম হয়,—তিনি পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ,—পৃথিবীর ধনসম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাকবির ‘কুমারসম্ভবেও’ এইরূপ উক্তি—এইরূপ উপমা—দৃষ্ট হয়; যথা,—

“যং সর্ব্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীংশ্চ পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীম্॥”

অর্থাৎ,—'দোহনকর্মসমর্থ দোগ্ধা সুমেরু গিরি বর্তমান থাকিতে হিমালয়কে বৎস-পরিকল্পনা করিয়া পৃথু-রাজার উপদেশ অনুসারে পর্বতগণ ধরিত্রী হইতে দীপ্তিশীল রত্ন এবং মহৌষধিসমূহ দোহন করিয়াছিল।'

'কুমারসম্ভবের' অন্যত্র দেখিতে পাই,—"দুদোহ গোরূপধরামিবোর্বীং।" অর্থাৎ,—'গোরূপধরা পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন।'

মন্ত্রের 'গোদুহে' শব্দে আমরা তাই মনে করি, পৃথ্বীমাতাকে বা চন্দ্রদেবকে দোহনের অর্থ আসিতেছে। 'সুদুঘাং'—সহজে দোহন করিবার উপযোগী—আপনা হইতে অমৃতধারা ক্ষরণের উপযোগী তাঁহাদের ন্যায় আর কে আছে? চন্দ্রের রশ্মিকণা যাচ্‌ঞা করিতে হয় না; আপনা-আপনিই সেই স্নিগ্ধ-রশ্মি সর্বত্র ক্ষরিত হয়। আবার পৃথ্বীমাতা যে সুদুঘা—তিনি যে অনন্ত-রত্ন আপনিই বিতরণ করিয়া থাকেন,—তাহার কি তুলনা আছে? তিনি আপন বক্ষের উপর শ্যামল শস্যরূপ, ফলপুষ্পভারাবনত বৃক্ষাদি-রূপ, অনন্ত দুগ্ধভাণ্ডার ধারণ করিয়া আছেন। 'সুদুঘা' বিশেষণের সার্থকতা তাঁহাতে যেমন দেখিতে পাই, তিনি যেমন অকাতরে ফলশস্য-প্রদানে প্রাণিজগৎকে পরিতৃপ্ত করেন, এমন আর কোথায় আছে? যাহাতে যে গুণ বিশেষভাবে বিদ্যমান, উপমায় তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়। আমরা তাই মনে করি, মন্ত্রে পৃথ্বী-মাতার কথা বলা হইয়াছে;—মন্ত্রে চন্দ্রকিরণের কথা বলা হইয়াছে। ইন্দ্রদেবকে মেঘাধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলে, ঐ দুই-এর সম্বন্ধ-বিষয়ে কোনই সংশয় থাকে না। মেঘ উৎপন্ন হয় কিরূপে? বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘের সঞ্চার করে। বাষ্প সে তো ধরিত্রী-মাতাকে দোহন করিয়াই উৎপন্ন হয়! সুতরাং এ মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে—'হে মঘবন্ ইন্দ্রদেব! ধরিত্রী মাতাকে তুমি যেমন করিয়া দোহন কর, তুমি যেমন তাঁহার স্তন্য-পানে পরিপুষ্ট হও, তোমার অস্তিত্ব যেমন তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত কণা কণা অমৃতবিন্দুর উপর নির্ভর করে; আমরাও যেন সেইরূপভাবে তোমাকে পাইয়া তোমারই প্রভায় প্রভান্বিত হই,—তোমারই গুণে গুণান্বিত হইয়া সৎস্বরূপ তোমাতেই লীন হই।' মেঘের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধও অল্প নহে। তাঁহার আকর্ষণ-বিকর্ষণে অনেকাংশে মেঘের সঞ্চার ঘটে;—পৃথিবীর বক্ষে বারিরাশি স্ফীত হইয়া উঠে। গোদোহনে চেষ্টার প্রয়োজন হয়। কিন্তু পৃথ্বীমাতার দোহন বা চন্দ্র-রশ্মির দোহন অনায়াস-সাপেক্ষ। 'সুদুঘাং' তাহাকেই বলে না কি—যাহা সুখের সহিত অনায়াসে দোহন করিতে পারা যায়।

মন্ত্রে বলা হইতেছে, 'হে দেব! তুমি আপনিই করুণা কর। আমরা অকৃতী অধম। আমাদের কর্ম-সামর্থ্য এমন কিছুই নাই যে, তোমাকে আকর্ষণ করি! পৃথ্বীমাতার রসরূপ দুগ্ধ যেমন আপনিই আকৃষ্ট হয়, চন্দ্রের রশ্মি যেমন আপনিই ক্ষুদ্র মহৎ উচ্চ নীচ সকলাবিশেষে নিপতিত হয়, তুমি সেইরূপভাবে এস! আমাদিগকে আশ্রয় দান কর।' মন্ত্রের এই অর্থই সমীচীন—এই অর্থই সঙ্গত। কেন-না, তিনি—'সুরূপকৃত্নুং।' অর্থাৎ—শোভনকর্মশীল, প্রতিপালক। শরণাগত জনের উদ্ধারের অপেক্ষা শোভনকর্ম আর কি আছে? তিনি শরণাগত-পালক। তিনি পৃথ্বীমাতার ন্যায় 'সুদুঘা'।

তিনি স্বতঃস্নেহশীল। তিনি স্বতঃকরুণাবর্ষী হইয়া আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন;— আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। * (৭অ—৫খ—২সূ—১সা)।

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

উপ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব।

৩ ২উ ৩২ ৩ ১২

গোদা ইদ্রেবতো মদঃ॥ ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোমপাঃ' (হে অমৃতপায়িন্, হে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সবনাঃ' (সবনানি, ত্রিসবনানি প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনসবনং সায়ংসবনঞ্চ—ত্রিকালিকযজ্ঞাঃ, সর্ব্বকালিককর্ম্মাণি) 'উপ' (সমীপে) 'আগহি' (আগচ্ছ); 'সোমস্য' (ভক্তিসুধাং, সত্ত্বভাবস্য সারভূতাংশং) 'পিব' (গৃহাণ) স্বমিতি শেষঃ; 'রেবতঃ' (রয়িধনং অস্যাস্তীতি রেবান তস্য রেবতো—ধনবতস্তব, পরমধনসম্পন্নস্য তব) 'মদঃ' (হর্ষঃ) 'গোদা' (ধনপ্রদ, ধনদানেন প্রবর্দ্ধিতঃ) 'ইৎ' (এব) ভবতীতি শেষঃ। হে দেব! অস্মাকং সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি তব সম্বন্ধোঽস্তু; অস্মভ্যং পরমার্থ-দানেন তব প্রীতিঃ ভবতু। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (৭অ-৫খ—২সূ—২সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে অমৃতপায়ি (হে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল)। আপনি আমাদিগের ত্রৈকালিক যজ্ঞে (সর্ব্ব কর্ম্মে) আগমন করুন; আপনি আমাদিগের ভক্তিসুধা (সারাংশভূত সত্ত্বভাব) গ্রহণ করুন; পরমধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন আপনার আনন্দ, আমাদিগকে পরম ধনদানে প্রবর্দ্ধিত হউক। (ভাব এই যে—হে দেব! আমাদিগের সকল কর্ম্মের সাহিত আপনার সম্বন্ধ হউক; আমাদিগকে পরমার্থদানে আপনার প্রীতি হউক)। (৭অ—৫খ—২সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম বর্গের (প্রথম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, প্রথমা ঋক্) অন্তর্গত।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোমপাঃ' সোমস্য পাতরিন্দ্র! সোমং পাতুং 'নঃ' অস্মদীয়ানি 'সবনা' সবনানি ত্রীণি 'উপ' সমীপে 'আ গহি' আগচ্ছ। সবনা—সূয়তে সোম এষ্বিতি সবনানি সুপো ডাদেশঃ (৭।১।৩৯) টিলোপশ্চ (৬।৪।১৪৩), 'লিতি' (৬।১।১৯৩)—ইতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যাকারস্য উদাত্তত্বং। গহি—ইত্যত্র গমেঃ 'বহুলং ছন্দসি (২।৪।৭৩)' ইতি শপো লুক্, হের্ঙিত্ত্বাদনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা (৬।৪।৩৭) মকার-লোপঃ, 'অতো হেঃ (৬।৪।১০৫)' ইত্যাভীয়-শাস্ত্রীয়ে লুকি কর্ত্তব্যে 'অসিদ্ধবদত্রাভাৎ (৬।৪।২২)' ইতি আভাচ্ছাস্ত্রীয়ো মকার-লোপোঽসিদ্ধবদ্ভবতি। আগত্য চ 'সোমস্য' সোমং 'পিব', 'রেবতঃ' ধনবতঃ তব 'মদঃ' হর্ষঃ 'গোদা ইৎ' গো প্রদ 'এব' ত্বয় হৃষ্টে সতি অস্মাভিগাবো লভ্যন্ত ইত্যর্থঃ। (৭অ-৫খ ২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ব্যাখ্যাকারগণ এই মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, সে অর্থের অনুসরণ করিলে কোনও দেবতার অর্চ্চনায় এ মন্ত্র কদাচ প্রযুক্ত হইতে পারে না। আর, সে অর্থের অনুসরণ করিলে মনে হয়, আমরা যেন কোনও নরপাংশুল রাক্ষসের পূজায় ব্রতী রহিয়াছি।

ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণতঃ অর্থ করিয়া গিয়াছেন—'হে সোমপায়ী মদ্যপ ইন্দ্রদেব আমাদের ত্রৈকালিক যজ্ঞে তুমি আগমন কর। সোম মদ্য পান কর। আর মদ্যপানের মত্ততা জনিত আনন্দে বিভোর হইয়া আমাদিগকে গোধনাদি দান কর।' কোনও দেবতাকে তো দূরের কথা; কোনও মানুষকেও যদি এইরূপভাবে উপাসনা করা হয়, সে মানুষও হৃষ্ট বা তুষ্ট হন না। কিন্তু এইরূপ অর্থই প্রচলিত।

অথচ, এ মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাত্মক। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে অমৃত-পায়ী অমর! আপনি সর্ব্বদা আমাদের যজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। আপনাকে প্রদানের উপযোগী পূজার উপকরণ কি আছে? কি দিয়া আপনার তৃপ্তিসাধন করিব? আপনার পানীয় স্বর্গের সুধা অমৃত, অকিঞ্চন আমরা, কোথায় পাইব? আপনি অমৃতপায়ী চির-আনন্দময়। আপনার ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই। আমরা দরিদ্র, আমরা কামনার দাস। আপনি আমাদিগকে ধনাদি দান করুন; আমাদের অভাব দূর হউক।' কামনামূলক এই এক অর্থ এ মন্ত্রে নিষ্পন্ন হইতে পারে।

অন্য অর্থে এ মন্ত্রে সাধকের নিষ্কামভাব প্রকাশ পাইতেছে। সাধক বলিতেছেন 'আমি ত্রি-কাল তোমার উপাসনায় প্রবৃত্ত রহিলাম; আমার হৃদয়ের ভক্তি-সুধা তোমার চরণে চির-সমর্পিত রহিল। তুমি আনন্দময়; তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। তুমি ইচ্ছা করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য আমাকে প্রদান করিতে পার। কিন্তু হে জগদীশ! আমায় আর সে প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিও না; আমায় আর সে বন্ধনে আবদ্ধ রাখিও না! তোমার 'গোদা' বা ঐশ্বর্য্য

আমার সম্বন্ধে 'ইৎ' হউক অর্থাৎ গত হউক। আমি ধনের ভিখারী নহি। আমি ঐশ্বর্য্য চাহি না। আমার কামনা নাশ করিয়া দিউন।* (১অ—৫খ—২সূ—২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাম্।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মা নো অতিখ্য আগহি ॥ ৩ ॥

* • *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অথা' (অথ, অনন্তরং, পার্থিবৈশ্বর্য্যানাং সহ বিগতসম্বন্ধানন্তরং) 'তে' (তব) 'অন্তমানাং' (অতিশয়সমীপবর্ত্তিনাং, সামীপ্যপ্রাপ্তানাং সাধকানাং) 'সুমতীনাং' (উত্তমবুদ্ধিযুক্তপুরুষাণাং, অনুগ্রহপ্রাপ্তানাং, শুদ্ধবুদ্ধীনাং, যদ্ব—তেষাং সঙ্গং ইতি যাবৎ) 'বিদ্যাম' (জানীয়াম, লভাম, যদ্বা তবানুগ্রহেণ তে শুদ্ধবুদ্ধিং সম্যক্ লভেমহীতি ভাবার্থঃ)। 'নঃ' (অস্মান) 'অতি' (অতিক্রম্য) 'মা খ্যঃ' (মা খ্যাতো ভব, তৎস্বরূপং মা কথয়, স্বানুগ্রহং ন প্রকথয়, ন প্রকাশয়েত্যর্থঃ); 'আগহি' (আগচ্ছ) অস্মৎসমীপ ইতি শেষঃ। হে দেব! ত্বং অস্মান্ শুদ্ধবুদ্ধিং প্রযচ্ছ; স্বরূপং বিজ্ঞাপয়; সকাশং আগচ্ছ; মোক্ষঞ্চ দেহি,—হত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর (পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সহিত বিগত-সম্বন্ধ হওয়ার পর) আমরা আপনার অতিশয়-সমীপবর্ত্তী উত্তমবুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণকে জ্ঞাত হই, (তাঁহাদিগকে জানিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গলাভে সমর্থ হই; তখন, আপনার অনুগ্রহে আমরা শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হই)। আপনি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া খ্যাত হইবেন না (অর্থাৎ, আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আপনার স্বরূপ ব্যক্ত করিবেন না—আমাদিগের নিকট আপনি স্বপ্রকাশ হইবেন)। আপনি আমাদের নিকট আগমন

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চম বর্গের (প্রথম মণ্ডল চতুর্থ সূক্ত, দ্বিতীয়া ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

করুন। (ভাব এই যে,—আপনি স্বরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়া, আমাদিগকে মোক্ষ প্রদান করুন)। (৭অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অথ' সোমপানানন্তরং হে ইন্দ্র! তে' তব 'অন্তমানাং' অন্তিকতমানামতিশয়েন তব সমীপবর্ত্তিনাং 'সুমতীনাং' শোভন-মতি-যুক্তানাং শোভন-প্রজ্ঞানাং পুরুষাণাং মধ্যে স্থিত্বা 'বিদ্যাম' বয়ং ত্বাং জানীয়াম। যদ্বা, সুমতীনাং শোভনবুদ্ধীনাং কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়াণাং সাভাগেমিত্যধ্যাহারঃ বহুব্রীহৌ পক্ষে পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরাপবাদো 'নঞ্-সুভ্যাম্ (৬।২।১৭২)' ইত্যুত্তর-পদান্তোদাত্তঃ। কর্ম্মধারয়-পক্ষেঽপি অব্যয়পূর্ব্বপদ-প্রকৃতি-স্বরাপবাদ-কৃৎস্বরেণান্তোদাত্তত্বেন (৬।২।১৩৯)। অতো মতুপ্ হ্রস্বনদ্যোদাত্তাচ্চ সুমতি-শব্দাৎ পরস্য নামো 'নামন্যতরস্যাং (৬।১।১৭৭)'—ইত্যুদাত্তত্বং। অথাপি 'ন' অস্মান্ 'অতি' অতিক্রম্য 'মা খ্যঃ' অস্মেষাং স্বস্বরূপং মা প্রকথয়ঃ। খ্যা প্রকথনে (অদা০ প০)—ইত্যস্য লুঙি 'অস্যতিবক্তি-খ্যাতিভ্যোঽঙ্ (৩।১।৫২)।' আগহি—গমেঃ শপো লুকি ভিরাদশ্বদাত্তোপদেশেতি (৬।৪।৩৭) মকারলোপস্যাসিদ্ধবত্ত্বাভাবাদিতি (৬।৪।২২) অসিদ্ধবত্ত্বাৎ 'অতো হেঃ (৬।৪।১০৫)'—ইতি লুক্ ন ভবতি। (৭অ-৫খ—২সূ ৩সা)।

* . *

তৃতীয় (১০৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের 'মদ' শব্দের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারগণ যেরূপ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অথ' শব্দের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশেও সেইরূপ নানা সংশয়-সন্দেহের অবতারণা হইয়াছে। 'অথ' শব্দের অর্থে তাঁহারা বলিয়াছেন, 'সোমপানানন্তরং তব হর্ষে জাতে সতি।' অর্থাৎ—'সোমরস পান করিয়া আপনার হর্ষ উপজাত হইলে।' ভাষ্যকারগণের এই অর্থে, ইন্দ্রদেবকে একজন মদ্যপ ব্যক্তি বলিয়া অনুমান হয়। মনে হয়,—মদ্যপানেই যেন তাঁহার আনন্দ! যিনি তাঁহাকে পরিতোষরূপে মাদক দ্রব্য পান করাইতে পারেন, তিনি তাঁহার প্রতিই অধিকতর সন্তুষ্ট হন।

বেদের অপব্যাখ্যাকারীর নিকট এরূপ ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া অনুমিত হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা দেবগণকে ভগবদ্বিভূতি বলিয়া বুঝিতে পারেন; তাঁহাদের নিকট এরূপ ব্যাখ্যা কদাচ আদরণীয় নহে। যিনি প্রকৃত ভক্ত প্রকৃত সাধক, তিনি আপনার আরাধ্য-দেবতাকে—আপনার ইষ্টদেবতাকে—এরূপ কু-দৃষ্টিতে দর্শন করিতে পারেন না। সতেই সতের আনন্দ; অসতে তাঁহার আনন্দ হয় না। অথবা, সতে সৎ ভিন্ন অসৎ থাকিতে পারে না। যাহা সৎ, তাহা চিরকালই সৎ; তাহা একবার সৎ, একবার অসৎ হইতে পারে না। দেবতা দেবতাই আছেন; দেবতায় অসদ্ভাবের আরোপ—অন্যায় ও অসঙ্গত।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অথ' শব্দের অর্থ উপলব্ধ হইলেই মন্ত্রের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐ

'অথ' পদ পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে। পূর্ব্ব-মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষায় ব্যাখ্যা করিলে, 'অথ' শব্দের অর্থ হয়, 'পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সহিত বিগত-সম্বন্ধ হইবার পর।' এই অর্থই সমীচীন—এই অর্থই যুক্তিসঙ্গত। এখানেও সেই ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবার উদ্বোধনা—এখানেও সেই ত্যাগের ভাব—এখানেও সেই নিষ্কাম-কর্ম্মের উপদেশ।

সৎপ্রসঙ্গ সাধুসঙ্গ—ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান-লাভের এক প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সাধুসঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গে সুফল-লাভ অবশ্যম্ভাবী। সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় সহজের প্রতি লক্ষ্য আসিয়া পড়ে। তাঁহার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, তাঁহাকে জানিবার—তাঁহার স্বরূপ বুঝিবার স্পৃহা বলবতী হয়। স্বরূপ বুঝিলেই তন্ময়তা আসে; ফলে মোক্ষ অধিগত হয়। সৎসঙ্গে সুফল লাভের বহু দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ভগীরথ যখন গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যভূমে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন, মাতা সুরধুনী তখন মর্ত্ত্যে আসিতে প্রথমে স্বীকার করেন না। তিনি ভগীরথকে বলেন,—'পৃথিবীতে পাপী মনুষ্যেরা আমার জলে পাপ প্রক্ষালন করিবে। কিন্তু আমি সে পাপ কোথায় ক্ষালন করিব? সে উপায় স্থির না হইলে, আমি মর্ত্ত্যে যাইব না।' গঙ্গাদেবীকে সান্ত্বনাচ্ছলে ভগীরথ সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। সাধুসঙ্গে যে সকল পাপ—সকল অপবিত্রতা বিদূরিত হয়, মাতা সুরধুনীকে তাহা বুঝাইয়া তিনি বলিলেন,—

"সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাত্তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ॥"

'মাতর্গঙ্গে! সে ভাবনা আপনার কেন? আপনি অনায়াসে সে অপবিত্রতা দূর করিতে পারিবেন। কারণ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধুগণ লোকপাবন তাঁহারা স্ব স্ব অঙ্গ সঙ্গ দ্বারা আপনার অপবিত্রতা দূর করিবেন। সাধুগণের শরীরে পাপহারী হরি নিরন্তর বর্ত্তমান আছেন।'

সাধু-সঙ্গের উপযোগিতা সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥
নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়নম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥
অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণা আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্॥
সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাঽহমেব চ॥"

অর্থাৎ,—'ভগবান অগ্নিকে আশ্রয় করিলে যেমন লোকের শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তেমনি সাধুসঙ্গে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন, নৌকা যেমন তাঁহাদের পরাশ্রয়; সেইরূপ, ঘোর ভবসাগরে নিমজ্জমান ও উন্মজ্জনশীল জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞ সাধুসকল পরম অবলম্বন। অন্ন যেমন জীবের জীবন, আমিও তেমনি আর্ত্তের শরণ। পরকালে ধর্ম্ম যেমন মানবের একমাত্র সম্বল; সংসারে

ভয়ভীত জনগণের তেমনি সাধুগণ একমাত্র আশ্রয়। যেমন আকাশে সূর্য্য উদিত হইলে প্রকৃতির যাবতীয় বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়; তেমনি জ্ঞানাকাশে সজ্জন রবির উদয় হইলে জ্ঞানের অনন্ত-চক্ষু উন্মীলিত হইয়া থাকে; অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠে; আর তাহাতে যাবতীয় সূক্ষ্মবস্তু বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। সাধু-সজ্জন দেবতার বান্ধব। আমার সহিত তাঁহারা ভেদ-বিরহিত।'

সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ—পরমপদ, প্রভুপদ ও সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির মূলীভূত। নিরতিশয় নিন্দিত-কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিও যদি সাধুসঙ্গ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবানের ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু মধ্যে পরিগণিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—'অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি আমাকে অনন্য-চিত্তে ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু-মধ্যে গণ্য হইতে পারে।' যথা,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥"

নারসিংহে কথিত হইয়াছে,—'অতিশয় মলিন হইলেও মনুষ্য যদি শ্রীহরিপরায়ণ হয় এবং অনন্যচিত্তে তাঁহাকে ভজনা করে, তাহা হইলে সে পরম-শোভাময়রূপে বিরাজ করে। শশাঙ্ক-লাঞ্ছন হইলেও চন্দ্র কখনই তিমিরে পরাভূত হয় না।' শাস্ত্র বলিয়াছেন,—বাসনা-নদী শুভ অশুভ উভয় পথে প্রধাবিত। তাহাকে কেবল শুভ-পথেই পরিচালিত করিতে হইবে। মহাপোত সমুদ্রেই বিচরণ করে। সেইরূপ যাঁহারা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন ও নির্ম্মল-চিত্ত, সাধুসঙ্গ তাঁহারাই প্রাপ্ত হন।'

মন্ত্রের অন্তর্গত "অস্মাকং সুমতীনাং" পদদ্বয়ে সেই সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গের উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। বলা হইয়াছে, 'হে ভগবন্! আপনার সমীপবর্ত্তী সুবুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণের মধ্যে থাকিয়া আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন সুমতি বা শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হই।' সুবুদ্ধিযুক্ত আর কাহারা? 'সু' বা সতের প্রতি যাঁহারা বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ যাঁহারা অনুক্ষণ সতের প্রতি সংন্যস্তচিত্ত, তাঁহারাই তো সুবুদ্ধিযুক্ত! সতের জ্ঞানে, যাঁহারা সতের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই সুবুদ্ধিযুক্ত বা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন। তাঁহারাই তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন,—তাঁহারাই সামীপ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছেন,—তাঁহারাই আত্মায় আত্মসম্মিলনে সমর্থ হইয়াছেন;—যাঁহারা তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

মন্ত্রে দেবতার নিকট আর প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—"মা নো অতিখ্যঃ"। অর্থাৎ,—'আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আপনার খ্যাতি বা আপনার স্বরূপ যেন প্রকাশ না করেন।' আপনি প্রভূত জ্ঞানশালী। আপনার অনুগ্রহ যাঁহারা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জ্ঞানী যাঁহারা, আপনার খ্যাতি—আপনার মহিমা—তাঁহাদের নিকট তো সুপরিব্যক্ত আছেই! কিন্তু অজ্ঞান আমরা—অকিঞ্চন আমরা! আমরা আপনার মহিমা—আপনার খ্যাতি কিরূপে বুঝিব, প্রভু! আপনি না বুঝাইলে—আপনি না জানাইলে—কি সামর্থ্য আমাদের যে, আপনার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করি—আপনার মহিমা, আপনার খ্যাতি

উপলব্ধ করিতে সমর্থ হই! আপনি সৎ-শুদ্ধবুদ্ধি-সম্পন্ন। সদ্‌বুদ্ধি-সম্পন্ন না হইতে পারিলে, সৎকে কিরূপে জানিব, প্রভু! তাই ডাকি দেব!—আমাদের সেই শুদ্ধবুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা আপনার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে পারি, যাহাতে আমরা আপনার মহিমা, আপনার খ্যাতি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই।

হৃদয় কলুষময়। ঐহিক ঐশ্বর্য্যে চিত্ত চিরপ্রমত্ত—অনুক্ষণ ঐহিক চিন্তায় চিত্ত চির-জর্জ্জরিত। আনন্দময়—তুমি; ঐশ্বর্য্যশালী—তুমি। জানি আমি ইচ্ছা করিলে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে পার। কিন্তু দেব! আমার সে ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই। আমি যাহাতে বিগতস্পৃহ হইয়া, সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহারই উপায় বিধান কর। সৎ—তুমি; সদ্‌বুদ্ধিশালী—তুমি। আমাকে সেই সুবুদ্ধি প্রদান কর,—যাহাতে সৎকে—তোমাকে জানিতে পারি,—যাহাতে সতের (তোমার) স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। তোমার মহিমার অন্ত নাই। আমার ন্যায় অকিঞ্চনকে উদ্ধার করিলে, তোমার সে মহিমা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে প্রভু। জ্ঞানী যাঁহারা, পুণ্যাত্মা যাঁহারা, তোমার মহিমা তাঁহাদের নিকট তো স্বতঃপ্রকাশিত! তাই ডাকি দেব! এস হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর—সুবুদ্ধি প্রদান কর; তোমার অনন্ত মহিমা অনন্ত খ্যাতি, দিকে দিকে প্রকাশ পাউক। তোমায় ডাকিবার সামর্থ্য আমার নাই; নিজগুণে হৃদয়-মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও। অকৃতি অধম আমি; আমাকে অতিক্রম (পরিত্যাগ) করিও না, প্রভু! হৃদয়-মন্দিরে শূন্য-সিংহাসন পড়িয়া আছে। এস—এস দেব! তথায় অধিষ্ঠান কর। হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হউক, সকল সংশয় দূরে যাউক, সকল কর্ম্মের অবসান হউক, আলোক-সাহায্যে আলোক লাভ করি। তোমার জ্যোতিঃ-কণা-স্পর্শে অমৃতত্ব লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই।* (১অ ৭খ-২সূ ৩সা)।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোষা ইব।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাম্।

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র

দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম বর্গের (প্রথম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, তৃতীয়া ঋক,) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'উষা ইব' (জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তিঃ যথা অজ্ঞানতাং বিনাশয়তি তদ্বৎ) 'যৎ' (যঃ, ত্বং) 'উভে রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'আপপ্রাথ' (স্বতেজসা পূরয়সি); তস্মাৎ 'মহীনাং' (মহতাং দেবানাং, দেবভাবানাং) 'মহান্তং' (নায়কং, প্রদাতারং) 'চর্ষণীনাং' (আত্মোৎকর্ষসাধকানাং জনানাং) 'সম্রাজং' (ঈশ্বরং, রক্ষকং) 'ত্বা' (ত্বাং) দ্যুলোকভূলোকৌ অনুসরতঃ ইতি শেষঃ; 'দেবী জনিত্রী' (দেবভাবোৎপাদিকা তব শক্তিঃ) 'অজীজনৎ' (জনয়তি, প্রযচ্ছতি-লোকেভ্যঃ দেবভাবং ইতি যাবৎ); 'ভদ্রা জনিত্রী' (মঙ্গলোৎপাদিকা তব শক্তিঃ) 'অজীজনৎ' (উৎপাদয়তি, মঙ্গলং প্রযচ্ছতি লোকেভ্যঃ ইত্যর্থঃ)। সর্ব্বলোকারাধনীয়ঃ দেবঃ লোকেভ্যঃ দেবভাবং তথা পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছতি— ইতি ভাবঃ। (৭অ ৫খ ৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! জ্ঞানোন্মেষিক বৃত্তি যেমন অজ্ঞানতা বিনাশ করেন, সেইরূপ আপনিও দ্যুলোকভূলোককে আপনার জ্যোতিতে পূর্ণ করেন; সেই জন্য, দেবভাবপ্রদাতা, আত্মোৎকর্ষসাধকদিগের রক্ষক আপনাকে দ্যুলোকভূলোক অনুসরণ করে; দেবভাবোৎপাদিকা আপনার শক্তি লোকদিগকে দেবভাব প্রদান করেন; মঙ্গলোৎপাদিকা আপনার শক্তি লোকদিগকে মঙ্গল প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—সর্ব্বলোক-কর্তৃক আরাধনীয় দেবতা মানুষকে দেবভাব ও পরমমঙ্গল প্রদান করেন)। (৭অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'উভে' 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'যৎ' যঃ ত্বং 'আপপ্রাথ' স্বতেজসা আপূরয়সি। প্রা পূরণে, আদাদিকঃ (৫০) ছান্দসো লিট্ (৩।২।১০৫)। 'উষা ইব' যথা উষাঃ স্বভাসা সর্ব্বং জগদাপূরয়তি তদ্বৎ ত্বং 'মহীনাং' মহতাং দেবতামপি। 'মহান্তং' অধিকং 'চর্ষণীনাং' মনুষ্যাণামপি 'সম্রাজং' ঈশ্বরং ইন্দ্রং 'ত্বা' ত্বাং 'দেবী' দেবনশীলা 'জনিত্রী' সাধুজনয়িত্রী অদিতিঃ 'অজীজনৎ' অতঃ কারণাৎ সা 'ভদ্রা' কল্যাণী প্রশস্তা 'জাতা'। জনের্ণ্যন্তাৎ সাধুকারিণি তৃন্ (৩।২।১৩৪), 'জনিতা মন্ত্রে (৬।৪।৫৩)' ইতি ইড়াদৌ ণিলোপো নিপাত্যতে, ঋন্নেভ্যো ইতি ঙীপ্ (৪।১।৫)। (৭অ ৫খ ৩সূ ১সা)।

* * *

প্রথম (১০৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

পূর্ব্বের মন্ত্রে (৪অ ২খ—২দ ৫সা) দ্যাবাপৃথিবীকে দীপ্তিশালী বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রে যেন সেই দীপ্তির কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। জগৎ তাঁহার শক্তিতে শক্তি পায়, তাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতি পায়। জ্ঞানোন্মেষ হইলে হৃদয় তাঁহার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, অজ্ঞানতা অন্ধকার দূরে পলায়ন করে। মনের আনাচে কানাচে যত মলিনতা পঙ্কিলতা থাকে, তাহা আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়া যায়। মানুষের দুর্ব্বলতার কারণ—অজ্ঞানতা। জ্ঞানের বিকাশ হইলে সেই অজ্ঞানতা, সুতরাং তজ্জনিত দুর্ব্বলতা আবিলতাও, মানুষের হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়া যায়—মানুষ আপনার গন্তব্য পথে নিশ্চিন্ত গতিতে চলিতে পারে।

ভগবান যখন মানুষের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন—তখন মানুষের পাইবার আর কিছু বাকী থাকে না। জগতের প্রতি যখন তাঁহার কৃপা-দৃষ্টি পতিত হয়, তখন দিব্য-জ্যোতিতে দ্যুলোক-ভূলোক পূর্ণ হইয়া যায়। যাহা কিছু জ্যোতিষ্মান, যাহা কিছু দীপ্তিশালী তাহা সেই ভগবানের নিকট হইতেই আসে। বাহিরের আলোক, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি তারকার যে তেজ, তাহা তো সামান্য, জগতের আদিশক্তি যাহা, মূলীভূত জ্যোতি যাহা, সেই জ্ঞান জ্যোতিও ভগবানের দান। এই জ্ঞান না হইলে জগৎ নির্জ্জীব জড়পিণ্ডে মাত্র পর্য্যবসিত হয়।

মন্ত্র বলিতেছেন,—এই জন্যই সর্ব্বলোক আপনার অনুসরণ করে। এমন যিনি পরমদেবতা, যিনি কৃপা করিয়া মানুষকে দেবভাবের অধিকারী করেন, তাঁহার চরণে জগৎ তো লুটাইয়া পড়িবেই। তিনি শুধু পরমদেবতা নহেন, তাঁহার সন্তানগণকে তিনি দেবভাব দান করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন। তিনি তাঁহার দেবত্বের মহিমায় আপনি বিভোর থাকিলে জগৎ তাঁহাকে অনুসরণ করে কেন? কিন্তু তিনি তো কেবল আপন মহিমায় আপনি নিমগ্ন নহেন, তাঁহার সন্তানদিগকেও তাঁহার পরমধনের অধিকারী করেন। যাঁহারা তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে হাতে ধরিয়া তিনি কোলে তুলিয়া লয়েন, যাহাতে তাঁহারা পথভ্রান্ত না হয়েন, পাপের আক্রমণে গন্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত না হয়েন, তাহার জন্য তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার রক্ষাশক্তি দ্বারা সাধককে ঘিরিয়া রাখেন। অন্তরের সহিত যাঁহারা মুক্তিকামনা করেন, তাঁহারা ভগবানের কৃপায় অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারেন। তাই তিনি 'চর্ষণীনাং সম্রাজং।'

দেবভাবোৎপাদিকা শক্তি ও মঙ্গলোৎপাদিকা শক্তি মানুষকে মুক্তির পথে, পরমমঙ্গলের পথে টানিয়া আনেন। এখানে শক্তি ও শক্তিধরের অভেদত্ব সূচিত হইয়াছে। ভগবানের বিভূতি যেমন তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নয়, এই মঙ্গল ও দেবভাবের উৎপাদিকা শক্তিও তেমনি ভগবান হইতে পৃথক নয়।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা উপলক্ষে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই সমস্ত বিবৃত করা হইয়াছে। (৭অ ৫খ ৩সূ ১সা)। *

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকে (৪অ—৩খ—৩দ—১০সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
দীর্ঘ৺্ হ্যঙ্কুশং যথা শক্তিং বিভর্ষি মন্তুমঃ।
১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
পূর্ব্বেণ মঘবন্ পদা বয়ামজো যথা যমঃ।
৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ॥ ২॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মন্তুমঃ' (পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হে ভগবন ইন্দ্রদেব !) 'দীর্ঘং' (আয়তং, বিস্তীর্ণং-দৃঢ়ং ইতি ভাবঃ) 'অঙ্কুশং' (শাসকং—নিয়ামকং দণ্ডং ইত্যর্থঃ) 'যথা' (যদ্বৎ) শক্তিং ধারয়তি, তদ্বৎ ত্বং 'শক্তিং' (পরাশক্তিং) 'বিভর্ষি' (ধারয়সি); অথবা 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' 'সুদৃঢ়ং অঙ্কুশং যথা মত্তবারণস্য নিয়ামকং শক্তিং ধারয়তি তদ্বৎ) হে ইন্দ্র! ত্বং 'শক্তিং' মত্তবারণসদৃশস্য দুর্দ্দমনীয়স্য মনসঃ চাঞ্চল্যনিবারকং শক্তিং ইতি ভাবঃ) 'বিভর্ষি' ধারয়সি)। অতঃ মনশ্চাঞ্চল্যপরিহারেণ ইত্যর্থঃ হে 'মঘবন্' (প্রভূতধনবান ইন্দ্রদেব।) পূর্ব্বেণ' (দেহস্য পূর্ব্বভাগে বর্ত্তমানেন ইত্যর্থঃ) 'পদা' (পাদেন) 'অজঃ' (ছাগঃ) 'যথা' যদ্বৎ) 'বয়াং' (শাখাং) 'যম' (আকর্ষতি), তদ্বৎ বয়ং হৃদাং পুরতঃ বর্ত্তমানেন জ্ঞানভক্তি-রূপেণ আকর্ষণী-সাহায্যেন ত্বাং আক্রমাম ইতি ভাবঃ। অপিচ, হে ভগবন ইন্দ্রদেব! দেবী' (দীপ্তদানাদিগুণযুক্তা) 'জনিত্রী' (দেবভাবোৎপাদিকা সা তব শক্তিঃ ইতি ভাবঃ) অজীজনৎ' (উৎপাদয়তু—তাদৃশীং শক্তিং ইত্যর্থঃ, অস্মাসু ইতি যাবৎ); অপিচ, 'ভদ্রা' মঙ্গলপ্রদা) 'জনিত্রী' (শক্তেরুৎপাদিকা সা তব পরাশক্তিঃ ইত্যর্থঃ) 'অজীজনৎ' (অস্মাকং পরমমঙ্গলং জনয়তু—সাধয়তু বা ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। মনশ্চাঞ্চল্যং হি সর্ব্বানিষ্টানাং মূলং। অতঃ মনশ্চাঞ্চল্যপরিহারেণ জ্ঞানভক্তিরূপেষণেন ভগবতঃ প্রীতিসম্পাদনায় লক্ষ্যঃ অত্র বর্ত্ততে। অতঃ প্রার্থনা—হে ভগবন! অস্মান ভাবসমন্বিতান্ স্থিতপ্রজ্ঞাংশ্চ কুরু ইতি ভাবঃ। (৭অ—৫খ—৩সূ—২সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! বিস্তীর্ণ সুদৃঢ় অঙ্কুশ-দণ্ড যেমন শক্তি ধারণ করে, সেইরূপ আপনি পরাশক্তি ধারণ করেন।

অথবা সুদৃঢ় অঙ্কুশ যেমন মত্তবারণ নিয়ামক শক্তি ধারণ করে; সেই-রূপ, আপনি মত্তবারণ-সদৃশ দুর্দ্দমনীয় মনের চাঞ্চল্য-নিবারক শক্তি ধারণ করেন। অতএব প্রভূতধনবান্ হে ইন্দ্রদেব! আপনার অনুগ্রহে মনশ্চাঞ্চল্য-পরিহারের দ্বারা, অজ যেমন বৃক্ষ শাখা আকর্ষণ করে, সেইরূপে আমাদের হৃদয়ের পুরোভাগে বর্ত্তমান জ্ঞান ও ভক্তি-রূপ আকর্ষণীর সাহায্যে আপনাকে যেন আকর্ষণ করিতে পারি। অপিচ, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত দেবভাব উৎপাদিকা আপনার সেই শক্তি, আমাদিগের মধ্যে অনুরূপ শক্তি উৎপাদন করুক; এবং মঙ্গলপ্রদ শক্তির উৎপাদিকা আপনার সেই পরাশক্তি আমাদিগের পরমমঙ্গল সাধন করুক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। মনের চাঞ্চল্যই সকল অনিষ্টের মূল। অতএব মনশ্চাঞ্চল্য পরিহারে জ্ঞানভক্তির উন্মেষণে ভগবৎপ্রীতি-সম্পাদনের সঙ্কল্প এখানে বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে শক্তিদানে সত্ত্বসমন্বিত এবং স্থিতপ্রজ্ঞ করুন)। (৭অ—৫খ—৫সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দীর্ঘং' আয়তং 'অঙ্কুশং' সৃণিং 'যথা বিভর্ষি' এবমায়ভাং 'শক্তিং' হে 'মত্তমঃ' মত্ত জ্ঞানে, তৃষন। 'মতুবসো রুঃ (৮।৩।১)'—ইতি সম্বুদ্ধৌ নকারস্য রুত্বং। ঈদৃশেন্দ্র! বিভর্ষি ধারয়সি॥ ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ জৌহোত্যাদিকঃ, শ্লৌ 'ভৃঞামিৎ (৭।৪।৭৬)' ইত্যভ্যাস-স্যেত্বং॥ হে 'মঘবন্' ধনসমৃদ্ধ! যথা 'পূর্ব্বেণ' দেহস্য পূর্ব্বভাগে বর্ত্তমানেন 'পদা' পাদেন 'অজঃ' ছাগঃ 'বয়াং' শাখাং আকর্ষতি তথা পূর্ব্বোক্তয়া শক্ত্যা আকৃষ্যামঃ শত্রূন॥ নিযচ্ছসি—যমেশ্ছান্দসোঽডাগমঃ, বহুলং ছন্দসি (২।৪।৭৩)—ইতি শপো লুক্। গতমন্যৎ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের অন্তর্গত উপমা দুইটীর বিশ্লেষণে মন্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। মন্ত্রের যে একটী ভাষ্যানুসারী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে জ্ঞানবান ধনশালী ইন্দ্র! সুদীর্ঘ অঙ্কুশের ন্যায় তুমি শক্তি নামক অস্ত্র ধারণ করিয়া থাক। ছাগ যেরূপ শরীরের সম্মুখাবস্থিত চরণের দ্বারা বৃক্ষশাখাকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি সেই শক্তি অস্ত্রের দ্বারা শত্রুকে আকর্ষণপূর্ব্বক নিপাত কর। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব

করিয়াছেন।" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, আমরা মন্ত্রের এবম্বিধ অর্থ গ্রহণ করি নাই। 'তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন'—ভাষ্যেও এরূপ অর্থ উপলব্ধি হয় না। মন্ত্রের লক্ষ্য যদি ইন্দ্রদেব হয়েন, তাহা হইলে 'কল্যাণময়ী' বলিয়া কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? ইন্দ্রের সম্বন্ধে যে এ বিশেষণ প্রযুক্ত নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আর 'মাতা তোমাকে প্রসব করিয়াছেন'—এরূপ অর্থেরই বা তাৎপর্য্য কি? তাই এক বিষম সমস্যার উদয় হইয়াছে।

যাহা হউক, আমরা মনে করি, বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে মনশ্চাঞ্চল্য পরিহারে সত্ত্বাসঞ্চয়ে উদ্বোধনার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' মন্ত্রে সেই ভাব উপলব্ধ হয়। মনশ্চাঞ্চল্যই সকল অনিষ্টের মূলীভূত। মনকে স্থির করিতে না পারিলে কোনও তপস্যাই সম্ভবপর নহে। সত্ত্বাবই বল আর যাহাই বল, মনশ্চাঞ্চল্য-প্রযুক্ত কিছুই সম্ভবপর হয় না। সতত জীবের মস্তকের উপর বিবেকরূপী মাহুত নিয়ত অঙ্কুশ উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। তথাপি মানুষ নিয়ত বিপথগামী হইতেছে। মনশ্চাঞ্চল্যই ইহার একমাত্র কারণ নহে কি? সাধারণ মানুষ বলিয়া নহে; নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের পক্ষেও এক দিন সেই মনশ্চাঞ্চল্য নিরোধ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনিও একদিন মুহ্যমান হইয়া ভগবানকে কহিয়াছিলেন,—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥"

অর্থাৎ,—হে ভগবন! আমি চিত্তকে স্থির করিতে পারিতেছি না। মন অতীব চঞ্চল, অতীব বলিষ্ঠ। বিবেক দ্বারা কোনরূপেই তাহাকে বশ করিতে পারিতেছি না। যে মন এত চঞ্চল, যে মন শরীরেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, যে মন অজেয় অনায়ত্ত কেমন করিয়া তাহাকে আয়ত্তাধীন করি? কেমন করিয়া তাহার নিরোধ-সাধন হয়? স্বচ্ছন্দবিহারী বায়ুকে যেমন নিরোধ করা সম্ভবপর নয়, মনকে আয়ত্তাধীন করাও সেইরূপ অসম্ভব। অর্জ্জুনের ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও যখন চিত্তচাঞ্চল্যের নিমিত্ত এতাদৃশ মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন আর অন্য পরে কা কথা! অথচ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। প্রারব্ধের কর্ম্মভোগের নিমিত্ত গৃহীত-জন্ম পুরুষের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব রাগদ্বেষাদি লক্ষণ চিত্তের কম্পনসমূহ তাহার বন্ধনের হেতুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং চিত্তবৃত্তির নিরোধ না হওয়ায় মুক্তিলাভ ঘটে না। অর্জ্জুনের এবম্বিধ সংশয়-প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিয়াছিলেন,—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥"

মন চঞ্চল, তাহাকে বশীভূত করা যে দুঃসাধ্য—তাহা স্বীকার করিয়া, ভগবান অর্জ্জুনকে কহিলেন,—'হে অর্জ্জুন! তুমি যে মনকে চঞ্চল বলিলে ও তাহার নিরোধ অসম্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। কিন্তু হে পার্থ! অভ্যাস ও বিষয়-বিতৃষ্ণার

দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করা যাইতে পারে। যাঁহার চিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রভাবে বশীভূত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে যোগপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অতি বিরল। কিন্তু যাঁহার চিত্ত সংযত হইয়াছে, তিনি বিহিত প্রণালীতে যত্নবান হইলে, যোগলাভে সক্ষম হন।' সুতরাং বুঝা গেল,— অভ্যাস-সহকারে আত্মসংযম করিতে হইবে। সমাধি দ্বারা ও বিষয়-বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করিতে হইবে। মনকে বশীভূত করার নামই—চিত্তবৃত্তি-নিরোধ। চিত্তবৃত্তি-নিরোধই মানুষের সকল মঙ্গলের মূলীভূত। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

মন্ত্রে সেই চিত্তবৃত্তি-নিরোধে সম্ভাবলক্ষ্যে ভগবৎপ্রাপ্তির বিষয়েই প্রথমতঃ উপদেশ দেখিতে পাই। মন্ত্রের প্রথম অংশে 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' উপমায় সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। মত্ত হস্তীকে যেমন অঙ্কুশের দ্বারা বশীভূত করিতে হয় সেইরূপ মনকেও বিবেকরূপ অঙ্কুশের দ্বারা—অভ্যাস ও বৈরাগ্য-রূপ শক্তির সাহায্যে, বশীভূত করিতে হইবে। মত্তমাতঙ্গকে সংযত করিবার শক্তি যেমন অঙ্কুশে বর্তমান, সেইরূপ ভগবানও মানুষের চিত্ত বশীভূতকারী শক্তি ধারণ করেন; প্রার্থনাকারী ভগবানের নিকট সেই শক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের যে শক্তির দ্বারা চঞ্চল চিত্তকে বশীভূত করিতে হয়, সকল শক্তির আধার ভগবানের নিকট সেই শক্তি লাভের প্রার্থনাই মন্ত্রের অন্তর্গত 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' উপমা বাক্যের সার্থকতা বলিয়া মনে করি।

তার পর দ্বিতীয় উপমার (পূর্ব্বেণ পদা বয়ামজো যথা প্রভৃতি) সার্থকতার বিষয় উপলব্ধি করুন। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাব এই যে—ছাগ যেমন সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের দ্বারা শাখা আকর্ষণ করে, সেইরূপ ভগবানের পূর্ব্বোক্ত শক্তির দ্বারা শত্রুদিগকে আকর্ষণ করিবা আমাদিগের অর্থে স্থূলতঃ এই ভাব ব্যক্ত হইলেও মূলতঃ একটু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। এখানে অজের সম্মুখভাগস্থ দুইটী পদ বলিতে আমরা জ্ঞান ও ভক্তিরূপ আকর্ষণীদ্বয়কে উপলব্ধি করি। ভগবানকে আকর্ষণ করিতে হইলে জ্ঞান ও ভক্তিই একমাত্র সহায়। জ্ঞান-সাহায্যে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ করিয়া ভক্তির দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারিলে ভগবান স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন। উপমায় এই ভাবই প্রাপ্ত হই। আবার 'অজঃ' পদে যদি "আত্মাকে' লক্ষ্য করি, আর 'বয়াং' পদে যদি 'ভগবানকে' বুঝি, তাহা হইলেও উপমার সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে। গীতায় আত্মার স্বরূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,— "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং।" 'অজঃ' বলিতে সেই অনাদি আত্মাকে লক্ষ্য করিতেছে। 'বয়াং' বলিতে আমরা পরমাত্মাকে লক্ষ্য করি। নদী বা সমুদ্রে 'বয়া' যেমন পোতাদির আশ্রয়, পরমাত্মা সেই আত্মার 'পদ'-স্বরূপ। এইরূপে উপমার দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে। একবিধ অর্থে উপমার তাৎপর্য্য এই যে,—'অজ যেমন তাহার সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের দ্বারা বৃক্ষ-শাখা আকর্ষণ করে, সেইরূপ আমরা জ্ঞান ও ভক্তিরূপ আকর্ষণীর সাহায্যে ভগবানকে যেন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হই। অন্যবিধ অর্থে ভাব হয়,—জ্ঞান ও ভক্তিরূপ আকর্ষণীর সাহায্যে আত্মা যেন পরমাত্মায় সম্মিলিত হইতে পারে।

তার পর মন্ত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে যথাক্রমে সন্তান প্রাপ্তির কামনা এবং সেই সন্তানের দ্বারা পরমমঙ্গল অর্থাৎ মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে পর পর দুর-

পর্য্যায়ে উচ্চাবচক্রমে এইরূপ বিভিন্ন ভাবের কামনার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। * (৭অ—৫খ—৩প্র—২সা)।

—— * ——

তৃতীয় সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২

অব স্ম দুর্হণায়তো মর্ত্তস্য তনুহি স্থিরম্।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অধস্পদং তমীং কৃধি যো অস্মাঁ অভিদাসতি॥

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র

দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! ত্বং 'মর্ত্তস্য' (মরণধর্ম্মশীলানাং মনুষ্যানাং অস্মাকং ইতি ভাবঃ) 'দুর্হণায়তঃ' (উপক্ষয়িতৄণাং সত্ত্বাবহারকানাং ইতি ভাবঃ বাহিরন্তঃশত্রূণাং ইতি যাবৎ) 'স্থিরং' (সুদৃঢ়ং বলং) 'অব তনুহি স্ম' (নিঃশেষেণ বিনাশয় ইতি ভাবঃ)। অপিচ, যঃ' (সত্ত্বাবরোধকঃ যঃ শত্রুঃ) 'অস্মান' 'অভিদাসতি' (অভিভূতান করোতি ইতি ভাব.) 'অধস্পদং' (নীচীনং পরাভূতং) 'কৃধি' (কুরু)। হে দেব! 'দেবী' (দীপ্তিদানাদিযুক্তা) 'জনিত্রী' (দেবভাবোৎপাদিকা—সা তব শক্তিঃ ইতি ভাবঃ) 'অজীজনং' (উৎপাদয়তু তাদৃশীং শক্তিং ইত্যর্থঃ—অস্মাসু ইতি যাবৎ); অপিচ, 'ভদ্রা' (মঙ্গলপ্রদা) 'জনিত্রী' (সত্ত্বাবোৎপাদিকা সা তব শক্তিঃ ইত্যর্থঃ) 'অজীজনৎ' (অস্মাকং পরমমঙ্গলং জনয়তু, সাধয়তু বা ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বাহিরন্তঃশত্রুনাশেন সত্ত্বাবসংজননার্থং অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! অস্মান্ সত্ত্বাবসমন্বিতান কুরু। সৎপথং চ প্রদর্শয়। (৭অ ৫খ—৩প্র—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! মরণধর্ম্মশীল মনুষ্যের (আমাদিগের) উপক্ষয়িতা সত্ত্বাবহারক বাহিরন্তঃশত্রুর সুদৃঢ় শক্তিকে নিঃশেষে বিনাশ করুন।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গের পঞ্চম সূক্তের অন্তর্গত। (দশম মণ্ডল, চতুস্ত্রিংশদধিক শততম সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্)।

অপিচ, সত্ত্বভাবরোধক যে শত্রু আমাদিগকে অভিভূত করে, সেই প্রসিদ্ধ বাহ্যান্তঃশত্রুকে পরাভূত করুন। হে দেব! দীপ্তিদানাদিযুক্ত দেবভাবোৎপাদিকা আপনার সেই শক্তি আমাদিগের মধ্যে শান্তি উৎপাদন করুক; এবং মঙ্গলপ্রদ আপনার সেই সত্ত্বভাবজনয়িত্রী শক্তি আমাদিগের পরমমঙ্গল সাধন করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে বহিরন্তঃশত্রুনাশের প্রার্থনা বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে সত্ত্বভাবসম্পন্ন করিয়া সৎপথ প্রদর্শন করুন)। (৭অ—৫খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দুর্হ্ণায়তঃ' দুঃখপ্রদহননমাচরতঃ 'মর্ত্ত্যস্য' মনুষ্যস্য শত্রোঃ 'স্থিরং' দৃঢ়ং বলং 'অব তনুহি' অবততং নীচীনং কুরু। 'স্ম'—ইতি পূরকঃ। তং' শত্রুং 'ঈং' এনং 'অধস্পদং' পাদয়োরধস্তাদ্বর্ত্তমানং 'কৃধি' কুরু। 'যঃ' শত্রুঃ 'অস্মান্' 'অভিদাসতি' উপাক্ষপতি। সমানমন্যৎ। (৭অ ৫খ ৩সূ—৩সা)॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১০৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে আমরা প্রধানতঃ ভাষ্যকারেরই অনুসরণ করিয়াছি। অন্তঃশত্রুই সত্ত্বের অবরোধ করে; তাহাদের বর্ত্তমানে অন্তরে সত্ত্বের সমাবেশ সম্ভবপর হয় না। তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু নাশ করিয়া হৃদয়ে সত্ত্বের উন্মেষ করিয়া দিউন। আর সেই সত্ত্বের সাহায্যে যাহাতে আমরা আপনাতে লীন হইতে সমর্থ হই, তাহার উপায় বিধান করুন।'

পূর্ব্ব মন্ত্রে যে চিত্তস্থৈর্য্যসাধনের বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে, অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদিই তাহার প্রধান অন্তরায়। লোভজনক দ্রব্যাদি দর্শনে, তাহা পাইবার যে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মে, এবং তাহা অধিগত না হইলে তৎপর যে দুষ্প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়, তাহারাই চিত্তের চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়া থাকে। অন্তরের সেই সকল শত্রু বিনষ্ট হইলেই বহিঃশত্রুর বিনাশ সুগম হইয়া আসে। মন্ত্রে সেই কামনা—সেই প্রার্থনাই বর্ত্তমান।

মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়াই এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। সে অনুবাদটী এই,—"যে দুরাত্মা ব্যক্তি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার বল অধিক হইলেও তুমি সেই বলকে ন্যূন করিয়া দেও; যে আমাদিগের অনিষ্ট

চেষ্টা করে, তাহাকে যশোশায়ী কর। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছিলেন।" * (৭অ ৫খ—৩সূ ৩সা)।

—— • ——

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
পরি স্বানো গিরিষ্ঠাঃ পবিত্রে সোমো অক্ষরৎ।
১ ২ ৩ ১ ২
মদেষু সর্ব্বধা অসি॥ ১॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গিরিষ্ঠাঃ' (শ্রেষ্ঠতমঃ, যদ্বা ভক্তানাং অভীষ্টসাধকঃ) 'স্বানঃ' (পবিত্রতাসাধকঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'পবিত্রে' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নে হৃদয়েষু) 'পর্য্যক্ষরৎ' (পরিক্ষরতি, স্বতঃসঞ্চরতি ইত্যর্থঃ)। অতঃ হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'মদেষু' (পরমানন্দদানায়—অস্মভ্যং ইতি যাবৎ) 'সর্ব্বধা' (সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ) 'অসি' (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ); নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। ভাবার্থঃ—আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্নানাং সাধুনাং হৃদি শুদ্ধসত্ত্ব স্বতএব সঞ্চায়তে অকিঞ্চনাঃ বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং প্রার্থয়ামহে; এবম্বিধঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং সর্ব্বাভীষ্টং পূরয়তু—ইতি ভাবঃ। (৭অ-৬খ-১সূ—১সা)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ ভক্তগণের অভীষ্টপূরক পবিত্রতা-সাধক শুদ্ধসত্ত্ব আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন-হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। অতএব হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগকে পরমানন্দ-দানের জন্য তুমি সর্ব্বাভীষ্ট-পূরক হও। (নিত্য-সত্যপ্রকাশক এই মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। (ভাবার্থ—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের হৃদয়ে স্বতঃই শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়। অকিঞ্চন আমরা শুদ্ধ-সত্ত্বকে প্রার্থনা করিতেছি। শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করুন।)॥ (৭অ—৬খ—১সূ—১সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (দশম মণ্ডল, চতুস্ত্রিংশদধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং 'সোমঃ' 'পবিত্রে' দশাপবিত্রে 'পর্য্যক্ষরৎ' পরিতঃ ক্ষরতি। কীদৃশঃ সন্? 'স্বানঃ' শব্দায়মানঃ। 'সুবানঃ'—ইতি বহ্বৃচানাং পাঠঃ। সূয়মানঃ 'গিরিষ্ঠাঃ' গিরিস্থায়ী গ্রাবসু বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। হে সোম! স ত্বং 'মদেষু' মাদকেষু সোতৃষু 'সর্ব্বধা অসি' সর্ব্বস্ব ধাতা দাতা চ ভবসি। (৭অ—৬খ—১সূ—১সা)।

* . *

প্রথম (১০৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

পবিত্র আধারই পবিত্রতাকে ধারণ করিতে পারে। নির্ম্মল স্ফটিকেই সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হয়। পবিত্র সাধু হৃদয়েই পবিত্রতার স্বরূপ সত্ত্বভাবের উপজন সম্ভবপর এই মন্ত্রের প্রথমাংশে এই নিত্যসত্যই প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা সৎকর্ম্মপরায়ণ, যাঁহারা হীন বাসনা-কামনা হইতে মুক্ত, যাঁহাদিগের হৃদয় অসত্য বা পাপে কলুষিত নয়, তাঁহারাই ভগবানের পরমদান বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অধিকারী হইতে পারেন,—তাঁহাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব স্বতঃই সঞ্চারিত হয়।

হৃদয় উপযুক্তরূপে সংগঠিত না হইলে, সে হৃদয় ভগবানের দান গ্রহণ করিবার শক্তি লাভ করে না এবং সেই দান পাইলেও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই মানুষকে পরিণামে শক্তির পথে লইয়া যাইতে পারে। সুতরাং ভক্তগণের অভীষ্টপূরক পবিত্রতাসাধক শুদ্ধসত্ত্বলাভের প্রার্থনার মধ্যে হৃদয়ের পবিত্রতালাভের জন্য প্রার্থনাও নিহিত আছে।

হৃদয়ে সত্ত্বভাবের আবির্ভাব হইলে মানুষের প্রার্থনীয় আর কিছুই থাকে না; মানুষ ক্রমশঃ অনন্ত উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতে থাকে। তাই সত্ত্বভাবকে সর্ব্বাভীষ্টপূরক বলা হইয়াছে। (৭অ—৬খ—১সূ—১সা)॥ *

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১র ২র
ত্বং বিপ্রস্ত্বং কবির্ম্মধু প্র জাতমন্ধসঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
মদেষু সর্ব্বধা অসি॥ ২॥

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৩দ ১খ—৯সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'বিপ্রঃ' (প্রজ্ঞানসম্পন্নঃ, জ্ঞানদাতা ইত্যর্থঃ) 'কবিঃ' (কর্ম্মকুশলঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। অতঃ ত্বং 'অন্ধসঃ প্রজাতং' (সদ্ভাবসঞ্জাতং ইতি ভাবঃ) 'মধু' (পরমানন্দং) প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ। অপিচ, ত্বং 'মদেষু' (পরমানন্দদানেন—অস্মভ্যং ইতি যাবৎ) 'সর্ব্বধা' (সর্ব্বস্ব ধারকঃ সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি—ভব ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। সদ্ভাবপ্রভাবেন পরমানন্দলাভায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! অস্মান্ শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিতান্ কুরু পরমানন্দং চ বিধেহি। (৭অ-৬খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি প্রজ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানদাতা এবং কর্ম্মকুশল হয়েন। অতএব আপনি আমাদিগকে সদ্ভাবসঞ্জাত পরমানন্দ প্রদান করুন। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদিগকে পরমানন্দদানে সর্ব্বাভীষ্টপূরক হউন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সদ্ভাবপ্রভাবে পরমানন্দ-লাভের কামনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত এবং পরমানন্দ প্রদান করুন)। (৭অ—৬খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'ত্বং' 'বিপ্রঃ' বিবিধং প্রীণয়িতা বিপ্রসদৃশো বা ত্বঞ্চ 'কবিঃ' মেধাবী, অতস্ত্বং 'অন্ধসঃ' অন্নাৎ জাতং 'মধু' মধুরসং প্রযচ্ছসীতি শেষঃ। (৭অ-৬খ—১সূ-২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অন্ধসঃ প্রজাতং' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের কথঞ্চিৎ অর্থান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় উহার অর্থ হইয়াছে—'অন্ন হইতে সঞ্জাত।' সেই অন্ন হইতে উৎপন্ন 'মধু' মধুরস সোমের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। তার পরই বলা হইয়াছে—'মদেষু সর্ব্বধা অসি' অর্থাৎ মাদক পদার্থের মধ্যে সোম সকলের ধারক। অন্ন হইতে সোম সহযোগে মধুররসযুক্ত মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হয়, আর সেই মাদক-দ্রব্য দেবোদ্দেশ্যে প্রদান করা হইয়া থাকে—পূর্ব্বোক্ত অর্থ হইতে এই ভাবই উপলব্ধ হয়। কিন্তু সোমের যে সকল বিশেষণ পদ—'কবিঃ' 'বিপ্রঃ' প্রভৃতি—মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে সোমকে মাদক-দ্রব্য বলিয়া প্রতীত হয় না, এবং 'অন্ধসঃ প্রজাতং মধু' মন্ত্রাংশে অন্ন হইতে

উৎপন্ন মধুররস অর্থও পরিগৃহীত হইতে পারে না। 'কবিঃ' এবং বিপ্রঃ' পদদ্বয়ের সহিত অর্থসঙ্গতি রক্ষায়, আমাদের মতে উহার অর্থ হয়—সদ্ভাবসঞ্জাত পরমানন্দ। 'অন্ধসঃ' পদের অন্ন অর্থ নিরুক্তসম্মত। কিন্তু যে অন্ন সাধক তাঁহার ইষ্টদেবতাকে প্রদান করেন, সে অন্ন সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। বলিয়াছি তো—দেবগণ সূক্ষ্ম অশরীরী। স্থূল অন্নব্যঞ্জনাদি তাঁহাদের গ্রহণীয় নহে। তাঁহারা যেমন সূক্ষ্ম অশরীরী, তাঁহাদের পরিতৃপ্তির জন্য সেইরূপ সূক্ষ্ম সদ্ভাব-শুদ্ধসত্ত্ব প্রদানেরই আবশ্যক হয়। এখানে 'অন্ধসঃ' পদে সেই সদ্ভাবাদির প্রতিই লক্ষ্য আছে। 'মধু' পদের পরমানন্দ অর্থই সমীচীন। সদ্ভাব সঞ্জাত হইলে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব রূপ ভগবানের অধিষ্ঠান হইলে—হৃদয়ে অনুপম আনন্দের সমাবেশ হয়। এখানে সেই আনন্দই 'মধু' পদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি।

তার পর সোমের বিশেষণ পদদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন। সোমকে 'কবিঃ' অর্থাৎ কর্ম্মকুশল বলা হইয়াছে। সোম যে কর্ম্ম সম্পাদন করেন, সে কোন্ কর্ম্ম? আমরা মনে করি, সে কর্ম্ম—ইন্দ্রিয়নিরোধ। দুর্দ্দম অশ্বকে যেমন রশ্মি দ্বারা সংযত করা হয়, তেমনি প্রমাদকর ইন্দ্রিয় সমূহকে যিনি সংযম-রশ্মি দ্বারা স্থির অবিচলিত রাখেন, তিনিই 'কবিঃ' অর্থাৎ কর্ম্মকুশল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, কর্ম্মের দ্বারাই সেই স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ হয়। যিনি অন্তরের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা এককালে বর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কোনও বিষয়ে কোনরূপ কামনা বা তৃষ্ণা যাঁহার নাই, যিনি আত্মায় আত্মসম্মিলনে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি পরমার্থ-তত্ত্বরূপ আত্মসম্মিলনে সদা সন্তুষ্টচিত্ত, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বা আত্মজ্ঞানী। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারা যায় বলিয়া শুদ্ধসত্ত্বকে 'কবিঃ' বলা হইয়াছে। 'বিপ্রঃ' পদের 'জ্ঞানদাতা' অর্থও এই ভাবেই সুসঙ্গত। জ্ঞানী যিনি—ভক্ত যিনি, তিনিই 'কবি' হইবার অধিকারী। ভগবান ভক্তের হৃদয়েই বাস করেন, ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার অধিষ্ঠান, জ্ঞানীই তাঁহাকে দেখিতে পান জ্ঞানীরই তিনি দৃষ্টিগোচর আছেন; সত্ত্বের মধ্যেই শুদ্ধসত্ত্ব বিরাজিত; জ্ঞানের মধ্যেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রতিভাত। তাই সেই শুদ্ধসত্ত্বকে 'বিপ্রঃ' বলা হইয়াছে।

এইরূপে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে, 'হে দেব! আপনি কর্ম্মকুশল, আপনি জ্ঞানদাতা। আপনি আমাদিগের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূর করুন। সর্ব্ববিধ দেবভাবে আমাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হউক। আপনি একটু কৃপা করুন, একটু জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া দিউন, একটু কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন। উষার আলোকের ন্যায় হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিকাশ পাইয়া পাইয়া, সদ্ভাব উন্মেষের সহায়ক হউক। সদ্ভাবের উন্মেষণে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ লাভ করি।' (৭অ-৬খ-১সূ ২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টক অষ্টম অধ্যায় অষ্টম বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, অষ্টাদশ সূক্ত, দ্বিতীয় ঋক্)। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে তাহা এই—"হে সোম! তুমি মেধাবী, তুমি কবি, তুমি অন্ন হইতে সঞ্জাত মধুররস প্রদান কর। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।"

তৃতীয়ং সাম ।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ । প্রথমং সূক্তং । তৃতীয়ং সাম ।)

১র　২র　৩ ১ ২　৩ ১ ২　৩ ১ ২
ত্বে বিশ্বে সজোষসো দেবাসঃ পীতিমাশত ।
১ ২　৩　১　২
মদেষু সর্ব্বধা অসি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'বিশ্বদেবাসঃ' (সর্ব্বে দেবভাবাঃ) 'সজোষসঃ' (সমানপ্রীতয়ঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বে' (ত্বাং) 'পীতিং' (পালনং গ্রহণং বা ইত্যর্থঃ) 'আশত' (কুর্ব্বন্তু ইতি ভাবঃ)। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'মদেষু' (পরমানন্দদানেন-অস্মভ্যং ইতি ভাবঃ) 'সর্ব্বধা' (সর্ব্বস্ব ধারকঃ সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি ইতি ভাবঃ) প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। দেবভাবাঃ অস্মাকং রক্ষতু, অভীষ্টং পূরয়তু ইতি প্রার্থনা। (৭অ—৬খ—১সূ ৩সা)

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশ্বের সকল দেবভাব সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া আপনাকে গ্রহণ ও পালন করুন। হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদিগকে পরমানন্দদানে সর্ব্বাভীষ্টপূরক হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। দেবভাব-সমূহ আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন—প্রার্থনায় এই ভাব পরিব্যক্ত)। (৭অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'ত্বে' ত্বয়ি পীতিং' পানং 'বিশ্বেদেবাসঃ' সর্ব্বে দেবাঃ 'সজোষসঃ' সমানপ্রীতয়ঃ সন্ত 'আশত' প্রাপ্নুবন্। (৭অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে আমরা প্রধানতঃ ভাষ্যকারেরই অনুসরণ করিয়াছি। প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবভাব-সমূহ আমাদিগের প্রতি সমভাবে অনুগ্রহ-পরায়ণ হউন। তাঁহাদিগের অনুকম্পায় আমাদিগের সকল অভীষ্ট পূরণ হউক।

'পীতিং' পদে মন্ত্রের একটু অর্থান্তর ঘটাইয়াছে। উহাতে সোমপানের ভাব মনে আসে। কিন্তু আমরা পান অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'গ্রহণ' বা পালন' অর্থেই সঙ্গতি উপলব্ধি করিয়াছি। আর সেই ভাবেই আমাদিগের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই—"সকল দেবগণ সমান-প্রীতযুক্ত হইয়া তোমাকে পালন করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক হও।" * (৭অ ৬খ-১সূ—৩সা)।

—— * ——

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

৩ র ৪ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২র১র ১র৩২১ ২ ১২র
১। পাহ৫রি। স্বানো ৩ গা ৩ য়িরিষ্ঠাঃ। পাবত্রেশো। সোঅক্ষরাৎ। পবিত্রে।

১ ৪ ৫ ৩ ৪ ২ ৪ ৫ ২১২১
সোমো ২ ৩। ক্ষারাৎ॥ তূহ৫বগ্। বিপ্রা ৩ স্তু ৩ স্কগায়িঃ। মধুপ্রজা।

২৩২১ ২ ১ র ৪ ৫ ২ র ৪ ২
তমক্ষণাঃ। মধুপ্রজা। তমা ২ ৩। শাসাঃ॥ তূহ৫বে। বিশ্বে ৩ সা ৩

৪র ৫ ২র১র২ ১ ২৩র২ ১ ২রর র ১ ৪ ৫
জোষসাঃ। দেবাসঃপায়। তিমাশতা। দেবেসঃপী। তমা ২ ৩। শাতা।

১ ২ ২৲ ৫ ২ ১ ৩ ১র ২১
ওায়। মদৌ। বা ৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ বা। বুবা। সক্ষধাঃ। অসায়। মা ২

৩ ৫র র ২ ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। যুসম্বধা অসী ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১ ২ র র র ১ ৲ ৩ ৫ ২র ১ —
২। পারী। স্বানোগিরিষ্ঠাঃ। পবা ২ য়িত্রে ২ ৩ ৪ সো। সোঅক্ষারা ২ ৫॥

১ ২ ১ n ৩ ৫ ২ ১ — ১ ২
তূসাম্। বিপ্রস্তুস্কবিঃ। মধু ২ প্রা ২ ৩ ৪ জা। তমক্ষামাসা ২ঃ॥ তুবে।

র র ১র n ৩ ৫ ২র ১ — ১ ২
বিশ্বেসজোষসঃ। দেবা ২ সা ২ ৩ ৪ঃপী। তিমাশাতা ২। মদাম্নিষ্বসা ৩।

S ২ ২ ১ ৫ ৪ ৫
ঈ ৩ য়া ৩। ৰ্বধো ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ সো ৬ হায়ি॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ষষ্ঠ অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টম বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত (নবম মণ্ডল, অষ্টাদশ সূক্ত, তৃতীয় ঋক)।

s ২ ১৩৩র২১ n ৩ ৫ ২ ৬ ৫
৩। ঔ৩হোয়ি। হহহাহহায়ি। ঔ২হো২৩৪বা। পরীয়িস্বা২৩৪গো।

২৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ৩ ৫
গিরা২৩৪য়িষ্ঠাঃ। পবিত্রে২৩৪সো। সোঅক্ষা২৩৪রাঃ।

২৴৩ ৫ ২n৩ ৫ ২৩ ৫ ২৩
ভুবংবা২৩৪য়িগ্রঃ। ভুবক্ষা২৩৪গীঃ। মধুপ্রা২৩৪জা। ৩মক্ষা

৫ ২n৩ ৫ ২n৩ ৫ ২রn৩ ৫
২৩৪সাঃ। ভুবেবা২৩৪য়িখে। দক্ষোমা২৩৪দাঃ। দেবাপা২৩৪ঃপীঃ।

২n৩ ৫ ২n৩ ৫ ২n৩ ৫ S ২
তিমাশা২৩৪তা। মদামৃষ২৩৪মা। ধ্বধাশা২৩৪দী। ঔ৩হোয়ি।

১২৩র২১ n ৩ ২ ১৩ ১১১
হহহাহহায়ি। ঔ২হো২৩৪৫বা৬৫৬। এ৩। উপ২৩৪৫।

• • •

২ র১ ২র১ ২n৩ ৫ ৩ ৫ ২ র
৪। পারস্থবাইহা। নোগায়ি। রায়িষ্ঠাও২৩৪বা। ঈ২৩৪হা॥ পবিত্রে-

র র S ১ ২n৩ ৫ ৩ ৫ ২ ১
সোমো৩খা। ক্ষারাদো২৩৪বা। ঈ২৩৪হা। ভুবংবিপ্রইহা।

২১ ২৴৩ ৫ ৩ ৫ ২ র s ১ ২n৩
ভুবাম্। কাবাও২৩৪বা। ঈ২৩৪হা। মধুপ্রজা৩া৩মা। দাসাও

৫ ৩ ৫ ২র ১ ২১ ২n৩ ৫
২৩৪বা। ঈ২৩৪হা॥ ভুবেবিশ্বচো। দক্ষো। দাসাও২৩৪বা।

৩ ৫ ২রর র ১ ২n৩ ৫ ৩ ৫
ঈ২৩৪হা। দেবাসপীতৌ৩মা। শাতাও২৩৪বা। ঈ২৩৪হা।

২১ ২n৩ ৫ ৩ ৫ ১ ৭ n
দদায়ি। বৃসাও২৩৪বা। ঈ২৩৪হা। ক্ষদাঃ। ক্ষদা২

৩ ৩ ৫
আ২৩৪৫দা৬৫৬য়ি। ঈ২৩৪হা।

* * *

২ ২র — ১ ২ — ১ ২ ১র
৫। পরিস্বানাঃ। গা২য়িরিষ্ঠাঃ। পবা২বি। ত্রে২৩সো। সোমা২

১ ২ — ১ ২ — ১ ২ ১ —
ক্ষারাৎ। ভুবংবিপ্রস্ত। বাঙ্২কবায়ি। মধ২। প্রা২৩জা। তমা২

১ ১ র ২ র ১ ২র — ১ ২ ১ —
ক্বাদাঃ। ভুবোবিশেম। জো২ষদাঃ। দেবা২। সা২৩ঃপী। ত্বিমা২

১ ২ — ১ ৭ ২ ৫
শাস্তা। মা২৩দাদ্রি। বৃ২না। ক্ষদা২৩ঃ। হাউবা৩। অ্যা২৩৪ণী॥

* * *

২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ র র ২
৬। পরিস্বোনা। নোগিরিষ্ঠাঃ। পবাব্রিত্রে২৩সো। মোঅক্ষারাৎ॥ ভুবৎ-

১ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ র ১ ২
বিপ্রোনা। ভুবঙ্কবারিঃ। মধুপ্রা২৩জা। তমক্কাসাঃ। ভুবেবিশ্বোবা।

১ র ২ ১ ২র১ ২ র ১ ২ ৪
দাজোবনাঃ। দেবাদা২৩ঃপী। ত্বিমাশাস্তা। মদাব্রিষৃ১সা২৩ক্বা।

৫র ৩ ২
থাঃ। অসো৩৪৫ঔ। ডা।

* * *

২ ১ — ১ ২র ১ — ১র —
৭। পরিস্বোহো ২। ইয়া। নোগিরাষ্ঠা২ঃ। পবিত্রেসোহো২। ইয়া

১ ২র ১ -- ২ -- ১ ২ ১ — ১
মোঅক্কারা২৩। ভুবংবিপ্রোহো২। ইয়া। ভুবঙ্কাবা২রিঃ। মধুপ্রজো-

-- ১ ২ ১ - ২ র ১ — ১ ২ র ১ —
হো২। ইয়া। তমক্কাসা২ঃ। ভুবেবিশ্বোহো২। ইয়া। দজোবাদা২ঃ।

র র ১ — ১ ২ র ১ — র ১ — ১ ২১র
দেবাসঃপোহো২। ইয়া। ত্বিমাশাস্তা২। মদেষুসোহো২। ইয়া। ক্কশাস্মা

২ ১
২৩সা৩৪৩ষ্ক্রি। ও২৩৪৫ঔ। ডা॥

* * *

২র র র র ১ র ২ ১ ২ ৩ ৫ ২র
৮। হাউপরিষানোগিরিষ্ঠাহাউ। পাবত্রেসো৩। মোঅক্ষা২৩৪রাৎ। হাউ

১ ২ ১২৩ ৫ ২র র র
ভুবংবিপ্রস্তবঙ্কবির্হাউ। মধুপ্রজা৩। তামক্কা২৩৪সাঃ। হাউভুবেবিশে-

র র　২র১র ২　১ ২উ ৩　৫ —
সত্যোষসোহাউ। দেণাসঃপীত। ভারিমাণা ২ ৩ ৪ ভা। ঐ ২ হো ১ আ ২ ৩

২ ১ ২ ২ ১র　উ ৩　৫র র　২ ১ ৩১ ১ ১ ১
য়িহী। মদাম্বিৰ্ ৩ সা। র্ব্বধাঃ। আ ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। হাবয়স্তে ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

৩৪ ৫র র　২উ ৩　৫ ১　—　— ১ ২ ২ ১ র র র
৯। পরিস্বানঔ। হৌঔহৌ ২ ৩ ৪ য়া। গিরিষ্ঠাঔ ২ হৌঔ ২ হৌ ৩ য়া পবিত্রে সোমো

— ১ ২ ২　৩৪ ৫　র　২ ৩　৫ ১
অক্ষরদৈ ২ হৌঔ ২ হৌ ৩ য়া॥ ভুবংবিপ্রস্তঔ। হৌঔহৌ ২ ৩ ৪ য়া। বক্ষবরৈ

— ১ — ২ ২　১ র　— ১ ২　৩ ৪র৫ র র　২উ
২ হৌঔ ২ হৌ ৩ য়া। মধুপ্রজাতমন্ধসঔ ২ হৌ ৩ য়া। ভুবেবিশ্বেসঔ। হৌঔ

৩　৫　১র　— ২ ২　১রর র র　— ১ ২
হৌ ২ ৩ ৩ য়া। জোষনঔ ২ হৌ ৩ য়া। দেবাসঃপীতিমাশতঔ ২ হৌঔ ২ হৌ

২ ১ ২　২ ১　৫ ৪
৩ য়া। মাদাম্বিয়ুসা ৩ ১ ২ ৩। র্ব্বধো ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ গো ৬ হায়ি।

* * *

২ ১　৪র র ৫　১ ২র র　র ১ ২
১০। পরিস্বা ২ ৩ নোগিরিষ্ঠাহাউ। পাবিত্রেসো। মোআক্ষা ১ য়া ২ ৩ ৎ।

১ ২ ২　১　৪　৫　১ ২ র　১ ২
হোবা ৩ হায়ি। ভুবংবা ২ ৩ য়িপ্রস্তাক্ষ্ণরহাউ। মাধুপ্রজা। তমান্ধা ১

১ ২ ২　২ ১র　৪র র　১ র২র
সা ২ ৩ঃ। হোবা ৩ হায়ি। ভুবেবা ২ ৩ য়িশ্বেসজোহাউ। দায়িবাসঃপী।

১ র　১ ২ ২　১ ২　১ ২ ২
তিমাশা ১ তা ২ ৩। হোবা ৩ হায়ি। মদাম্বিৰ্ ১ সা ২ ৩। হোবা ৩ হা।

১র　৯ ৩　৫র র　২　২র১৩১ ১ ১ ১
র্ব্বধাঃ। আ ২ সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। দাবষ্ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

১ ২ র　— ১　২র র　র ৩ ৭　৩র ২
১১। পারিস্বানঃ। পা ২ য়িরিষ্টাঃ পাবিত্রেসো। মোআক্ষরা ২ ৩ ৪ ৎ। হাহোয়ি।

১ ২　— ১　২ র　১ ৭　৫র ২
ভুববিপ্রস্ত। বা ২ ক্ষরায়িঃ। মাধুপ্রজা। তমান্ধসা ২ ৩ ৪ঃ। হাহোয়ি॥

১ র২র — ১ র২ র ১ ৭ ৩র২
তুর্বেবিশন। জো২ বসাঃ। দায়মানঃপী। তিমাপতা২৩৪। হাহোয়ি।

১র ২ ২ ১ ২ ৪৫ ৪৫
মদেষু।প্র৩ধাঃ। অসা। ঔ৩হোবা। ঈডা (৩) ॥

* * *

২ র র র র ১ ২ ১র র ২
১২। পরিস্বধানোগাগাউরায়িষ্ঠাঃ। পবিত্রেসো। মোআক্কা২৩রাৎ॥ তুবং

র ১ ২ ১ ২ ২র র রর
বিপ্রস্ত ৬ তাউকানাস্থঃ মধুপ্রজা। তমক্কা২৩সাঃ॥ তুর্বেবিশেসজোহাউ-

১২ ৫১র র ২ ১ -- ২
ষাসাঃ। দেবানঃপায়। ভিমাপা২৩তা। মদা২হো১য়ি। ব২৩দা।

১র ৩ ৫র র ২১৩১১১১
স্বসাঃ। আ২পা২৩৪ঔহোবা। হবিষ্কৃতে২৩৪৫॥

* * *

১ ২র ৫র র র ২ ১ র র২ — ১
১৩। পবিস্বানোগো। হোহোবাহায়ি। রিষ্ঠাঃ। পবিত্রেসোমঔ২। হুবায়ি।

১ — ১ ৩ ১র র ২ ২
হুবা২য়ি। ক্ষারা২৫। তুবাবিপ্রস্তবৌ। হোহোবাহায়ি। কবায়িঃ।

র১ -- ১ -- ১ -- ১র৩র১র
মধুপজাতমৌ২। হুবায়ি। হুবা২য়ি। ধাসা২ঃ। তুবোবিশেসজো।

র ২ ১ রর র২ -- ১ — ১
হোহোবাহায়ি। বসাঃ। দেবানাপীতমৌ২। হুবায়ি। হুবা২য়ি। শাতা

- ১র ২ ১ — ১ -- ১র ২ —
২। মদেষুসর্ব্বধৌ২। হুবায়ি। হুবা২য়ি। শাতা২। মদেষুসর্ব্বধৌ২।

১ -- ১ -- ১র ২ -- ১ — ১
হুবায়ি। হুবা২য়ি। শাতা২। মদেষুসর্ব্বধৌ২। হুবায়ি। হুবা২য়ি। আসা

১ ১৩ ৫র র ২১র২৩১১১১
২৩বি হো২যা২৩৪ঔহোবা। অগ্নিরাজতা২৩৪৫ঃ (৩)॥১।২।৩॥ *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ত্রয়োদশটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—(১) "তৃতীয়ংবৈদন্বতম্" (২) "বৈদন্বতাদ্যম্" (৩) "চতুর্থবৈদন্বতম্" (৪) "ঐগ্নাগতাদ্যম্" (৫) "সপ্তহোতম্" (৬) "অরাবোধীয়ম্" (৭) "শুক্লাপোত্তরম্" (৮) "প্লাবিসাতম্" (৯) "শাম্বম্" (১০) "দাবসুনিধনম্" (১১) "প্রত্যচীনেডকাশীতম্" (১২) "হাবিষ্কৃতম্" এবং (১৩) "গৌষূক্তম্"॥

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
স সুন্বে যো বসূনাং যো
৩ ১ ২ ১ ১র ২১
রায়ামানেতা য ইড়ানাম্।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্ ॥ ১ ॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

যঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'বসূনাং' (ধনানাং) 'আনেতা' (প্রদায়কঃ) 'যঃ' 'রায়াং' (পরমধনানাং, প্রাপকঃ ইতি যাবৎ) 'যঃ' 'ইড়ানাং' (ধেনূনাং, জ্ঞানরশ্মীনাং—প্রেরকঃ ইতি যাবৎ) 'যঃ' 'সুক্ষিতীনাং' (শোভনমনুষ্যাণাং, সাধকানাং রক্ষকঃ ইতি যাবৎ) 'সঃ সোমঃ' (সঃ সত্ত্বভাবঃ) 'সুন্বে' (স্তূয়তে, অস্মাভিঃ স্তুতঃ ভবতু ইত্যর্থঃ); অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। বয়ং সত্ত্বভাবপ্রাপ্তয়ে প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭ম ৬খ—২সূ—১সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

যে সত্ত্বভাব ধনপ্রদায়ক, যিনি পরমধনপ্রাপক, যিনি জ্ঞানরশ্মিসমূহের প্রেরক, যিনি সাধকদিগের রক্ষক, সেই সত্ত্বভাব আমাদিগের দ্বারা স্তুত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হই।)॥ (৭অ—৬খ—২সূ—১সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'সুন্বে' অভিষুবে ঋত্বিগ্‌ভিঃ, যঃ সোমঃ 'বসূনাং' ধনানাং 'আনেতা', যশ্চ 'রায়াং' রাতি প্রযচ্ছতি ক্ষীরাদিকমিতি রায়ো গাবঃ তেষামানেতা, যশ্চ 'ইড়ানাং' অন্নানাঞ্চ, যশ্চ সোমঃ 'সুক্ষিতীনাং' সুনিবাসানাং শোভনমনুষ্যযুক্তানাং গৃহাণাং আনেতা বিদ্যতে, সোঽভিষুতোঽভূদিতি। (৭অ—৬খ—২সূ—১সা)॥

* . *

প্রথম (১০৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

--- * ---

এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবের কয়েকটী বিশেষণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সত্ত্বভাব ধন প্রদান করেন, জ্ঞান দান করেন এবং সাধকদিগের রক্ষক হয়েন। এতদ্বারা কি ভাব বুঝিতে পারি? যে সোম এবম্বিধ গুণসম্পন্ন, তিনি কি কখনও মাদক-দ্রব্য হইতে পারেন! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতাদৃশ গুণশক্তিসম্পন্ন সোমকে ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকার মাদকদ্রব্য রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, ব্যাখ্যাকার ঠিক সেই পন্থারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—"যে সোম অন্ন, ধন ও উত্তম উত্তম গৃহ উপার্জ্জন করাইয়া দেন, তাঁহাকে পুরোহিতেরা প্রস্তুত করিলেন।" বলা বাহুল্য, এরূপ অর্থের কোনও সার্থকতা আমরা উপলব্ধ করিতে সমর্থ হইলাম না।

যাহা হউক, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক. মন্ত্রের মধ্যে সত্ত্বভাবের মহিমা প্রখ্যাত হইয়াছে। আমরা যেন সত্ত্বভাবের নিকট প্রার্থনা করি, অর্থাৎ সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করি। সেই সত্ত্বভাব কেমন?—তিনি পরমধনপ্রদায়ক। মানুষ যে ধনলাভের জন্য ব্যাকুল, যে ধন পাইলে মানুষের আর চাহিবার মত কিছু থাকে না, তিনি সেই পরম ধনের দাতা। যে ধন লাভ করিলে সাম্রাজ্য তুচ্ছজ্ঞান হয়, যাহা লাভ করিলে মানুষ স্থিতধী হয়, তিনি সেই ধন প্রদান করেন। কিন্তু মানুষের কি সেই ধন রক্ষা করিবার শক্তি আছে? চারিদিকে দস্যুতস্কর, রিপুকুল রহিয়াছে। তাহারা তো সেই ধন লুণ্ঠন করিয়া লইতে পারে?—না, তিনি শুধু ধনদাতা নহেন, পরন্তু তিনি সেই ধনের রক্ষাকর্ত্তাও বটেন। তিনি সাধকদিগের রক্ষক। যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, যাঁহারা একান্তভাবে ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে তিনি বিপদ হইতে, দস্যুতস্করের হাত হইতে রক্ষা করেন। সুতরাং তাঁহার শরণাপন্ন হইলে আমাদিগের ভয়ের কারণ নাই। আমরা যেন তাঁহার আরাধনায় রত হই, তাঁহাকে পাইবার জন্য যেন আত্ম-নিয়োগ করি। দস্যু তস্কর আর কি? সেই অজ্ঞানতাই—অজ্ঞানতা-সহচর সেই রিপু-শত্রুই তো অন্তরের মূল্যবান বিত্ত-সম্পত্তি হরণ করিয়া লয়! তাহারাই তো যত কিছু অসৎকার্য্যের, যত কিছু পাপানুষ্ঠানের জনয়িতা। ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে পারিলে সেই সকল দস্যু তস্কর ভয়ে পলায়ন করে। ভগবদধিষ্ঠানে অন্তর উপদ্রবহীন হয়।

ভাষ্যকার 'ইস্তানাং' পদের ব্যাখ্যা করেন নাই। আমরা ঐ পদের অভিধান-সম্মত 'ধেনূনাং, জ্ঞানরশ্মীনাং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য। * (৭অ ৬খ ২সূ—১সা)।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—১১খ—৫সা) পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিকশততম সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
যস্য ত ইন্দ্রঃ পিবাদ্যস্য মরুতো

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যস্য বার্য্যমণা ভগঃ।

১ ২র ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
আ যেন মিত্রাবরুণা করামহ এন্দ্রমবসে মহে ॥ ২ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'যস্য' (সর্ব্বেষাং প্রীতিহেতুভূতং, গ্রহণীয়ং বা ইত্যর্থঃ) 'তে' (ত্বাং) 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান) 'পিবাৎ' (গৃহ্লাতি) ; অপিচ 'যস্য' (ত্বাং) 'মরুতঃ' (মরুদ্দেবাঃ) গৃহ্লন্তি ইতি শেষঃ। 'অর্য্যমণা' (তন্নামকেন দেবেন সহেতি ভাবঃ) 'ভগঃ' (পরমৈশ্বর্য্য-শালী দেবঃ) 'যস্য' (ত্বাং) গৃহ্লাতু ইতি ভাবঃ। 'যেন' (তথাবিধস্য তব প্রভাবেন ইত্যর্থঃ) বাং 'মিত্রাবরুণৌ' (তন্নামকৌ দেবৌ, যদ্বা—মিত্রভূতং স্নেহকারুণ্যময়ং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'অকরামহে' (আকুর্য্যাম)। অপিচ, 'মহে' (মহতে) 'অবসে' (রক্ষণায়, পরমাশ্রয়-লাভায় ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রং' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম ইতি ভাবঃ। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ। সদ্ভাবপ্রভাবেন দেববিভূতিলাভায় তথা ভগবতি আত্মসম্মিলনায় অত্র সঙ্কল্প বর্ত্ততে। (৭অ ৬খ—২সূ—২সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সকলের প্রীতিহেতুভূত বা গ্রহণীয় তোমাকে পরমৈশ্বর্য্য-শালী ভগবান গ্রহণ করেন। অপিচ, মরুদ্দেবগণ তোমাকে অনুগ্রহ করেন। অর্য্যমাদেবের সাহচর্য্যে ভগদেবতা তোমাকে অনুগ্রহ করেন। অতএব সকলের প্রীতিসাধক তোমার প্রভাবে মিত্রভূত স্নেহকারুণ্যময় (মিত্রাবরুণরূপী) ভগবানকে যেন আকর্ষণ করিতে পারি, এবং পরমাশ্রয়-লাভের জন্য পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে যেন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হই। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক। সদ্ভাবপ্রভাবে দেববিভূতিলাভের এবং আত্মায় আত্মসম্মিলনের সঙ্কল্প এখানে বর্ত্তমান)। (৭অ—৬খ—২সূ—২সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'যস্য' প্রসিদ্ধস্য 'তে' তব রসং 'ইন্দ্রঃ' 'পিবাৎ' পিবতি। পা পানে (ভ্বা° প°), লেটাডাগমঃ। 'যস্য' যস্য সোমং 'মরুতঃ' পিবন্তি, 'বা' অপিচ 'অর্য্যমণা' এতন্নামকেন দেবেন সহ 'ভগঃ' দেবঃ 'যস্য' যং সোমং পিবতি, 'যেন' সোমেন 'মিত্রাবরুণা' মিত্রাবরুণৌ বয়ং 'আকরামহে' আভিমুখীকুর্ম্মহে। তথা 'মহে' মহতে 'অবসে' রক্ষণায় যেন চ সোমেন 'ইন্দ্রং' অভিমুখীকুর্ম্মহে, তং ত্বামাভিষুণোমীত্যর্থঃ। (১অ-৬খ-২দ ২সা)।

• • •

দ্বিতীয় (১০৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম মন্ত্রে এক উচ্চ ভাব প্রকটিত। প্রথমে নিত্যসত্য-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্র কহিতেছে,—'সদ্ভাব সকল দেবতারই গ্রহণীয়। সকলেই শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণে প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের সদ্ভাবগ্রহণে ভগবান যেন প্রীতি লাভ করেন; আর প্রীত হইয়া তিনি যেন আমাদিগকে পরমাশ্রয় প্রদান করেন অর্থাৎ তাঁহাতে যেন মিশাইয়া লন।' লক্ষ্য—সদ্ভাব লক্ষ্য' ন; লক্ষ্যের পূর্ণ পরিণতি—তাঁহাতে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষায়।

মন্ত্রের মধ্যে যে, মিত্র, বরুণ, ভগ, অর্য্যমা, মরুত প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ আছে, তাঁহারা পরস্পর বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ অভিন্ন। তাঁহারা সেই একেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। সুতরাং তাঁহারা বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ তাঁহাদের কোন পার্থক্য নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা মন্ত্র বিশেষের আলোচনায় এতদ্বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এইমাত্র জানিলেই যথেষ্ট যে, বিভিন্ন নামে যে সকল দেবতার উল্লেখ বেদমন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, তাঁহারা সকলেই সেই একেরই বিভিন্ন বিভূতি-বিকাশ। ব্যষ্টি বে বিভিন্ন দেবতার প্রতি লক্ষ্য থাকিলেও সমষ্টিভাবে সেই একেরই প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে।

মন্ত্রের যে একটি অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা—"আমরা প্রস্তুত করিলে সোমকে ইন্দ্র পান করিলেন এবং মরুদ্গণ ও অর্য্যমা ও ভগ পান করিলেন। তাহার সাহায্যে আমরা মিত্র ও বরুণকে এবং ইন্দ্রকে অনুকূল করিয়া উত্তমরূপে রক্ষা প্রাপ্ত হই।" বলা বাহুল্য, আমাদের অর্থ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত দেবগণ সম্বন্ধে যে কত প্রকার উপাখ্যান আছে এবং কতরূপ গবেষণা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সে সকল গল্প ও রূপক ভেদ করিয়া, সত্যতত্ত্ব উদ্ধার করা বড়ই কঠিন। সে সকল বিষয় আলোচনায়, মনে হয়, অনেক স্থলে একের মস্তক অপরের দেহের উপর গিয়া সংযোজিত হইয়া আছে। বেদ-মন্ত্রে বৃহস্পতির উল্লেখ দেখিতে পাই। ঐ নাম ভগবানের বিভূতিবাচক। কিন্তু পরবর্তী

কালে, বৃহস্পতি নামক ঋষির আবির্ভাব হইলে, সুদূর ভবিষ্যতের টীকাকারগণ ভগবদ্বিভূতি-স্বরূপ এই বৃহস্পতির সহিত সেই ঋষি বৃহস্পতির সম্বন্ধ সূচনা করিয়া বসিলেন। একের স্কন্ধে অপরের মস্তক গিয়া সংস্থাপিত হইল। অন্যত্র এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা দেখিতে পাইবেন। আদিত্য ও মরুৎ প্রভৃতি দেবগণ-সম্বন্ধেও এইরূপ নানা জল্পনা-কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে তাঁহাদের উৎপত্তি ও প্রভাব সম্বন্ধে কত অলৌকিক কাহিনীই দৃষ্ট হয়। তার পর, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে ঐ সকল নাম-সংজ্ঞা গৃহীত হওয়ার জন্য, তাঁহাদের সংখ্যারও ঠিক নাই। রমেশ বাবু হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন,—ঋগ্বেদে আদিত্যের সংখ্যা একস্থানে (দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৭ সূক্তে) ছয় জন; আবার অন্যস্থানে (নবম মণ্ডলের ২১৫ সূক্তে) সাত জন; অন্যত্র আবার (দশম মণ্ডলের ৭২ সূক্তের হিসাবে) আট জন দাঁড়ায়। বিষ্ণুপুরাণে (প্রথম খণ্ড, ১৫ অধ্যায়) এবং মহাভারতে (আদিপর্ব্ব ১২১ অধ্যায়) দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ দেখি। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে সেই দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি হয়, পুরাণাদিতে ইহাই প্রকাশ। তদনুসারে দ্বাদশ আদিত্যের নাম;—বিবস্বান, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, অতিক্রমা বা উরুক্রম। পুরাণের উক্তি; যথা;—"ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা রুদ্রো বরুণঃ সূর্য্য এব চ। ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ। একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে।" কালিকা-পুরাণে একটু পরিবর্ত্তন দেখি। বিধাতার পরিবর্ত্তে 'সোম' নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে ও মহাভারতে ঐ দ্বাদশ নামের অনুরূপ পরিবর্ত্তনও দেখিতে পাই। বিষ্ণুপুরাণ মতে,—"তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি। বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ। অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।" মহাভারত মতে,—"ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশো ভগস্তথা। ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ ত্বষ্টা চ সবিতা তথা। পর্জ্জন্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।" এই দুই মতে বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতিও আদিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ঋগ্বেদের ছয় আদিত্য,—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আট আদিত্যের উল্লেখ আছে; যথা—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।৬।৩।৮) দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে; কিন্তু সেখানে তাঁহারা অদিতির পুত্র বলিয়া পরিচিত নহেন; দ্বাদশ মাস বা দ্বাদশ মাসের সূর্য্য রূপে পরিকল্পিত। "কতমে আদিত্যা ইতি। দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ।" আর এক মত এই যে 'সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা আদিত্যের তেজঃ সহনে অসমর্থা হইলে তৎপিতা বিশ্বকর্ম্মা-সূর্য্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং সেই দ্বাদশ খণ্ড নানা মাসে ভিন্ন ভিন্ন নামে উদয় হয়; যথা,—"অরুণো মাঘমাসে তু সূর্য্যো বৈ ফাল্গুনে তথা। চৈত্রে মাসি চ বেদাঙ্গো বৈশাখে তপনঃ স্মৃতঃ। জ্যৈষ্ঠে মাসি তপেদিন্দ্রঃ আষাঢ়ে তপতে রবিঃ। গভস্তিঃ শ্রাবণে মাসি যমো ভাদ্রপদে তথা। ইষে হিরণ্যরেতাশ্চ কার্ত্তিকে চ দিবাকরঃ। মার্গশীর্ষে ভবেন্মিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ। ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কাশ্যপেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" এখানে শতপথ ব্রাহ্মণের অনুসরণ। কিন্তু নাম-সংজ্ঞায় পুরাণের যথাক্রম পার্থক্য যাহা হউক, অদিতির পুত্র আদিত্য—এই মতই প্রবল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এ বিষয়ে

নানারূপ গবেষণা দেখা যায়। রমেশ বাবু তাঁহার অনুবাদের টীকায় তাহার আভাস দিয়া লিখিয়াছেন,—"অদিতির অর্থ কি? দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে যাহা অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, অসীম, তাহাই অদিতি। অতএব অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি; সুতরাং অদিতি সকল দেবের জনয়িত্রী এবং যাস্ক তাঁহাকে 'অদিন দেবমাতা' কহিয়াছেন। অসীমতার প্রথম আর্য্য নাম 'অদিতি'। তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন।" এ বিষয়ে ম্যাক্সমূলার, রোথ প্রভৃতির উক্তি; যথা,—

"Aditi, an ancient god or goddess, is in reality the earliest name invented to express the Infinite ; not the Infinite as the result of a long process of abstract reasoning, put the visible Infinite, visible by the naked eye, the endless expanse, beyond the earth, beyond the clouds, beyond the sky". Max Muller's "Rig Veda" (translation) vol. I (1869), P. 230.

"Aditi, enternity or the enternal, is the elements which sustains, and is sustained by the Adityas....This eternal and inviolable principle......is the celestial light." —Roth, translated by Muir, "Sanskrit Texts" vol. V (1884) P. 37.

আদিত্যগণ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—

"উষোদয়ের পরই প্রাতঃকাল, ইহাকেই অরুণোদয় কাল কহে। প্রাতঃকালের পরই ভগোদয় কাল অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের সূর্য্য।

যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয় তাদৃশ অল্পতেজা সূর্য্যকে পূষা কহে, অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকালবর্ত্তী সূর্য্য।

পূষোদয়ের পরই অর্কোদয় কাল। ইহার পরই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্য্যকে অর্ক বা অর্য্যমা কহে। এই অর্য্যমার অন্তেই পূর্ব্বাহ্ন শেষ হয়।

মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে।"

এইরূপ মরুদ্গণ সম্বন্ধেও অলৌকিক অভিনব কাহিনীসকল প্রচারিত আছে। তাঁহাদের নাম-সংখ্যা উনপঞ্চাশ বা তাহারও অধিক। আর, সে সকল নাম-সংখ্যার মধ্যে আদিত্যগণেরও অনেকের নাম বাদ পড়ে নাই। বাহুল্য-হেতু এস্থলে সে পরিচয় প্রদানে বিরত রহিলাম। ফলতঃ, সকল বিষয়েই মতান্তর; এবং সেই সকল মতের আলোচনায়, কেবল একটা অন্ধকারের আবর্ত্তে নিপতিত হইতে হয়;—কুজ্ঝটিকা আসিয়া জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। তবে এখানে যে মন্ত্রের আলোচনায় আদিত্য-মরুতাদির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে মিত্রাগ্নি পূষণ ভগ প্রভৃতিকে আদিত্যাদির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয় নাই বুঝিতে হইবে। এখানে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যই পরিলক্ষিত হয়। পরন্তু যাঁহার উদ্দেশে

প্রযুক্ত ঐ সকল নাম, তাঁহার যে অনন্ত নাম, অনন্ত বিভূতি, অনন্ত শক্তি, তাহার আভাষ দেয়। অপিচ, তিনিই একত্র যে বহু, তাহাও বুঝা যায়। * (৭অ—৬ৰ—২সূ—২সা)॥

—— • ——

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

১২ ১র র ২ ১ –১– রর১ ২
১। সায়। ষেযোবসূ ২৩ নাম। যোরা২য়ামা২। নেতায়ইডা ২৩ নাম।

১ ২ ১ ২১ ৫ ৫ ১২ ১
সো ২৩ মাঃ। যঃ সুক্ষিতা ২৩৪ য়িনো ৬ হায়ি। সোমাঃ। যঃসুক্ষিতা

২ ১ —১– র ১ ২ ১ —১—
২৩ য়িনাম্। যাস্তা২ তাঈ২। দ্রঃপিবাস্তমরু ২৩ তাঃ। যাস্তা২ তাঈ২।

র ১ ২ ১ ২ ১র ২১র ৫
দ্রঃপিবাস্তমরু ২৩ তাঃ। যা২৩স্তা। বার্যামণাস্তা ২৩৪ গো ৬

৫ ১২ ১র র ২ ১–১ — ১র র
হায়ি। যাস্তা। বার্যামণাস্তা২৩গাঃ। আয়ে২নামী২। ব্রাবরুণা

২র ২ ১ ২ ১২র১ ৫ ৫
করামা ২৩ হায়ি। আ২৩য়িব্রাম্। অবসেমা ২৩৪ হো ৬ হায়ি।

* * *

২১২ ৪ ২১১৩ ৫ ২র১ – র১ ২ ২
২। সখ্যেষে৩ষঃ। বাসূ২৩৪ নাম। যোরায়া ২য়া। আনায়িতা৩য়া ৩ঃ।

২n ৫ ২র১ ২ ৪
ইডা৩২৩৪ নাম। সোনাঃ। যাঃ সূ৩ক্ষী ৩।

২n ৫
তা৩৪৫ য়িনো ৬ হায়ি॥ ১২॥ †

—— * ——

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১২ ৩ ২৩ ১ ২
তং বঃ সখায়ো মদায় পুনানমভি গায়ত।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শিশুং ন হব্যৈঃ স্বদয়ন্ত গূর্ত্তিভিঃ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে উনবিংশ বর্গের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, অষ্টাধিক শততম সূক্তের চতুর্দ্দশ ঋক্)।

† এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—"দৌর্ঘম" এবং "নকম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (সৎকর্ম্মণি সখিভূতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ !) 'বঃ' (যূয়ং) 'মদায়' (পরমানন্দলাভায়) 'পুনানং' (পবিত্রকারকং) 'তং' (তং পরমদেবং, ভগবন্তং) 'অভিগায়ত' (আভিমুখ্যেন প্রার্থয়ত, পূজয়ত ইত্যর্থঃ) ; 'শিশুং ন' (মানবঃ যথা বালং ক্ষীরাদিভিঃ তৃপ্যতি তদ্বং) 'হব্যৈঃ' (সৎকর্ম্মসাধনৈঃ) তথা 'গূর্ত্তিভিঃ' (প্রার্থনাভিঃ) 'স্বদয়ন্ত' (তর্পয়ত, তৃপ্তং কুরুত, আরাধয়ত—ভগবন্তং ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে অহং সৎকর্ম্ম-সমন্বিতঃ প্রার্থনাপরায়ণঃ ভবানি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০—৬খ—৩সূ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে সখিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা পরমানন্দ-লাভের জন্য পবিত্রকারক ভগবানকে পূজা কর ; মানুষ যেমন শিশুকে ক্ষীরাদি দ্বারা তৃপ্ত করে, সেইরূপ ভাবে সৎকর্ম্মসাধন এবং প্রার্থনা দ্বারা ভগবানকে আরাধনা কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমি যেন সৎকর্ম্মসমন্বিত প্রার্থনা-পরায়ণ হই।) (১০—৬খ—৩সূ—১সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সখায়ঃ' ঋত্বিজঃ! 'বঃ' যূয়ং 'মদায়' দেবানাং মদার্থং 'পুনানং' পূয়মানং তং সোমং 'অভিগায়ত' অভিষ্টুত। 'তং' ইমং সোমং 'শিশুং ন' শিশুমিব অলঙ্কারৈঃ ক্ষীরাদিভিশ্চ স্বাদূকুর্ব্বন্তি, তদ্বৎ 'হব্যৈঃ' হবির্ভিঃ মিশ্রণৈঃ 'গূর্ত্তিভিঃ' স্তুতিভিশ্চ 'স্বদয়ত' স্বাদূকুর্ব্বন্তি। ১।

• • •

প্রথম (১০৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। পূর্ব্বমন্ত্রটীর ন্যায় এই মন্ত্রেও একই প্রকারের উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। শিশু যেমন ক্ষীরাদি মিষ্টদ্রব্য পাইলে সন্তুষ্ট হয়, আমাদিগের সৎকর্ম্ম সাধন ও প্রার্থনার দ্বারাও ভগবান্ সেইরূপ সন্তুষ্ট হয়েন। অপরিস্ফুটমতি শিশুর নিকট সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের তুল্য আনন্দপ্রদ, তৃপ্তিদায়ক আর কিছুই নাই। এখানে শিশুর তৃপ্তির গভীরতার সহিত ভগবানের তৃপ্তির গভীরতার তুলনা হইয়াছে, শিশুর সহিত ভগবানের তুলনা হয় নাই।

আমাদিগকে সৎকর্ম্মান্বিত ও প্রার্থনাপরায়ণ দেখিলে ভগবান্ যেমন সন্তুষ্ট হয়েন, এমন আর কিছুতেই নয়। কোন্ স্নেহশীল পিতা পুত্রের উন্নতি দেখিলে আনন্দিত না হয়েন? ভগবান জগৎপিতা। তাই তাঁহার সন্তানগণকে সন্মার্গাবলম্বী, মোক্ষপথের যাত্রী দেখিলে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। উপমা দ্বারা এই আনন্দের ভাবই প্রকাশিত

হইয়াছে। তাঁহার তৃপ্তিতেই আমাদিগের মুক্তি। তাই তাঁহার তৃপ্তিদায়ক সৎকর্ম্ম সাধন ও প্রার্থনাপরায়ণতার জন্য আত্মোদ্বোধন এই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। মনই কর্ম্মের নিয়ন্তা, তাই মনকে চিত্তবৃত্তিসমূহকে, সম্বোধন করা হইয়াছে। (৭অ—৬খ—৩সূ-১সা)।*

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ০ ১ ২ ৩ ১ ২
সং বৎস ইব মাতৃভিরিন্দুর্হিন্বানো অজ্যতে।
৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
দেবাবীর্ম্মদো মতিভিঃ পরিষ্কৃতঃ ॥ ২ ॥

* * *

মন্ত্রার্থসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাবীঃ' (দেবভাবানাং সংরক্ষকঃ, উৎপাদকঃ বা) 'মদঃ' (পরমানন্দদায়কঃ) 'হিন্বানঃ' (উপাসকান্ শৌর্য্যসম্পন্নান্ কর্তুং কাময়মানঃ ইতি ভাবঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'মতিভিঃ' (মনীষিভিঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নৈঃ সাধকৈঃ ইত্যর্থঃ) 'পরিষ্কৃতঃ' (বিশুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'বৎসঃ ইব মাতৃভিঃ' (বৎসঃ যথা মাতৃভিঃ সহ সঙ্গতঃ ভবতি তদ্বৎ) 'সমজ্যতে' (সম্যক্ যোজিতঃ ভবতি মনীষিভিঃ ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ। সাধবঃ এব সত্ত্বাবাধিকারিণঃ। আত্মোৎকর্ষেণ সাধকাঃ সত্ত্বাদীন্ সমধিগচ্ছন্তি। তে সাধকাঃ হি কেবলং ভগবৎপূজনায় সমর্থাঃ ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—বয়মপি সত্ত্বভাব-সঞ্চয়ায় প্রবুদ্ধাঃ ভবাম ইতি ভাবঃ। (৭অ—৬খ—৩সূ-২সা।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবসমূহের সংরক্ষক (উৎপাদক), পরমানন্দদায়ক, উপাসক-দিগের শৌর্য্যসম্পাদনে প্রযত্নপর শুদ্ধসত্ত্ব, আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ কর্তৃক বিশুদ্ধতাপ্রাপ্ত হইয়া, বৎসগণ যেরূপ তাহাদের মাতার সহিত সঙ্গত হয় সেইরূপভাবে, মনীষিগণ কর্তৃক সম্যক্‌প্রকারে যোজিত

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৫প—৫দ—১০খ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

হইতেছেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। সাধকগণই সদ্ভাবের অধিকারী। আত্মোৎকর্ষের দ্বারা সাধকগণ সদ্ভাব প্রাপ্ত হন। সেই সাধকগণই ভগবানের পূজায় সমর্থ। অতএব সঙ্কল্প—আমরা যেন সদ্ভাব-সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই)॥ (৭অ—৬খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হিন্বানঃ' প্রেৰ্য্যমাণঃ 'ইন্দুঃ' সোমঃ বসতীবরীভিঃ 'সমজ্যতে' সম্যক্‌ সিক্তো ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'বৎস ইব' বৎসো যথা 'মাতৃভিঃ' গোভিঃ সমক্তো ভবতি, তদ্বৎ। কীদৃশঃ? দেবাবীঃ' দেবানাং রক্ষকঃ 'মদঃ' মদকরঃ 'মতিভিঃ' স্তুতিভিঃ 'পরিষ্কৃতঃ।' অলঙ্কৃতঃ। ভূষণার্থে সম্পর্য্যুপেভ্যঃ (৬।১।১৩৭) ইতি সুড়াগমঃ, পরিনিবিভ্যঃ (৮।৩।৭০) ইতি ষুটঃ ষত্বং॥ (৭অ - ৬খ—৩সূ - ২সা)।

দ্বিতীয় (১০৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথম দৃষ্টিতে মন্ত্রটী সহজবোধ্য বলিয়া প্রতীত হইলেও ভাষ্যের এবং ব্যাখ্যার ভাবে মন্ত্রটী কথঞ্চিৎ জটিলতা-প্রাপ্ত হইয়াছে। মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, ভাষ্যের ভাব অপেক্ষা তাহা অধিকতর জটিলতাসম্পন্ন। প্রথমে সেই ব্যাখ্যাটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"এই দেখ, সোম, যিনি দেবতাদিগের মত্ততা উৎপাদন করিতে যাইবেন বলিয়া বিবিধ স্তুতিবাক্য-সহকারে উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হইয়াছেন, তিনি যাইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন, যেন গোবৎস তাহার মাতার সহিত মিলিত হইতেছে।" ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় জলের প্রসঙ্গ নাই। দেবতাদিগের মত্ততা উৎপাদন করিবার উল্লেখও ভাষ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু ব্যাখ্যায় সে ভাব টানিয়া আনা হইতেছে।

যাহা হউক, আমরা ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার—কাহারও অনুসরণ করি নাই। দেবগণের স্বরূপ বিষয়ে উপলব্ধি জন্মিলে এবং তাঁহাদের গ্রহণীয় সামগ্রী বিষয়ে জ্ঞানোদয় হইলে, আর দেবতাকে মাদক-দ্রব্য-প্রদানের প্রবৃত্তি আসে না। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দুঃ' পদের অর্থে সায়ণ লিখিয়াছেন,—'সোমঃ।' আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ ঐ পদের অর্থ করেন—সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য। 'মদঃ' পদের অর্থ হইয়াছে,—'মদকঃ' অর্থাৎ মত্ততাজনক। সুতরাং সোমরূপ মাদকদ্রব্য যে দেবগণের মত্ততা উৎপাদনের জন্য গমন করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে ঐ 'ইন্দুঃ' পদের যে সকল বিশেষণ পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার অধ্যাহৃত অর্থ কোনক্রমেই আসিতে পারে না। আমরা মনে করি,—ঐ 'ইন্দুঃ' পদে বিবিধ প্রকারে সঞ্জাত আমাদিগের সত্ত্বভাব বা ভক্তিসুধাসমূহ। দেবগণ—ভগবান সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য পান করেন, আর সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্যের দ্বারা তাঁহাদিগের পরিতৃপ্তি

সাধিত হয়,—এরূপ অর্থ লইয়া ভ্রান্ত যাঁহারা, তাঁহারাই পরিতুষ্ট থাকেন। কিন্তু এ অর্থ লইয়া জ্ঞানিগণ কখনই সন্তুষ্ট হন না। ফলতঃ, 'সোম' বা 'ইন্দু' শব্দের 'সুরা' বা 'মদ্য' অর্থ কখনই সঙ্গত নহে। 'সোম' বা 'ইন্দু' বলিতে—জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি তিনের মিশ্রণে যে সুধা প্রস্তুত হয়, আমরা তাহাকেই বুঝিয়া থাকি। সোম সুধা—সেই সুধা।

সোমের এইরূপ অর্থে বিশেষণ-পদগুলিরও সার্থকতা উপলব্ধি হয়। আবার মন্ত্রান্তর্গত উপমা অংশের সুষ্ঠু অর্থসঙ্গতি হইতে পারে। জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সংমিশ্রণে অন্তরে যে অনুপম অমৃতের উৎস ফুটিয়া উঠে, তাহাতে সদ্ভাব-সমূহ সংরক্ষিত হয়; তাহাতেই অন্তরে বিমল আনন্দ জন্মে,—হৃদয় নির্ম্মলতা ধারণ করে। এই ভাবেই বিশেষণ-পদ-সমূহের সার্থকতা বলিয়া মনে করি। এইবার মন্ত্রের অন্তর্গত 'বৎসঃ ইব মাতৃভিঃ' উপমা অংশের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। বৎসগণ যেমন গাভীদিগের সহিত সঙ্গত হয়, গাভীগণ যেমন স্তন্যাদি দানে বৎসের লালন-পালন করে; সেইরূপ, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মে সমুদ্ভূত সেই অনুপম সুধা, সাধকগণ ভগবানে ন্যস্ত করিয়া থাকেন। আর সেই সুধা-গ্রহণে অশেষ-কল্যাণ-সাধনে ভগবান সাধকগণকে রক্ষা করেন। ফলতঃ, সাধনা ভিন্ন সিদ্ধিলাভ কদাচ সম্ভবপর হয় না। ভগবানে চিত্ত সংন্যস্ত করিয়া, আত্মার উৎকর্ষ সাধনেই 'ইন্দুঃ' ভগবানে সমর্পিত হয়। এখানে সেই সদ্ভাবসঙ্কল্পেরই উদ্বোধনা আছে। (৭অ ৬খ ৩সূ—২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
অয়ং দক্ষায় সাধনোহয়ঁ শর্দ্ধায় বীতয়ে।

৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অয়ং দেবেভ্যো মধুমত্তরঃ সুতঃ ॥ ৩ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অয়ং' (অস্মাকং হৃদিসঞ্জাতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'দক্ষায়' (বলায়, কর্ম্মশক্তেঃ ইত্যর্থঃ) 'সাধনঃ' (সাধকঃ, বিধায়কঃ বা ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। তথা 'অয়ং' (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'শর্দ্ধায়' (বলায়, শত্রুনাশসামর্থ্যায় ইত্যর্থঃ) তথা 'বীতয়ে' (রক্ষণায়, পরিত্রাণায়—যদ্বা, কর্ম্মাণি জ্ঞানসমন্বিতানি করণায় ইতি ভাবঃ) আয়াতু—হৃদি অধিতিষ্ঠতু ইতি ভাবঃ। 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, জ্ঞানভক্তিসমন্বিতঃ ইতি ভাবঃ) 'অয়ং'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টক পঞ্চম অধ্যায়ে অষ্টম বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, ষড়ধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্)।

(সঃ শুদ্ধসত্ত্ব) 'দেবেভ্যঃ' (দেবতানাং প্রীতয়ে) 'মধুমত্তর।' (তেষাং পরমানন্দবিধায়কঃ ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ। সত্ত্বাবদানেন ভগবতঃ প্রীতিং সম্পাদয়াম ইতি ভাবঃ। (৭অ—৬খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের হৃদিসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্ব কর্ম্মশক্তি-বিধায়ক হউক। সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য অথবা আমাদিগের কর্ম্ম-সমূহকে জ্ঞান-সমন্বিত করিবার নিমিত্ত আগমন করুক (হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউক)। জ্ঞানভক্তিসমন্বিত সেই শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহাদিগের পরমানন্দ-বিধায়ক হউক। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে, সত্ত্ব প্রদানে যেন ভগবানের প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হই। (৭অ—৬খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অয়ং' সোমঃ 'দক্ষায়' বলায় বর্দ্ধনায় বা 'সাধনঃ' সাধয়িতা ভবতি, তথা 'অয়ং' সোমঃ 'শর্দ্ধায়' বলায় 'বীতয়ে' দেবানাং ভক্ষণার্থং চ ভবতি, 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'অয়ং' সোমঃ 'দেবেভ্যঃ' ইন্দ্রাদিভ্যঃ মধুমত্তরঃ' অতিশয়েন মাধুর্য্যযুক্তো ভবতি, অত্যন্তং মদকরো ভবতীতি বা। (৭অ-৬খ-৩সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৯০০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বীতয়ে' পদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের অর্থ দাঁড়াইয়া যায়। মনুষ্যভাবে ভাবিতে গেলে, সুভোজ্য সুপেয় আহার্য্যাদির বিষয় মনে আসে; যজ্ঞপক্ষে চরুপুরোডাশাদি ভক্ষণের ভাব মনোমধ্যে উদয় হয়। কেহ আবার তাঁহার উদ্দেশ্যে সোমরূপ মাদক-দ্রব্য প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন; কিন্তু আবার অন্য স্তরের সাধকের লক্ষ্য অনুধাবন করিতে গেলে, বুঝিতে পারা যায়, তাঁহাদের ভক্তি-সুধা-পান করাইবার জন্য যেন তাঁহারা ভগবানকে আহ্বান করিতেছেন। এ পক্ষে আমাদিগের ভাব এই যে, কর্ম্ম-সকলকে জ্ঞান-সমন্বিত করিবার জন্যই এখানে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। সাধক দীনতা জানাইয়া, ভগবানকে ডাকিয়া কহিতেছেন,—'হে দেব! এস; আমার হৃদয়রূপ যজ্ঞ-ক্ষেত্রে আসন গ্রহণ কর; আর আমার হৃদিসঞ্জাত ভক্তি-সুধা গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতকৃতার্থ কর। জানি—তুমি অভিন্ন, তুমি এক, তুমি অনন্ত; কিন্তু দেখিতে পাই—তুমি অসংখ্য অনন্তরূপে বিরাজমান। তাই এক ভাবিয়াও পূজা করিতেছি; আবার বহু ভাবিয়াও পূজা করিতেছি। একের পূজাও তুমি গ্রহণ কর; আবার বহুর পূজাও একমাত্র তুমিই

প্রাপ্ত হও। নির্ভর তোমার উপর। হৃদয়ে সদ্‌গুণ সদ্ভাব-রূপ কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। এস—তদুপরি উপবেশন কর।' ফলতঃ, কর্ম্মশক্তি লাভের কামনা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মকে জ্ঞানসমন্বিত ও দেবভাবমণ্ডিত করিবার আকাঙ্ক্ষাই মন্ত্র-মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"এই যে সোম প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা হইতে বলাধান হয়, ইনি শীঘ্রই দেবতাদিগের পানের উপযোগী হয়েন, দেবতাদিগের নিকট ইহার তুল্য মধুর আর কিছুই নাই।" ব্যাখ্যাকারের গভীর গবেষণার বিষয় একবার অনুধাবন করিয়া দেখুন। * (৭অ—৬খ—৩সূ—৩ম)।

—•—

তৃতীয় সূক্তের গেয়-গান।

৩　　৩　　৫　৩　　৫　২র১　　২　১র২
১। তাং২৩৪বঃ। সা২৩৪খা। সা২৩৪খা। য়োমদা২৩য়া। পুনানম।

র　　২　　১　২১২৮　৩র ২১　　২৩র ২
ভিগায়া২৩তা। শায়িশুন্নই। বাঃস্বদয়া২৩। তগূর্ত্তিভা৩৪৩য়িঃ॥

৩　　৫　　৩　　৫　২১র　　২　　১　২র
সা২৩৪ব। ৎসা২৩৪ঈ। বমাতৃ২৩হায়িঃ। আয়িন্দুর্হিয়া

র১　　২　১ ২র১র　২র৩২১　　২৩ ২
গোঅজ্যা২৩তায়ি। দাদিবাবীর্য়া। দোমাতিভা২৩য়িঃ। পরিষ্কৃতা৩৪৩ঃ॥

৩　　৫　　৩　　৫　৩১র　　২　　১ ২র　　১র
আ২৩৪য়গ। দা২৩৪সা। য়সাধা২৩নাঃ। আয়৬শক্তাং। যবীত্তা

২　　৩ ২র১র　২র৩২১২৩ ২
২৩য়ায়ি। আয়ন্দেবে। ভোমধুমাধতরঃসুতা

১
৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ঈ। ডা।

* * •

১　　র ১র　২র১ —　র১　২১ —
২। তংবঃ সখা। য়োমদায়া। পুনানামা২। ভিগায়তা। শিশুন্নাহাহা২।

র১　n　　৫র র　　১র২　১৮১১১
বৈ্যাঃস্ব। দা২য়া২৩৪ঔহোবা। তগূর্ত্তিভরে৩উপা২৩৪৫।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে অষ্টম বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, পঞ্চদিক শততম সূক্ত, তৃতীয় সাক)।

২ র ১ ২র ১র ২
৩। ভংবঃপথা। য়োমদা ২ ৩ য়া ৩ ৪। পুনানমা। ভিগায়া ২ ৩ তা ৩ ৪।

২ র ১র n ৩
শিশুয়হা। বৈাঃস্দয়ন্তগূ। তা ২ য়ি। তা ২ ৩ ৪।

৫র র ৩ ৫
ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ পা।। ১।২।৩। *

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সোমাঃ পবন্ত ইন্দবোঽস্মভ্যং গাতুবিত্তমাঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩র ২র ৩ ১ ২
মিত্রাঃ স্বানা অরেপসঃ স্বাধ্যঃ স্বর্ব্বিদঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গাতুবিত্তমাঃ' (অতিশয়েন মার্গস্য লম্ভকাঃ, সন্মার্গপ্রাপকাঃ) 'মিত্রাঃ' (সখিভূতাঃ—সৎকর্ম্মসাধনে ইতি যাবৎ) 'সোমাঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং) 'পবন্তে' (ক্ষরন্তু, সমুদ্ভবন্তু হৃদি ইতি যাবৎ); 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'স্বানাঃ (অভিষূয়মাণাঃ, বিশুদ্ধাঃ) 'অরেপসঃ' (পাপরহিতাঃ, অপাপবিদ্ধাঃ) 'স্বাধ্যঃ' (শোভনধ্যানাঃ, প্রার্থনীয়াঃ) তথা 'স্বর্ব্বিদঃ' (সর্ব্বজ্ঞাঃ - ভবন্তি ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমধন-প্রাপকং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৭অ—৬খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সন্মার্গপ্রাপক সৎকর্ম্মসাধনে সখিভূত সত্ত্বভাব আমাদিগের জন্য হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, প্রার্থনীয় এবং সর্ব্বজ্ঞ হয়েন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমধন-প্রাপক সত্ত্বভাব লাভ করি।)॥ (৭অ—৬খ—৪সূ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে;—(১) "কার্ণশ্রবসম্", (২) "সুজ্ঞানম্" এবং (৩) "কাশীতম্।"

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গাতুবিত্তমাঃ' অতিশয়েন মার্গস্য লম্ভকাঃ 'ইন্দবঃ' দীপ্তাঃ 'সোমাঃ' 'পবন্তে অস্মভ্যং' অস্মদর্থং ক্ষরন্তি আগচ্ছন্তি বা। কীদৃশাঃ? 'মিত্রাঃ' দেবানাং সখিভূতাঃ, 'স্বানাঃ' সূয়মানাঃ অভিষূয়মাণাঃ 'অরেপসঃ' পাপরহিতাঃ, অতএব 'স্বাধ্যঃ' শোভনধ্যানাঃ 'স্বর্ব্বিদঃ' সর্ব্বজ্ঞাঃ স্বর্গপ্রাপকা বা। (৭অ—৬খ-৪সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১১০১) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব সন্মার্গপ্রাপক। মানুষের মধ্যে সত্ত্বের উন্মেষ হইলে তিনি সত্ত্বভাবের মূলপ্রস্রবণের দিকেই অগ্রসর হয়েন। তাঁহার অন্তরস্থিত সত্ত্ববিন্দু তাঁহাকে সেই অসীম সিন্ধুর দিকে পরিচালিত করে। যাহার অন্তরে পাপ অপবিত্রতা থাকে সে স্বভাবতঃই অপবিত্র পথে চলে, অসতের অনুসন্ধানে নিজকে নিয়োজিত করিয়া উন্মার্গগামী হয়। সোম, সমেরই অনুসরণ করে; বিষমের দিকে পরিচালিত হয় না। তাহা তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যাঁহাদের হৃদয় মহৎ ও উন্নত, তাঁহারা সত্ত্বভাববশেই মহত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, সৎধর্ম্মলাভেই তাঁহার আনন্দ। সত্ত্বভাব ভগবৎশক্তি। সুতরাং তাহা মানুষকে ভগবানের দিকে প্রেরণ করে, ভগবৎপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করে। তাই সত্ত্বভাবকে 'গাতুবিত্তমাঃ' - সন্মার্গপ্রদর্শক বলা হইয়াছে।

যিনি আমাদিগের এমন কল্যাণ-সাধনের উপায় বিধান করেন, তিনিই প্রকৃত মিত্র। পরম প্রার্থনীয় সত্ত্বভাবকে তাই মিত্রাঃ' বলা হইয়াছে। (৭অ—৬খ—৪সূ—১সা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২　৩ ২ ৩　১ ২ ৩ ১ ২
তে পূতাসো বিপশ্চিতঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
১ ২ ৩ ১ ২৩ ১ ২　৩ ১ ২　৩ ২ ৩ ২
সূরাসো না দর্শতাসো জিগত্নবো ধ্রুবা ঘৃতে॥ ২॥

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দ-আর্চ্চিকেও (৩প-৫অ—৮খ-৫সা) পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের একাধিক শততম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপশ্চিতঃ' (মেধাবিনঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'দধ্যাশিরঃ' (জ্ঞানভক্তি-সহযুক্তেন কর্ম্মণা ইতি ভাবঃ) শুদ্ধসত্ত্বং 'পূতাঃ' (সম্যক্ বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তী, – হৃদি উদ্দীপয়ন্তি ইতি ভাবঃ) ; এবম্প্রকারেণ প্রবৃদ্ধঃ সন্ সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'ঘৃতে' (স্নেহসত্ত্বসমন্বিতে, জ্ঞানভক্তিসহযুতে ইতি ভাবঃ—হৃদয়ে ইতি যাবৎ) 'জিগত্নবঃ' (গমনশীলঃ সন্ গচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'ধ্রুবাঃ' (স্থিরঃ অবিচলিতঃ ইতি ভাবঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। তদা 'তে' (সর্ব্বৈরাকাঙ্ক্ষনীয়াঃ তে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবাঃ) 'সুরাসঃ ন' (সূর্য্যা ইব, সূর্য্যবৎ তেজঃসম্পন্ন ভূত্বা ইতি ভাবঃ) 'দর্শতাসঃ' (সর্ব্বেষাং দর্শনীয়ঃ, সর্ব্বেষাং দ্রষ্টব্যঃ ইতি ভাবঃ পরমার্থ-প্রকাশকাঃ যদ্বা – জ্ঞানদায়কাঃ মুক্তিহেতবঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ। নিত্যসত্যমূলক অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদি সমুদিতঃ সন্ নরান্ জ্ঞান-জ্যোতিষা উদ্ভাসয়তি মোক্ষপথি চ প্রতিষ্ঠাপয়তি ইতি ভাবঃ। (৭অ - ৬খ ৪সূ—২ম) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধকগণ জ্ঞানভক্তি-সহযুত কার্য্যের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বকে সম্যক্প্রকারে বিশুদ্ধ অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্দীপিত করেন। (এইরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া) সেই শুদ্ধসত্ত্ব স্নেহসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানভক্তিসহযুত হৃদয়ে গমন করিয়া স্থির অবিচলিত হয়েন। তখন সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই শুদ্ধসত্ত্ব সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন হইয়া সকলের দর্শনীয় বা সকলের দ্রষ্টা ও পরমার্থ-প্রকাশক অর্থাৎ জ্ঞানদায়ক ও মুক্তির হেতুভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুদিত হইয়া মানুষকে জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত করে এবং মোক্ষপথে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া থাকে। (৭অ—৬খ—৪সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পূতাঃ' পবিত্রেণ পরিপূতাঃ 'বিপশ্চিতঃ' মেধাবিনঃ, 'দধ্যাশিরঃ' দধ্যামিশ্রণাঃ, 'ঘৃতে' বসতীবর্য্যাখ্যে উদকে 'জিগত্নবঃ' গমনশীলাঃ 'ধ্রুবাঃ' তত্র স্থৈর্য্যেণ বর্ত্তমানাঃ 'তে' 'সোমাসঃ' সোমাঃ 'সুরাসঃ ন' সূর্য্যা ইব 'দর্শতাসঃ' পাত্রেষু সর্ব্বৈর্দ্দর্শনীয়া ভবন্তি ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১০২) সামের মর্ম্মার্থ।

—— (*) ——

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা এই, "ইহারা শোধিত হইয়াছে, ইহারা বিজ্ঞ, ইহারা দধির সহিত মিশ্রিত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় সুদৃশ্য হইয়াছে, ইহারা চলিতেছে, কিন্তু ঘৃতের সংসর্গ ত্যাগ করিতেছে না।" এ অর্থ হইতে কোনও ভাবই উপলব্ধ হয় না। 'ইহারা'

শব্দে ব্যাখ্যাকার কাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। ভাষ্যেও যে অর্থ প্রকাশ আছে, ব্যাখ্যায় সে ভাবও পরিগৃহীত হয় নাই। সোম-সম্পর্ক মন্ত্র-প্রযুক্ত। সুতরাং সোমই মন্ত্রের লক্ষ্য। কিন্তু বহুবচন প্রয়োগে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাবে, সোমকে মাদক-দ্রব্য বলিয়া কদাচ অভিহিত করা যাইতে পারে না। একটু প্রণিধান করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমরা আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে এ সকল অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই।

আমাদিগের মতে মন্ত্রে নিত্যসত্য এবং আত্মোদ্বোধনের ভাব নিহিত রহিয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব—মানুষের জন্মসহজাত। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধসত্ত্বের বীজ অন্তরে নিহিত থাকে। কর্ম্ম ও সামর্থ্য অনুসারে সে বীজ অঙ্কুরিত পল্লবিত ও মুকুলিত হয়। অধিকারী অনুসারে তাহার ফলভোগ হইয়া থাকে। যিনি যেরূপ অধিকারী, যিনি যেরূপ অনুশীলন-সমর্থ, তিনি তদনুরূপ উৎকর্ষ-সাধনেই সমর্থ হইয়া থাকেন। সংসারের অনন্ত আবিলতায় যিনি নিমজ্জিত, সদ্ভাবের বীজ তাঁহার মধ্যে তাদৃশ প্রবর্দ্ধমান হইতে পারে না। কিন্তু যিনি সংসারের মোহবন্ধন কাটাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাতেই শুদ্ধসত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়। তাঁহার হৃদয়েই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান পূর্ণ-রূপে বিরাজিত হন। তাই মন্ত্রের উদ্বোধনা—'হে সংসার-তাপতপ্ত জীব! যদি তোমরা পরমার্থ-লাভে অভিলাষী হও, তোমরা সত্ত্বভাবে অনুপ্রাণিত হও, সজ্‌জ্ঞান-লাভে প্রবুদ্ধ হও, সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হও। সেই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান, সত্ত্বভাবে সদ্ভাবে অবস্থিত, তিনি সৎকর্ম্মে সম্বদ্ধযুত। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সদ্ভাবের স্ফুরণে তিনি অধিগত হন। সুতরাং তোমরা সৎকর্ম্মসাধনে সত্ত্বভাবের উন্মেষণে উৎসৃষ্ট প্রাণ হও। তাহা হইলেই তোমরা অভীষ্ট-লাভে সমর্থ হইবে।' সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্ব—আত্মোৎকর্ষ সাধনের দ্বারাই অধিগত হইয়া থাকে। যাঁহারা আত্মদর্শী, তাঁহাদেরই শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত। ভগবান্ তাঁহাদেরই প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ। সুতরাং আত্মার উৎকর্ষসাধনে সদ্ভাবসঞ্চয়ে সৎস্বরূপের সাযুজ্য লাভই পরম শ্রেয়ঃসাধক।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকারের সহিত নানা বিষয়ে আমাদিগের মতপার্থক্য ঘটিয়াছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণীর এবং বঙ্গানুবাদের সহিত ভাষ্য মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'দধ্যাশিরঃ' পদের ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার অর্থ করিয়াছেন,—'দধ্যাদিশ্রণাঃ' অর্থাৎ দধির সহিত মিশ্রিত। আমরা এই দধি বলিতে সেই সত্ত্বসমন্বিত জ্ঞান ও ভক্তিসহযুত কর্ম্মকে লক্ষ্য করি। জ্ঞান ও ভক্তির সংমিশ্রণে শুদ্ধসত্ত্বই ভগবৎপ্রাপক হয়। সেই শুদ্ধসত্ত্বই সাধক ভগবানকে প্রদান করেন, ভগবানও তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

'দধ্যাশিরঃ' পদের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাতে মনে হয়, সোম যেন কোনও নীরস উগ্রগুণবিশিষ্ট মাদক দ্রব্য-বিশেষ। তাহার উগ্রতা-নাশের নিমিত্ত যেন তৎসহ দধি ও অন্যান্য স্নেহ-দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া যজমান তাহা দেবতার উদ্দেশে প্রদান করিতেছেন। ব্যাখ্যাকারদিগের ব্যাখ্যায় প্রধানতঃ এই ভাবই উপলব্ধ হয়। অধুনাতনকালের ন্যায় সেই সুপ্রাচীন কালে মাদকাদির তীব্রতা হ্রাসের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইত, সে ব্যাখ্যায়

তাহাই সূচিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ কুব্যাখ্যা যে আদৌ অযৌক্তিক, একটু আলোচনায়ই তাহা প্রতিপন্ন হয়। 'দধি' ও আশির পদদ্বয়ে, আমাদের মতে এক অভিনব অর্থের সূচনা করে। 'আশির' শব্দে 'আশীষ' এবং 'দধি' শব্দে 'শান্ত স্নিগ্ধ ধারণক্ষম।' সোম বা ভক্তি-সুধা স্নিগ্ধ অর্থাৎ অবিমিশ্র নির্ম্মল না হইলে তাহাকে ধারণ করিতে পারা যায় কি? যখন ভক্তিতে ঐকান্তিকতা আসে, যখন সংসারের সকল আবিলতা নষ্ট হইয়া যায়, তখনই ভক্তি দোষরহিত বা শোধিত হয়। সে পক্ষে দেবতার 'আশীষঃ' বা আশীর্ব্বাদ প্রথম প্রয়োজন। তিনি যদি অনুগ্রহ না করেন, তিনি যদি সংসারের আবিলতা দূর করিয়া না দেন, তিনি যদি ভববন্ধন মোচনে সহায় না হন, তিনি যদি কৃপাদৃষ্টিপাত না করেন; তাহা হইলে 'সোম' 'দধিমিশ্রিত' হইতে পারে না। অর্থাৎ ভক্তি অনন্যা হইলে, তাহাতে নির্ম্মলতা না আসিলে, সৎস্বরূপকে ধারণ করিবার ক্ষমতা তাহার জন্মিতে পারে না। সে পক্ষে ঐ 'দধ্যাশিরঃ' পদের অর্থ—ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্তির হেতু স্নেহার্দ্র যে ভক্তিসুধা।' ভাব এই যে,—ভগবানের উদ্দেশ্যে সেই ভক্তিসুধা সমর্পণ কর। অর্থাৎ ভক্তিডোরে তাঁহাকে বন্ধন করিবার জন্য, ভক্তিজোরে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য, প্রাণমন তাঁহাতে সমর্পণ কর। তাহা হইলেই শুদ্ধসত্ত্ব সূর্য্যের ন্যায় প্রখর-দীপ্তিসম্পন্ন এবং পরমার্থপ্রকাশক হইবে।'

এই ভাবেই 'ঘৃত' পদের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ঘৃত' পদে আমরা তাই সদ্ভাবসংযুত হৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়াছি। 'বসতীবরি' প্রভৃতি স্থূল পদার্থের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের কোনই সংশ্রব নাই। সূক্ষ্ম অপার্থিব সামগ্রী তদনুরূপ সামগ্রীর সহিতই সঙ্গত হইয়া থাকে। আর দধি বা ঘৃত প্রভৃতি বেদমন্ত্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াও আমরা মনে করি না। 'দর্শতান.' পদের 'সকলের প্রকাশক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যে ঐ পদের অর্থ হইয়াছে—সকলের দর্শনীয়। প্রকাশিত না হইলে কোনও সামগ্রীই দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্য্য সর্ব্বপ্রকাশক, শুদ্ধসত্ত্ব তেমনই সর্ব্বপ্রকাশক। পরমার্থ-পদার্থ সকলের শ্রেষ্ঠ পদার্থ; শুদ্ধসত্ত্ব তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই হিসাবেই মন্ত্রে 'দর্শিতানঃ' পদের সার্থকতা বলিয়া মনে করি।* (৭অ—৬খ—৪সূ—২সা)॥

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২
সুষাণাসো ব্যদ্রিভিশ্চিতান গোরধি ত্বচি।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইষমস্মভ্যমভিতঃ সমস্বরন্বসুবিদঃ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী সপ্তম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে তৃতীয় বর্গের প্রথম সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, একাধিকশততম সূক্তের দ্বাদশ ঋক্)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'এতে' (অস্মাকং হৃদিসঞ্জাতাঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'অধিত্বচি' (হৃদ্‌রূপে অভিষবণক্ষেত্রে ইতি ভাবঃ) 'গোঃ' (জ্ঞানকিরণানাং ইতি যাবৎ) 'চিত্তানা' (চেতয়িতারঃ) উদ্দীপকাঃ ইত্যর্থঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ । তস্মিন্ হৃদ্‌রূপে আধারে 'অদ্রিভিঃ (স্থিরাভিঃ জ্ঞানভক্ত্যাদিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'সুষাণাসঃ' (পরিস্রুতাঃ ভগবৎসম্বযুক্তাঃ সন্তঃ) তে শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ 'বসুবিদঃ' (বসূনাং শ্রেষ্ঠধনানাং লম্ভকাঃ প্রাপকাঃ বা ইত্যর্থঃ) ভবন্তু; অপিচ, অস্মান্ 'সমস্বরন্' (পরমানন্দদানেন উন্মাদয়ন ইত্যর্থঃ) 'ইষং' (অন্নং, অভীষ্টং ইতি ভাবঃ) প্রযচ্ছন্তু ইতি শেষঃ । মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ - শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ অস্মাকং পরমার্থলাভায় সহায়কাঃ ভবন্তু । (৭ম—৬খ—৪সূ - ৩য) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

আমাদিগের হৃদিসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বসমূহ আমাদিগের হৃদ্‌রূপ অভিষবণ-ক্ষেত্রে জ্ঞানকিরণ-সমূহের উদ্দীপক হউন। আর সেই হৃদরূপ আধার-ক্ষেত্রে অবিচলিত জ্ঞানভক্তিপ্রভৃতির দ্বারা পরিস্রুত ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হইয়া সেই শুদ্ধসত্ত্বসমূহ শ্রেষ্ঠধনসমূহের প্রাপক হউন। অপিচ, আমাদিগকে পরমানন্দদানে উন্মাদিত করিয়াআমাদিগের অভীষ্ট প্রদান (পূরণ) করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বসমূহ আমাদিগের পরমার্থ-লাভের সহায় হউক)। (৭অ—৬খ—১সূ—৩য) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'গোঃ' অগ্রক্রঃ 'অধিত্বচি' অধিষবণ-চর্ম্মণি 'চিত্তানা' জ্ঞায়মানা 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ বিবিধৈঃ 'সুষাণাসঃ' স্তূয়মানাঃ 'বসুবিদঃ' বসুনো লম্ভকাঃ 'এতে' সোমাঃ অস্মভ্যং 'ইষং' অন্নং অভিতঃ 'সমস্বরন্' সম্যক্ শব্দয়ন্তি প্রযচ্ছন্তীতি যাবৎ ॥ (৭অ - ৬খ - ৪হু—৩সা) ।

* * *

তৃতীয় (১১০৩) সামের মর্ম্মার্থ ।

ব্যাখ্যায় ও ভাষ্যে মন্ত্রার্থে বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যাখ্যায় প্রকাশ—"প্রস্তরের আঘাতে চৈতন্যযুক্ত হইয়া ইহারা দশব্দে গোচর্ম্মের উপর ঝরিতেছে। ধন কোথায় আছে, তাহা ইহারা জানে। ইহাদিগের ঐ যে মধুর শব্দ, তাহাই আমাদের অন্ন। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার এই ভাবে বুঝা যায়, 'সোমলতাকে প্রস্তরে ছেঁচিয়ে রস বাহির করা হইতেছে। আর

সেই প্রস্তর গোচর্ম্মের উপর স্থাপিত আছে। একটী প্রস্তরের উপরিভাগে সোমলতা রাখি অপর আর একটী প্রস্তরের দ্বারা আঘাত করা হইতেছে। আর সেই আঘাতে লতা হইতে রস নির্গত হইয়া সেই গোচর্ম্মের উপর পতিত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা ঘটে নাই। কিন্তু পুনরায় যখন বলা হইল,—"ধন কোথায় আছে তাহা ইহা জানে" এবং "ইহাদের ঐ যে মধুর শব্দ তাহাই আমাদের অন্ন"; অমনি গোল বাধি গেল। পূর্ব্বের অংশের সহিত পরবর্ত্তী অংশের যে কোনই সামঞ্জস্য নাই, এরূপ ব্যাখ্যা প্রথম-দৃষ্টিতেই তাহা উপলব্ধি হয়। এইরূপ কুব্যাখ্যায়ই বেদ হেয় প্রতিপন্ন হইয়া থাকে এইরূপ অপব্যাখ্যার ফলেই বেদ কৃষকের গান বলিয়া উপেক্ষিত হয়।

আমরা মনে করি, এই সাম-মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে। সোম বলিতে আম সোমলতা উপলব্ধি করি না। 'সোম' শব্দে যেই জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সংমিশ্রণে অন্তরে সুধার সঞ্চার হয়, আমরা তাহাকেই লক্ষ্য করি। তাহাই দেবতার উপভোগ্য। মন্ত্রে সহিত গোচর্ম্মের বা সোমলতার কোনই সংশ্রব নাই। ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। 'গো' এবং 'অধিত্বচি' শব্দদ্বয় হইতে ঐ গোচর্ম্ম অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, আমাদের মতে দুই পদে এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব সূচিত হইয়া থাকে। 'গো' পদের 'জ্ঞানকিরণ' অ নিরুক্ত-সম্মত। আমরা বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্রই ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি এবং ঐরূ অর্থ পরিগ্রহের যুক্তি-পরম্পরাও প্রদর্শন করিয়াছি। 'অধিত্বচি' পদে আমরা 'হৃদয়রূ অভিষবণক্ষেত্রে' অর্থ গ্রহণ করি। 'গোঃ' অর্থাৎ জ্ঞানকিরণ হৃদয়ের সামগ্রী; শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ের সামগ্রী। শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে হৃদয়রূপ অভিষব-ক্ষেত্রেই জ্ঞানের চৈতন্যের সাড়া পড়ি থাকে। এইরূপ অর্থেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতি হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ-সমূহের চৈতন্য সম্পাদন করি থাকেন। 'চিত্রানা' পদে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। এই ভাবে মন্ত্রের প্রথ অংশের অর্থ হইয়াছে,—'হৃদয়রূপ অভিষব ক্ষেত্রে শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানকে উদ্দীপিত ও বিশুদ্ধীকৃ করেন।' অর্থাৎ, শুদ্ধসত্ত্বই জ্ঞানের জনয়িতা, শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরি হইয়া থাকে। 'অদ্রিভিঃ' পদের 'অভিষবণ-ফলক প্রস্তর' অর্থ ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় পরিগৃহী হইয়াছে। কিন্তু আমরা ঐ 'অদ্রিভিঃ' পদে স্থির অবিচলিত জ্ঞান ও ভক্তিকে লক্ষ্য করি জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের প্রভাবেই শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, জ্ঞান ভক্তি ও ক যখন ভগবানে ন্যস্ত হয়, তখনই তাহারা অদ্রির ন্যায় অচঞ্চল হইয়া থাকে। তখনই সাধ শ্রেষ্ঠধন পরমধন লাভের অধিকারী হন।

এই ভাবে মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে আমাদিগে অন্তরে জ্ঞানরশ্মি বিচ্ছুরিত হউক, আর কর্ম্মজ্ঞান ভক্তি এই তিনের সংমিশ্রণে সেই শুদ্ধস আমাদিগের হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করুক। ফলে, আমাদের অভীষ্ট-পূরণ রূপ পরমা প্রাপ্ত হই।' মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। * (৭অ—৬খ—৪সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে তৃতীয় বর্গে প্রথ সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, একাধিকশততম সূক্ত, একাদশ ঋক)।

চতুর্থ সূক্তের গেয়-গান।

৫র র　৩২　৪ ৫　১ র　১　১ র
১। সোমাঃ। পবা ৩। ন্তইন্দবাঃ। অস্মভ্যাঙ্গাতুবিত্তমা ২৩ঃ। মায়িত্রাসু-

র ২　৪　১ র ২　৪ ৫
স্বানা ৩১২৩ঃ। অরে ৫ পসাঃ। স্বাধিয়া ৩১২৩ঃ। স্বর্বোবা।

৫　৫র র　৩র ২ ৪　৫　১র র র
বা ৫ য়িদো ৬ হায়ি। তেপূ। তাসো ৩। বিপশ্চিতাঃ। সোমাসো-

র　১ র র২　৪ র　১ ২
দধ্যাশিরা ২ ৩ঃ। সূরাসোমা ৩১২৩। দশা ৫ তাসাঃ। আয়িগন্তবা

৪ ৫ ৪　৫　৫ র　৩র ২　৪ ৫
৩১২৩ঃ। স্রুবোবা। যা ৫ র্দ্বো ৬ হায়ি॥ সুষা। ণাসো ৩। বিরত্রি-

১ র র র　১ ২　৪
আয়িঃ। চিত্তানাগোরধিত্বচা ২৩ রি। আয়িষমস্মা ৩১২৩। ভ্যমা ৫ ভিতাঃ।

১　৪ ৪
দামস্বরা ৩১২৩ন্। বসোবা। বা ৫ য়িদো ৬ হায়ি॥

* * *

২র র　২　র৪ ১ ২　২ ২ ৪
২। সোমাঃপবন্তইন্দবা ৩ এ। অস্মভ্যাঙ্গা ৩ তুবিত্তমা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩

২ ২ ১ --　র র র৪ ১র ২　২ ২ ৪
হো ৩ বা। আয়িহী ২। মিত্রাসুস্বানা ৩ অরেপসা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩

২ ২ ১ --　র র ২　২ ২　৪ ২ ২
হো ৩ বা। আয়িহী ২। স্বাধিয়া ৩ঃ। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১ -- ১ n ৩　৫র র　র র র র　২
আয়িহী ২। স্বঃ। বা ২ য়িদা ২৩৪ ঔহোবা। তেপূতাসোবিপশ্চিতা ৩ এ।

র র র　১ র ২　২ ২　৪ ২ ২　১ --
সোমাসোদা ৩ ধ্যাশিরা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আয়িহী ২।

র র র　১ র২　২ ২　৪ ২ ২　১ --
সূরাসোমা ৩ দার্শতাসা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আয়িহী ২।

১ ২　২ ২　৪ ২ ২　১ --　১র
আয়িগন্তবা ৩ঃ। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা। আয়িহী ২। ধ্রুবাঃ।

n ৩　৫র র　২র র র　২　র র র n ১
যা ২ র্দ্বা ২৩৪ ঔহোবা। সুষাণাসোবিরত্রিতা ৩ য়িয়ে। চিত্তানাগো ৩ র।

১ ২ ২ ৪ ২ ২ ১ — ১
থিষচা ৩। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আগ্নিহী ২। ইষমন্না ৩ ত্তান-

২ ২ ২ ৪ ২ ২ ১ — ১ ২
ভিত্তা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আগ্নিহী ২। সামষরা ৩ ন্।

২ ২ ৪ ২ ২ ১ — ১ n ৩
হা ৩ হাগ্নি। ঔ ৩ হো ৩ বা। আগ্নিহী ২। বসু। বা ২ য়িদা ২ ৩ ৪

৫র র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। মধুশ্চ্যুত্তা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

২র ১ ২ ৫ ৩ ২ ২ ১ ১ ২ ৫
৩। সোমাঃপাবা ৩ ১ ২ ৩ ৪। ন্তই। দবা ৩। অস্মভ্যাঙ্গা ৩ ১ ২ ৩ ৪। তুবি।

৩ ২ ২ ১ ২ ৫ র ৩ ২ ২ ১ ২
ত্তমা ৩ঃ। মিত্রাণস্বানা ৩ ১ ২ ৩ ৪ঃ। অরে। পসা ৩ঃ। স্বুবাধীয়া

৪ ২র ১ ২ ৫ ৩ ২
৩ ১ ২ ৩ঃ। সুবা ৫ র্বিদাউ। তেপূত্তাসো ৩ ১ ২ ৩ ৪। বিপঃ। চিত্তা ৩ঃ।

২র১র র ২ ৫র ৩ ২ ২র১ ২ ৫
সোমাসোদা ৩ ১ ২ ৩ ৪। দিয়া। শিরা ৩ঃ। সুরাসোনা ৩ ১ ২ ৩ ৪। দর্শ।

৩র ২ ২ ১ ২ ৪ ২ ১ ২
ত্তাসা ৩ঃ। জিগাত্বাণা ৩ ১ ২ ৩ঃ। ধ্রুবা ৫ ঘৃতাউ॥ সুষ্বাণাসো ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৫ ৩ ২ ২ ১ র র ২ ৫ ৩ ২ ২ ১
বিয়। ভ্রিত্তা ৩ য়িঃ। চিত্তানাগো ৩ ১ ২ ৩ ৪ঃ। অদি। ষচা ৩ গ্নি। ইষা-

২ ৫ ৩ ২ ২ ১ ২ ৪
মাম্মা ৩ ১ ২ ৩ ৪। ত্তাম। ভিত্তা ৩ঃ। সমাস্বারা ৩ ১ ২ ৩ ন্। সস্বু ৫ বিদাউ॥

* *

৫র র ৩২৩৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ২ ১ ২ᐱ ৩ ৫
৪। সোমাঃপবন্তইন্দবাঃ। অস্মাভ্যাঙ্গা। তুবিত্তমাঃ। মারিত্রাও ২ ৩ ৪ বা।

২র১র ২র১২ ১ ১ ১ ১ ৩ র ২ ১ ২ ১ ২
স্বানাঅরেপসা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। স্বুবাধিয়াঃ। স্বুবর্ব্বা ২ ৩ য়িদা ৩ ৪ ৬ ঃ॥

৫রর৩র২র ৩ ৪ ৫ ২র১ ২র ১ ২৩র ২ ১ ৩n ৩ ৫
তেপূতাসোবিপশ্চিত্তাঃ। সোমাসোদা। ধিয়াশিরাঃ। সুরাও ২ ৩ ৪ বা।

২র১২ ১র৩ ১ ১ ১ ১ ৩ ২ ১ ২১র ২ ৫ র৩র
সোনদর্শতাসা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। জিগত্নবাঃ। ধ্রুবাঘা ২ ৩ র্ত্তা ৩ ৪ ৩ বি। সুষ্বাণা-

২র ৩৪ ৫　২ ১২র ১　২ ৩ ২১　২ৰ৩　৫　২ ১
সোবিশ্রিতারিঃ। চিত্তানাগোঃ। অধিবচায়ি। আগ্নিবাও ২ ৩ ৪ বা। অম-

২　১ ৩ ১ ১ ১ ১　৩ ২ ১　২ ১　২
ত্যামক্তিতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। সমস্বয়ান্। বসুবা ২ ৩ যিদা ৩ ৪ ৩ ঃ।

২
ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ঈ। ডা॥

* * *

৩র ২　২ ৪১ ৫ ২　৫ ১ র
৫। সোমা ৩ ১ ঃ। পা ৩ ব। তই। দা ৩ বঃ। এহিয়া। আ। স্বভাঙ্গাতু।

২　১ —　১র —　র ১র ২ ৪　৫
বি। তমা ২ ঃ। এহিয়া ২। মিত্রাস্বানাআ ৩ রে ৩। পা ২ ৩ ৪ পাঃ।

২র —　১র --　র ১ ২ ৪　২　৫
ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। সুবাধিয়াঃসু ৩ বা ৩ ঃ। পা ৩ ৪ ৫ য়িদো ৬ হায়ি॥

৩র১　২ ৪১　৫ ২ ৪　৫ ১ র র
তেপূ ৩ ১। তা ৩ সো। বিপঃ। চ ৩ ন্নিতঃ। এহিয়া। সো। মাসো-

২র　১ —　১র --　র র১র ২ ৪
দধায়ি। আ। শিরা ২ ঃ। এহিয়া ২। স্বরাসোনাদা ৩ শা ৩। তা ২ ৩ ৪

৫　২র --　১র —　১ ২ ৪　২
পাঃ। ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। জিগন্নবোঞ্চ ৩ বা ৩ ঃ। যা ৩ ৪ ৫ স্তো-

৫　৩ ২　২ ৪১　৫ ২ ৪　৫ ১
৬ হায়ি॥ সুষা ৩ ১। পা ৩ সো। বিয়। প্রা ৩ ম্নিভিঃ। এহিয়া। চায়ি।

র র র　২ ১ —　১র —　১ ২ ৪
তানাগোরা। ধি। বচা ২ য়ি। এহিয়া ২। ইবমস্মাভ্যা ৩ মা ৩। তা-

৫　২র —　১র —　১ ২　২
২ ৩ ৪ য়িতাঃ। ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। সমস্বরাষা ৩ সু ৩। বা ৩ ৪ ৫

৫
য়িদো ৬ হায়ি॥

• • •

২র র　২ ১　র ২ ১
৬। সোমাঃ পবন্ত আ ১ ন্দিবাঃ। অস্মভ্যং। গাতু ২ ৩ থা। ত্বর্মা ২ ১ ২ ২।

১ র ২১র ২র১র ২র১ ৩ ১ ১ ১ ১　১২　২　— ১
ত্তমামিত্রাস্বানাঅরেপসা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। স্বধা ৩ উবা। ধী ২ য়াঃ। সু ২ ৩

২　১　২　৪ ৫　২রর র র　২　১র র
বাঃ। বিদা। ঔ ৩ হোবা॥ তেপূতাসোবিপা ১ শ্চায়িতাঃ। সোমাসঃ।

২ ১ — ১ র র২র১২ ১র৩১১১১
দধা ২ ৩ আ। হুম্মা ২ ১ ২ ২। শিরঃ স্বরাসোনদর্শতাসা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

১ ২ ২ — ১ ২ ১ ২ ৪ ৫
আম্নিগা ৩ উবা। স্থা ২ বো। ধ্রু ২ ৩ গাঃ। ঘৃতা। ঔ ৩ হোবা॥

২ র র র ২ ১ র র র ২ ১ —
সুষাণাসোবিম্না ১ দ্রায়িস্তারিঃ। চিতানাঃ। গোরা ২ ৩ ধা। হুম্মা ২ ১ ২ ২।

১র ২১২ ১৩১১১১ ২২ ২ — ১ ২
ত্বচীবমস্বত্যমভিতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। নামা ৩ উবা। স্বা ২ রান্। বা ২ ৩ সূ।

১ ২ ৪ ৫
বিদা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২র র ২ ১ ২ ১ ২ ১ — ১ ২ ১
৭। সোমাঃপবস্তা ৩ ইন্দবাঃ। অস্মাভ্যাঙ্গা। তুবিত্তমা ২ ঃ। ইহা ৩। মারিত্রা ৩

৪ ৫ ২^ ৩ ৩ ২ র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৪ ৫
স্বানাঃ। হাহো ২ ৩ ৪ হা। অরেপা ২ ৩ সাঃ। ইহা ৩। স্বা ৩ দীয়াঃ।

২n ৩ ৫ ৩ ২ ৪ ২র র র র ২
হাহো ২ ৩ ৪ হা। স্থবা ৩ র্বা ৫ রিদা ৬ ৫ ৬ ঃ॥ তেপূতাসোবা ৩ য়িপ-

র ১ ২র ১ ২ র ১ — ১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২^ ৩
শ্চিতাঃ। সোমাসোদা। ধিয়াশিরা ২ ঃ। ইহা ৩। সূরা ৩ সোন'। হাহো

৫ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২^ ৩
২ ৩ ৪ হা। দর্শতা ২ ৩ সাঃ। ইহা ৩। জায়িগা ৩ স্থাবাঃ। হাহো ২ ৩ ৪

৫ ৩ ২ ৪ ২ র র র ২ ১ ২র ১
হা। ধ্রুবা ৩ ষা ৫ র্স্তা ৬ ৫ ৬ রি॥ সুষাণাসোবা ৩ মদ্রিভারিঃ। চিতানাসোঃ।

২ ১ — ১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২n ৩ ৫ ২ ১
অধিত্বচা ২ য়ি। ইহা ৩। আরিষা ৩ মাস্মা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। শ্যামন্তা

২ ১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২n ৩ ৫ ৩ ২ ৪
২ ৩ রিতাঃ। ইহা ৩। নামা ৩ স্বরান্। হাহো ২ ৩ ৪ হা বসূ ৩ বা ৫

৩ ১ ১ ১ ১
রিদা ৬ ৫ ৬ ঃ। হে ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২র র ১ র ২র১ ১ ১ ২ ৪
৮। সোমাঃপবোহো। তাইন্দবাঃ। অস্মত্যাঙ্গা ৩। তুবা ৩ য়িত্তা ৫ মা ৬ ৫ ৬ ঃ।

২র ১ব র ২র১র ২ র ১ ২ ৪
মিত্রাঃ স্বাসোহো। আরেপসাঃ। স্বাধিয়া ৩ ঃ। সূবা ৩ র্ষিবা ৫ য়িদা

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সুক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ১র ২র ৩ ১
অয়া পবা পবস্বৈনা বসূনি মাংশ্চত্ব

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দো সরসি প্রধন্ব।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১
ব্রধ্নশ্চদ্যস্য বাতো ন জূতিং

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুরুমেধাশ্চিত্তকবে নরং ধাৎ॥ ১॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে সত্ত্বভাব! 'অয়া' (অনয়া, তব ইত্যর্থঃ) 'পবা' (পবমানয়া, ধারয়া, পবিত্রয়া ধারয়া সহ) 'এনা বসূনি' (এনানি ধনানি, পরমধনানি ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ); 'ইন্দো' (হে সত্ত্বভাব!) 'মাংশ্চত্বে' (ত্বৎকাময়মানে) 'সরসি' (কলশে, পাত্রে মম হৃদয়ে ইত্যর্থঃ); 'প্রধন্বঃ' (প্রগচ্ছ, আবির্ভব); বয়ং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি ভাবঃ 'পুরুমেধাশ্চিৎ' (বহুজ্ঞানসম্পন্নঃ, প্রাজ্ঞঃ জনঃ) 'যস্য' (যস্য দেবস্য) 'বাতঃ নঃ' (বায়ুতুল্যঃ আশুমুক্তিদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'জূতিং' (গতিং, জ্যোতিঃ) 'ধাৎ' (ধারয়তি, প্রাপ্নোতি 'ব্রধ্নশ্চৎ' (সর্ব্বেষাং মূলীভূতঃ সঃ ব্রহ্ম) 'নরং' (সৎকর্ম্মনেতারং) 'তকবে' (প্রাপ্নোতি) নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং। জ্ঞানীজনঃ ভগবন্তং প্রাপ্নোতি – ইতি ভাবঃ॥ (৭অ – ৬খ – ৫সূ—১সা)

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে সত্ত্বভাব! তোমার পবিত্রকারক ধারার সহিত পরমধন প্রদান কর; হে সত্ত্বভাব! তোমাকে কামনাকারী আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হও; (ভাব এই যে, আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করি) প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে দেবতার আশুমুক্তিদায়ক জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়েন, সকলের মূলীভূত সেই ব্রহ্ম সৎকর্ম্মনেতাকে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবানকে লাভ করেন।)॥ (৭অ—৬খ—৫সু—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে সোম ! 'অয়া' অনয়া 'পবা' পবমানয়া ধারয়া 'এনা' এনানি 'বসূনি' ধনানি 'পবস্ব' ক্ষর ॥ পবা পূঞ্ পবনে (ক্র্যাদি প০) অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে: (৩।২।১৭৮) ইতি বিচ্ প্রত্যয়ঃ, আর্দ্ধধাতুকলক্ষণো গুণঃ, সাবেকাচ (৬।১।১৬৮)—ইতি তৃতীয়ায়া উদাত্তত্বং ॥ তথা হে 'ইন্দো' ... মাশ্চত্বে মন্যমানানাং চাতকে 'সরসি' উদকে বসতীরর্য্যাখো 'প্রধস্ব' প্রগচ্ছ। 'যস্য' সোমস্য শোধনে সতি 'ব্রধ্নশ্চিৎ' সর্ব্বেষাং প্রজ্ঞাপকো মূলভূতো বা আদিত্যোঽপি 'বাতঃ ন' বায়ুরিব 'জূতিং' বেগং প্রাপ্তঃ সন্ কিঞ্চ 'পুরুমেধশ্চিৎ' বহুবিধযজ্ঞ ইন্দ্রোঽপি 'তকবে'। তকতির্গতিকর্ম্মসু পঠিতঃ (নিঘং ২।১৪।৬৯), অস্মাদৌণাদিক উন্-প্রত্যয়ঃ। সোমং গচ্ছত; মহ্যং 'নরং' কর্ম্মনেতারং পুত্রং 'ধাৎ' দদাতু প্রযচ্ছতু। স ত্বং প্রধস্বেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। 'যস্য' 'অত্র' ইতি পাঠৌ, 'জূতিং'—'জূতঃ' ইতি, 'ধাৎ' 'দাৎ'—ইতি চ। (৭অ—৬খ—৫সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১১০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

— * —

মন্ত্রটী অত্যন্ত জটিল। ভাষ্যকারও মন্ত্রের সকল পদের ব্যাখ্যা দেন নাই। তাঁহার মন্ত্রের শেষাংশের 'নরং ধাৎ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই। অধিকন্তু 'যস্য' পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছেন। যে সকল পদের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও খুব পরিষ্কার হয় নাই।

আমাদের ব্যাখ্যায় মন্ত্রান্তর্গত 'ব্রধ্নশ্চিৎ' পদে বিবরণকারের অনুসরণে 'ব্রহ্ম' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'জূতিং' পদে নিরুক্ত-সম্মত 'জ্যোতিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এই মন্ত্রটীর প্রথমাংশে সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান্ জ্ঞানীদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা সৎকর্ম্মনিরত, তাঁহারা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা ভগবানের পরম মঙ্গলদায়ক জ্যোতির সন্ধান পান, তাঁহাদিগের জীবন ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়। সেই সৌভাগ্যশালী সাধকের নিকট ভগবান নিজে আসিয়া উপস্থিত হয়েন॥ (৭অ—৬খ—৫সূ—১সা)।*

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প-৫অ—৭খ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের দ্বিপঞ্চাশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

পাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—মন্ত্রের 'ষষ্টিং সহস্রা' পদদ্বয়ে সেই অনার্য্য শম্বরদিগের প্রতিই লক্ষ্য আছে। কিন্তু আমরা তাহা সমর্থন করি না। বেদমন্ত্র নিত্য। নিত্য-সামগ্রীর সহিত অনিত্য-সামগ্রীর কোনই সম্বন্ধ সূচনা থাকিতে পারে না। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত ভাব-সঙ্গতি রক্ষায় আমরা ভাষ্যেরও ব্যাখ্যার কোনও ভাবই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

কি ভাবে কি অর্থে আমরা ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছি, মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের পর্য্যালোচনায়ই তাহা উপলব্ধি হইবে। 'শ্রুতে' 'তীর্থে' পদদ্বয়ের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'শ্রুতি-প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে'। ব্যাখ্যাকারও ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ দুই পদের সহিত কোনও স্থানের সম্বন্ধ দেখিতে পাই না। আমাদের অর্থ—'সদ্ভাবসমন্বিত পবিত্র হৃদয়ে।' সদ্ভাবসমন্বিত হৃদয়কেই 'শ্রুতে' এবং 'তীর্থে' বলা চলিতে পারে। এখানে একটী উপমার ভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি। তীর্থক্ষেত্র যেমন পুণ্যপূত পবিত্র, সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ও তদ্রূপ বলিয়া মনে করি। তীর্থে যেমন দেবতার অধিষ্ঠান হয়; সদ্ভাবসমন্বিত হৃদয়েই তেমনি দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন। হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলেই তাহার মহিমা প্রখ্যাত হয়, তখনই তাহার খ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত হইয়া থাকে। এইরূপ অর্থেই এখানে 'শ্রুতে' ও 'তীর্থে' পদদ্বয়ের সার্থকতা। 'শ্রুতে' এবং 'তীর্থে' পদদ্বয়ের ঐরূপ অর্থে 'শ্রবায়াস্থ' পদেরও এক সুষ্ঠু সঙ্গত হইতে পারে। সেই শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত তিনি কিরূপ? না, 'শ্রবায়াস্থ' পরমধন-সমন্বিত অর্থাৎ পরমধনের দাতা। হৃদয়ে মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমাংশে সাধক সেই যজ্ঞে, ভগবানকে আগমন করিবার প্রার্থনা জানাইতেছেন। কহিতেছেন,—'হে ভগবন! সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ই আপনার প্রধান আশ্রয়স্থান। সৎকর্ম্মেই আপনার প্রীতি। আমরা মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; সদ্ভাব-সঞ্চারে আপনি সেই যজ্ঞে আগমন করুন এবং হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।'

তার পর শত্রুনাশের প্রার্থনা। দ্বিতীয় অংশে সেই প্রার্থনারই বিকাশ হইয়াছে। 'ষষ্টিং সহস্রা' পদদ্বয়ে আমরা 'অসংখ্য অনন্ত-শ্রেষ্ঠ' অর্থ গ্রহণ করি। সংখ্যাধিক শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। সে হিসাবে, 'ষষ্টিং সহস্রা ধনানি' বলিতে 'শ্রেষ্ঠধন' 'পরমধন' বলিয়াই বুঝিতে পারি। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ-ধনের অপেক্ষা ইহপরকালে (ইহলোক-পরলোকে) শ্রেষ্ঠধন আর কি থাকিতে পারে? ঐহিক বিত্ত-সম্পত্তি ক্ষণস্থায়ী। জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সে ভোগ-সুখেরও অবসান হয়। আবার ঐহিক বিত্ত-সম্পত্তিতে কেবল আকাঙ্ক্ষাই বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু যে ধন ইহকালপরকালের শ্রেষ্ঠ ধন, যে ধন প্রাপ্ত হইলে সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে; যে ধন প্রাপ্ত হইলে আর চাহিবার আকাঙ্ক্ষা আদৌ থাকে না, সেই ধনই শ্রেষ্ঠ ধন। সেই ধন লাভেরই কামনাই মন্ত্রের 'ষষ্টিং সহস্রা সহনি' পত্রত্রয়ে পরিব্যক্ত রহিয়াছে। কিন্তু সে ধন তো সহজপ্রাপ্য নহে! সে যে এখন শত্রুদিগের করতলগত! 'নিশুম্ভঃ' যে সে ধন ঘেরিয়া বসিয়া আছে। তাহারাই যে সে ধনলাভের অন্তরায় হইয়াছে! সুতরাং

ধনলাভের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুনাশের আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'নৈগুত.' ও 'রণায়' পদদ্বয়ে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে ভগবন! আমরা কর্ম্মফলপ্রার্থী। হৃদয়ে সদ্ভাবের উন্মেষ করিয়া, আমাদিগকে সেই ফল প্রদান করুন। কিন্তু নাথ! হৃদয় যে অন্ধকারময়—শত্রুগণের লীলাভূমি! তাহারা যে আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত ধনকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। আপনি সেই শত্রুদিগকে বিনাশ করিলে, তবেই আমরা সে ধনলাভে সমর্থ হইব। আমরা পার্থিব ধন চাহি নাই। আমরা সেই অনন্ত ফলের কামনা করি। আপনি অন্তঃশত্রু বিনাশ করিয়া, সদ্ভাবের সমাবেশে হৃদয়ের অন্ধকার দূর করুন এবং আমাদের কর্ম্মফল—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করুন। ফললাভে ফলদানে আমরা যেন শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হই।'

'বৃক্ষং ন পক্বং' উপমা-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,—বৃক্ষ উপযুক্ত সময়েই ফল প্রদান করে; আর উপযুক্ত সময়েই সে ফল পরিপক্ক হয় এবং উপযুক্ত কালেই মানুষ সেই সুপক্ক ফল প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মফল সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। কর্ম্মের ফল প্রাপ্তিরও একটা নির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত সময় আছে। নির্দ্দিষ্ট কালেই মানুষ তাহার কর্ম্মের ফল পাইয়া থাকে। কর্ম্ম যখন ভগবানে ন্যস্ত হয়, তখনই সে কর্ম্মের শুভফলের আশা করা যাইতে পারে। স্তরের পর স্তরক্রমে কর্ম্ম এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, তখনই সেই কর্ম্ম সুফলপ্রসূ হইয়া থাকে। সাধনার সর্ব্বোচ্চ স্তরেই সেই ফলপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। উপমায় স্তরের পর স্তরক্রমে সেই অবস্থায় উপনীত হইবারই উপদেশ আছে। যে অবস্থায় জলে জল মিশিয়া যায়, আলোকপুঞ্জ আলোক-পুঞ্জে আত্মলীন করে,—এ সেই পরিপক্ক অবস্থা। * (৭অ-৬-৫প্র-২সা)॥

— • —

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩
মহী মে অস্য বৃষনাম শূষে মা৺শ্চত্বে

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বা পৃশনে বা বধত্রে।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
অস্বাপয়ন্নিগুতঃ স্নেহয়চ্চাপামিত্রা৺

২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অপাচিতো অচেতঃ ॥ ৩ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের সপ্তম অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে একবিংশ বর্গে চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, সপ্তাধিকনবতিতম সূক্ত, ত্রিপঞ্চাশৎ ঋক)।

শত্রূণাং হিংসনশীলো ভবতঃ। সোঽয়ং 'নিগুতঃ' নীচৈঃ শব্দায়মানান্ শত্রূন্ 'অধাপয়ৎ' অপগময়ৎ অবধীদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'স্নেহয়ৎ' প্রাদ্রাবয়ৎ সংগ্রামাচ্ছত্রূন্। অথ প্রত্যক্ষঃ। হে সোম! স ত্বং 'অমিত্রান্' শত্রূন্ 'অপাচেত' অপগময়। তথাচ 'অপাচিতঃ' অগ্নিচয়নসকুর্ব্বতঃ নাস্তিকাংশ্চ 'ইতঃ' অস্মচ্ছকাশাৎ অপাচেত অপগময়। অঙ্গিরোগতিকর্ম্মা চা০ সং০)॥ (৭অ-৬খ-৫সূ ৩সা)॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ॥

* . *

তৃতীয় (১১০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে শত্রুনাশের প্রার্থনা এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফলসমর্পণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের শত্রু দ্বিবিধ—অন্তঃশত্রু এবং বহিঃশত্রু। অন্তঃশত্রু—অজ্ঞানতা এবং তৎসহচর কামক্রোধাদি, অন্তরেই অবস্থিত। কিন্তু বহিঃশত্রু যাহারা—আমাদিগের দশেন্দ্রিয় এবং তাহাদের বিষয়ীভূত বন্ধনহেতুভূত এই পার্থিব সামগ্রী। বাহ্য দৃশ্যবস্তু অবস্থাভেদে ইন্দ্রিয়বিশেষের বিক্ষোভ জন্মাইয়া অন্তরস্থ কামক্রোধাদি রিপুবর্গের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তাহাতে বহিঃশত্রুর সহায়তায় অন্তঃশত্রু পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়া অন্তরকে অভিভূত করিয়া ফেলে। যতদিন তাহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, মানুষের কি সাধ্য যে—সদ্ভাব উন্মেষণে সদ্ভাবসঞ্চয়ে সৎকর্ম্ম-সাধনে সমর্থ হয়! এখানে, এ মন্ত্রে সেই দ্বিবিধ শত্রুনাশের কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি।

এই মন্ত্রের প্রচলিত অনুবাদটী এই,—"ঐ সোমের দুটী বিষয় মহৎ ও সুখকর অর্থাৎ রসসেবন ও স্তুতি পাঠ, ইহাতেই তাঁহার তেজঃ বৃদ্ধি হয়। শত্রুদিগকে তিনি ভূমিশায়ী করিলেন ও তাড়াইয়া দিলেন। হে সোম, শত্রুদিগকে দূরীভূত কর। যাহারা অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান না করে, তাহাদিগকে দূরীভূত কর।" অনুবাদ এবং ভাষ্য হইতে যে পরস্পর-বিরোধী অসামঞ্জস্যমূলক মত-সমূহের পরিচয় পাওয়া যায়, একটু প্রণিধান করিলেই তাহা বুঝিতে পারি।

যাহা হউক, আমরা এরূপ অর্থ অনুমোদন করি না। আমাদের মতে এখানে সাধক আত্মায় আত্মসম্মিলনের প্রয়াস পাইতেছেন। যত দুশ্চিন্তা, যত কুটিলতা, যত মায়া-মমতা, যত হিংসা-প্রলোভন তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছে। চারি দিক হইতে অন্ধকার আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিতেছে। তাই তিনি প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'দেব! একবার জ্যোতিঃ রূপে আবির্ভূত হউন। আমার অন্তর বাহির চারিদিকের অন্ধকার দূর হউক। মায়া-মমতা প্রলোভন, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি পাপ-নিশাচরগণ যেন কোনও বিঘ্ন উৎপাদন করিতে না পারে। দমন করুন তাহাদিগকে;—ধ্বংস করুন—তাহাদিগকে;—বিদূরিত করুন—তাহাদিগকে। তাহাদিগকে দমন করিতে পারিলেই সাধনার পথ প্রশস্ত হইবে। আলোক-রশ্মির অনুসরণে দিব্য আলোকে মিশিতে পারিব। হে দেব!

আপনি কৃপা পরবশ হইয়া আমার জ্ঞানদৃষ্টি উন্মীলিত করিয়া দেন;—আমার কর্ম্ম-শক্তির স্ফুরণ করিয়া দেন। বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, কর্ম্মক্ষয়ে কর্ম্মময় আপনাতে মিশিয়া যাই।'

মন্ত্রের অন্তর্গত 'অপাচিতঃ' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'অগ্নিচয়নং অকুর্ব্বতঃ নাস্তিকাংশ্চ।' বিবরণকারের মতে ঐ পদের অর্থ—'পতিতা চেতনা ভবন্তি' অর্থাৎ যাহারা চৈতন্যহীন—অজ্ঞান। আমাদের অর্থ বিবরণকারেরই অনুসারী। অজ্ঞানতাই কর্ম্মপ্রতিবন্ধক। অজ্ঞানতাই মানুষকে নাস্তিক করিয়া তুলে। অজ্ঞানতাই ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়! এখানে সেই অজ্ঞানতা বিদূরণে জ্ঞানরশ্মি-বিচ্ছুরণের ভাব ঐ 'অপাচিতঃ' পদে পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। ফলতঃ, অজ্ঞানতা-নাশে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া ভগবানে আত্মলীন করার উপদেশই মন্ত্রের নিগূঢ় লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। * (৭ম—৬খ—৫সূ ৩সা)।

— * —

পঞ্চম-সূক্তের গেয়-গান।

২র ১ ২ ১ ২ ১র র র২১ ২ ১ ২ ২২
১। ঔ হোহায়ি। অয়োহায়ি। পাবস্বৈবাবস্ব ২ ৩ না। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

১ ১ র ১ র ২১ ২ ১ ২৲ ৩২ ১ ২
ঈ ৩ য়া। মাধ্বশ্চস্বইন্দোনরাপপ্রধা ২ ৩ যা। ঔ ৩ হায়ি। ইহা। ঈ ৩ য়া।

র ১ র ২১ ২ ১ ২৲ ৩২ ১ ২ ১
মাধ্বশ্চস্বইন্দোনরাপপ্রধা ২ ৩ যা। ঔ ৩ হায়ি। ইহা। ঈ ৩ য়া। ব্রহ্মশ্চি-

র র২১ ২ ১ ২ ৩২ ১ ২ ১রর
ত্তবাত্তোনস্ ২ ৩ ত্তীণ্। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা। ঈ ৩ য়া। পুরুমেধা-

র২১ ২ ১ ২ ৩২ ১৲ ৩
শ্চিত্তকবেনরা ২ ৩ ধাৎ। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা। ঈ ২। য়া ২ ৩ ৪।

৫র র ২র১২ ১ ২ ১রর র২১ ২ ১ ২
ঔহোবা॥ ঔহোহায়ি। উত্তোহায়। নএনাপবয়াপবা ২ ৩ যা॥ ঔ ৩ হোয়ি।

৩২ ১ ২ ১ র র ২১ ২ ১ ২ ৩২
ইহা। ঈ ৩ য়া। অভিশ্রুতেশ্রবাম্যিস্ততা ২ পরিধায়ি। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

১ ২ ১ র র র২১ ২ ১ ২৲ ৩২
ঈ ৩ য়া। বষ্টিশ্চসংস্রাগেশুত্তোবস্ব ২ ৩ না। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে একবিংশ বর্গে চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, সপ্তাধিক নবতিতম সূক্তের চতুঃপঞ্চাশৎ ঋক্)।

১ ৪ ২র ৫ ২ ১২
ত্বাকা২৩। বা২৩মিনা৩। রা৩৪৫ধো৬হায়ি॥ উভসত্তবা।

১ ২ ১ ২ ১ র র ২১ ২ ১
নাপবয়া। পবা২৩বা। অভিশ্রুতেশ্রবায়িয়। স্তুতা২৩মির্ধায়ি। মষ্টি৺.

২১২র১র ২৯৩ ৫ ১ ২১
সংস্নাতৈ। গূ। তোবায়২৩৪নী। বৃক্ষাণ। না। পাকস্থনা২৩।

১ ৪ ২৯ ৫ ২র১২ ১২র ১
বা২৩দ্রা৩। পা৩৪৫য়ো৬হায়ি। মতীমত্তবা। স্তাবুষনা। যশূ২৩

২ ১র রর রর ১ ২ ১র২ ১২ ১
মায়ি। মা৺শ্চন্দ্রেবাপূশনেবা। বধা২৩ত্রায়ি। অশ্বাপত্যস্মিগুতঃ। সে।

২র৩ ৫ ১ ২ ১ ১ ৪
হায়া২৩৪চ্ছা। অশা। মায়ি। ত্রা৺অপাচা২৩মি। তো২৩আ৩।

২ ৫
চা৩৪৫মিতো৬হায়ি॥ ১।২।৩॥ *

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ৩ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
অগ্নে ত্বং নো অন্তমঃ উত ত্রাতা

৩ ১ ১ ৩ক ২র
শিবো ভুবো বরুথ্যঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'বরুথ্যঃ' (বরণীয়ঃ, সংসারবন্ধননাশকঃ পরমাশ্রয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'শিবঃ' (পরমমঙ্গলময়ঃ) অসি ইতি শেষ; 'ত্বং' 'নঃ' (অস্মাকং) 'অন্তমঃ'

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম; যথাক্রমে,—(১) "শ্রৌতম্" (২) "হৈববাশিষ্ঠম্" এবং (৩) "বার্ত্রতুরম্।"

(অন্তিকতমঃ, প্রিয়তমঃ—বন্ধুভূতঃ) 'উত' (অপিচ) 'ত্রাতা' (ত্রাণকারী) 'ভুব' (ভব)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! ত্বং অস্মাকং মিত্রস্বরূপঃ ভূত্বা অস্মান্ বিপদঃ রক্ষ সংসারবন্ধনঞ্চ নাশয় ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৭অ - ৭খ - ১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি সংসারবন্ধননাশক পরমাশ্রয়স্বরূপ পরমমঙ্গলময়; আপনি আমাদিগের প্রিয়তম বন্ধুভূত এবং ত্রাণকারী হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের মিত্রস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করুন এবং সংসারবন্ধন নাশ করুন।)॥ (৭অ—৭খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে!' 'বরূথ্যঃ' বরণীয়ঃ সম্ভজনীয়ঃ। যদ্বা বরূথৈঃ পরিধিভির্বৃতঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'অন্তমঃ' অন্তিকতমঃ 'ভুবঃ' ভব। 'উত' অপিচ 'ত্রাতা' রক্ষকঃ 'শিবঃ' সুখকরশ্চ ভব। 'ভুবঃ'—'ভব' ইতি পাঠৌ। (৭অ—৮খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১১০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

'সত্যং শিবং সুন্দরং'—তিনি। অনন্তমঙ্গলময় প্রেমময় ভগবান্ জগতের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত। তিনি জগতের পরমবন্ধু। তাঁহার কৃপাতে বিশ্ব পরমমঙ্গলের পথে চলিতেছে। তিনি 'শিবঃ'। তাই বিশ্ব তাঁহার মঙ্গলনীতিতে পরিচালিত। জগতে কোথাও অমঙ্গল চিরদিনের জন্য আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। আমরা যে অমঙ্গল দুঃখ-বিপদ দেখি, তাহা আমাদের অসম্যক্-দৃষ্টির পরিণাম, অজ্ঞানতার ফল মাত্র। কোনও বস্তুই সম্যক্‌ভাবে দেখিবার শক্তি আমাদের নাই। সসীম দৃষ্টি লইয়া আমরা অসীমের কার্য্যের বিচার করিতে যাই, তাহাতে আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়। বিশ্বনীতিতে অমঙ্গলের স্থান থাকিলে বিশ্ব ধ্বংসের পথে যাইত। কিন্তু তাহা তো হয় না! অনন্তমঙ্গলময় ভগবানের রাজত্বে পাপের বা অমঙ্গলের স্থান নাই। আপাতঃপ্রতীয়মান দুঃখ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া উচ্চতর লোকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া তুলেন। আমাদের স্বকৃত ভুল ও পাপের শাস্তির মধ্য দিয়া আমাদিগকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের রাজ্যে লইয়া যান। শাস্তির দুঃখের আগুনে পুড়িয়া আমাদিগকে খাঁটি করিয়া লয়েন। তিনি ব্যথাহারী; তাই ব্যথা দিয়া

ভববাধা দূর করেন। বাধা না পাইলে মানুষ বাধাহারীকে স্মরণ করে না, ব্যথা না পাইলে মানুষ ব্যথার ব্যথীকে চিনিতে পারে না। তাই ব্যথা দিয়া, ব্যথা জাগাইয়া, তিনি ব্যথা দূর করেন। এই পিতার শাসনের অন্তরালে মায়ের স্নেহকোমল হৃদয় বর্ত্তমান আছে। তাই সাধক প্রার্থনা করেন—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।"

এমন যে পরমদেবতা—যিনি শাসনে পিতা, স্নেহে মাতা, বিপদে রক্ষক,—মানুষ আপনা হইতেই তো তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিবে, তাঁহাকে নিকট, নিকটতম আত্মীয়রূপে বন্ধুরূপে পাইবার চেষ্টা করিবে! তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—"ওগো, পরমমঙ্গলালয়! এস তুমি, আমার হৃদয়ে এস! তোমার পরশ পাইয়া আমি ধন্য হই। তুমি সখা রূপে আমার হৃদয়াসনে উপবেশন কর; আমি ধন্য হই। দূরে থাকিয়া সাধ মিটে না; শুধু পিপাসা বাড়িয়া যায় মাত্র। নিকটে এস; আরও নিকটে এস, তোমাতে আমি 'আমি-হারা' হইয়া যাই। তোমারও আমার মধ্যে যেন কোনও ব্যবধান না থাকে। নিত্য-বৃন্দাবনে শ্রীদাম সুদাম যেমনভাবে তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে পায়, 'কভু কাঁধে চড়ে, কভু বা চড়ায়', আমিও তেমনিভাবে তোমাকে পাইতে চাই। আমি তোমার আশাতেই বসিয়া আছি! কবে আমার আশা পূর্ণ হইবে নাথ! নহিলে পিপাসা মিটিবে না যে!"

ভগবানকে নিকটে, নিকটতম বন্ধুরূপে পাইবার অনন্ত আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রের মধ্যে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। দূরে থাকিয়া শুধু পূজা অর্চ্চনা করিয়া মানুষ চিরদিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না—ভগবানের সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে চায়। ভগবানের সমত্বের যে অনুভূতি মানুষের মধ্যে আছে, তাহাই তাহাকে সখ্যরসের সাধনায় প্রবৃত্ত করে। এই মন্ত্রে সেই সখ্যরসের বিকাশ দেখা যায়।

মন্ত্রের 'বরুথাঃ' পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। নিরুক্তে ঐ পদ 'গৃহ' নামের মধ্যে গঠিত হইয়াছে। আবার ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ত্রয়োবিংশ সূক্তের একবিংশী ঋকে 'বরুথং' পদে 'রোগনাশকং' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। উভয় অর্থেই ভাবসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। সংসারে গতাগতি—সংসারের বিষম বন্ধন—ইহার অপেক্ষা কঠিন ব্যাধি আর কিছু হইতে পারে কি? সেই ভবব্যাধি নাশ করেন বলিয়া, সংসার বন্ধন-নাশ করেন বলিয়া, ভগবানকে 'বরুথাং' বলা হয়। আবার ভগবানের ন্যায় শ্রেষ্ঠ আবাসও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাতে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডচরাচর লীন হইয়া আছে, বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জুনের উক্তিতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। সকলই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার তাঁহাতেই লয় হইতেছে। তাই তাঁহাতে একবার আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে, সংসার-বন্ধন টুটিয়া যায়, জন্মগতি রোধ হয়। তখন সাগর জল, নদীর জল—নামরূপ হারাইয়া, এক হইয়া যায়। এই ভাবেই আমরা, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়, 'বরুথাং' পদের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।* (৭অ—৭খ—১৭—১সা)।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—১১খ—১১দ—২সা) প্রাপ্তব্য। ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টক প্রথম অধ্যায় ষোড়শ বর্গের প্রথম সূক্তে এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়। (পঞ্চম মণ্ডল, চতুর্বিংশ সূক্তের প্রথম ঋক্)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ১ ২

বসুরগ্নির্ব্বসুশ্রবা অচ্ছা নক্ষি

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

দ্যুমত্তমো রয়িং দাঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং 'বসুঃ' (নিবাসকঃ, সর্ব্বেষাং ধারকঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (সর্ব্বেষাং অগ্রণীঃ, সৎপথপ্রদর্শকঃ, নেতা বা ইত্যর্থঃ) 'বসুশ্রবাঃ' (সদ্ভাবানাং শ্রেষ্ঠধনানাঞ্চ আধারঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। ত্বং 'অচ্ছ' (অস্মাকং অভিমুখ্যেন, অস্মান্ ইতি ভাবঃ) 'নক্ষি' (ব্যাপ্নুহি—শ্রেষ্ঠধনেন সদ্ভাবেন চ ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'দ্যুমত্তমঃ' (অতিশয়েন দীপ্তিমান—পরমতেজঃসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'রয়িং' (পরমধনং) 'দাঃ' (অস্মভ্যং দেহি)। অথবা 'রয়িন্দাঃ' (পরমধনদাতা ত্বং) 'অচ্ছ' (আগচ্ছ অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ সদ্ভাবসম্পন্নান্ কুরু পরমধনং চ প্রযচ্ছ। (৭অ ৭খ ১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি সকলের ধারক, সকলের নেতা—সৎপথ-প্রদর্শক এবং সদ্ভাবসমূহের ও শ্রেষ্ঠধনের আধার হয়েন। আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠধনের এবং সদ্ভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত করুন। অপিচ, অতিশয়-দীপ্তিমান পরমতেজঃসম্পন্ন আপনি আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। অথবা, পরমধনদাতা আপনি (আমাদিগের হৃদয়ে) আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে সদ্ভাবসম্পন্ন এবং পরমধন প্রদান করুন)। (৭অ—৭খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বসুঃ' বাসকঃ 'অগ্নিঃ' সর্ব্বেষামগ্রণীঃ 'বসুশ্রবাঃ' ব্যাপ্তান্নস্থং 'অচ্ছ' আভিমুখ্যেন 'নক্ষি' অস্মান্ ব্যাপ্নুহি। দ্যুমত্তমঃ' অতিশয়েন দীপ্তিমান ত্বং 'রয়িং' পশ্বাদিলক্ষণং ধনং 'দাঃ' অস্মভ্যং দেহি। 'দ্যুমত্তমঃ'—'দ্যুমত্তমং'—ইতি পাঠৌ। (১অ - ১অ - ১সূ - ২সা।)।

দ্বিতীয় (১১০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যানুসারে মন্ত্রটীর অর্থ হয়,—"হে বরণীয় অগ্নি! তুমি রক্ষক ও উপকারক হও। হে গৃহদাতা ও অন্নদাতা! তুমি আমাদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া দীপ্তিসম্পন্ন ধন দান কর।"

মন্ত্রান্তর্গত 'অগ্নিঃ' পদে ভাষ্যকারের অর্থ এবার আর হোমাগ্নি বা সাধারণ অগ্নিরূপে নিষ্পন্ন হয় নাই। এখানে তিনি ঐ 'অগ্নিঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'সর্ব্বেষামগ্রণীঃ।' 'অগ্নিঃ'—জ্ঞানাগ্নি তো অগ্রণী বটেনই! জ্ঞানাগ্নি জ্ঞান-দৃষ্টি ভিন্ন কেহ অগ্রসর হইতে পারে কি? জ্ঞানাগ্নিই সকল কর্ম্মের নেতা, জ্ঞানাগ্নিই সকলের সকল সৎপথের প্রদর্শক। জ্ঞানদৃষ্টির - বিচার-বুদ্ধির পরিস্ফুরণে সু-কু, সৎ অসৎ বাছিয়া লইতে পারিলে তো মানুষ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে? তাই এখানে 'অগ্নিকে' জ্ঞানাগ্নিকে, সকলের অগ্রণী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 'রয়িং' পদের অর্থে ভাষ্যকার 'পশ্বাদিলক্ষণং ধনং' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি,—এ ধন (রয়িং) পশ্বাদিলক্ষণযুক্ত ধন নহে। 'অগ্নি' যে ধন প্রদান করেন, সে সেই দেবদত্ত রমণীয় ধন; যে ধন পাইলে সাধকের ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা একেবারেই বিনষ্ট হয়! এ ধন - সেই পরমরমণীয় ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গ-ধন।

মন্ত্রে 'বসুঃ', 'বসুশ্রবাঃ' প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ পদ আছে, মানুষকে ভগবদভিমুখী করাই, তাহাদের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—বিশেষণ-বিরহিতকে গুণবিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য অন্য আর কিছুই নহে। উদ্দেশ্য এই মাত্র যে,—অনন্তকে সসীম অন্তরে ধারণা করিতে পারি না বলিয়াই তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া লইবার প্রয়াস পাই। আমি যদি বুঝিতে পারি—আমার ইষ্টদেবতা এই রূপগুণে বিভূষিত, তাঁহার অর্চ্চন-পূজনে এই ফললাভের সম্ভাবনা, তাহা হইলে আমার চিত্ত সহজেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইবে; তাঁহার ভজনপূজনে সহজেই আমার প্রবৃত্তি জন্মিবে। সকল কার্য্যেই আমরা ফলের আকাঙ্ক্ষা করি। ফলাকাঙ্ক্ষা ভিন্ন আমরা কোনও কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করি না। তাই নানা গুণবিশেষণে বিশেষিত করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই—অনন্তকে সান্তে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস; নির্গুণ গুণাতীতকে গুণবিশেষণে বিশেষিত করিবার প্রচেষ্টা।

এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে জ্ঞানধন ও পরমাশ্রয় প্রদান করুন। আপনি পরমাশ্রয় পরমধনদাতা জানিয়া আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। (১অ—১খ—১সূ—২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ষোড়শ বর্গে প্রথম সূক্তের অন্তর্গত। (পঞ্চম মণ্ডল, চতুর্ব্বিংশ বর্গ, প্রথম ঋক)।

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১　২　　　　　　　৩ ১ ২
তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায়
৩ ১ ২　৩　১ ২
নূনমীমহে সখিভ্যঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শোচিষ্ঠ' (অতিশয়েন তেজঃসম্পন্ন, পরমশক্তিসম্পন্ন ইত্যর্থঃ) 'দীদিবঃ' (স্বজ্যোতিঃ। স্বয়মেব দীপ্যমান, স্বপ্রকাশ ইতি ভাবঃ) প্রজ্ঞানরূপিন্ হে ভগবন্! তং (প্রসিদ্ধং, শরণাগত-পালনায় মহামহিমান্বিতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সুম্নায়' (সুখায়, পরমসুখায় ইত্যর্থঃ) প্রার্থয়ামি ইতি শেষঃ। অপিচ, 'সখিভ্যঃ' (ভবতাং সখ্যলাভায় চ) 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'ঈমহে' (যাচয়ামি)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেন যথা জ্ঞানদৃষ্টিং ভবতাং সখিত্বং চ লভেম তথা বিধেহি। (৭অ—১খ—২সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অতিশয় তেজঃসম্পন্ন অর্থাৎ পরমশক্তিসম্পন্ন, আপনার জ্যোতিতে আপনি দীপ্যমান—স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানরূপী হে ভগবন্! শরণাগতপালনে মহামহিমান্বিত আপনাকে পরম সুখের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। অপিচ, আপনার সখ্য-লাভের যাচ্ঞা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন জ্ঞানদৃষ্টি এবং আপনার সখিত্ব লাভ করিতে সমর্থ হই, আপনি তাহা বিধান করুন।)॥ (৭অ—১খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'শোচিষ্ঠ' অতিশয়েন শোচিষ্মন্! 'দীদিবঃ' স্বতেজোভির্দীপ্যমান! 'তং' 'ত্বা' ত্বাং 'সুম্নায়' সুখায়॥ সুম্নমিতি সুখনামৈতৎ (নিঘ০ ৩।৬।১)॥ তদর্থং। 'সখিভ্যঃ' সমানখ্যাতিভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ সুখার্থঞ্চ 'নূনং' 'ঈমহে' যাচামহে॥ (৭অ ১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভগবানের নিকট তাঁহার সখিত্বের এবং পরমসুখলাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সখিভ্যঃ' পদের ভাষ্যসম্মত অর্থ—'সমান-খ্যাতিভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ।' বিবরণকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'ঋত্বিগ্ভ্যঃ।' আমরা কোনও অর্থই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা মনে করি, 'সখিভ্যঃ' পদে ভগবানের সখিত্ব বা সখ্য কামনা করা হইয়াছে। সেইভাবেই আমরা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'ভবতাং সখ্যলাভায়' অর্থাৎ আমার সখ্যলাভের নিমিত্ত।

ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় মন্ত্রের যে ভাব প্রাপ্ত হই, তাহা এই,—"হে প্রদীপ্ত অগ্নি! আমরা সুখ ও পুত্রের জন্য হৃদয়ের সহিত তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি।" আমরা মনে করি,—এখানে সুখ বলিতে পরমসুখের প্রতি লক্ষ্য আছে। আর পুত্র-বিত্তাদি ঐহিক সুখপ্রদায়ক সামগ্রী এখানে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনীয় নহে। তিনি মোক্ষকামী। ভগবানের সহিত সখ্য-স্থাপনে পরমসুখ-লাভই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। মন্ত্রেরও এই উপদেশ বলিয়া মনে করি। * (৬অ-৭খ—১সূ-৩সা)।

—•—

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

১২ ১ ২ ১ ৫ ২১২র১র২১র
১। ওগ্নায়ি। ত্বম্নো২৩অা। হুম্মা২৩। তা২৩৪মাঃ। উতত্রাতাশিবো-

২৩১১ ১১ ২১র ৪ ৫ ৪ ৫
ভুবা২৩৪৫ঃ। শিবোভুবা২৩ঃ। বরোবা। থা৫য়ো৬হায়ি।

১২ ১ ২ ১ ৫ ১র২
বাস্যূঃ। অ। গ্নায়ির্ব্বা২৩স্য। হুম্মা২৩। শ্রা২৩৪বাঃ। অচ্ছানক্ষি-

১ ২৩১১১১ ২১ ৪ ৫ ৪ ৫
দ্যুমত্তমা২৩৪৫ঃ। দ্যুমত্তমা২৩ঃ। রয়োবা। আ৬য়িন্দো৬হায়ি।

১২ ১র ২ ১ ৫ ২১র
তাম্বা। শো। চায়িষ্ঠা২৩দী। হুম্মা২৩য়ি। দী২৩৪বাঃ। সুম্নায়-

২র১র২৩ ১১১১ ২১র ৪ ৫ ৪ ৫
সুনমীমহা২৩৪৫য়ি। নমীমহা২৩যি। সখোবা। ভা৫যো৬হায়ি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টক প্রথম অধ্যায়ে ষোড়শ বর্গে চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (পঞ্চম মণ্ডল, চতুর্বিংশ সূক্তের চতুর্থ ঋক)।

৩ ২ র ৫ ৫ ২ ১ — ১ — ১
২। অগ্না ৩ ৪ য়ি। স্বয়োঅন্তমঃ। ও ৬ বা। উত ত্রা ২ তা। শা ২ য়িবো।

২ ১ ৪ ২র ৩র২ ১ ৫ ৫
ভু ২ ৩ বাঃ। বরো ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি। থা ২ ৩ ৪ য়ো ৬ হায়ি।

৩ ২ র ৫ ৫ ২ ১র — ১ — ১
বসু ৩ ৪ঃ। অগ্নির্বসুশ্রবাঃ। ও ৬ বা। অচ্ছানা ২ ক্ষায়ি। দ্যু ২ মা।

২ ১ ৪ ২র৯ ৩র২ ১ ৫ ৫
ত্তা ২ ৩ মাঃ। রয়ৌ ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িন্দো ৬ হায়ি।

৩ ২ র র ৫ র ২১র — ১ — ১
তন্ত্বা ৩ ৪। শোচিষ্ঠদীদিবঃ। ও ৬ বা। সুম্নায়া ২ নু। না ২ মায়ি।

২ ১ ৪ ২র৯ ৩র ২
মা ২ ৩ হায়ি। সখৌ ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি ৬ হায়ি॥ ১।২।৩॥ *

— • —

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

০ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ইমা নু কং ভুবনা সীষধেমেন্দ্রশ্চ

১ ২ ৩ ২
বিশ্বে চ দেবাঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইমা' (ইমানি পরিদৃশ্যমানানি) 'ভুবনা' (ভুবনানি—মায়াপ্রপঞ্চানি) অস্মভ্যং 'কং' (কং সুখং) 'সীষধেম' (সাধয়ন্তু, প্রযচ্ছন্তি) ; ন প্রকৃতং কমপি সুখং প্রযচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ ; 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান) 'চ' (তথা) 'বিশ্বে দেবাঃ' (ভগবতঃ বিভূতিরূপাঃ সর্ব্বে দেবাঃ দেবভাবাঃ বা) 'চ' (এব) 'নু' (নিশ্চিতং, যদ্বা—ক্ষিপ্রং) আরাধনয়া প্রীতাঃ সন্তঃ অস্মভ্যং পরমসুখং প্রযচ্ছন্তু। ভগবান হি পরমসুখপ্রদাতা—ইতি ভাবঃ। (৭অ—৭খ-২সূ—১সা)॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম ; যথাক্রমে,—"গূর্দ্দম্" এবং "সত্রাসাহীয়ম্।"

বঙ্গানুবাদ।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ,—মায়াপ্রপঞ্চ—আমাদিগকে কি সুখ প্রদান করে? অর্থাৎ, প্রকৃত কোনই সুখই দিতে পারে না। পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ এবং ভগবানের বিভূতিরূপ সকল দেবতাই আরাধনা দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে নিশ্চিতরূপে (অথবা শীঘ্র) পরমসুখ প্রদান করুন; (ভাবার্থ,—ভগবানই পরমসুখদাতা।)। (৭অ—১খ—২সূ—১সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইমা' ইমানি পরিদৃশ্যমানানি ভুবনানি 'নু' ক্ষিপ্রং 'সীষধেম' সাধয়েম বশীকরবাম। 'কং' ইতি পূরকঃ। যদ্বা, ইমানি সর্ব্বাণি ভূতজাতানি অস্মভ্যং কং সুখং সীসধেম সাধয়ন্তু। পুরুষব্যত্যয়ঃ (৩।১।৮৫)। 'ইন্দ্রশ্চ' 'বিশ্বে' সর্ব্বে অন্যে 'দেবাঃ চ' স্তুতাঃ প্রীতাঃ 'ইমং' অর্থং সাধয়ন্তু। 'সীষধেম'—'সীষধাম' ইতি পাঠৌ। (৭অ ১খ ২সূ ১সা)।

• • •

প্রথম (১১১০) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের উপাসনায় প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়। জগতের মায়াপ্রপঞ্চের মায়ামরীচিকা পথভ্রান্ত পথিককে আরও পথ ভুলাইয়া দেয় মাত্র। অনন্তসুখের আশায় মানুষ সংসারের আপাতঃপ্রতীয়মান সুখের পশ্চাতে ছুটে; কিন্তু পরিণামে হতাশহৃদয়ে দ্বিগুণিত পিপাসায় কাতর হইয়া, ভগবানের নিকট আপনার মর্ম্মব্যথা জ্ঞাপন করে। জগতের এই মোহ-প্রলোভন—এই আপাতঃমধুর সুখের নেশায় ছুটিয়া ছুটিয়া মানুষ যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখনই তাহার মনে প্রশ্ন জাগে,—"আমি করিতেছি কি? কে আর কিসের জন্য এমন দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছি? জীবন ভরিয়া তো সুখের সন্ধানে ফিরিলাম। কিন্তু সুখ পাইলাম কৈ? তবে কি এ জগতে সুখ নাই? জগৎ কি তবে কেবল বিষাদময় দুঃখপূর্ণ? তবে কি কেবল কাঁদাইতেই বিশ্বরচয়িতা মানুষকে সৃষ্টি করেন!

ভগবানের কৃপায় ক্রমশঃ মানুষের হৃদয়ে সত্যের আলোক ফুটিয়া উঠে, সে দেখিতে পায়—সব স্বপ্ন সব মায়া! মিথ্যার পশ্চাতে ছুটিয়া সে মিথ্যা পরিশ্রমই করিয়াছে। কোথায় সুখ, কোথায় শান্তি? ওগো, বিশ্ববিধাতা, তুমিই বলিয়া দাও, তোমার জগতে কি প্রকৃত সুখ নাই? প্রকৃত সুখ যদি নাই থাকে, তবে এই ব্যবহারিক জগতের পর কি বাস্তব কিছুই নাই? যদি বাস্তব না থাকে, তবে ব্যবহারিক জগৎ কোথা হইতে আসিল? আর প্রকৃত সুখ যদি না থাকে, তবে এই সুখের ছায়াই বা আসিল কোথা হইতে?

আছে, নিশ্চয় আছে। ক্ষণস্থায়ী আপাতঃ মধুর সুখের—আনন্দের অন্তরালে, তাহার উৎস-স্বরূপ এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে, যাহা পাইলে আমার হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ

হইবে। কিন্তু আমাকে কে বলিয়া দিবে—কি সে সুখ? - কিরূপে তাহা পাওয়া যায়? ওগো, মহান দেবতা, ওগো অন্তর্যামিন্ বলে দাও—কিরূপে সেই অমৃতের সন্ধান পাইব—কিরূপে এই পিপাসা নিবারিত হইবে? পিপাসা দিয়াছ যখন, তখন নিশ্চয়ই তাহা তৃপ্ত করিবার উপায় বিধান করিয়াছ! কিন্তু তাহা কি এবং কিরূপে তাহা পাইব?"

জগতের মায়া-প্রপঞ্চের বঞ্চনায় ব্যথিত হইয়া মানুষ যখন সত্যসত্যই অবিনশ্বর আনন্দের সন্ধানে আপনাকে নিয়োজিত করে, তখন তাহার অন্তরস্থ অমৃতের বীজই তাহাকে সেই পরম আনন্দের ভূমানন্দের সন্ধান দেয়। অসত্যের দ্বারা সত্য পাওয়া যায় না! মন, সেই অনাদি অবিনাশী আনন্দ-স্বরূপের চরণে আত্ম-সমর্পণ কর, তাহাতেই ভূমানন্দ লাভ করিবে—পরমশান্তি পাইবে: সুখ-শান্তির উৎস, আনন্দের খনি সেই প্রেমানন্দ-সাগরে ডুব দাও—মন! তুমি অমৃত হইবে, ধন্য হইবে।"

এই জাগতিক বস্তু কি আমাদিগকে প্রকৃত সুখ দিতে পারে? মুহূর্তের দুঃখমিশ্রিত তৃপ্তি, কামনার আবিলতায় পঙ্কিল সুখ মুহূর্তের মধ্যে মিলাইয়া যায়; পশ্চাতে রাখিয়া যায়—গভীর অবসাদ, দারুণ অতৃপ্তি, দ্বিগুণিত পিপাসা। সংসারের এই সুখের জন্য মানুষ উন্মত্ত; কিন্তু প্রকৃত সুখের সন্ধান কেহ করে না। এই সংসার-সুখ ক্ষণপ্রভার মত পথিকের চক্ষুকে দ্বিগুণিত অন্ধকারে ডুবাইয়া অন্তর্দ্ধান করে মাত্র। মানুষের মনে অতৃপ্তিজনিত এই গভীর জিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর এই মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাই।* (৭অ ১খ - ২সূ ১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
যজ্ঞং চ নস্তন্বঞ্চ প্রজাং চাদিত্যৈরিন্দ্রঃ।

৩ ১ ২
সহ সীষধাতু ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'আদিত্যৈঃ' (অনন্তজ্ঞানরশ্মিভিঃ, যদ্বা—অন্তর্দৃষ্টিসম্পাদনেন ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান ইন্দ্রদেবঃ, যদ্বা পরমৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান সঃ ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং, শরণাগতানাং প্রার্থনাকারিণাং ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম, ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিতং কর্ম্ম)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (২প - ৪অ - ৪দ) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।

তথা 'প্রজাং' (বিশ্বপ্রীতিং, জনানুরাগং ইতি ভাবঃ) 'তন্বং' (শরীরং, সৎকর্ম্মশীলং জীবনং ইতি ভাবঃ) 'সীষধাতু' (সাধয়তু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র সাধকঃ ভগবতি নির্ভরপরায়ণঃ ভবতি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! অহং শরণং গচ্ছামি। মাং পরিত্রায়স্ব; শরণাগতঃ অহং তব করুণাং যাচে। (১অ-১৭খ-২সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অনন্ত-জ্ঞানরশ্মি-সঞ্চারে অর্থাৎ সম্যক্‌দৃষ্টি-সম্পাদন করিয়া ভগবান ইন্দ্রদেব—পরমৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান ভগবান, শরণাগত প্রার্থনাকারী আমাদিগের সৎকর্ম্ম (ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্ম্ম), বিশ্বপ্রীতি--জনানুরাগ এবং সৎকর্ম্মশীল জীবন সাধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন! আপনার শরণ লইতেছি। আমাকে পরিত্রাণ করুন। সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করুন। শরণাগত আমি আপনার করুণা প্রার্থনা করি)। (১অ—১৭খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নঃ' অস্মাকং 'যজ্ঞং' জ্যোতিষ্টোমাদিকঞ্চ যাগং 'তন্বং' শরীরঞ্চ 'প্রজাং' পুত্রাদিকাঞ্চ 'আদিত্যৈঃ' অদিতিপুত্রৈঃ অন্যৈর্দ্দেবৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ 'ইন্দ্রঃ' 'সীষধাতু'। সাধয়তু। 'সহসীষধাতু'—'সহচীকৃপাতি' ইতি পাঠৌ॥ (১অ-১৭খ ২সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১১১) সামের মর্ম্মার্থ।

গীতায় যে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মফল আমাতে সমর্পণ করিয়া একমাত্র আমাকেই শরণ কর'-মন্ত্রের মধ্যে সেই ভাবেরই বিকাশ দেখিতে পাই। এখানে সর্ব্বস্ব-সমর্পণে সেই সর্ব্বস্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। আত্মশক্তির উপর আস্থাহীন হইয়া, সাধক যখন বুঝিলেন,—'আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তিনিই তো সব! তাঁহার কর্ম্ম তো তিনিই করিতেছেন!' তখনই তিনি কহিলেন,--'হে ভগবন! আপনার কর্ম্ম আপনি সম্পাদন করিয়া লউন।' কি ভাবে সে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে? সাধক কহিলেন,—জনানুরাগ-বর্দ্ধনে, বিশ্বপ্রেম দানে, আর সৎকর্ম্মশীল সাধুজীবন সম্পাদনে। প্রার্থনা হইল আপনি আমাদিগের জনানুরাগ বর্দ্ধন করুন এবং সৎকর্ম্ম—আপনার প্রীতিকর কর্ম্ম-ভিন্ন অন্য কর্ম্মে বীতরাগ জন্মাইয়া, আপনার কার্য্যে অনুরাগ বর্দ্ধন করুন।

মানুষ যতদিন অহংজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন থাকে, ততদিন 'আমি, আমার আমিত্ব' লইয়াই সে ব্যতিব্যস্ত হয়। সে মনে করে,-'আমার কার্য্য আমি করিতেছি। আমি ভিন্ন এ সংসারে

অন্য কেহ কর্ত্তা নাই।' এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই মানুষ নানা লাঞ্ছনা-বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু যখন তাহার এই কর্ত্তৃত্বাভিমান দূর হয়, ভগবানের অনুগ্রহে যখন তাহার অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ হয়, তখনই সে বুঝিতে পারে—'কি মোহপঙ্কেই সে এতদিন মজিয়া ছিল। কি ভ্রমে পতিত হইয়াই সে বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছিল।' তাই যখনই সে কর্ত্তার সন্ধান পায়, তখনই তাঁহার শরণ গ্রহণে, তাঁহাতে সর্ব্বকর্ম্মফল ন্যস্ত করিয়া সে বলিতে সমর্থ হয়—

"ত্বমাদিদেব পুরুষপুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপং॥"

তখনই সে বুঝিতে সমর্থ হয়, তিনিই "সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" ফলতঃ, দিব্যদৃষ্টি জ্ঞান দৃষ্টির মূলীভূত। অন্তর্দৃষ্টি-লাভেই মানুষ বুঝিতে পারে,—'তিনিই সব। তাঁহার কার্য্য তিনিই সম্পাদন করেন; মানুষ নিমিত্ত মাত্র। ভগবান যে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥"

অন্তর্দৃষ্টি জন্মিলেই মানুষ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইতে সমর্থ হয়। মন্ত্রের প্রথমেই 'আদিত্যৈঃ' পদে-ভগবানের গুণ-বিশেষণে সেই অন্তর্দৃষ্টি-লাভের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, এখানে অন্তর্দৃষ্টি-লাভে অহংজ্ঞানের তিরোধানে, ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাতে সর্ব্বকর্ম্মফলসমর্পণের ভাব সাধকের মনে জাগরিত হইয়াছে বুঝিতে পারি। মানুষ যখন জ্ঞানপ্রভাবে বুঝিতে পারে—এই বিরাট বিশ্বই তাঁহার স্বরূপ; এই বিশ্বের হিতসাধনেই সেই বিশ্বরূপের প্রীতিবর্দ্ধন হয়, তখনই সে প্রার্থনা জানাইতে পারে,—'হে ভগবন্! আমাতে জনানুরাগ বিশ্বপ্রীতি বর্দ্ধিত হউক। জনহিত-সাধনে আমার প্রবৃত্তি আসুক। 'প্রজাং' এবং 'তস্মৈ' পদদ্বয়ের এই ভাবেই সার্থকতা।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'আদিত্যৈঃ' পদের ভাষ্যকার যে অর্থ করিয়াছেন 'অদিতিপুত্রৈঃ অন্যৈঃ দেবৈঃ', তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। ঐ পদে অন্তর্দৃষ্টি-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। 'আদিত্য' পদে সূর্য্যকে বুঝায়। 'আদিত্যৈঃ' বলিতে 'সূর্য্যের সপ্তরশ্মির' ভাবই মনে আসে। তাহা হইতে জ্ঞানসূর্য্য এবং সেই জ্ঞানসূর্য্য হইতে ভাবে অন্তর্দৃষ্টি অর্থ প্রাপ্ত হই। 'তস্মৈ' পদে ভোগসুখরত অনিত্য জীবনের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি না। সাধকের নিকট সে অকিঞ্চিৎকর জীবন অতি তুচ্ছ। যে জীবন এই পাঞ্চভৌতিক দেহের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয়, সংসারীর—বিষয়-প্রত্যাশীর তাহা জীবনের লক্ষ্য হয় বটে। কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মী যিনি, তিনি সে জীবন অপেক্ষা—বিষয়-বিতৃষ্ণা-মূলক সৎকর্ম্মসাধনশীল জীবনেরই প্রয়াসী হন। এখানে 'তস্মৈ' পদে সেই ভাবই পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। * (৭অ—৭খ—২প্র—২সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (দশম মণ্ডল, সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক)।

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ২উ ৩ ১২ ৩১ ২৩১২
আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মভ্যং

৩১ ২
ভেষজাকরৎ ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আদিত্যৈঃ' (সর্ব্বৈরেব দেবৈঃ সহেতি যাবৎ যদ্বা—অনন্তজ্ঞানরশ্মিভিঃ, সহ অন্তর্দৃষ্টি-সম্পাদনেন ইতি ভাবঃ) 'মরুদ্ভিঃ' (মরুদ্দেবগণৈঃ প্রাণবায়ুসংরক্ষকৈঃ দেববিভূতিভিঃ সহ ইতি যাবৎ, যদ্বা—বলপ্রাণসংরক্ষণেন ভক্তিরূপেণ ইতি ভাবঃ) অপিচ' 'সগণৈঃ' (অপরৈঃ দেববিভূতিভিঃ সহ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেবঃ, যদ্বা—পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ, সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'অস্মভ্যং (শরণাগতানাং প্রার্থনাকারিণাং অস্মাকং ইত্যর্থঃ) 'ভেষজং' (ভবব্যাধিনাশকানি ঔষধানি ইতি ভাবঃ—পরমমঙ্গলং ইত্যর্থঃ) 'করৎ' (করোতু, সম্পাদয়তু সাধয়তু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভববন্ধননাশায় সত্ত্বাবজননায় চ অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাসু সত্ত্বাবরূপং ভেষজং জনয়িত্বা ভববন্ধনং নাশয়তু। (৭অ—৭খ ২সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকল দেবতার সহিত অথবা অনন্ত জ্ঞানরশ্মিসঞ্চারে অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি সম্পাদন করিয়া, মরুদ্দেবগণের সহিত অথবা প্রাণবায়ুসংরক্ষক ভক্তিরূপিণী দেববিভূতির সহিত অর্থাৎ বলপ্রাণসংরক্ষণের দ্বারা এবং অপরাপর দেববিভূতির সহিত ইন্দ্রদেব অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান ভগবান, শরণাগত প্রার্থনাকারী আমাদিগের ভবব্যাধিনাশক ঔষধিসমূহ (পরমমঙ্গল) সম্পাদন (প্রদান) করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভববন্ধন-নাশের প্রার্থনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বাবরূপ ভেষজ উৎপন্ন করিয়া ভববন্ধন নাশ করুন)। (৭অ—৭খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'আদিত্যৈঃ' অদিতিপুত্রৈঃ মিত্রাদিভিঃ 'মরুদ্ভিঃ' চ 'সগণঃ' গণসহিতঃ 'ইন্দ্রঃ' 'অস্মাকং' অস্মভ্যং 'ভেষজানি' ওষধানি 'করৎ' করোতু । 'ভেষজা করৎ'—'ভুবনিতাতনুনাং' ইতি পাঠৌ । (১ম ৭খ—২সূ—৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (১১১২) সামের মর্ম্মার্থ ।

এই মন্ত্রের অর্থ স্থূলভাবে আমরা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে প্রকাশ করিয়াছি। প্রতি পদের আলোচনা করিলে, মন্ত্রের নানা অর্থ অবগত করা যাইতে পারে। আমরা মনে করি, মন্ত্রে ভবব্যাধি নাশের এবং তদুপযোগী ঔষধি লাভের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। আধি-ব্যাধি-শোক তাপপূর্ণ সংসারে, সংসার-তাপ-তপ্ত জীব—সেই আধিব্যাধির পীড়নে নিপ্পীড়িত হইয়া ভগবানকে কহিতেছেন, 'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের ভবব্যাধি দূর করুন। আপনি শ্রেষ্ঠ ভেষজ অবগত আছেন। আমাদিগকে সেই শ্রেষ্ঠ ঔষধ প্রদান করিয়া আমাদিগের ভবব্যাধির নিবৃত্তি করুন।

এখন বিচার্য্য - সেই ভবব্যাধি-নিবারক 'ভেষজ' কি সামগ্রী। তাহাই অনুধাবন করুন। আমাদের মতে মন্ত্রের প্রথমেই 'আদিত্যৈঃ', 'মরুদ্ভিঃ', 'সগণঃ' প্রভৃতি পদে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। 'আদিত্যৈঃ' পদের বিশ্লেষণ পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হইবে। তদনুসারেই এই মন্ত্রে 'আদিত্যৈঃ' পদের অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। 'মরুদ্ভিঃ' পদে প্রাণবায়ুসংরক্ষক দেববিভূতিকে বুঝাইতেছে। মরুদ্গণ—বায়ু, জীবের জীবন। বায়ু ভিন্ন জীবনধারণ অসম্ভব। আবার বায়ুর পবিত্রকারিতাও শ্রুতি বিশ্রুত। বায়ু সকলের পবিত্রতা-সাধন এবং প্রাণবায়ু সংরক্ষণ করেন,—এই অর্থে 'প্রাণবায়ুসংরক্ষকৈঃ দেববিভূতিভিঃ' ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে। তাই আমরা মনে করি, 'আদিত্যৈঃ' পদে জ্ঞানলাভের, 'মরুদ্ভিঃ' পদে ভক্তি-সঞ্চারের এবং 'সগণঃ' পদে কর্ম্মের বিষয় খ্যাপিত হইয়াছে তাহাতে বুঝিতে পারি জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনই ভবব্যাধি-মোচনের ভেষজ। সৎজ্ঞান, অনন্যা-ভক্তি এবং ভগবৎপ্রীতিকর কর্ম্ম - এই তিনই ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়। ভগবানকে পাইতে হইলে—ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে, স্থূলতঃ ভববন্ধন-মোচন করিতে হইলে - এই তিনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। জ্ঞান ও ভক্তি ভিন্ন, সৎকর্ম্মের সুষ্ঠু সম্পাদন সম্ভবপর নহে; জ্ঞান ও কর্ম্ম ভিন্ন ভক্তির সমাবেশ হয় না; আবার কর্ম্ম ও ভক্তি ভিন্ন দিব্যজ্ঞান বা দিব্যদৃষ্টি জন্মে না। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—এই তিনের সমাবেশে, হৃদয়ে সদ্ভাবের উন্মেষে ভবব্যাধি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি - তাই ভবব্যাধিবিনাশে ভেষজ-স্বরূপ। মন্ত্রে ভগবানের সম্বোধনে, তাঁহার অনুগ্রহলাভে ভবব্যাধিনাশক ঐ ত্রিবিধ ভেষজ প্রাপ্তির প্রার্থনা বর্ত্তমান রহিয়াছে। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

আদিত্য, মরুৎ প্রভৃতিকে বিশেষভাবে এবং ভগবানের অন্যান্য বিভূতিকে সমষ্টিভাবে

গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে,—ব্যষ্টিভাবে এবং সমষ্টিভাবে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি হৃদয়ে সমাবিষ্ট হইয়া, সেই ভেষজ প্রদান করুন।

এক্ষণে মন্ত্রান্তর্গত 'বসুভিঃ', 'রুদ্রাঃ' ও 'আদিত্যাঃ' পদত্রয়ের বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ঐ তিন পদে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে এবং নানা ভাব ব্যক্ত হয়। পুরাণের অনুসরণে, ব্যাখ্যাকারগণ, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র এবং বিভিন্ন মতানুসারে বিভিন্ন-সংখ্যক আদিত্যের পরিকল্পনা করিয়া থাকেন; এবং তাহাতে মন্ত্রার্থের জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে দেখি। * এ সকল ক্ষেত্রে, আমাদের বক্তব্য এই যে, একই দেবতার বা একই প্রকার দেবভাবের সহিত অসংখ্য প্রকার ক্রিয়া-কর্ম্মের সংযোগ-সমাবেশ আছে। সৎকর্ম্ম নানাভাবে নানা-রূপে সংসাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং একই দেবতাকে বা একই দেবভাবকে বিভিন্ন প্রকারে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। পুরাণে যে রুদ্রাদি দেবতার বিভিন্ন পর্য্যায় দৃষ্ট হয়, তাহারও মূল লক্ষ্য—এ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। পরন্তু রুদ্র-দেবতা বা বসুদেবতা বলিতে, তৎপর্য্যায়ভুক্ত বিভিন্ন-সংখ্যক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতাকে যদি ধারণা করিয়া লই; যদি বলি ঐ সকল নামে দেবতা বা দেবপর্য্যায়ভুক্ত ঋষি ছিলেন, তাহা হইতেও বড় এক সুন্দর ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে মনে হয়, ঐ সকল পুরুষের বা ঋষির মধ্যে ঐ সকল দেবভাব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তৎপ্রভাবেই তাঁহারা ঐ সকল দেবের স্থান প্রাপ্ত হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন; অর্থাৎ, রুদ্রদেবের গুণধর্ম্মসমন্বিত হওয়ায় কেহ বা রুদ্রত্বের অধিকারী হন; বসু-দেবতার গুণপর্য্যায় অবলম্বনে কেহ বা বসু পদ লাভ করেন। মনুষ্য যে দেবত্বের অধিকারী হয়েন, সে এই ভাবেই হইয়া থাকেন। এই জন্যই শাস্ত্রে দেখিতে পাই, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জন ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন—বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জন উপেন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক এক দেবতার বিভিন্ন নাম রূপের লক্ষ্য ইহাই মনে করিতে হইবে। চিরদিনই মানুষ আপনার কর্ম্মপ্রভাবে

---

* 'বসু' পদে গঙ্গা হইতে উৎপন্ন অষ্ট-গণদেবতাকে বুঝায়। তাঁহাদের নাম—ধব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভব। আবার ঐ পদে সূর্য্য অগ্নি রশ্মি কিরণ প্রভৃতি অর্থ হয়। সেই সকল ধরিয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন পথে পরিভ্রমণ করেন; এবং মন্ত্রের জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। 'রুদ্র' বলিতে প্রধানতঃ শিবকে বুঝায়। একাদশ গণদেবতা রুদ্র নামে অভিহিত হন। তাঁহাদের নাম—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু হর, ঈশ্বর। মতান্তরে 'রুদ্র' বলিতে, অজৈক-পাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত ও সাবিত্র নাম দৃষ্ট হয়। এইরূপ 'আদিত্য' সম্বন্ধেও নানা মত আছে। কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। সেই দ্বাদশ আদিত্যের নাম; যথা,- বিবস্বান, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শুক্র, উরুক্রম ইত্যাদি। কোথাও আবার আট আদিত্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয় পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন-মাত্র।

সমুহ রুদ্রগণ বা ইন্দ্রকে পাইয়া আসিতেছেন। এখানে এই নিত্যাণতা-তত্ত্বই প্রখ্যাত হইয়াছে। * (১অ—১খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

অথৈকর্গাত্মকং সূক্তং প্রবোহর্চোপেতি, চতুরক্ষরাত্মিকা কাচিদিয়মৃগ্‌রূপা; যথা বহ্বৃচানাং 'ভদ্রো অপিনাতয়মনঃ' - ইত্যেক এব পাদ ঋগাত্মকশ্চ তদ্বৎ।

— • —

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২র

প্র বোহর্চোপ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ। 'বঃ' (যূয়ং 'উপ' (সমীপে, যুষ্মাকং মানস-যজ্ঞে ইতি ভাবঃ) 'প্রার্চ্চ' (প্রকৃষ্টরূপেণ ভগবন্তং পূজয়ত ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোহয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। অত্র সাধকঃ ভগবৎপূজায়াং আত্মানং উদ্বোধয়তি ইতি ভাবঃ। (৭অ—১খ—৩সূ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা, তোমাদিগের মানসযজ্ঞে, প্রকৃষ্টরূপে ভগবানকে পূজা কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ভগবৎপূজার নিমিত্ত এখানে সাধক আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছেন)। (৭অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ! 'বঃ' যূয়ং 'উপ' সমীপে 'প্রার্চ্চ' প্রকর্ষেণেন্দ্রং পূজয়ত। ১॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমোহার্দ্দং নিবারয়ন।

পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্‌ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীরবুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে সপ্তমোহধ্যায়ঃ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (দশম মণ্ডল, সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্)। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত অনুবাদ এই,—"ইন্দ্র আদিত্যদিগকে ও মরুৎগণকে সহকারী-স্বরূপ লইয়া আমাদিগের দেহের রক্ষাকর্ত্তা হউন।"

প্রথম (১১১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। অধ্যায়ের উপসংহারে সাধক আপনার আত্মাকে উদ্বোধিত করিয়া কহিতেছেন,—'মন আর কেন মিছা মায়ায় মুগ্ধ থাক! ভগবানের শরণ গ্রহণ কর; তাঁহার পূজা-অর্চ্চনায় রত হও। দেখিতেছি—সংসার অনিত্য,—এই আছে এই নাই। অনন্ত কালসাগরে জলবুদ্বুদের ন্যায়—ক্ষণিক জীবন উত্থিত হইয়াই বিলীন হইতেছে। সুতরাং আর কেন ভুলিয়া থাক। অগতির গতি যিনি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যিনি;—সেই পরম-পিতা পরমেশ্বরের চরণ-সরোজ মধুপানে মত্ত হও। সে অম্লান কুসুমের মধুপানে মত্ত হইলে, সেই নিত্য-উদ্যানের প্রকৃত পথের সন্ধান পাইলে, তোমাকে আর সংসার-তাপে বিদগ্ধ হইতে হইবে না। তাই বলি মন! উঠ, জাগ—পরম দয়াল ভগবানের শরণ গ্রহণ কর। একমাত্র তাঁহারই পূজার্চ্চনায় তন্ময় হইয়া যাও। তিনি তোমাকে পরমাশ্রয় প্রদান করিবেন।' মন্ত্রে এইরূপ উদ্বোধনাই বিদ্যমান।

ভাষ্যমতে এই মন্ত্রটী চতুরক্ষরা একপাদ শাক। ভাষ্যে ঋত্বিক্ যজমানের সম্বোধন আছে। আমরা কিন্তু মন্ত্রটীকে মনঃসম্বোধনমূলক বলিয়া মনে করি। সেই ভাবেই মন্ত্রে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। (১অ—১খ—২স্থ ১সা)।

তৃতীয়-সূক্তের গেয় গান।

২ ১ র ৭ ২ ১ র র ২ ২ ২ ১ ২
প্রগাঃ। আয়িন্দ্রায়বৃত্রহান্তমা ২ ৩ য়া। বায়িপ্রাবগাণঙ্গা ১ য় ১ তা। যজ্ঞুজোবা ৩।

২ ১ ২ ১ ৭
উপ। বা ২২ তোঃ২ ৩ ৬ ৫ হায়ি। অর্চ্চা। অর্কার্ম্মিরুতাঃ পুবা

২ ১ র ২ ২ ১ ১s ২ ২
২ ৩ র্কাঃ। আস্তোভতি শ্রুতো ১ মু ৩ বা। ১শা ৩ উবা ৩। উপ।

১n ২ ১ র ৭ ২ ১র
আ২ ২ য়িন্দ্রো ৩ ৫ হায়ি। উপা। প্রাকে মধুমতায়িক্ষিয়া ২ ৩ স্বাঃ। পুষ্যোম-

২৮২ ২ ১ s ২ ২ ১৮
রয়িন্ধা ১ ইন্মা ৩ হায়ি। হুমা ৩ উবা ৩। উপ। আ২ ২ য়িন্দ্রো ৩ ৫

২
হায়ি। ১।২।৩। *

---

* এই সূক্তান্তর্গত মন্ত্রের একটী গেয় গান আছে। উহার নাম—"উদ্বংশপুত্রম্।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকঃ। অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরং॥

* * *

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো দেবো

৩ ১ ৩ ১ ২
দেবানাং জনিমা বিবক্তি।

১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদা বরাহো

৩র ২র ৩ ১ ২
অভ্যেতি রেভন্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উশনা ইব' (ভগবৎকর্ম্মকারিণঃ মোক্ষাভিলাষিণঃ আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ সাধকাঃ ইব, তে যথা ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি তদ্বৎ ইত্যর্থঃ) 'কাব্যং' (স্তোত্রং, প্রার্থনাং) 'ব্রুবাণঃ' (উচ্চারণকারী) 'দেবঃ' (দেবভাবসম্পন্নঃ জনঃ) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'জনিমা' (কর্ম্মাণি উৎপত্তিপ্রকারাণি ইত্যর্থঃ) 'প্রবিবক্তি' (প্রকৃষ্টেন বদতি, কীর্ত্তয়তি); অপিচ সঃ সাধকঃ 'শুচিবন্ধুঃ' (দীপ্ততেজস্কঃ) 'পাবকঃ' (পাপানাং নাশকঃ) 'বরাহঃ' (অবিচলিতঃ, দৃঢ়চিত্তঃ) 'মহিব্রতঃ' (মহতঃ কর্ম্মণঃ ধারয়িতা, সৎকর্ম্মসাধকঃ) 'রেভন্' (স্তবন, স্তুতিপরায়ণঃ সন) 'পদা' (পদানি, স্থানানি পরমং পদং ইত্যর্থঃ) 'অভ্যেতি' (প্রাপ্নোতি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। সৎকর্ম্মসাধকাঃ প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবন্তি; তে দেবভাবানাং উৎপত্তিপ্রকারাণি প্রক্রবন্তি, ইহজগতি বিজ্ঞাপয়ন্তি। সৎকর্ম্মপ্রভাবেন তে মোক্ষং লভন্তে - ইতি ভাবঃ। (৮অ ১খ-১সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎকর্ম্মকারী মোক্ষাভিলাষী আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের ন্যায় অর্থাৎ তাঁহারা যেমন ভগবৎপরায়ণ হন, সেইরূপ প্রার্থনা-উচ্চারণকারী দেবভাবসম্পন্ন ব্যক্তি দেবভাবসমূহের কর্ম্মসমূহ অথবা উৎপত্তিকারণসমূহ কীর্ত্তন করেন; দীপ্ততেজস্ক পাপনাশক দৃঢ়চিত্ত সৎকর্ম্মকারী স্তুতিপরায়ণ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মকারী জন প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন; দেবভাবসমূহের উৎপত্তি-প্রকার জগতে বিঘোষিত করেন। সৎকর্ম্ম-প্রভাবে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।)॥ (৮অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উশনেব' এতন্নামক ঋষিরিব 'কাব্যং' কবি-কর্ম্ম স্তোত্রং 'ব্রুবাণঃ' উচ্চারয়ন 'দেবঃ' স্তোতা 'দেবানাং' ইন্দ্রাদীনাং 'জনিমা' জন্মানি 'প্রবিবক্তি' প্রকর্ষেণ ব্রবীতি। বচ পরিভাষণে (অদা০ প০) বাহুলকেন বিকরণস্য শ্লুঃ (৩ ১।৩৯), বহুলংছন্দসি (৭ ৪।৭৮) ইত্যভ্যাসস্যেত্বং। 'মহিব্রতঃ' প্রভূতকর্ম্মা, 'শুচিবন্ধুঃ'। বধ্নাতি শত্রূনিতি বন্ধূনি তেজাংসি বলানি বা। দীপ্ততেজস্কঃ। 'পাবকঃ' পাপানাং শোধকঃ, 'বরাহঃ' বরঞ্চ তদহশ্চ বরাহঃ। রাজাহঃ সখিভ্যষ্টচ (৫।৪।৯১) ইতি টচ্ সমাসান্তঃ; তস্মিন্নহনি অভিষূয়মাণত্বেন তদ্বান; অর্শ আদিভ্যশ্চেত্যচ্ (৫।২।১২৭)। তাদৃশঃ সোমঃ 'রেভন্' রেভনং শব্দং কুর্ব্বন 'পদা' পদানি

পাত্রাণি 'অভ্যেতি' অভিগচ্ছতি; যদ্বা, যথা কশ্চন বরাহঃ পদা পাদেন ভূমিং বিক্রমমাণঃ শব্দং করোতি তদ্বৎ॥ (৮অ—১খ ১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১১০১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি সতত প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন। প্রার্থনা করিতে গিয়া তাঁহার মনে আত্মানুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে, নিজের হৃদয়ের কালিমা, তাঁহার দুর্ব্বলতা, হীন কামনা বাসনা তিনি নিজেই স্পষ্টরূপে দেখিতে পান এবং তাহা দূর করিবার জন্য অধিকতর ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা করিতে থাকেন। নিজকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দেন। তিনি সর্ব্বদা ভগবানের গুণগানে রত থাকেন। তাহা দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার মন ভগবানের প্রতি অধিকতরভাবে আকৃষ্ট হয়। তাঁহার হৃদয়ের কালিমা দূরীভূত হয়, পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মে। ভগবানের করুণা প্রত্যক্ষ করিয়া দৃঢ়চিত্তে তিনি আপনার অভীষ্ট সাধনে আত্মনিয়োগ করেন।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' যাহার মনের ধারণা যেরূপ ভগবান তাহাকে সেইরূপ সিদ্ধি দান করেন। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি ঐকান্তিকতার সহিত ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিলে ভগবানও তাঁহাকে আপনার কোলে টানিয়া লেন। তাঁহার যত পাপকালিমা সমস্ত দূরীভূত হয়। তিনি ভগবৎকৃপাসাগরে নিমগ্ন হইয়া অপার আনন্দের অধিকারী হয়েন।

মন্ত্রান্তর্গত 'উশনা' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ সংহিতায় (১ম-৫১সূ ১০ঋ) দ্রষ্টব্য। 'জনিমা' পদে বিবরণকার-সম্মত 'কর্ম্মাণি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'মতিব্রতা' ও 'রেভন্' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যাতেও বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াছি। 'বরাহঃ' পদের ব্যাখ্যার জন্য ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম ১১৪সূ -৫ঋ) দ্রষ্টব্য।

'জনিমা' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ 'জন্মানি' তাহা হইতে আমাদের অর্থ হইয়াছে—'উৎপত্তিপ্রকারাণি।' কিভাবে, কিরূপ সাধনার দ্বারা হৃদয়ে সদ্ভাবের উদয় হয়, ভগবৎপরায়ণ জনই, সে তথ্য অবগত আছেন। এ সংসারে তাঁহাদের দ্বারাই সে তত্ত্ব ব্যক্ত হয়। এই জন্যই শাস্ত্রগ্রন্থে সাধুসঙ্গের, সৎপ্রসঙ্গের মহিমা পরিকীর্ত্তিত পুষ্পের মধ্যে অবস্থিত কীট যেমন পুষ্পের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার মস্তকে আরোহণ করে; সেইরূপে অসৎ পাপী জনও সজ্জনের সহবাসে সৎপ্রসঙ্গের আলাপনে সচ্চিন্তার উন্মেষণে পাপমুক্ত হইয়া সৎস্বরূপের সামীপ্য-লাভের অধিকারী হয়। ইহাই আমাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য। * (৮অ-১খ—১সূ ১সা)।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৫প-৫দ ৬খ-২সা)। পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২উ ৩ ১ ২

প্র হꣳসাসস্তৃপলা বগ্নুমচ্ছামাদস্তং বৃষগণা অয়াসুঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অঙ্গোষিণং পবমানꣳ সখায়ো দুর্ম্মর্ষং

৩ ১র ২র ৩ ২

বাণং প্র বদন্তি সাকম্॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হংসাসঃ' (হংসাঃ ইব আচরন্তঃ, যদ্বা হংসাঃ যথা উদকমধ্যে প্রাণসম্পন্নাঃ প্রকাশিতা ভবন্তি তদ্বৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ ঘোরতামসাচ্ছন্নহৃদয়ে সূর্য্যরশ্মিবৎ জ্ঞানরশ্মীন্ বিকীরন্তি ইত্যর্থঃ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতানাং জ্ঞানরশ্মিনাং ইতি ভাবঃ) 'বৃষগণাঃ' (সংঘাতাঃ) 'অমাৎ' (শত্রোরাক্রমণাৎ অজ্ঞান-রূপাৎ ইতি যাবৎ) 'তৃপলা' (লোকত্রয়স্য পালকাঃ ইতি ভাবঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। তে জ্ঞানরশ্ময়ঃ অস্মান 'বগ্নুং' (বলং-কর্ম্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'অচ্ছ (প্রযচ্ছতু) এবং 'অস্তং' (যজ্ঞগৃহং-হৃদ্রূপং ইতি যাবৎ) 'প্রায়াসুঃ' (প্রগচ্ছন্তু, প্রাপ্নোতু ইতি ভাবঃ)। তদনন্তরং 'সখায়ঃ' (তব সখিত্বং কাময়ন্তঃ বয়ং প্রার্থনাকারিণঃ) 'অঙ্গোষিণং (স্বতেজসা প্রদীপ্তং) 'দুর্ম্মর্ষং' (শত্রুভিঃ দুঃসহং) 'পবমানং' (পবিত্রতাসাধকং শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) লাভায় 'সাকং' (প্রসিদ্ধং) 'বাণং' (শত্রুনাশকং সায়কং) 'প্রবদন্তি (প্রার্থয়ামি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রথমাংশঃ নিত্যসত্যং বিজ্ঞাপয়তি। প্রার্থনায় ভাবঃ—জ্ঞানদৃষ্টিং লব্ধ্বা কর্ম্ম-প্রভাবেন শত্রূন বিনাশয়াম শুদ্ধসত্ত্বঞ্চ লভেয়াম। হে দেব কৃপয়া অস্মান তৎসামর্থ্যং বিধেহি-বিধেতি। (৮অ—১খ-১সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদেবতা হংসের ন্যায় আচরণশীল। তিনি শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে বিদ্যমান আছেন। হংস যেমন উদক মধ্যে প্রাণ-সমন্বিত হইয়া অবস্থিতি করে সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্ব ঘোরতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানরশ্মি বিকীরণ করে। শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সেই জ্ঞানরশ্মি-সংঘাত অজ্ঞানরূপ ক্রূর শত্রুর আক্রমণ হইতে তিন লোকের পালক হয়েন। সেই জ্ঞানরশ্মিসমূহ

আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি প্রদান করুন এবং হৃদ্রূপ যজ্ঞগৃহকে প্রাপ্ত হউন। তদনন্তর ভগবানের সখিত্ব কামনাকারী প্রার্থনাপরায়ণ আমরা, স্বতেজ-প্রদীপ্ত শত্রুগণের দুঃসহ পবিত্রতাসাধক শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করিবার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ শত্রুনাশক আয়ুধ প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রথমাংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞান-দৃষ্টি লাভ করিয়া কর্ম্মপ্রভাবে যেন শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হই, এবং শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি। হে দেব! কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন)। (৮অ—১খ—১সূ—২সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হংসাসঃ' শত্রুভির্হন্যমানা হংসা ইব আচরন্তো বা 'বৃষগণাঃ' এতন্নামকা ঋষয়ঃ 'অমাৎ' শত্রূণাং বলাৎ ত্রাসিতাঃ সন্তঃ 'তৃপলা' তৃপলং। সুপাং সুলুগিতি সোরাকারাদেশঃ (৭।১।৩৯)। তৃপল-শব্দঃ ক্ষিপ্রবাচী, তদুক্তং যাস্কেন তৃপ্রপ্রহারী ক্ষিপ্রপ্রহারী (নিরু০ নৈ০ ৫।১২)—ইতি। ক্ষিপ্রং প্রহারিণং 'বগ্নুং' অভিষব-শব্দং 'অচ্ছ' অভিলক্ষ্য 'অস্তং' যজ্ঞগৃহং 'প্রায়াসু' প্রায়াসিষুঃ প্রগচ্ছন্তি। ততঃ 'সখায়ঃ' স্তুতা-স্তোতৃত্ব-লক্ষণেন সম্বন্ধেন সখিভূতাঃ স্তোতারঃ 'অঙ্গোষিণং' সর্ব্বৈরভিগন্তব্যং। যদ্বা, 'অঙ্গোষিণং' স্তোত্রার্হং, 'দুর্ম্মর্ষং' শত্রুভিঃ দুর্দ্ধরং দুঃসহং; এবংবিধং 'পবমানং' সোমং উদ্দিশ্য 'বাণং' বাদ্যবিশেষং 'সাকং' সহৈব 'প্র বদন্তি' প্রবাদয়ন্তি তদুপলক্ষিতং গানং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। (৮অ-১খ—১সূ-২সা)॥

* . *

দ্বিতীয় (১১১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী বড়ই সমস্যামূলক। ভাষ্যের পদ-বিন্যাসে এবং অর্থে অধিকন্তু ব্যাখ্যার ভঙ্গিমায় মন্ত্রের জটিলতা বিশেষরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাষ্যের ভাব এই যে,—'শত্রুগণ কর্তৃক হন্যমান অথবা হংসের ন্যায় আচরণশীল বৃষগণা নামক ঋষিগণ শত্রুর বলে ভীত হইয়া, ক্ষিপ্র-প্রহারকারী অভিষব-শব্দ লক্ষ্য করিয়া, যজ্ঞগৃহে গমন করিতেছেন! তদনন্তর সখিভূত স্তোতৃগণ সকলের অভিগন্তব্য শত্রুগণের দুঃসহ সোমকে উদ্দেশ করিয়া 'বাণ' বাদ্যযন্ত্রবিশেষ সহ স্তুতিগান করিতেছে।' ব্যাখ্যার ভাব আবার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ব্যাখ্যাটীও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—"সোমরসের অভিষেকগুলি হংসের ন্যায় যজ্ঞগৃহে বেগে প্রবেশ করিল। কারণ, দীপ্তিশালী সোমদেব উপস্থিত। বন্ধুগণ সেই দুর্দ্ধর্ষ তেজস্বী বাদ্যবাদনকারী সোমকে

একত্রে মিলিত করিয়া বর্ণনা করিতেছে।" কি হইতে কি অর্থ আসিল! ভাষ্যকার বলিলেন,—'বৃষগণা ঋষিরা শক্রভয়ে ভীত হইয়া যজ্ঞগৃহে গমন করিলেন, আর বাদ্য-সহকারে সোমের স্তুতি আরম্ভ করিলেন; আর ব্যাখ্যাকার কহিলেন,—'সোমরসের অভিষেকগুলি হংসের ন্যায় যজ্ঞগৃহমধ্যে বেগে গমন করিল। আর বাদ্যবাদনকারী সোমের বর্ণনা বন্ধুগণ করিলেন।' ব্যাখ্যার সোম কখনও সোমরস হইলেন, আবার কখনও সোমদেব হইলেন! সুতরাং মন্ত্রব্যাখ্যানে কিরূপ সমস্যা দাঁড়াইয়া গেল, দেখুন।

আমাদের মতে মন্ত্রের সহিত কোনও ঋষির বা 'বাণ' নামক বাদ্য-যন্ত্রের কোনই সম্বন্ধ নাই। অনিত্য সামগ্রীর সহিত নিত্য বেদমন্ত্রের সম্বন্ধ স্বীকার যে কারণে সঙ্গত নহে, ইতিপূর্ব্বে নানা স্থানে আমরা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে ঋষির সম্বন্ধে এই মাত্র বলা চলিতে পারে না, তাঁহারা কালচক্রে নিত্য বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা নিত্য; সুতরাং নিত্য সামগ্রীর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ-সূচনায় বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বে এক হিসাবে কোনও দোষ হইতে পারে না। তবে, সে সকল সম্বন্ধও পরিবর্জ্জনই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি।

যাহা হউক, আমরা ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার কোনও ভাবই গ্রহণ করিতে পারি নাই। নিত্যসত্য বেদ-মন্ত্রে নিত্যসত্যমূলক ভাব পরম্পরার সমাবেশই আমরা স্বীকার করি। সেই হিসাবেই আমাদিগের অর্থ নিষ্কাশিত হইয়াছে। সোমরসের সঙ্গে মন্ত্রের কোনই সংশ্রব নাই। সোমাভিষবণও মন্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে। এখানে মন্ত্রের ভাব অতি উচ্চ সদ্ভাব-মূলক। সদ্ভাব-সঞ্চয়ে কর্ম্মশক্তির সাহায্যে আত্মায় আত্মসম্মিলনই মন্ত্রের প্রধান উপদেশ। সূর্য্যরশ্মি যেমন ঘোর তমসাচ্ছন্ন অমা-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দিব্যজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করে; শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত জ্ঞানরশ্মিও তেমনি অন্ধকার হৃদয়ে দিব্যদৃষ্টি সঞ্চার করিয়া দিয়া অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে বিদূরিত করিয়া দেয়। 'হংসাসঃ' পদে আমরা এই ভাবই উপলব্ধি করি। হংস জলমধ্যে থাকিয়াও যেমন জলে লিপ্ত হয় না। জ্ঞানও তেমনই অজ্ঞানতা দ্বারা পরিলিপ্ত হয় না। শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে—সৎকর্ম্মের মধ্যে—জ্ঞান যে স্বতঃই উদ্ভাসিত থাকে এবং শুদ্ধসত্ত্ব এবং সৎকর্ম্মই যে জ্ঞানের প্রাণ-স্বরূপ বা উৎপত্তির মূল, 'হংসাসঃ' পদে এই ভাবই আমরা উপলব্ধি করি। এই ভাবেই আমরা উপমার সঙ্গে সঙ্গে ঐ 'হংসাসঃ' পদের অর্থ করিয়াছি,—'শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতানাং জ্ঞানরশ্মিনাং।' সৎকর্ম্ম এবং শুদ্ধসত্ত্ব যে মানুষের ভাগ্য-বিধায়ক, সৎকর্ম্মের এবং শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা যে মানুষ শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হয়, আর শুদ্ধসত্ত্ব এবং সৎকর্ম্ম হইতেই যে জ্ঞান সঞ্জাত হয়—এখানে আমরা সেই ভাবই উপলব্ধি করিয়াছি। সেই হিসাবেই 'বৃষগণাঃ' পদের অর্থ 'সংঘাতাঃ', 'অমাৎ' পদের অর্থ—'অজ্ঞানরূপশত্রোরাক্রমণাৎ' এবং 'তৃপলা' পদের অর্থ—'লোকত্রয়স্য পালকঃ' পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রথমাংশের অর্থ হইয়াছে,—'শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানের প্রেরণা অজ্ঞানরূপ শত্রুর আক্রমণ হইতে ত্রিলোককে রক্ষা করে।' নিত্যসত্যমূলক এতদুক্তির সার্থকতা বিষয়ে আর বুঝাইতে হইবে না। জ্ঞানই যে ত্রিলোককে পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করে, জ্ঞানদৃষ্টিই যে পরমার্থ-পথে সকলকে অগ্রসর করে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রার্থনা হইয়াছে,—

'আমাদিগের মধ্যে যেন জ্ঞানদৃষ্টির—দিব্যদৃষ্টির উন্মেষ হয়, আমরা যেন সেই জ্ঞানদৃষ্টি—দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে মোহ-পঙ্কের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি;—শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়ে যেন পরমার্থ লাভে সমর্থ হই।'

'বগ্নুং' পদে 'অভিষব-শব্দ' অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ঐ পদের 'কর্ম্মশক্তি' অর্থ আমনন করি। অভিধানে 'বগ্নু' পদ বাগ্মিতা-রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাগ্মিতা—কর্ম্মশক্তিরই দ্যোতক। বাক্‌শক্তির উৎকর্ষ-সাধনই—বাগ্মিতার মূলীভূত। বাক্ কর্ম্ম-পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া থাকে। এই ভাব হইতেই কর্ম্মশক্তি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ফলতঃ, কর্ম্মশক্তির স্ফুরণ ভিন্ন সত্ত্বাবসঞ্চয় বা জ্ঞানোদয় কদাচ সম্ভবপর হয় না। তাই 'বগ্নুং অচ্ছ' অংশে কর্ম্মশক্তি-লাভের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। কর্ম্মশক্তির স্ফুরণে জ্ঞানসঞ্চয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয়েই ভগবানের সন্নিধি সুগম হইয়া আসে। 'অজোষিণং' পদের 'উষ্' ধাতু দান ও দীপ্তি অর্থমূলক। তাহা হইতেই আমাদের অর্থ হইয়াছে 'স্বতেজসা স্বজ্যোতিষা বা প্রদীপ্তং।' শুদ্ধসত্ত্ব-জ্ঞানের আধার, শুদ্ধসত্ত্ব যে অমিততেজঃসম্পন্ন এবং আপনার জ্যোতিতে আপনিই প্রদীপ্ত, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। 'বাণং'—'বাদ্যবিশেষং'—ভাষ্যকার এবং বিবরণকার উভয়েই এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বাণ শততন্ত্রী-বিশিষ্ট বাদ্যবিশেষ এবং তাহা হইতে মহান্ শব্দ উত্থিত হয়। সোমাভিষব সময়েও সোমরস নিঃসারণকালেও সেইরূপ শব্দ উত্থিত হয় বলিয়াই ভাষ্যকার এবং বিবরণকার উভয়েই 'বাণং' পদের সহিত বাণ-নামক বাদ্য যন্ত্রের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন। * কিন্তু 'বাণ' বলিতে সাধারণতঃ ধনুর্ব্বাণের বাণকেই বুঝাইয়া থাকে। আমরা সেই সাধারণ লৌকিক ভাব হইতেই 'বাণং' পদে 'শত্রুনাশকং সায়কং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রে শত্রু-নাশের প্রার্থনা রহিয়াছে। 'বাণং' বাদ্য-বাদনে শত্রুনাশ হয় না। শত্রুনাশে 'বাণ'-রূপ আয়ুধেরই আবশ্যক করে। আর অন্তঃশত্রু নাশে সে বাণ সাধারণ পশুপক্ষি বিদ্ধকারী বাণ নহে। সে বাণ অন্তঃশত্রু-বিদ্ধকারী শুদ্ধসত্ত্ব, কর্ম্মশক্তি প্রভৃতি। প্রসিদ্ধ শত্রুনাশক অস্ত্রের প্রার্থনায়, সেই তীক্ষ্ণাস্ত্র প্রাপ্তির প্রার্থনাই সূচিত হইয়াছে। কর্ম্মশক্তি, শুদ্ধসত্ত্ব ও জ্ঞানদৃষ্টি প্রভাবে অন্তঃশত্রু বিনষ্ট করিয়া, আত্মার আত্মসম্মিলনই প্রার্থনাকারীর লক্ষ্য। তাই তিনি তদুপযোগী আয়ুধাদি—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—লাভেরই আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

এইরূপে মন্ত্রের যে উচ্চভাব সূচিত হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে মানুষকে সৎশিক্ষাদানই বেদ-মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পথেই আমাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য প্রকটিত হইয়াছে। সোমরস বা মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত পরমার্থপ্রদ বেদ-মন্ত্রের কদাচ লক্ষ্যীভূত নহে † (৮অ—১খ ১সূ ২সা)।

---

* মন্ত্রের অন্তর্গত 'বাণং' বাদ্যযন্ত্র। সম্ভবতঃ আধুনিক 'বীণ' হইবে। বাণেরই অপভ্রংশে 'বীণ' হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে করি। বীণও বহুতন্ত্রী-সমন্বিত।

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে, চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বাদশ বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, সপ্তনবতিতম সূক্তের অষ্টম ঋক্)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
স যোজত উরুগায়স্য জূতিং বৃথাক্রীড়ন্তং

৩ ১র ২র
মিমতে ন গাবঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
পরীণসং কৃণুতে তিগ্মশৃঙ্গো দিবা

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
হরির্দ্দদৃশে নক্তমৃজ্রঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ ইত্যর্থঃ) 'উরুগায়স্য' (বহুকর্ম্মান্বিতস্য জনস্য, যথা—জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নান্, আত্মোৎকর্ষশীলান্ ইতি ভাবঃ) 'জূতিং' (গতিং, ঊর্দ্ধগমনং) 'যোজতে' (যুনক্তি, সম্পাদয়তি—ভগবতা সহ সংযোজয়তি ইতি ভাবঃ)। 'বৃথাক্রীড়ন্তং' (সর্ব্বত্র গচ্ছতঃ স্বচ্ছন্দগমনেন সর্ব্বত্রগমনশীলঃ ইতি ভাবঃ) তস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য মহিমানং 'গাবঃ' (আত্মদর্শিনঃ অপি) 'ন মিমতে' (পরিমাতুং ন শক্নুবন্তি ইতি ভাবঃ)। 'তিগ্মশৃঙ্গঃ' (তীক্ষ্ণতেজস্কঃ, অমিততেজাঃ ইতি ভাবঃ) 'পরীণসঃ' (জ্যোতিষাং আধারঃ ইত্যর্থঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'কৃণুতে' (সদ্ভাবসম্পন্নান্ পরমপদে স্থাপয়তি ইতি ভাবঃ)। সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'দিবা' (অহনি, জ্ঞানালোকোদ্ভাসিতে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ এব) 'দদৃশে' (দৃশ্যতে, প্রকাশতে), কিন্তু 'নক্তৌ' (রাত্রৌ, পাপকলুষপূর্ণে জ্ঞানশূন্য-হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'ঋজ্রঃ' (নিস্পষ্টপ্রকাশযুক্তঃ, হীনতেজস্কঃ এব) প্রতিভাষতে ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য মহিম্নঃ পারং নাস্তি। জ্ঞানিনঃ অপি তস্য মহিমা বর্ণিতুং ন শক্নোতি। (৮অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই শুদ্ধসত্ত্ব, বহুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তির (অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন আত্মোৎকর্ষসম্পন্নদিগকে) ঊর্দ্ধগমন সম্পাদন করেন (অর্থাৎ ভগবানের সহিত সংযোজিত করেন)। স্বচ্ছন্দবিহারী সর্ব্বত্রগমনশীল সেই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা আত্মদর্শিজনও পরিমাণ করিতে সমর্থ নহেন। অমিত-

তেজো জ্যোতিঃসমূহের আধার শুদ্ধসত্ত্ব, সদ্ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে পরমপদে স্থাপন করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত হৃদয়ে পাপহারক-রূপে প্রকাশিত হয়েন; আর পাপকলুষপূর্ণ জ্ঞানশূন্য হৃদয়ে তিনি হীনপ্রভ-রূপে প্রতিভাত হন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। শুদ্ধসত্ত্বের মহিমার অন্ত নাই। জ্ঞানিজনও তাঁহার মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন)। (৮অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'উরুগায়স্থ' বহুভিঃ স্তুত্যস্য আত্মনঃ 'জ্যুতিং' গতিং 'যোজতে' যুনক্তি অন্তরিক্ষে প্রেরয়তি। 'বৃথাক্রীড়ন্তং' অনায়াসেন বিহরন্তং গচ্ছন্তং সোমং 'গাবঃ' অস্তোসন্তারঃ 'ন মিমতে' ন পরিচ্ছিন্দন্তি মাতুং ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'তিগ্মশৃঙ্গঃ'। শৃণন্তি হিংসন্তি তমাংসীতি শৃঙ্গাণি তেজাংসি। তীক্ষ্ণতেজস্কঃ 'পরীণসং'। বহুনামৈতৎ (নিঘং-৩।১৭)। বহুবিধং তেজঃ 'কৃণুতে' করোতু অন্তরিক্ষে বর্তমানো যঃ সোমঃ 'দিবা' অহনি 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'দদৃশে' দৃশ্যতে ন প্রকাশত ইত্যর্থঃ, 'নক্তং' রাত্রৌ তু 'ঋজ্রঃ' ঋজুগামী নিস্পষ্টঃ প্রকাশযুক্তো দৃশ্যতে। দদৃশে - দৃশেঃ কর্ম্মণি লিটি রূপং। (৮অ - ১খ - ১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের ব্যাখ্যায় কোনও কোনও বিষয়ে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবানের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে জ্ঞানদৃষ্টি সম্পন্ন জন ভগবানের সহিত সঙ্গত হয়েন, শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানকে প্রাপ্ত করায়। তিনি স্বচ্ছন্দবিহারী বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্রগমনশীল। এমন যে শুদ্ধসত্ত্ব, সেই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমার অন্ত আত্মদর্শিগণও প্রাপ্ত হন না। শুদ্ধসত্ত্বের শক্তি অপরিসীম। হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ-বিচ্ছুরণে অন্তঃশত্রু বিদূরণ করে বলিয়া তাঁহার শক্তির তুলনা হয় না। অন্তঃশত্রুনাশ কামক্রোধাদির বিদূরণ চিত্তস্থৈর্য্য ভিন্ন সংসাধিত হয় না। শুদ্ধসত্ত্ব সেই চিত্তস্থৈর্য্য সাধনের ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ। চিত্তস্থৈর্য্য-সাধন নিতান্ত দুরূহ। একদিন এই জন্য অর্জ্জুনের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও মূহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই দুষ্কর কার্য্য একমাত্র সদ্ভাবের দ্বারাই সম্ভবপর হয়। সেই জন্যই শুদ্ধসত্ত্বের ক্ষমতা অসীম। জ্ঞানিজন যাঁহারা, তাঁহারাই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। তাঁহারাই বুঝিতে পারেন—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সকল পাপকলুষ বিদূরিত হয়। তাঁহারাই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমার বিষয় কতক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু যাহারা অজ্ঞান—হৃদয় যাহাদের অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন, তাহারা ভগবানের মহিমা কিছুই অবগত হইতে পারে না। সেখানে শুদ্ধসত্ত্বের তাদৃশ বিকাশও দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ, উৎকর্ষ-

সাধনই যে বিকাশের প্রধান সহায়, এখানে তাহাই উপলব্ধি হয়। মন্ত্রে তাই উপদেশ - আত্মোৎকর্ষ-সাধন কর। ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। স্বরূপ বুঝিলেই সারূপ্য-সাযুজ্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগরূক হইবে। ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হইলেই সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণে প্রচেষ্টা আসিবে। এইভাবে ভগবৎপ্রাপ্তির পথ সুগম হইবে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'দিবা' এবং 'নক্তো' পদদ্বয় একটু সমস্যামূলক। ভাষ্যে যথাক্রমে ঐ দুই পদের অর্থ হইয়াছে,—'অহনি' এবং 'রাত্রৌ'। আমাদের মতে অর্থ হয় - 'জ্ঞানালোকোস্তাসিতে হৃদয়ে' এবং 'পাপকলুষপূর্ণে অজ্ঞান-হৃদয়ে'। সূর্য্যের উদয়ে যেমন রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইয়া উষার অরুণচ্ছটার বিকাশ হয় এবং বিশ্বসংসার আলোকলাভে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে; তেমনি জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং হৃদয় জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। তখনই বুঝিতে পারা যায়— শুদ্ধসত্ত্ব পাপরূপ অজ্ঞান-শত্রুকে বিনাশ করেন। তখনই অন্তর প্রশান্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠে। কিন্তু অজ্ঞানতাপূর্ণ অন্ধকার হৃদয়ে সে আলোক বিচ্ছুরণ সহজে সম্ভবপর হয় না। একটু অগ্রসর না হইলে আলোক লাভ ঘটে না। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাব অপরিসীম। আপনার প্রভাবেই শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলে। 'নক্তো' পদে সেই অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। যিনি পাপহরণ করেন, তিনিই 'হরিঃ'। 'সোম দিবাভাগে হরিদ্বর্ণ দেখায়, আর রাত্রিতে বিস্পষ্ট প্রকাশযুক্ত হয়'—ভাষ্যের এই ভাবে আমরা পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যই অনুভব করি। 'গাবঃ' পদে ভাষ্যের অর্থ হইয়াছে 'গো গন্তার।' কিন্তু 'গো' শব্দের 'জ্ঞানকিরণ' অর্থ আমরা নিরুক্তাদির প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি। তাহাতে 'গাবঃ' পদের অর্থ হইয়াছে - 'জ্ঞানকিরণসমূহ' ভাবে ঐ পদের অর্থ হয় প্রজ্ঞানসম্পন্ন আত্মদর্শী ব্যক্তি।

'উরুগায়স্য' পদের ভাষ্যসম্মত অর্থ 'বহুভিঃ স্তুতস্য আত্মনঃ'। তাহাতে মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাষ্যানুসারী অর্থ হইয়াছে—'সোম বহুলোকের স্তুত আপনার গতিকে অন্তরিক্ষে প্রেরণ করেন।' কিন্তু আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয়ে ঐ 'উরুগায়স্য' পদের অর্থ করিয়াছি— 'বহুকর্ম্মান্বিতস্য জনস্য—জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নান্ আত্মোৎকর্ষশীলান্।' ভাব এই যে,—বহুসৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তি অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন ব্যক্তি শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে ভগবানে আপনাকে সংযোজিত করিতে সমর্থ হয়েন। শুদ্ধসত্ত্বই সে মিলনকর্ত্তা। শুদ্ধসত্ত্ব—সৎকর্ম্ম-প্রভাবেই মানুষ ভগবদনুগ্রহ-লাভে সমর্থ। সুতরাং সদ্ভাব-সমন্বিত হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যে সকলেরই কর্ত্তব্য— এই উদ্বোধন-ভাব মন্ত্রের প্রথম অংশে পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই নিত্যসত্য-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধসত্ত্বের মাহাত্ম্য পরিবর্ণিত। আমরা বোধসৌকর্য্যার্থে তাই মন্ত্রের কয়েকটী বিভিন্ন বিভাগ কল্পনা করিয়া লইয়াছি। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে আমাদিগের মন্তব্য পরিদৃষ্ট হইবে।

মন্ত্রের যে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ পরিদৃষ্ট হয়, এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি; যথা,—"তিনি যশস্বী পুরুষের ন্যায় বেগে চলিয়াছেন, তিনি

অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করিতেছেন, গাভীগণ তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারে না। তিনি তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ সঞ্চালনকারী বৃষের ন্যায় আপনার কলেবর স্ফীত করিতেছেন, সেই সরলস্বভাব সোম দিবারাত্র উজ্জ্বল হইয়া থাকেন।" বলা বাহুল্য, ব্যখ্যাকারের উদ্ভাবনীশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ভাষ্যে বৃষের 'ন্যায় কলেবর স্ফীত করা' বোধক কোনও শব্দই পরিদৃষ্ট হয় না। 'গাভী ইহার সহিত যাইতে পারে না' - এই ভাব বুঝাইবার মতও কোনও পদেরই সমাবেশ দেখি নাই। 'গাবঃ ন মিমিতে' অংশে সে অর্থ আসিতে পারে না। ভাষ্য হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। ফলতঃ, ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা যে আদৌ গ্রহণীয় নহে, মন্ত্রের ও ভাষ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। সোমকে মাদক-দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে এরূপ বিরোধমূলক অর্থ কদাচ গ্রহণীয় নহে; সোমের শুদ্ধসত্ত্ব অর্থ গ্রহণ-মূলেও এতাদৃশ অর্থ একেবারেই গ্রহণীয় হইতে পারে না। বলা বাহুল্য, আমরা আমাদেরই পন্থার অনুসরণে এ সকল ব্যাখ্যা একেবারেই পরিবর্জ্জন করিয়াছি। * (৮অ—১খ—১সূ—৩সা)॥

—— * ——

চতুর্থং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

প্র স্বানাসো রথা ইবার্ব্বন্তো ন শ্রবস্যবঃ।

১ ২ ৩ ১ ২

সোমাসো রায়ে অক্রমুঃ॥ ৪॥

* * *

মন্ত্রার্থানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানাসঃ' (নাদরূপাঃ ব্রহ্মস্বরূপাঃ বা) 'সোমাসঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'রথা ইব' (রথাঃ যথা আরোহিণং গন্তব্যং প্রাপয়ন্তি, তদ্বৎ রথবৎ স্বষ্ঠুসংবাহকাঃ) সন্তঃ অপিচ 'অর্ব্বন্তো ন' (অশ্বাঃ যথা আরোহিণং ক্ষিপ্রং গন্তব্যং প্রাপয়ন্তি তদ্বৎ, যদ্বা অশ্ববৎ ক্ষিপ্রগামিনঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'শ্রবস্যবঃ' (পরমার্থধনাকাঙ্ক্ষিণঃ) রায়ে (শ্রেষ্ঠধনসাধনায় — পরমার্থপ্রাপণায় ইতি ভাবঃ) 'প্রাক্রমুঃ' (প্রগচ্ছন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবেন অভীষ্টং প্রাপ্নোতি মোক্ষাভিলাষী জনঃ ইতি ভাবঃ)। (৮ম—১খ ১সূ—৪সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বাদশ বর্গের তৃতীয় সূক্তে (নবম মণ্ডল, সপ্তনবতিতম সূক্তের নবম ঋক্) পরিদৃষ্ট হয়।

বঙ্গানুবাদ।

নাদরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব, রথের ন্যায় (রথ যেমন আরোহীকে গন্তব্য প্রাপ্ত করায় সেইরূপ) সুষ্ঠু-সংবাহক হইয়া, অপিচ (অশ্ব যেমন আরোহীকে সত্বর গন্তব্য-স্থানে লইয়া যায়, সেইরূপে) অশ্বের ন্যায় লক্ষ্যপ্রগামী হইয়া, পরমার্থকাঙ্ক্ষীদিগের শ্রেষ্ঠধন সাধননিমিত্ত অর্থাৎ পরমার্থপ্রাপ্তি করাইবার নিমিত্ত প্রকৃষ্টরূপে গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে অভীষ্ট প্রাপ্ত হন)। (৮অ—১খ—১সূ—৪সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বানাসঃ' অভিষববেলায়ামুপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্তঃ 'সোমাসঃ' সোমাঃ 'রথা ইব' যথা শব্দং কুর্ব্বন্তো রথাঃ তথা, 'অর্ব্বন্তো ন' যথা শব্দং কুর্ব্বন্তো অশ্বাঃ তথা, 'প্রাশবঃ' শক্রন্তঃ সকাশাদন্নমিচ্ছন্তো 'রায়ে' যজমানানাং ধনায় 'প্রাক্রমুঃ' প্রগচ্ছন্তি ॥ (৮অ ১খ - ১সূ ৪সা)।

* * *

চতুর্থ (১১১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে মন্ত্রের অন্তর্গত উপমা দুইটী প্রণিধান-যোগ্য। ঐ উপমাদ্বয়ের অর্থ-নিষ্কাশনেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য অধিগত হইবে। প্রথমতঃ মন্ত্রের 'স্বানাসঃ' পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যকার ঐ 'স্বানাসঃ' পদে 'অভিষববেলায়ামুপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্তঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সোম অভিষবকালে যে শব্দ হয়, সেই শব্দই ঐ 'স্বানাসঃ' পদের প্রতিপাদ্য, ভাষ্যের অর্থে যেন তাহাই প্রকটিত। কিন্তু একটু স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে, ঐ 'স্বানাসঃ' পদে পরব্রহ্মের প্রতিই যে লক্ষ্য আছে, তাহা উপলব্ধি হইবে। 'স্বান্' পদ শব্দার্থক সন্ হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া মনে করি। শাস্ত্রমতে নাদ—শব্দই ব্রহ্ম। সৃষ্টির আদিতে প্রণব বা ওঁকাররূপী ব্রহ্মই বর্ত্তমান ছিলেন। তাই 'স্বানাসঃ' পদের লক্ষ্য ব্রহ্ম বলিয়াই মনে করি। ব্রহ্মই যদি ঐ পদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ঐ 'স্বানাসঃ' পদে সোমকে বুঝান হইল কেন? তাহারও হেতু আছে। ভগবান ও ভগবানের বিভূতি অভিন্ন নহেন। যিনিই ভগবান, তিনি আবার তাঁহার বিভূতি; আবার যিনিই ভগবদ্বিভূতি, তিনিই আবার ভগবান্। শুদ্ধসত্ত্বকে আমরা ভগবানের বিভূতি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। সৎস্বরূপে সদ্ভাবেরই অভিব্যক্তি; সৎই সত্তের আধার। সৎস্বরূপ ভগবান্ নিখিল সদ্ভাবের আধার। তিনিই উৎসস্থানীয়। তাই তাঁহাকে এবং তাঁহার বিভূতিসমূহকে নাদরূপ বা ব্রহ্মরূপ বলা অসঙ্গত বলিয়া মনে করি না।

পঞ্চমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
হিন্বানাসো রথা ইব দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
ভরাসঃ কারিণামিব ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'রথা ইব' (রথাঃ যথা গন্তারং প্রতি সংগচ্ছন্তি, যদ্বা—গন্তারং গন্তব্যং প্রাপয়ন্তি তদ্বৎ) শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ 'হিন্বানাসঃ' (সত্ত্বাবকাময়মানান্ জনান্ প্রতি, যদ্বা—তেষাং হৃদয়ং অভিলক্ষ্য ইতি ভাবঃ) গচ্ছন্তি ইতি শেষঃ 'ভরাসঃ কারিণামিব' (রথবাহকাঃ ভারবাহকাঃ বা যথা হস্তদ্বয়েন রথং ভারং বা ধারয়ন্তি তদ্বৎ) সত্ত্বাবাকাঙ্ক্ষিণঃ জনাঃ 'গভস্ত্যোঃ' (জ্ঞানভক্তিরূপাভ্যাং হস্তাভ্যাং) 'দধন্বিরে' (ধারয়ন্তে, শুদ্ধসত্ত্বং পরিচরন্তে ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽপি নিত্যসত্যখ্যাপকঃ। সত্ত্বশীলাঃ জনাঃ কর্ম্মপ্রভাবেন সত্ত্বাবং সমধিগচ্ছন্তি ইতি ভাবঃ। (৮অ—১খ—১সূ-৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রথ যেমন গমনকারীর প্রতি সংগাহিত হয়, অথবা রথ যেমন গমনকারীকে গন্তব্য প্রাপ্ত করায় সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বাদি সত্ত্বাব-কাময়মান ব্যক্তিগণের প্রতি অথবা তাহাদের হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া গমন করে। রথবাহক বা ভারবাহক যেমন হস্তদ্বয়ের দ্বারা রথকে অথবা ভারকে ধারণ করে, সেইরূপ সত্ত্বাবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জ্ঞান ও ভক্তি রূপ হস্তের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বকে ধারণ অর্থাৎ পরিচর্য্যা করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাবার্থ—সত্ত্বাবশীল জন কর্ম্মপ্রভাবে শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত করেন)। (৮অ—১খ—১সূ—৫সা) ॥

এবং অশ্বের ন্যায় শব্দকারী সোম অন্ন ইচ্ছা করতঃ যজমানের ধনের জন্য আগমন করিয়াছেন।" ভাষ্যের সহিত এই অর্থের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'রথা ইব' যুদ্ধদেশং প্রতি যথা রথাঃ তথা 'হিন্বানাসঃ' যাগদেশং প্রতি গচ্ছন্তঃ সোমাঃ ঋত্বিজাং 'গভস্ত্যোঃ' বাহ্বোঃ 'দধন্বিরে' ধীয়ন্তে তত্র দৃষ্টান্তঃ—'ভরাসঃ' ভরাঃ 'কারিণামিব' যথা ভারবাহানাং বাহ্বোর্দ্ধীয়ন্তে তদ্বৎ ॥ (৮অ—১খ ১সূ—৫সা) ॥

* * *

পঞ্চম (১১১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। মন্ত্রে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সত্ত্বাবসম্পন্ন জন আপনাদের কর্ম্মপ্রভাবে সত্ত্বাবের আধার ভগবানকে প্রাপ্ত হন, মন্ত্রে এই সত্য প্রকটিত।

পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় 'রথা ইব' এবং 'ভরাসঃ কারিণামিব' উপমাদ্বয়ে মন্ত্রের এক উচ্চভাব সূচিত হইয়াছে। 'রথা ইব' উপমা-বাক্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পরিদৃষ্ট হইবে। উভয়ত্রই ভাব অভিন্ন। রথ মানুষকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়; শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে ভগবানের সহিত সংযোজিত করে। 'ভরাসঃ কারিণামিব'—উপমায় শুদ্ধসত্ত্বধারণের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভারবাহী যেমন দুই হস্তের দ্বারা আপনার মস্তকস্থিত ভার ধারণ করে, সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি' রূপ দুই হস্ত ধারণ করে। 'গভস্ত্যোঃ' পদে সেই জ্ঞান ও ভক্তিরূপ হস্তদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে। সেই হিসাবেই আমরা 'গভস্ত্যোঃ' পদের অর্থ করিয়াছি—'জ্ঞানভক্তিরূপাভ্যাং হস্তাভ্যাং'। সদ্ভাবকে হৃদয়ে ধারণ—জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যেই হইয়া থাকে। যে কারণে 'গভস্ত্যোঃ' পদের ঐরূপ অর্থ অধ্যাহার করি, সপ্তম অধ্যায়ের মন্ত্র-বিশেষের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা ব্যক্ত করিয়াছি।

প্রার্থনাকারীর আকাঙ্ক্ষা ভগবৎসান্নিকর্ষলাভ। সে পক্ষে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ই প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। আবার জ্ঞান ও ভক্তি বা জ্ঞান ও কর্ম্মই সে শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। 'ভরাসঃ কারিণামিব' উপমা অংশের সহিত 'গভস্ত্যোঃ' পদের সমাবেশে মন্ত্রের ভাব হইয়াছে এই যে,—ভারবাহী যেমন দুই হস্তের দ্বারা আপনার ভারকে ধারণ করে; তেমনই মোক্ষকামী ব্যক্তি জ্ঞানকর্ম্ম বা জ্ঞান-ভক্তি রূপ হস্তদ্বয়ের দ্বারা আপনার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব ধারণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, সদ্ভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি সদ্ভাব-প্রভাবে ভগবদনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হন।

মন্ত্রের যে একটী ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি; যথা,—"সোম রথের ন্যায় যজ্ঞাভিমুখে গমন করেন, ভারবাহী যেমন (বাহুতে) ভার ধারণ করে, সেইরূপ (ঋত্বিকগণ) বাহুতে তাঁহাকে ধারণ করেন।" বলা বাহুল্য, আমাদের অর্থ এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ দৃষ্টে তাহা বোধগম্য হইবে। পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত যিনি, তাঁহার

শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন করে। মন্ত্রের প্রথম উপমা বাক্য—'রাজানো ন'। উহার সহিত শেষাংশের সম্বন্ধ খ্যাপনে মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—রাজা যেমন স্তুতিবন্দনাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন; পরমপবিত্র অনন্তশক্তিসমন্বিত জ্ঞানকিরণের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বও তেমনি প্রবর্দ্ধিত হন। অতএব ভাব এই যে,—জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে মানুষের উদ্‌বুদ্ধ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। সঙ্কল্প—আমরা যেন তাহাই করিতে সমর্থ হই।* (৮অ—১খ—১সূ—৬সা)॥

—*—

সপ্তমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
পরি স্বানাস ইন্দবো মদায় বর্হণা গিরা।
১ ২ ৩ ১ ২
মধো অর্ষন্তি ধারয়া ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানাসঃ' (ভগবতঃ অঙ্গীভূতাঃ, ব্রহ্মস্বরূপাঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দবঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'বর্হণা গিরা' (স্তোত্রকর্ম্মণা, ভগবতঃ প্রীতিসাধকেন কর্ম্মণা ইতি ভাবঃ) প্রবর্দ্ধিতাঃ সন্ 'মদায়' (পরমানন্দদানায়—শরণাগতানাং প্রার্থনাকারিণাং ইতি ভাবঃ) 'মধো ধারয়া' (মধুররসযুক্তেন প্রবাহেন, যদ্বা—অমৃতপ্রবাহেন ইতি ভাবঃ) 'পরি অর্ষন্তি' (পরিতঃ গচ্ছন্তি, প্রক্ষরন্তি ন তেষাং প্রার্থনাকারিণাং হৃদি ইতি ভাবঃ)। (৮অ-১খ—১সূ-৭সা)॥

অথবা,

'মধোঃ' (মধুবৎ আনন্দদায়কাঃ ইত্যর্থঃ সত্ত্বভাবাঃ ইতি ভাবঃ) 'বর্হণা' (মহত্ত্যা, মহত্ত্বাদিসম্পন্নয়া ইত্যর্থঃ) 'গিরা' (স্তুত্যা, সৎকর্ম্মণা ইতি যাবৎ) 'স্বানাসঃ' (পরিশুদ্ধাঃ) অপিচ 'ইন্দবঃ' (দিব্যজ্যোতিসম্পন্নাঃ ইত্যর্থঃ) সন্তঃ 'মদায়' (পরমানন্দদানায়) 'ধারয়া' (ভগবতঃ করুণাধারারূপেণ ইতি ভাবঃ) 'পর্য্যর্ষন্তি' (ক্ষরন্তি, ভক্তানাং হৃদি সমুদ্ভবন্তি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ। অয়ং ভাবঃ—সাধকাঃ সৎকর্ম্মণা সত্ত্বভাবং লভন্তে ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।)। (৮অ—১খ-১সূ—৭সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের অঙ্গীভূত ব্রহ্মস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব, ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্মের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া শরণাগত প্রার্থনাকারীর পরমানন্দ-দানের নিমিত্ত

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, তৃতীয়া ঋক্)।

অমৃত প্রবাহে সেই প্রার্থনাকারীদিগের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপ ক্ষরিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন ব্যক্তিই সদ্ভাবের অধিকারী হইয়া থাকেন। (৮অ—১খ—১সূ—৭সা)।

অথবা,

মধুবৎ আনন্দদায়ক সত্ত্বভাবসমূহ মহত্ত্বাদিসম্পন্ন স্তুতিরূপ সৎকর্ম্মাদির দ্বারা পরিশুদ্ধ এবং দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া পরমানন্দদানের নিমিত্ত ভগবানের করুণাধারারূপে ভক্তদিগের হৃদয়ে ক্ষরিত হইতেছে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মপ্রভাবে সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়েন)॥ (৮অ—১খ—:সূ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বানাসঃ' সুবানাঃ অভিষূয়মাণাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'বর্হণা' মহত্যা 'গিরা' স্তুতি-রূপয়া বাচা যুক্তাঃ সন্তঃ 'মদায়' মদার্থং 'মধোঃ' মধুর-রসস্য 'ধারয়া' 'পরি অর্ষন্তি' পরিতো গচ্ছন্তি। 'পরিস্বানাসঃ'—'পরিসুবানাসঃ' ইতি পাঠৌ, 'মধোঃ'—'সুতাঃ' ইতি চ। ৭।

* * *

সপ্তম (১১২০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক ও সরল প্রার্থনামূলক। শুদ্ধসত্ত্ব—সদ্ভাবই যে মূলীভূত, আর সদ্ভাবপ্রভাবেই যে দেবত্বের অধিকারী হওয়া যায়,—মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছে।

সদ্ভাব—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানেরই বিভূতি। তাই সৎস্বরূপ ভগবানকে পাইতে হইলে, জগতে যাহা কিছু সৎ, সে সকলেরই অনুষ্ঠান করিতে হয়। সদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হয়, সচ্চিন্তায় অনুপ্রাণিত হইতে হয়, সদালাপ—সৎকর্ম্ম সকলেরই অনুষ্ঠান প্রয়োজন হইয়া পড়ে। মন্ত্র তাই কায়মনোবাক্যে সৎসম্পন্ন হইবার উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

সৎকর্ম্মের দ্বারা আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইলে—হৃদয়ে সদ্ভাবসমূহ ফুটিয়া উঠে। তাই 'গিরা স্বানাসঃ' মন্ত্রাংশের সার্থকতা। বীজ নিহিত থাকে; সেচনাদির দ্বারা তাহা যেমন অঙ্কুরিত মুকুলিত ও ফলপুষ্পসমন্বিত হয়; সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বের যে বীজ মানুষের হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন থাকে; সৎকর্ম্মাদির দ্বারা উৎকর্ষ-সাধনে সে বীজ ক্রমশঃ বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়। সৎকর্ম্মশীল হইয়া, সদ্ভাবের পূর্ণ বিকাশ-সাধনে, সৎস্বরূপকে প্রাপ্তির মূল মন্ত্র—এস্থলে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়াই মনে করি।

প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ সত্ত্বভাব লাভ করেন। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে তাঁহাদিগের হৃদয় পরিপ্লুত হয়। সেই অমৃত-পানে তাঁহারা আপনাদিগের জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করেন।

দীপ্যমান্ শুদ্ধসত্ত্ব অণু-পরমাণুক্রমে সদ্ভাব সংজনন করে। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—সদ্ভাব-প্রভাবে মানুষ পরমার্থ-লাভে সমর্থ হয়)। (৮অ—১খ—১সূ—৮সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিবস্বতঃ' দীপ্তিমতঃ ইন্দ্রস্য 'আপানাসঃ' আপানভূতাঃ 'উষসঃ' 'ভগং' শোভাং 'জনয়ন্তঃ' প্রেরয়ন্তঃ 'সূরাঃ' সরন্তঃ সোমাঃ 'অপ্সু বি তম্বতে' অভিষব-বেলায়ামুপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্তি। 'জিন্বন্তঃ'—'জনং' ইতি পাঠৌ। (৮অ—১খ—১৫ ৮সা)।

* * *

অষ্টম (১১২১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের ব্যাখ্যায় একটু সমস্যায় পড়িতে হয়। ভাষ্য এবং ব্যাখ্যাই সে সমস্যার মূলীভূত। ভাষ্যের অর্থ একরূপ, আবার প্রচলিত ব্যাখ্যা অন্যরূপ। সমস্যা-সৃষ্টির ইহাই একমাত্র কারণ। ভাষ্যের অর্থ—'ইন্দ্রের পানযোগ্য উষার শোভাবর্দ্ধনকারী দ্রুতগমনশীল সোম অভিষবকালে শব্দ করেন।' প্রচলিত ব্যাখ্যা—'ইন্দ্রের আপানভূত উষার ভাগ্য উৎপাদনকারী সূর সোম শব্দ করিতেছেন।'

আমাদিগের অর্থ আবার অন্যরূপ। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। আমরা মনে করি, মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। সদ্ভাবের দ্বারা মানুষ পরমার্থলাভে সমর্থ হয়; সুতরাং সদ্ভাবসঞ্চয়ে পরমার্থ-লাভে সকলেই যেন প্রযত্নপর হয়—মন্ত্র এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

'উষসঃ ভগং' পদদ্বয়ের অর্থে ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় দুইটী বিভিন্ন মত পরিব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের ব্যাখ্যা আবার অন্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। 'উষাকাল'—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়। জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কালকে সে হিসাবে উষা বলা যাইতে পারে। সেই জন্যই আমাদের অর্থ হইয়াছে—'জ্ঞানোন্মেষঃ' সূর্য্যের রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় নাই,—পূর্ণ-জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই, 'উষসঃ' সেই অবস্থা। সূর্য্যের উদয়ে—জ্ঞানের উদয়ে, উষা অলঙ্কৃত হয়েন। জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান হৃদয়ের শোভা প্রবর্দ্ধিত হয়। 'উষসঃ ভগং' পদদ্বয়ে এই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতেছে। বিবরণকারের মতে 'সূরাঃ' পদে 'সূর্য্যা ইব দীপ্তিমন্তঃ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা ঐ পদের অর্থ-নিষ্কাশনে তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি।

তার পর 'অপ্সু বিতম্বতে' মন্ত্রাংশের অর্থ অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে উহার অর্থ হয়,—'অভিষব-সময়ে উপরবে শব্দ করে।' সোমলতার রস নির্গমন মনে করিলে, হয় তো মন্ত্রাংশের এইরূপই অর্থ হয়। কিন্তু আমাদের ভাব অন্যরূপ। আমাদের মতে ঐ অংশের অর্থ হয়,—'অণুপরমাণুক্রমে সদ্ভাবসংজনন করে।' ভাব এই যে,—সূক্ষ্মভাবে

ভগবানের নিকট পৌছান যায় না। তাই তাঁহার নিকট পৌঁছিতে হইলে, সূক্ষ্ম অণু-পরমাণুরূপে অগ্রসর হইতে হয়। মানুষের সেরূপ একাগ্রতা থাকিলে, অণু-পরমাণুরূপে ভগবানই আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। সূর্য্যের রশ্মি যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কিরণরেখাক্রমে বিশ্বের যাবতীয় অণু-পরমাণুতে প্রবিষ্ট হয়েন, শুদ্ধসত্ত্বও সেইভাবে মানুষের অন্তরে উপজিত হয়েন। মন্ত্রাংশে এই উচ্চভাব প্রকটিত বলিয়া মনে করি। * (৮অ—১খ—১সূ—৮সা)।

—— • ——

নবমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অপ দ্বারা মতীনাং প্রত্না ঋণ্বন্তি কারবঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৃষ্ণো হরস আয়ব ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মতীনাং কারবঃ' (সদ্‌বুদ্ধীনাং প্রজ্ঞাপকাঃ, প্রেরয়িতারঃ বা) শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ সদ্ভাবাঃ বা 'প্রত্নাঃ' (পুরাণাঃ ; যদ্বা—নিত্যাবস্থমানাঃ চিরনবীনাঃ ইতি ভাবঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। 'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষকস্য তস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য ইত্যর্থঃ) 'হরসঃ' (উৎপাদকাঃ, কাময়মানাঃ বা ইতি ভাবঃ) 'আয়বঃ' (মনুষ্যাঃ তত্ত্বদর্শিনঃ) দ্বারা' (দ্বারাণি, শুদ্ধসত্ত্বজনকানি কর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) 'অপ ঋণ্বন্তি' (সংরচয়ন্তি, সম্পাদয়ন্তি)। অয়মপি নিত্যসত্য-মূলকঃ। তত্ত্বদর্শিনঃ এব সদ্ভাবাঃ সংজনয়িতুং শক্নুবন্তি। তে খলু তেন সদ্ভাবেন পরমার্থং সমধিগচ্ছন্তি ইতি ভাবঃ। (৮অ—১খ—১সূ—৯সা)।

অথবা,

'মতীনাং' (সদ্‌বুদ্ধীনাং) 'কারবঃ' (প্রজ্ঞাপকানাং, প্রেরয়িতৄণাং বা) 'প্রত্নাঃ' (পুরাণানাং, নিত্যবিদ্যমানানাং, চিরনবীনানাং ইতি ভাবঃ) 'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষকানাং) শুদ্ধসত্ত্বানাং 'হরসঃ' (উৎপাদকাঃ, আকাঙ্ক্ষিনঃ ইত্যর্থঃ) 'আয়বঃ' (মনুষ্যাঃ—তত্ত্বদর্শিনঃ) 'দ্বারা' (দ্বারাণি, শুদ্ধসত্ত্বজনকানি কর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) 'অপ ঋণ্বন্তি' (জনয়ন্তি, সম্পাদয়ন্তি ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। (৮অ-১খ-১সূ-৯সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, পঞ্চমী ঋক্)।

বঙ্গানুবাদ।

সদ্‌বুদ্ধির প্রজ্ঞাপক বা প্রেরক শুদ্ধসত্ত্বসমূহ বাদি, পুরাণ অর্থাৎ নিত্য-বিদ্যমান চিরনবীন। অভীষ্টবর্ষণশীল শুদ্ধসত্ত্বের উৎপাদনকারী অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকামনাপর তত্ত্বদর্শিগণ শুদ্ধসত্ত্বজনক কর্ম্ম সম্পাদন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—তত্ত্বদর্শিগণই সদ্ভাবজননে সমর্থ হয়েন। তাঁহারাই সেই সদ্ভাবের সাহায্যে পরমার্থ অধিগত করিয়া থাকেন)। (৮অ—১খ—১সূ—৯সা) ॥

অথবা,

সদ্‌বুদ্ধির প্রজ্ঞাপক বা প্রেরক নিত্যবিদ্যমান (চিরনূতন) অভীষ্টবর্ষক শুদ্ধসত্ত্বের উৎপাদক (শুদ্ধসত্ত্বাভিলাষী) তত্ত্বদর্শিগণ শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদনকারী কর্ম্মসমূহই সম্পাদন করিয়া থাকেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং সঙ্কল্পমূলক। (৮অ—১খ—১সূ—৯সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং

'মতীনাং কারবঃ' স্তুতীনাং কর্ত্তারঃ 'প্রত্নাঃ' পুরাণাঃ 'বৃষ্ণঃ' সেচকস্য সোমস্য 'তরসঃ' আহর্ত্তারঃ 'আয়বঃ' মনুষ্যাঃ ঋত্বিজঃ বা... যজ্ঞস্য ... 'পদা পাণি' বিবৃণ্বন্তি ॥ ৯ ॥

* * *

নবম (১১২২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে বিষম সমস্যায় পড়িতে হইয়াছে। 'মতীনাং কারবঃ' প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যায় 'স্তোত্রের রচয়িতা' এবং 'প্রত্নাঃ' পদের 'পুরাণাঃ' অর্থে সেই সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। ভাব হইয়াছে যেন যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ নূতন নূতন মন্ত্র রচনা করিয়া সোমের পরিচর্য্যা করিতেছেন। বেদের নানা স্থানে ভাষ্যের এবং ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যে এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু বেদমন্ত্র নিত্য—ভগবন্মুখনিঃসৃত। যে কারণে এ ভাব পরিগ্রহ করিতে পারি নাই, তত্তৎস্থলে তাহার বিশদ আলোচনা পরিদৃষ্ট হইবে।

আমরা 'মতীনাং' পদের 'সদ্‌বুদ্ধিনাং' অর্থ পরিগ্রহ করি। যিনি ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিকাশ করিয়া সংসারীকে সদ্‌বুদ্ধি দান করেন, তিনিই 'মতীনাং কারবঃ'। সত্যজ্ঞানই মানুষের সদ্‌বুদ্ধির উন্মেষকারী। সত্ব-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব-মানুষকে সেই সত্য-জ্ঞান প্রদান করেন। তাই তাঁহাকে সদ্‌বুদ্ধির প্রজ্ঞাপক বা প্রেরক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি 'পুরাণাঃ' অর্থাৎ চিরনবীন বা চিরনূতন। তিনি সত্যরূপে চিরবিদ্যমান—তিনি চিরনূতন—তাই

'পুরাণ'। এখানে কালাকালের কোনও সম্বন্ধ নাই। এখানে 'পুরাণাঃ' পদে সেই পুরাণপুরুষ ভগবানের অঙ্গীভূত শুদ্ধসত্ত্বকে বুঝাইতেছে। ভগবান যেমন চিরনূতন, তাঁহার বিভূতিও তেমনই চিরনূতন। তাই 'পুরাণাঃ' বিশেষণ-পদের সার্থকতা বলিয়া মনে করি। 'দ্বারা' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'যজ্ঞস্য দ্বারাণি' অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বার-সমূহ। যজ্ঞের দ্বার বলিতে কি বুঝিতে পারি? যে সকল উপায়ে বা প্রক্রিয়ায় যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তাহাদিগকেই যজ্ঞের দ্বার বলা যাইতে পারে। সেই হিসাবে, শুদ্ধসত্ত্ব লক্ষ্যে যে সকল উপায়পরম্পরা অবলম্বন করার আবশ্যক, যে কর্ম্মে অন্তরে সেই সত্ত্বাদের উদয় হয়, আমরা 'দ্বারা' পদে সেই 'শুদ্ধসত্ত্বজনকানি কর্ম্মাণি' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। তত্ত্বদর্শিজন সত্ত্বভাবপরিবর্দ্ধক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন,—শেষাংশে এই ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। * (৮অ-১খ-১সূ ৯সা)।

—— • ——

দশমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দশমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সমীচীনাস আশত হোতারঃ সপ্তজানয়ঃ।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
পদমেকস্য পিপ্রতঃ ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সমীচীনাসঃ' (সমীচীনাঃ—অভিজ্ঞাঃ, কর্ম্মাভিজ্ঞাঃ ইত্যর্থঃ) 'জানয়ঃ' (জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নাঃ অর্চ্চকাঃ ইতি ভাবঃ) 'একস্য' (একমেবাদ্বিতীয়স্য শুদ্ধসত্ত্বরূপস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'পদং' (স্থানং, স্বরূপং অধিষ্ঠানং ইত্যর্থঃ) 'পিপ্রতঃ' (পূরয়ন্তি, উৎকর্ষসম্পন্নং কুর্ব্বন্তি ইতি যাবৎ)। তেন প্রীতিযুক্তঃ সন সঃ ভগবান্ 'সপ্তহোতারঃ' (সপ্তধামভিঃ, নিখিলবিশ্বব্যাপনাৎ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, ষষ্ঠ ঋক্)। এই মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"স্তুতিকারী পুরাতন অভীষ্টবর্ষী সোমের মনুষ্যগণ যজ্ঞের দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছেন।" মন্ত্রের 'হরসঃ' পদের ব্যাখ্যায় 'আহারকারী' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যের অর্থ আহরণকারী। তার পর, বিবরণকারের মতে ঐ পদে 'দীপ্তিসম্পন্ন' অর্থ পরিগৃহীত হয়। 'হরসে দীপ্তৌ' এই অর্থে 'হরসঃ' পদের 'দীপ্তিসম্পন্ন' অর্থ বিবরণকার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'আহারকারী' অর্থ কেহই অধ্যাহার করেন নাই। ব্যাখ্যাকার আপনার অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে একটা 'নূতন কিছু' করিয়া গিয়াছেন।

দেবতাবানাং আহ্বোতারং) 'আশত' (ব্যাপ্নোতি)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। ভগবৎ-প্রীণনায় আত্মনঃ উৎকর্ষসাধনং বিধেয়ং। অতঃ আত্মোৎকর্ষসাধনায় বয়ং প্রবুদ্ধাঃ ভবাম ইতি ভাবঃ। (৮অ—১খ—১সূ ১০সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সমীচীন অর্থাৎ কর্ম্মাভিজ্ঞ জ্ঞানদৃষ্টি-সম্পন্ন অর্চ্চনাকারিগণ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ একমেবাদ্বিতীয় ভগবানের অধিষ্ঠান হৃদয়কে উৎকর্ষ-সম্পন্ন করেন। তাহাতে প্রীত হইয়া ভগবান, সেই নিখিল বিশ্বের দেবভাব-সমূহের আহ্বানকারীদিগকে ব্যাপ্ত করেন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত আত্মার উৎকর্ষসাধন একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব আত্মোৎকর্ষ-সাধনের জন্য আমরা যেন প্রবুদ্ধ হই। (৮অ—১খ—১সূ—১০সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সমীচীনাসঃ' সমীচীনাঃ 'জানয়ঃ' জাতিসদৃশাঃ 'একস্য' সোমস্য 'পদং' স্থানং 'পিপ্রতঃ' পূরয়ন্তঃ 'সপ্ত হোতারঃ' যজ্ঞে 'আশত' ব্যাপ্নুবন্তি। 'আশত'—'আসত'—ইতি পাঠৌ, 'জানয়ঃ'—'জাময়ঃ' ইতি চ। (৮অ-১খ ১সূ-১০সা)।

* * *

দশম (১১২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'জানয়ঃ', 'সপ্তহোতারঃ' প্রভৃতি পদ বিশেষ সমস্যামূলক। ভাষ্যে ঐ দুই পদ প্রায় একই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভাষ্যে উহার অর্থ হইয়াছে—'জাতিসদৃশাঃ'; কিন্তু বিবরণগ্রন্থে 'সপ্তজানয়ঃ' রূপে ব্যাখ্যাত হইয়া, সেই 'সপ্তজানয়ঃ' পদের পরিচয়ে 'হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, আচ্ছাবাক ও আগ্নীধ্র' প্রভৃতি সপ্তপ্রকার হোতার নাম উল্লিখিত দেখি। কিন্তু 'জানয়ঃ' পদে বিবরণকারের অনুসরণে, যাঁহারা কর্ম্মের ক্রমপদ্ধতি অবগত আছেন, তাহাদিগকেই বুঝাইতেছে। সে হিসাবে, যাঁহারা অভিজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্মাভিজ্ঞ, তাঁহারাই 'জানয়ঃ'। তদনুসারে আমরা 'জানয়ঃ' পদের 'জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কর্ম্মের জ্ঞান—অর্থাৎ কর্ম্মের ক্রমপর্য্যায় ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা না জন্মিলে, কর্ম্মের সুষ্ঠু অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় কি? কর্ম্মের কত বিভাগ শাস্ত্র গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। কর্ম্মের স্বরূপ-নির্ণয়ে পণ্ডিতগণও সময় সময় মুহ্যমান হন। সুতরাং কর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া

যাঁহারা কর্ম্ম-সাধনে অগ্রসর হন, তাঁহারাই কর্ম্মের সুফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই হিসাবেই 'আসয়ঃ' পদে 'জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নাঃ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

'সপ্তহোতারঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। 'হোতারঃ' পদের অর্থ—'দেবভাবানাং আহ্বাতারং'। এখানে আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছি। অন্তরে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলে, জ্ঞানবর্ত্তিকা প্রজ্বালিত হইলেই সে হৃদয়ে দেবভাবের ও দেবতার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহারাই দেবভাবসমূহকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। এখন 'সপ্ত হোতারঃ' পদের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যাদির অভিমত পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। 'সপ্ত', 'ত্রি' প্রভৃতি শব্দের বেদে বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাই। সপ্তপৃথিবী পদে 'সপ্তলোক'—বিশ্বভুবন প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। তাই 'সপ্তহোতারঃ' পদে, যাঁহারা 'সপ্তভুবন হইতে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী দেবভাব-সমূহকে আহ্বান করিয়া আনেন, তাঁহাদিগকেই বুঝাইয়া থাকে।' এই ভাবে 'সপ্তহোতারঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'সপ্তধামভিঃ, যদ্বা নিখিলবিশ্বব্যাপিনাং দেবভাবানাং আহ্বাতারং।' তাহাতে মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের অর্থ হয়—'সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান, নিখিলবিশ্বের দেবভাবসমূহের আহ্বানকারীদিগকে ব্যাপ্ত করেন' অর্থাৎ যাঁহারা সত্ত্বভাবসম্পন্ন, তাঁহাদের হৃদয়েই ভগবান অধিষ্ঠিত হন।

'একম্' পদের 'সোমম্' অর্থ ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। সোমকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহাতে ঐ 'একম্' পদের সার্থকতা অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের মতে ঐ 'একম্' পদে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে। 'সমীচীনাসঃ' এবং 'আসয়ঃ' পদের যে অর্থ আমরা পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে 'একম্' পদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভগবন্তঃ' অর্থই সুসঙ্গত। মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,—'কর্ম্মাভিজ্ঞ জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহারাই ভগবানের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন করেন।' অন্তরের উৎকর্ষ-সাধন একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা—সৎকর্ম্মের দ্বারাই সংসাধিত হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহারাই আপনার অন্তরকে ভগবানের উপযুক্ত আসনে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের হৃদয়ই ভগবানের উপযুক্ত আসন। উৎকর্ষসাধন না হইলে সে হৃদয়ে ভগবদধিষ্ঠান কদাচ সম্ভবপর হয় না। তাই মন্ত্রে প্রার্থনাকারীর সঙ্কল্পের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে 'ভগবানের উপযুক্ত আসন রূপে আমরাও যেন আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হই। আমরাও যেন জ্ঞানদৃষ্টি ও কর্ম্মশক্তি লাভ করিয়া, শুদ্ধসত্ত্বসঙ্কল্পে ভগবচ্চরণে আত্মবলিদান করিতে পারি।' * (৮অ—১খ—১সূ—১০সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, সপ্তম ঋক)। মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—'সমীচীন সপ্তবন্ধুসদৃশ একমাত্র সোমের স্থান পূরণকারী সপ্ত হোতা (যজ্ঞে) উপবেশন করেন।' এই ব্যাখ্যাও যে ভাষ্যের সম্পূর্ণ অনুসারী নহে, ভাষ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে।

একাদশং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। একাদশং সাম।)

২ ৩　১ ২　৩　১　২ ৩　১২ ৩　১ ২　৩ ২
নাভা নাভিং ন আ দদে চক্ষুষা সূর্য্যং দৃশে।

৩ ১র ২ ৩ ১　২
কবেরপত্যমা দুহে ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নাভিং' (সৎকর্ম্মণঃ মূলং—শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'নাভা' (সৎপ্রবৃত্তি-মূলে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'আদদে' (ধারয়াম); তস্মাৎ অহং 'চক্ষুষা' (জ্ঞানদৃষ্টিং লব্ধা ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যং' (প্রজ্ঞানস্বরূপং স্বপ্রকাশং বা ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'দৃশে' (দ্রষ্টুং শক্নোমি)। কিঞ্চ 'কবেঃ' (ক্রান্তকর্ম্মণঃ শুদ্ধসত্ত্বস্য ইতি ভাবঃ) 'অপত্যং' (অংশুং, সূক্ষ্মতমাংশং জ্যোতিঃ ইতি ভাবঃ) 'আদুহে' (সম্যক্ দোগ্ধুং শক্নোমি, সংজনয়ামি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোহয়ং সঙ্কল্প মূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—সদ্ভাবেন সজ্‌জ্ঞানং প্রাপ্তব্যং। অতঃ সজ্‌জ্ঞানলাভেন সৎস্বরূপস্য স্বরূপং বিজানীয়াং। (৮অ-১খ—১সূ-১১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মমূল শুদ্ধসত্ত্বকে আমাদের সৎপ্রবৃত্তিমূল হৃদয়ে যেন ধারণ করি। তদ্দ্বারা জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিয়া, আমরা যেন প্রজ্ঞানস্বরূপ স্বপ্রকাশ ভগবানকে দর্শন করিতে সমর্থ হই। অপিচ ক্রান্তকর্ম্মা শুদ্ধসত্ত্বের সূক্ষ্মতম জ্যোতিঃ যেন আমরা দোহন করিতে পারি, অর্থাৎ হৃদয়ে উৎপন্ন করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—সদ্ভাবেই সজ্‌জ্ঞান লাভ হয়। অতএব সজ্‌জ্ঞান লাভ করিয়া সৎস্বরূপের স্বরূপ যেন জানিতে পারি)। (৮অ—১খ—১সূ—১১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নাভিং' যজ্ঞস্য নাভিভূতং সোমং 'নঃ' অস্মাকং 'নাভা' নাভৌ অহং 'আদদে' সোমং পীত্ব নাভিস্থানে করোমীত্যর্থঃ। কিমর্থং? 'চক্ষুষা' 'সূর্য্যং' 'দৃশে' দ্রষ্টুং। কিঞ্চ, 'কবেঃ' ক্রান্ত-কর্ম্মণঃ সোমস্য 'অপত্যং' অংশুং 'আ দুহে' আ পূরয়ামি। 'চক্ষুষা সূর্য্যাদৃশে'— 'চক্ষুশ্চৎ সূর্য্যে সচা'—ইতি পাঠৌ। (৮অ-১খ—১সূ-১১সা)।

* * *

একাদশ (১১২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যের অর্থ বিশেষ কৌতূহলপ্রদ। ব্যাখ্যার ভাবও তদনুরূপ। ভাষ্যের মত এই যে,—'নাভিভূত সোমকে পান করিয়া আমরা আমাদের নাভিস্থানে রাখিব। কি জন্য?—না, সূর্য্য দেখিবার জন্য। অপিতু ক্রান্তকর্ম্মী সোমের অংশু আমরা পূরণ করি।' এখানেও সোম-মাদক-দ্রব্য পানের প্রসঙ্গ। মাদক-দ্রব্য পানে উন্মত্ততা-হেতু সূর্য্য একরূপ অদর্শনই হইয়া থাকেন। কিন্তু এখানে এ সোমপানে সূর্য্য-দর্শনের সামর্থ্য জন্মে; সুতরাং এ সোম—কোন্ সোম। এ সোম আবার তবে কি পদার্থ? যে সোম পান করিলে জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়, যে সোম পান করিলে সূর্য্য-দর্শনের শক্তি জন্মে, সে সোম অবশ্যই মাদক-দ্রব্য নহে। সে সোম অবশ্যই কোনও অপার্থিব সামগ্রী। তাই সেই সোম আমাদের ভগবদংশীভূত শুদ্ধসত্ত্ব। জ্ঞানদৃষ্টি—উন্মেষকারী সেই ভগবদ্বিভূতি। সদ্ভাবের উন্মেষক সেই দেবতা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

এখন মন্ত্রে আমাদের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। 'নাভিকে' মূল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। নাভি কেন্দ্র-স্থানে; নাভিতেই প্রাণ অবস্থিত। "পুরস্তাদ্বৈ নাভ্যাঃ প্রাণঃ পশ্চাদপানঃ।" নাভির পুরোভাগে প্রাণ এবং পশ্চাদ্ভাগে অপান বায়ু বিদ্যমান। যে উভয়বিধ বায়ুর—প্রাণাপান বায়ুর সংরক্ষক—তাহাই নাভিতে সংরক্ষিত। সুতরাং এক হিসাবে নাভিকে মূল বলা চলিতে পারে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'নাভিং' পদে ভাষ্যকার 'যজ্ঞস্য নাভিভূতং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই হিসাবে, পূর্ব্বোক্ত অর্থানুসারে কর্ম্মের মূল যে শুদ্ধসত্ত্ব, 'নাভিং' পদে তাহাকেই দ্যোতনা করিতেছে। ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। আবার কর্ম্মের মূল যেমন 'নাভি'; সদ্বৃত্তির মূলও সেই 'নাভি'। সদ্বৃত্তির মূল সেই 'নাভা' পদে হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি। এই ভাবে, 'নাভা নাভিম্ন আদদে' অংশের অর্থ হইয়াছে,—'সৎকর্ম্মের মূল যে শুদ্ধসত্ত্ব, তাহাকে সদ্বৃত্তিমূল হৃদয়ে যেন ধারণ করি।' 'সূর্য্যং দৃশে' বলিতে জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি।

ফলতঃ, মন্ত্রে এক আত্মোদ্বোধনার ভাব প্রকটিত হইয়াছে, বুঝা যায়। সৎকর্ম্ম-প্রভাবে সদ্বৃত্তির উন্মেষণ, সদ্বৃত্তিতে ভগবদ্বিভূতির করুণালাভে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উন্মেষণ এবং জ্ঞানের সাহায্যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি সাধকের সেই আকাঙ্ক্ষাই মন্ত্রে প্রকটিত। এখানে শুদ্ধসত্ত্বকে 'কবেঃ' বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। বিশেষণ-বিরহিতের এরূপ গুণবিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য কি? নির্গুণ গুণাতীতকে সগুণ গুণময় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত করিবার কি আবশ্যক? একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিলে তাৎপর্য্য সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। ভগবানের সন্নিকর্ষে পৌঁছিতে হইবে। সে পক্ষে তদ্গুণে গুণান্বিত ও তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে। তবে তো তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিবে। যদি গুণের অধিকারী না হইলে, গুণাতীতে পৌঁছিবে কি

প্রকারে? যদি কর্ম্মই না করিলে, কর্ম্মাতীতে পৌঁছিতে পারিবে কিরূপে—কিসের সাহায্যে! তাঁহার কর্ম্ম দেখিয়া কর্ম্ম করিতে শিখ, তাঁহার গুণবিশেষণ দেখিয়া গুণ-বিশেষণের অধিকারী হও। তবে তো গুণময়ের সন্নিকটে পৌঁছিতে পারিবে! ভগবান বলিয়াছেন,—"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে। মামনুস্মরতশ্চিত্তং মযেব প্রবিলীয়তে।" অর্থাৎ,—বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; আর ভগবানের অনুস্মরণ করিতে করিতে মানুষ ভগবানেই লীন হইয়া যায়।' ভগবানের যে রূপের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, পরমপিতার যে পুণ্যস্মৃতি অনুস্মরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নহে। তাহার উদ্দেশ্য, তাঁহার সেই রূপগুণ স্মরণ করিতে করিতে, তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্‌গুণে গুণান্বিত, তদ্ভাবে ভাবান্বিত এবং তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। যিনি যে গুণে গুণবান, তিনি সেই গুণেরই আদর করেন। লৌকিক ব্যবহারে যেমন বৈজ্ঞানিকের নিকট বৈজ্ঞানিকের আদর, ধর্ম্মপরায়ণের নিকট যেমন ধার্ম্মিকের আদর, সর্ব্বত্রেই তাহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়,—'আমাদের দেবতাকে বা ভগবানকে যেমন রূপগুণে বিভূষিত করিব, আমাদিগেরও সেইরূপ রূপগুণ-বিশেষণ প্রাপ্তির পক্ষে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কেন-না, তিনি যাহা তিনি তাহারই আদর করেন। তিনি বিশ্বকর্ম্মা, তাই তিনি সৎকর্ম্মশীলকে আদর করিয়া থাকেন; তিনি সত্য সৎস্বরূপ, তাই তাঁহার নিকট সত্যের ও সতের সমাদর; তিনি ভক্তের অনন্ত প্রস্রবণ, তাই তিনি ভক্তির ডোরে ভক্তের নিকট চির-আবদ্ধ। * (৮অ—১খ—১সূ ১১সা)।

—*—

দ্বাদশং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

অভি প্রিয়ং দিবস্পদমধ্বর্য্যুভির্গুহা হিতম্।

১ ২ ৩ ১ ২

সূরঃ পশ্যতি চক্ষসা॥ ১২ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, অষ্টমী ঋক্)। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা, "আমি যজ্ঞের নাভিভূত (সোমকে; আমাদের নাভিদেশে গ্রহণ করি। চক্ষু সূর্য্যে সঙ্গত হয়। আমি কবি (সোমের) অংশু আপূরিত করিব।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূরঃ' (শোভনবীর্য্যবন্তঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ) 'অধ্বর্য্যুভিঃ' (সাধবঃ ইতি ভাবঃ) 'চক্ষসা' (জ্ঞানদৃষ্ট্যা ইত্যর্থঃ) 'গুহা' (গুহায়াং—হৃদ্রূপায়াং ইতি ভাবঃ) 'হিতং' (নিহিতং, বিরাজমানং) দিবঃ' (পরমজ্যোতিঃসম্পন্নস্য পরমাত্মনঃ ইতি ভাবঃ) 'প্রিয়ং' (আনন্দময়ং) 'পদং' (স্থানং—অধিষ্ঠানং ইত্যর্থঃ) 'অভিপশ্যন্তি' (দর্শন্তি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যজ্ঞাপকঃ। অয়ং ভাবঃ—আত্মোৎকর্ষসম্পন্নঃ সাধকঃ জ্ঞানপ্রভাবেন পরমাত্মানং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়তি অথবা জ্ঞানদৃষ্টিপ্রভাবেন হৃদি ভগবদধিষ্ঠানং পশ্যতি। (৮অ-১খ ১সূ—১২সা)।

অথবা,

'সূরঃ' (জ্যোতিরাধারঃ, যদ্বা—সূর্য্য ইব স্বপ্রকাশঃ পরমশক্তিসম্পন্নঃ—ভগবান ইতি ভাবঃ) 'চক্ষসা' (জ্ঞানদৃষ্ট্যা, শ্রেষ্ঠজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ' (দীপ্তস্য) 'অধ্বর্য্যুভিঃ' (সাধকস্য ইতি ভাবঃ) 'গুহা' (গুহায়াং, হৃদয়ে ইতি যাবৎ) 'হিতং' (নিহিতং) 'প্রিয়ং' (পরমানন্দদায়কং) 'পদং' (স্থানং—শুদ্ধসত্ত্বরূপং ইতি ভাবঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পশ্যন্তি' (দর্শন্তি, গচ্ছতি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রঃ নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন শুদ্ধসত্ত্বরূপং ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং। ভগবান শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতে হৃদয়ে স্বয়মেব অধিতিষ্ঠতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—ভগবৎকৃপালাভায় বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্চয়েম। (৮অ ১খ—১সূ—১২সা)।

অথবা,

'চক্ষসা' (জ্ঞানদৃষ্ট্যা, যদ্বা প্রকৃষ্টজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ)'দিবঃ' (দীপ্তস্য—আত্মদৃষ্টিসম্পন্নস্য ইতি ভাবঃ) 'গুহা' (গুহায়াং, হৃদয়ে) শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপঃ ভগবান্ 'সূরঃ' (সূর্য্যঃ ইব) প্রতিভাষতে ইতি শেষঃ। অপিচ, সঃ ভগবান 'অধ্বর্য্যুভিঃ' (তেষাং জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নানাং ইতি যাবৎ) 'হিতং' (পরমমঙ্গলদায়কং) 'প্রিয়ং' (ভগবতঃ প্রীতিহেতুভূতং) 'পদং' (স্থানং—শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পশ্যতি' (দর্শন্তি, উদিতঃ ভবতি—তেষাং হৃদি ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ। (৮অ—১খ—১—১২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শোভন-বীর্য্যবন্ত অর্থাৎ আত্মদর্শী সাধক জ্ঞানদৃষ্টি-প্রভাবে (আপনার) হৃদয়রূপ গুহায় বিরাজমান পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন পরমাত্মার আনন্দময় অধিষ্ঠান দর্শন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক জ্ঞানপ্রভাবে পরমাত্মাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন অথবা জ্ঞানদৃষ্টিতে হৃদয়ে ভগবদধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন)। (৮অ—১খ—১সূ—১২সা)।

অথবা,

জ্যোতির আধার অথবা সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ পরমশক্তিসম্পন্ন ভগবান, জ্ঞানদৃষ্টির অর্থাৎ শ্রেষ্ঠজ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত সাধকের হৃদয়ে

নিহিত পরমানন্দদায়ক স্থান—শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া দর্শন করেন অর্থাৎ গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত হৃদয়ে ভগবান স্বয়ং অধিষ্ঠিত হন। অতএব সঙ্কল্প—ভগবানের কৃপালাভের নিমিত্ত আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই)। (৮অ—১খ—১সূ—১২সা)।

* * *

অথবা,

জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানের দ্বারা দীপ্ত আত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন (সাধকের) হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাসিত হন। অপিচ, সেই ভগবান, সেই জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নদিগের মঙ্গলদায়ক ভগবানের প্রীতির হেতুভূত স্থানকে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া (তাঁহাদের হৃদয়ে) উদিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যখ্যাপক)। (৮অ—১খ—১সূ—১২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুরঃ' সুবীর্য্যঃ ইন্দ্রঃ 'চক্ষসা' চক্ষুষা 'দিবঃ' দীপ্তস্য আত্মনঃ 'প্রিয়ং সদঃ' অধ্বর্য্যুভিঃ 'গুহা' গুহায়াং হৃদয়ে 'হিতং' নিহিতং পীতং সোমং 'অভি পশ্যতি'। 'প্রিয়ং'—'প্রিয়া' ইতি পাঠৌ। (৮অ—১খ—১সূ—১২সা)।

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বাদশ (১১২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞান-দৃষ্টির দ্বারা স্বরূপ উপলব্ধি হইলে ভগবান হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া দিব্যজ্যোতিঃ বিকীরণ করেন, আর সেই জ্যোতিঃ পরমপদ-প্রাপ্তির সহায়ভূত হইয়া থাকে,—মন্ত্রে এই নিত্যসত্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানদৃষ্টি-লাভের এবং শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ের কামনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

কিন্তু ভাষ্যের ভাব স্বতন্ত্র। 'সুবীর্য্য ইন্দ্রদেব আপনার পরমপ্রিয় সোমকে হৃদয়ে নিহিত দেখিতেছেন'—ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার, উভয়েরই এই অভিমত। 'দ্রোণকলসে স্থিত' সোম-'গুহায়াং হিতং' পদের এরূপ অর্থও কেহ কেহ অধ্যাহার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। সোম যে মাদক দ্রব্য এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা দেবগণকে, যজ্ঞাহর্ত্তাকে এবং ঋত্বিক হোতা প্রভৃতিকে মদ্যপ বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন কিন্তু দেবতা

কি, দেববিভূতি কি এবং তাঁহাদের গ্রহণীয় সোমই বা কি, তৎসম্বন্ধে একটু দূরদৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণের প্রয়াস পাইলে, আমরা মনে করি, ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার প্রচলিত সিদ্ধান্ত ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিত। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ড প্রবল; কর্ম্মকাণ্ডের প্রবল প্রবাহে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসমান হইয়া, কর্ম্ম কাণ্ডের অনুকূল সিদ্ধান্তই প্রকটিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

দেবতা, সোম প্রভৃতির তাৎপর্য্য ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বিবিধভাবে বিবৃত করিয়াছি। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গেও আমাদের সিদ্ধান্ত ভিন্নরূপ নহে। ভগবান বিশ্বরূপ। তাঁহার নাম রূপের অন্ত নাই। তিনি যেমন অনন্ত, তাঁহার নাম রূপ গুণও তেমনই অনন্ত। তাঁহার অনন্ত নামরূপের মধ্যে 'ইন্দ্র' তাঁহার একটী নাম। তাঁহার নামরূপকর্ম্মের অন্ত নাই বলিয়া, তিনি অনন্তকর্ম্মা বলিয়াই—অনন্ত রূপগুণে তাঁহাকে বিভূষিত করা হয়। প্রতি নামে, প্রতি রূপে, প্রতি ভাবে, তাই তাঁহাকে উদ্ভাসিত দেখি যাঁহারা 'ইন্দ্র' নামে সেই বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বেশ্বরকে উপাসনা করেন, তাঁহারা ইন্দ্র হইতেই অপর সকলের উদ্ভব বলিয়া ঘোষণা করেন, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে;" অর্থাৎ, - ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহুরূপে উৎপন্ন হন। আবার যাঁহারা বিষ্ণু হরি বা ব্রহ্মাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন তাঁহারা তাঁহাদিগকেই সর্ব্বকারণ কারণরূপে ধারণা করিয়া থাকেন। যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন। যাঁহাদিগের বোধশক্তির উন্মেষ হইয়াছে, তাঁহারা স্থিরনেত্রে স্থিরচিত্তে মহিমা দর্শন করেন।

দৃষ্টির তারতম্যানুসারেই দ্রষ্টব্য সামগ্রী বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু জগৎ যাহা আছে, তাহাই আছে। লৌকিক দৃষ্টিতে উহা একরূপ, জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে একরূপ এবং যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে উহা অন্যরূপে প্রতিভাত হয়। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন, -

"তুচ্ছাঽনির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।
জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্ব্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ॥"

অর্থাৎ,—জ্ঞানদৃষ্টিতে জগৎ তুচ্ছ, যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে উহা অনির্ব্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে উহা বাস্তব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। পরিদৃশ্যমান যে জগৎ, তৎসম্বন্ধেই যখন এইরূপ মতবিরোধ, তখন যিনি বাক্য ও মনের অতীত অবাঙ্মনসগোচর, তাঁহার সম্বন্ধে যে বহু মতবাদের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু উদ্দেশ্য এক—লক্ষ্য অভিন্ন; অথচ, জ্ঞানের বা শক্তির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন পথ পরিগ্রহণ আবশ্যক হয়। আমাদের শাস্ত্র-সমূহ যে কঠিন কঠোর ভাবে অধিকারীর ও অনধিকারীর স্তরপর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কারণ—তাঁহাদিগের পক্ষপাতিত্ব বা একদেশদর্শিতা নহে। সে কেবল জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর বিষয়ে অভিনিবেশ পক্ষে উপদেশ মাত্র। আমাদিগের দর্শন শাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই এতদুক্তির সার্থকতা উপলব্ধি হইতে পারে। সকল দর্শনেরই লক্ষ্য—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও পরমসুখসাধন। অথচ, পরিগৃহীত পন্থা বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন স্তরের অধিকারী বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হউক,—শাস্ত্রের ইহাই উদ্দেশ্য। নদী বিভিন্ন মুখে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইলেও সাগরসম্মিলনই যেমন তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য; মানুষের সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশেরও সেইরূপ লক্ষ্যই বুঝিতে

হইবে। সাগরে মিলিত হইলে, যেমন নদীর নাম রূপ সমস্ত লোপ পায়, সচ্চিদানন্দ সাগরে মিলিতে পারিলে চিত্ত-নদী সেইরূপ নামরূপ বিযুক্ত হয়। শ্রুতি (মুণ্ডকোপনিষৎ) সেই আত্মার আত্মসম্মিলন সম্বন্ধে যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

মানুষের এইরূপ লক্ষ্য হয়, শাস্ত্রেরও তাহাই লক্ষ্য। জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, নামরূপ বিমুক্ত হইয়া, মানুষ সেই পরাৎপর পরমেশ্বরে লীন হউক,—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। ইন্দ্র বায়ু, বরুণ,—যে ভাবেই যে নামে যে রূপেই মানুষ তৃপ্তি লাভ করে,—তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়, সেই নামে সেই ভাবেই ভগবদভিমুখী হওয়ার জন্য বিভিন্ন অধিকারী সম্বন্ধে সেই অনন্তকে বিভিন্ন নাম রূপে প্রকটিত করা হয়। এই ভাবে বুঝিলেই ইন্দ্রকে আর মাদকদ্রব্য প্রদান করিবার প্রবৃত্তি আসে না ; অথবা তাঁহাকে মদ্যপায়ী বলিয়াও উপলব্ধি জন্মে না। তখন তাঁহাকে যে সোম প্রদান করিবার জন্য সাধক উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকেন, সে সোম সেই মাদকতা-বিশিষ্ট সোমরস নহে। তখন জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি এই তিনের মিশ্রণে যে সুধা প্রস্তুত হয়, সে সোম তাহাই। সোম-সুধা সেই জ্ঞান-কর্ম্ম মিশ্রিত ভক্তি-সুধা।

'চক্ষসা' অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিতে যখন এই ভাব উপলব্ধ হয়, তখনই মনোমধুকর ভগবানের চরণ-কোকনদে মধুপানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। অবিরাম-গতিতে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সে কেবলই তাঁহার সন্ধানে ছুটিয়া থাকে। সে তখন বুঝিতে পারে, সেই চরণই এ সংসারের সার-সামগ্রী। সেই চরণে আশ্রয় লইতে পারিলেই তাহার সকল দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে,—তাহার সকল জ্বালার শান্তি হয়। এই জ্ঞান যখন হৃদয়ে উপজিত হয়, তখন আর অনিত্য পার্থিব সামগ্রীর প্রতি তাহার আসক্তি থাকে না। তখন সে সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সংসারের সকল মায়-মোহে জলাঞ্জলি দিয়া, সেই একই লক্ষ্যপথে ছুটিতে থাকে। সাধন-পথের অন্তরায়ের অবধি নাই। তখন কোনও অন্তরায়ই তাহার অবাধ গতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানের উন্মাদনা—এমনই তীব্র—এমনই মহান্। ভক্ত সাধক যখন সৎস্বরূপের রূপ দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন, তখন ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয়। জ্যোতিষ্মানের দিব্যজ্যোতিতে ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইতে থাকে। সংসারের মায়ামোহের যে কুজ্ঝটিকা তাঁহার হৃদয় ঘেরিয়া বসিয়া ছিল, তখন ক্রমশঃ তাহা অপসৃত হইয়া যায়। তখন সকল আকাঙ্ক্ষার—সকল কর্ম্মের—সকল দুঃখের অবসান হয়। তখন আর আত্মা পরমাত্মায় ভেদজ্ঞান থাকে না। শুদ্ধসত্ত্বই সচ্চিদানন্দরূপ, শুদ্ধসত্ত্বই সেই পরমাত্মা। ভগবানের স্বরূপজ্ঞান হৃদয়ে উপজিত হইলেই তাঁহাকে পাইবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ফলতঃ, জ্ঞানই ভগবানকে এবং তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বরূপ বিভূতি-সমূহকে হৃদয়ে সংবাহিত করিয়া আনে ; জ্ঞান-প্রভাবেই তাঁহার চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার সামর্থ্য আসে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সূরঃ' এবং 'চক্ষসা' পদদ্বয়ে এইরূপ ভাবই উপলব্ধি করি। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'জ্ঞানদৃষ্টি-সম্পন্ন আত্মদর্শিগণই অন্তরে ভগবদধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন' ; পূর্ব্বোক্ত ভাব পরম্পরায়ই এতদুক্তির সার্থকতা বলিয়া

মনে করি। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশেও সেই একই ভাব প্রকটিত। তৃতীয় অংশের ভাবও অভিন্ন। সত্ত্বাবেই সৎস্বরূপের অধিষ্ঠান। যাঁহারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া, অর্থাৎ জ্ঞানধনে ধনী হইয়া, সৎস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছেন, ভগবান সেই সজ্জনের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া তথায় আগমন করেন।' ফলতঃ, জ্ঞান এবং শুদ্ধসত্ত্বই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়,—মন্ত্র এই সত্যই প্রকটিত করিতেছে। ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। * (৮অ-১খ-৫সূ-১২সা)।

—•—

প্রথম-সূক্তে গেয়-গান।

২ ২ ২ র ১ ২১র ২৩৪৫ ২র র ১র
১। ও ৩ হো ৩ হোয়ি। প্রকাবিয়াম্। উশনে। ব্রুবাণাঃ। দেবোদেবা।

২ ১ ২৩৪৫ ২ ১ ২১ ২৩৪৫ ২র১
না ৩ জনি। মাবিবক্তী। মহিব্রতাঃ। শুচিব। ধূঃপবাকাঃ। পদাবরা।

২ ১ ২ ২ ৪ ২ ১র
হো ৩ অভি। আ ৩ ৪ ৩ য়ি। তী ৩ রা ৫ য়িভা ৬ ৫ ৬ ন্॥ প্রও৬ সানাঃ।

২১র ২৩৪৫ ২র১ ২১ ২৩৪৫ ২র১
তৃপলা। বয়ুমচ্ছা। অমাদস্তাম্। বৃষগ। ণা অয়াশুঃ। অঙ্গোষিণাম্।

২১র ৩৪৫ ২১ ১ ২ ২ ৪
পবমা। নঔ সখায়াঃ। দুর্মর্ষংবা। ণা ৩ ম্প্রা। দা ৩ ৪ ৩। ন্তী ৩ সা ৫

২র১ ২১র ২০৪৫ ২র১র ২ ১
কা ৬ ৫ ৬ ম্॥ সরোহতায়ি। উরুগা। যস্যজূতীম্। বৃথাক্রীড়া। ন্তা ৩ স্মিম।

২৩৪৫ ২র১ ২১র ২৩৪৫ ২ ২ ২
ন্তেনগাবাঃ। পরীণসাম্। কৃণুতে। তিগ্মশৃঙ্গাঃ। ও ৩ হো ৩ হোয়ি।

র১ ২১র ২ ২ ৪
দিবাহরায়িঃ। দদৃশে। না ৩ ৪ ৩। ক্তা ৩ মা ৫ জ্রা ৬ ৫ ৬ঃ॥

* • *

২র র ১ ২১র ২১র ২৩৪৫ র১র র
২। হাউহাউ। হুপ। প্রকাবিয়াম। উশনে। ব্রুবাণাঃ। দেবোদেবা।

২ ১ ২^৩৪৫ ২১ ২ ২^৩৪৫ ২২র
না ৩ জনি। মাবিবক্তী। মহিব্রতাঃ। শুচিবা ৩। ধূঃপবাকাঃ। পদাবরা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, নবম ঋক)। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"গমনশীল, দীপ্ত (ইন্দ্র) আপনার প্রিয় পদার্থ হৃদয়ে নিহিত (সোমকেও) চক্ষে দেখিতে পান।"

২ ১ ২ ২ ৪ ২ ১ র
হো ৩ অভি। আ ৩ ৪ ৩ গ্নি। তী ৩ রা ৫ গ্নিতা ৬ ৪ ৬ ন। প্রহৎসানাঃ।

২ ১ র ২ ৩ ৪ ৫ ২১র ২১ ২n৩ ৪ ৫ ২ ১র ২
ভূপলা। বযুমচ্ছা। অমাদস্তাম। বৃষগ। ণাঅয়াস্থঃ। অঙ্গোদিণাম্। পবমা।

২ ৩ ৪ ৫ ২ ১ ২ ^ ১ ২ ২ ৪
নৎ সধায়াঃ। দুর্ম্মর্ষংবা। ণা ৩ প্রব। দা ৩ ৪ ৩। তী ৩ দা ৫ কা ৬ ৫ ৬ ম॥

২ ১র ২১ র ২৩ ৪ ৫ ২১র র ২ ১ ২^৩ ৪ ৫
সযোজতাগ্নি। উরুগা। যস্তজ্‌তাম। বৃথাক্রীড়া। তা ৩ স্মিম। তেনগাদাঃ।

২১র ২ ১ র ২৩ ৪ ৫ ২র র ১ ২১র
পরাণদাম। কৃণুতে। তিগ্মশৃঙ্গাঃ। হাউহাউ। হুপ। দিবাহরাগ্নিঃ।

২ ১ র২^ ২ ৪
দদৃশোনা ৩ ৪ ৩। ক্তা ৩ মা ৫ র্জ্জা ৬ ৫ ৬ ঃ॥

* * *

২ র ১ ২ ১র — ১র ২র র১র ২র ১
৩। প্রকাবিয়াম্। উশনেবা। ব্রু ২ বাণাঃ। দেবোদেবা। নাজ্ঞনিমা।

— ১ ২ ১ ২ ১ — ১র ২ র১
বা ২ বিবক্তাগ্নি। মাহব্রতাঃ। শুচিবন্ধুঃ। পা ২ বাকাঃ। পদাবরা।

২র ১ ১র ১ ২ ১র ২ ১ র —
হোআভিয়াগ্নি। তী ২ রেভা ৩ নাউ॥ প্রহৎসানাঃ। ভূপলাবা। য়ূ ২

১ ২ র১ ২১ —১র ২ র ১ ২ ১র
মচ্ছা। অমাদস্তাম্। বৃষগণাঃ। আ ২ য়াস্থঃ। অঙ্গোষণাম্। পবমানাম্।

—১র ২ ১ ২ ১ — ১র২ ১ ২ র ১
না ২ থায়াঃ। দুর্ম্মর্ষংবা। ণংপ্রবদাঃ। তী ২ সাকা ৩ মাউ॥ সযোজতাগ্নি।

২ ১ র —১র ২ র ১র ২ ১ — ১র
উরুগায়া। স্তা ২ জ্‌তাম্। বৃথাক্রীড়া। তস্মিমতে। না ২ গাবাঃ।

২ র১ ২ ১ র — ১ ২ র১ ২১র —
পরাণসাম্। কৃণুতেভাগ্নি। গ্মা ২ শৃগাঃ। দিবাহরাগ্নিঃ। দদৃশেনা। ক্তা ২

১ ২ ১ ১ ১ ১
মৃজ্জা ৩ ১ উ। বা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

৩ ৫ ৩ ২ ৪ ৫ ২১র ২ ১ ২ ১ র ২৩ ৪ ৫
৪। হো ৪ বা। উহুবা ৩। হোবা। প্রকাবিয়াম্। উশনে। বক্রুবাণাঃ।

২র১র ২র ২ ১ ২^৩ ৪ ৫ ২ ২ ১ ২ ১ ২A ৩৪ ৫
দেবোদেবা। না ৩ জ্ঞানি। মাবিবক্তা। মহিব্রতাঃ। শুচিব। ধুঃপবাকাঃ।

২১র১১ ২ ১ ২ন৩৪৫ ২১ ১র১ ২১র ২৩৪৫
পদাবরা। তো ৩ অভি। ঐতিরেভান্। প্রচল্দাসাঃ। তৃপলা। বয়ূমচ্ছা।

২১র২১ ২১ ২৲৩৪৫ ২১র২১ ২১র ২৩৪৫
অমাদস্থাম্। বৃষগ। পাষআস্থঃ। অঙ্গোষিণাম্। পবমা। নল্দখায়াঃ।

২১২১ ২ ১ ২ন৩৪৫ ২১২১ ২১র ২ন৩৪৫
ভুর্ম্মবাবা। পা ৩ প্রব। দক্ষিসাকাম্। সযোজতাম্রি। উরুগা। যস্তুজ্তীম্।

২র২র১ ২ ১ ২৲৩৪৫ ২১র২১ ২১র ২ন৩৪৫
সুপাক্রীড়া। তা ৩ স্মিম। তেনগাবাঃ। পরীণসাম্। কুণুতে। তিগ্মশৃঙ্গাঃ।

২র২১ ২১র ২৩৪৫ ৩ ৫ ৩২
দিবাচরাধি। দদৃশে। নক্তমৃভ্রাঃ। হো ৪ বা। উহুবা ৩।

৫ ৫
হোবা ৬ হাউবা। ১-১২।*

— • —

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অসৃগ্রমিন্দবঃ পথা ধর্ম্মন্নৃতস্য সুশ্রিয়ঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিদানা অস্য যোজনা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ঋতস্য' (সত্যস্য) 'ধর্ম্মং' (ধারণগুণং, ধারণশক্তিং ইত্যর্থঃ, যদ্বা সত্যোৎপাদিকাশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'বিদানাঃ' (জানন্তঃ প্রজ্ঞাপয়ন্তঃ, যদ্বা—তেষু জ্ঞানবিশিষ্টাঃ ইত্যর্থঃ) তথা 'অস্য' (সত্যস্য) 'যোজনাঃ' (প্রযোজকাঃ) 'সুশ্রিয়ঃ' (শোভনশ্রিয়ঃ, মঙ্গলদায়কাঃ) 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'পথা' (মার্গেণ, সৎকর্ম্মসাধনেন ইতি ভাবঃ) 'অসৃগ্রং' (সৃজ্যন্তে—সাধকৈঃ ইতি শেষঃ)। অথবা 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'পথা' (সৎকর্ম্মসাধনসমর্থং মার্গং ইত্যর্থঃ) 'অসৃগ্রং' (বিজ্ঞাপয়ন্তি, প্রদর্শয়ন্তি বা ইতি ভাবঃ); অথবা সত্ত্বভাবাঃ 'পথা' (সন্মার্গেণ) 'অসৃগ্রং' (পরিচালয়ন্তি—সাধকান্ ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ।)। (৮অ ২খ ১সূ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত দ্বাদশটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারিটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম; যথাক্রমে, (১) "পার্থং" (২) "বাহারং" (৩) "প্রবস্তার্গবং" এবং (৪) "কুৎসস্যারথীয়ং।"

বঙ্গানুবাদ।

সত্যের ধারণ-শক্তি বিষয়ে জ্ঞানবিশিষ্ট অথবা সত্যোৎপাদিকা শক্তির এবং সত্যের প্রযোজক মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সাধকগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। অথবা, সত্ত্বভাব সৎকর্ম্ম সাধন-সমর্থ মার্গ প্রদর্শন করে; অথবা সত্ত্বভাব সন্মার্গে মানুষকে পরিচালিত করে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (৮অ—২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্য' অনেন যজমানেন কৃতাস্ 'যোজনা' তদ্দেবতাযোগ্যান্ সদ্ধস্কান 'বিদানাঃ' জানন্তঃ 'সুশ্রিয়ঃ' শোভনশ্রয়ণাঃ 'অসৃগ্রং' হবির্দ্ধানাৎ সৃজ্যন্তে। 'যোজনা'—'যোজনং' ইতি পাঠৌ। (৮অ-২খ—১সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১১২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

যাহা ধারণ করে, যে শক্তির বলে বস্তু বিধৃত আছে, যে শক্তি না হইলে বস্তুর অস্তিত্ব থাকিত না, তাহাই উক্ত বস্তুর ধর্ম্ম। এই দিক দিয়া প্রত্যেক বস্তুরই একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে এবং সেই ধর্ম্মবলেই বস্তুর পৃথক সত্ত্বা সম্ভবপর হয়। কিন্তু ইহা বস্তুর একটা দিকমাত্র। সমস্ত বস্তু, সমগ্র বিশ্ব—একই শক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে। উহাই বিশ্বের ধর্ম্মশক্তি। সে ধর্ম্মশক্তির মূলে আছে সত্য। ভগবান সত্যস্বরূপ। তাঁহার শক্তিই বিশেষ অনুস্যূত হইয়া আছে—সেই শক্তির বলেই বিশ্ব বিধৃত আছে এবং পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমান মন্ত্রে এই ধর্ম্মশক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। যিনি হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করিতে পারেন, তিনি এই ধর্ম্মশক্তিকে লাভ করিতে পারেন। তিনি সত্যকে লাভ করিতে সমর্থ হন। সত্য ও শুদ্ধসত্ত্ব উভয়ই ভগবানের শক্তি, উভয়ই ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা মানুষ এই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করে, সত্যস্বরূপ ভগবানের চরণে পৌঁছিতে পারে। মন্ত্রে এই চিরন্তন সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

ভাষ্যে মন্ত্র ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"সুন্দর শ্রীবশিষ্ট সোমের সম্বন্ধবিৎ সোমসমূহ যজ্ঞে সত্যপথে সৃষ্ট হইতেছেন।" ভাষ্যের সহিত এই ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ মিলন নাই। এই ব্যাখ্যায় কোন উচ্চ ভাবও পরিস্ফুট হয় নাই। "সোমের সম্বন্ধবিৎ সোমসমূহ" বাক্যাংশের কোনও অর্থই হয় না। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ভাষ্য সারও অস্পষ্ট। ভাষ্যকার 'অস্য'

পদের অর্থ করিয়াছেন,—'অনেন যজমানেন কৃতান্'। কিন্তু এই দূরার্থ যে কিরূপে সম্ভবপর হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যায়ও মূলমন্ত্রের ভাবের সহিত কোনও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। সায়ণ ভাষ্যের অনুসরণেই তাহা পরিস্ফুট হইবে। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই বিবৃত হইয়াছে। (৮অ—২খ—১সূ—১সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
প্র ধারা মধো অগ্রিয়ো মহীরপো বি গাহতে।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
হবির্হবিষু বন্দ্যঃ ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হবিঃষু' (ভগবৎপূজোপকরণেষু) 'অপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং অমৃতং) এব 'বন্দ্যঃ' (শ্রেষ্ঠং, প্রার্থনীয়ং); 'হবিঃ' (ভগবৎপূজোপকরণং) 'প্র' (প্রবর্ত্ততে—সাধকহৃদি ইতি শেষঃ); তেন সহ 'মধোঃ' (অমৃতস্য) 'মহীঃ' (মহান্) 'অগ্রিয়ঃ' (শ্রেষ্ঠঃ, মঙ্গলদায়কঃ) 'ধারা' (প্রবাহঃ) 'বি গাহতে' (সম্মিলিতঃ ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বেন অমৃতং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। (৮অ—২খ—১সূ—২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎ-পূজোপকরণ-সমূহের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বরূপ অমৃতই প্রার্থনীয়। শ্রেষ্ঠ ভগবৎ-পূজোপকরণ সাধক-হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে; তাহার সহিত অমৃতের মহান্ মঙ্গলদায়ক প্রবাহ সম্মিলিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হয়েন)। (৮অ—২খ—১সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অন্তর্গত নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হবিঃষু' হবিষাং মধ্যে 'বন্দ্যাঃ' স্তুত্যাঃ 'হবিঃস্বিরাত্মকঃ যঃ সোমঃ 'মহীঃ' মহতীঃ 'অপঃ' বসতীবরীঃ 'বিগাহতে' তস্য 'মধোঃ' সোমস্য 'অগ্রিয়ঃ' মুখ্যা ধারাঃ প্রপতন্তীত্যর্থঃ। 'মধোঃ' —'মধ্বঃ' ইতি পাঠৌ। (৮অ-২খ-১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১১২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

——————•:§:§:•————

সাধকের শক্তি ও প্রবৃত্তি-ভেদে ভগবৎপূজার উপকরণেরও পার্থক্য হয়। সেই জন্য হিন্দুধর্ম্মে বাহ্য প্রতীকোপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ ভগবদারাধনার প্রণালী বর্ত্তমান আছে। সাধক তাঁহার শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে ভগবানের আরাধনা করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন। উদার আর্য্যধর্ম্মে তাই নিম্নশ্রেণীর পূজারও স্থান আছে। মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা আছে—শক্তির তারতম্য আছে। সুতরাং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কর্ম্মের মধ্যেও পার্থক্য আছে। তাই মানুষের ভগবৎপূজাপ্রণালীর মধ্যেও পার্থক্য আছে। এই বিভিন্নতার আরও একটী বড় কারণ—হৃদয়ভাবের বিভিন্নতা। বাহ্য অনুষ্ঠান যেরূপই হউক না কেন, হৃদয় যদি নির্ম্মল হয়—পবিত্র হয়, তাহা হইলে সাধক অনায়াসেই ভগচ্চরণ লাভ করিতে পারেন। তাই বলা হইয়াছে—"হবির্হবিঃষু বন্দ্যাঃ অপঃ" ভগবৎ পূজার উপকরণের মধ্যে হৃদয়ের বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবামৃতই শ্রেষ্ঠ উপকরণ। হৃদয়ের পূজাই প্রকৃত পূজা। বাহ্যানুষ্ঠান হৃদয়ভাবের সাহায্য করিতে পারে বটে; কিন্তু উহাই সমগ্র বস্তু নয় বা হইতেও পারে না। হৃদয়ের সংযোগ ছাড়া সকল প্রকারের বাহ্যানুষ্ঠানই সমান শ্রেণীর। হৃদয়ের বিশুদ্ধ পবিত্র ভাবই বাহ্যানুষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। মন্ত্রে এই হৃদ্ভাবেরই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যিনি হৃদয়ের এই পবিত্রতা লাভ করিয়াছেন, তিনি অমৃতের অধিকারী হইতে পারেন। স্বর্গ ও নরক উভয়ই মানুষের হৃদয়। হৃদয়ভাব যদি বিশুদ্ধ পবিত্র হয়, তাহা হইলে মানুষ স্বর্গসুখ-লাভের—অমৃতত্ব-লাভের অধিকারী হইতে পারে। মানুষের হৃদয় যখন পবিত্র বিশুদ্ধ হয়, তখনই মানুষ অমৃতলাভ করিতে সমর্থ হয়। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—হৃদ্ভাবামৃতের সহিত অমৃতপ্রবাহ সম্মিলিত হয়। হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বামৃতের সহিত অমৃতপ্রবাহের সম্বন্ধ পরিকীর্ত্তনই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রে দেখিতে পাই।

ভাষ্যাদিতেও সোমপক্ষে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহার্থও উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"সোম হব্যের মধ্যে স্তুতিযোগ্য হবা, তিনি মহৎজলে বিগাহন করিতেছেন, সেই সোমের শ্রেষ্ঠ ধারানমূহ পতিত হইতেছে'। মন্ত্রের মধ্যে কোথাও সোমের উল্লেখ নাই—শুধু আছে "হবির্হবিঃষু বন্দ্যাঃ"। তাহা হইতেই ব্যাখ্যাকারগণ ধরিয়া লইয়াছেন যে, 'হবিঃ' নিশ্চয়ই—সোমরস! আমাদের

ব্যাখ্যার সঙ্গতার্থ সম্বন্ধে উপরে আলোচনা করা গিয়াছে। এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু নিষ্প্রয়োজন। * (৮অ ২খ—১সূ—২সা)॥

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
প্র যুজা বাচো অগ্রিয়ো বৃষো অচিক্রদদ্বনে।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সদ্মাভি সত্যো অধ্বরঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'অগ্রিয়ঃ' (শ্রেষ্ঠঃ, মঙ্গলদায়কঃ) 'অধ্বরঃ' (হিংসারহিতঃ, অহিংসকঃ) 'সত্যঃ' (সত্যস্বরূপঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'বনে' (বননীয়ে, জ্যোতির্ম্ময়ে, জ্যোতির্ম্ময়ং কৃত্বা ইতি ভাবঃ) 'সদ্মাভি' (গৃহং প্রতি, স্থানং প্রতি, হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'যুজাঃ' (যুক্তাং উৎকৃষ্টং শ্রেষ্ঠং) 'বাচঃ অচিক্রদৎ' (শব্দং করোতি, জ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মানবাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন পরাজ্ঞানং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (৮অ-২খ ১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক, মঙ্গলদায়ক, অহিংসক, সত্যস্বরূপ, শুদ্ধসত্ত্ব জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—মানবগণ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করে।)। (৮অ—২খ— সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অগ্রিয়ঃ' হবিষাং মধ্যে মুখ্যঃ সোমঃ 'যুজাঃ' যুক্তাঃ 'বাচঃ' প্রকরোতীত্যর্থঃ। এতদেব দর্শয়তি—'বৃষঃ' কামানাং বর্ষকঃ 'সত্যঃ' সত্যভূতঃ 'অধ্বরঃ' হিংসাবর্জ্জিতঃ সোমঃ 'সদ্ম' যজ্ঞগৃহং 'অভি' প্রতি 'বনে' উদকে অচিক্রদৎ শব্দং করোতীত্যর্থঃ। 'বৃষো' 'অচিক্রদৎ'—'বৃষাবচক্রদৎ' ইতি পাঠৌ। (৮অ ২খ—১সূ-৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১১২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রত্যেকটী বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করিলেই সত্ত্বভাব সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা। সত্ত্বভাব—অভীষ্ট-বর্ষক। মানবের বাসনা কামনার যে পর্য্যন্ত অবসান না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। অথচ প্রকৃতপক্ষে বাসনা কামনারও অন্ত নাই। কাজেই "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব" মানুষের বাসনা বাড়িয়াই যায়, অথচ বাসনার ভোগে বাসনার পরিতৃপ্তি হয় না। কামনার উপভোগে কামনা বাড়িয়াই চলে। কিন্তু কামনার শান্তি না হইলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। তবে কি মানব মুক্তি-লাভ করিবে না?—না তাহার মুক্তির উপায় আছে! সেই উপায় কামনার চরম কামনা যাহা তাহার পরিতৃপ্তি। সেই পরিতৃপ্তি লাভ সম্ভবপর হয়—ভগবানের কৃপায়। তিনি যখন মানবকে অমৃতবিন্দু দান করেন, তখন মানবের চির-জীবনের সকল পিপাসা দূরীভূত হয়, হৃদয় পরাশান্তিতে পরিপ্লুত হয়। তখন জীবনের কোন দুঃখকষ্ট, বাসনা কামনা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহার জীবনের চরম অভীষ্ট সাধিত হয়। তাই ভগবান অভীষ্ট-বর্ষক। তাঁহার শক্তি—শুদ্ধসত্ত্বেও তাই এই অভীষ্টবর্ষক গুণ বর্ত্তমান।

যাঁহার জীবনের সমস্ত কামনা বাসনার অবসান হইয়াছে—তিনি পরম মঙ্গলের সন্ধান পান। হৃদয় মনের বিভ্রম উৎপাদনকারী কামনা না থাকাতে মন বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। শুদ্ধসত্ত্বের কল্যাণে পবিত্র হৃদয়ে পরাজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, জীবনের আবিলতা কালিমা দূরীভূত হইয়া যায়। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের এই মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতের ঐক্য নাই। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"অভীষ্টবর্ষী, সত্যভূত, হিংসাবর্জ্জিত, প্রধান সোম যজ্ঞগৃহাভিমুখে জলযুক্ত শব্দ করিতেছেন"। * (৮অ-২খ ১সূ-৩সা)॥

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
পরি যৎ কাব্যা কবির্নৃম্ণা পুনানো অর্ষতি।

১র ৩ ১ ২
স্বর্ব্বাজী সিষাসতি॥ ৪ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'কবিঃ' (ক্রান্তকর্ম্মা, কর্ম্মকুশলঃ, পরাজ্ঞানদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইত্যর্থঃ 'যৎ' (যদা) 'নৃম্ণা' (বলেন সহ, আত্মশক্তিযুতানি ইত্যর্থঃ) 'কাব্যা (স্তোত্রাণি) 'পরিঅর্ষতি' (পরিগচ্ছতি, প্রাপ্নোতি সাধকাৎ ইতি যাবৎ) তদা 'স্বর্ব্বাজী' (ঐশীশক্তিসম্পন্নঃ সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) সাধকং 'সিষাসতি' (ব্যাপ্নোতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ঐকান্তিকয়া প্রার্থনয়া শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ—২খ ১সূ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক পরাজ্ঞানদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব যখন আত্মশক্তিযুত স্তোত্র সাধক হইতে প্রাপ্ত হয়েন, তখন ঐশীশক্তিসম্পন্ন সেই শুদ্ধসত্ত্ব সেই সাধককে ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধক ঐকান্তিক প্রার্থনা দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (৮অ—২খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'কবিঃ' ক্রান্তকর্ম্মা সোমঃ 'নৃম্ণা' নৃম্ণানি বলানি 'পুনানঃ' শোধয়ন 'কাব্যা' কাব্যানি কবি-কর্ম্মাণি স্তোত্রাণি 'যৎ' যদা 'পরি অর্ষতি' পরিগচ্ছতি, তদা 'স্বঃ' স্বর্গে 'বাজী' বলবান্ ইন্দ্রঃ 'সিষাসতি' যাগং প্রত্যাসন্নং স্বকীয়ং বলং সম্ভক্তুমিচ্ছতি। 'পুনানঃ'—'বসানঃ'—ইতি পাঠৌ॥ (৮অ—২খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (১১২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে নানাবিধ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতেরও ঐক্য নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"কবি সোম ধন গ্রহণ করতঃ যখন স্তোত্র অবগত হন, তখন স্বর্গে বলবান্ (ইন্দ্র) বল প্রকাশ করেন।" এই ব্যাখ্যা কিয়ৎ-পরিমাণে ভাষ্যানুসারী কিন্তু সর্ব্বত্র ভাষ্যের সহিতও ঐক্য নাই। ভাষ্যকার 'নৃম্ণা' পদের অর্থ করিয়াছেন—'বলেন'; কিন্তু অনুবাদকার উক্তপদে 'ধন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকারেরও তাহাই মত। কিন্তু আমাদের ধারণা—বর্ত্তমান স্থলে ভাষ্যকার-সম্মত 'বল,' 'আত্মশক্তি' অর্থই অধিকতর সঙ্গত। মন্ত্রের অন্যত্র 'স্বর্ব্বাজী' পদ থাকায় আমাদের মতই সমর্থিত হইতেছে। শক্তি শক্তির অনুগামী। যাহার মধ্যে শক্তির বিকাশ সম্ভাবনা, সেখানেই শক্তির খেলা পরিদৃষ্ট হয়। যে সাধক আত্মশক্তি-লাভে সমুৎসুক, শক্তির আধার ভগবান্ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়েন। তাই মন্ত্রান্তর্গত শক্তিবাচক 'নৃম্ণা' এবং 'স্বর্ব্বাজী' পদদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ

সূচিত হইতেছে। 'নৃপণা' পদের ধনবাচক অর্থ গ্রহণ করিলেও উপরে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদের অর্থ পরিষ্কার হয় না। "কবি সোম ধন গ্রহণ করত:" বাক্যাংশের কোনও পরিষ্কার অর্থ হয় না। বিশেষতঃ সোম ধন গ্রহণ করিলে পর স্বর্গে ইন্দ্র বল প্রকাশ করিবেন, ইহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'স্বর্ব্বাজী' 'সিষাসতি' পদদ্বয়ে মধ্যে 'বলপ্রকাশ করার' কোন ভাব পাওয়া যায় না। 'সিষাসতি' পদ ইচ্ছার্থক ধাতুমূলক। সুতরাং ইহার মধ্যে 'বল প্রকাশ করা' ভাব মোটেই আসে না। ভাষ্যকার এবং তাঁহার অনুসারিগণ 'স্বর্ব্বাজী' পদে স্বর্গের বলবান ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মন্ত্রে ইন্দ্রের কোনও প্রসঙ্গ নাই। আমরা এখানে ইন্দ্রের প্রসঙ্গ আনিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। 'স্বর্ব্বাজী' পদে ঐশীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে। 'স্বঃ' অর্থ স্বর্গ এবং 'বাজী' পদের অর্থ শক্তিসম্পন্ন। সুতরাং উভয় পদের একত্র অর্থ হয় -'ঐশীশক্তিসম্পন্ন'। উহা শুদ্ধসত্ত্বের প্রকৃত বিশেষণ। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি। তাই আমরা মনে করি, উক্ত পদে ভগবৎ-শক্তি শুদ্ধসত্ত্বকেই নির্দ্দেশ করে।

'পুনানঃ' পদে 'পবিত্রকারকঃ' অর্থই সঙ্গত হয়। এখানে 'শোধ্যমান' অর্থ করার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। বর্ত্তমান মন্ত্রের মূলভাব এই যে, সাধক যখন আত্মশক্তিলাভে উন্মুখ হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন, তখন ভগবান কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদানকরতঃ সাধকের পবিত্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। শক্তিস্বরূপ তিনি, প্রার্থনাকারীকে আত্মশক্তি প্রদান করে, শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকের হৃদয় ঐশীশক্তিতে পরিপূর্ণ হয়—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য * (৮অ ২খ -১সূ ৪সা)॥

—— • ——

পঞ্চমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১২   ৩ ২উ   ৩   ২ ৩   ১   ২
পবমানো অভি স্পৃধো বিশো রাজেব সীদতি।

১ ২ ৩ ১ ২   ৩ ১ ২
যদীমৃণ্বন্তি বেধসঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'বেধসঃ' (সৎকর্ম্মসাধকাঃ) 'ঈং' (এনং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'ঋণ্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি, হৃদি সমুৎপাদয়ন্তি) তদা 'রাজা ইব' (রাজা যথা প্রজানাং শত্রূন বিনাশয়তি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তবঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'স্পৃধঃ বিশঃ' (স্পর্দ্ধমানান্ লোকান্, সৎকর্ম্ম-বিঘাতকান্ রিপূন্ ইতি ভাবঃ) 'অভিসীদ'তি' (নাশয়িতুং অভিগচ্ছতি, বিনাশয়তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকহৃদি পরাজ্ঞানে উৎপন্নে সতি তে রিপুজয়িনঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ ॥ (৮অ ২খ ১সূ ৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখন সৎকর্ম্মসাধকগণ পরাজ্ঞানকে হৃদয়ে সমুৎপাদন করেন, তখন রাজা যেমন প্রজাদের শত্রু বিনাশ করেন, সেইরূপভাবে পবিত্রকারক সেই শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্ম্ম-ঘাতক রিপুদিগকে বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধক-হৃদয়ে পরাজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাঁহারা রিপুজয়ী হয়েন।) ॥ (৮অ—২খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যং' যদা 'ঈং' এনং সোমং 'বেধসঃ' কর্ম্মণাং কর্ত্তারঃ ঋত্বিজঃ 'ঋণ্বন্তি' প্রেরয়ন্তি, তদা 'পবমানঃ' ক্ষরন্নেব সোমঃ 'স্পৃধঃ' স্পর্দ্ধমানান যাগবিঘ্নকারিণঃ রাক্ষসাদীন্ 'অভি সীদতি' নাশয়িতুমভিগচ্ছতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ— বিশঃ রাজা ইব' যথা রাজা বিশঃ স্পর্দ্ধমানান্ মনুষ্যান্ নাশয়িতুম ভিগচ্ছতি তদ্বৎ। (৮অ—২খ—১সূ ৫সা)।

* * *

পঞ্চম (১১৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ যে পর্য্যন্ত নিজের হৃদয়কে পবিত্র করিতে না পারে, যে পর্য্যন্ত না তাহার মনের আবিলতা কালিমা দূরীভূত হয়, সে পর্য্যন্ত সে রিপুদের অধীন থাকে। অন্ধকারেই ভূতের ভয় স্বাভাবিক। ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারেই চোর দস্যুগণ তাহাদের ধ্বংস-কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়। আলোকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্ধকার পলায়ন করে, সেইরূপ-ভাবে সেই অন্ধকারের অনুসঙ্গী দস্যুতস্করগণও দূরীভূত হয়। মানুষের হৃদয়েও যে পর্য্যন্ত অজ্ঞানতা থাকে, সেই পর্য্যন্ত মানুষ রিপুকবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। অজ্ঞানতাবশতঃ সে ভালমন্দ বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় না। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম, কাঁচে কাঞ্চন-ভ্রম তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাই অজ্ঞান মানুষ আপাতঃ মনোহর সুখের পশ্চাতে ধাবমান হয়, তাহার জীবনের সমস্ত শক্তি অসার কাজে নিয়োজিত করিয়া নিজেকে হীন ও ঘৃণ্য করিয়া তুলে। কিন্তু জ্ঞানালোকের আবির্ভাবে তাহা আর সম্ভবপর হয় না। আলোকে বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হয়, মানুষ ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে, জীবনের চরম উদ্দেশ্য বাছিয়া লইতে সমর্থ হয়। যে পর্য্যন্ত না তাহা সম্ভবপর হয়, সে পর্য্যন্ত মানুষ অন্ধকারে

হাতড়াইতে থাকে। জীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট হয় না। এই যে জ্ঞানালোক, তাহা পবিত্র হৃদয়েই আবির্ভূত হয়। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষ যখন তাহার হৃদয় হইতে সমস্ত মলিনতা কালিমা দূরীভূত করিতে পারে, কর্ম্মের দ্বারা অকর্ম্ম ও অপকর্ম্মকে বিনষ্ট করিতে পারে, তখনই হৃদয়ে প্রকৃত জ্ঞান উপজিত হয়। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতা নষ্ট হয়, সুতরাং আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে।

মন্ত্রে একটী উপমা আছে- "রাজা ইব" অর্থাৎ রাজা যেমন তাঁহার প্রজাদের কল্যাণের জন্য তাঁহাদের শত্রু বিনাশ করেন, সেইরূপভাবে জ্ঞানও মানবের মঙ্গলের জন্য তাহাদের অন্তরস্থিত রিপুদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। জ্ঞান এখানে মানবের হৃদয়রাজ্যের রাজা। সেই জ্ঞানই মানবের হৃদয় হইতে মানবের চিরন্তন শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাকে উন্নতির পথে প্রেরণা দিতে পারে। তাই বলা হইয়াছে- হৃদয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইলে মানব রিপুজয়ী হয়। মন্ত্রের মধ্যে জ্ঞানের এই মহিমাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই, "যখন কর্ম্মকর্ত্তাগণ এই সোম প্রেরণ করেন, তখন গমনশীল সোম রাজার ন্যায় যজ্ঞ-বিঘ্নকারী মনুষ্যগণের অভিমুখে গমন করে" ব্যাখ্যা পরিষ্কার হয় নাই। প্রচলিত ব্যাখ্যানুযায়ী সোমরস শোধনের ধারণা এখানে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু 'ঈং' পদে আমরা সর্ব্বত্রই 'জ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও অর্থ-ব্যত্যয়ের কোন কারণ দেখি না। 'ঈং' পদে 'জ্ঞান' অর্থেই মন্ত্রের প্রকৃত ভাব রক্ষিত হয় বলিয়া আমরা মনে করি।* (৮অ-২খ ১সূ-৫সা)॥

---*---

ষষ্ঠং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
অব্যা বারে পরি প্রিয়ো হরির্ব্বনেষু সীদতি।

৩ ১ ২ ৩ ২
রেভো বনুষ্যতে মতী॥ ৬॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রিয়ঃ' (লোকানাং পরমপ্রিয়ঃ, মঙ্গলসাধকঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'বনেষু' (জ্যোতিঃষু, জ্যোতির্ম্ময়ে ইতি ভাবঃ) 'অব্যা বারে' (অব্যয়ে জ্ঞানপ্রবাহে,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, উনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে ইত্যর্থঃ) 'পরিসীদতি' (নিষণ্ণো ভবতি, অধিতিষ্ঠতি); সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'মতী' (মত্যা, স্তুত্যা, প্রার্থনয়া) 'বসুয্যতে' (সেব্যতে, প্রীতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'রেভঃ' (শব্দং কুর্ব্বন্, জ্ঞানং প্রগচ্ছতি ইত্যর্থঃ) প্রার্থনাকারিভ্যঃ ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরাজ্ঞানং শুদ্ধসত্ত্বেন সহ সম্মিলিতং ভবতি। প্রার্থনাপরায়ণাঃ সাধকাঃ নিত্যজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ - ২খ ১সূ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

লোকদিগের মঙ্গলসাধক পাপহারক সত্ত্বভাব জ্যোতির্ম্ময় নিত্যজ্ঞান-প্রবাহে অধিষ্ঠান করেন; সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রার্থনা দ্বারা প্রীত হইয়া প্রার্থনা-কারীদিগকে জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—পরাজ্ঞান শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হয়; প্রার্থনাপরায়ণ সাধক নিত্যজ্ঞান লাভ করেন।)॥ (৮অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'প্রিয়ঃ' দেবানাং প্রিয়তমঃ এব সোমঃ 'বনেষু' উদকেষু সম্পৃক্তঃ 'অব্যাঃ' অবেঃ 'বারে' বালে 'পরি সীদতি'। কিঞ্চ 'রেভঃ' অভিষব-বেলায়াং উপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্ 'মতী' মত্যা স্তুত্যা 'বসুয্যতে' সেব্যতে॥ (৮অ - ২খ - ১সূ—৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (১১৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনার শক্তি অসীম। আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, 'হরিনাম হইতে হরি বড়'। এই প্রচলিত বাক্যের একটা নিগূঢ় অর্থ আছে। ভগবানের নাম ভগবানের বাঙ্ময় প্রতীক। সাধারণ মানুষ ভগবানের দর্শন লাভ করিতে পারে না। তাহারা ভগবৎগুণানুকীর্ত্তন, নাম-স্মরণ বন্দনা প্রভৃতির মধ্য দিয়াই ভগবানের পরিচয় লাভ করে। তাই সাধারণ মানবের নিকট ভগবান হইতে ভগবানের নাম বড়। এই নাম অথবা প্রার্থনাই মানুষকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়। প্রার্থনা মানুষকে আত্মদৃষ্টি প্রদান করে, মানুষ আপনার ভুলভ্রান্তি অপরাধের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করে, কাজেই তাহা দূর করিবার চেষ্টা আসে। নিজের অপরাধের প্রতি সচেতন হওয়ার হৃদয় মন নম্র হইয়া উঠে, জগতের অন্যান্য সকলের প্রতি সমবেদনা জন্মে, জগতের প্রতি শ্রদ্ধা আসে। আপনার ভুলভ্রান্তি দর্শন করিয়া ভগবানের নিকট শক্তিলাভের জন্য তিনি প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন। ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হয়, জ্ঞানজ্যোতিঃর বিকাশ হয়। তাই বলা হইয়াছে—প্রার্থনাকারী নিত্যজ্ঞান লাভ করেন।

শুদ্ধসত্ত্বের সহিত নিত্যজ্ঞানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারেন তাঁহারা পরাজ্ঞান লাভের অধিকারী হয়েন। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের অন্য ভাব পরিলক্ষিত হয়। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতেই তাহা উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হরিদ্বর্ণ প্রিয় সোম জলসম্পৃক্ত হইয়া মেষ-লোমোপরি উপবেশন করেন এবং শব্দ-করতঃ স্তুতি-সেবা করেন।" * (৮অ ২খ—১সূ-৬সা)।

—— • ——

সপ্তমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
স বায়ুমিন্দ্রমশ্বিনা সাকং মদেন গচ্ছতি।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
রণা যো অস্য ধর্ম্মণা॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ সাধকঃ) 'অস্য' (প্রসিদ্ধস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'ধর্ম্মণা রণা' (ধারণশক্ত্যা সহ রমতে) রক্ষাশক্তিং লভতে ইতি ভাবঃ 'সঃ' (সঃ সাধকঃ) 'মদেন' (পরমানন্দেন) 'সাকং' (সহ) 'বায়ুং' (আশুমুক্তিদায়কং দেবং) 'ইন্দ্রং' (ঐশ্বর্য্যাধিপতি দেবং) তথা 'অশ্বিনা' (অশ্বিনৌ, আধিব্যাধিনাশকৌ দেবৌ) 'গচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন লোকানাং সর্ব্বাভীষ্টং লভ্যতে—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ—২খ—১সূ—৭সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সাধক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বের ধারণশক্তির সহিত রমণ করেন অর্থাৎ রক্ষাশক্তি লাভ করেন সেই সাধক পরমানন্দের সহিত আশুমুক্তিদায়ক দেবতা ঐশ্বর্য্যাধিপতিদেবতা এবং আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা লোকের সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়।)॥ (৮অ—২খ—১সূ—৭সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' যজমানঃ 'অস্ত' সোমস্য 'ধর্ম্মভিঃ' কর্ম্মভিঃ ক্রয়ণাভিষবাদিভিঃ 'রণা' রমতে, 'সঃ' যজমানঃ 'বায়ুং' 'ইন্দ্রং' 'অশ্বিনা' 'অশ্বিনৌ চ 'মদেন' 'সাকং' সহ 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি॥ ৭॥

* * *

সপ্তম (১৯৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ কাঙ্গাল, মনুষ্য দুর্ব্বল। ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা সে সর্ব্বদাই আক্রান্ত হয়। তাই সেই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য সে অনন্তকাল ধরিয়া চেষ্টাকরিয়া আসিতেছে। মানুষের মধ্যে পূর্ণত্বের বীজ রহিয়াছে, সে চায়—পূর্ণ হইতে, পূর্ণত্বের আস্বাদ অনুভব করিতে। তাই যাহাতে তাহার পরম অভীষ্টলাভ করিতে পারিবে বলিয়া মনে করে, সে তাহারই পশ্চাতে ছুটে। কিরূপে ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অমৃতের আস্বাদ অনুভব করিবে সে তাহারই সন্ধানে ব্যাপৃত আছে। অনন্তকাল ধরিয়া মানুষের মনে এই অনুপ্রেরণা আছে। এই অনুসন্ধিৎসা হইতেই ভারতীয় দর্শনের জন্ম। প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্রের সার কথা জগৎ দুঃখময়; প্রত্যেক দর্শনের উদ্দেশ্য—দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় নির্দ্ধারণ। শুধু তাই নয়, হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যেক শাস্ত্রগ্রন্থ উদ্দেশ্য মানুষকে দুঃখ ও অপূর্ণতা হইতে মুক্তিদান।

কিন্তু উচ্চ আধ্যাত্মিক উপদেশ বা দার্শনিক জ্ঞান লাভ করা সাধারণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। উচ্চাঙ্গের উপদেশ ধারণ করা, অথবা তদনুরূপ সাধনা দ্বারা অধ্যাত্ম-জীবন উন্নত করা অতিশয় কঠিন কার্য্য—বিশেষতঃ নিম্নস্তরের সাধক ধর্ম্মসাধনাকে নিরস শুষ্ক জিনিষ বলিয়া মনে করে। মোক্ষলাভ ভগবৎ-প্রাপ্তি প্রভৃতি বস্তু তাহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। তাই সাধারণ মানবের দৈনন্দিন আশা-আকাঙ্ক্ষার বস্তুর প্রলোভন দেখাইয়া মানুষকে ধর্ম্ম জীবনের দিকে আকৃষ্ট করিতে হয়। তাই স্বর্গ নরক প্রভৃতির কল্পনা। মানুষের দুর্ব্বল চিত্তকে সবল করিতে, বাসনা-কামনা বিজড়িত মনকে শাখাশ্বিত করিতে, মলিন হৃদয়কে পবিত্র, সংযত করিতে, এই উপায় খুবই প্রয়োজনীয়। পাপীকে নরকের ভয় দেখাইয়া পাপ পথ হইতে নিবৃত্ত করা হয়, সাধারণ মানুষকে স্বর্গের চিত্র দেখাইয়া সৎ পথে প্রবর্ত্তিত করা হয়। বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুধর্ম্মে স্বর্গের স্থান খুব উচ্চে নয়। এমন কি স্বর্গকামনা করা উচ্চশ্রেণীর সাধকের পক্ষে অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। যাঁহারা সাধনার উচ্চস্তরে গিয়াছেন তাঁহারা জানিতে পারেন যে স্বর্গভোগ কিছুই নয়, অতি তুচ্ছ জিনিষ। মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য—ভূমানন্দ। কিন্তু ভূমানন্দের স্বরূপ সাধারণ মানুষকে বুঝাইয়া দেওয়া শক্ত। তাই তাহার নিত্য-পরিচিত সুখ দুঃখের দ্বারা পাপ-পুণ্যের ফলাফল বর্ণনা করা হয়।

বর্ত্তমান মন্ত্রে বলা হইয়াছে—যিনি শুদ্ধসত্ত্বের রক্ষাশক্তি লাভ করেন তিনি বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন। ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। মানুষ ধনের ঐশ্বর্য্যের

কাঙ্গাল। একটা কাণাকড়ির জন্য সে প্রাণান্ত করিতে প্রস্তুত। তাই তাহাকে বলা হইতেছে—মানুষ! তুমি সামান্য ধনের জন্য লালায়িত, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন কর দেখিবে তুমি পরমৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে লাভ করিতে পারিবে। অষ্টসিদ্ধি তোমার চরণতলে লুটাইবে। ধনলোভী মানুষ সহজেই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সৎপথে জীবনকে পরিচালিত করিবে। অবশেষে সাধক যখন সাধনার উচ্চস্তরে উপনীত হয়েন তখন দেখিতে পান যে সাধারণ ধনৈশ্বর্য্য অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি কাকবিষ্টার ন্যায় হেয় বস্তু। তখন পরমধন লাভের জন্য মানুষ আপনার সমগ্রশক্তি নিয়োজিত করে ও তাহা লাভ করিয়া ধন্য হয়। মানুষের অশান্তির এক প্রধান কারণ—আধিব্যাধি। প্রাকৃতিক কারণে মানুষ রোগজ্বালায় জর্জ্জরিত। সে এই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের উপায় অন্বেষণ করে। তাই তাহাকে বলা হইতেছে রোগে শোকে মুহ্যমান মানব! তুমি হৃদয় পবিত্র নির্ম্মল কর, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার কর দেখিবে তোমার সর্ব্বব্যাধি নিবারিত হইবে, তুমি নিরোগ সুস্থ সবল শরীরে অটুট স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে পারিবে। রোগ-জর্জ্জরিত মানবের নিকট এই আশার বাণী, আনন্দের বারতা আনিয়া দেয়। তাই সে তাহার দৈহিক স্বাস্থ্য লাভের জন্য দেবতার শরণাপন্ন হয়। ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পায়—এ দেহ প্রকৃত 'আমির' একটা বাহ্য আবরণ মাত্র; ইহার দুঃখ প্রকৃত 'আমিকে' স্পর্শ করিতে পারে না বটে, কিন্তু আত্মার রোগের জন্য মানুষ সত্যসত্যই দুর্ব্বল অকর্ম্মণ্য হয়। সুতরাং সেই ভবব্যাধি নিবারণ করা চাই। সেই প্রেরণায় মানুষ সৎ পথে অগ্রসর হয় ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করে। তাই ঐশ্বর্য লাভ ও রোগশান্তির সহিত মুক্তিলাভের উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে। মুক্তিলাভ যে মানব জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য তাহা যাহাতে মানুষ ভুলিয়া না যায়, সেই জন্য ঐশ্বর্য্য লাভও রোগশান্তির সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভের কথাও বলা হইয়াছে।

সাধারণ মানুষ ধর্ম্ম-জগতে শিশুস্থানীয়। ছোট শিশুকে যেমন নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া পাঠাভ্যাসে রত করান হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম জগতের শিশুদের জন্যও সেরূপ প্রলোভনের প্রয়োজন। শিশুর নিকট প্রথম পাঠাভ্যাস যেরূপ নিরস বলিয়া মনে হয় ধর্ম্মজগতের শিশুস্থানীয় সাধারণ মানবও ধর্ম্মসাধনকে সেইরূপ নীরস বলিয়া মনে করে। অভ্যাসে ক্রমশঃ এই নীরসতা দূরীভূত হয়। ধর্ম্মের বিমল আনন্দে তাহার জীবন ভরপুর হইয়া উঠে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্মসাধনা প্রয়োজন, সেই সাধনার দ্বারাই জীবনের চরম সার্থকতা সম্পাদিত হয়। তখন তিনি জানিতে পারেন সুখৈশ্বর্য্য লাভের প্রলোভন "লেখাপড়া শিখে যেই গাড়ীঘোড়া চড়ে সেই" প্রভৃতির প্রলোভনের মতই অসার।

এই মন্ত্রে ধর্ম্মজগতের শিশুস্থানীয় সাধারণ মানবকে ধর্ম্মসাধনে উদ্বোদ্ধ করা হইয়াছে। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন হইলে মানবের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট সিদ্ধ হয়—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। * (৮অ-২খ—১সূ—৭সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, উনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

অষ্টমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমং সাম)।

২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ মিত্রে বরুণে ভগে মধোঃ পবন্ত ঊর্ম্ময়ঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিদানা অস্য শক্মভিঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

যে সাধকাঃ 'মিত্রে' (মিত্রস্বরূপায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বরুণে' (বরুণায়, অভীষ্টবর্ষকায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ভগে' (ভগায়, পরমৈশ্বর্য্যদাত্রে দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'মধোঃ' (অমৃতস্য, সত্ত্বভাবামৃতস্য) 'ঊর্ম্ময়ঃ' (তরঙ্গাঃ, প্রবাহং ইত্যর্থঃ) 'আ পবন্তে' (বিশেষেণ ক্ষরন্তি, তেষাং হৃদি সমুৎপাদয়ন্তি ইতি ভাবঃ) 'বিদানাঃ' (জানন্তঃ, জ্ঞানিনঃ তে) 'অস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'শক্মভিঃ' (সুখৈঃ, পরমানন্দৈঃ সহ) সম্মিলিতাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ পরমানন্দং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৮অ-২খ—১সূ-৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সাধকগণ মিত্র-স্বরূপদেব, অভীষ্টবর্ষকদেব পরমৈশ্বর্য্যদাতাদেবতাকে লাভ করিবার জন্য সত্ত্বভাবামৃতের প্রবাহকে বিশেষরূপে তাঁহাদের হৃদয়ে সমুৎপাদন করেন, জ্ঞানী তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বের পরমানন্দের সহিত সম্মিলিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে পরমানন্দ লাভ করেন।)॥ (৮অ—২খ—১সূ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যেষাং যজমানানাং 'মধোঃ' সোমস্য 'ঊর্ম্ময়ঃ' তরঙ্গাঃ 'মিত্রাবরুণা' মিত্রাবরুণৌ দেবৌ 'ভগং' ভগাখ্যং দেবঞ্চ প্রতি 'পবন্তে' ক্ষরন্তি, তে যজমানাঃ 'অস্য' সোমস্য ইদং সোমং 'বিদানাঃ' জানন্তঃ 'শক্মভিঃ' সুখৈঃ সঙ্গচ্ছন্ত ইতি শেষঃ। (৮অ-২খ-১সূ—৮সা)।

* * *

অষ্টম (১১৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞানই মানুষকে সত্যপথে পরিচালিত করিতে পারে। জ্ঞানবলে মানুষ আপনার জীবনের চরম লক্ষ্য স্থির করিয়া সেই লক্ষ্যসাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা জ্ঞানালোকে সাধনমার্গের বিঘ্ন অজ্ঞানতার ঘনতমসা ভেদ করিয়া জীবনের সুদূর লক্ষ্য স্থির করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহারা আপাতমনোহর এই সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে অভিভূত না হইয়া বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, তাই মায়া মরীচিকা লোভ মোহ প্রভৃতি তাঁহাদিগকে পথভ্রান্ত করিতে পারে না। তাঁহারা মানবের শত্রুদিগের কুহেলিকা জাল ছিন্ন করিয়া সর্ব্বাভীষ্টদায়ক ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হয়েন। তাঁহার চরণামৃত পান করিবার জন্য সাধকগন ঐকান্তিকতার সহিত সাধনায় রত হয়েন।

শুদ্ধসত্ত্ব মানবকে অমৃতত্ব প্রদান করে। তাই জ্ঞানী সাধক হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হয়েন। শুদ্ধসত্ত্ব মানবকে ভূমানন্দ প্রদান করে। যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, যাঁহারা একান্তভাবে তাঁহারই চরণে আত্মসমর্পণ করেন তাঁহারা ভগবানের কৃপায় অমৃতত্বের অধিকারী হয়েন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। যথা,—"(যাহাদের) সোমের তরঙ্গ মিত্র, বরুণ ও ভগদেবের অভিমুখে ক্ষরিত হয়, (তাহারা) এই সোমকে বিদিত হইয়া সুখ লাভ করে।"

ভাষ্যকার মন্ত্রান্তর্গত "মিত্রে বরুণে ভগে" পদসমূহের ব্যাখ্যায় 'মিত্রাবরুণা ভগং' প্রভৃতি ঋগ্বেদীয় পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মতে উক্ত পদত্রয়ে চতুর্থী বিভক্তি ব্যবহারই সঙ্গত। তাহাতে অর্থের একটা সৌষ্ঠব সাধিত হয়। বিবরণকারও এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। 'অস্য' পদেও ভাষ্যকার বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া উক্ত পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সোমস্য, ইদং সোমং" এবং 'বিদানাঃ' পদকে ক্রিয়ারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—সোমকে জানিয়া সুখের সহিত মিলিত হয়েন। 'সোম' শব্দে যদি 'সোমরস' অর্থ করা হয় তাহা হইলে মন্ত্রের কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কারণ সোমরস নামক মাদক দ্রব্যকে আবার জানিতে হইবে কিরূপে? মূল মন্ত্রে অবশ্য সোমের কোনও উল্লেখ নাই। 'সোম' শব্দে যদি সোমরসনামক মাদকদ্রব্য ব্যতীত অন্য কোনও ঐশীশক্তিসম্পন্ন বস্তুকে লক্ষ্য করে তাহা হইলে 'বিদানাঃ' পদের ক্রিয়ার্থক 'জানন্তঃ' অর্থের কতকটা সঙ্গতি রক্ষিত হয়। তবুও এখানে 'অস্য' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়া ষষ্ঠ্যন্ত অর্থ রাখাই অধিকতর সঙ্গত। তাহাতে ষষ্ঠ্যন্ত 'মধোঃ' পদের সহিত 'অস্য' পদের সম্বন্ধ রক্ষিত হয়। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অধিগত হইবে। * (৮অ—২খ—১সূ—৮সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

নবমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অস্মভ্যং রোদসী রয়িং মধ্বো বাজস্য সাতয়ে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

শ্রবো বসূনি সঞ্জিতম্ ॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রোদসী' (হে দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকৌ!) যুবাং 'মধ্বঃ' (অমৃতস্য) তথা 'বাজস্য' (আত্মশক্ত্যাঃ) 'সাতয়ে' (প্রাপ্তয়ে) 'অস্মভ্যং' 'রয়িং' (পরমধনং) 'শ্রবঃ' (শ্রেয়ং, সুকীর্ত্তিং ইত্যর্থঃ) তথা 'বসূনি' (ধনানি) 'সংজিতং' (সঞ্জয়স্তং, প্রযচ্ছতাং ইত্যর্থঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্। কৃপয়া অস্মভ্যং অমৃতপ্রাপকং পরমধনং প্রযচ্ছ— ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৮অ—২খ-১সূ ৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যুলোকভূলোক! আপনারা অমৃতের এবং আত্মশক্তির প্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে পরমধন সুকীর্ত্তি এবং ধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে অমৃতপ্রাপক পরমধন প্রদান করুন)। (৮অ—২খ—১সূ—৯সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ! যুবাং 'মধ্বঃ' দেবানাং মাদয়িতুঃ 'বাজস্য' সোমাত্মকস্যান্নস্য 'সাতয়ে' লাভায় 'অস্মভ্যং' 'রয়িং' ধনং 'শ্রবঃ' অন্নঞ্চ 'বসূনি' বাসকান্যন্যান্যপি পশ্বাদীনি 'সঞ্জিতং' সঞ্জয়ন্তং প্রযচ্ছতমিত্যর্থঃ। (৮অ—২খ-১সূ—৯সা)॥

* * *

নবম (১১৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে দ্যুলোক-ভূলোককে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের নিকট অমৃত-রূপ পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। দ্যাবাপৃথিবী অথবা দ্যুলোক-ভূলোক সমগ্র-বিশ্বের অথবা বিশ্ববাসী দেবতাগণের প্রতীক। অর্থাৎ বিশ্ব-স্বরূপ পরম-দেবতাকেই দ্যুলোক-ভূলোক

বলা হইয়াছে। তাই বেদের অন্যত্র আমরা দ্যুলোক-ভূলোককে, সকল দেবতার পিতামাতা-রূপে বর্ণিত দেখিতে পাই। দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব ভগবানের একটা প্রকাশ মাত্র। সাধারণতঃ দ্যাবাপৃথিবী পদে পৃথিবী ও স্বর্গ অর্থ করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারে পৃথিবী ও স্বর্গ বলিলে যাহা বুঝায় তাহার নিকট অমৃত লাভের জন্য প্রার্থনার কি অর্থ থাকিতে পারে? এই মাটীর পৃথিবী, এই পাপতাপ জর্জ্জরিত পৃথিবী মানুষকে কিরূপে অমৃত দান করিতে পারে? আবার স্বর্গ বলিতে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বুঝায় তাহা হইলে দ্যুলোক বা স্বর্গের নিকট প্রার্থনারও কোন অর্থ থাকে না। বস্তুতঃ দ্যুলোক ও ভূলোক এই উভয় একত্রে সমগ্র বিশ্বকে বুঝায়, শুধু তাই নয়; এই বিশ্বাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেও লক্ষ্য করে। জগতে যাহা কিছু আছে—'সু' 'কু' স্বর্গ নরক সমস্তই তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে। সংস্কার-বদ্ধ মানবের নিকট যাহা 'পাপ' 'পুণ্য' 'সু' 'কু' বলিয়া পরিচিত, অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ সেই পরমপুরুষে তাহা সমস্তই বর্ত্তমান আছে। কারণ তিনিই একমাত্র সত্তা। দৃশ্য ও অদৃশ্য, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমস্তই তিনি। পাপ-পুণ্য তিনি, স্বর্গ নরক তিনি, সুখ-দুঃখ তিনি। তাঁহাতেই সমস্ত বর্ত্তমান আছে, তাই দ্যাবাপৃথিবী, দ্যুলোকভূলোক তাঁহার প্রতীক। এই মন্ত্রে সেই পরমপুরুষের নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সেই প্রার্থনা—অমৃতলাভের জন্য। মানবের মনে অমৃতলাভের আকাঙ্ক্ষা চিরবর্ত্তমান। মানব অমৃতময় পুরুষের নিকট হইতে আসিয়াছে, তাই তাহার মনে সেই অমৃতত্বের ক্ষীণ স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। কাহারও বা এই স্মৃতি অতিশয় প্রবল থাকে। তাঁহারা জগতের সমস্ত অসার বস্তু পরিত্যাগ করিয়া "হংসৈঃ যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ" প্রকৃত সদ্বস্তুর সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। সাধনার প্রভাবে ক্রমশঃ বিনষ্টপ্রায় সেই স্মৃতি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। অবশেষে তিনি অমৃতসমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করেন।

সাধারণ মানুষের মনেও যতই ক্ষীণভাবে হউক না কেন, এই স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। মানুষ যতই কেন পাপী অধঃপতিত হউক, তাহার অন্তরের অন্তরে অমৃতের সাড়া জাগিবেই জাগিবে। মানুষ মোহমায়ার সংসারের প্রলোভনে যতই ডুবিয়া থাকুক মোহতমসাবিজড়িত জীবনের মধ্যেও অনন্তপুরুষের মোহন বাঁশীর অমৃত প্রবাহের সাড়া জাগে। মানুষ হয়তঃ তাহা অগ্রাহ্য করে, হয়তঃ বা জীবনসংগ্রামের তাড়নায় তৎপ্রতি মনোযোগ দিতে পারে না। কিন্তু সেই আহ্বান সে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে পারে না। মনে হয় কোথায় যেন কি ছিল, কি যেন হারাইয়া গিয়াছে, জীবনের মাঝে কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা লুক্কায়িত আছে। যিনি সৌভাগ্যবান, তিনি সে শূন্যতাবোধের কারণ অনুসন্ধান করেন, এবং তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টার ফল—ভগবচ্চরণে অমৃত লাভের প্রার্থনা। বর্ত্তমান মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান মন্ত্রে অমৃতলাভের জন্য প্রার্থনা হইলেও তাহা একটু দূরভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অমৃতের অনুভূতি জাগিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা পূর্ণোজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। তাই সনও কীর্ত্তির মধ্য দিয়া অমৃতের প্রার্থনা আসিয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত

হইল, "হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা মদকর (সোমরূপ) অন্নলাভার্থে আমাদিগকে ধন, অন্ন ও বসু দান কর।" * (৮অ ২খ-১সূ-৯সা)।

— * —

দশমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দশমং সাম।)

২ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ তে দক্ষং ময়োভুবং বহ্নিমদ্যা বৃণীমহে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'তে' (তব সম্বন্ধি) 'ময়োভুবং (সুখস্য ভাবয়িতারং, সুখকরং) 'পুরুস্পৃহং' (বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং, সর্ব্বৈরাকাঙ্ক্ষনীয়ং) 'পান্তং' (শত্রুভ্যো রক্ষকং, রিপুনাশকং) 'বহ্নিং' (জ্ঞানং, পরমধনপ্রাপকং) 'দক্ষং' (বলং, প্রজ্ঞানশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'আ' (বিশেষেণ) 'বৃণীমহে' (প্রার্থয়ামঃ—বয়ং ইতি শেষঃ) মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্। অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং আত্মশক্তিং চ প্রদেহি—ইতি ভাবঃ। (৮অ—২খ ১সূ—১০সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনার সম্বন্ধি সুখকর সর্ব্বলোকস্পৃহণীয় রিপুনাশক ও পরমধনপ্রাপক প্রজ্ঞানশক্তি আমরা নিত্যকাল বিশেষরূপে প্রার্থনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবান্! আমাদিগকে পরাজ্ঞান এবং আত্মশক্তি প্রদান করুন)। (৮অ—২খ—১সূ—১০সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে সোম! যষ্টারো বয়ং 'তে' তব সম্ভূতং 'দক্ষং' বলং 'অদ্য' অস্মিন যাগদিনে 'আ' আভিমুখ্যেন 'বৃণীমহে' সম্ভজামহে। কীদৃশং? 'ময়োভুবং' সুখস্য ভাবকং 'বহ্নিং' ধনাদীনাং প্রাপকং 'পান্তং' শত্রুভ্যো রক্ষকং 'পুরুস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং কামানাং। ১।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দশম (১১৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পরাজ্ঞান ও আত্মশক্তি লাভের জন্য এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সিদ্ধিলাভের মূল কারণ—শক্তি। শক্তি লাভ না করিতে পারিলে জীবনে উন্নতি লাভ অসম্ভব। প্রজ্ঞানশক্তি ও ভাবশক্তির সাহায্যে মানুষ আপনার অভীষ্ট সম্পাদন করিতে পারে। তাই, সেই শক্তিসাগর ভগবানের চরণে শক্তিলাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বহ্নিং' পদ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা এ স্থলে ঐ পদের অর্থে ভাষ্যকারের অনুসরণ করিয়াছি। 'বহ্নিং' পদে আমরা পূর্ব্বাপর জ্ঞানবহ্নি অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু এ স্থলে তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি—ভগবৎপ্রাপ্তি। স্বরূপ-জ্ঞান ভিন্ন সে অবস্থায় মানুষ কোন মতেই পৌঁছিতে পারে না। ভগবৎপ্রাপ্তিই পরমধন লাভ। সুতরাং জ্ঞানের পূর্ণ-পরিণতিতে জ্ঞানাধার ভগবৎ প্রাপ্তি-রূপ পরমধন লাভ হয়। এই তাৎপর্য্যেই আমরা 'বহ্নিং' পদের 'পরমধনপ্রাপকং' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের অন্তর্গত অন্যান্য পদের তাৎপর্য্য আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রকটিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। * (৮অ ২খ—১স—১০সা)।

—•—

একাদশং সাম।

(দ্বিতীয়া খণ্ডঃ। প্রথমং সুক্তং। একাদশং সাম।)
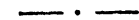
২ ৩১র ২১ ৩ ২উ ৩১ ২৩ ১২
আ মন্দ্রমা বরেণ্যমা বিপ্রমা মনীষিণম্।

২ ৩১ ২৩ ১২
পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'মন্দ্রং' (পরমানন্দদায়কং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি); 'বরেণ্যং' (সর্ব্বৈষাং বরণীয়ং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি); 'বিপ্রং' (মেধাবিনং, জ্ঞানস্বরূপং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি) 'মনীষিণং' (মনস ঈশা ভবন্তং, স্তুতিমন্তং পরমপূজ্যং ইত্যর্থঃ) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি);

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের অষ্টাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ-আর্চ্চিকেও (৩প ৫অ—৪খ—২সা) এ মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়।

হে দেব! 'পান্তং' (সর্ব্বেষাং রক্ষকং) 'পুরুস্পৃহং' (বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ উদ্বোধনখ্যাপকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। অহং সর্ব্বতোভাবেন ভগবন্তং আরাধয়ামি—ইতি ভাবঃ। (৮অ ২খ—১সূ ১১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! পরমানন্দদায়ক আপনাকে আরাধনা করিতেছি; সকলের বরণীয় আপনাকে আরাধনা করিতেছি; জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে আরাধনা করিতেছি; পরমপূজ্য আপনাকে আরাধনা করিতেছি; হে দেব! সকলের রক্ষক, সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় আপনাকে আরাধনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং উদ্বোধনখ্যাপক। ভাব এই যে,—আমি যেন সর্ব্বতোভাবে ভগবানকে আরাধনা করি)॥ (৮অ—২খ—১সূ—১১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'মন্দ্রং' মদকরং স্তুত্যং বা ত্বাং 'আ বৃণীমহে' 'বরেণ্যং' সর্ব্বৈর্বরণীয়ং সম্ভজনীয়ঞ্চ; কিঞ্চ 'বিপ্রং' মেধাবিনং ত্বাং তথা 'মনীষিণং' মনস ঈষা মনীষা তদ্বন্তং স্তুতিমন্তং বা আবৃণীমহে। প্রত্যেকং বিশেষণাপেক্ষয়া আ ইত্যুপসর্গঃ কৃতঃ; কিঞ্চ 'পান্তং' সর্ব্বেষাং রক্ষকং 'পুরুস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং চ ত্বাং সম্ভজামহে। (৮অ ২খ ১সূ ১১সা)।

* * *

একাদশ (১১৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবানের মহিমাপ্রখ্যাপক। প্রার্থনার মধ্যে আত্মোদ্বোধনের ভাবও আছে। মন্ত্রের প্রার্থনায় ঐকান্তিকতা পরিস্ফুট। সাধকের মনে যত প্রকার ভগবদ্বিভূতির কথা উদয় হইয়াছে, তিনি সেই সেই প্রত্যেক ভাবকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন।

তিনি—'মন্দ্রং'—মদকর, আনন্দদায়ক। তাঁহার পরমানন্দের অনুভূতি যিনি জীবনে লাভ করিতে পারেন তাঁহার সেই নেশা কখনও নষ্ট হয় না। তিনি চিরজীবন সেই স্বর্গীয় নেশায় ভরপুর থাকেন। ভগবানের নিকট হইতেই সেই পরমানন্দধারা প্রবাহিত হয় এবং মানুষকে সেই ধারায় পরিপ্লাবিত করে। তাই তিনি 'মন্দ্রং'।

তিনি—বরেণ্য। জগতের সকলই তাঁহাকে লাভ করিতে চায়, তিনিই প্রকৃতপক্ষে একমাত্র বরেণ্য। মানুষের আশা কামনার একমাত্র পূর্ণকারী তিনি, তাই তাঁহাকে লাভ করিলে মানুষের পাইবার কিছু আর বাকী থাকে না। তাই সকলেই তাঁহাকে পাইতে চায়।

তিনি—বিপ্রং—জ্ঞানস্বরূপ। সকল জ্ঞানের আধার তিনি। সত্তাং জ্ঞানং অনন্তং তিনি। জ্ঞানাধার জ্ঞানময় তাঁহা হইতেই জগতে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত হয়। তিনি—মনীষি। তিনি—পান্তং—জগতের রক্ষক। তাঁহার শক্তিবলেই জগৎ বাঁচিয়া আছে। তিনি জগতের প্রাণস্বরূপ। জগতের শত্রুগণ হইতে দুর্ব্বল মানুষকে তিনিই রক্ষা করেন তাই তিনি 'পুরুস্পৃহং'—সকলের আকাঙ্ক্ষণীয়। প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা তাহার কোন কারণ বুঝিতে পারি নাই। মন্ত্রের প্রত্যেক শব্দ ভগবানকে লক্ষ্য করে, আমরা ভগবদর্থেই মন্ত্রটীকে গ্রহণ করিয়াছি। * (৮অ—২খ—১সূ—১১সা)।

—•—

দ্বাদশং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বাদশং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ র ৩ ১ ২ ৩ ২
আ রয়িমা সুচেতুনমা সুক্রতো তনূষ্বা।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুক্রতো' (হে শোভনপ্রজ্ঞ। হে জ্ঞান-স্বরূপ।) তব 'রয়িং' (পরমধনং) বয়ং 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ ইত্যর্থঃ); তব 'সুচেতুনং' (সুজ্ঞানং, পরাজ্ঞানং) বয়ং 'আ' (বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ) তথা 'তনূষু' (অস্মাকং পুত্রপৌত্রাদিষু। তব পরমধনং পরাজ্ঞানঞ্চ 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ); হে দেব! 'পান্তং' (সর্ব্বেষাং রক্ষকং) ত্বাং 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ); হে দেব! 'পান্তং' (সর্ব্বেষাং, রক্ষকং) ত্বাং 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রাপ্তুং প্রার্থয়ামঃ) বয়ং ইতি শেষঃ; 'পুরুস্পৃহং' (সর্ব্বৈঃ স্পৃহণীয়ং, সর্ব্বারাধনীয়ং) ত্বাং বয়ং 'আ' (আ বৃণীমহে, সম্ভজামহে; প্রাপ্তুং প্রার্থয়ামঃ ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং অস্মাকং পুত্রপৌত্রাদিভ্যঃ চ পরাজ্ঞানং পরমধনঞ্চ প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ ২খ—১সূ—১২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের ঊনত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞান-স্বরূপ! আপনার পরমধন আমরা প্রার্থনা করিতেছি; আপনার পরাজ্ঞান আমরা প্রার্থনা করিতেছি; এবং আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদিতে আপনার পরমধন এবং পরাজ্ঞান প্রার্থনা করিতেছি; হে দেব! সকলের রক্ষক আপনাকে পাইবার জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি; সর্ব্বারাধনীয় আপনাকে পাইবার জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে এবং আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদিকে পরাজ্ঞান ও পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৮অ—২খ—৭সু—১২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সুক্রতো' শোভন-প্রজ্ঞ সোম! ত্বদীয়ং 'রয়িং' ধনং বয়ং 'আ' বৃণীমহে। কিঞ্চ, 'সুচেতুনং'। চিতী সংজ্ঞানে (ভ্বা॰ প॰) অস্মাৎ ঔণাদিক উন প্রত্যয়ঃ। সুজ্ঞানঞ্চ। কিঞ্চ 'তনূষু' অস্মৎপুত্রেষু চ ধনং সুজ্ঞানঞ্চ ত্বং 'আ' বিদেহি যদ্বা পুত্রার্থং বয়মাবৃণীমহে। তথা 'পান্তং' সর্ব্বস্য রক্ষকং 'পুরুস্পৃহং' বহুভির্যাষ্টৃভিঃ কাম্যমানং ত্বাং সম্ভজামহে॥ ১২॥

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

• • •

দ্বাদশ (১১৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই প্রার্থনার মধ্যে একটা বিশেষত্ব এই যে, সাধকের প্রার্থনা কেবলমাত্র নিজেদের মঙ্গলের জন্য নয়,—এ প্রার্থনা পুত্রপৌত্রাদির জন্যও বটে। কিসের জন্য এই প্রার্থনা? সাংসারিক ধনদৌলত ঐশ্বর্য্য বিলাসিতার জন্য কি? তাহা মোটেই নয়। পুত্রপৌত্রাদি যাহাতে পরমধন লাভ করিতে পারে, যাহাতে তাহারা পরাজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, সেই জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। মাতাপিতা মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পার্থিব শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। তাঁহারা সর্ব্বদাই সন্তানের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। জন্ম অথবা জন্মের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মাতাপিতা সন্তানের মঙ্গলসাধনের জন্য সচেষ্ট থাকেন এবং ইহজীবনে সেই চেষ্টার বিরাম হয় না। শুধু তাই নয়, ইহজীবনের পরে পরলোকে গিয়াও তাঁহারা সন্তানের মঙ্গলকামনায় রত থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সন্তান পিতামাতার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ অংশ জুড়িয়া থাকে। ইহার কারণও আছে। 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্র'—মানুষ নিজেই পুত্ররূপে আবার জন্মগ্রহণ করে; সুতরাং পুত্র মানুষের নিজেরই প্রতিরূপ। সেই জন্যই সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য মাতাপিতা এত উদ্‌গ্রীব থাকেন। সন্তানের অমঙ্গল ঘটিলে তাহা মাতাপিতাকেও স্পর্শ করে—

সন্তানের অধঃপতনে তাঁহারাও পতিত হয়েন। এই জন্যও মাতাপিতা সন্তানের মঙ্গলের জন্য সদা জাগ্রত।

এই গেল একদিকের কথা। অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলে মানুষের অমরত্ব সাধিত হয় এই সন্তানের মধ্য দিয়া। মানবজগৎ সন্তানের মধ্য দিয়া বাঁচিয়া আছে। লোক-প্রবাহ রক্ষিত হইতেছে এই সন্তানের দ্বারা। ইহা ভগবানের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। জগৎ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ভগবানের সামীপ্যলাভ করিবে,—ইহাই ভগবানের ইচ্ছা। সুতরাং সন্তান যদি সৎ মহৎ না হয় তাহা হইলে ভগবদিচ্ছার—বিশ্বমঙ্গলনীতির প্রতিকূলতা করা হয়। এই প্রতিকূলতাচরণের জন্য মানুষকে কোন না কোন উপায়ে শাস্তিভোগ করিতেই হইবে।

মনুষ্যের মধ্যে সন্তানের মঙ্গল কামনা স্বাভাবিক। বিশ্বমঙ্গলনীতির বশেই মানুষ সন্তানের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন হয়—পশুজগৎও এই নিয়মের বহির্ভূত নয়। সন্তানের মঙ্গলসাধনের জন্য স্বাভাবিক প্রেরণা মানুষের মনে চিরজাগরুক থাকে, এবং সকলেই সন্তানের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট হয়। কিন্তু কি উপায়ে প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা না থাকায় সদিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গল ডাকিয়া আনেন। রুগ্নসন্তানের প্রতি মমতাবশতঃ মা হয়তো বিষতুল্য আপাতঃ-মুখরোচক কুপথ্য তাহার মুখে তুলিয়া দেন। তিনি তাঁহার অজ্ঞানতাবশতঃ মনে করেন সন্তান যদি সাময়িক একটু শান্তি ও তৃপ্তি পায় তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু দূরদৃষ্টির অভাববশতঃ তিনি বুঝিতে পারেন না যে, এই সাময়িক সুখাভাষ মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে। দৈনন্দিন জীবনে যেমন, ধর্ম্মজীবনেও সেইরূপ অজ্ঞানতাবশতঃ মাতাপিতা সন্তানের অধঃ-পতনের কারণ হয়েন। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী তাঁহারাই সন্তানকে প্রকৃত মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে পারেন এবং তদনুরূপ প্রার্থনায় আত্মনিয়োগ করেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে এইরূপ একটী প্রার্থনার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধক প্রথমতঃ নিজের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রার্থিত বিষয়—পরমধন পরাজ্ঞান। পরাজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি সম্ভবপর নয়। মুক্তিই মানবের চরম লক্ষ্য, জীবনের পরম উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। তাই সাধক তাঁহার চরণেই আপনার আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিয়াছেন। কিন্তু সন্তানের প্রকৃত মঙ্গলকামী পিতামাতা কেবলমাত্র নিজেদের জন্য প্রার্থনা করিয়াই নিবৃত্ত হইতে পারেন না। তাঁহারা চাহেন—তাঁহাদের প্রতীকস্বরূপ সন্তানের অক্ষয় মঙ্গল। সেই মঙ্গল কেবলমাত্র ভগবৎ-পরায়ণতার দ্বারা—পরাজ্ঞানলাভের দ্বারা প্রাপ্তব্য। তাই সাধক মাতাপিতাস্বরূপ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—"দয়াময় প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক তোমার অধম সন্তানদিগকে পরাজ্ঞান শ্রদ্ধাভক্তি প্রদান করুন, যাহাতে তাহারা তোমার চরণতলে পৌঁছিতে পারে।" মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনার ইহাই সার মর্ম্ম। * (৮অ-২খ—১সূ-১২সা)।

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের ত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ঃ খণ্ড।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১
মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা
২ ৩২৩১২উ ৩ ২ ৩ ২
বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
কবিঁ সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নঃ
১ ২ ৩ ২
পাত্রং জনয়ন্তঃ দেবাঃ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'মূর্দ্ধানং' (শিরোভূতং) 'পৃথিব্যাঃ' (মর্ত্তলোকস্য, মর্ত্ত্যানাং) 'অরতিং' (গন্তারং, ব্যাপকং, গতিকারকং) 'বৈশ্বানরং' (সর্ব্বেষাং নরাণাং সম্বন্ধিনং) 'ঋতে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণি) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'জাতং' (উৎপন্নং) 'কবিং' (মেধাবিনং, সর্ব্বদর্শিনং) 'সম্রাজং' (সম্যক্ রাজমানং, সর্ব্বপ্রকাশশীলং) 'অতিথিং' (হবির্ব্বাহকং, অতিথিবৎ পূজ্যং) 'আসন্' (দেবানাং মুখস্বরূপং, সত্ত্বভাবগ্রাহকং) 'পাত্রং' (পাতারং, রক্ষকং) 'অগ্নিং' (অগ্নিদেবং, জ্ঞানস্বরূপং) 'নঃ' (অস্মাকং মধ্যে) 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ) 'আ জনয়ন্ত' (সর্ব্বতোভাবেন জনয়ন্, জনয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। সত্ত্বভাবসমন্বিতেন সৎকর্ম্মণা অশেষক্লেশনাশী জ্ঞানাগ্নিরুৎপদ্যতে ইতি ভাবঃ। (৮অ—৩খ ১সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকের মস্তকস্থানীয়, মর্ত্তলোকের গতিকারক, বিশ্ববাসী নরগণের সৎকর্ম্ম হইতে সর্ব্বতোভাবে উৎপন্ন, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বপ্রকাশশীল, হবির্ব্বাহক, সত্ত্বভাবগ্রহণকারী পরিত্রাতা, সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে, আমাদিগের মধ্যে দেবভাবসমূহ উৎপন্ন করিয়াছেন। (ভাব এই যে,—

সত্ত্বভাবসহযুত সৎকর্ম্মের দ্বারা অশেষশক্তিশালী জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়।)॥ (৮অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মূর্দ্ধানং' শিরোভূতং, কস্য? 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'পৃথিব্যাঃ' প্রথিতায়াঃ ভূমেঃ 'অরতিং' গন্তারং। যদ্বা, গন্তারং স্বামিনং। 'বৈশ্বানরং' বিশ্বেষাং নরাণাং সম্বন্ধিনং, 'ঋতে' ঋতমিতি সত্যস্য যজ্ঞস্য বা নাম (নিঘ০ ৩।১০।৬)। নিমিত্ত-সপ্তম্যেষা (২।৩।৩৬ বা০)। ঋতনিমিত্তং 'আ' আভিমুখ্যেন জাতং সৃষ্ট্যাদাবুৎপন্নং 'কবিং' ক্রান্তদর্শিনং 'সম্রাজং' সম্যগ্রাজমানং 'জনানাং' যজমানানাং 'অতিথিং' হবির্বহনায় সততং গন্তারং। যদ্বা, অতিথিবৎ পূজ্যং 'আসন' আসনি। দ্বিতীয়ার্থে সপ্তমী (৩।১।৮৫) অগ্নি-লক্ষণেনাস্যেন হি দেবা হবীংষি ভুঞ্জতে। 'নঃ' অস্মাকং 'পাত্রং' পাতারং রক্ষকং বৈশ্বানরমগ্নিং 'দেবাঃ' স্তোতারঃ ঋত্বিজঃ দেবা এব বা 'আ জনয়ন্ত' যজ্ঞাভিমুখ্যেন অজীজনন অরণ্যোঃ সকাশাৎ উৎপাদয়ন্। 'আসন্নঃ পাত্রং'—'আসন্নাপাত্রং' – ইতি পাঠৌ॥ (৮অ—৩খ ১সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১১৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

দেবভাব হইতে—শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রভাবে - জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হন। এ সামের ইহাই মুখ্য বক্তব্য। দ্বিতীয় বক্তব্য—সেই জ্ঞানাগ্নি কি প্রকার?

এখানে যে পরিদৃশ্যমান জ্বলন্ত অগ্নিকে মাত্র লক্ষ্য নাই, অগ্নিদেবের বিশেষণ কয়েকটীতে তাহা প্রতিপন্ন হয়। ঐ সকল বিশেষণের বিষয় বহু স্থানে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তদালোচনায় বিরত রহিলাম।

এখানে কেবল দুইটী বিষয় বিশেষভাবে আমাদের লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম—"বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিং"। দ্বিতীয়—"জনয়ন্ত দেবাঃ"। ইহার প্রথম অংশের অর্থ—'সকল লোকের ঋত হইতে উৎপন্ন অগ্নিকে।' দ্বিতীয় অংশের অর্থ—'দেবগণ উৎপন্ন করেন।'

এই দুইটী বিষয় লইয়াই বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার এবং অর্থোৎপত্তি-বিষয়ে মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার 'ঋত' পদে যজ্ঞ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তাহা হইতে যজ্ঞে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়,- এই ভাব আসিয়াছে। 'দেবাঃ' পদে, তিনি 'ঋত্বিক্-গণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং 'জনয়ন্ত' পদে, অরণি-কাষ্ঠ হইতে ঋত্বিক্‌গণ যে অগ্নিকে উৎপাদিত করেন এই ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে ঐরূপ ব্যাখ্যাই অধুনা প্রচলিত। অরণি-কাষ্ঠ দ্বারা ঋত্বিকেরা যজ্ঞক্ষেত্রে যে অগ্নি প্রজ্বালিত করেন, তাঁহারই বিষয়

ঐ মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাঁহারই মাহাত্ম্য কথা মন্ত্রে পরিকীর্ত্তিত আছে, ইহাই এখানকার ভাষ্য-ব্যাখ্যার অভিমত।

যে দুই বাক্যাংশ লক্ষ্য করিয়া ব্যাখ্যাকারগণ পূর্ব্বোক্ত-রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ঐ দুই মন্ত্রাংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আবার আমাদের ব্যাখ্যা অন্য পন্থা পরিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রথম 'ঋত' পদ। ঐ পদের প্রধান অর্থ—'পরব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান।' তাহা হইতে ক্রমশঃ যজ্ঞ অর্থ আসিয়াছে। তাহাতে ভাব পাওয়া যায় এই যে, যে কর্ম্ম পরব্রহ্মের সংস্রব আছে সত্যের সংস্রব আছে—জ্ঞানের সংস্রব আছে, তাহাই ঋত। নিশ্চয়ই তাহা যজ্ঞ। অগ্নিতে আহুতি-দান মাত্রই যে কেবল যজ্ঞ-শব্দে অভিহিত হয়, তাহা নহে। ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্ম-মাত্রই যজ্ঞ-শব্দের বাচক। আমরা 'ঋত'-পদে এখানে সেই ব্যাপক ভাবই গ্রহণ করি। অর্থাৎ, সৎকর্ম্মমাত্রই—ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত অনুষ্ঠানমাত্রই—'ঋত' নামে অভিহিত হইয়াছে। 'বৈশ্বানরমৃতে' পদের যে ব্যাখ্যা ভাষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতেও এই ভাব আসে। বিশ্ববাসী সকলে—জনমাত্রে যে কোনও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা হইতেই জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হইবেন;—"বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিং" বাক্যে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই; এবং ঐ ভাবের মধ্যেই ঐ অংশের সঙ্গত অর্থ নিহিত আছে—মনে করি।

অতঃপর "জনয়ন্ত দেবাঃ" বাক্যাংশের ভাবসঙ্গতি লক্ষ্য করুন। 'দেবাঃ' পদে আমরা 'দেবভাবসমূহ' 'শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ' অর্থ গ্রহণ করি। অর্চ্চনাকারী ঋত্বিক্ কেন 'দেবাঃ' হইবেন? দেবতা হইয়া দেবতার পূজাই বা তাঁহারা করিবেন কেন? সে পক্ষেও সঙ্গতি দেখি না। দেবগণ ও দেবভাব সম্বন্ধে ঋগ্বেদের মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি। তদনুসারে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, শুদ্ধসত্ত্বভাব, দেবভাব, দেবতা একই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া সপ্রমাণ হয়। দেবভাবসমূহই যে জ্ঞানের জনয়িতা তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? তারপর দেখুন, দেবভাবের সঙ্গে ও 'ঋতের' সঙ্গে কেমন সম্বন্ধ-সূত্র রহিয়াছে। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে যে মানুষ প্রবৃত্ত হয়, সে কোন্ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে? দেবভাবই কি মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করে না? পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেই জ্ঞানোদয় হয়। এখন বুঝা যাইতেছে, দেবভাবই মানুষকে সৎকর্ম্মে বিনিযুক্ত করে। এইরূপে মন্ত্রার্থে ইহাই প্রতিপন্ন হয় না কি? মানুষের সৎকর্ম্ম, তাহার পক্ষে অশেষ সুফলপ্রদ জ্ঞানের উৎপাদক হয়, এবং তাহার সেই জ্ঞানোৎপাদক সৎকর্ম্ম তাহার দেবভাব হইতেই সঞ্জাত হইয়া থাকে। ফলতঃ, সত্ত্বভাবযুত সৎকর্ম্মের দ্বারা অশেষশক্তিশালী জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে জ্ঞানার্জ্জন হয়। ইহাই এ সাম মন্ত্রের শিক্ষা ও উপদেশ * (৮অ ৩খ ১সূ—১সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রথম অনুবাকে সপ্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ-আর্চ্চিকেও (১অ—১প্র—৭দ-৫সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ত্বাং বিশ্বে অমৃত জায়মান৺ শিশুং

২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
ন দেবা অভি সং নবন্তে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২ ৩
তব ক্রতুভিরমৃতত্বমায়ন্ বৈশ্বানর

২ ৩ ১র ২র
যৎ পিত্রোরদীদেঃ ॥ ২ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অমৃত' (হে অমৃতস্বরূপ দেব!) 'শিশুং ন' (শিশুং যথা পিতরঃ আদ্রিয়ন্তে তেন সহ সম্মিলিতাঃ ভবন্তি তদ্বৎ) 'জায়মানং' (প্রকাশমানং, বিশ্বস্য নিদানভূতং) 'ত্বাং' 'বিশ্বে দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ, সর্ব্বে দেবতাঃ) 'অভিসংনবন্তে' (অভিগচ্ছন্তি, তব সহ সম্মিলিতাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ); 'বৈশ্বানর' (হে বিশ্বজ্যোতিঃ!) 'যৎ' (যদা) ত্বং 'পিত্রোঃ' (পালয়িত্রোঃ, তব বহিঃপ্রকাশস্য আধারভূতয়োঃ দ্যুলোকভূলোকয়োঃ মধ্যে) 'অদীদেঃ' (দীপ্যসে, প্রকাশিতঃ ভবসি) তদা 'তব' (তব সম্বন্ধিভিঃ) 'ক্রতুভিঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ) সাধকাঃ 'অমৃতত্বং' 'আয়ন' (প্রাপ্নুবন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—ভগবান হি সর্ব্বদেবতানাং আধারভূতঃ ভবতি; তস্য আবির্ভাবাৎ লোকাঃ সৎকর্ম্ম-পরায়ণাঃ ভবন্তি॥ (৮অ—৩খ—১সূ ২সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে অমৃতস্বরূপ দেব! শিশুকে যেমন পিতামাতা প্রভৃতি আদর করেন, তাহার সহিত সম্মিলিত হয়েন, সেইরূপ প্রকাশমান্ বিশ্বের নিদানভূত আপনাকে সকল দেবতাব অভিগমন করে, আপনার সহিত সম্মিলিত হয়। হে বিশ্বজ্যোতিঃ! যখন আপনি আপনার বহিঃপ্রকাশের আধারভূত দ্যুলোকভূলোকের মধ্যে প্রকাশিত হয়েন তখন আপনার সম্বন্ধীয় সৎকর্ম্মের দ্বারা সাধকগণ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী

নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই সকল দেবতাদের আধারভূত হয়েন; তাঁহার আবির্ভাবে লোকগণ সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়েন।)॥ (৮অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অমৃত' মরণরহিতাগ্নে! 'বিশ্বে দেবাঃ' স্তোতারঃ 'জায়মানং' অরণ্যোঃ সকাশাৎ উৎপদ্যমানং ত্বাং 'শিশুং ন' পুত্রমিব 'অভি সং নবন্তে' অভিসংস্তুবন্তি। যদ্বা বিশ্বেদেবাঃ রশ্ময়ঃ তে সর্ব্বে জায়মানং ত্বামভিসন্নবন্তে অভিগচ্ছন্তি, যথা পিতরঃ পুত্রমভিগচ্ছন্তি। অপিচ হে বৈশ্বানর অগ্নে! 'যৎ' যদা 'পিত্রোঃ' পালয়িত্রোঃ দ্যাবাপৃথিব্যোর্ম্মধ্যে 'অদীদেঃ' দীপ্যসে, তদানীং 'তব' ত্বদীয়ৈঃ 'ক্রতুভিঃ' কর্ম্মভিঃ জ্যোতিষ্টোমাদিভির্যাগৈঃ 'অমৃতত্বং' দেবত্বং 'আয়ন্' যজমানাঃ প্রাপ্নুবন্তি। (৮অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই ভগবানের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। মন্ত্রের প্রায় প্রত্যেকটী পদ বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। ক্রমশঃ আমরা তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রথমেই ভগবানকে অমৃত বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তিনি নিজে অমৃত, অক্ষয়। তিনি মানবকে অমৃতত্ব প্রদান করেন। 'অমৃত' শব্দের বহুব্যাপক অর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে এই এক শব্দের দ্বারাই ভগবন্মহিমা প্রকাশ করা যায়। যাহা অমৃত তাহা চির-মঙ্গলময়। তিনি মঙ্গলাধার পরমপুরুষ, মানুষ তাঁহারই অপার করুণায় চির-মঙ্গলের পথে চলিতে পারে। যাহা অমৃত তাহা অক্ষয়। অমৃতত্বের অর্থ অবিনশ্বরত্ব। তিনি অবিনাশী অপরিবর্ত্তনীয়। মানুষ তাঁহার কৃপাবলেই অমরত্ব লাভ করে। "স্পর্শমণি স্পর্শ করিলে রাং হয় সোনা"—অমৃতস্বরূপ সেই স্পর্শমণিকে স্পর্শ করিলে, তাঁহার চরণে আশ্রয় লইলে মানবের আর কোন ভাবনা চিন্তা থাকে না—সেও অমৃতত্ব লাভ করে। লাল রংয়ের হ্রদে অবগাহন করিলে সকলই লাল হইয়া যায়। ভগবানও সেইরূপ অনন্তলাল রং,—তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে মানুষের অন্তর বাহির লাল হইয়া যায়। অমৃতের সংস্পর্শে মরজগতের বিনশ্বর মানুষও অমর হইয়া যায়। তাই ভগবান অমৃত।

মন্ত্রে একটী উপমা আছে—'শিশুং ন'। এই উপমাটীও প্রণিধান যোগ্য। মানুষ আপনার সন্তান-সন্ততিকে যেমন ভালবাসে, তেমন আর কাহাকেও নয়। সন্তান পিতামাতার প্রতিরূপ, সন্তানের মধ্যেই তাঁহারা আপনাদের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পান। পিতামাতা সন্তানের সহিত একাত্মবোধ করেন। এই উপমা দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, জগতের সকল

দেবতাগণ ভগবানে সম্মিলিত হয়। ভগবান হইতেই সমস্ত দেবতার উৎপন্ন হয়। অথবা 'বিশ্বেদেবাঃ' পদে যদি 'বিশ্বস্থিত সকল দেবতা' অর্থ করা যায়, তাহা হইলেও ইহাই বুঝা যায় যে, বিশ্বের সকল দেবতা সেই পরমদেবতারই অংশ। তাঁহা হইতেই সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে। 'শিশুং ন' উপমার সংহত মন্ত্রের "বিশ্বে দেবাঃ অভিসংনবন্তি" অংশের সম্বন্ধ সূচিত হয়। অর্থাৎ শিশুর সহিত পিতামাতার যেমন একাত্মবোধ জন্মে ঠিক সেইরূপ সকল দেবতা ও পরমদেবতা ভগবানের সহিত একাত্মবোধ হয়। পিতা হইতে যেমন পুত্র উৎপন্ন হয়, ঠিক সেইরূপ ভগবান হইতে সকল দেবতা অথবা দেবভাবের উৎপত্তি হয়। সন্তানের প্রতি মাতা-পিতা যেমন একান্তভাবে আকৃষ্ট হয়েন, যেখানে সন্তান থাকে সেখানে তাঁহারা ছুটিয়া যাইতে চাহেন, ঠিক সেইরূপভাবে সকল দেবতার কেন্দ্রশক্তি ভগবানের দিকে বিশ্বদেবগণ আকৃষ্ট হয়েন। যেখানে ভগবানের আবির্ভাব সেখানে সকল দেবতার বিকশিত হয়। 'শিশুং ন' উপমার ইহাই তাৎপর্য্য।

'জায়মানং' পদে ভাষ্যকার অগ্নিপক্ষে অর্থ করিয়াছেন,—'উৎপদ্যমানং' অর্থাৎ অরণি-কাষ্ঠের সংঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, ভাষ্যকার 'জায়মানং' পদে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, এখানে অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। মন্ত্র 'অমৃতকে' সম্বোধন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে এবং ঐ 'অমৃত' পদে কাহাকে লক্ষ্য করে তৎসম্বন্ধে উপরে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং 'জায়মানং' পদও সেই 'অমৃতকে' লক্ষ্য করে। তিনি উৎপন্ন হয়েন না—কারণ তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি কখনও আত্মসমাহিত স্বরূপাবস্থায় অবস্থিত করেন, কখনও বা জগতে অথবা জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েন। এখানে 'জায়মানং' পদে এই প্রকাশিত অবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়াছে। অর্থাৎ তিনি যখন জগতে প্রকাশিত হয়েন তখন সকল দেবতাব জগতে বিকাশ লাভ করে। মন্ত্রের অপরাংশে এই বিষয়টী বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের সারমর্ম—ভগবান যখন জগতে আবির্ভূত হয়েন তখন মানুষ সৎ-কর্ম্মান্বিত পবিত্র হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানং অধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

যখন ধর্ম্মের পতন, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি সাধুর রক্ষা, পাপীর বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি জগতে অবতীর্ণ হই। বর্তমান বেদমন্ত্রে এই বাণীই উচ্চারিত হইয়াছে। "তব ক্রতুভিঃ অমৃতত্বং আয়ন্ বৈশ্বানর যৎ পিত্রোঃ অদীদেঃ।"—'যখন বিশ্বজ্যোতিঃ ভগবান জগতে প্রকাশিত হয়েন তখন মানুষ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে' জগতে যখন ভগবানের আবির্ভাব হয় তখন বিশ্ব পবিত্র হয়, মানুষ ভগবৎপরায়ণ হয়, পাপের বিনাশ হয়, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হয়। বিশ্বজ্যোতির আগমনে অজ্ঞানতা পাপতাপ প্রভৃতি দূরে পলায়ন করে। মন্ত্রাংশের ইহাই মর্ম্মার্থ।

'পিত্রোঃ' পদে ভাষ্যকার অগ্নিপক্ষে অর্থ করিয়াছেন,— 'পালয়িত্রোঃ, দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে'। কিন্তু দ্যাবাপৃথিবী অগ্নির পালনকারী হবেন কিরূপে তাহা বুঝা যায় না। আমরা 'পিত্রোঃ' পদে ভগবৎপক্ষে অর্থ করিয়াছি—তাঁহার বহিঃপ্রকাশের আধারভূত দ্যুলোকভূলোক। ভগবান্ এই বিশ্বের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন, এই দ্যুলোকভূলোকই তাঁহার বহিঃপ্রকাশের আধার অথবা অবলম্বন বলা যাইতে পারে। সেইদিক দিয়াই ভগবৎপক্ষে 'পিত্রোঃ' পদ প্রয়োগের সার্থকতা লক্ষিত হয়।

প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যাই পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে অবিনশ্বর অগ্নি! তুমি পুত্রের ন্যায় (অরণিদ্বয় হইতে) উৎপন্ন; সমস্ত দেবগণ তোমাকে স্তব করেন। হে বৈশ্বানর! যৎকালে তুমি পালনকারী (অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী) দ্বয়ের মধ্যে দীপ্ত হও, তৎকালে তাঁহারা তদীয় যাগ-কার্য্য দ্বারা অমরত্ব-প্রাপ্ত করেন।" * (৮অ-৩খ ১সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ং খণ্ডঃ। প্রথম সূক্তং। তৃতীয়া সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
নাভিং যজ্ঞানাং সদনং রয়ীণাং

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ র ২ র
মহামাহাবমভি সং নবন্ত।

৩ ২ ২ র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৈশ্বানরং রথ্যমধ্বরাণাং যজ্ঞস্য

৩ ১ ২ ৩ ২
কেতুং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যজ্ঞানাং নাভিং' (সৎকর্ম্মণাং কেন্দ্রস্থানীয়ং) 'রয়ীণাং সদনং' (পরমধনানাং নিলয়ং, পরমধনস্য আধারভূতং, পরমধনদাতারং ইত্যর্থঃ) 'মহাং আহাবং' (পরমং আহবনীয়ং, পরমস্তুত্যং সর্ব্বজনারাধনীয়ং ইত্যর্থঃ) ভগবন্তং 'অভিসংনবন্ত' (স্তুবন্তি, অভিগচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি—সাধকাঃ ইতি শেষঃ); 'অধ্বরাণাং' (অহিংসকানাং রিপুজয়িনাং যদ্বা সৎকর্ম্মণাং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

ইত্যর্থঃ) 'রথ্যং' (রথিনং, পরিচালকং ইতি ভাবঃ) 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'কেতুং' (প্রজ্ঞাপকং, প্রবর্ত্তকং) 'বৈশ্বানরং' (বিশ্বজ্যোতিঃ) 'দেবাঃ অজনয়ন্ত' (দেবভাবাঃ অভিগচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি যদ্বা সৎকর্ম্মসাধকাঃ তেষাং হৃদি উৎপাদয়ন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবন্তং লভন্তে, তে পরমধনং পরাজ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তু—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ ৩খ—১১—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মের কেন্দ্রস্থানীয় পরমধনের আধারভূত অর্থাৎ পরমধনদাতা সর্ব্বজনারাধনীয় ভগবানকে সাধকগণ প্রাপ্ত হয়েন; রিপুজয়ীদিগের (অথবা সৎকর্ম্মের) পরিচালক, সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক বিশ্বজ্যোতিঃকে দেবভাবসমূহ প্রাপ্ত হয় (অথবা সৎকর্ম্মসাধকগণ তাঁহাদের হৃদয়ে উৎপাদন করেন)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবানকে লাভ করেন, তাঁহারা পরমধন পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (৮অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নাভিং যজ্ঞানাং' 'সদনং রয়ীণাং' ধনানাং স্থানমেকনিলয়ং, 'মহাং' মহান্তং 'আহাবং' আহ্বয়ন্তে অস্মিন্ হবয় ইত্যাহাবঃ তাদৃশং। যথা, বৃষ্ট্যুদকধারাণামাহাব-স্থানীয়মেবম্ভূতং অগ্নিং 'অভি সং নবন্ত' স্তোতারঃ সম্যক্ স্তুবন্তি। তথা 'বৈশ্বানরং' বিশ্বেষাং নরাণাং সম্বন্ধিনং অধ্বরাণাং যজ্ঞানাং 'রথ্যং' রথিনং, যথা রথী স্ব-রথং নয়তি তদ্বন্নেতারং সংহর্তারং সমর্পয়িতারং 'যজ্ঞস্য' 'কেতুং' প্রজ্ঞাপকং এবংবিধমগ্নিং 'দেবাঃ' স্তোতার ঋত্বিজো দেবা এব বা 'অজনয়ন্ত' জনয়ন্তি মন্থনেনোৎপাদয়ন্তি॥ (৮অ-৩খ—১সূ-৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সাধকগণের ভগবৎপ্রাপ্তি উপলক্ষে ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন আছে, এবং অপর অংশে বিশ্বজ্যোতিঃ পরাজ্ঞানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

ভগবান সৎকর্ম্মের কেন্দ্রস্থানীয়—'নাভিং যজ্ঞানাং'। এই একটী বাক্যাংশের মধ্যে মানুষের কর্ম্ম ও ভগবানের সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। মানুষ যাহা করে, যাহা ভাবে তাহার মধ্যে একমাত্র উদ্দেশ্য থাকা উচিত, সেই উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। সৎকর্ম্মের লক্ষ্য—আত্মতাণ, ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবানকে লাভ করিবার জন্যই মানুষ তপশ্চর্য্যায় নিয়োজিত হয়, আপনার সমগ্রশক্তি তাঁহার সেবায় লাগাইতে চেষ্টা করে। তাই বলা হয়—'সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরঃ হরিঃ'। তিনিই যজ্ঞের অধিপতি। জগতের সকল কর্ম্মশক্তি তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া প্রধাবিত হয়।

ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতে করিতে সাধকের এমন অবস্থা হয় যে, তখন তিনি যাহা করেন তাহা সৎ ব্যতীত অসৎ হয় না, তাঁহার সমগ্র কর্ম্মশক্তি আপনা-আপনি ভগবদভিমুখে প্রধাবিত হয়। তখন সাধক বলিতে পারেন—"যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনং।" মুক্তিকামনা থাকিলে জগতের প্রত্যেক প্রাণীকেই এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিবার অধিকার লাভ করিতে হইবে।

তিনি 'রয়ীণাং সদনং'—পরমধনের আধার। বিশ্বের যাবতীয় ধনরাশি তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তিনিই পরমধনদাতা। কল্পতরু, তাঁহার নিকট হইতেই মানুষ আপনার সর্ব্ববিধ অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। তাই তিনি 'রয়ীণাং সদনং'।

তিনি সৎকর্ম্মের পরিচালক। তিনি সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মের অধিপতি। জ্যোতিঃরূপে তিনিই আবার মানুষকে সৎকর্ম্মে পরিচালিত করেন। মানুষের হৃদয়ে থাকিয়া তিনিই বিবেকজ্ঞান-রূপে মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন।

'নাভিং যজ্ঞানাং' 'অধ্বরাণাং রথ্যং' এবং 'যজ্ঞস্য কেতুং' এই তিনটী বাক্যাংশের দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, তিনিই যজ্ঞের প্রবর্ত্তক, পরিচালক ও অধিপতি। প্রকৃতপক্ষে তিনি সদ্বৃত্তিরূপে মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন, বিবেকজ্ঞানরূপে মানুষকে পরিচালিত করেন, আবার যজ্ঞাধিপতিরূপে সকল কর্ম্মে অধিষ্ঠান করেন। মানুষের যাহা কর্ম্ম সকলই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়।

এমন যে পরমদেবতা, তাঁহাকে সাধকগণ সাধনা-প্রভাবে—তপোবলে লাভ করেন। তাঁহারা বিশ্বজ্যোতির, জ্ঞানস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হয়েন। এই মন্ত্রে একাধারে ভগবন্মাহাত্ম্য এবং সাধকের সৌভাগ্য এই উভয়ই বর্ণিত হইয়াছে।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীর অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"(স্তোতৃবর্গ) যজ্ঞের বন্ধনকারী, ধনের আধারভূত হব্যদাতাদের আশ্রয়স্বরূপ, (অগ্নির) দয়াকরূপে স্তব করেন, দেবগণ যজ্ঞীয় দ্রব্যসকলের বহনকারী ও যজ্ঞের কেতুস্বরূপ বৈশ্বানরকে উৎপাদিত করেন।" (৮অ ৩খ ১সূ—৩সা)। *

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২

প্র বো মিত্রায় গায়ত বরুণায় বিপা গিরা।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২

মহিক্ষত্রাবৃতং বৃহৎ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যূয়ং ইত্যর্থঃ) 'মিত্রায়' (মিত্রস্বরূপায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বরুণায়' (অভীষ্টবর্ষকায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বিপা' (ব্যাপ্তয়া, মহত্যা, ঐকান্তিকয়া) 'গিরা' (প্রার্থনয়া) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'গায়ত' (স্তুতিং কুরুত, আরাধয়ত ইত্যর্থঃ); 'মহিক্ষত্রৌ' (প্রভূতবলৌ, পরমশক্তিসম্পন্নৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'বৃহৎ ঋতং' (পরমসত্যং, নিত্যসত্যং) অস্মান্ পরিজ্ঞাপয়তং ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণা ভবেম, ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ-৩খ-২৭-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা মিত্রস্বরূপ দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য, অভীষ্টবর্ষক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য ঐকান্তিক প্রার্থনা দ্বারা প্রকৃষ্ট-রূপে আরাধনা কর; পরমশক্তিসম্পন্ন হে দেবদ্বয়! আপনারা নিত্যসত্য আমাদিগকে পরিজ্ঞাপন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই, ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন)॥ (৮অ—.খ—.সূ—.সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মদীয়া ঋত্বিজঃ! 'বঃ' যুয়মিত্যর্থঃ। 'মিত্রায়' 'বরুণায়' 'বিপা' ব্যাপ্তয়া 'গিরা' স্তুত্যা 'গায়ত' স্তুতিং কুরুত। স্তুত্যা স্তুতেত্যোক্তং পাকং পচতীতিবৎ। হে 'মহিক্ষত্রৌ' প্রভূতবলৌ যুবাং 'ঋতং' যজ্ঞং 'বৃহৎ' মহৎ অপি প্রশস্তং স্তুত্যর্থমাগচ্ছতমিতি শেষঃ। অথবা 'মহৎ' প্রভূতং 'ঋতং' স্তোত্রং শৃণুতমিতি শেষঃ॥ (৮অ-৩খ—২৭-১সা)॥

* * *

প্রথম (১১৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ আত্মোদ্বোধক। এই অংশে সাধক আপনার চিত্তবৃত্তিকে ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। হে মন! জাগরিত হও, উঠ, সৎকার্য্যে আত্মনিবেশ কর। ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে রত হও। জীবনের চরম উদ্দেশ্য যদি সাধন করিতে চাও, তবে সেই একমাত্র পরম আশ্রয়কে তোমার জীবনের চরম আশ্রয়রূপে গ্রহণ কর। তাঁহার আরাধনায়, গুণগানে রত হও। তাঁহার নামগান, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন, তাঁহার মহিমাখ্যাপনকে তোমার জীবনের একমাত্র কার্য্য বলিয়া গ্রহণ কর। তাঁহার নিকট

প্রার্থনা করিতে করিতে তৎপ্রতি তোমার অচলা ভক্তি হইবে, শুদ্ধা ভক্তির আবির্ভাব হইলেই মুক্তিলাভ ঘটিবে।

শুধু মুখে নাম উচ্চারণ বা স্তোত্রপাঠ করিলেই হয় না। প্রার্থনার বা মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের সহিত হৃদয়ের যোগ থাকা চাই। ভাবহীন পূজা পূজাই নয়, উহা বাহ্যিক আচারমাত্র। ভগবান্ বাহ্যিক আড়ম্বর দেখেন না, তিনি দেখেন—মানুষের হৃদয়। হৃদয় যদি নির্ম্মল পবিত্র না হয়, তাহা হইলে যতই কেন উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রপাঠ কর, আর বাহ্যপূজার আড়ম্বর কর, তাহাতে কোনও কাজই হইবে না। পূজার সহিত হৃদয়ের যোগ না থাকিলে ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করা হয় মাত্র। তাই বলা হইয়াছে—'প্র গায়ত'—প্রকৃষ্টরূপে গান কর—স্তুতি পাঠ কর, ঐকান্তিকতার সহিত তাঁহার আরাধনায় রত হও। তিনি মানবের মিত্রস্বরূপ, তিনি অভীষ্টবর্ষক। তিনি মানবকে মিত্রের ন্যায়, সুহৃদের ন্যায়, সন্মার্গে পরিচালিত করেন, তাঁহার কৃপায় মানুষ মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। তিনি মানবের চরম অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। তিনি অভীষ্টবর্ষক তিনি বরুণ। মানবের মঙ্গলসাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাই তাঁহার করুণাধারা অযাচিতভাবে মানবের মস্তকে বর্ষিত হয়। জগতের যাহা কিছু মানবের মঙ্গলসাধন করে তাহা সমস্তই তাঁহার করুণার পরিচায়ক। বৃষ্টিধারা মানবের অশেষ মঙ্গলসাধন করে, তাঁহার করুণার এই দিক সাধারণ মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া তাঁহাকে বৃষ্টিদাতা বলা হইয়াছে,—তিনি বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেন। কিন্তু মানুষ যখন সাধনপথে অগ্রসর হয় তখন দেখিতে পায়, এই বৃষ্টিধারা—যাহাকে সাধারণ মানব আগ্রহের সহিত ভগবানের করুণাধারা বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা ভগবানের অনন্ত করুণাধারার তুলনায় অতি নগণ্য জিনিষ। কিন্তু তাঁহার করুণার এই বাহ্যচিহ্নকে লক্ষ্য করিয়া মানুষকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মন্ত্রের আত্মোদ্বোধনের মধ্যে ভগবানের মিত্ররূপ ও অভীষ্টবর্ষকরূপেরই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই আত্মোদ্বোধনের পর দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা আছে। ভগবান্ যাহাতে আমাদিগকে 'ঋতং বৃহৎ' মহান সত্য, নিত্যসত্য পরিজ্ঞাপন করেন, সেই জন্যই তাঁহার চরণে প্রার্থনা। অনন্ত সত্য, সান্ত মানুষ আয়ত্ত করিতে পারে না; তাহা আয়ত্ত ক'রতে পারে কেবলমাত্র ভগবানের কৃপায়। তাই সেই মিত্রস্বরূপ, অভীষ্টবর্ষক পরম দেবতার নিকট সেই অনন্ত নিত্যসত্য লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"(হে মদীয় ঋত্বিগ্‌গণ)! তোমরা উচ্চৈঃস্বরে মিত্র ও বরুণের সম্যক স্তব কর। হে প্রভূতবলশালী মিত্র ও বরুণ! তোমরা এই মহাযজ্ঞে উপস্থিত হও।" * (৮অ ৩খ ২সূ—১সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ র ২র
সম্রাজা যা ঘৃতযোনী মিত্রশ্চোভা বরুণশ্চ।
৩২ ৩ ১২ ৩ ২
দেবা দেবেষু প্রশস্তা॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঘৃতযোনী' (অমৃতোৎপাদকৌ, অমৃতস্বরূপৌ, যদ্বা—অমৃতদাতারৌ) 'সম্রাজা' (সর্ব্বাধীশৌ) 'দেবেষু' (সর্ব্বেষাং দেবানাং মধ্যে) 'প্রশস্তা' (শ্রেষ্ঠৌ, আরাধনীয়ৌ) 'যা' (যৌ) 'মিত্রশ্চ বরুণশ্চ' (মিত্রস্বরূপঃ তথা অভীষ্টবর্ষকঃ) 'উভা' (উভৌ) 'দেবা' (দেবৌ) তৌ দেবৌ বয়ং আরাধয়াম - ইতি শেষঃ। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং অমৃতস্বরূপং ভগবন্তঃ আরাধয়াম - ইতি ভাবঃ। (৮অ—৩খ—২সূ - ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতস্বরূপ (অথবা অমৃতদাতা) সর্ব্বাধীশ সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরাধনীয় যে মিত্রস্বরূপ এবং অভীষ্টবর্ষক উভয় দেবদ্বয়, সেই দেবদ্বয়কে আমরা যেন আরাধনা করি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা অমৃত-স্বরূপ ভক্তি ও জ্ঞানকে যেন আরাধনা করি।)॥ (৮অ—৩খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

'যা' যৌ 'মিত্রশ্চ' 'বরুণশ্চ'। পরস্পরাপেক্ষয়া চ-শব্দঃ। 'উভা' উভৌ 'সম্রাজা' সম্রাজানৌ সর্ব্বস্য স্বামিনৌ 'ঘৃতযোনী' উদকস্যোৎপাদকৌ 'দেবা' দ্যোতমানৌ 'দেবেষু' মধ্যে 'প্রশস্তা' প্রকর্ষেণ স্তুত্যৌ তৌ স্তুতা গায়তেতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। (৮অ—৩খ - ২সূ - ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১১৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও ভগবানের মহিমাখ্যাপক। ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য সাধক নিজেকে উদ্বোধিত করিতেছেন; এবং মনকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রথমে নামগান—গুণ-শ্রবণ। তৎপর

তাহা শ্রবণে কীর্ত্তনে নামে রতি জন্মে, হৃদয়ে ভক্তি উপস্থিত হয়। নাম-শ্রবণে, গুণ-কীর্ত্তনে অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তাই সাধক আত্মোদ্বোধনকে সফল করিবার জন্য ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। 'নামের সহিত থাকেন আপনি শ্রীহরি'—এই বাক্যের একটা সার্থকতা আছে। ভগবানের নামগান করিতে করিতে নামে রতি জন্মে, নামে রতি হইলে সেই নামধারীর পরিচয় জানিবার জন্য, তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা আসে; তখনই মনবাত্মায় প্রশ্ন জাগে,—'কেমনে পাইব সই তাঁরে?' তখন 'নাম' সাধকের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে, সেই নাম হৃদয়ের পরতে পরতে আধিপত্য বিস্তার করে, নাম ও নামধারী এক হইয়া যায়। নামের সঙ্গে নামধারী হৃদয়মন্দিরে দেখা দেন। নাম ও গুণানুকীর্ত্তন তাই সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। উদ্বোধনের সঙ্গেই গুণাকীর্ত্তনও খুব উপকারী ও প্রয়োজনীয়।

ভগবানের দুইটী রূপকেই এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই দুই ভাব—মানবের সহিত মিত্রভাব এবং মানবের অভীষ্টপূরণ গুণ। তিনিই জগতের একমাত্র বন্ধু। আপদে বিপদে সুখে দুঃখে মানুষকে শান্তি দিতে সমর্থ—একমাত্র ভগবান। মানুষ সু-সময়ে, উন্নতির দিনে, অনেক বন্ধুলাভ করে বটে; কিন্তু বিপদের দিনে তাহাকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হয়—ভগবানের দিকে। সম্পদের বন্ধুও মানুষকে সকল সময় প্রকৃত সৎপথে পরিচালিত করে না, অধিকাংশ স্থলেই অধঃপতনের সহায় হয়। কিন্তু ভগবান মানুষকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যান—যাহাতে তাহার জীবনের চরম সার্থকতা সম্পাদিত হয়, তাহার উপায় বিধান করেন। তাঁহার পরিচালনে মানবের জীবনতরণী একটানা স্রোতে অনন্ত উন্নতির পথে চলে। সেই পরম কাণ্ডারীর হাতে পরিচালিত জীবনৌকা ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হয় না,—ঝড়ঝঞ্ঝার আক্রমণে অতলতলে ডুবিয়া যায় না। তাই বলা হইয়াছে—

"কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি। সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি।"

শুধু তাই নয়। ভগবান্ মানবের পরম বন্ধু। মিত্রের ন্যায় তিনি মানবকে আলিঙ্গন করেন। এই মহতী ধারণা মানবের মনে অশেষ আশার সঞ্চার করে;—দুর্ব্বল মানব যেন তড়িৎশক্তি-প্রভাবে সতেজ সবল হইয়া উঠে। তাহার অন্ধকার হৃদয়ে আলোকের আবির্ভাব হয়, আপনার সহায়হীনতা ভুলিয়া যায়, আপনাকে জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সহায়-সম্পদবান মনে করে। ভগবান্ আমার মিত্র—এই ধারণাই মানুষকে অমৃতের পথে লইয়া যাইবার পক্ষে যথেষ্ট।

ভগবান্ শুধু মিত্র নহেন, তিনি মানবের অভীষ্টবর্ষকও বটেন। মানবের সর্ব্ববিধ বাসনা কামনা; যাহা মানুষকে অমৃতের পথে লইয়া যায়, সেই সকল কামনাই তিনি পূর্ণ করেন। মানুষ বাসনা কামনার দাস। তাহার সেই অফুরন্ত কামনা যিনি পূর্ণ করিতে পারেন, মানবের মন স্বভাবতঃই তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ে। তাই ভগবানের মিত্র ও বরুণ অর্থাৎ মিত্র ও অভীষ্টবর্ষকরূপই দুর্ব্বল কামনাবাসনা-বিজড়িত মানবের পরম আকাঙ্ক্ষণীয় আরাধনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। বর্ত্তমান মন্ত্রে আত্মোদ্বোধন-প্রসঙ্গে সাধক

এই দুই রূপের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াই নিজেকে ভগবৎপরায়ণ করিবার পক্ষে চেষ্টা করিতেছেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যায় মন্ত্রার্থ একটু ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল— "যে মিত্র ও বরুণ উভয়ই সকলের অধীশ্বর, বারিবর্ষণকারী, দীপ্তিমান ও দেবগণের মধ্যে সমধিক স্তবার্হ"। (৮অ—৩খ—২স্থ—২সা)। *

— — * ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

তা নঃ শক্তং পার্থিবস্য মহো রায়ো দিব্যস্য।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

মহি বাং ক্ষত্রং দেবেষু॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তা' (তৌ জ্ঞানভক্তিরূপৌ দেবৌ) 'নঃ' (অস্মদর্থং) 'পার্থিবস্য' (পৃথিবীসম্বন্ধস্য, ইহজন্মনঃ ইতি ভাবঃ) তথা 'দিব্যস্য' (দিবিভবস্য, পরজন্মনঃ ইত্যর্থঃ—ইহকালপরকালয়োঃ ইতি ভাবঃ) 'মহঃ' (মহতঃ, শ্রেষ্ঠঃ) 'রায়ো' (ধনস্য—দানায় ইতি ভাবঃ) 'শক্তং' (সমর্থৌ ভবতঃ ইতি শেষঃ)। হে দেবৌ! 'বাং' (যুবয়োঃ) 'মহিং (মহান্তং) 'ক্ষত্রং' (শক্তিং) অপ্রমেয়ং ইতি ভাবঃ। অতঃ যুবাং অস্মান্ অনুগৃহ্নীতং ইত্যর্থঃ। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ। ভগবতঃ করুণায়াঃ পারং কোঽপি ন জানাতি ইতি ভাবঃ॥ (৮অ—৩খ—২স্থ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানভক্তিস্বরূপ সেই দেবদ্বয় আমাদিগের ইহজন্মের ও পরজন্মের অর্থাৎ ইহকাল-পরকাল-সম্বন্ধী শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করিতে সমর্থ। হে দেবগণ! আপনাদিগের শক্তি মহৎ ও অপ্রমেয়। অতএব আপনারা আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যখ্যাপক। ভগবানের করুণার অন্ত কাহারও বিদিত নহে)। (৮অ—৩খ—২সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'তা' তৌ দেবৌ 'নঃ' অস্মদর্থং 'পার্থিবস্য' পৃথিবী-সম্বন্ধস্য 'দিব্যস্য' দিবিভবস্য চ 'মহঃ' মহতঃ 'রায়ঃ' ধনস্য 'শক্তং' সমর্থং, ভবতং দাতুমিতি শেষঃ। হে দেবৌ! 'বাং' যুবয়োঃ 'মহি' মহৎ পূজ্যং 'ক্ষত্রং' বলং দেবেষু প্রসিদ্ধং. স্তম ইতি শেষঃ। ৩।

* * *

তৃতীয় (১১৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক এবং প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের ভাব সরল। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন—পরমধন প্রদান করুন। আপনি অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন। আমাদিগকে এমন কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন, যাহাতে আমরা সেই শ্রেষ্ঠ-ধনের অধিকারী হইতে সমর্থ হই।' মন্ত্রে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা, "তাঁহারা উভয়েই আমাদিগকে দিব্য ও পার্থিব মহাধন (প্রদান করিতে) সমর্থ। হে দেবদ্বয়! দেবগণের মধ্যে তোমাদের বল অতি মহৎ।"

ভাষ্যকার 'ক্ষত্রং' পদের 'বলং দেবেষু প্রসিদ্ধং' অর্থাৎ 'দেবগণের মধ্যে বল প্রসিদ্ধ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যের এরূপ অর্থে ভগবন্মহিমা সম্যক্ পরিব্যক্ত হয় বলিয়া মনে করি না। ভক্তকে-সাধককে শ্রেষ্ঠ ধন-দানেই তাঁহার মহিমা প্রখ্যাপিত। ভক্তকে তিনি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, তাঁহাদের ইহকাল-পরকালের কল্যাণ বিধান করেন,—তাই তিনি মহামহিমান্বিত। * (৮অ ৩খ—২সূ—৩সা)।

—— * ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রায়াহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে ষষ্ঠ বর্গে তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয় (পঞ্চম মণ্ডল, অষ্টষষ্টিতম-সূক্তের তৃতীয়া ঋক)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চিত্রভানো' (বিচিত্রদীপ্তিবিশিষ্ট, বিচিত্রকান্তে) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'আয়াহি' (আগচ্ছ—অস্মিন্ হৃদি কর্ম্মণি বা); 'অণ্বীভিঃ' (অণু-পরমাণুরূপৈঃ) 'তনা' (নিত্যং) 'পূতাসঃ' (পবিত্রাঃ, বিশুদ্ধাঃ) 'ইমে' (পরিদৃশ্যমানাঃ) 'সুতাঃ' (সুসংস্কৃতাঃ সোমাঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ, বিশুদ্ধা ভক্তিঃ ইতি ভাবঃ, যদ্বা—বাষ্পনিবহাঃ) 'ত্বায়বঃ' (ত্বাং কাময়মানা বর্ত্তন্তে, ভবদর্থং প্রস্তুতাঃ সন্তি)। অত্রৈকা সুষ্ঠু উপমা বিদ্যতে। তদ্ভাবঃ—বাষ্পরূপেণ যথা পার্থিবপদার্থা আকাশং প্রাপ্নুবন্তি, বিশুদ্ধাঃ সত্ত্বভাবাঃ তথা ভগবৎ-সামীপ্যং লভন্তে। (৮অ—৩খ ৩সূ - ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ

বিচিত্র-দীপ্তিশালী হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি (এই হৃদয়ে বা কর্ম্মে) আগমন করুন। সুসংস্কৃত নিত্যপবিত্র সোম (বিশুদ্ধ ভক্তি বা সত্ত্বভাব, অথবা—বাষ্পনিবহ) অণু-পরমাণু-ক্রমে আপনাকে পাইবার কামনা করিতেছে। (এখানে একটী সুন্দর উপমা বিদ্যমান। তাহার ভাব,—বাষ্পরূপে পার্থিব পদার্থসমূহ যেমন আকাশকে প্রাপ্ত হয়, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবসমূহ তদ্রূপ ভগবৎসামীপ্য লাভ করে।)॥ (৮অ—৩খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'চিত্রভানো' হে বিচিত্র-দীপ্তে 'ইন্দ্র'! অস্মিন্ কর্ম্মণি 'আয়াহি' আগচ্ছ। 'সুতাঃ' অভিষুতাঃ 'ইমে' সোমাঃ 'ত্বায়বঃ' ত্বাং কাময়মানা বর্ত্তন্তে। 'অণ্বীভিঃ'। অঙ্গুলিনামৈতৎ (নিঘ০ ২।৫।২) ঋত্বিজামঙ্গুলিভিঃ সুতা ইত্যন্বয়ঃ। কিঞ্চ, তে সোমাঃ 'তনা' নিত্যং 'পূতাসঃ' শুদ্ধাঃ উর্ণা-পবিত্রেণ শোধিতত্বাৎ। (৮অ—৩খ—৩সূ ১সা)।

* * *

প্রথম (১১৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী কি গভীর ভাবমূলক। অথচ, কি কদর্থের আরোপেই তাহাকে কলুষিত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ এ মন্ত্রের অর্থ করা হয়,—'সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য ঋত্বিদিগের অঙ্গুলি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছে; সেই পরিষ্কৃত সংশোধিত মাদক-দ্রব্য ইন্দ্রদেবকে যেন পাইবার কামনা করিতেছে। অর্থাৎ, তিনি আসিয়া মদ্য পান করুন, ইহাই যেন মন্ত্রের প্রার্থনা।' ঐরূপ ব্যাখ্যা যে কিরূপ বিসদৃশ ও অনিষ্টকর, তাহা চিন্তা করিতেও কষ্ট হয়।

সোম আপনাকে কামনা করিতেছে,- ইহার মর্ম্মার্থ ঋগ্বেদের বায়বীয়-সূক্তের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। এই মন্ত্রের একটী নূতন শব্দ—"সণ্বীভিঃ সুতাঃ." তাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে—অঙ্গুলি দ্বারা সুসংস্কৃত। তদনুসারে ঋষিগণের বা ঋত্বিক্-গণের অঙ্গুলি দ্বারা সোমরস সুসংস্কৃত বা প্রস্তুত হইয়াছে,- এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে। ভাব আসিয়া পড়িয়াছে,- সোমলতার রসের উপরে ফেণা পড়িয়াছিল, ঋষিরা আঙুল দিয়া তাহা সরাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু কত দূরান্বয়ে ঐরূপ অর্থ নিষ্কাশন করা হয়, তাহা অনুধাবন করিলে বিস্ময় আসে। 'অণু'-শব্দ সূক্ষ্মার্থবাচক। সেই শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ' প্রত্যয়ে ঐ শব্দ সিদ্ধ। তাহারই তৃতীয়ার বহুবচনে 'অণ্বীভিঃ' ('অণ্বী' হইতে) নিষ্পন্ন করা হয়। অঙ্গুলির সূক্ষ্মতা আছে বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গান্ত ঐ শব্দ অঙ্গুল অর্থ সূচনা করে। অর্থও তদনুসারে হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যদি 'অণু' শব্দের সূক্ষ্মতা-সূচক মুখ্য অর্থ অনুসরণ করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে সেই মুখ্য অর্থের অনুসরণে, আমরা তাই 'অণ্বীভিঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'অনু-পরমাণুরূপৈঃ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'সুতাঃ' পদ দেখিয়া, 'সুসংস্কৃত সোম বা মাদক-দ্রব্য' অর্থও গ্রহণ করা যায় না। পরন্তু এস্থলে যুগপৎ বিজ্ঞানসম্মত এবং আধ্যাত্মিক-ভাবযুত অতি-উপযোগী দ্বিবিধ অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি।

প্রথমতঃ, এখানে বারিবর্ষণে ধরণীর শৈত্যসম্পাদনের স্নিগ্ধতা সঞ্চারের ভাব উপলব্ধ হয়। মনে হয়,- বিচিত্র জ্যোতিষ্মানের জ্যোতিতে সংসারের ক্লেদরাশি দগ্ধীভূত হইয়া সূক্ষ্ম বাষ্পরূপে আকাশে মেঘাকারে পরিণত হইয়া, পরিশেষে বৃষ্টিরূপে সংসারে শান্তি-শীতলতা আনয়ন করিতেছে। ইন্দ্র—মেঘাধিপতি। বাষ্প হইতে মেঘের সঞ্চার। সকল বিমল সর্ব্বপ্রকার জলীয় পদার্থ বাষ্পাকারে অণু-পরমাণু-ক্রমে অভিনব-রূপ ধারণ করিয়া মেঘে পর্য্যবসিত হয়। এখানে সেই অবস্থার বর্ণনা আছে, মনে করা যাইতে পারে। "অণ্বীভিঃ সুতাঃ" তোমাকে পাইবার কামনা করিতেছে; অর্থাৎ পার্থিব জলরাশি-নদী-হ্রদ-তড়াগাদি—তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারে না; তাহাদের স্থূল দেহ, তোমার নিকট পৌঁছিবার পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই তাহারা সূক্ষ্ম অণুরূপে তোমার সহিত মিলিবার উদ্দেশে ধাবমান হইয়াছে। তাহাদের সেই একাগ্রতার ফলে, তুমি বারিরূপে বিগলিত হইয়া, তাহাদের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া দিতেছ,- তাহাদিগকে পবিত্রীকৃত করিতেছ। মনে হয়, সারা সংসার-প্রকৃতির প্রতি সামগ্রী—অণুরূপে তোমার চরণে মিলিবার জন্য ব্যগ্রভাব প্রকাশ করিতেছে।

মানুষ কি তাহা পারে না? আমরা কি সেরূপভাবে, হে ভগবন্, তোমার চরণ আকর্ষণ করিতে পারি না? জন্ম-জরা-মরণ-ধ্বংসশীল এই পার্থিব দেহ-পাপপঙ্কিলপূর্ণ মায়াময় এই বিশাল দেহ—তোমার নিকট পৌঁছিতে পারে না বলিয়া, মানুষ কি নিরাশ-সাগরে চিরনিমগ্ন থাকিবে? এই ঋক্, সেই হতাশে আশ্বাস প্রদান করিতেছে; বলিতেছে,—'তোমাতেও তো সোমসুধা সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। স্থূল দেহের পর সূক্ষ্ম দেহ আছে; স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতীত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় রহিয়াছে। তোমার হৃদয়, তোমার অন্তর, তোমার চিত্ত—তাহারা তো কখনই স্থূল নহে! তাহারাই তো তোমার সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম

অভিব্যক্তি! পবিত্র হইলে, তাঁহাদের মত পবিত্রই বা কি হইতে পারে? সেই শুদ্ধসত্ত্ব-শূন্য তোমার অন্তর—সে কেন ভগবচ্চরণে বিলুণ্ঠিত হয় না! তোমার মনোভৃঙ্গ কেন এই পার্থিব সংসার-পঙ্কে মজিয়া রহিয়াছে?—সে কেন তচ্চরণসরোজে আশ্রয় লইতে পারে না! শরণ লও-তাঁহার! আশ্রয় কর-তাঁহার চরণ-পদ্ম! মত্ত হও—তাঁহার প্রেমসুধাপানে! তবেই সুসংস্কৃত সোম তোমায় পাইবার কামনা করিতেছে—এই বাক্যের সার্থকতা হইবে! তবেই তো সোমপানেচ্ছা বলবতী হইবে তাঁহার! তবেই তো দ্রবীভূত মেঘরূপে আসিয়া তোমাতে মিশিয়া যাইবেন—তিনি! তবেই তো মনোবৃত্তিগুলিকে নির্ম্মল করিয়া, অণুপরমাণুক্রমে তাঁহাতে লীন করিতে সমর্থ হইবে তুমি! তবেই তো পরাগতি লাভ হইবে—তোমার! (৮অ-৩খ-৩সূ-১সা)।

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ইন্দ্রায়াহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ধিয়েষিতঃ' (ধিয়া ভক্ত্যা বা প্রাপ্তঃ) 'বিপ্রজূতঃ' (জ্ঞানিভিঃ পরিদৃষ্টঃ) স ত্বং 'সুতাবতঃ' (শুদ্ধসত্ত্বান্বেষিণঃ, ভক্তিমার্গস্যানুসারিণঃ) 'বাঘতঃ' (ঋত্বিজঃ, উপাসকস্য মদীয়স্য উচ্চারিতানি ইতি ভাবঃ) 'ব্রহ্মাণি' (বেদমন্ত্ররূপাণি স্তোত্রাণি) 'উপ' (সমীপং) 'আয়াহি' (আগচ্ছ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ জ্ঞানিনঃ ভক্তাশ্চ স্বতমেব ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি; তেষাং পদাঙ্কানুসারী অয়ং অকিঞ্চনঃ ত্বাং প্রাপ্নোতু—তদ্বিধেহি ইতি প্রার্থনা॥ (৮অ ৩খ ৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! জ্ঞানের বা ভক্তির দ্বারা প্রাপ্ত, জ্ঞানিগণের পরিদৃষ্ট, সেই আপনি—শুদ্ধসত্ত্বের অন্বেষণকারী (ভক্তিমার্গের অনুসারী)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

এই উপাসক আমার উচ্চারিত বেদমন্ত্র-রূপ স্তোত্র-সমূহের সমীপে আগমন করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ ও ভক্তগণ তো স্বতঃই আপনাকে পাইয়াই থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসারী এই অকিঞ্চন আপনাকে প্রাপ্ত হউক—এই প্রার্থনা।)॥ (৮অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! ত্বং 'আয়াহি' অস্মিন্ কর্ম্মণি আগচ্ছ। কিমর্থং? 'বাঘতঃ'। ঋত্বিঙ্নামৈতৎ (নিঘ০ ৩।১৮৩)। ঋত্বিজঃ 'ব্রহ্মাণি' বেদ-রূপাণি স্তোত্রাণি 'উপ' এতুং। কীদৃশস্তং? 'ধিয়া' অস্মদীয়য়া প্রজ্ঞয়া 'ইষিতঃ' প্রাপ্তঃ, অস্মদ্ভক্ত্যা প্রেরিত ইত্যর্থঃ। 'বিপ্রজূতঃ' যথা যজমান-ভক্ত্যা প্রেরিতঃ তথান্যৈরপি বিপ্রৈঃ মেধাবিভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রেরিতঃ। কীদৃশস্য? 'বাঘতঃ' 'সুতাবতঃ' অভিষুত-সোম-যুক্তস্য॥ (৮অ ৩খ ৩সূ—২সা)॥

• • •

দ্বিতীয় (১১৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

কি ভাবের ভাবুক হইতে পারিলে ভগবানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়, মানুষের কি অবস্থায়—কি প্রেরণায়—ভগবান্ আসিয়া সংসারে শান্তিশীলতা বিতরণ করেন;— এই সাম-মন্ত্রে তাহাই খ্যাপন করিতেছে।

এই মন্ত্রে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ, ভগবান্ যাঁহাদিগের হৃদয়ে নিত্য-বিরাজমান্ আছেন, 'ধিয়েষিতঃ' এবং 'বিপ্রজূতঃ' পদদ্বয় তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, কোন্ শ্রেণীর প্রার্থনাকারী তাঁহাকে পাইবার আশা করিতে পারেন, 'সুতাবতঃ' ও 'বাঘতঃ' এই দুইটী পদ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

জ্ঞানী ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের আবাস-স্থান। ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তের হৃদয়েই বাস করেন। জ্ঞানীই তাঁহাকে দেখিতে পান; জ্ঞানীরই তিনি দৃষ্টিগোচর আছেন। সত্তের আশ্রয়-স্থান তিনি; সত্তের মধ্যেই তিনি বিরাজমান থাকেন। ভক্তই সৎ; জ্ঞানীই সৎ। জ্ঞানীর—ভক্তের হৃদয়ই তাঁহার বাসস্থান

তিনি তাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

ভক্তের হৃদয়ই যে ভগবানের বাসস্থান, বাহিরের কোটী শক্ত বন্ধনেও যে তাঁহাকে আবদ্ধ করা যায় না, সংসারে তাহার অশেষ দৃষ্টান্ত প্রকট রহিয়াছে। ভগবান্ আপনিই অনেক সময় ভক্ত সাজিয়াছেন; কেমন করিয়া তাঁহাকে ভক্তিডোরে বাঁধিতে হইবে

দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণবেশে আসিয়া 'রাধা-প্রেম' শিক্ষা দিয়াছিলেন। আবার গৌর-রূপ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। ভক্তের ভিতরে তাঁহার প্রভাব—অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সনক, শুকদেব, নারদ প্রভৃতির চিত্র মানুষের চিত্তপটে নিত্য উদ্ভাসিত আছে কুচরিত্র কদাচারীও যে ভক্তি-ডোরে তাঁহাকে বাঁধিতে পারে, তাহারও শত দৃষ্টান্ত আছে। মধ্যে একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

মনে পড়ে না কি—বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বস্মৃতি! মনে পড়ে না কি-ব্রাহ্মণ-সন্তান বেশ্যা-প্রেমে বিভোর হইয়া কি অপকর্ম্ম করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! পরিশেষে মনে করিয়া দেখুন দেখি, তাঁহার চরিত্র পরিবর্ত্তনের অপূর্ব্ব চিত্র! আরও মনে করিয়া দেখুন দেখি-সংসারের হেয় ঘৃণ্য সেই বিল্বমঙ্গল কেমন করিয়া ভক্তিডোরে ভগবানকে বাঁধিয়াছিলেন!

চিন্তামণি বলিয়াছিল,—'আমার প্রতি তোমার যে ভালবাসা, সেই ভালবাসা যদি তুমি ভগবানে অর্পণ করিতে পারিতে, তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইত।' চিন্তামণির এই কথা শুনিয়া, বিল্বমঙ্গল গৃহত্যাগী হন,—ভগবানে চিত্ত ন্যস্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু কি পাপ—পূর্ব্বসংস্কার! যে শ্রেষ্ঠী তাঁহার আতিথ্য-সৎকার করিল, বিল্বমঙ্গলের চক্ষু তাঁহারই সুন্দরী সহধর্ম্মিণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল! তবে তাঁহার সৌভাগ্য এই যে, তখন তিনি একটু অগ্রসর হইয়াছেন,-ভগবানের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। সুতরাং বিবেক আসিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল। বিল্বমঙ্গল মনে মনে কহিলেন,—'নয়ন! তুই-ই আমার সকল মোহের কারণ! তোর মোহে মুগ্ধ হইয়াই আমার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে!' অনুতাপানলে বিল্বমঙ্গলের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। বিল্বমঙ্গল লৌহশলাকা গ্রহণ করিয়া চক্ষুরুৎপাটন করিলেন। তারপর অন্ধ হইয়া ভগবানের সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন।

দিন যায়! রাত্রি আসে। ক্ষুৎপিপাসায় দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। কে পথ দেখাইবে? কোথায় যাইবেন? কে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিবে? ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তের ভগবান্—কেমন করিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিবেন? গোপবালকের বেশ ধারণ করিয়া, তিনি আহার্য্য লইয়া আসিলেন; কহিলেন,—'বিল্বমঙ্গল! তুমি অন্ধ; আমার জননী তোমার জন্য কিছু আহার্য্য পাঠাইয়াছেন। লও—আহার কর।' বিল্বমঙ্গল সকলই বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে কহিলেন,—'ভগবন, এইবার তো তোমায় ধরিয়াছি! আর তুমি কোথায় যাইবে?' এই ভাবিয়া, তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে বালকের হস্ত ধারণ করিলেন। কিন্তু দৈহিক বলে কে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? বালক অনায়াসে বিল্বমঙ্গলের হাত ছিনাইয়া লইল। বিল্বমঙ্গলের তখন জ্ঞান-সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—'বড় ভুল বুঝিয়াছি!' পরক্ষণেই আবার কহিলেন,—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

—'বুঝিলাম,—দৈহিক বল—বল নহে। দৈহিক বলে হাত ছিনাইয়া গেলে! কিন্তু

তাহাতেই বা কি আসে যায়! তোমারও এ বলকে তো অমিত-বল বলিয়া মনে করি না! এইবার তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিলাম। দেখি,—যাও দেখি—তুমি কোথায় যাইবে? হৃদয় হইতে যদি নিষ্ক্রান্ত হইতে পার, তবেই বুঝিব—তোমার পৌরুষ আছে।' ভগবান্ আর বিল্বমঙ্গলকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

এই মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য—আত্মোদ্বোধন। 'আমি জ্ঞানী নহি, ভক্ত নহি, সাধক নহি; তাই বলিয়া আমার প্রতি কি ভগবানের করুণা হইবে না?'—এইরূপ একটা আত্মগ্লানির ভাব মনে আসায়, প্রার্থী যেন এখানে, ভক্ত হইবার জন্য—জ্ঞানী হইবার জন্য, সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন।

সে পক্ষে এ মন্ত্রের প্রার্থনা,—'আমি পাই যেন—সেই জ্ঞান—সেই ভক্তি, যে জ্ঞানে, যে ভক্তিতে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই ভক্তিই ভক্তি—সেই ভক্তিই পরাভক্তি সেই ভক্তিই অনন্যা—সেই জ্ঞানই পরাজ্ঞান—সেই জ্ঞানই মোক্ষপ্রদ। এ মন্ত্র যেন বলিতেছে,—'ভক্তি! সেই জ্ঞানই জ্ঞান জ্ঞান-ভক্তির সেই পবিত্র ডোরে ভগবানকে বন্ধন কর। তিনি তোমায় চিদানন্দ প্রদান করিবেন। সোমসুধা—সেই চিদানন্দ'। (৮ম ৩খ ৩সূ—২সা)॥

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়া খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রায়াহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হরিবঃ' (জ্ঞানরশ্মিসমন্বিত, জ্ঞানশক্তিপ্রদাতঃ) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) ত্বং 'তূতুজানঃ' (ত্বরমাণঃ সন্) 'ব্রহ্মাণি' (বেদমন্ত্ররূপাণি অস্মাকং স্তোত্রাণি) 'উপ' (সমীপং) 'আয়াহি' (আগচ্ছ); তথা 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুতে' (সত্ত্বভাবসমন্বিতে) 'চনঃ' (কর্ম্মণি) 'দধিষ্ব' (আত্মানং ধারয়, অধিতিষ্ঠ ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং স্তোত্রং কর্ম্ম চ ত্বাং প্রাপ্নোতু। (৮ম ৩খ-৩সূ ৩সা)।

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে তৃতীয় সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (প্রথম মণ্ডল, প্রথম অধ্যায় পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানশক্তিপ্রদাতা হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি ত্বরায় আমাদিগের স্তোত্র-সমীপে আগমন করুন; আর, আমাদিগের সত্ত্বসমন্বিত কার্য্যে আপনি অবস্থিতি করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের মন্ত্র ও কর্ম্ম আপনাকে প্রাপ্ত হউক।)॥ (৮অ—৪খ—৫সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হরি-শব্দঃ ইন্দ্র-সম্বন্ধিনোরশ্বয়োর্নামধেয়ং 'হরী ইন্দ্রস্য রোহিতোঽগ্নেঃ (নি০ ১।১৫।১২)' -ইতি তদীয়াশ্ব-নামত্বেন পঠিতত্বাৎ। হে 'হরিবঃ' অশ্ব-যুক্তেন্দ্র! ত্বং 'ব্রহ্মাণি' আনেতুং 'আযাহি'। কীদৃশস্ত্বং? 'তূতুজানঃ' ত্বরমাণঃ। আগত্য চ অস্মিন 'সুতে' সোমাভিষব-যুক্তে কর্ম্মণি 'নঃ' অস্মদীয়ং 'চনঃ'। অন্ননামৈতৎ (নিরু০ নৈ০ ৬১৬)। হবির্লক্ষণমন্নং 'দধিষ্ব' ধারয় স্বীকুর্বিত্যর্থঃ। (৮অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের 'হরিবঃ' পদ দৃষ্টে ইন্দ্রকে ঘোটকারূঢ় বা অশ্ব-সংযুক্ত রথোপরি অধিষ্ঠিত বলিয়া মনে করা হয়। হরি নামক অশ্ব ইন্দ্রের অশ্ব বলিয়া পুরাণাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। 'তিনি সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া আমার স্তব শ্রবণ করিতে অতিদ্রুত আগমন করুন; আসিয়া আমার প্রদত্ত হবিঃস্বরূপ অন্ন অথবা পুজোপকরণাদি গ্রহণ করুন';—ইহাই এই মন্ত্রের সাধারণ-প্রচলিত অর্থ।

আমাদিগের দেবতাকে আমরা যেমন রূপ-গুণে বিভূষিত করিব, তিনি তেমনইভাবে আমাদিগের নিকট প্রতিভাত হইবেন। তিনি যে রূপ-গুণের অতীত, তাহা ধারণা করা মানুষের পক্ষে বিশেষ আয়াস-সাধ্য। সুতরাং যখন যেমন আবশ্যক হয়, তখন তেমনই রূপ-গুণে তাঁহাকে গড়িয়া লওয়া হয়। রৌদ্রের খরতর তাপে ধরণী বিশুষ্ক দগ্ধীভূত হইতেছে; শস্যশ্যামলা মাতার ক্রোড়স্থিত তৃণ-শস্যাদি বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। সেই অবস্থায়, মানুষ ভগবানকে মেঘাধিপতি ইন্দ্র বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। তখন, ভগবানের অন্যান্য অশেষ বিভূতি মানুষের অন্তর হইতে দূরে সরিয়া যায়। তখন, তাহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হয়,—তিনি যেন ইন্দ্ররূপে মেঘাদিপতি-রূপে উপস্থিত হইয়া বারিবর্ষণে ধরণীর বক্ষ শীতল করেন। উত্তাপের এতই যন্ত্রণা যে, অশ্ব-বাহনে ত্বরায় না আসিলে প্রাণ-সংশয় হয়। তদনুসারে পূজার উপকরণও তাঁহার চিত্তাকর্ষক বলিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অন্যপক্ষে সাধক দেখিতেছেন,—যিনিই ইন্দ্র, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনি মহেশ্বর, তিনিই সূর্য্য,—তিনি সর্ব্বদেবময়। সে দৃষ্টিতে, ঐ যে 'হরিবঃ' বিশেষণ, তদ্দ্বারা তাঁহার সর্ব্বদেবময়ত্ব সূচিত হইতেছে; কেন-না 'হরি' শব্দে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-ইন্দ্র যম-সকলকেই বুঝাইয়া থাকে। 'হরি' শব্দে রশ্মি, কিরণ ও দ্যুতি বুঝায়। তাহাতে 'হরি' পদে বিবিধ বিভূতি দ্বারা প্রকাশমান ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পক্ষে, 'হরিবঃ' পদে সর্ব্বদেববিভূতিসম্পন্ন সর্ব্বস্বরূপ অর্থই সাধকের চক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে। আর ঐ পদে জ্ঞানশক্তিপ্রদাতা অর্থও প্রাপ্ত হইতে পারি। তাহাতে ভাব আসে,—'হে ভগবন্! আপনিই মন্ত্র, আপনিই কর্ম্ম; আমার মন্ত্র ও কর্ম্ম সকলই আপনাতেই মিলিত হউক।'

এখানে এ মন্ত্রে সাধক যেন ডাকিতেছেন,—'সাপে তাপে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে; হৃদয়ে আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে; এখনও তুমি নিশ্চিন্ত কেন? এস—দ্রুতগতি এস! মেঘরূপে উদয় হইয়া শান্তিবারি-বর্ষণে আমার দগ্ধ-হৃদয়-ক্ষেত্র শীতল কর! যজ্ঞাহুতির হবিঃস্বরূপ এই অন্তরকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি; এস গ্রহণ কর!' এক পক্ষে মেঘরূপে উদয় হইয়া বারি-বর্ষণে ধরণীর শীতলতা-সম্পাদন; অন্য পক্ষে প্রশান্ত মূর্তিতে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া হৃদয়ের জ্বালা-নিবারণ। মর্ম্মপক্ষে এ মন্ত্রে এই দুই ভাব প্রকাশ পায়। (৮অ—৩প্র-৩সূ ৩সা) ॥

—— * ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

তমীড়িষ্ব যো অর্চ্চিষা বনা বিশ্বা পরিষ্বজৎ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

কৃষ্ণা কৃণোতি জিহ্বয়া ॥ ১ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ যঃ ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'অর্চ্চিষা' (স্বতেজসা) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'বনা' (বনানি, যদ্বা অরণ্যসদৃশানি হৃদয়ানি ইতি ভাবঃ) 'পরিষ্বজৎ' (সর্ব্বতো ব্যাপ্নোতি) অপিচ যঃ ভগবান্ 'জিহ্বয়া' (জ্যোতিঃরূপাভিঃ রশ্মিভিঃ, যদ্বা তীব্রৈঃ জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ ইত্যর্থঃ) হৃদিস্থিতানি তানি অরণ্যানি দগ্ধ্বা 'কৃষ্ণা' (কৃষ্ণবর্ণানি যদ্বা—উৎকর্ষসম্পন্নানি ইতি ভাবঃ) 'কৃণোতি' (করোতি), হে মম মনঃ! ত্বং

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

'তং' (অশেষমহিমান্বিতং তং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'ইড়িষ্ব' (স্তুহি, শরণং কৃণুহি ইতি ভাবঃ) মন্ত্রোহয়ং ভগবতঃ মাহাত্ম্য-খ্যাপকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। ভগবান্ হি অশেষপ্রজ্ঞানাধারঃ। তস্য ভগবতঃ কৃপয়া অতিঅভাজনোঽপি জ্ঞানজ্যোতিঃ লভতে। অত প্রার্থনা—হে ভগবন্! অকিঞ্চনাঃ বয়ং ভবতাং অনুগ্রহং দিব্য-দৃষ্টিং চ যাচামহে। কৃপয়া অভীষ্টং পূরয়তু। (৮অ—৩খ-৪সূ—১শা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানস্বরূপ যে ভগবান আপনার তেজের দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় অরণ্যকে অথবা অরণ্যসদৃশ হৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করেন; অপিচ, যিনি জ্যোতিঃরূপ রশ্মির দ্বারা অথবা জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা সেই হৃদয়স্থিত অরণ্যসমূহকে দগ্ধ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ তাহার উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন; হে মন! তুমি সেই অশেষ-মহিমান্বিত ভগবানকে স্তুতি কর অথবা তাঁহার শরণ গ্রহণ কর। (মন্ত্রটী ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপক এবং আত্মোদ্বোধক। ভগবান্ অশেষ প্রজ্ঞানাধার। সেই ভগবানের কৃপায় অতি অভাজনও জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! অকিঞ্চন আমরা আপনার অনুগ্রহ এবং দিব্য-দৃষ্টি প্রার্থনা করি। কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন)। (৮অ—৩খ—৪সূ—১শা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্তোতঃ! 'তং' অগ্নিং 'ঈড়িষ্ব' স্তুহি, 'যঃ' অগ্নিঃ 'অর্চ্চিষা' জ্বালারূপেণ তেজসা 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'বনা' বনান্তরণ্যানি 'পরিষ্বজৎ' পরিষ্বজতি পরিতো বেষ্টয়তি, যশ্চ তানি বনানি 'জিহ্বয়া' জ্বালয়া দগ্ধা 'কৃষ্ণা' কৃষ্ণবর্ণানি 'কৃণোতি', তমীড়িষ্বেতি সম্বন্ধঃ। ১॥

* * *

প্রথম (১১৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী ভগবানের মহিমাপ্রকাশক এবং আত্মোদ্বোধনমূলক। ভগবানের মহিমার অন্ত নাই। অতি অভাজনও যদি একবার তাঁহার শরণাপন্ন হয়, কায়মনোবাক্যে তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, তিনি তাহার উদ্ধারসাধন করেন।" শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য যেমন অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে, মনুষ্যবাসের উপযোগী হয়, ভগবানের অনুগ্রহে হিংস্র রিপু-

সমাকুল অরণ্যসদৃশ কঠোর হৃদয় জ্ঞানাগ্নি-সংযোগে বিদগ্ধ হইলে, সে হৃদয়ও তেমনি ভগবানের আসনে—শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাবের আবাসরূপে পরিণত হয়।

ভাষ্যের ভাবে এখানে সাধারণ অগ্নির প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। সেই অগ্নি বনসমূহে প্রবেশ করিয়া, তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলে এবং দগ্ধীভূত বন ভস্মে পরিণত হইলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত মন্ত্রে অগ্নির দাহিকা-শক্তির বিষয় প্রখ্যাত আর সেই দাহিকা-শক্তি-বিশিষ্ট অগ্নির উপাসনার বিষয়ই মন্ত্রমধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, তিনি সেইভাবেই ফললাভ করিবেন। যিনি জ্ঞানরাজ্যের দ্বারদেশেও উপনীত হইতে পারেন নাই, তিনি অগ্নিদেবকে এক মূর্ত্তিতে দেখিবেন; আবার যিনি জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে সে অগ্নি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইবেন। সনাতন হিন্দু-শাস্ত্রে অধিকারী অনধিকারী বিষয়ে যে বিচার-বিতর্ক দেখিতে পাই, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নহে; তাহার একমাত্র কারণ - স্তরের পর স্তরক্রমে, পদবীর পর পদবীক্রমে, মানুষকে উন্নত স্তরে উন্নতি করণ। জড় অগ্নির উপাসক প্রথম স্তরের অর্চ্চনাকারী যাঁহারা, তাঁহাদিগকেও একেবারে ভ্রান্ত বলিতে পারা যায় না। কারণ, ঐ প্রকারের পূজায় তাঁহারা ক্রমশঃ অগ্নিদেবের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। পূজাপদ্ধতিক্রমে তাঁহাদের মনে অগ্নিদেবের স্বরূপ-জ্ঞান জাগরূক হইতে পারে। প্রশ্ন উঠিতে পারে—কে তিনি, যাঁহার এই রূপ? কোথায় তিনি, তাঁর কি গুণ? এইরূপ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রশ্নের নিরসনের একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষাও বলবতী হইতে পারে। ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে স্বরূপ জ্ঞানলাভ হইয়া তন্ময়তা জন্মিতে পারে। তখন সেই গুণে গুণান্বিত, সেই রূপে রূপান্বিত হইবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, তৎস্বরূপত্ব লাভ হয়। অগ্নি নামে আমরা কাহার উপাসনা করি? সে কি জড় অগ্নির উপাসনা? সে কি এই সামান্য অগ্নির উপাসনা? কখনই নহে। হিন্দু পৌত্তলিক হইলেও তাহার সে প্রতিমা-পূজার লক্ষ্য মহান্। সেই জড় পুত্তলিকার মধ্য দিয়াই হিন্দু সেই জগন্মাতার বা জগৎপিতার আবির্ভাব লক্ষ্য করে। সুতরাং অগ্নি নামে সে সাধারণ জড় অগ্নির উপাসনা করে না। পরন্তু যিনি বিশ্বের আদি, যিনি বিশ্বের বীজ, যিনি বিশ্বের প্রাণ, যিনি বিশ্বেশ্বর-রূপে বিরাজমান; যিনি মাতা, যিনি পিতা, যিনি দয়িতা, যিনি দেব, যিনি অসুর, যিনি মানব, যিনি গন্ধর্ব্ব; ফলতঃ, যিনি সর্ব্বরূপে সর্ব্বকালে সকলের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন—বিশ্বরূপে যিনি বিশ্বেশ্বর, অগ্নি নামে তাঁহাকেই উপাসনা করা হয়; অগ্নিরূপে তাঁহারই গুণমাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাঁহার নামের অন্ত নাই; তাই অগ্নি তাঁহার একটী নাম। তাঁহার রূপের অন্ত নাই; তাই অগ্নি তাঁহার একটী রূপ। গুণের অন্ত নাই; তাই তেজঃ তাঁহার একটী গুণ। তাঁহার শক্তির অন্ত নাই; তাই তাঁহার দাহিকা একটী শক্তি। তাঁহার প্রভার অন্ত নাই; তাই দীপ্তি তাঁহার একটী প্রভা। তিনি অনলে, অনিলে, সলিলে, তিনি ভূলোকে, দ্যুলোকে, গোলোকে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন। তিনি একরূপে অনন্ত নামে, আবার অনন্তরূপে এক নামে ওতঃপ্রোত

অবস্থান করিতেছেন। যখন জ্যোতির্ম্ময় নাম তাঁহার, তখন অগ্নিরূপে মর্ত্তালোকে, সূর্য্যরূপে অন্তরিক্ষলোকে এবং ইন্দ্রদেবরূপে স্বর্গলোকে তিনি বিরাজমান্ আছেন। উপনিষৎ বলিয়াছেন,—"চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভাতি।" অর্থাৎ ব্রহ্ম চারি ভাবে বিকাশমান। জাগরণে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণু, সুষুপ্তিতে রুদ্র, তুরীয়ে পরমাক্ষর। সেই যে তুরীয় অবস্থা, তখনই তিনি আদিত্য, তিনি বিষ্ণু, তিনিই পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই প্রাণ, তিনিই জীব, তিনিই অগ্নি। অগ্নিরূপেই তিনি বিশ্বপ্রকাশক। তাঁহার সেই যে 'বিভা' তাঁহার সেই যে দিব্যজ্যোতিঃ, তদ্দ্বারাই সংসার সংসারের অঙ্কে প্রকাশ পাইতেছে। উপনিষৎ তাই বলিয়াছেন,—"যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তিনি আলোকময়; তাই তিনি জগৎ আলো করিয়া আছেন। আমরা যে জগৎকে দেখিতে পাই, মানুষ যে তাহাকে দেখিতে পায়, সে তাঁহারই আলোক সাহায্যে। তিনি যদি জ্যোতি-রূপে আলোক বিকীরণ না করিতেন, তবে কি মানুষ জগৎকে দেখিতে পাইত? না তাঁহারই কোনও সন্ধান জানিতে পারিত?—যেমন বহির্জ্জগতে, তেমনি অন্তর্জ্জগতে। এই যে অগ্নি—এই অগ্নি, যাঁহার ভাতিবিকাশ, তিনি যখন হৃদয়ে উদিত হন, তাঁহাকে যখন অন্তরে অনুভব করিতে পারি; তখনই অন্তরের আঁধার দূরীভূত হয়,—অন্তর অন্তরাত্মার সন্ধান পায়,—হৃদয় হৃদয়েশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করে। যিনি বিশ্ব-প্রাণরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন,—যিনি জগদালোকরূপে জগতের আঁধার দূর করিতেছেন, মন্ত্রের উল্লিখিত অগ্নি—সেই অগ্নি—জ্ঞানাগ্নিরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যিনি অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন।

এমন যে অগ্নিদেব, তাঁহাকে জানিতে হইলে—তাঁহাকে চিনিতে হইলে, কাহার সাহায্যে তাঁহাকে জানিব, কাহার সাহায্যে তাঁহাকে চিনিব? শ্রুতি তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"যেনৈব জানতে সর্ব্বং তং কেনান্যেন জানতাং।" তাঁহার দ্বারাই তাঁহাকে জানা ভিন্ন আর উপায়ান্তর কি আছে? "বিজ্ঞাতারং কেন বিজানীয়াৎ অরে কেন বিজানীয়াৎ।" তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে, তাঁহার বিভূতির দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে হয়। অগ্নি—তাঁহার সেই জ্যোতির্ম্ময় বিভূতির বিকাশ। অগ্নিকে জানিলেই তাঁহাকে জানা হয়।

বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সেই অগ্নির অলৌকিক মহিমার বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। তাঁহার করুণা কত দিকে কত প্রকারে প্রকাশ পায়। পুণ্যজনকে তিনি তো উদ্ধার করিবেনই; তাঁহারা তো আপনাদের সামর্থ্যেই আপনারা উদ্ধার হইবেন। সে আর তাঁহার মহিমার বিশেষ প্রকাশ নহে। কিন্তু পাপী-তাপীর উদ্ধারেই তাঁহার মাহাত্ম্য অধিকতর প্রকটিত। আমাদের ন্যায় পাপ-সন্তপ্তদিগকে উদ্ধারেই তাঁহার মাহাত্ম্য বিঘোষিত। এইরূপভাবেই 'বনা' পদে হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল-অরণ্য-সদৃশ হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য পড়িয়াছে। হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল বন যেমন দুর্গম, সেইরূপ রিপুশত্রু-পরিবৃত অন্তরও ভগবানের সম্বন্ধে দুর্গম। মন্ত্রের তাই প্রার্থনা—হে ভগবন্! অগ্নি-রূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া আপনি যেমন বনকে ভস্মাবশেষে পরিণত করেন, সেইরূপ আপনি জ্ঞানাগ্নিরূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের রিপুশত্রুরূপ হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল হৃদয়রূপ অরণ্যকে দগ্ধীভূত করিয়া, তাহার উৎকর্ষসাধনে তথায় অধিষ্ঠিত হউন।',

মন্ত্রের যে একটী প্রচলিত অনুবাদ আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,— "(হে স্তবকারী)! যিনি শিখা দ্বারা সমগ্র বনসমূহকে আচ্ছন্ন করেন এবং (জ্বালারূপ) জিহ্বা দ্বারা তাহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ করেন, তুমি সেই অগ্নির স্তব কর।" বলা বাহুল্য, এখানেও ভাষ্যে লৌকিক অগ্নির বিষয়ই প্রখ্যাপিত। * (৮অ ৩খ ৪সূ—১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩২ ৩ ১২ ৩১র ২র ৩ ১ ২
য ইদ্ধ আবিবাসতি সুম্নমিন্দ্রস্য মর্ত্ত্যঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
দ্যুম্নায় সুতরা অপঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ মর্ত্ত্যঃ' (যঃ মানবঃ) 'ইদ্ধে' (প্রজ্বলিতে জ্ঞানাগ্নৌ) 'ইন্দ্রস্য' (ঐশ্বর্য্যাধিপতেঃ ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'সুম্নং' (সুখকরং, প্রীতিজনকং, সৎকর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'আবিবাসতি' (পরিচরতি, সম্পাদয়তি) ভগবান তস্য জনস্য 'দ্যুম্নায়' (জ্যোতর্ম্মানায়, জ্যোতির্ম্ময়ায়, পরমানন্দায়) তং 'সুতরাঃ' (সুখেন তরণীয়াঃ, মোক্ষদায়কং ইত্যর্থঃ) 'অপঃ' (অমৃতং) প্রযচ্ছতি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানযুতেন সৎকর্ম্মসাধনেন সাধকাঃ মোক্ষং লভন্তে— ইতি ভাবঃ॥ (৮অ-৩খ-৪সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে মানব প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নিতে ভগবানের প্রীতিজনক সৎকর্ম্ম সম্পাদন করেন, ভগবান সেই ব্যক্তির জ্যোতির্ম্ময় পরমানন্দের জন্য তাঁহাকে মোক্ষদায়ক অমৃত প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানযুত সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সাধক মোক্ষলাভ করেন।)॥ (৮অ—৩খ—৪সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের পঞ্চম সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (ষষ্ঠ মণ্ডল, ষষ্টিতম সূক্ত, দশমী ঋক্)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' 'মর্ত্ত্যঃ' মনুষ্যঃ 'ইদ্ধে' দীপ্তে অগ্নৌ 'সুম্নং' সুখকরং হবিঃ 'ইন্দ্রায়'। চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী (২।৩।৬২)। ইন্দ্রায় 'আবিবাসতি' পরিচরতি প্রযচ্ছতি, তস্মৈ মর্ত্ত্যায় 'দ্যুম্নায়' দ্যোতমানায়ান্নায় তদর্থং 'সুতরাঃ' সুখেন তরণীয়াঃ 'অপঃ' উদকানি বৃষ্ট্যাত্মকানি, ইন্দ্রঃ করোতীতি শেষঃ। (৮অ-৩খ-৪সূ ২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্মিলন ঘটিলে মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। ভগবান্ কৃপা করিয়া সেই সাধককে আপনার মঙ্গলময় ক্রোড়ে স্থান-দান করেন। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।

মন্ত্রান্তর্গত 'ইদ্ধে' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'দীপ্তে অগ্নৌ'। ভাষ্যাদিতে যজ্ঞার্থে ব্যাখ্যা কল্পিত হইয়াছে। মন্ত্রের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ এই যে,—"যে ব্যক্তি ইন্দ্রে সুখজনক হব্যাদি প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রদান করে সে ব্যক্তির সুখের জন্য ইন্দ্র সুখে তরণীয় জল সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অগ্নিতে হব্যাদি প্রদান করিয়া ইন্দ্রের প্রীতি উৎপাদন করে সে ইন্দ্রের কৃপায় চাষবাসাদি কার্য্যের সুবিধার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টিধারা প্রাপ্ত হয়।"

পাশ্চাত্য বেদব্যাখ্যাতাগণের মধ্যে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। কেহ বা সায়ণাচার্য্যকে অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া লইতে প্রস্তুত, আবার কেহ তাঁহাকে মানিতে মোটেই রাজী নহেন। তৃতীয় এক শ্রেণীর পণ্ডিত সায়ণাচার্য্যকে বিচারাধীন করিয়া যতটুকু মূলার্থের পরিপোষক, ততটুকু মানিতে রাজী আছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এত মতবিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কোন কোনও বিষয় তাঁহাদের সুবিধানুসারে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে রাজী আছেন। একটী বিষয় এই যে,—প্রাচীন হিন্দুগণ যে জমি চাষবাস করিতেন বেদে তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণ মন্ত্র পাওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ বর্ত্তমান মন্ত্র-সম্বন্ধে তাঁহারা বলিবেন,—'ঐ দেখ, তোমাদের সায়ণাচার্য্যই বলিতেছেন, যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বারিবর্ষণ করেন। কৃষি-কার্য্যের জন্যই জলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়তা। সুতরাং এই মন্ত্র কৃষিকার্য্যের দ্যোতনা করিতেছে।' এইরূপ দূরার্থ হইতেই বেদের নাম হইয়াছে—'চাষারগান'। কিন্তু বেদ সত্যসত্যই 'চাষারগান' কি না, এবং বৈদিক হিন্দুরা কেবলমাত্র চাষা ছিলেন কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু এই ভাবে বিচার করিবার পথে যথেষ্ট বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান আছে। সেই বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিয়া সত্য-নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে।

বর্ত্তমান মন্ত্রে ভাষ্যকার 'ইদ্ধে' পদে প্রজ্বলিত অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং 'অপঃ' পদে 'বৃষ্টিধারা' অর্থ করিয়াছেন। তাহাতে দুইটী বিষয় বুঝা যাইতেছে যে, মন্ত্রে যজ্ঞাদির সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে এবং বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইতেছে।

ভাষ্যকার নিজ মনের ভাবানুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'ইন্দ্রে' পদে অগ্নিকে লক্ষ্য করিলেও 'অগ্নি' শব্দে কি বস্তু বুঝায় তাহা ঋগ্বেদের আগ্নেয়-সূক্তের ব্যাখ্যায় বিশেষ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের কোন মতবিরোধ না ঘটাইয়াও আমাদের মর্ম্মানুসারিণীধৃত-ব্যাখ্যা অব্যাহত রাখা যায়। কিন্তু 'অপঃ' শব্দে আমরা পূর্ব্বাপর যে অমৃত অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, তাহার ব্যত্যয় করিবার কোন কারণ দেখি না। বরং অমৃত অর্থের ব্যত্যয় করিলে মন্ত্রের মূলভাবই রক্ষিত হয় না। মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ,—"যে ব্যক্তি হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ভগবানের প্রীতিজনক কর্ম্ম করে"। ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে 'অপঃ' পদের পূর্ব্বার্থ অব্যাহত রাখাই অপরিহার্য্য। সুতরাং মন্ত্রের পূর্ব্বাংশের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া শেষাংশের অর্থ হইল,—'ভগবান্ তাঁহাকে মোক্ষদায়ক অমৃত প্রদান করেন।' (৮অ-৩খ—৪সূ—২সা) ॥

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১২ ৩১২ ৩১ ২ ৩১২
তা নো বাজবতীরিষ আশূন্ পিপৃতমর্ব্বতঃ।

১২৩২ ৩ ১২
ঐন্দ্রমগ্নিং চ বোঢ়বে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতী হে দেবৌ! 'ইন্দ্রং অগ্নিঞ্চ' (ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতী দেবৌ, যুবাং ইত্যর্থঃ) 'বোঢ়বে' (সমস্তাৎ বোঢ়ুং, সম্যক্‌রূপেণ পূজয়িতুং ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বাজবতীঃ' (আত্মশক্তিযুতাঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধং) তথা 'আশূন্ অর্ব্বতঃ' (আশুমুক্তিদায়কং পরাজ্ঞানং) 'পিপৃতং' (পূরয়তং, প্রযচ্ছতং)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ পূজাসাধনং শিক্ষয়; অস্মভ্যং তব আরাধনায় পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৩খ ৪সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতি হে দেবদ্বয়! ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতি দেবদ্বয়কে অর্থাৎ আপনাদিগকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিবার জন্য আমাদিগকে আত্মশক্তিযুত

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষষ্টিতম সূক্তের দশমী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সিদ্ধি এবং আশুমুক্তিদায়ক পরাজ্ঞান প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্‌! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পূজা-সাধন শিক্ষা প্রদান করুন; আমাদিগকে আপনার আরাধনার জন্য পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (৮অ—৩খ—৪সূ—৬সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী! 'তা' তৌ যুবাং 'বাজবতীঃ' অন্নবতীঃ 'ইষঃ' ইষ্যমাণা 'বৃষ্টীঃ'; যদ্বা, বাজী বলং তদ্বতীঃ ইষঃ অন্নানি। 'আশূন্' শীঘ্রগান 'অর্ব্বতঃ' অশ্বাংশ্চ 'নঃ' অস্মভ্যং 'পিপৃতং' পূরয়তং প্রযচ্ছতং। কিমর্থং? 'ইন্দ্রং' 'অগ্নিঞ্চ' 'আ বোঢ়বে' আ সমন্তাৎ বোঢ়ুং হবির্ভিঃ প্রাপয়ন্তু। (৮অ-৩খ-৪সূ-৫সা)।

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১১৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রের প্রার্থনার একটা বিশেষত্ব এই যে, প্রার্থনায় স্পষ্টভাবে 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার' ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভগবানকে পূজা করিবার উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

বাস্তবিকপক্ষে মানুষের যাহা কিছু প্রার্থনীয়, যাহা কিছু কামনার বস্তু তাহা সমস্তই ভগবানের নিকট হইতে লাভ করা যায়। সেই পরম পুরুষ ব্যতীত অন্য কেহই মানবের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারেন না। তিনি ব্যতীত জগতে আর কে আছে যে, মানবের প্রার্থনা শ্রবণ করিবে! তিনি যদি মানবকে প্রার্থনা করিবার শক্তি না দেন তবে মানব সে শক্তি লাভ করিতে পারিবে না। মানুষ ভগবানকে আরাধনা করিতে চায়, কিন্তু দুর্ব্বলতা-বশতঃ সে তাহা পারে না। অথচ ভগবানকে তাহার আরাধনা করা চাই-ই। সে ভগবৎ-পূজার শক্তি কোথায় পাইবে? কে এমন আছে যে, তাহাকে সেই শক্তি দিতে পারে? জগতের শক্তির মূলাধার সেই পরম পুরুষ ব্যতীত আর কেহই শক্তিদানে সমর্থ নয়। এখন বিষয়টী দাঁড়াইতেছে এই—ভগবানকে আরাধনা করিবার উপযোগী শক্তি-লাভ করিবার জন্য মানুষ ভগবানেরই নিকট প্রার্থনা করে আর তিনিও মানুষকে সেই সাধনশক্তি প্রদান করেন। ইহার অর্থ কি? নিজে পূজা লাভ করিবার জন্যই কি ভগবান্‌ মানুষকে তাঁহার পূজাপ্রণালী শিক্ষা দেন, আত্ম- মহিমা বিস্তারই কি ইহার উদ্দেশ্য?

না—তাহা নয়। পরম দয়াল জগৎপিতা তাঁহার সন্তানের মঙ্গলের জন্য তাহাকে পরাশান্তির পথে পরিচালিত করেন। তিনি জানেন, মানুষ তাঁহার কোল হইতে গিয়াছে, আবার তাঁহার কোলেই ফিরিয়া যাইবে। সেই ফিরিয়া আসিবার উপায়—তাঁহারই প্রতি

অনুরক্তি, তাঁহারই পূজা আরাধনা। কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বল সন্তান সেই সাধনশক্তি-লাভে বঞ্চিত। কাজেই ভগবানকেই তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানের সাহায্যে অগ্রসর হইতে হয়। মানবের, জগতের মঙ্গলের জন্যই তিনি জগতে তাঁহার মহিমা প্রচার করেন। তিনি ধরা না দিলে মানুষের সাধ্য নাই তাঁহাকে ধরিতে পারে। তাই সাধক প্রার্থনা করেন,—

"শিখায়ে দে তুই আমারে কেমন করে তোরে ডাকি।
এক ডাকে ফুরাইয়া দেই রে জন্মভরার ডাকাডাকি॥"

—আমি যে তোমাকে ডাকিতে জানি না প্রভো, তাই তো তোমার দর্শনলাভ করিতে পারি না। তুমিই আমাকে শিখাইয়া দাও কিরূপে তোমাকে ডাকিতে হয়। চিরজীবন ধরে মানুষ কোন না কোন ভাবে তোমাকে ডাকিবার চেষ্টা করে, কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ কি ভাবে ডাকিতে হয় তাহা তো জানে না। ওগো অন্তর্যামী, তুমি তো মানুষের হৃদয় দেখ, তুমি আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া কিরূপে তোমাকে ডাকিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দাও। আমাদের চিরজীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা এক মুহূর্ত্তে মিটিয়া যাউক। "মিটাও আশ সব পিয়াস অমৃত-প্লাবনে।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির অনেক স্থলেই মন্ত্রার্থ অন্যভাব ধারণ করিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে পরিদৃষ্ট হইবে যে, - এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যেরও অনৈক্য আছে। সে অনুবাদটী এই, "হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা আমাদিগকে বলবান অন্ন এবং (অস্মদীয় হব্য) বলবান করিবার নিমিত্ত বেগবান অশ্ব সকল প্রদান কর।" (৮ম ৩খ—৪সূ-৩সা)। *

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩
প্রো অয়াসীদিন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতং সখা

২ ৩ ২র ২র ৩ ১ ২
সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সঙ্গিরম্।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মর্য্য ইব যুবতিভিঃ সমর্ষতি সোমঃ

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
কলশে শতযামনা পথা॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষষ্টিতম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, উনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখা' (সখিভূতঃ) 'ইন্দুঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'নিষ্কৃতং' (প্রার্থনীয়াং মুক্তিং) 'প্রো অয়াসীৎ' (প্রকর্ষেণৈব গচ্ছতি, অস্মান প্রাপয়তু ইত্যর্থঃ); সঃ 'সখ্যুঃ' (সখিভূতস্য) 'ইন্দ্রস্য' (বলাধিপতিদেবস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) উপাসকং ইতি যাবৎ, 'ন প্রমিনাতি' (ন হিনস্তি); 'মর্য্যঃ ইব' 'যুবতিভিঃ' (মানবঃ যথা যুবত্যা সহধর্ম্মিণ্যা সহ সম্যক্‌প্রকারেণ মিলিতঃ ভবতি তদ্বৎ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'শতযামনা পথা' (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) 'কলশে' (অস্মাকং হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'সমর্ষতি' (আগচ্ছতু, অস্মাভিঃ সহ সম্যক্‌রূপেণ মিলিতঃ ভবতু ইত্যর্থঃ);. প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পূর্ণমুক্তিদায়কং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৮অ ৪খ—১সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সখিভূত সত্ত্বভাব আমাদিগকে প্রার্থনীয় মুক্তি প্রদান করুন; তিনি সখিভূত ভগবানের উপাসককে হিংসা করেন না; মানুষ যেমন যুবতী সহধর্ম্মিণীর সহিত সম্যক্‌প্রকারে মিলিত হয়, সেইরূপভাবে সত্ত্বভাব সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন, অর্থাৎ আমাদিগের সহিত সম্যক্‌প্রকারে মিলিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পূর্ণভাবে মুক্তিদায়ক সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ করি।)॥ (৮অ—৪খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইন্দুঃ' সোমঃ 'ইন্দ্রস্য' 'নিষ্কৃতং' সংস্কৃতং স্থানমুদরং 'প্রো অয়াসীৎ' প্রৈব গচ্ছতি; গত্বা চ 'সখা' সখিভূতঃ 'সখ্যুঃ' ইন্দ্রস্য 'সঙ্গিরং' সম্যাগ্‌ গিরণাধারভূতং উদরং 'ন' 'প্র মিনাতি' হিনস্তি, কিঞ্চ 'মর্য্যঃ ইব যুবতিভিঃ' মর্ত্ত্যো যথা তরুণীভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ সঙ্গতো ভবতি তদ্বদয়মপি সোমো যুবতিভির্ম্মিশ্রণ-শীলাদিভির্ব্বসতীবরীভিরদ্ভিঃ সহ 'সমর্ষতে' সঙ্গচ্ছতে অভিষব-কাল-পশ্চাৎ সোমঃ 'শতযামনা' অনেক-যামন-সাধন-বিস্তোপেতেন 'পথা' মার্গেণ দশাপবিত্র-সম্বন্ধিনা 'কলশে' দ্রোণকলশে গচ্ছতীতি শেষঃ। যদ্বৈকমেব বাক্যং—যথা মর্য্যো মর্ত্ত্যো যুবতিভিঃ সহ সঙ্গচ্ছতে এবং কলশে শত-যামনা পথা সঙ্গচ্ছতে। 'শতযামনা'—'শতযাম্না'—ইতি পাঠৌ। (৮অ ৪খ ১সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (১১৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের দুইটী পদ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। প্রথমটী, 'ইন্দুঃ' পদের বিশেষণ 'সখা' সত্ত্বভাব আমাদিগের পরম বন্ধুর ন্যায় উপকারী। মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু—মুক্তি সত্ত্বভাব সেই মুক্তিদান করিতে পারে। তাই সত্ত্বভাব মানুষের মিত্র।

দ্বিতীয়টি, 'ইন্দ্রস্য' পদের বিশেষণ 'সখ্যুঃ'। ভগবানও মানবের পরম বন্ধু। তাঁহা কৃপাতেই মানুষ বাঁচিয়া আছে, জীবনের যাহা পরম বস্তু, তাহাও পাইতেছে। তা কবি বলিয়াছেন –

"কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি।
সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি॥"

মন্ত্রান্তর্গত 'নিষ্কৃতং' পদের ব্যাখ্যা বিবরণকারের অনুসরণে গৃহীত হইয়াছে। এই মন্ত্রে প্রচলিত ব্যাখ্যা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত বঙ্গানুবাদটী উদ্ধৃ হইল। "সোম ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করেন, কারণ ইন্দ্র তাঁহার বন্ধু। তিনি ইন্দ্রের উদরে কোন অনিষ্ট করেন না। মানব যেমন যুবতীদিগের সহিত মিলিত হয় তদ্রূপ ইনি শতচ্ছিদ্র পথ দিয়া নির্গত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।" (৮অ—৪খ—১সূ—১সা)।

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্র বো ধিয়ো মন্দ্রয়ুবো বিপন্যুবঃ

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মনস্যুবঃ সম্বরণেষক্রমুঃ।

২ ৩ ১ ২৩ক ২র ৩ ২ ৩ ২
হরিং ক্রীড়ন্তমভ্যনূষত স্তুভোঽভি

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ধেনবঃ পয়সেদশিশ্রয়ু॥ ২॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের ষোড়শী ঋক (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দ-আর্চ্চিকেও (৩প-৫দে—৯খ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্বাঃ 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'ধিয়ঃ' (ধ্যাতারঃ) 'মন্দ্রয়ুবঃ' (মদং, পরমানন্দং কাময়মানাঃ) 'সনস্যুবঃ' (স্তুতিং কাময়মানাঃ, স্তুতিং কুর্ব্বন্তঃ, আরাধনাপরায়ণাঃ) 'বিপন্যুবঃ' (স্তোতারঃ, প্রার্থনাকারিণঃ—বয়ং ইতি যাবৎ) 'সংবরণেষু' (যাগগৃহেষু, সৎকর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'প্রাক্রমুঃ' (প্রবর্ত্তাঃ ভবাম) ; 'স্তুভঃ' (স্তোতারঃ, প্রার্থনাকারিণঃ) 'ক্রীড়ন্তং' (ক্রীড়নশীলং, লীলাপরায়ণং) 'হরিং' (পাপহারকং দেবং) 'অভ্যানূষত' (অভিস্তুবন্তি, আরাধয়ন্তি) ; 'ধেনবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'পয়সা' (অমৃতেন সহ) 'ইৎ' (ইমং পরমদেবং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'অশিশ্রয়ুঃ' (অধিকং শ্রীণন্তি, প্রধাবন্তি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্য প্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। বয়ং সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ভবাম ; সাধকাঃ ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি ; জ্ঞানিনঃ ভগবন্তং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৮অ - ৪খ - ১সূ - ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! তোমার ধ্যানকারী পরমানন্দকামনাকারী আরাধনা-পরায়ণ প্রার্থনাকারিগণ আমরা যেন সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইতে পারি ; প্রার্থনাকারিগণ লীলাপরায়ণ পাপহারক দেবতাকে আরাধনা করেন ; জ্ঞানকিরণসমূহ অমৃতের সহিত এই পরমদেবতার অভিমুখে প্রধাবিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। আমরা যেন সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হই ; সাধকগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন ; জ্ঞানিগণ ভগবানকে প্রাপ্ত করেন)। (৮অ—৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোমাঃ 'বঃ' যুষ্মাকং 'ধিয়ঃ' ধ্যাতারঃ 'মন্দ্রয়ুবঃ' মদকরং শব্দং কাময়মানাঃ 'সনস্যুবঃ' স্তুতিং কাময়মানাঃ 'বিপন্যবঃ'। স্তোতৃনামৈতৎ। স্তোতারঃ 'সংবরণেষু' তৃণকটা-বরণোপেতেষু যাগ-গৃহেষু 'প্রাক্রমুঃ' প্রক্রমন্তে। তদেবাহ—'স্তুভঃ' স্তোতারঃ 'হরিং' হরিতবর্ণং 'ক্রীড়ন্তং' ক্রীড়ন-শীলং সোমং 'অভ্যানূষত' অভিষ্টুবন্তি 'ধেনবঃ' অপি 'পয়সা' ক্ষীরেন ক্ষীরেণৈব 'ইৎ' ইমং সোমং অভিলক্ষ্য 'অশিশ্রয়ুঃ' অধিকং শ্রীণন্তি। 'সংবরণেষু'—'সংবসনেষু'—ইতি পাঠৌ, 'হরিংক্রীড়ন্তং'—'সোমস্যনীথাং'—ইতি চ; 'পয়সেদশিশ্রয়ুঃ'—'পয়সেমবিশ্রয়ুঃ'—ইতি চ। (৮অ—৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১১৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে একটী বিশিষ্ট ভাব বর্ত্তমান, কিন্তু সমগ্র মন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরস্পর একটা যোগসূত্র বর্ত্তমান আছে।

মন্ত্রের প্রথম অংশে আছে—প্রার্থনা। কিন্তু এই প্রার্থনার মধ্যে আত্মোদ্বোধনের ভাবই সমধিক প্রবল। শুদ্ধসত্ত্বের অর্থাৎ ভগবৎশক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাধক বলিতেছেন,—আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হই, আমাদের প্রবৃত্তি যেন সৎকর্ম্মসাধনের দিকে প্রধাবিত হয়। আমরা পরমানন্দ-লাভ করিতে চাই. সেইজন্য ভগবানের শরণাপন্ন হইতেছি। তিনি জগতের আশ্রয়, কামনাকারীর কল্পতরু। তিনি আমাদের কামনা পূর্ণ করুন, আমাদিগকে পরমানন্দের অধিকারী করুন। আমাদিগকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করুন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য বর্ণিত হইয়াছে। সাধকগণ পরম লীলাপরায়ণ ভগবানকে আরাধনা করেন। মন্ত্রাংশের 'ক্রীড়ন্তং' পদটী বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। জগতের সৃষ্টি-প্রলয়াদি ব্যাপার ভগবানের 'বালকচেষ্টিতবৎ' লীলামাত্র। সান্ত মানুষের নিকট এই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত পুরুষের কার্য্যকলাপের কারণ জানিবার অধিকার নাই শক্তি নাই। কোন্ কারণ-বশে কার্য্য হইল, সীমাবদ্ধ দৃষ্টি লইয়া সাধারণ মানব তাহার কি মীমাংসা করিবে? আপাতঃদৃষ্টিতে অনেক কার্য্য অর্থহীন অথবা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহা কেবলমাত্র মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির ফল। ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ তাই ভগবানের কার্য্যকলাপের কার্য্যকারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া শুধু বিস্ময়বিমুগ্ধভাবে তাঁহার অপার শক্তির কথাই ভাবিতে পারে।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশও নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। জগতের জ্ঞানরাশি ভগবানকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। - জ্ঞানামৃত ভগবানেরই শক্তি, তাহা তাঁহার চরণতল হইতে প্রবাহিত হইয়া জগৎকে শান্ত শীতল করে। সৌভাগ্যশালী সাধকগণ সেই পরমধন লাভ করিতে পারেন—তাহাদের ঐকান্তিক সাধনার দ্বারা। যাঁহারা ভগবানের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁহাদের অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। ভগবৎশক্তিপ্রভাবে তাহাদের সকল অভীষ্টই পূর্ণ হয়।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব অন্যরূপ। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই, "হে সোম! তোমার সেবকেরা সুমধুর-স্বরে তোমার স্তব করিবার অভিলাষে যজ্ঞগৃহ-মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বুদ্ধিমানেরা স্তোত্র-সহকারে সোমের আবাহন করিতেছেন। গাভী ইহার উপর দুগ্ধ ঢালিয়া দিতেছে।" (৮অ ৪খ—১সূ - ২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ২ ৩ ২৩
আ নঃ সোম সংযতং পিপ্যুষীমিষ

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মিন্দো পবস্ব পবমান উর্ম্মিণা।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
যা নো দোহতে ত্রিরহন্নসশ্চুষী

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ক্ষুমদ্বাজবন্মধুমৎসুবীর্য্যাম্ ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো সোম' (দীপ্তিমন, জ্যোতির্ম্ময় হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মান্, অস্মাকং চিত্তবৃত্তীন্ ইত্যর্থঃ) 'সংযতং' কৃত্বা ইতি যাবৎ 'পিপ্যুষীং' (প্রবৃদ্ধং, শক্তিদায়িকাং ইত্যর্থঃ) 'ইষং' (সিদ্ধিং) 'উর্ম্মিণা' (প্রবাহেণ, ধারারূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন ইত্যর্থঃ) 'আ পবস্ব' (প্রকৃষ্টরূপেণ প্রদেহি অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ); 'যা' (যা সিদ্ধিঃ) 'ত্রিরহন' (ত্রিকালং, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'অসশ্চুষী' (অপ্রতিবন্ধী, আনুপূর্ব্ব্যেণ, সর্ব্বতোভাবেন ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং, অস্মদর্থং) 'ক্ষুমৎ' (শব্দোপেতং, সর্ব্বত্র শ্রূয়মাণং, পরাজ্ঞানযুতং) 'বাজবৎ' (আত্মশক্তিযুতং) 'মধুমৎ' (মাধুর্য্যোপেতং, অমৃতময়ং) 'সুবীর্য্যাং' (শোভনবীর্য্যোপেতং, পরমবলং ইত্যর্থঃ) 'দোহতে' (প্রযচ্ছতি) তাং সিদ্ধিং বয়ং প্রার্থয়ামঃ—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং অমৃতময়ং আত্মশক্তিযুতং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ · ৪খ - ১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্ময় হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক তুমি আমাদিগের চিত্তবৃত্তী-সমূহকে সংযত করিয়া শক্তিদায়িকা সিদ্ধি, প্রভূতপরিমাণে আমাদিগের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে প্রদান কর; যে সিদ্ধি নিত্যকাল সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের জন্য পরাজ্ঞানযুত আত্মশক্তিযুত অমৃতময় পরম বল

প্রদান করে, সেই সিদ্ধি আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আত্মশক্তিযুক্ত পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (৮অ—৪খ—১সূ—৩সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' দীপ্ত! 'সোম'! 'পবমানঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'সংযতং' সংগৃহীতং 'পিপ্যুষীং' প্রবৃদ্ধং 'ইষং' অন্নং 'ঊর্ম্মিণা' প্রবাহ-রূপেণ তদীয়েন রসেন 'পবস্ব' প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। 'যা' ইট্ 'নঃ' অস্মাকং 'অহন্' অহনি অহ্নঃ 'ত্রিঃ' ত্রিষু সবনেষু 'অসশ্চুষী' অপ্রতিবদ্ধো 'দোহতে'। কিং ? 'ক্ষুমৎ' শব্দোপেতং সর্ব্বত্র শ্রূয়মাণং 'বাজবৎ' বলবৎ 'মধুমৎ' মাধুর্য্যোপেতং 'সুবীর্য্যং' শোভন-সামর্থ্যং পুত্রং দোহতে। তামিষং পবস্বেতি সমন্বয়ঃ॥ 'ঊর্ম্মিণা'-'অদ্রিয়ং' ইতি পাঠৌ॥ (৮অ-৪খ—১সূ—৩সা)॥

. . .

তৃতীয় (১১৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ভাগেই বিভিন্ন ভাব ও ভাষার সাহায্যে সেই এক পরমশক্তিলাভের জন্যই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এই মন্ত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে একটীর সহিত অন্যটীর কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও চলে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে সোম! যে যুদ্ধ তিনদিন অবিরত প্রবর্ত্তমান হইয়া আমাদিগের জন্য প্রচুর ইক্ষু, অন্ন, মধু ও লোকজন (দাস) আনিয়া দিয়াছে, সেই অক্ষয় অন্নবর্দ্ধনকারী যুদ্ধের অভিমুখে তুমি ক্ষরিত হও।" ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অনুবাদকার ইক্ষু, অন্ন, মধু প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কোথায়ও এই সমস্ত বস্তুর উল্লেখ নাই। 'মধুমৎ' পদে মধু বুঝায় না। 'সুবীর্য্যং' পদে অনুবাদকার 'লোকজন (দাস)' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'বীর্য্যবান পুত্র'। উভয় ব্যাখ্যাতেই জোর করিয়া একটী বিশেষ্য বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে পুত্র বা দাসদাসীর কোন প্রসঙ্গ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। 'সুবীর্য্যং' পদে সেই পরমবীর্য্য বা শক্তিকে লক্ষ্য করে, যে শক্তি লাভ করিলে পার্থিব লোকবল, ধনবল তুচ্ছ জ্ঞান হয়, পৃথিবীর কোন শক্তিই তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে পারে না। যে সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটিলে মানুষ সেই পরম শক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করে, সেই সিদ্ধির জন্যই এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের 'ত্রিরহন্' পদ হইতে ভাষ্যকার অর্থ আনিয়াছেন "অহন অহনি, অহ্নঃ ত্রিঃ ত্রিষু সবনেষু" অনুবাদকার অর্থ করিলেন 'তিনদিন অবিরত প্রবর্ত্তমান যুদ্ধ'। কিন্তু 'ত্রিরহন্'

পদে 'যুদ্ধ' বা 'সবন' প্রভৃতি কিছুই নাই - উহা ত্রিকালের অর্থাৎ নিত্যকালের দ্যোতক। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অনন্তকাল এই 'ত্রিরহন্' পদ প্রকাশ করিতেছে। আমরা তাই উক্ত পদে নিত্যকাল অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের প্রার্থনার মূলভাব,—যে সিদ্ধি, যে শক্তি লাভ করিলে পরম শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, মানুষ পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারে সেই সিদ্ধির জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি, ভগবান আমাদিগকে সেই পরমসিদ্ধি প্রদান করুন। উহাতে যুদ্ধাদিরও কোন প্রসঙ্গ নাই, ইক্ষু, মধু প্রভৃতিরও কোন উল্লেখ নাই।

মন্ত্রান্তর্গত 'সংযতং' পদের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। মানুষের প্রবৃত্তি সাধারণতঃ উচ্ছৃঙ্খল, তাহা নানাদিকে নানাভাবে চলিতে যায়; কিন্তু সেই প্রবৃত্তিকে শাসনাধীনে আনিয়া সৎপথে পরিচালিত করা অবশ্য প্রয়োজন। প্রবৃত্তিকে সংযত রাখা সম্ভবপর হয় - পবিত্র সত্ত্বভাবের সাহায্যে। হৃদয় যখন নির্ম্মল পবিত্র হয়, মনে যখন কোন প্রকার হীন কামনা-বাসনা থাকে না তখনই মানুষ সত্ত্বভাব লাভ করিতে সমর্থ হয়। শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিলে মানবের মন আপনা-আপনি সংযত হইয়া আসে। তাই বলা হইয়াছে - 'আমাদের চিত্তবৃত্তিকে সংযত করিয়া।' তাই প্রার্থনার ভাব,—"আমাদিগের হৃদয় মন পবিত্র হউক, আমরা যেন বিশুদ্ধ সত্ত্বের সাহায্যে পরাজ্ঞান- পরাশক্তির অধিকারী হইতে পারি।" (৮অ—৪খ - ১সূ ৩সা) ॥ *

প্রথম-সূক্তে গেয়-গান।

২র ১র　　২ ১　　⋅⋅ ১　　২ র১　　২ ১
১　প্রোঅয়াসাম্বিৎ। ইন্দুরিন্দ্রা। স্যা ২ নিষ্কৃতা৺। সখাসখ্যুঃ। নপ্রমিনা।

⋅⋅ ১　　২ ১　　২ ১　　১ ⋅⋅　　২র ১
তা ২ য়িসঙ্গিরাম্। মর্য্যইবা। যুবতিভাম্বিঃ। সা ২ মর্ষতাম্বি। সোমঃকলা।

২র১　　⋅⋅ ১র ২　　২ র ১　　২ ১
শেশতয়া। মা ২ নাপথা ৩ ১ উ। প্রবোসিয়ো। মঞ্জুসো। বা ২

১　　২ ১　　২ ১　　⋅⋅ ১　　২ ১র
য়িপস্থ্যবাঃ। পনস্থ্যবাঃ। সংবরণাম্বি। ষু ২ বক্রমুঃ। হরিক্রীড়া।

২১　　— ১　　২ ১র　　২ ১　　— ১ ২
ভমন্তানু। বা ২ তস্তভাঃ। অভিধেনা। বঃপয়সাম্বিৎ। আ ২ শিঅয়ু ৩

১　　২র ১র　　২ ১　　— ১র　　২ র ১
রাউ॥ আনঃসোমা। সংযতম্পারি। প্যা ২ য়ীম্বিষা৺। ইন্দ্রোপবা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১   - ২   ২র র ১র   ২র ১   — ১

স্বপবমা। না ২ উর্ম্মিণা। যানোদোতা। তেত্রিরহান্। আ ২ সঙ্কৃষালি।

২ ১র   ২ ১   —   ২   ১ ১ ১ ১

ক্ষুমদ্বাজাঃ। বন্মধুমাৎ। সু ২ বীরিয়া ৩ মাউ। বা ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

১   র র   ২ ১   ..   ১ র

২ প্রণো। অয়াদীদিন্দুরিন্দ্রা। গুনিষ্কার্ত্তা ২ ম্। সখানখুর্ম্মপ্রমিনা।

২ ১ —   ১   ২ ১   ১ ২

তিসঙ্গারিরা ২ ম। মর্য্যাইবয়ুবতিভায়িঃ। সমর্ষাতা ২ ৩ যি। সোমা ৩ ঃ

৪ ৫   ২র ১   ১ ২   ৪   ২ ১

কালা। শেশতায়া ২ ৩। মানা ৩ পা ৫ থা ৬ ৫ ৬॥ প্রবোগা।

র   ২ ১ —   ১   ২ ১ —

ধিয়োমন্দ্রয়ুগো। বিপন্যুবা ২ ঃ। পনস্যাবঃসম্বরণারি। মুখক্রামু ২ ঃ।

১ র   ২ ১   ১ ২   ৪ ৫   ২ ১

হরিক্রীডস্তমত্যানু। যতস্তুভা ২ ৩ঃ। আভী ৩ ধেনা। বঃপয়াসা ২ ৩ য়িৎ।

১ ২   ৪   ২র ২ র   ১ র

আশা ৩ য়িশ্রা ৫ যূ ৬ ৫ ৬। আনোবা। সোমসংযতস্পারি। প্যুরী-

১ ..   ১ র   ২র ১ —   ১র র র র

মায়িষা ২ ম। ইন্দ্রোপসস্বপবমা। নউর্ম্মারিণা ২ ম। যানোদোহস্তেত্রিরহান।

২ ১   ১ ২   ৪ ৫   ২

অসশূষা ২ ৩ যি। ক্ষুমা ৩ দ্বাজা। বন্মধমা ২ ৩ ৫। সুসা ৩ য়িরা ৫ য়াপ ৫ ৬ ম্।

* * *

৩র২৩র৫র   ১ র   ৪   ২২ ৫   ৩২র৩৫   ১

৩। প্রোঅয়াসীৎ। ইন্দুরিন্দ্রা ২ ৩। স্যা ৩ নিষ্কৃতম্। সখ্যাসখুঃ। নপ্রমিনা ২ ৩।

৪ ২ ৪ ৫   ৩২৩৪   ১   ৪   ২৩ ৫   ৩র ৩ ৪

তী ৩ সঙ্গিরম্। মর্য্যাইব। যুবতিভা ২ ৩ য়িঃ। সা ৩ মর্ষতি। সোমঃকলা।

১র   ২   ৪   ৩২র ৩৫   ১

শেশতয়া ২ ৩। মনা ৩ পা ৫ থা ৬ ৫ ৬। প্রবোধিয়ঃ। মন্দ্রযুবো ২ ৩।

৪   ২ ৩ ৫   ৩ ২ ৩ ৫   ১   ৪   ২২ ৫   ৩ ২৩র৫

বা ৩ য়িপস্যুবঃ। পনস্যবঃ। সবরণা ২ ৩ য়ি। মৃ ৩ বক্রমুঃ। হরিক্রীড।

১   ৪   ২ ৩ ৫   ৩ ২৩রর   ১   ২

তমত্যানু ২ ৩। যা ৩ তস্তুভঃ। অভিধেনা। বঃপয়সা ২ ৩ য়িৎ। আশা ৩

৪ ৩র ২৩র ৫ ১ ৪ ২র৩৫
ম্রিশ্রা৫ য়ু ৬ ৫ ৬ ঃ। আনঃসোম। সংসতপা ২ ৩ য়ি। য়ূ। ৩ বীয়িষগ।

৩ ২র৩৫ ১ ৪ ২র ২৫র ৩র২র৩র ৫ ১র
ইন্দ্রোপব। স্বপবমা ২ ৩। না ৩ উর্ম্মিণা। যানোদোহ। ভেত্রিবহা ২ ৩ ণ।

৪ র ৩৫র ৩২n৩র৫ ১ ২
আ ৩ সশ্চূ বী। ক্ষুমন্বাজা। বন্নধুমা ২ ৩ ৎ। মুবা ৩

৪ ২
য়িরা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ম্ (৩)॥

* * *

৩র ২n৩ ৫ ১ ৩ ৫ ১ ২ ১২ ১
৪। প্রোআয়া ২ ৩ ৪ সীৎ। ইন্দুরা ২ ৩ ৪ য়িন্দ্রা। স্যানিষ্কৃতা ৩ ম। হোয়ি।

৩২^ ৩ ৩ ২ n ৩ ৫ ১ ২ ১ ২ ১
সখাসো ২ ৩ ৪ স্যুঃ। নপ্রামী ২ ৩ ৪ না। ভা য়িসঙ্গিরা ৩ ম্। হোয়ি।

৩ ২ ৩ ৫ ২n ৩ ৫ ১২ ১ ১
মর্য্যাঈ ২ ৩ ৪ বা। যুবাতী ২ ৩ ৪ ভায়িঃ। সামর্থতা ৩ য়ি। হোয়ি।

৩র২n ৩ ৫ ২র ^ ২ ৫ ১২র১২ ১
সোমাঃকা ২ ৩ ৪ লা। শেখাভা ২ ৩ ৪ য়া। মানাপথা ৩। হো ২ ৩ ৪ ৫ ঈ।

৩ ২^ ৫ ২ ^৩ ৫ ১ ২ ১ ২ ১
প্রবোধী ২ ৩ ৪ য়ো। মস্রায়ূ ২ ৩ ৪ বো। বায়িপল্মাবা ৩ঃ। হোয়ি।

৩২^৩ ৫ ২ ^ ৩ ৫ ১২১ ২ ১ ৩২n
পনায়া ২ ৩ ৪ বাঃ। সংবারা ২ ৩ ৪ ণায়ি। মুষক্রমূ ৩ঃ। হোয়ি। হরা-

৩ ৫ ২ ^ ২ ৫ ১ ২ ১২ ১
য়িঙ্ক্রা ২ ৩ ৪ য়িডা। ভমাভ্যা ২ ৩ ৪ নু। বাতস্বতা ৩ঃ। হোয়িণ

৩২n ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ১ ২ ১২ ১
অভ্যায়িধে ২ ৩ ৪ মা। বঃপায়া ২ ৩ ৪ সায়িৎ। আশিশ্রয়ু ৩ঃ। হো

৩র ২n ৫ ২ n ৩ ৫ ১ ৩র১ ২
২ ৩ ৪ ৫ ঈ। আনাঃসো ২ ৩ ৪ মা। সংযাতা ২ ৩ ৪ স্পী। পুাবীমিবা ৩ ম।

১ ৩ ২n ৩ ৫ ১n ৩ ৫ ১২র১ ২ ১
হোয়ি। ইন্দোপা ২ ৩ ৪ বা। স্বপাবা ২ ৩ ৪ মা। নাউর্ম্মিণা ৩। হোয়ি।

৩ ২ ৩ ৫ ২র ৫ ১ ২ ১ ২ ১
যানোদো ২ ৩ ৪ হা। ভেত্রীরা ২ ৩ ৪ হান। আসশ্চূবা ৩ য়ি। হোয়ি।

৩২ ৩ ৫ ২ ৫ ৫ ১২র ১২
ক্ষুমাত্মা ২ ৩ ৪ ক্ষা। বন্মধু ২ ৩ ৪ মাৎ। সুবীরিয়া ৩ ম্।

১
হো ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা।

* * *

২র র ১ ২র ১র ২ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৪ ২ ১র
৫। হাউহাউ। হুপ্। প্রোঅয়াসাস্নিৎ। ইন্দুরি। দ্রণ্ডনিষ্কৃতাম্। সখানখ্যঃ।

২ ১ ২র ৩৪ ৫ ২ ১ ২১ ২৩৪ ৫ ২র ১
নপ্রমি। নাতিসঙ্গিরাম্। মর্যাইবা। যুবতি। ভিঃসমর্ষতারি। সোমঃকলা।

২র ১ ২র ৩২ ৪ ২ ১র ২ ১ ২র ৩ ৪
শেশত। যা। মনা ৩ পা ৫ থা ৬ ৫ ৬। প্রবোধিয়ো মত্ত্রয়ু। বোবিপন্থাগাঃ।

২১ ৩র ২ ১ ২র৩৪৫ ২ ১র ২ ১ ১র৩৪ ৫
গানস্থ্যবাঃ। সংবর। শেযুবক্রমুঃ। হরিক্কীড়া। তমত্য। নূরত্তক্ষঃ।

২ ১র ২ ১ ২র ৩২ ৪ ২র ১
অভিধেনা। বঃ পর। সেৎ। অথা ৩ য়িশ্রা ৫ য়ু ৬ ৫ ৬ঃ। আনঃ

র ২ ১ ২ ৩ ৪র ৫ ২ ১র ২ ১ ২র৩৪র ৫
সোমা সংযতম্। পিপ্যুষীমিষাম্। ইন্দোপবা। স্বপব। মানউদ্বিশা।

২র১র র ২র ১ ২৩৪ ৫ ২র র ১ ২ ১র
যানো দোহা। তেত্রির। হরসশ্চ্যারি। হাউহাউ। হুপ্। ক্ষুমম্বাক্কা।

২১ ২ ৩২ ৪
বন্মধু। মৎ। সুবা ৩ রা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ম্।

* * *

২র ১ ২রর ৪ ২ ৩৫ ২ ১ ২ ৪
৬। প্রোআ। য়াসীদিন্দুরিন্দ্রা ৩ স্তা ৩ নিষ্কৃতম্। সখা। সখ্যুর্ন প্রমিনা ৩ তী ৩

২ ৩ ৫ ২ ১ ২ ৪ ২৩ ৫ ২র ১ ২ র
সঙ্গিরম্। মর্য্যাঃ। ইবযুবতিভা ৩ য়িঃ সা ৩ মর্ষতি। সোমাঃ। কলশেশতয়া।

৩২ ৪ ২ ১ ২ র ৪ ২ ৩ ৫ ২ ২
মনা ৩ পা ৫ থা ৬ ৫ ৬। প্রবো। থিয়োমন্দ্রযুবো ৩ বা ৩ য়িপন্থাবঃ। পমা।

২ ৪ ২ ৩ ২ ২ ১ ২র ৪ ২ ৩ ৫
স্থ্যবঃসংবরণা ৩ য়িষু ৩ বক্রমুঃ। হরাম্নিম্। ক্রীড়ন্তমত্যাম্ ৩ বা ৩ ভক্ষঃ।

২ ১ ২ব রম ৩২ ৪ ২র ১
অভারি। ধেনবঃ পয়সেৎ। আথা ৩ য়িশ্রা ৫ য়ু ৬ ৫ ৬ঃ। আনাঃ।

২র   ৪   ২র৩৫   ২ ১   ২   ২র ৩৫র
সোমসংস্থতম্পা ৩ রিপূ। ৩ যীমিষম্। ইন্দো। পবস্বপবমা ৩ মা ৩ উর্ম্মিণা।

২র ১   ২র র   র ২৪৫   ২ ১   ২র ৫
যাসো। সোহতে। ত্রিরহা ৩ মা ৩ দশ্চৃষী। স্তুমাৎ। যাজবদ্মধুমৎ।

৩২   ৪
স্থা ৩ ম্বিরা ৫ য়া ৬৫৬ম্। ১২৩। *

—•—

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২   ৩ ২   ২র   ৩ ২ ৩ ১ ২   ৩ ১ ২
ন কিষ্টং কর্ম্মণা নশদ্যশ্চকার সদাবৃধম্।

১ ৩   ২ ৩ ২   ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১   ৩ ১র   ২র
ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈর্ব্বিশ্বগূর্ত্তমৃভ্বসমধৃষ্টং ধৃষ্ণুমোজসা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ জনঃ) 'যজ্ঞৈঃ' (স্বকীয়ৈঃ কৃতকর্ম্মভিঃ, ভগবৎপ্রীতিসাধকৈঃ কর্ম্মভিঃ ইত্যর্থঃ) 'সদাবৃধং' (নিত্যবর্দ্ধমানং, চিরনবীনত্বসম্পন্নং, যদ্বা—প্রার্থনাকারিণাং নিত্য-বর্দ্ধকং ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বগূর্ত্তং' (সর্ব্ববরেণ্যং, জগদারাধ্যং ইতি ভাবঃ) 'ঋভ্বসং' (মহান্তং) 'ধৃষ্ণুং' (শত্রূণাং ধর্ষকং, শত্রুনাশকং) 'ওজসা' (বলেন) 'অধৃষ্টং' (অপ্রতিহতশক্তিভূতং, অজেয়ং ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (ইন্দ্রদেবং, পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'চকার' (স্বানুকূলং কৃতবান্ ইতি যাবৎ) 'তং' (তং জনং বিনা ইতি ভাবঃ, অথবা সঃ জনঃ) 'কর্ম্মণা' (স্বকীয়েন কৃতকর্ম্মণা) 'ন' (অন্য কোঽপি, অথবা কদাচিদপি) 'নকিঃ' (নৈব) 'নশৎ' ব্যাপ্নোতি, ভগবন্তং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ, অথবা আত্মানাং বিনাশয়তি ইতি ভাবঃ) মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ নিত্যসত্যপ্রকাশকশ্চ। যো জনঃ সৎকর্ম্ম-সাধনেন ভগবৎপ্রীতিং উপজনয়তি অপিচ সর্ব্বকর্ম্মফলং ভগবতি সমর্পয়তি, সঃ হি কেবলং ভগবন্তং প্রাপ্নোতি, অপিচ স্বকীয়েন কর্ম্মণা সঃ আত্মানং ন বিনাশয়তি অর্থাৎ তস্য কর্ম্মফলং বন্ধনমূলং ন ভবতি। অতঃ প্রার্থনাঃ,—সৎকর্ম্মসাধনেন ভগবন্তঃ প্রাপ্তুং সমর্থবন্তঃ ভবানি ইতি ভাবঃ। (৮অ ৪থ—২দ্দ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্র গ্রথিত তিনটী মন্ত্রের ছয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—"প্রবদ্ভার্গবম্" "কারব" "সৌপাত্তম" "যজ্ঞসারথিব" "বারাহ" এবং "অপামীব।"

বঙ্গানুবাদ।

যে ব্যক্তি স্বকীয় কৃতকর্ম্মের অথবা ভগবানের প্রীতিসাধক কার্য্যের দ্বারা নিত্য বর্দ্ধমান চিরযৌবনসম্পন্ন অথবা প্রার্থনাকারীদিগের নিত্য-বর্দ্ধক, আগদারাধ্য, মহান্, শত্রুগণের ধর্ষক, বলের দ্বারা অনভিভব্য অর্থাৎ অজেয়, পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে আপনার অনুকূল করিয়াছেন; তিনি ভিন্ন অন্য কেহই আপনার কৃত-কর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হন না, অথবা তিনি কখনও আপনার কৃত-কর্ম্মের দ্বারা আপনাকে বিনাশ করেন না। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক ও নিত্যসত্যপ্রকাশক। যে ব্যক্তি সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন, একমাত্র তিনিই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন; অপিচ, আপনার কর্ম্মের দ্বারা তিনি আপনি বিনষ্ট হন না। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকার্য্যের দ্বারা ভগবানকে পাইবার জন্য যেন আমি সঙ্কল্পারূঢ় হই)। (৮অ—৪খ—২সু—১সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

'তং' জনং অন্যো মর্ত্যো. জনঃ 'কর্ম্মণা' হননাদি-ব্যাপারেণ 'নকিঃ নশৎ' নৈব ব্যাপ্নোতি, 'যঃ' 'ইন্দ্রং চকার' ইন্দ্র মেবানুকূলং যজ্ঞৈঃ সাধনৈশ্চকার। কীদৃশমিন্দ্রং? 'সদাবৃধং' সর্ব্বদা বর্দ্ধকং, 'বিশ্বগূর্ত্তং' সর্ব্বৈস্তুত্যাং, 'ঋভ্বসং' মহান্তং 'ওজসা' স্বীয়েন বলেন 'অধৃষ্টং' শত্রুভিরনভিভূতং 'ধৃষ্ণুং' শত্রূণামভিভবনশীলং। 'ধৃষ্ণুমোজসা'— ধৃষ্ণবোজসং' ইতি পাঠৌ। (৮অ ৪খ ২দ্—১সা)।

* * *

প্রথম (১১৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধারণ দৃষ্টিতে মন্ত্রটীতে বিশেষ কোনও জটিলতার ভাব উপলব্ধ হয় না। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে মন্ত্রের জটিলতার বিষয় বোধগম্য হইতে পারে। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের অন্তর্গত ন' পদের অর্থ ভাষ্যমধ্যে নাই। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়, 'সে যজমানকে হননাদি ব্যাপারের দ্বারা ব্যাপ্ত করে না, যে ইন্দ্রের অনুকূল যজ্ঞ সাধন করে। সেই ইন্দ্র কীদৃশ? সর্ব্বদা বর্দ্ধক, সকলের স্তুতির যোগ্য, মহান, বলের দ্বারা অন্যের অধর্ষিত, শত্রুগণের ধর্ষক, ইত্যাদি। ব্যাখ্যাকারের অর্থ একটু স্বতন্ত্র প্রকারের। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"সর্ব্বদা বৃদ্ধিশীল, সকলের স্তুত্য, মহান ও অন্যের অভিভবকর ইন্দ্রকে যিনি যজ্ঞের দ্বারা (অনুকূল) করেন,

তিনি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না।" ভাষ্যের ব্যাখ্যার সহিত, ব্যাখ্যাকারের উদ্ধৃত ব্যাখ্যা মিলাইয়া পাঠ করিলেই পার্থক্য বোধগম্য হইবে।

ইন্দ্রদেবের বিশেষণ পদ কয়েকটীর যে অর্থ করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তবে দুই একটী পদের অর্থে আমরা ভাষ্যাতিরিক্ত অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতার বিষয় উপলব্ধি হইলে, ঐ সকল পদের অর্থের সমীচীনতা আপনিই বোধগম্য হইবে। আমরা ভাষ্যকারের বা ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারি নাই; কারণ, ঐ সকল ব্যাখ্যায় কি যে ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হয় না।

মন্ত্রের প্রধান আলোচ্য—'ন কিষ্টং কর্ম্মণা নশদ্যশ্চকার ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈঃ।' মন্ত্রের অন্তর্গত এই অংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে। 'কর্ম্মণা' পদের অর্থ, ভাষ্যকার করিয়াছেন—'হননাদিব্যাপারেণ'; আর 'যজ্ঞৈঃ' পদের অর্থ হইয়াছে,—'ইন্দ্রমেবানুকূলযজ্ঞৈঃ সাধনৈঃ'। ইহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে, 'যিনি ইন্দ্রের অনুকূল যজ্ঞ সাধন করেন, তাঁহাকে হননাদিব্যাপারের দ্বারা ব্যাপ্ত করিতে পারে না। অর্থাৎ, তিনি কখনও হিংসাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হন না।' এখানে দেবতার উদ্দেশ্য বিহিত যজ্ঞ-কর্ম্মে অহিংসার প্রাধান্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, আমরা সিদ্ধান্ত করি। যদিও মন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা সম্ভাবমূলক, তথাপি এরূপ ভাব পরিগ্রহে একটু কষ্ট-কল্পনার আবশ্যক হইয়া পড়ে। যাহা হউক, আমরা 'তং ন কর্ম্মণা নকিঃ নশৎ' মন্ত্রাংশে দ্বিবিধ অর্থ উপলব্ধি করি। 'তং' পদের এক অর্থ হয়,—'তং জনং বিনা' (ভাষ্যকারের অর্থানুসারে), বিভক্তি-ব্যত্যয়ে আর এক অর্থ হয়,—'সঃ জনঃ।' দ্বিতীয় 'ন' পদের কোনও অর্থ ভাষ্যে দৃষ্ট হয় না। 'তং পদের অর্থের সহিত সমন্বয়ে ঐ 'ন' পদের এক অর্থ হইতে পারে—'কোঽপি', আর এক অর্থ হইতে পারে,—'কদাচিদপি' ('তং' পদের পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ অন্বয়মূলক 'সঃ জনঃ' অর্থের সমন্বয়ে)। আর 'নশৎ' পদের পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ অন্বয়মূলক অর্থ যথাক্রমে 'ভগবন্তং প্রাপ্নোতি' এবং 'আত্মানং বিনাশয়তি' হইতে পারে। এইরূপ দ্বিবিধ অন্বয়ে মন্ত্রের যে সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ হয়, তাহা এই,—(১) যে ব্যক্তি স্বকীয় কৃতকর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে আপনার অনুকূল করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহই কর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন না; এবং (২) যে ব্যক্তি স্বকীয় কর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে আপনার অনুকূল করিয়াছেন, তিনি কখনও আপনার কৃতকর্ম্মের দ্বারা আপনি বিনষ্ট হন না।' ইহার এক ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিই ভগবানের সামীপ্য-লাভে সমর্থ হয়েন। সৎকর্ম্মের দ্বারা, চিত্ত-বৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনে শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চয়ে স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি হইলে, মানুষের চরম গতি মোক্ষ অধিগত হয়। আর এক ভাব এই যে,—আপনার কর্ম্মের প্রভাবে যিনি ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিয়াছেন, তিনি আপনার কর্ম্মের দ্বারা আপনাকে বিনষ্ট করেন না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, 'সৎকর্ম্মের দ্বারা যিনি সত্ত্বভাব সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহার মন কদাচ অসদভিমুখে প্রধাবিত হয় না।' সৎকর্ম্ম-সাধনেই মানুষ আপনাকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হয়। 'আত্মাকে বিনষ্ট করার' তাৎপর্য্য 'পাপকর্ম্মে যুক্ত

নিরয়গামী হওয়া।' 'পাপানুষ্ঠানে আত্মার অবনতি সাধন করাই' আত্মার বিনাশ-সাধন। এ অবস্থায় তাহার কর্ম্মই তখন তাহার বন্ধনের হেতুভূত হয়। এই অবস্থায়ই পুনঃপুনঃ গতাগতি করিতে হয়। এতৎপ্রসঙ্গে গীতায় শ্রীভগবান তাই বলিয়াছেন,—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।
"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা।"

অর্থাৎ,—'বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিলে, এই লোকে কর্ম্ম-বন্ধন হয়; অতএব হে কৌন্তেয়, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।' 'অর্পণ (স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্ম, ঘৃতব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মকর্ত্তৃক হোমও ব্রহ্ম; সমস্তই ব্রহ্ম যাঁহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তিনি সেই ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি দ্বারা ব্রহ্মই পাইয়া থাকেন।' এখানে, এই সাম-মন্ত্রে সেই উদ্বোধনাই কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর মনে জাগাইয়া তুলিতেছে। ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মে মোক্ষ অধিগত হয় এবং তদ্ভিন্ন অন্য সকল কর্ম্মই সংসার-বন্ধনের হেতুভূত এবং পুনঃপুনঃ গতাগতির কারণ হইয়া থাকে। যিনি এতদ্বিষয় জানিয়া ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সংসার-বন্ধনের ভয় থাকে না, মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রে যে আত্মোদ্বোধনার ভাব—প্রার্থনার ভাব প্রকটিত, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমি যেন আপনার প্রীতিসাধক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হই; আমার মন যেন এমন কর্ম্মে কদাচ প্রধাবিত না হয় যে কর্ম্মের দ্বারা আপনা হইতে দূরে সরিয়া পড়ি।' * (৮অ ৪খ—২দ ১সা)॥

——— * ———

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অষাঢ়মুগ্রং পৃতনাসু সাসহিং যস্মিন্মহীরুরুজ্রয়ঃ॥

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ৩
সন্ধেনবো জায়মানে অনোনবুর্দ্যাব

১ ২
ক্ষামীরনোনবুঃ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্মিন' (যে দেবে) 'জায়মানে' (জাতে, প্রকাশমানে, জগতি প্রাদুর্ভূতে সতি) 'মহীঃ' (মহান্তঃ) 'উরুজ্রয়ঃ' (বহুবেগাঃ, আশুমুক্তিদায়কাঃ) 'ধেনবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) সমনোনবুঃ' (সমস্তবন, তেন সহ সম্মিলিতাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ) 'দ্যাবঃ ক্ষামীঃ' (দ্যুলোক-ভূলোকৌ, বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বে জনাঃ ইত্যর্থঃ) ('অনোনবুঃ' (সমস্তুবন, তৎমহিমানং কীর্ত্তয়ন্তি); 'অষাঢ়ং' (অসহনীয়ং, অপরাজেয়ং) 'পৃতনাসু সাসহিং' (শত্রুসেনাসু অভিভবিতারং, রিপুনাশকং ইত্যর্থঃ) 'উগ্রং' (উদ্গূর্ণবলং, প্রভূতশক্তিসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) তং দেবং অহং আরাধয়ানি ইতি শেষঃ। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বলোকারাধনীয়ং পরমদেবং আরাধয়ানি—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ—৪খ ২সূ ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতা জগতে প্রাদুর্ভূত হইলে মহান আশুমুক্তিদায়ক জ্ঞান কিরণসমূহ তাঁহার সহিত সম্মিলিত হয়, বিশ্ববাসী সর্ব্বলোক তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে, অপরাজেয়, রিপুনাশক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন সেই দেবতাকে যেন আমি আরাধনা করি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—সর্ব্বলোকারাধনীয় পরমদেবকে আমি যেন আরাধনা করি)॥ (৮অ—৪খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অষাঢ়ং' অসোঢ়ং 'উগ্রং' উদ্গূর্ণবলং 'পৃতনাসু' শত্রুসেনাসু 'সাসহিং' অভিভবিতারমিন্দ্রং স্তোমীত্যর্থঃ। 'যস্মিন' ইন্দ্রে 'জায়মানে' 'মহীঃ' মহত্যঃ 'উরুজ্রয়ঃ' বহু-বেগাঃ 'ধেনবঃ' ভবিত্রাদিমা প্রীণয়িত্র্যঃ অস্য গাব এব বা 'সমনোনবুঃ' সমস্তুবন। ন কেবলং ধেনব এব অপি তু 'দ্যাবঃ' দ্যুলোকাঃ 'ক্ষামীঃ' পৃথিব্যশ্চ সমনোনবুঃ তত্রত্যাঃ সর্ব্বে প্রাণিনো নমস্তু ইত্যর্থঃ। 'ত্রিবৃতো লোকাঃ'—ইতি শ্রুতেঃ বহুবচনং। 'ক্ষামীঃ—'ক্ষামঃ' ইতি পাঠৌ॥ ২॥

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বিতীয় (১১৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"অজেয় অসহ্য, উগ্র, শত্রু সেনার অভিভবকর ইন্দ্রকে স্তব করি। ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে মহতী ও বহুবেগবিশিষ্ট

যেগুসকল স্তুতি করিয়াছিল, দ্যুলোকসকল এবং পৃথিবীসকলও স্তুতি করিয়াছিল।" ভাষ্যকার আবার একস্থলে লিখিয়াছেন, "অজা গাব এব বা সমনৈানবুঃ সমস্বরন।" দেখা যাইতেছে—ভাষ্যানুসারে পশুগণ পর্য্যন্ত ভগবানের আরাধনা করে। কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে অজা ছাগ প্রভৃতির কোন উল্লেখ নাই।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের কোন কোনও স্থলে মতবিরোধ ঘটিলেও মোটের উপর বিশেষ অনৈক্য হয় নাই। ভগবান যখন বিশ্বে প্রকাশিত হয়েন, তখন সর্ব্বজীব, অতি সাধারণ মানবও তাঁহার আবির্ভাবের মহিমা কিয়ৎপরিমাণেও উপলব্ধি করিতে পারে। মহাপ্লাবন আসিলে তাহা কাহারও অবিদিত থাকে না। সকলেই সেই পরম পুরুষের আরাধনায় নিযুক্ত হয়। এই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রার্থনামূলক আত্মোদ্বোধন 'আমি যেন সেই পরম পুরুষের চরণে শরণ গ্রহণ করিতে পারি।' (৮অ ৫খ ২সূ-২সা)। *

—•—

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

৫ ২ ৪৫৪র ৫ ২ ১২র১ ২৩র২১ ২৩র ২ ১ ২ ১
নকিষ্টা৩ ক্বর্ম্মণানশাৎ। যশ্চাকারা। সদাবৃধা ২ ৩ ম্। সদাবৃধাম্। ইন্দ্রান্নয়া।

৩ ২ ২১ ১ -- ১ ২৩ ২ ১ ২ ১ ২৩র২ ১
জ্ঞৈর্ব্বিশ্বগূ। ত্তমা ২ র্ভৃসা ২ ৩ ম্। ভমৃভসাম্। অধাষ্ট্স্কা। ফুমোজসা

২৩র ২ ৫ ২ ৪ ৫ ৪র ৫ ১ ১২ ১ ২৩র ২১
২ ৩। ফুমোজসা ৩ ৪ ৩। অধৃষ্টা ৩ স্কঃ ফুমোজসা। অধাষ্টস্কা। ফুমোজসা

১ ৩র ২ ১ ২১ ২ ৩ ২ ২ ৭ -- ১
২ ৩। ফুমোজসা।। অসাচ্রম্। গ্রম্পৃভনা। সুসা ২ সহা ২ ৩ য়িম।

২৩র ২ ১ ২ ১ ২৩২১ ২ ৩ ২ ৫ ২
স্তুসাসচীম্। যম্মাম্মিশ্বহারিঃ। উরুক্রয়া ২ ৩ঃ। উরুক্রয়া ৩ ৪ ৩ঃ। যস্মিন্না

৪ ৫র৫ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২৩ ২১ ২ ৩ ২ ১ ২ ১
৩ চীরুরুক্রয়াঃ। যম্মাম্মিশ্বগারিঃ। উরুক্রয়া ২ ৩ঃ। উরুক্রয়াঃ। সন্ধারিনবো।

২র৩২র১ ৭ -- ১ ২ ২র ২ ২ ২র ১ ২ ৩র২১
আয়মানে। অনো ২ নবূ ২ ৩ঃ। অনোনবূঃ ত্তাবাক্ষামায়ি। অনোনবূ

২ ৩র ২ ১
২ ৩ঃ। অনোনবূ ৩ ৪ ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। ১০২। †

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম,—"বৈশ্বানসং।"

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ১ ২
সখায় আ নিষীদত পুনানায় প্র গায়ত।

২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
শিশুং ন যজ্ঞৈঃ পরি ভূষত শ্রিয়ে॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (সৎকর্ম্মণি সখীভূতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) যূয়ং 'আনিষীদত' (ভগবন্তং স্তোতুং উপবিশত, ভগবন্তং আরাধয়ত ইতি ভাবঃ); 'পুনানায়' (পবিত্রকারকায় দেবায়, ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্রগায়ত (আরাধয়ত, প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবত); 'শ্রিয়ে' শোভার্থং, শোভাসম্পাদনায়) 'শিশুং ন' (জনঃ যথা বালং ভূষয়তি তদ্বৎ) 'যজ্ঞৈঃ' (সৎকর্ম্মসাধনেন) 'পরিভূষত' (ভগবন্তং অলঙ্কুরুত, তং পূজয়ত ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অহং ভগবৎপ্রাপ্তয়ে পূজাপরায়ণাঃ ভবানি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৫খ—১সূ ১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে সখিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা ভগবানকে আরাধনা কর; ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হও; শোভাসম্পাদনের জন্য মানুষ যেমন শিশুকে ভূষিত করে, সেইরূপভাবে সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ভগবানকে অলঙ্কৃত কর, অর্থাৎ তাঁহাকে পূজা কর; (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পূজাপরায়ণ হই।) ॥ (৮অ—৫খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সখায়ঃ' সখীভূতাঃ স্তোতার ঋত্বিজঃ! 'আ নিষীদত' স্তোতুমুপবিশত। অথ 'পুনানায়' পূয়মানায় সোমায় 'প্রগায়ত' প্রকর্ষেণ গায়ত অর্চ্চত। ততঃ অভিষুতং সোমং 'যজ্ঞৈঃ' যজমানীয়ৈঃ হবির্ভির্মিশ্রণৈশ্চ 'শ্রিয়ে' শোভার্থং 'পরিভূষত' পরিতোঽলঙ্কুরুত। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'শিশুং ন' যথা শিশুং বালং পুত্রং পিতর আভরণৈরলঙ্কুর্বন্তি তদ্বৎ ॥ ১।

* * *

প্রথম (১১৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

"জগৎ কে জয় করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন,—"যিনি মনকে জয় করিয়াছেন।" মনই মানুষকে উন্নতি বা অবনতির পথে লইয়া যায়। যখন মন মানুষকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করে, তখন সে মানবের পরমবন্ধু কারণ, এই সৎকর্ম্ম-সাধনার দ্বারাই মানুষ মোক্ষপথে অগ্রসর হয়। মনকে বশীভূত করা, মনের উপর আধিপত্য করা সহজ কার্য্য নয়। তাই মনের বন্ধুত্বলাভই পরমমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হয়, অর্থাৎ মন যখন সৎকর্ম্মের প্রেরয়িতা হয়, তখনই মানুষ মঙ্গলের পথে চলিতে সমর্থ হয়।

মন্ত্রের মধ্যে একটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। শিশুকে যেমন মানুষ (অথবা তাহার পিতা) অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করে, সেইরূপভাবে আমরা যেন আমাদিগের সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে ভূষিত করি। আমাদিগের সৎকর্ম্ম প্রার্থনা প্রভৃতিই ভগবানকে নিবেদন করিবার শ্রেষ্ঠ উপহার। শিশুকে যেমন স্নেহের সহিত, আনন্দের সহিত, মানুষ উপহার প্রদান করে, তেমনই আনন্দ ও ভক্তির সহিত আমরা যেন তাঁহার চরণে আমাদিগের প্রার্থনা নিবেদন করিতে পারি। ভগবান তাঁহার সন্তানগণের সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি দেখিলে আনন্দিত হয়েন। সেই সৎপ্রবৃত্তি ও হৃদয়ের বিশুদ্ধতাকেই তিনি ভক্তের অর্ঘ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। এই উপমা দ্বারা হৃদয়ের ঐকান্তিকতা ও ভগবৎপূজার ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। (৮অ-৫খ—১সূ-১সা)।।

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ৩ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সমী বৎসন্ন মাতৃভিঃ সৃজতা গয়সাধনম্।

৩ ২ ১ ২ ৩ ১র ২র

দেবাব্যাং৩ মদমভি দ্বিশবসম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৎসং ন মাতৃভিঃ' (মাতৃভিঃ যথা প্রেমেণ বৎসং উৎপাদ্যতে, আশ্রিয়তে চ তদ্বৎ) হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'দ্বিশবসং' (দ্বিগুণবলং, প্রভূতবলসম্পন্নং) 'মদং' (মদকরং,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

পরমানন্দদায়কং) 'দেবাব্যং' (দেবানাং, দেবভাবানাং রক্ষকং) 'সহসাধনং' (প্রাণভূতং, সাধকানাং প্রাণস্বরূপং 'ঈং' (এনং শুদ্ধসত্ত্বং ইত্যর্থঃ) 'অভি সংস্বরত' (হৃদি সমুৎপাদয়ত) । আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং হৃদি পরমানন্দদায়কং অমৃতময়ং শুদ্ধসত্ত্বং প্রাপ্নুয়াম— ইতি ভাবঃ ॥ (৮অ - ৫খ— - ১সূ—২সা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মাতৃগণকর্ত্তৃক যেমন প্রেমের সহিত বৎস উৎপাদিত হয় এবং আদর লাভ করে, সেইরূপ হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা প্রভূতবলসম্পন্ন, পরমানন্দদায়ক, দেবভাবের রক্ষক, সাধকদিগের প্রাণ-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে সমুৎপাদন কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন হৃদয়ে পরমানন্দদায়ক, অমৃতময় শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হই।) । (৮অ—৫খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ! 'সহ-সাধনং' গৃহস্থ সাধনভূতং 'ঈং' এনং সোমং 'মাতৃভিঃ' মাতৃভূতাভিঃ বসতীবরীভিঃ 'সংস্বরত' সম্মিশ্রয়ত, কথমিব? 'বৎসম্' যথা বৎসং মাতৃভিঃ গোভিঃ সংযো-জয়ন্তি তদ্বৎ। কীদৃশং? 'দেবাব্যং' দেবানাং রক্ষকং 'মদং' মদন-হেতুং 'দ্বিশবসং' দ্বিগুণ-বেগং অতিশয়িত-বলং বা যদ্বা দ্যোলোকমর্ত্যলোকয়োস্তত্র স্থিতা দেবমনুষ্যা ইত্যর্থঃ। তেষাং হবির্দ্দানপ্রদানেন প্রবর্দ্ধয়িতারং তং সোমং 'অভি' সংস্বরত। (৮অ—৫খ - ১সূ - ২সা) ।

* * *

দ্বিতীয় (১১৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। এই আত্মোদ্বোধনের মধ্যে সত্ত্বভাবের মহিমাও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সত্ত্বভাবের বিশেষণ কয়েকটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

মন্ত্রের প্রথম অংশেই একটী উপমা আছে—'বৎসং ন মাতৃভিঃ' অর্থাৎ মাতা যেমন সন্তানকে উৎপাদন করেন, এবং আদর করেন ঠিক সেইরূপভাবে হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদন কর এবং হৃদয়ের সহিত তাহা ভালবাস। এই উপমা দ্বারা সত্ত্বভাব প্রাপ্তির - ঐকান্তিকতার বিষয় লক্ষিত হইতেছে।

সত্ত্বভাব—'সহসাধনং'। ভাষ্যকার উক্তপদের অর্থ করিয়াছেন—'গৃহস্থ সাধনভূতং'। কিন্তু বিবরণকার অধিকতর সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন—'সহঃ প্রাণাঃ দেবানাং প্রাণসাধনার্থং" আমাদের মতে বিবরণকারই অধিকতর সুষ্ঠু অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়াছি।

দেবাব্যং অর্থাৎ দেবভাবের রক্ষক—শুদ্ধসত্ত্ব। মানুষের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন হইলে তাহার প্রবৃত্তি নির্ম্মল হয় দেবভাব উজ্জ্বল হয়। এই দেবভাবের বলেই মানুষ মুক্তিলাভের অধিকারী হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্ব—পরমসাধনং মদং। সেই পরমমঙ্গলদায়ক চিদানন্দদায়ক সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে উৎপাদন করিবার জন্যই এই আত্মোদ্বোধন।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর অন্য অর্থ পরিদৃষ্ট হয়, নিম্নে একটী নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি,—"এই যে সোম, ইঁহার প্রসাদে গৃহলাভ হয়, ইনি দেবতাদিগের নিকট যাইয়া মত্ততা উৎপাদন করেন। ইনি প্রভূতবলে বলী; যেরূপ গোবৎসকে তাহার মাতার সহিত সংযোজিত করে তদ্রূপ সোমের মাতৃস্বরূপ জলের সহিত সোমকে সংযোজিত কর।" (৮অ-৫খ-১সূ-২সা) ॥

—•—

তৃতীয়া সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ১ ২
পুনাতা দক্ষসাধনং যথা শর্দ্ধায় বীতয়ে।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যথা মিত্রায় বরুণায় শন্তমম্ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'যথা' (যেন প্রকারেণ, 'শর্দ্ধায়' (বেগায়, আশুমুক্তিদানায়) তথা 'বীতয়ে' (পানায়, ভগবতঃ গ্রহণায়—ভবতি ইতি যাবৎ) তথা 'দক্ষসাধনং' (বলসাধনং, আত্মশক্তিদায়কং-সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'পুনাতা' (পুনীত, পবিত্রং, বিশুদ্ধং কুরুত); 'মিত্রায় বরুণায়' (মিত্রভূতায় অভীষ্টবর্ষকদেবায়) 'যথা' (যেনপ্রকারেণ) 'শন্তমং' (সুখজনকং, প্রীতিজনকং-ভবতি ইতি যাবৎ) তথা কুরুতঃ ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে বয়ং হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সমুৎপাদয়াম—ইতি আত্মোদ্বোধনমূলকঃ ভাবঃ। (৮অ ৫খ—১সূ-৩সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! যে প্রকারে আশুমুক্তি দানের এবং ভগবানের গ্রহণের (উপযোগী) হয় সেইরূপ ভাবে আত্মশক্তিদায়ক

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায় সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ কর; মিত্রভূত অভীষ্টবর্ষকদেবের যাহাতে প্রীতিজনক হয় সেইরূপ কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। মন্ত্রের আত্মোদ্বোধনমূলক ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমরা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব যেন সমুৎপাদন করি।)॥ (৮অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দক্ষসাধনং' বলস্য সাধনং ধনানাং বৃদ্ধের্বা সাধকং সোমং 'পুনাত' পবিত্রেণ পুনীত। পুত্র. পবনে (উ০) ক্র্যাদিঃ; তস্মাল্লোটি তপ্তনপ্তনথনাশ্চ, (৭।১।৪৩) ইতি তস্য তবাদেশঃ পিত্বাদীত্বাভাবঃ 'শর্দ্ধায়' বেগার্থং 'বীতয়ে' দেবানাং পানার্থং যথা ভবতি তথা 'মিত্রায়' 'বরুণায়' চ 'শন্তমং' অতিশয়েন সুখং যথা ভবতি তথা পুনীতেত্যর্থঃ॥ 'শন্তমং'—'শন্তমঃ' ইতি পাঠৌ॥ (৮অ—৫খ-১সূ-৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে যাহাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপাদিত হইতে পারে সেইজন্য আত্মোদ্বোধন পরিদৃষ্ট হয়। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বলাভের একটী উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। যাহাতে ভগবানকে লাভ করা যায়, যাহাতে মানব আপনার সমস্ত ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারে তেমনি ভাবে হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে হইবে। এমন ভাবে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন করিতে হইবে ও তাহা ভগবৎচরণে অর্পণ করিতে হইবে, তাহা যেন ভগবানের গ্রহণীয় হয়, প্রীতিজনক হয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সত্ত্বভাব বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহা মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না, যে পর্য্যন্ত না সেই ভাব বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়। হীরক খনিতে জন্মে, যে পর্য্যন্ত তাহা খনিতে অপরিষ্কৃত অবস্থায় থাকে সেই পর্য্যন্ত তাহা ব্যবহারো-পযোগী হয় না। খনি হইতে উত্তোলন করিয়া তাহা পরিষ্কার করিলে পর তাহা ব্যবহারের উপযোগী হয়। মানুষের হৃদয়ও অনন্ত খনি। তাহার মধ্যে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুরই স্থান আছে। কিন্তু সেই সকলকে কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিবার উপযুক্ত শক্তি চাই। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব দেবপ্রবৃত্তি সমস্তই সুপ্ত অবস্থায় আছে। তাহাদিগকে জাগরিত করিতে হইবে। মানুষই দেবতা হয়—সাধনা দ্বারা। সাধন প্রভাবে মানবের অন্তর্নিহিত দেবভাবকে সচেতন করিয়া তুলিতে পারিলে, তাহাকে কাজে লাগাইতে পারিলে, মানুষ অসীম শক্তির অধিকারী হয়।

স্বরূপতঃ মানুষ অসীম, তাহার শক্তিও অসীম। কেবল মাত্র মায়ামোহাদির বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া সে ভ্রমবশতঃ নিজকে সান্ত ক্ষুদ্র ও শক্তিহীন মনে করিতেছে। যখন তাহার চক্ষুর

উপর হইতে অজ্ঞানতার কালপর্দ্দা সরিয়া যাইবে, তখন সে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে, সে ছোট নয়, ক্ষুদ্র নয়, সেই দেবতা। কিন্তু এই ভাবের বিকাশের জন্য সাধনার প্রয়োজন। মানুষকে দেবতায় পরিণত করিতে হইলে তদুপযোগী সাধনা চাই। সেই সাধনশক্তি লাভের প্রচেষ্টাই বর্ত্তমান মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"যাহাতে সোম শীঘ্র পানোপযোগী হন, যাহাতে বিশিষ্টরূপে মিত্র ও বরুণদেবের সুখকর হন, সেই উদ্দেশে এই ধনবৃদ্ধিকারী সোমকে শোধন কর।"

মন্ত্রে সোমরসের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রের আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিলে সোমরসের সহিত উহার কোন সংস্রব আছে বলিয়া মনে হয় না। ভগবানের গ্রহণের উপযোগী জিনিষ মাতাল-ভোলা মদ্য নয়—উহা মানব হৃদয়ের অমৃত—সত্ত্বভাব। ভগবান্ মানবের শ্রেষ্ঠ পূজোপহার সেই শুদ্ধসত্ত্বই গ্রহণ করেন। সেই সত্ত্বভাবামৃত ভগবৎ-সেবার উপযোগী করিবার জন্যই প্রচেষ্টা মন্ত্রে পরিলক্ষিত হয়।* (৮অ—৫খ—১সূ—৩সা।)

—•—

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ২ ২ ২৴ ৩ ৫ ২
১। হাহ্। বো ৩ হা। বো ৩ হা ৩। হা। ও ২ ৩ ৪ বা। হায়ি।

n৩ ৫ ২n৩ ৫ ২n৩ ৫ ২ ৫
সাধায়া ২ ৩ ৪ আ। নাবাদা ২ ৩ ৪ ভা। পূনানা ২ ৩ ৪ য়া। প্রা ২ ৩ ৪ সা।

৩ ২ ৩ ৫ ২র n৩ ৫ ৩ ৫
য়া ২ ৩ ৪ ভা। সাহ্রিত্যা ২ ৩ ৪ য়া। স্তৈঃসায়া ২ ৩ ৪ য়িভু। যা ২ ৩ ৪ তা।

৩ ৫ ২n৩ ২ ২u৩ ৫ ২n৩
শ্রা ২ ৩ ৪ য়ায়। সামীগ ২ ৩ ৪ ৎসাম্। নামাজু ২ ৩ ৪ ভায়িঃ। সার্জ্জ। তা

৫ ৩ ৫ ৩ ৫ ২ n৩ ৫
২ ৩ ৪ সা। য ২ ৩ ৪ সা। ধা ২ ৩ ৪ নাম। সাবিবাযা ২ ৩ ৪ য়াম।

২n৩ ৫ ৩ ৫ ৩ ৫ ২ ৩ ৫
মাদামা ২ ৩ ৪ ভৌ। ধা ২ ৩ ৪ য়িশা। বা ২ ৩ ৪ সাম। পুনাতা ২ ৩ ৪ দা।

২n৩ ২n৩ ৩ ৫ ৩ ৫
ক্ষাদাধা ২ ৩ ৪ মাম্। যাধাদা ২ ৩ ৪ র্দা। ক্ষ ২ ৩ ৪ বী। তা ২ ৩ ৪ যায়ি।

২ ৩ ৫ ২n৩ ৫ ৩ ৫ ৩ ৫
যথামা ২ ৩ ৪ য়িত্রা। যাবরু ২ ৩ ৪ ণা। যা ২ ৩ ৪ শ। তা ২ ৩ ৪ মাম।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরধিকশততম সূক্তের তৃতীয় ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

২ ২ ২ ২ ১ ৫ ২
হাং। বো ৩ হা। গো ৩ হা ৩। হা। ও ২ ৩ ৪ বা। হা ৩ ৪।

৫র র ২ ১ ২ ১২র ১র র ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। এ ৩। অ'ভবিশ্বা'নিদ্রুরিভাত্তরেমা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২র র ১ ২র ১ -- ২ ১ ১ ১ -- র ১
২। নথারণা। নিবীদতা। পুনানায়া ২। প্রগায়তা। শিশুরায়া ২। জ্ঞৈংপা।

n ৩ ৫র র ১ ২ ২র র ১
য়া ২ য়ি। ভূ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। যজ্ঞপ্রিয়এ ৩। নমীবৎসাম। ম মাতৃভারি।

২ ১ -- র১ ২রর ১ — ১ n ৩
সৃজতাগা ২। যসাধনাম। দেবানায়া ২ ম্। মদম। আ ২ ভা ২ ৩ ৪

৫র র ১ ২ ২ র র র ১ ২র১ -- র
ঔ'হাবা। দ্বিশবসমে ৩। পুনাতাদা। ক্ষসাধনাম্। যথাশার্দ্ধা ২। যগীভযারি।

২র ১ -- ১ n ৩ ৫রর ১২ ১ ১ ১ ১ ১
যথামায়িত্রা ২। যন। রূ ২ পা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। যজ্ঞসুমমে ৩ উপা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

৩ ২ ৩ ২ ৫র ২ ২u ৩ ২ ৩র২
৩। নথা ৩ ১। যগা ৩ ১ ২ ৩ ৪। নিষী। দা ৩ তা। পুনা ৩ ১। নায়া

৫র ২ ২n ৩২ ৩ ২
৩ ১ ২ ৩ ৪। প্রগা। যা ৩ তা। শিশুং ৩ ১ ম। নয়া ৩ ১ ২ ৩ ৪।

র ২ ২ ২n ৩ ২ ৩ ২ ১ ৫ ৩২
জ্ঞৈঃপ। য়া ৩ য়িভূ। যজ্ঞা ৩ ১। প্রিয়া ৩। ও ২ ৩ ৪ বা॥ নমী ৩ ১।

৩ ২ ৫র ২ ২n ৩ ২ ৭ ৫র
বৎসা ৩ ১ ২ ৪ ম। নয়া। ভৃ ৩ ৩ ভায়িঃ। সৃজা ৩ ১ ২ ৩ ৪। যসা।

৩ ২ ৩র২ ৩২ ৫ ২ ২
সা ৩ নাম্। দেবা ৩ ১। নিয়া ৩ ১ ২ ৩ ৪ ম। মদম। আ ৩ ভা'য়।

৩ ২ ৩২ ১ ৫ ৩ ২ ৩র২
দ্বিশা ৩ ১। কসা ৩ ম। ও ২ ৩ ৪ বা॥ পুনা ৩ ১। তাদা ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৫র ২ ২ ৩২ ৩ ২ ৫র ২ ২
ক্ষসা। ধা ৩ নাম্। যথা ৩ ১ শর্দ্ধা ৩ ১ ২ ৩ ৪। যগী। ভা ৩ যায়ি।

৩২ ৩ ২ ৫ ২ ২ ৩২ ৩২
যথা ৩। মিত্রা ৩ ১ ২ ৩ ৪। যগ। রূ ৩ পা। গগা ৩ ১। ভমা ৩ মৃ।

১ ৫ ৩ ৫
ও ২ ৩ ৪ বা। উ ২ ৩ ৪ পা॥

* * *

২১র২ ৪ ৫ ২ ৩ ৫ ২১২র১ ২ক ৩ ৫
৪। সখায়া ৩ আনি। যীদা ২ ৩ ৪ তা। পুনানায়া। প্রাগায়া ২ ৩ ৪ তা।

২ ১ ৭ ৫ n ৩ ২ ১৩১১১১
শিশুয়ুরা। ঠৈজ্ঞাপা ২ য়া ২ ৩ ৪ ৫ য়িভূ ৬ ৫ ৬। যতশ্রিয়ে ২ ৩ ৪ ৫।

২১র২ ৪ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১২র১ ২n৩ ৫
সমীণা ৩ বলয়। মাতৃ ২ ৩ ৪ আয়িঃ। স্বাজাতাগা। যাসাধা ২ ৩ ৪ মাম্।

২র১ ৭ ২ ১৩১১১১
দেবাবিয়াম। মদা ২ মা ২ ৩ ৪ ৫ জা ৬ ৫ ৬ য়ি। বিশবদা ২ ৩৪ ৫ ম্।

২১র২ ৩ ৫ ২ক৩ ৫ ২ ১ ২১ ২^ ৩ ৫
পুনাতা ৩ দক্ষ। সাধা ২ ৩ ৪ নাম্। যথাশর্দ্ধা। পাবীতা ২ ৩ ৪ য়ায়ি।

২১ ৭ ক৩ ২^ ২ ১৩১১১১
যথামিত্রা। যবা ২ রু ২ ৩ ৪ ৫ ণা ৬ ৫ ৬। যশস্তমা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

* * *

৫ র ৩ ২n৩ ৫ ২ ১ ২ ৩ ৫ ২র১র ...
৫। সখা। যজ্ঞাও ২ ৩ ৪ বা। নিষায়ি। দাতাও ২ ৩ ৪ বা। পুনানায়প্রগা ২

৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ৩ ৫ ১ র ৬ ১ ১ ১ ১ ১ ২
য়ন্তা ২ ৩ ৪ ৫। দায়িরিশাও ২ ৩ ৪ বা। নযজ্ঞৈঃপরিভূ ২ ৩ ৪ ৫। যাতা-

৩ ৫ ২ ৫ র ৫ র ৩ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২
ও ২ ৩ ৪ বা। শ্রিয়ে। সমী। বৎসাও ২ ৩ ৪ বা। সমা। ত্তুা-

৩ ৫ ২ ১র ২১র৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২৩ ৫
ও ২ ৩ ৪ বা। স্বজাতাগয়সাধনা ২ ৩ ৪ ৫ ম্। দায়িবা ও ২ ৩ ৪ বা।

১ ৩ ২ ১n৩ ৫ ২ ৫ র ৩র২n
দিয়স্মদমস্তা ১ য়ি। ষায়িশাও ২ ৩ ৪ বা। বদা ১ ম্। পুনা। তাদা-

৩ ৫ ৩ ১ ২n ৩ ৫ ১২র১ বর র১৩ ১ ১১১
ও ২ ৩ ৪ বা। ক্ষসা। ধানা। ও ২ ৩ ৪ বা। যথাশর্দ্ধায়বীতয়া ২ ৩ ৪ ৫ য়ি।

১২n৩ ৫ ২১র২১ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২n৩ ৫
যাথাও ২ ৩ ৪ বা। মিত্রায়বরুণা ২ ৩ ৪ ৬। যাশাও ২ ৩ ৪ বা।

২
ভমা ১ ম্॥ ১০৩।*

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটী গেয়-গান আছে উহাদের নাম, যথাক্রমে;—(১) "পরম্", (২) "সুজ্ঞানম্", (৩) "দৈবোদাসম্", (৪) "পৌষ্কলম্" এবং (৫) "পৌক্তম্।"

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ক২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
প্র বাজ্যক্ষাঃ সহস্রধারস্তিরঃ পবিত্রং
২উ ৩ ১ ২
বি বারমব্যম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজী' (শক্তিদায়কং) 'সহস্রধারঃ' (বহুধারোপেতং, প্রভূতশক্তিসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) 'তিরঃ' (ব্যবধায়কং, অজ্ঞানতানাশকং ইত্যর্থঃ) 'পবিত্রং বারমব্যয়ং' (অব্যয়ং জ্ঞানং, নিত্যজ্ঞানপ্রবাহং) 'বি' (বিশেষরূপেণ) 'প্রাক্ষাঃ' (বিবিধং প্রক্ষরতি, সাধকানাং হৃদি সমুদ্ভবতি ইতি ভাবঃ) নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকঃ অক্ষয়ং নিত্যজ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তি - ইতি ভাবঃ॥ (৮অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তিদায়ক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অজ্ঞানতানাশক নিত্যজ্ঞানপ্রবাহ বিশেষরূপে সাধকদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অক্ষয় নিত্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (৮অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাজী' বলবান্ বেগবান্ বা 'সহস্রধারঃ' বহুধারাযুক্তঃ সোমঃ 'অব্যং' অবিতনং 'বারং' বালং পবিত্রং 'তিরঃ' ব্যবধায়কং কুর্ব্বন্ 'প্রাক্ষাঃ' বিবিধং প্রক্ষরতি। ক্ষরতেলুঁ'ঙরূপং॥ 'প্রবাজী'—'প্রসুবানঃ' ইতি পাঠৌ॥ (৮অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১১৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—————•—————

মন্ত্রের মধ্যে একটী নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন। সত্যটীর মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই বলা যায়, কারণ সত্য

চিরদিনই পুরাতন, আবার প্রত্যেক ক্ষেত্রভেদে তাহা চিরনূতন। সত্য নূতনত্ব ও প্রাচীনত্বের গণনার বাহিরে। কারণ উহা সনাতন অব্যয়, অনাদি। জ্ঞান ভগবৎশক্তি, সুতরাং অনাদি অনন্ত পুরুষের শক্তিও অনাদি, অব্যয়, চিরনূতন চিরপুরাতন। তাই জ্ঞান প্রভৃতি ভাগবতী শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলা যায় না কেন, তাহাই অনন্তকালের সত্য, চির কালের সত্য। তাহা চিরকাল আছে, অনন্ত ভবিষ্যৎ কালেও থাকিবে।

নূতন ক্ষেত্রে, নূতন অবস্থায়, সেই চিরপুরাতন সত্যই নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়। অনন্ত মানবপ্রবাহ নূতন লোকের আগমনের দ্বারাই রক্ষিত হইতেছে। সত্য চিরদিন হিমাচলের মত অটল অচল ভাবে এক অবস্থায়ই আছে, কিন্তু যাহারা নূতন আসে তাহারা নূতন ভাবেই সত্যের সাক্ষাৎ পায় সত্যকে নূতন বলিয়া মনে করে। তাই সত্য চিরনবীন। এই নূতনের জন্যই পুরাতনকে নূতনের বেশে সাজাইতে হয়, নূতন ভাবে নূতনের নিকট উপস্থিত করিতে হয়।

বেদ মন্ত্র অনাদি অনন্ত। তাহার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তাহা ও অনন্ত চির পুরাতন। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি স্বরূপতঃ পুরাতন হইলেও ব্যবহারিক ভাবে নূতন। তাহারা এই বেদ মন্ত্রের মধ্যে সেই চির পুরাতন সত্যের সাক্ষাৎ পায়—'সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন।' কিন্তু এই সত্য ঘোষণার অর্থ বা উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য মানুষকে সত্যপথে পরিচালিত করা, মানুষের মনে সত্যলাভের জন্য তথা সত্যসাধনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা। 'সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন,' এই সত্যের দ্বারা মানবের মনে পরাজ্ঞান লাভের তৃষ্ণা জাগিবে, সেই তৃষ্ণার বশে মানুষ মুক্তিপথে অগ্রসর হইবে। ইহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিবে। অনুবাদটী এই, "প্রস্তুত হইয়া সোম পবিত্রের মেষলোম অতিক্রম পূর্ব্বক সহস্রধারায় ক্ষরিত হইলেন।" (৮অ ৫খ ২সূ—১সা)।*

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২ ৩ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১

স বাজ্যক্ষাঃ সহস্ররেতা অদ্ভির্মৃজানো

২র ৩ ২

গোভিঃ শ্রীণানঃ॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহস্ররেতঃ' (বহুবীর্য্যোপেতঃ, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'অদ্ভিঃ মৃজানঃ' (অমৃতৈঃ শুধ্যমানঃ, অমৃতদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'গোভিঃ শ্রীণানঃ' (জ্ঞানৈঃ শ্রীযুতঃ, পরাজ্ঞানযুতঃ ইত্যর্থঃ) 'বাজী' (শক্তিমান, পরাশক্তিদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ সত্ত্বভাবঃ) 'অক্ষাঃ' (ক্ষরতু—অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎকৃপয়া অমৃতপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অমৃতদায়ক পরাজ্ঞানযুত পরাশক্তিদায়ক প্রসিদ্ধ সেই সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎকৃপায় অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি।)॥ (৮অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'অক্ষাঃ' ক্ষরতি। কীদৃশঃ? 'সহস্ররেতঃ' বহুরেতস্কঃ 'বহূদকঃ' 'অদ্ভিঃ' বসতীবরীভিঃ 'মৃজানঃ' মৃজ্যমানঃ 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ 'শ্রীণানঃ' শ্রয়মাণঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্ত্বভাবপ্রাপ্তির প্রার্থনার ব্যপদেশে সত্ত্বভাবের মহিমাও কীর্ত্তিত হইয়াছে। মানুষ সত্ত্বভাবলাভের জন্য কেন ব্যাকুল, তাহার আভাষও এই গুণবর্ণনা হইতেই পাওয়া যায়।

সত্ত্বভাব—'সহস্ররেতঃ'—প্রভূতশক্তিসম্পন্ন। শুধু শক্তি থাকিলেই হয় না, শক্তির সদ্ব্যবহার করাও চাই। সত্ত্বভাব শুধু 'সহস্ররেতঃ' নয়—তাহা শক্তিদাতাও বটে। সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষার ইহাও একটী কারণ।

পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্বের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সত্ত্বভাব ও পরাজ্ঞান পরস্পর অচ্ছিন্নসম্বন্ধযুত। শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব ঘটিলে তৎসঙ্গে—পরাজ্ঞানলাভ অবশ্যম্ভাবী। আবার শুদ্ধসত্ত্ব ও পরাজ্ঞান বলেই অমৃতত্ব লাভ হয়। তাই বলা হইয়াছে—'অদ্ভিঃ মৃজানঃ'—অমৃতপ্রাপক।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক হইলেও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের মতের অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। সেই

অনুবাদটী এই,—"জলের দ্বারা শোধিত হইয়া এবং দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া দ্রুতগামী সেই সোম সহস্রধারায় ক্ষরিত হইলেন।" (৮অ—৫খ—২সূ-২সা)॥

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র

প্র সোম যাহীন্দ্রস্য কুক্ষা নৃভির্যেমাণো

২র ৩ ২

অদ্রিভিঃ সুতঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সৎকর্ম্মসাধকৈঃ—অস্মাভিঃ ইতি যাবৎ) 'যেমাণঃ' (নিয়ম্যমানঃ, উৎপদ্যমানঃ) তথা 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরতপঃসাধনৈঃ) 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধীকৃতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (ঐশ্বর্য্যাধিপতেঃ, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'কুক্ষা' (কুক্ষৌ, অন্তরে, সমীপে ইতি ভাবঃ) 'প্রযাহি' (প্রগচ্ছ, প্রকর্ষেণ গচ্ছ)। আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং কঠোরতপোসাধনেন উৎপন্নেন শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবন্তং আরাধয়াম ইতি সঙ্কল্পমূলকঃ ভাবঃ। (৮অ—৫খ ২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎকর্ম্মসাধক আমাদিগের দ্বারা উৎপদ্যমান ও কঠোরতপোসাধনের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত হইয়া তুমি ভগবানের সমীপে প্রকৃষ্টরূপে গমন কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। আমরা যেন কঠোরতপোসাধনে উৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করি—ইহাই সঙ্কল্পমূলক ভাব)॥ (৮অ—৫খ—২সূ—৩সা)॥

* *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'নৃভিঃ' ঋত্বিগ্‌ভিঃ 'যেমানঃ' নিয়ম্যমানঃ 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'ইন্দ্রস্য' 'কুক্ষা'। সপ্তম্যা ডাদেশঃ (৩৪৩৯)। কুক্ষৌ উদরভূতে কলশে বা 'প্রযাহি' প্রকর্ষেণ গচ্ছ। সংহিতায়াং যেমান ইত্যত্র সত্বং॥ (৮অ-৫খ-২সূ-৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১১৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর মধ্যে একটী পবিত্র সঙ্কল্প বিদ্যমান আছে—"আমরা যেন কঠোর তপঃসাধনের দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদন করিতে পারি।" শুদ্ধসত্ত্ব—হৃদয়ের পবিত্র ভাবই ভগবদারাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। হৃদয়ের ভাব-কুসুমাঞ্জলি দিয়াই ভগবান্‌ জনার্দ্দনের পূজা করিতে হয়। আমরা যেন ভগবদারাধনার উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য কঠোরভাবে সৎকর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হই। কর্ম্মাগ্নি দ্বারা হৃদয়ের মলিনতা কালিমা দূরীভূত হইলে হৃদয়ের বিশুদ্ধ পবিত্র ভাব উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। আগুণে যেমন আবর্জ্জনারাশি পুড়িয়া ভস্মীভূত হয়, যাহা সারভূত, যাহা মহান্‌, তাহাই বাকী থাকে। মানব-মনের মলিনতাও কঠোর সংযম ও নিয়মানু-বর্ত্তিতার ফলে দূরীভূত হয়, উচ্ছৃঙ্খলতা বিনাশ হয়—তখন যাহা নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় মহান্‌, তাহাই মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলভাবে মানবের অন্তঃস্থলকে আলোকিত করে। সেই ঔজ্জ্বল্য সত্ত্বভাবের। মানব-হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হইলে তাহাতে ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। হৃদয়ে ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এত কঠোর তপঃসাধন। হৃদয়ের ধন যাহাতে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন তাহার জন্যই এই প্রার্থনা।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরস প্রস্তুতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, "হে সোম! প্রস্তরের আঘাতে তুমি প্রস্তুত হইয়াছ, অধ্বর্য্যুগণ তোমাকে সঞ্চয় করিয়াছেন, তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর।" (৮অ—৫খ-২য়-৩সা)। *

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয় গান।

১২র ১২১ ২১র ২ ৫ ২১ ২১র
১। প্রবাজয়ক্ষাঃ। সহস্রধারাস্তা ১ য়িরা ২ ৩ ৪ ঃ। হায়ি। পবিত্রাম্। বিবারা

৫ ৩ ৫ ৫ ১২র ১২১ ২১ র
২ ৩ ৪ ৺ হায়ি। আ ২ ৩ ৪ বো ৬ হায়ি। সবাজয়ক্ষাঃ। সহস্ররেতা-

৭ ৫ ২১র ২র১ ৫
অস্তা ২ ৩ ৪ য়িঃ। হায়ি। মৃজানাঃ। গোভায়িশ্রা ২ ৩ ৪ য়িহায়ি।

১ ৫ ৫ ১র ২২১ ৭ ৫
পা ২ ৩ ৪ নো ৬ হায়ি। প্রাসোমযাহী। ইন্দ্রস্যকুক্ষানৃভা ২ ৩ ৪ য়ি। হায়ি।

২র১র ২১ ৫ ১ ৫ ৫
যেমানাঃ। আদ্রভা ২ ৩ ৪। য়িহায়ি। স্থ ২ ৩ ৪ তো ৬ হায়ি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায় একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

২র ১২ ১ ২১ ২ র ১ ২
২। প্রবাজিযোবা। স্কাঃ। সহা ২ ৩ স্রা। ধারস্তাম্নিরাঃ। পবাম্নিত্রা ১

৪ ৫ ৩ ২ ২র ১২ ১
বা ২ ৩ ম্নিবা। রম। অবো্যা ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। সবাজিযোবা। স্কাঃ।

২১ ২ র র ১ ২ ৪S ৫র ৩র২
সহা ২ ৩ স্রা। রেস্তাঅস্তাম্নিঃ। মৃজানা ১ গো ২ ৩ ভাম্নিঃ। শ্রী। সানো

২র ১২ ১ ২১ ২ র১
৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। প্রসোমযোবা। হাম্নি। ইন্দ্রাতা ২ ৩ কৃ। স্কানৃতাম্নিঃ।

র ২ ৪s ৫ ৩ ২
বেমানো ১ আ ২ ৩ ভ্রাম্নি। তিঃ। সুতো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ ১-৩। *

—— • ——

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্ব্বাবতি সুন্বিরে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যে বাদঃ শর্য্যণাবতি॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে' 'সোমাসঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'পরাবতি' (দূরদেশে, দ্যুলোকে ইত্যর্থঃ) তথা 'যে' 'অর্ব্বাবতি' (অন্তিকদেশে, ভূলোকে ইত্যর্থঃ) 'বা' (অথবা) 'যে' (যে সত্ত্বভাবাঃ) 'অদঃ' (অস্মিন্) 'শর্য্যণাবতি' (অন্ধকারময়ে দেশে—অস্মাকং অজ্ঞানতাসমাচ্ছন্নে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) বর্ত্তন্তে তে 'সুন্বিরে' (অভিষূয়ন্তে, বিশুদ্ধাঃ ভূত্বা ইত্যর্থঃ) অস্মভ্যং পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছন্তু ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বিশুদ্ধসত্ত্বভাবেন বয়ং পরমমঙ্গলং প্রাপ্নুযাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৫খ—৩সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সত্ত্বভাব দ্যুলোকে এবং যাহা ভূলোকে অথবা যে সত্ত্বভাব এই আমাদের অজ্ঞানতা-সমাচ্ছন্ন হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে তাহা বিশুদ্ধ হইয়া

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—"সোহাবিষম্" এবং "অরাবোধীয়ম্।"

আমাদিগকে পরম মঙ্গল প্রদান করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা আমরা যেন পরমানন্দ লাভ করি।)। (৮অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

এতদাদিত্যায়ুগ্‌ত্যামিত্যার্থং সর্ব্বত্র সোমাভিষবোহস্তীত্যাহ—'যে' 'সোমাসঃ' 'পরাবতি' বিপ্রকৃষ্টেহতিদূরে দেশে 'যে' বা 'অর্ব্বাবতি' অন্তিকে দেশে 'সুম্বিরে' অভিষূয়ন্তে 'যে বা' 'শর্য্যণাবতি'। কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্দ্ধে শর্য্যণাবৎসংজ্ঞাকং মধুর-রস-যুক্তং সোমগং সরোহস্তি 'অদঃ' অস্মিন্ সরসি সুরসা যে সোমা ইন্দ্রায়াভিষূয়ন্তে। তে অস্মাকমভিমত-ফলং দদাত্বিতি বক্ষ্যমাণেন সম্বন্ধঃ। (৮অ - ৫খ - ৩সূ—১সা)।

* . *

প্রথম (১১৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

—————•:§ॐ§:•—————

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্ত্বভাব সমগ্র বিশ্বে অনুস্যূত রহিয়াছে। স্বর্গে মর্ত্ত্যে, অনলে অনিলে সর্ব্বত্র এই ভগবৎশক্তি বিরাজিত আছে। ভগবান্ সত্ত্বময়, তাঁহার শক্তি বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। প্রত্যেক মানবের হৃদয়েও প্রত্যেক প্রাণীতে সেই সত্ত্বভাব সুপ্ত অবস্থায় আছে। বিশ্ব ভগবানেরই প্রকাশ। ভাগবতী শক্তি বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে। মানুষ অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন আছে বলিয়া সে জানিতে পারে না যে, তাহার মধ্যে কি মহতী শক্তি আছে। মেষধর্ম্মাচারী সিংহশাবকের মত সে আপনাকে হীন দুর্ব্বল বলিয়াই মনে করে, মেষের ধর্ম্মপালন করাকেই সে আপনার স্বধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। যে পর্য্যন্ত না সে আপনার শক্তির প্রকৃত পরিচয় লাভ করে সে পর্য্যন্ত তাহার হীনবন্ধন মোচন হয় না। সৌভাগ্যবশতঃ যদি কখনও তাহার এই মোহ নষ্ট হইবার সুযোগ ঘটে, তখনই সে আপনার স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া সিংহদলে আপনার স্থান করিয়া লয়, অজ্ঞানতাজনিত হীনতা হইতে মুক্তিলাভ করে।

মানুষের মধ্যেও অনন্তশক্তির বীজ নিহিত আছে, সে অজ্ঞানতাবশতঃ আপনাকে হীন দুর্ব্বল ভাবে, অজ্ঞানতার বশে ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে নামিয়া যায়। বস্তুতঃ মানুষ মেষ নয়,—সে সিংহ। ভগবানের কৃপায় যদি সে কখনও আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারে তখনই আপনার মোহ—অজ্ঞানতাজনিত দুর্ব্বলতা হীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। আপনার অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে।

সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে সত্ত্বস্রোত প্রবাহিত হইতেছে মানুষের মধ্যেও তাহার অসদ্ভাব নাই। কিন্তু তাহা হীনতা মলিনতার আবরণে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া তাহা দ্বারা সে আপনার

উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হয় না। মানুষের মধ্যেও সত্ত্বভাব আছে বটে; কিন্তু তাহার মলিন হৃদয়-আধারে স্থাপিত বলিয়া তাহা মানুষকে মোক্ষমার্গে প্রেরণা দিতে পারে না। যখন মানুষ সাধনা দ্বারা—সৎকর্ম্মের দ্বারা আপনার হৃদয়কে নির্ম্মল পবিত্র করিতে পারে, যখন হৃদয়ের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়, তখনই সে প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

মন্ত্রে বিশ্বব্যাপী সত্ত্বভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে সেইসঙ্গে মানব হৃদয়ের নিহিত সত্ত্বভাবেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে, মুক্তিদায়ক করিতে হইবে। হৃদয় বিশুদ্ধ হইলে শুদ্ধসত্ত্ব কার্য্যকরী হয়। তাই বলা হইয়াছে—'সুষিরে' অর্থাৎ অভিষুত, বিশুদ্ধ হইয়া। সত্ত্বভাব যখন পাপ মোহ প্রভৃতির সংস্পর্শ হইতে মুক্তি লাভ করে, তখন সত্ত্বভাব কার্য্যকারী হয়। মন্ত্রের প্রার্থনাই তাই,—দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী যে সত্ত্বভাব আছে, আমাদের মধ্যে যে সত্ত্বভাব আছে, তাহা যেন বিশুদ্ধ হইয়া আমাদিগের পরম মঙ্গল সাধন করে। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।

মন্ত্রান্তর্গত 'শর্য্যণাবতি' পদে আমরা "অন্ধকারময়ে দেশে, অস্মাকং অজ্ঞানতাসমাচ্ছন্নে হৃদয়ে" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'শর্য্যণাবতি' পদে অন্ধকারময় দেশকে লক্ষ্য করে। এই পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—৮৪সূ—১৪ঋ) দ্রষ্টব্য। অন্ধকারময় প্রদেশ বলিতে আমাদের অজ্ঞান হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য আসে। মানুষের হৃদয় অন্ধকারময় খনিস্বরূপ। তাহার মধ্যে অসংখ্য মণিরত্নাদি বিরাজিত আছে। সেই মণি-রত্নাদি উপযুক্ত উপায়ে পরিষ্কৃত হইলে তাহা বহু মূল্যবান বস্তুতে পরিণত হয়। আমার অন্ধকার হৃদয়ে কোহিনুর-স্বরূপ সত্ত্বভাব-মণি আছে বটে, কিন্তু তাহাকে পরিষ্কৃত বিশুদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। যাহাতে আমরা সেই পরমরত্নকে সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া আমাদের মুক্তিদায়ক করিতে পারি, মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে আত্মোদ্বোধনের এবম্বিধ ভাবও পরিলক্ষিত হয়।

মন্ত্রান্তর্গত 'পরাবতি' এবং 'অর্ব্বাবতি' পদদ্বয় দূরার্থক এবং নিকটার্থক দেশকে লক্ষ্য করিতেছে। অন্যত্রও আমরা এই পদদ্বয়ের অন্তর্নিহিত ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সাধারণ মানুষের নিকট হইতে স্বর্গ অতি দূরে অবস্থিত আছে বলিয়া কল্পনা করা যায়। অজ্ঞানতা, পাপমোহ প্রভৃতির ব্যবধান থাকাবশতঃ মানুষ স্বর্গ হইতে দূরে অবস্থিতি করে। আর পাপতাপজীর্ণ এই মাটীর পৃথিবীই মানবের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম স্থান। তাই 'পরাবতি' ও 'অর্ব্বাবতি' এই দুই পদে দ্যুলোক ও ভূলোককে লক্ষ্য করিতেছে, অর্থাৎ এই দুই পদের দ্বারা সমগ্র বিশ্বই লক্ষিত হইতেছে। সমগ্র বিশ্বে যে সত্ত্বভাব অনুস্যূত রহিয়াছে, সেই সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে মোক্ষপথে পরিচালিত করুক, মোক্ষলাভে সহায় হউক—ইহাই প্রার্থনার ভাব। বস্তুতঃ সত্ত্বভাব এক ও অখণ্ড; উহার বিভাগ নাই অংশ নাই। এক সত্ত্বভাবই বিশ্বব্যাপী আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র বিরাজমান। উহা কখনও অবিশুদ্ধ নয়। উহা এক ও চিরবিশুদ্ধ। কিন্তু আধার-ভেদে উহা অবিশুদ্ধ ও বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই 'পরাবতি' 'অর্ব্বাবতি' পদের প্রয়োগ হইয়াছে।

পুনশ্চ—স্বর্গ ও মর্ত্ত্য পৃথক ও বিচ্ছিন্ন বস্তু নয়। এক বস্তুরই বিভিন্ন দিকমাত্র। সাধকের সাধনার স্তরভেদে এক বস্তুই স্বর্গ বা নরক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্বর্গ মর্ত্ত্য এদেশ ওদেশ প্রভৃতি এক অখণ্ড দেশেরই বিভিন্ন নামমাত্র। সুতরাং বর্ত্তমান মন্ত্রে এক অখণ্ড বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের কল্যাণে মোক্ষলাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"যে সকল সোমরস অতি দূরদেশে, কিম্বা অতি সন্নিহিত দেশে প্রস্তুত হইয়াছে, কিম্বা যে সকল সোম শর্য্যণাবৎ নামক সরোবরে প্রস্তুত হইয়াছে।" স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ। (৮অ-৫খ-৩সূ-১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ক ৩ ২র
য আর্জ্জীকেষু কৃত্বসু যে মধ্যে পস্ত্যানাম্।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যে বা জনেষু পঞ্চসু ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আর্জ্জীকেষু' (সরলেষু, অকুটিলহৃদয়েষু জনেষু) তথা 'কৃত্বসু' (সৎকর্ম্মসাধকেষু) 'যঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) বর্ত্ততে ইতি যাবৎ, অপিচ 'পস্ত্যানাং মধ্যে' (সংহতচিত্তানাং, সংযতচিত্তানাং মধ্যে) 'যে' (যে সত্ত্বভাবাঃ) বর্ত্তন্তে 'বা' (অথবা, অপিচ) 'পঞ্চসু জনেষু' (চতুর্ব্বর্ণান্তর্গতেষু তথা তদ্বাহর্ভূতেষু জনেষু, সর্ব্বেষু জনেষু ইত্যর্থঃ) 'যে' (যে সত্ত্বভাবাঃ) বর্ত্তন্তে তে অস্মভ্যং পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছন্তু—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! তব শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন বয়ং পরমমঙ্গলং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৫খ-৩সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অকুটিলহৃদয় জনে এবং সৎকর্ম্মসাধকে যে সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে, অপিচ, সংযতচিত্তদিগের মধ্যে যে সত্ত্বভাব আছে অথবা সকল

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের দ্বাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

লোকের মধ্যে যে সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে, তাহা আমাদিগকে পরম মঙ্গল প্রদান করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার-শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে আমরা যেন পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হই।)। (৮অ—৫খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যে' বা সোমাঃ 'আর্জ্জীকেষু' ঋজীকানামদূরভবাঃ আর্জ্জীকাদেশাস্তেষু তথা 'কৃত্বসু' কৃত্বান ইতি দেশাভিধানং, তেষু কর্ম্মবৎসু দেশেষু চ; কিঞ্চ 'পস্ত্যানাং' সরস্বত্যাদীনাং নদীনাং 'মধ্যে' সমীপে চ যে সোমা অভিষূয়ন্তে। 'ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসতে'ত্যাদিষু নদীতীরে যজ্ঞকরণস্য শ্রবণাৎ; কিঞ্চ 'জনেষু পঞ্চসু' নিষাদ-পঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণা পঞ্চজনাস্তেষু। চ 'যে বা' সোমা অভিষুতাঃ। তে সোমা অস্মাকমভিমত-ফলং দদাত্বিত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১১৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রটী পূর্ব্বমন্ত্রের ন্যায় প্রার্থনামূলক। সর্ব্বত্র বিদ্যমান সত্ত্বভাবের কল্যাণে পরাশান্তি লাভের প্রার্থনাই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বমন্ত্রে যেমন দেশের নানা অংশের, যথা;—'পরাবতি' 'অর্ব্বাবতির' উল্লেখ আছে, তদ্রূপ বর্ত্তমান মন্ত্রে নানাবিধ লোকের কথা বলা হইয়াছে; যথা—'আর্জ্জীকেষু' 'কৃত্বসু' ইত্যাদি। সত্ত্বভাব সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সর্ব্বাধারে বিরাজমান আছে। বিভিন্নদেশে, বিভিন্ন আধারে সেই এক অখণ্ড বস্তুই আছে। উহার সর্ব্বব্যাপিতা বুঝাইবার জন্যই সাধারণ লোকের চির-পরিচিত দেশ ও পাত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই,—"কিম্বা যে সকল সোম আর্জীক দেশে কিম্বা কৃত্বদেশে কিম্বা সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যে কিম্বা পঞ্চজনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে।" অনুবাদকার এই ব্যাখ্যার সহিত একটী টিপ্পনীও যোগ করিয়া দিয়াছেন। তাহা এই,—"আর্জ্জীকীয়া আধুনিক বেয়ানদী, পঞ্চজন অর্থে সিন্ধুর পঞ্চশাখাতীরস্থ জনপদের (আধুনিক পাঞ্জাবপ্রদেশের) অধিবাসী এইরূপ অনুমান হয়। 'Five tribes'—Muir.

অর্থাৎ সহজ ভাষায় কোন কোন দেশে সোমরস প্রস্তুত হইত অথবা কোন কোন দেশের সোমরস উৎকৃষ্ট ছিল তাহার একটা ছোটখাট তালিকা। ভাষ্যকারও প্রায় এই মতেরই সমর্থন করিতেছেন। আবার বিবরণকার মন্ত্রান্তর্গত পদকয়েকটীর ভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন। আমরা সকলের মতই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

ভাষ্যকার 'আর্জ্জীকেষু' পদে অর্থ করিয়াছেন,—'ঋজীকানাং অদূরভবাঃ' আবার তাহাকে দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাই বুঝা যায় যে, 'ঋজীক' নামে একটা প্রসিদ্ধ জাতি বা জনপদ ছিল, সেই জাতির বাসস্থান বা জনপদ হইতে 'আর্জীক' দেশ অধিক দূরে ছিল না। ভাষ্যকার সেই দেশকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বিবরণকার উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন 'ঋজুষু'। আমাদের সহিত তাঁহার ঐক্য আছে। আমরা অর্থ করিয়াছি —'অকুটিলহৃদয়েষু জনেষু' অর্থাৎ যাঁহারা কুটিলতা পাপ প্রভৃতি হইতে মুক্ত তাঁহাদের হৃদয়ে যে সদ্ভাব সঞ্জাত হয় সেই সদ্ভাব অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব। 'আর্জ্জীকেষু' পদের লক্ষ্য তাহাই। 'কৃত্বসু' পদে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'কৃত্বান্ ইতি দেশাভিধানং তেষু কর্ম্মবৎসু দেশেষু।' অনুবাদকারের ভাষায়—'কৃত্বদেশে'। কিন্তু ভাষ্যকার ঠিক তাহা বলেন নাই। তাঁহার মনের ভিতর দুইটী ভাব খেলা করিতেছে বলিয়া মনে হয় প্রথম ভাব 'কৃত্ব' একটা দেশের নাম। কেবল এই কথা বলিলে শুধু দেশই বুঝাইত, কিন্তু ভাষ্যকার শেষাংশে বলিতেছেন -'তেষু কর্ম্মবৎসু দেশেষু'। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, 'কৃত্ব' শুধু একটা নাম নয়—উহা কর্ম্মেরও সূচনা করে। উহা যেন কতকটা বিশেষণের মত ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার উভয় অংশ একত্র করিলে, অর্থের কোন সামঞ্জস্য হয় না। তবে উহা যে কেবলমাত্র নাম নয় ইহা সহজেই বুঝা যায় এবং এই ধারণা ভাষ্যকারের মনে ছিল বলিয়াই শেষে লিখিয়াছেন,—'কর্ম্মবৎসু দেশেষু।' আমরা উক্ত পদে অর্থ করিয়াছি 'সৎকর্ম্মসাধকেষু'। উক্ত পদে কোন স্থানের নির্দ্দেশ আছে বলিয়া মনে করি নাই। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন,—"কৃতেষু স্থানেষু"। আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই।

'পস্ত্যানাং মধ্যে' পদদ্বয়ের ভাষ্যসম্মত অর্থ এই যে,—সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যবর্ত্তী এবং নিকটবর্ত্তী দেশ। ভাষ্যকার শ্রুতির প্রমাণ দিয়াছেন যে. এই দেশে সোমরস প্রস্তুত করিয়া ঋত্বিকগণ সরস্বতীতীরে যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং মন্ত্রে যে এই দেশকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য ব্যাখ্যাকার তাহার এই মত গ্রহণ করেন নাই। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন—'পস্ত্যানাং গৃহাণাং'। 'পস্ত্য' শব্দ সংহত করা অর্থমূলক 'স্ত্যৈ' ধাতু-নিষ্পন্ন। তাহা হইতে সংহত বা 'সংযত চিত্ত' অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি। সংযতচিত্ত পবিত্রহৃদয় সাধকগণের হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত হয় তাহাই প্রার্থনার লক্ষ্য। সুতরাং এই অর্থে মন্ত্রের সঙ্গতিও রক্ষিত হয়।

'পঞ্চসু জনেষু' পদদ্বয় লইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন - চতুর্ব্বর্ণান্তর্গত চারি জাতি এবং তদতিরিক্ত নিষাদ জাতি—এই পাঁচ জাতি। যদি এই পাঁচ জাতি দ্বারা সমস্ত মানবজাতিকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের সহিত তাঁহার কোন অনৈক্য নাই কিন্তু মনুসংহিতানুসারে আমাদের ধারণা এই যে,—'পঞ্চম জাতি' বলিয়া কিছু বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্তর্গত ছিল না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বহির্ভূত জাতিকে পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায়। এই দিক দিয়া 'পঞ্চসু জনেষু' পদদ্বয়ে সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু বিবরণকার অর্থ করিতেছেন,—'যজমানং

শচতারঃ ঋত্বিজঃ।' আমাদের ধারণা, ভাষ্যকারই এখানে অধিকতর সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন। যাহা হউক, উক্ত পদদ্বয়ে সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

কিন্তু এই পদদ্বয় পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যানুসারী পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এক তুমুল ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারা গবেষণা করিতেছেন যে,—এই 'পাঁচ জাতি' বা 'পঞ্চজন' কে বা কাহারা। কাহারও মতে উহা পঞ্চনদ দেশের অধিবাসীদিগকে বুঝায়, আবার কাহারও মতে অন্য কোন পাঁচ জাতিকে লক্ষ্য করে, যেমন মুর সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন-'Five tribes' অর্থাৎ পাঁচজাতি। শুধু তাই নয়, এই পাঁচ জাতির ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তথ্য আবিষ্কার করিবার জন্য অনুসন্ধান ও গবেষণার অন্ত নাই। এই গবেষণার কতক অংশ আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। যাহা হউক, এ সমস্ত পদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। (৮অ—২খ—৩সূ-২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

তে নো বৃষ্টিং দিবস্পরি পবন্তামা সুবীর্য্যম্।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

স্বানা দেবাস ইন্দবঃ॥ ৩॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানাঃ' (সুবানাঃ, অভিষূয়মাণাঃ, বিশুদ্ধাঃ ইত্যর্থঃ) 'দেবাসঃ' (দেবভাবসম্পন্নাঃ, দেবভাবদাতারঃ ইত্যর্থঃ) 'তে' (প্রসিদ্ধাঃ তে) 'ইন্দবঃ' (শুদ্ধসত্বাঃ) 'দিবস্পরি' (দ্যুলোকাৎ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং, আত্মশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'বৃষ্টিং' (অমৃতপ্রবাহং) 'আ' (সম্যক্রূপেণ) 'পবন্তাং' (প্রাপয়ন্তু, প্রযচ্ছন্তু—ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং অমৃতদায়কং শুদ্ধসত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৫খ-৩সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশী ঋক্। সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায় পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধ দেবভাবদাতা প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোক হইতে আমাদিগকে আত্মশক্তিদায়ক অমৃতপ্রবাহ সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন অমৃতদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৮অ—৫খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

'স্বানাঃ' সুবানাঃ তত্র চাত্র অভিষূয়মাণা 'দেবাসঃ' দেবাঃ দীপন-শীলাঃ স্তুত্যা বা 'ইন্দবঃ' 'গ্রহেষু' চমসেষু ক্ষরন্তঃ, 'তে' সোমাঃ 'নঃ' অস্মাকং 'দিবস্পরি' পরি-শব্দঃ পঞ্চমী-দ্যোতকঃ, অন্তরিক্ষাদাদিত্যাদ্বা 'বৃষ্টিং'। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ (ম০ ১অ০)" ইতি বৃষ্টি-কারণত্বাৎ। কিঞ্চ 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেতং পুত্রঞ্চ ধনাদিকং বা 'আ পবন্তাং' প্রাপয়ন্তু। যজমানঃ সোমেনাভিমতফলানি প্রাপ্নোতি খলু। 'স্বানাঃ'—'সুবানাঃ'- ইতি পাঠৌ। (৮অ—৫খ ৩সূ -৩সা)।

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১১৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পূর্ব্বোক্ত দুই মন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রেও শুদ্ধসত্ত্ব ও তজ্জনিত পরমকল্যাণ লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা আছে। কিন্তু ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,-"সেই সমস্ত সোম উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হইতে হইতে নভোমণ্ডল হইতে বৃষ্টি আনয়ন করিয়া দিন এবং আমাদিগকে লোকবল প্রদান করুন।" ভাষ্যকার এবং অনুবাদকার উভয়েই মন্ত্রটীকে প্রার্থনামূলকঃ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রার্থনায় ও ভাষ্যাদির প্রার্থনায় যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তাহা একটু আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

'দিবস্পরি' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—"অন্তরিক্ষাৎ আদিত্যাৎ বা"- অর্থাৎ অন্তরীক্ষ, আকাশ হইতে অথবা সূর্য্য হইতে। সূর্য্য হইতে যে বৃষ্টি হয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ভাষ্যকার স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার অর্থ - অগ্নিতে যে সমস্ত আহুতি প্রদত্ত হয়, সে সকল সূর্য্যে অবস্থিতি করে এবং সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয়। এখানে একটা কথা দেখিতে হইবে যে,—ভাষ্যকার 'বৃষ্টি' পদে আকাশ হইতে যে জলধারা পতিত হয় তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মত ভিন্ন। এখানে কোন বৃষ্টিধারার কথা আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই মন্ত্রের সহিত বর্ত্তমান

মন্ত্রের সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা মনে করি। তাহাতে যে শুদ্ধসত্ত্বের কথা বর্ণিত হইয়াছে, বর্ত্তমান মন্ত্রে 'ইন্দবঃ' পদে সেই সত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অর্থে মন্ত্রের সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। সুতরাং সেই সত্ত্বভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিলেই মন্ত্রের অন্যান্য পদের অর্থ পরিষ্কার হইয়া যায়। সত্ত্বভাব মানুষকে বৃষ্টি প্রদান করে না, আর সাধক ভাগবতী শক্তি—সত্ত্বভাবের নিকট হইতে 'বৃষ্টি' লাভের প্রার্থনাও করেন না। প্রার্থিত বস্তু, ভগবানের করুণাধারা—অমৃত, যাহা লাভ করিলে মানুষ অমর হয়, মানুষের বাসনা কামনা প্রভৃতি কিছুই থাকে না। সেই অমৃতপ্রবাহ লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'দিবস্পরি' পদে তাই 'দ্যুলোককে' লক্ষ্য করে। আমরা সর্ব্বত্রই উক্ত পদে 'দ্যুলোক' 'স্বর্লোক' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান স্থলেও তাহাই সঙ্গত অর্থ।

'সুবীর্য্যং' পদে পুত্র বা দাস-দাসী প্রভৃতি কোন বস্তুকে বুঝায় না—উহা দ্বারা পরাশক্তি লক্ষিত হইয়াছে। তাই প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইয়াছে,—"হে ভগবন্! আমাদিগকে আত্ম-শক্তিযুত অমৃতদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করুন।" (৮অ—৫খ—৩সূ—৩সা)।*

— * —

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২র র র ১ ২ ১ র ৩ ১ ২র ১ ২ ১ র ২
যেসোমাসোবা। পারাবতায়ি। যেআর্ব্বা ২ ৩ বা। তিসুষায়িরায়ি। যেবাদা ১

৪ ৫র ৩ ২ ২ র র ১ ২ ১ ২ ১
শা ২ ৩ র্য্যা। শা। বতো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ যস্ত্র্জ্জীকোবা। যুক্তযস্।

২র ১ ২ ১ র ২ ৪ ৫ ৩ ২
র্য্যোমাধ্যা ২ ৩ য়িণা। স্তিয়ানাম্। যেবাজা ১ না ২ ৩ য়িষু। প। চস্যো-

২র র ১ ২ ১ ২ ১ ১ ২ র ১
৩ ৪ ৫ ঈ। তেনোবৃষ্টোবা। দায়িবস্পরায়ি। পবান্তা ২ ৩ মা সুবীরায়াম।

র ২ ৪ ৫ ৩ ২
স্বানাদা ১ য়িবা ২ ৩ স্যাঃ। ই। দবো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ ১-৩॥ †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের চতুর্ব্বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম,—"কুরায়োধিয়ম্।"

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১   ২   ৩   ১   ২র   ৩ ১   ১   ২ ১ ২
আ তে বৎসো মনো যমৎপরমাচ্চিৎসধস্থাৎ।
২   ৩   ১   ২   ৩ ২
অগ্নে ত্বাং কাময়ে গিরা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৎসঃ' (প্রিয়ঃ, কর্ম্মপ্রভাবৈঃ দেবানুগ্রহপ্রাপ্তঃ জনঃ ইত্যর্থঃ) 'গিরা' (স্তুত্যা) 'পরমাচ্চিৎ' (উৎকৃষ্টাদপি) 'সধস্থাৎ' (দ্যুলোকাৎ) 'তে' (তব) 'মনঃ' (মনঃসম্বন্ধং, তব করুণাধারাং) 'আ যমৎ' (আযময়তি, আকর্ষয়তি); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ত্বাং' (ত্বদীয়ং মনঃ, করুণাং) 'কাময়ে' (প্রার্থয়ে) অহমিতি শেষঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ — হে দেব! সাধবঃ কর্ম্মপ্রভাবেণ ভগবদনুগ্রহং লভন্তে, ভগবতঃ প্রিয়াঃ চ ভবন্তি; কর্ম্মহীনঃ ভক্তিহীনঃ অহং; ত্বং হি করুণাময়ঃ; তৎ জ্ঞাত্বা অহং শরণং যাচে; কৃপয়া মৎপ্রতি সদয়ঃ ভব। (৮অ-৬থ ১সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

কর্ম্মপ্রভাবে দেবানুগ্রহপ্রাপ্ত জন, স্তুতিমন্ত্র দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গলোক হইতে আপনার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া আনেন; হে জ্ঞানদেব! আমি আপনার করুণা প্রার্থনা করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! সাধুগণ কর্ম্মপ্রভাবে আপনার অনুগ্রহ লাভ করেন, এবং ভগবানের প্রিয় হয়েন; আমি কর্ম্মহীন ও ভক্তিহীন; আপনি নিশ্চয় করুণাময়; তাহা জানিয়া, আমি আপনার শরণ যাচ্ঞা করিতেছি; কৃপা করিয়া সদয় হউন।)। (৮অ—৬থ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'বৎসঃ' ঋষিঃ 'তে' তব 'মনঃ' পরমাচ্চিৎ' উৎকৃষ্টাদপি 'সধস্থাৎ' 'দ্যুলোকাৎ 'আ যমৎ' আয়ময়তি আগময়তি। কেন সাধনেন? 'ত্বাং' 'কাময়ে' কাময়া অভিলষন্ত্যা

'গিরা' স্তুত্যা 'কাময়ে' ইত্যত্রাপি শে আদেশঃ পূর্ব্ববৎ। যথা ত্বাং কাময়ে অভিলষামি। 'কাময়ে'—'কাময়া' ইতি পাঠৌ। (৮অ—৬খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১১৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে 'বৎস' শব্দ দেখিয়া সায়ণাদি ব্যাখ্যাকারগণ বৎস-ঋষির সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'বৎস ঋষি সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গলোক হইতে স্তুতি প্রভাবে আপনার মনকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন। হে অগ্নিদেব! আমিও সেইরূপ আপনাকে পাইবার কামনা করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছি, আপনার মন আসিয়া আমাতে মিলিত হউক।'

আমরা কিন্তু মন্ত্রের অর্থ অন্যরূপ ধারণা করিতেছি। এই মন্ত্রে 'বৎস' পদে ভগবানের প্রিয়জনকে বুঝাইতেছে। সৎকর্ম্মপ্রভাবে যাঁহারা ভগবানের প্রিয় মধ্যে পরিগণিত হন, এ মন্ত্রের 'বৎসঃ' পদ তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। ভগবান্ যেখানেই যে উৎকৃষ্টতর লোকেই অবস্থান করুন, ভগবানের চিত্ত কোথায়ও স্থির থাকিতে পারে না যখন তাঁহার ভক্ত বা প্রিয়জন তাঁহাকে স্মরণ করে। ভগবান্ তাই কহিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

এ মন্ত্র সেই উক্তিরই আদিভূত। প্রিয়জন আহ্বান করিলে তিনি যে বৈকুণ্ঠেও থাকিতে পারেন না! তাঁহার চিত্ত যে সেই ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া সম্মিলিত হয়! এ মন্ত্র তাহাই ঘোষণা করিতেছে। তার পর, লক্ষ্য করুন—মন্ত্রের প্রার্থনা। যাজ্ঞিক, সাধক অথবা যিনি যখন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, তাঁহারই পক্ষে এ মন্ত্র উপযোগী প্রার্থনা হইবে। 'আমি অজ্ঞ, আমি অকৃতি; আমি কর্ম্মহীন, আমি জ্ঞানহীন। কিন্তু তুমি যে দয়ার আধার—করুণার সাগর! তাই শরণাপন্ন হইতে সাহসী হইতেছি। ভক্ত অনুরক্ত প্রিয়জন—সে তো তোমার করুণা প্রাপ্ত হইবার অধিকারীই আছে! তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনে তোমার আসক্তি তো থাকিবেই। ভক্তের যে তুমি উদ্ধারকর্ত্তা,—এ তো সর্ব্বজনবিদিত! তাহাতে তোমার করুণার প্রকাশ আর কি আছে? কিন্তু আমার ন্যায় পাপীর পরিত্রাণেই তোমার করুণার মহিমা প্রকাশ করে। সেই ভরসাতেই শরণ লইয়াছি—চরণ ধরিয়াছি। আমার অন্তরে একবার তোমার আবির্ভাব হউক; তোমার প্রাপ্ত হইয়া, তোমার সংস্রবে আসিয়া, এ অধম অভাজন তরিয়া যাউক। মন্ত্রের অভ্যন্তরে এই মর্ম্মস্পর্শী বাণী নিহিত রহিয়াছে—ইহাই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। (৮অ—৬খ—১সূ—১সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্। (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশী বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম ।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ । প্রথমং সূক্তং । দ্বিতীয়ং সাম ।)

৩ ২উ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১২ ৩ ২
পুরুত্রা হি সদৃঙ্ঙসি দিশো বিশ্বা অনু প্রভুঃ ।

৩ ১ ২
সমৎসু ত্বা হবামহে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে ভগবন্! ত্বং 'হি' (নিশ্চয়মেব) 'পুরুত্রা' (বহুদেশেষু—সর্ব্বত্র ইত্যর্থঃ) 'সদৃঙ্' (সম্যকৃদৃষ্টিসম্পন্নঃ সমদর্শী ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'বিশ্বা দিশঃ' (সর্ব্বেষাং দিগ্‌ভাগানাং, বিশ্বস্য ইতি ভাবঃ) 'প্রভুঃ' (ঈশ্বরঃ) 'অনু' (অনু অসি, ভবসি ইতি ভাবঃ); 'সমৎসু' (রিপুসংগ্রামেষু রক্ষালাভায় ইতি যাবৎ; 'ত্বা' (ত্বাং) 'হবামহে' (প্রার্থয়ামঃ - বয়ং ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। সর্ব্বত্রসমদর্শী বিশ্বাধিপতিঃ ভগবান্ অস্মান্ রিপুকবলাৎ রক্ষতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ । (৮অ - ৬খ - ১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে ভগবন্! আপনি নিশ্চয়ই সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়েন; আপনি বিশ্বের ঈশ্বর হয়েন; রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভের জন্য আপনাকে আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্ব্বত্র সমদর্শী বিশ্বাধিপতি ভগবান্ আমাদিগকে রিপুকবল হইতে রক্ষা করুন।) ॥ (৮অ—৬খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে অগ্নে! 'পুরুত্রা হি' বহুষু হি দেশেষু ত্বং 'সদৃঙ্ অসি' সমান-দ্রষ্টা ভবসি অতএব 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বা দিশ 'অনু' লক্ষ্য 'প্রভুঃ' ঈশ্বরো ভবসি। ঈদৃশং 'ত্বা' ত্বাং 'সমৎসু' সংগ্রামেষু রক্ষণার্থং 'হবামহে' আহ্বয়ামহে। 'দিশঃ'—'বিদিশঃ' ইতি পাঠৌ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে ভগবানের করুণালাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

ভগবান্ 'পুরুত্রা' বহুদেশে অর্থাৎ সর্ব্বদেশে যিনি বিদ্যমান, অথবা যাঁহার নিকট কোন স্থানই দূরে নয়। সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া তিনি আপনার সন্তানদিগকে রক্ষা করিতেছেন। দৃষ্টিবিভ্রমকারী আকাশস্পর্শী রাজপ্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্রতম ভিখারীর পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তিনি বিদ্যমান আছেন। গভীর অরণ্যানি, অতল-স্পর্শী সমুদ্র, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ সর্ব্বত্রই তাঁহার আবির্ভাব আছে। ভীষণ গিরিকান্তারে দুর্গম অরণ্যে মানুষ যখন বিপদের সম্মুখীন হয়, যখন পার্থিব কোন সাহায্যেরই আশা তাহার মনে থাকে না। তখন একমাত্র পরমপুরুষ করুণানিদান সর্ব্বত্র বিদ্যমান ভগবানের কথাই তাহার মনে উদিত হয়—তাহাই তাহাকে আশ্বস্ত করে। কিন্তু কৈ, কোথায়ও তো কেহ নাই, কোথায়ও তো তাঁহার মন্দির দৃষ্ট হয় না, তিনি কোথায় আছেন তাহা তো মানুষের মনে উঠে না! শুধু হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে ধ্বনিত হয়—মানব! ভয় নাই, ডাক সেই বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন ভবভয়নিবারণ প্রভুকে। ভীত হইও না মানব! তিনি এই দুর্গম অরণ্যেও আছেন, তাঁহার মন্দির সর্ব্বত্রই আছে, তাঁহার আবির্ভাব ছাড়া জগতের কোনও স্থান নাই। নাই বা বাজিল শঙ্খ ঘণ্টা, নাই বা উঠিল আরতির সুমহান্ স্বর, তাতে কিছু আসে যায় না। জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণু প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার বন্দনাগীতি গাহিতেছে। কাণ পাতিয়া শুন মানব, বিশ্বের সেই মহাসঙ্গীতের নিকট মানবের সামান্য শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি অতি নগণ্য—অতি তুচ্ছ। সেই বিশ্বসঙ্গীতে যোগদান কর—যোগদান করিবার অধিকার লাভ কর। তবেই বুঝিতে পারিবে বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে তাঁহার মন্দির বিরাজিত আছে। চিন্তা করিয়া দেখ মানব, তোমার হৃদয়েও তাঁহার আসন স্থাপিত আছে। হৃদয় পবিত্র কর, নির্ম্মল কর, সেই মহাপ্রভুকে তোমার হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন কর, দেখিবে বিশ্বব্যাপী সেই পরমদেবতা তোমার হৃদয়সিংহাসন উজ্জ্বল করিবেন।

মানুষ বিপদে পড়িয়া ভগবানকে ডাকে কেন? ক্ষুদ্র মানবের ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি কি সেই সপ্ত আকাশ ভেদিয়া তাঁহার চরণতলে পৌঁছিতে পারে? মানুষের দুর্ব্বল কণ্ঠধ্বনি তো দু'দশ গজ দূরে যাইতে না যাইতে মিলাইয়া যায়! তবে সে তাঁহাকে ডাকে কেন? মানুষ তাহার অন্তরের অন্তরে জানে—ভগবান্ দূরে নহেন, তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন। মানুষের অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণা-বশেই সে বুঝিতে পারে—ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী। এই ধারণা লাভ করিবার জন্য উচ্চ গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক জ্ঞানের আবশ্যক করে না। ভগবান্ মানুষের মধ্যে সেই সহজ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সংসারের প্রলোভন ও মায়ার বেড়াজালের মধ্যে পড়িয়া মানুষ সেই সহজ নিত্যসত্য ভুলিয়া যায়, সেই জন্যই জ্ঞানের

প্রয়োজন। বাস্তবিকপক্ষে মানুষের হৃদয়ই অনন্ত জ্ঞানের খনি, কেবলমাত্র সেই খনি হইতে রত্ন উত্তোলন করিয়া তাহাকে পরিষ্কার নির্ম্মল করিতে হয়, তবেই তাহা ব্যবহারোপযোগী হয়। মানুষ আপনার হৃদয়ের সহজ অনুভূতি পর্যান্ত হারাইয়া ফেলে, তাই বেদ তাহাকে সচেতন করিবার জন্য বলিতেছেন -"পুরুত্রা হি"-তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

শুধু তাই নয়। তিনি 'সদৃঙ্'-সর্ব্বত্র সমদর্শী। তাঁহার আপন পর ভেদ নাই-তাঁহার শত্রু নাই, মিত্র নাই, তাঁহার রাগ নাই দ্বেষ নাই। তিনি নির্ব্বাত-নিষ্কম্প প্রদীপবৎ আপনার মহিমায় আপনি বিরাজিত আছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার তো আপন পর কেহ থাকিতে পারে না। কারণ এই জগৎ তাঁহা হইতে উদ্ভূত, তিনি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার কোন্ অংশ আপন আর কোন্ অংশ পর হইবে?

তবে বেদ আবার যে বলিতেছেন,-'সমৎসু ত্বা হবামহে" রিপুযুদ্ধে তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি আসিয়া আমাকে রিপুসংগ্রামে রক্ষা কর, আমার রিপুকুলকে ধ্বংস কর। ইহার অর্থ কি? তিনি যদি সর্ব্বত্র-সমদর্শী তবে সাধকের রিপুকুল তিনি বিনাশ করিবেন কেন? পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই মানুষের বটে, কিন্তু কোন অংশ যদি বিষাক্ত হয় তবে কি মানুষ সেই অঙ্গ পরিত্যাগ করে না? ইহাও যে তাই। জগতের মধ্যে যে বিষবীজ রহিয়াছে, যাহা জগৎকে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে নিতে পারে তাহা তো বিনষ্ট করিতেই হইবে। রাজার নিকট সকল প্রজাই সমান বটে, কিন্তু রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালনের জন্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে হয় ইহাতে তাঁহার পক্ষপাতিতা হয় না। ভগবানই ধর্ম্মের পরম ও একমাত্র রক্ষক তাই তিনি কেবল সাধককে রিপুযুদ্ধে সাহায্য করেন না, অধর্ম্মের বিনাশের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। সাধক তাই প্রার্থনা করিতেছেন,-"সমৎসু ত্বা হবামহে" "ওগো বিপদের বন্ধু শত্রুনিসূদন! আমি তোমাকে ডাকিতেছি, আমি চারিদিকে ভীষণ রিপুকুল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি। দুর্ব্বল আমি আমার শক্তি নাই যে, তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারি। ওগো করুণাময় প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক তোমার এই দুর্ব্বল সন্তানকে রক্ষা কর। তুমি ব্যতীত কেহই মানবকে বিপদের কবল হইতে, রিপুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। ধর্ম্মের সংস্থাপন অধর্ম্মের বিনাশের জন্য তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হও। আমার ক্ষুদ্র দুর্ব্বল হৃদয়ের মধ্যেও যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যুদ্ধ বাধিয়াছে। রিপুকুল প্রবল হইয়া আমাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। অন্তরের কুপ্রবৃত্তি, লোভ মোহাদি রিপুগণ মথা তুলিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে। ওগো রাজাধিরাজ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে এই ভীষণ রিপুসংগ্রামে অধঃপতন হইতে রক্ষা কর। নতুবা মৃত্যু নিশ্চিত।" মানব-হৃদয়ের চিরন্তন প্রার্থনাই এই মন্ত্রমধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে আমরা দেখিতে পাই॥ * (৮অ-৬৭ ১সূ ২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ষট্ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩২ ৩১র ২র ৩১২
সমৎস্বগ্নিমবসে বাজয়ন্তো হবামহে।
১ ২ ৩১২
বাজেষু চিত্ররাধসম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজয়ন্তঃ' (বলমিচ্ছন্তঃ, আত্মশক্তিং কাময়মানাঃ - বয়ং ইতি যাবৎ) 'সমৎসু' (রিপুসংগ্রামে) 'অবসে' (রক্ষণার্থং, রক্ষাপ্রাপ্তয়ে) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'হবামহে' (প্রার্থয়ামঃ, প্রাপ্তুং ইতি শেষঃ); 'বাজেষু' (আত্মশক্তিষু, আত্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) 'চিত্ররাধসম্' (বিচিত্রধনং, পরমধনং) প্রাপ্তুং প্রার্থয়ামঃ ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বয়ং পরমধনং পরাজ্ঞানং প্রাপ্নুয়াম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ - ৬খ—১সূ - ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মশক্তিকামনাকারী আমরা রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভের জন্য পরাজ্ঞান পাইতে প্রার্থনা করিতেছি। আত্মশক্তিলাভের জন্য পরমধন পাইতে প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। আমরা যেন পরমধন পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হই।)। (৮অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সমৎসু' সমদেষু সংগ্রামেষু 'বাজয়ন্তঃ' বলমিচ্ছন্তো বয়ং 'অবসে' রক্ষণার্থং 'অগ্নিং' হবামহে। কীদৃশং? 'বাজেষু' সংগ্রামেষু 'চিত্ররাধসং' যাচনীয়-ধনং ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (১১৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে পরমধন পরাশক্তি জ্ঞান লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রার্থনার কারণ—রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভ; উদ্দেশ্য—পরাজ্ঞান।

জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানাৎ পরতরং নহি—জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। জ্ঞানবলেই মানুষ দেবতা হয়। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে—এই জ্ঞান। ভগবান জ্ঞানস্বরূপ—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং তিনি। জ্ঞানবলেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধিত হইতেছে, জ্ঞানবলেই বিশ্ব বিধৃত আছে। বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রার্থিত বস্তু—জ্ঞান।

জ্ঞানকে ব্যবহারিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—পরা এবং অপরা। সংসারিক মানবের দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার উপযোগী যে জ্ঞান, বস্তুর যে ব্যবহারিক জ্ঞান, তাহাকে অপরা জ্ঞান বলে; আর বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান, যাহা চরমে পরমপুরুষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানে লইয়া যায়, যাহা দ্বারা ভগবৎতত্ত্ব অধিগত হয়, তাহাই পরাজ্ঞান। মানবের তাহাই চরম ও পরম কাম্যবস্তু। মন্ত্রে এই পরম বস্তুর জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার মন্ত্রটীর 'অগ্নি' পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে,—'সংগ্রামে রক্ষা পাইবার জন্য শক্তিকামী আমরা অগ্নিকে স্তুতি করিতেছি।' এখানে কয়েকটী কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ সংগ্রাম বলিতে কি বুঝায়। আমরা পূর্ব্বেই বহুত্র বিশদ ভাবে বলিয়াছি যে, অনন্তকাল ধরিয়া জগতে সু এবং কু, মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে যুদ্ধ চলিয়াছে। মানুষের অন্তরের মধ্যে রিপুগণের সহিত যে সুপ্রবৃত্তির যুদ্ধ, তাহাই মানবজীবনে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। সেই যুদ্ধের ফলে মানুষ দেবতায় উন্নীত হইতে পারে, অথবা পশুত্বেও পরিণত হইতে পারে। মানুষ যদি সেই অন্তর্যুদ্ধে রিপুগণকে পরাজিত করিতে পারে, তবে ক্রমশঃ তাহার পক্ষে দেবত্বের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয় নতুবা তাহাকে রিপুকবলে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া অধঃপতনের পথে চলিতে হয়। সেই সংগ্রামকেই 'সমৎসু' পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু 'সমৎসু' পদে সাধারণ যুদ্ধই বুঝায় তাহা হইলে 'অগ্নি' (যাহা দ্বারা গৃহস্থালীর কাজ চলে) মানুষকে রক্ষা করিবে কিরূপে? 'অগ্নি' যুদ্ধের অস্ত্রও নয় সেনা বা সেনাপতিও নয়। সুতরাং যুদ্ধে 'অবসে' অর্থাৎ রক্ষা লাভের জন্য কিরূপে যে অগ্নি মানুষকে সাহায্য করিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

অন্যদিকে আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করুন। 'সংগ্রাম' বলিতে কি বুঝায় তাহা পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। 'অগ্নি' শব্দে মানবের অন্তর্নিহিত জ্ঞানশক্তিকে লক্ষ্য করে। মানুষ প্রকৃত পক্ষে বাঁচিয়া থাকে—তাহার মধ্যে জ্ঞান থাকে বলিয়া। জ্ঞান না থাকিলে মানব জড়পিণ্ডে পরিণত হইত। সেই জন্যই মানুষের সত্যিকার প্রাণশক্তি জ্ঞানকে অগ্নি বলা হইয়াছে।

যখন চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসে, ভীষণ রিপুকুল তাণ্ডবনৃত্যে মানবের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে, তখন একমাত্র জ্ঞানাগ্নিই মানুষকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞান ভগবৎশক্তি। বিপদ হইতে-রিপুকবল হইতে—উদ্ধার লাভ করিবার জন্য মানুষ সেই ভগবৎশক্তি জ্ঞানেরই শরণাপন্ন হয়। জ্ঞানালোকে অজ্ঞানতা কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইলে মানুষ আপনার গন্তব্য পথ নিরূপণ করিতে পারে। জ্ঞানবলে অজ্ঞানতা পাপ প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। জ্ঞান-শক্তির নিকট অজ্ঞান

সমস্ত শক্তি পরাজিত হয়, তাই 'বাজয়ন্তঃ' অর্থাৎ শক্তিকামী সাধকগণ জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। (৮অ—৬খ—১সূ—৩সা)। *

* * *

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

৫র র ১র২ ১২র ১ ২ ১ ২ ২
১। আত্বেবৎসাঃ। মনোয়মৎ। পরমাৎ। চিৎসধা ২ ৩ স্থাৎ। অয়ারিবা ৩ স্বা ৩।

৪ ৫ ৪ ৬ ২র ১২ ১র ২র
মহোবা। গা ৫ য়িরো ৬ হায়ি। পুরুত্রাহী। সদৃহ্ণসি। দিশো। বিশ্বাঃ।

১ ২ ১ ২ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
অনুপ্রা ২ ৩ ভূঃ। সমাৎসূ ৩ স্বা ৩। হবোবা। মা ৫ হো ৬ হায়ি।

২ ১২র ১র২ র ২ ১র ২
সমৎসূবা। য়িমবসে। বাজয়ন্তঃ হবামা ২ ৩ হায়ি। বাজায়িব্ ৩

২ ৪ ৫ ৪ ৫
চা ৩ য়ি। জয়োবা। ধা ৫ সো ৬ হায়ি (৩)॥ †

—— • ——

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্বং ন ইন্দ্রা ভর ওজো নৃম্ণং শতক্রতো বিচর্ষণে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
আ বীরং পৃতনাসহম্ ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (বহুকর্ম্মন্, বহুশক্তিশালিন্, সর্ব্বশক্তিমন) 'বিচর্ষণে' (বিবিধদ্রষ্টঃ, সর্ব্বজ্ঞ) 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব) 'ত্বং' 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'ওজঃ' (বলং, আত্মশক্তিং) তথা 'নৃম্ণং' (পরমধনং) 'আ ভর' (প্রযচ্ছ) 'বীরং' (বীর্য্যবন্তং) 'পৃতনাসহং' (রিপূণাং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের নবমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, যথা;—"বাৎসম্"।

অভিভবিতারং, ত্বাং) 'আ' (আহ্বয়েম, পূজেম—বয়ং ইতি শেষঃ); হে ভগবন! অস্মভ্যং পরমধনং পরাজ্ঞানং প্রদেহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৬খ—২দ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বশক্তিমন্ সর্ব্বজ্ঞ, পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব! আপনি আমাদিগকে আত্মশক্তি এবং পরমধন প্রদান করুন; বীর্য্যবন্ত, রিপুগণের অভিভবিতা আপনাকে যেন আমরা পূজা করিতে পারি (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে, পরমধন পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। (৮অ—৬খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'শতক্রতো' বহুকর্ম্মন্! 'বিচর্ষণে' বিদ্রষ্টঃ ইন্দ্র! ত্বং 'নঃ' অস্মভ্যং 'ওজঃ' বলং 'নৃম্ণং' ধনং চ 'আ ভর' আহর। 'বীরং' বীর্য্যোপেতং 'পৃতনাসহং' সেনানামভিভবিতারং ত্বাং 'আ' সাচামহ ইতি শেষঃ। 'আভরওজঃ'-'আক্রতামোজঃ' ইতি পাঠৌ। ১।

* * *

প্রথম (১১৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক। প্রথমাংশে আত্মশক্তি লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা আছে।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তির আধার। তাঁহার পদপ্রান্ত হইতেই শক্তিধারা প্রবাহিত হইয়া জগৎকে শক্তি প্রদান করে। তাই সেই শক্তির আধার ভগবানের নিকট শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

শক্তিলাভের দ্বারাই জীবনকে সফল করা সম্ভবপর, জীবনের সার্থকতা লাভের, চরম অভীষ্টলাভের মূলে আছে—আত্মশক্তি। মানুষের অন্তরে যে শক্তির বীজ আছে, তাহাকে বিকশিত করিতে না পারিলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' হীনশক্তি ক্ষীণতেজ মানবের পক্ষে আত্মলাভ সম্ভবপর নয়। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম প্রভৃতি যে পথের অনুসরণই করা যাউক না কেন তাহা দ্বারা আত্মশক্তিকে জাগরিত করিতে না পারিলে কেহই অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারে না। মানুষ নানাবিধ সাধনমার্গের অনুসরণে, নিজের মধ্যে যে শক্তি লুপ্ত থাকে, তাহারই বিকাশসাধন করে,—আপনার স্বরূপাবস্থা লাভের চেষ্টা করে। মানুষ মূলতঃ শক্তিহীন নয়, তাহার অন্তরে শক্তি আছে। সাধনার দ্বারা সেই শক্তিকে সে উদ্বুদ্ধ করে মাত্র। এখানে প্রশ্ন হইতে

পারে,—মানুষ যদি নিজের শক্তির বলেই আপনার অভীষ্ট-সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে তবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে কেন? এই প্রার্থনার অর্থ—তাহার নিজের শক্তিকে জাগরিত করিবার চেষ্টা। সে নিজে সেই বিশ্বশক্তির কণা। সেই শক্তির আধার পুরুষও তাহার নিজের মধ্যে যে সমস্ত আছে, সেই সত্যকে উপলব্ধি করাই প্রার্থনার উদ্দেশ্য। যখন মানুষ জানিতে পারে যে, সে ছোট নয় হীন নয়, সে নিজকে সেই পরমপুরুষের সমীপে লইয়া যাইতে পারে, তখন তাহার শক্তিও জাগরিত থাকে। প্রার্থনা কি শুধু মুখে দুইটী কথা আবৃত্তি করা মাত্র? তাহা তো নয়। যে মহাশক্তির নিকট প্রার্থনা করা হয়, নিজের মধ্যে সেই মহাশক্তির অনুভব করাই প্রকৃত প্রার্থনা। এ যেন নিজকে নিজে দুই বিভিন্ন স্তর হইতে দেখা; ক্ষুদ্র সসীম 'আমি' কর্তৃক বৃহৎ 'আমি'র পূজা। সাধনার মধ্যদিয়া সেই সসীম ও অসীম 'আমিত্বের' ভেদ ঘুচাইয়া দিবার চেষ্টাই প্রকৃত প্রার্থনা। সীমার মধ্যে থাকিয়া অসীমের অনুভবই প্রার্থনার চরমলক্ষ্য। সুতরাং নিজের শক্তিবলে মুক্তিলাভ করিলেও বৃহৎ ও ক্ষুদ্র 'আমির' মধ্যে যে পর্যান্ত ভেদ থাকে, সেই পর্যান্ত প্রার্থনার প্রয়োজনও নিশ্চয়ই আছে॥ (৮অ - ৬খ—২সূ - ১সা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১
ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা

২ ৩ ১
শতক্রতো বভূবিথ।

১ ২ ৩ ১ ২
অথা তে সুম্নমীমহে॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসো' (নিবাসপ্রদ, পরমাশ্রয় দেব!) 'ত্বং' 'হি' (নিশ্চিতমেব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'পিতা' 'বভূবিথ' (ভবসি) তথা 'মাতা' ভবসি; 'অথ' (তদ্ধেতুনা) বয়ং 'তে' (তব) 'সুম্নং' (সুখং, পরমানন্দং) 'ঈমহে' (প্রার্থয়ামঃ); তথা ভগবন্মহিমাখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৬খ—২সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের একাদশী ঋক্। (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

পরমাশ্রয় হে দেব! আপনি নিশ্চয়ই আমাদিগের পিতা হয়েন, এবং মাতা হয়েন; সেই জন্য আমরা আপনার পরমানন্দ প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবন্মহিমাখ্যাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৮অ—৬খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বসো' বাসয়িতঃ! 'শতক্রতো' বহুকর্ম্মন্নিন্দ্র! ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'পিতা' পিতৃবৎ পালকো 'বভূবিথ' ভব 'ত্বং' 'মাতা' মাতৃবদ্ধারকশ্চ 'বভূবিথ'। অথ চ বয়ং 'তে' তব স্বভূতং 'সুম্নং' সুখং 'ঈমহে' যাচামহে। (৮অ—৬খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১১৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীর মধ্যে ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রের মধ্যে মানবের জন্য যে আশার বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাই মানুষকে অনন্ত উন্নতির পথে প্রেরণ করিতে সমর্থ। পরমধনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রে যেন তাহার কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে,—আমরা তো তাঁহার সন্তান, সুতরাং তাঁহার পরমধন লাভ করিবার অধিকারী। মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের সহিত মানবের এই যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে, দুর্ব্বল হীন মানবকে যে পরমপুরুষের অতি নিকটতম স্নেহাস্পদ-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—ইহাই মানবের পক্ষে পরম আশার কথা। ভগবানের সহিত মানবের এই নিকট সম্বন্ধের ধারণাই মানুষকে উন্নত পবিত্র করে।

"ত্বং হি নঃ পিতা মাতা বভূবিথ—তুমিই আমাদের পিতামাতা, তুমি পালক, তুমি রক্ষক। তুমিই আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা কর।" এখানে পিতা ও মাতা উভয় শব্দই আছে। মাতা কেবল মাত্র আপনার স্নেহামৃত দানে সন্তানকে পরিতুষ্ট রাখেন। কিসে সন্তান সুখে থাকিবে, কিসে তাহার মঙ্গল হইবে এই চিন্তাই তাহার মনে অহর্নিশ জাগরূক থাকে। সামান্যমাত্র একটু বিপদের সম্ভাবনা ঘটিলেই মাতৃহৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে, কিসে সন্তানের গায়ে সামান্য মাত্র আঘাতও লাগিবে না, এই—চিন্তাই তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করে। মাতৃহৃদয়—স্নেহ-কোমলতার আধার। সংসারমরুতে শান্ত-শীতল মন্দাকিনীধারার সৃষ্টি করে—মাতৃহৃদয়ের স্নেহামৃত। জগতে এই বস্তু আর কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সাধারণ মানবের নিকট মাতৃহৃদয় অপেক্ষা কোমলতর, মধুরতর আনন্দজনক ও শান্তিদায়ক জিনিষ আর নাই। তাই কোন মহান্ উচ্চ হৃদয়ের পরিচয়

দিতে হইলেই তাহাকে মাতৃহৃদয়ের সহিত তুলনা করা হয়। বর্ত্তমান মন্ত্রেও ভগবানের কোমলতর মধুরতর দিকটা সাধারণ মানবের নিকট বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিবার জন্য ভগবানকে মাতা বলা হইয়াছে। অবশ্য পার্থিব মাতা ভগবানেরই স্নেহ ভাবের আংশিক বিকাশ মাত্র। কিন্তু সাধারণ মানুষ ভগবানের সেই পরমভাব বুঝিতে পারিবে না বলিয়াই তাহার নিত্যপরিচিত পার্থিব মাতৃহৃদয়ের উদাহরণ দিতে হইল। বস্তুতঃ পার্থিব মাতৃহৃদয় সেই অসীম স্নেহপারাবারের আংশিক ছায়া মাত্র।

ভগবান্ মানবের কেবলমাত্র মাতা নহেন—পিতাও বটেন। কেবলমাত্র স্নেহসুধায় সন্তানের হৃদয়কে সরস কোমল করিয়া রাখিয়াই তিনি সন্তুষ্ট নহেন, সন্তান যাহাতে প্রকৃত উন্নতির পথে পরিচালিত হয়, যাহাতে লোভ মোহের প্রলোভনে পড়িয়া বিপথগামী না হয় তাহার প্রতিও তিনি লক্ষ্য রাখেন। সন্তানকে কেবল মাত্র আদর করিয়াই তিনি ক্ষান্ত নহেন, বিপথগামী উচ্ছৃঙ্খল সন্তানকে তিনি বজ্রকঠোর হস্তে শাসনও করেন। কারণ কেবলমাত্র স্নেহ প্রদর্শন, আদর করাই সমস্ত নয়, সত্যিকার মঙ্গল যাহাতে সম্পাদিত হয় তাহার চেষ্টা করাও পিতামাতার কর্ত্তব্য। ভগবান্ মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন সত্য, তাহাকে অপার করুণায় আপনার কোলে টানিয়া নেন সত্য, কিন্তু বিপথগামী হইলে তাহার মঙ্গলের জন্যই কঠোরভাবে শাসনও করেন। সেই শাসন—ভগবৎদত্ত সেই শাস্তিই বিপথগামী মানুষকে সুপথে আনয়ন করে। ভগবান্ একাধারে মানবের পিতা ও মাতা।

শুধু তাই নয়। সন্তান যেমন পিতার সম্পত্তির অধিকারী—মানুষও তেমনি ভগবানের পরমধন লাভের অধিকারী। তাঁহার সেই পরমধন লাভ করিতে পারিলে মানুষের আর কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তিনি অকাম হইয়া যান। তাই সেই পরম ধন লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিতও আমাদের বিশেষ কোন অনৈক্য হয় নাই। নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। "হে নিবাসপ্রদ শতক্রতু! তুমি আমাদের পিতা এবং মাতা হও, অনন্তর আমরা তোমার সুখ যাচ্ঞা করিব।"

বর্ত্তমান মন্ত্রে আমরা ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ পাই। বেদ ভগবানকে কেবলমাত্র পিতা বলিয়াই সন্তুষ্ট হয়েন নাই, তাঁহাকে মাতাও বলিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মে মানুষের সহিত ভগবানের প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধই বিশেষভাবে কল্পিত হইয়াছে। বড়জোর মাঝে মাঝে তাঁহাকে পিতা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে শাসক ও শাসিতের ভাবটাই প্রবল। মানুষ ভৃত্যরূপে ভগবানের সেবা করিবে, তিনি প্রভুরূপে সেই সেবা গ্রহণ করিবেন, ভৃত্য যদি কোনরূপ অন্যায় করে তবে তিনি শাস্তি দিবেন, যদি কোন ভাল কাজ করে তবে পুরস্কার দিবেন—স্বর্গে গ্রহণ করিবেন। অন্যান্য ধর্ম্মমতানুসারে ভগবানের সহিত মানবের ইহাই সম্বন্ধ। কিন্তু ভারতীয় সাধনা এই খানেই তৃপ্ত নয়। দাস্য-ভাবের স্থানও ভারতীয় সাধনায় আছে সত্য, কিন্তু তাহার স্থান খুব উচ্চে নয়। ভগবানের সেবা করিতে হইবে, তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে বটে, কিন্তু সেই সেবা ও আরাধনার সহিত একটু খানি

হৃদয়ের যোগ থাকা চাই। দূর হইতে সেবা করিয়াই সাধক তৃপ্ত নহেন, তাঁহাকে আরও নিকটে, নিকটতম আত্মীয়রূপে তাঁহাকে পাইতে চাহেন। এই জগৎ—এই সংসার সাধনা পীঠ। এখানেই ভগবানের পূজা আরাধনা করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হয়। সাধারণ মানব বিশ্বে কোমলতার যে বিকাশ দেখে, সেই বিকাশকে অবলম্বন করিয়াই ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। কোমলতার. স্নেহের মূর্ত্তি মাতাকে দেখিয়া মানব ভগবানে মাতৃত্ব আরোপ করে হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দেয়।' "ভগবান কেবল বজ্রধারী কঠোরহৃদয় শাস্তিদাতা নহেন, তিনি কোমলহৃদয়া স্নেহপরায়ণা মাতাও বটেন" - এই ধারণা মানুষকে আশ্বস্ত করে, সে নিজের দুর্ব্বলতার বোঝা লইয়া ভগবৎচরণে অগ্রসর হইতে সাহস পায়। শুধু তাই নয়, ভগবানে ও মানুষে সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ হইবে, সাধনাও তত প্রগাঢ় হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ বর্ত্তমান মন্ত্রে ভগবানের পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। কেন?—তিনি পিতা আমরা সন্তান, সুতরাং তাঁহার দানের উপর আমাদের দাবী আছে। কিন্তু প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ হইলে, সে 'দাবী' চলিত কি? আমাদের মতে ভারতীয় সাধনা পদ্ধতির এই পরিচয় মন্ত্রে পাওয়া যায়। (৮অ ৬খ—২সূ ২সা)।*

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ত্বাং শুষ্মিন্ পুরুহূত বাজয়ন্তমুপ ব্রুবে সহস্কৃত।
১ ২ ৩ ১ ২
স নো রাস্ব সুবীর্য্যম্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহস্কৃত' (বলেন যুক্ত, প্রভূতবলসম্পন্ন) 'পুরুহূত' (বহুভিঃ আরাধনীয়, সর্ব্বলোকারাধনীয়) 'শুষ্মিন্' (শোধক, পাপশোধক পাপনাশক হে দেব!) 'বাজয়ন্তং' (বলমিচ্ছন্তং, সাধকানাং আত্মশক্তিং কাময়মানং) 'ত্বাং' 'উপব্রুবে' (স্তৌমি, আরাধয়ামি); 'সঃ' (সঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'রাস্ব' (প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং আত্মশক্তিং প্রদেহি - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৬খ ২সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম (অথবা বালখিল্য সূক্ত বাদে সপ্তাশীতিতম) সূক্তের একাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতবলসম্পন্ন, সর্ব্বলোকারাধনীয় পাপনাশক হে দেব! সাধকদিগের আত্মশক্তিকামনা কারী আপনাকে আরাধনাকরিতেছি; সেই আপনি আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান করুন। মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান করুন।)। (৮অ—৬খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য

(সহসা বলেন স্তোতৃভির্যুক্তঃ কৃতঃ সহস্কৃতঃ) হে 'সংস্কৃত' ইন্দ্র! স্তুত্যা হি দেবতায়া বলং বর্দ্ধতে, তস্য সম্বোধনং। 'শুষ্মিন' অতএব বলবন্! 'পুরুহুত' পুরুভিঃ বহুভির্যজমানৈরাহুতেন্দ্র! 'বাজয়ন্তং' বলমিচ্ছন্তং ত্বাং 'উপব্রুবে' উপ স্তৌমি। 'সঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মভ্যং সুবীর্য্যং ধনং 'রাস্ব' দেহি। 'সহস্কৃত'—'শতক্রতো ইতি পাঠৌ। (৮অ-৬খ-২সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবন্মহিমাপ্রখ্যাপক। ভগবান্ প্রভূতবলসম্পন্ন—তিনি সর্ব্ব শক্তিমান। শুধু তাই নয়; তিনি যেমন শক্তিসম্পন্ন তেমনি 'বাজয়ন্তং'—তাঁহার সন্তানদিগকে শক্তি দিতেও ইচ্ছুক। দুর্ব্বল মানুষ তাঁহার নিকট হইতে শক্তি না পাইলে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না; তাই মানুষ তাঁহার নিকটে শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করে। সকলই তাঁহার চরণে প্রণত হয়, তাই তিনি 'পুরুহুত'—অর্থাৎ জগতের সকলেই তাঁহার আরাধনা করে। এই 'পুরুহুত' পদের মধ্যে একটী বিশেষ অর্থ লুক্কায়িত আছে। 'সকলেই তো সেই পরম দেবতাকে পূজা করে, তবে আমি কেন তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হই না? তাঁহার আরাধনা না করিলে তো শক্তি লাভের উপায় নাই! অতএব হে আমার মন! সেই পরমপুরুষের সেবায় রত হও।''—এবম্বিধ ভাব উক্তি পদের অন্তর্নিহিত আছে।

তিনি 'শুষ্মিন' অর্থাৎ পাপহারক। তাঁহার করুণায়, তাঁহার আবির্ভাবে পাপ তিরোহিত হয়। সূর্য্যালোক যেমন জল শোষণ করে, ঠিক তেমনি মানবহৃদয় হইতে পাপ শোষণ করিয়া লয়েন। তাঁহার নামগানে গুণকীর্ত্তনে পাপ পলায়ন করে। তাই তিনি শুষ্মিন্। তিনি পরমশক্তিশালী শক্তিপ্রদাতা, তাই তাঁহার নিকট শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম অধিগত হইবেন। (৮অ-৬খ-২সূ—৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম (অথবা বালখিল্য সূক্ত বাদে সপ্তাশীতিতম) সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ ২ ৪ ৫র ১র র র ২র — —
ভুবমা ৩ ইন্দ্রআভরা। ওজোনৃম্ণ৺শতক্রতোবিচর্ষণাবি। আবৌ ২। হৌ ২।

১ ২ ৫ ২র১২ ৫র
হুবা২৩য়ি। রা৩৪পা। জনাসাহাম্। ভুব৺হা৩য়িম্রঃ পিন্তাবসাউ।

১রর র র ২ — — ১ ২
ত্বম্মাভাশতক্রতোবভূরিয়া। অথৌ ২। হৌ ২। হুবা২৩য়ি। ত্তা৩৪

৫ ২র১২ ৫র ২ ৪ ৫র ১র র
য়িন্থ। ম্নমীমাহায়ি। ভুবা৺শূ৩য়িগৎপুরূহুতা। বাজয়ন্তমুপক্রুবেসহস্কৃতা।

২ — — ১ ২ ৫ ২র১২ র —
সনৌ২। হৌ২। হুবা২৩য়ি। রা৩৪ম্বা। শুবীরায়াম্। এ। হা২

১ ২ ৫রর ২ ১২ ১১১১
এ২৩। হিয়া৩৪ঔহোবা। এ৩। উপা৩১২৩৪৫।*

— — * ——

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ১ ৩২উ ৩ ১২
যদিন্দ্র চিত্র ম ইহ নাস্তি ত্বাদাতমদ্রিবঃ।

২৩১২ ১ ৩১ ১
রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়া হস্ত্যা ভর॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ (পাপবিনাশায় পাষাণকঠোর) 'চিত্র' (চায়নীয়, মহনীয়, বহুগুণসম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাদিপতে হে দেব) 'ইহ' (অস্মিন্ লোকে, ইহজগতি) 'ত্বাদাতং' (ত্বয়া দাতব্যং) 'যৎ (যৎ পরমধনং) 'মে নাস্তি' (মম নাস্তি, অহং ন প্রাপ্তবান) 'বিদদ্বসো' (পরমধনশালিন্ হে দেব!) 'উভয়া হস্ত্যা' (উভাভ্যাং হস্তাভ্যাং, প্রভূতপরিমাণং ইত্যর্থঃ) 'তৎ রাধঃ' (প্রসিদ্ধং তদ্ধনং, পরমধনং পরাজ্ঞানং চ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'আভর' (প্রযচ্ছ)। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ ৬খ—৩সূ ১সা)॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, "উপগবায়ন।"

বঙ্গানুবাদ।

পাপবিনাশে পাষাণকঠোর, মহনীয়, বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! ইহজগতে আপনার কর্তৃক দান করিবার যোগ্য যে পরমধন আমরা পাই নাই; পরমধনশালী হে দেব! প্রভূত-পরিমাণ সেই পরমধন—পরাজ্ঞান, আমাদিগকে প্রদান করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ ৮অ--৬খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রবন্! 'চিত্র' চায়নীয়েন্দ্র! 'দাদাতং' ত্বয়া দাতব্যং যদ্ধনং 'মে' মম 'ইহ' অস্মিংল্লোকে 'নাস্তি,' হে 'বিদদ্বসো' লব্ধধনেন্দ্র! নঃ অস্মভ্যং 'উভয়া হস্তা' উভাভ্যাং হস্তাভ্যাং তদ্ 'রাধঃ' 'আভর' আহর। 'মহিহ'—'মেহনা' ইতি ছন্দোগানাং বহ্বৃচানাং পাঠৌ॥ (৮অ ৬খ-৩সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (১১৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর মধ্যে একটী প্রার্থনা আছে, আর তাহা সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা। সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—"আমি ত পাই নাই প্রভো, তোমার চরম দান! যাহা এই জগতে পাওয়া যায় না,—যাহার অধিকারী কেবলমাত্র তুমি, সেই পরমধন পরাজ্ঞান আমি ত পাই নাই! আমি শুনেছি, ওগো রাজাধিরাজ, তোমার ভাণ্ডারে সেই অমৃত সঞ্চিত আছে; তুমিই মানবকে সেই পরমধন বিতরণ কর! আমি ত সেই আশায়ই তোমার দ্বারে ভিখারীর মত এসেছি। সকলেই পাইল, তোমার দানে জগৎ উদ্ধার পাইল, আমি কি জগতের বাহিরে—আমি কি জগৎ-ছাড়া? আমি ত তোমার সেই পরমধনের আস্বাদ পাই নাই প্রভো! আমাকে দাও, তৃষ্ণার্ত্তকে তোমার অনন্ত ভাণ্ডারের একবিন্দু অমৃতবারি দানে কৃতার্থ কর,—ধন্য কর।"

মানবের মধ্যে অপার্থিব স্বর্গীয় ধনের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা—যাহা মানুষের ভিতরে চিরদিনই আছে, সেই স্বর্গীয় আকাঙ্ক্ষাই এই প্রার্থনার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই প্রার্থনা, কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নয়, জাতি-বিশেষের নয়, কোনও দেশে বা কোনও কালে এই প্রার্থনা সীমাবদ্ধ নয়—থাকিতে পারে না। ইহা সমগ্র মানব-জাতির নিজস্ব সম্পত্তি, প্রত্যেক মানুষের অন্তরের অন্তরে এই প্রার্থনা প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। মানুষ সব সময় হয় তো তাহার হৃদয়ের এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার স্বর্গীয় তৃষ্ণার কথা বুঝিতে পারে না; কি জানি কেন, কিসের দুর্নির্ণেয় অস্বস্তির তাড়নায় মানুষ ঘুরিতে থাকে, অন্তরে অন্তরে ছট্‌ফট্ করিতে

থাকে। মানুষের ভিতরে ভগবান্ যে অমৃতের বীজ দিয়াছেন, তাহা অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইতে না পারিয়া ভূগর্ভস্থ অগ্নিশিখার মত মানুষকে অস্থির চঞ্চল করিয়া তুলে। তাই মানুষ, যখন তাহার অভাবের কথা জানিতে পারে, যখন সে তাহার অস্বস্তির কারণ বুঝিতে পারে, তখনই ভগবানের চরণে আপনার অভাব জানায় সেই স্বর্গীয় তৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রার্থনা করে। মানুষ মায়া মোহ প্রভৃতি দ্বারা আবদ্ধ থাকিলেও তাহার মধ্যে যে দেবত্ব আছে, তাহার অন্তরে যে অনন্তত্বের বীজ নিহিত আছে, তাহাই তাহাকে কোন-না-কোনও সময়ে সজাগ করিবার চেষ্টা করিবেই করিবে। তাই নিতান্ত অধঃপতিত ব্যক্তির মধ্যেও আমরা মাঝে মাঝে সেই স্বর্গীয় ভাবের চরম বিকাশ দেখিতে পাই।

এই মন্ত্রের মধ্যে যে প্রার্থনা দেখিতে পাই, তাহা অনাদি অনন্ত—ব্যক্তিত্বের সীমার অতীত। মানুষের অনন্তের ব্যাকুল ক্রন্দন এ যে!

সংসারের সুখদুঃখ—আশা নৈরাশ্য ভোগ ত্যাগ সমস্তের মধ্য দিয়া মানুষ যখন তাহার মধ্যে শূন্যতা, একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতা, দেখিতে পায়; যখন ইহ-জগতের কোনও কিছুর দ্বারাই আপনাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে না; তখনই তাহার মনে পড়ে—'তাই ত! কোথায় কি লইয়া আমি মত্ত আছি! এই-ই কি চরম! এই-ই কি পরম! ইহার চেয়ে কি আর উৎকৃষ্টতর মহত্তর কিছুই নাই?' মানুষের অন্তরের স্বর্গীয় অসন্তোষ বলিয়া দেয়,—হাঁ নিশ্চয়ই আছে, তার অনুসন্ধান কর। মানুষ তো ইহজগতের সমস্তই দেখিয়াছি, কিছুতেই তাহাকে শান্তি দিতে পারে নাই। তাই তখন মনে পড়ে সেই মহিমাময় দেবতার কথা,—যিনি পরমধনের অধিকারী, যিনি অমৃতের অধিকারী, যাঁহার ভাণ্ডার অনন্ত অফুরন্ত; তাই মানুষ এই জগতের নশ্বর বস্তুতে অতৃপ্ত হইয়া তাঁহার অবিনশ্বর ধনের প্রার্থনা করেন। ইহাই চিরন্তন সত্য।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের সহিত আমাদিগের কোনও মতানৈক্য নাই। ভাষ্য ও আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা একত্র পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। আমরা কেবল ভাব একটু পরিস্ফুট করার পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি মাত্র॥ (৮অ—৬খ—৩সূ—২সা)।*

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১　২র ৩　১ ২৩　১২　৩ ১　　২র
যন্মন্যসে বরেণ্যমিন্দ্র দ্যুক্ষং তদা ভর।
৩ ২ ৩　১ ২　　৩ ১ র২র　　৩ ১ ২
বিদ্যাম তস্য তে বয়মকূপারস্য দাবনঃ॥ ২॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের উনচত্বারিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকের ঐন্দ্র-পর্ব্বেও দ্রাষ্টব্য।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) ত্বং 'বরেণ্যং' (বরণীয়ং, শ্রেষ্ঠং) 'যৎ' (যদ্ধনং) 'মন্যসে' (ধারয়সি) 'তৎ' 'দ্যুক্ষং' (শ্রেষ্ঠং ধনং) 'আ ভর' (অস্মভ্যং প্রযচ্ছ) ; হে দেব! 'বয়ং' 'তে' (তব) 'তস্য' (প্রসিদ্ধস্য তস্য) 'দাবনঃ' (দানস্য পাত্রাঃ, প্রাপকাঃ ইত্যর্থঃ) 'বিদ্যাম' (স্যাম)। (প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং তব পরমধনং প্রদেহি – ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৬খ - ৩সূ - ২সা) ॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! আপনি যে ধন শ্রেষ্ঠ ধারণ করেন, সেই শ্রেষ্ঠধন আমাদিগকে প্রদান করুন; হে দেব! আমরা যেন আপনার প্রসিদ্ধ সেই দানের প্রাপক (অর্থাৎ দানপাত্র) হই। মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আপনার পরমধন প্রদান করুন)॥ (৮অ—৬খ—৩সূ—২সা। ॥

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'যৎ' 'দ্যুক্ষং' অন্নং 'বরেণ্যং' বরণীয়ং 'মন্যসে' 'তৎ' দ্যুক্ষং 'আভর' অস্মভ্যং। 'তে' তব সম্বন্ধিনো 'বয়ং 'তস্য' তাদৃশস্তোকলক্ষণস্য 'অকূপারস্য' 'অকুৎসিতঃ' পারো অস্তো যস্য তাদৃশস্যান্নস্য 'দাবনঃ' দানস্য 'বিদ্যাম' স্যাম। 'দাবনঃ'—'দাবনে' ইতি পাঠৌ। (৮অ ৬খ - ৩সূ—২সা)॥

* • *

দ্বিতীয় (১১৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ সান্ত, তাহার জ্ঞানবুদ্ধিও সসীম। জ্ঞানের অল্পতা প্রযুক্ত সে তাহার প্রকৃত মঙ্গল বাছিয়া লইতে পারে না। তাহার প্রকৃত মঙ্গলপ্রদ সামগ্রী সে চিনিয়া লইতে অক্ষম। ভিখারীকে যদি রাজভাণ্ডারের চাবি দিয়া তাহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন বাছিয়া লইতে বলা হয়, তাহা হইলে ভিখারী কি তাহা চিনিয়া লইতে পারিবে? হয় তো সে কাঞ্চনের পরিবর্ত্তে কাচ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে। সাধারণ মানুষও সেইরূপ আপনার প্রকৃত মঙ্গল বাছিয়া লইতে পারে না। একে তো তাহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ; তাহার উপর সে চারিদিকে মায়া-প্রলোভনের দ্বারা আক্রান্ত। আপাতঃমনোহর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিই সে ঝুঁকিয়া পড়ে। মোহ মায়া তাহাকে প্রকৃত পথে চলিতে দেয় না; মঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিয়া

দাঁড়াইয়া থাকে—পাপ প্রলোভন। তাই যাহারা বুদ্ধিমান, তাহারা নিজেদের উপর নির্ভর না করিয়া অনন্তজ্ঞানময় মানবের পরমমঙ্গলকারী জগৎপিতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনিই মানবকে হাতে ধরিয়া প্রকৃত মঙ্গলের পথে লইয়া যাইতে পারেন। মানুষের ভুল হইতে পারে, তাঁহার ভুল হয় না। মানুষ মোহ-মায়ার বশীভূত হইয়া বিপথে যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহার তো ভ্রম হয় না, তিনি মায়া-মোহের অতীত। তাই জ্ঞানী সাধক ভগবানের উপরই একান্তভাবে নির্ভর করিয়াছেন। তাই তাহার প্রার্থনা,—"যৎ বরেণ্যং মন্যসে তৎ আভর"—যাহা তুমি আমার পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া মনে কর, যাহা আমার জীবনে সর্বাপেক্ষা কল্যাণজনক হইবে তাহাই আমাকে প্রদান কর। আমি অজ্ঞান,—কোন্ সামগ্রী পাইলে আমার অনন্ত পিপাসা মিটিবে, তাহা তো জানি না! তুমিই আমার সেই আকাঙ্ক্ষা শান্তির উপায় করিয়া দাও। তুমি আমাকে হাতে ধরিয়া লইয়া চল, আমি তো সেই পরম জ্যোতির্ম্ময় মোক্ষমার্গ চিনি না। আমি যেন বিপথে না যাই, তুমি আমার পথপ্রদর্শক হও, হাতে ধরিয়া লইয়া চল। দুর্ব্বল আমি; নতুবা পড়িয়া যাইতে পারি। ওগো জ্যোতিঃস্বরূপ! আমার হৃদয়ের অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দাও। পরম জ্যোতিতে আমার হৃদয় উদ্ভাসিত হউক, পরমধন-লাভে আমার জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হউক।"

মানুষ ভুল করিতে পারে, কিন্তু ভগবানের ভুল হয় না। তিনি অভ্রান্ত জ্ঞান-স্বরূপ। সুতরাং তিনি মানবের জন্য যাহা মঙ্গলদায়ক বলিয়া মনে করিবেন, তাহাতে তাহার চরম মঙ্গলই সাধিত হইবে। এই জন্যই একজন মহাপুরুষ বলিতেন,—'ভগবানের হাত ধরিয়া চলিও না, তিনি যেন তোমার হাত ধরিয়া তোমাকে পরিচালিত করেন। ছেলে বাপের হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে পথে হঠাৎ হয়তঃ একটা পাখী দেখিয়া আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিল এবং সেই জন্য আশ্রয়-চ্যুত হওয়ায় পড়িয়া গেল। কিন্তু বাবা যদি ছেলের হাত ধরিয়া চলেন। তবে তিনি ছেলের হাত ছাড়িবেন না, সুতরাং তাহার পড়িয়া যাইবারও ভয় নাই। সুতরাং তাঁহার চরণে সমস্ত বোঝা নামাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হও।"

বর্ত্তমান মন্ত্রে সেই বোঝা নামাইয়া দিবার কথাই বলা হইয়াছে। সুখদুঃখ, আশানিরাশা প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার চরণে সমর্পণ কর, নিজের বলিতে কিছুই রাখিও না; দেখিবে তিনিই তোমাকে চরম মঙ্গলের পথে লইয়া যাইবেন! তুমি চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রে তাহারই ইঙ্গিত করিতেছেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্র একটু ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে ইন্দ্র! তুমি যে কোনও খাদ্য উৎকৃষ্ট বোধ কর, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর; আমরা যেন ত্বদীয় অসীম খাদ্যদানের পাত্র হই।" (৮অ—৬খ—৩সূ - ২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের উনচত্বারিংশত্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
যত্তে দিক্ষু প্ররাধ্যং মনো অস্তি শ্রুতং বৃহৎ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
তেন দৃঢ়া চিদদ্রিব আ বাজং দর্ষি সাতয়ে॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ' (রিপুনাশে পাষাণকঠোর হে দেব!) 'দিক্ষু' (সর্ব্বাসু দিক্ষু, যদ্বা সর্ব্বত্রবর্ত্তমানং ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'প্ররাধ্যং' (প্রকর্ষেণ স্তুত্যং, আরাধনীয়ং) 'শ্রুতং' (প্রসিদ্ধং) 'বৃহৎ' (মহৎ) 'যং' 'মনঃ' (অন্তঃকরণং) 'অস্তি' (বর্ত্ততে) তেন (তেন মনসা) অস্মাকং 'সাতয়ে' লাভায়, প্রাপ্তয়ে—পরমধনং ইতি যাবৎ) অস্মভ্যং 'দৃঢ়াচিৎ' (দৃঢ়মপি, প্রভূতপরিমাণং ইতি ভাবঃ) 'বাজং' (বলং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'আ দর্ষি' (প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং তব পরমধনং তথা আত্মশক্তিং প্রদেহি - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ ৬খ-৩সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আরাধনীয় প্রসিদ্ধ মহৎ যে অন্তঃকরণ আছে, সেই মনের দ্বারা আমাদিগের পরমধন প্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে প্রভূত-পরিমাণ আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আপনার পরমধন এবং আত্মশক্তি প্রদান করুন।)। (৮অ—৬খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'তে' তব 'দিক্ষু' 'প্ররাধ্যং' প্রকর্ষেণ স্তুত্যং 'শ্রুতং' 'বৃহৎ' মহৎ যৎ 'মনঃ' 'অস্তি' 'তেন' মনসা হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রবন্নিন্দ্র! 'দৃঢ়াচিৎ' দৃঢ়মপি 'বাজং' অন্নং 'আ দর্ষি' আদারয়সি, 'সাতয়ে' অস্মৎ সম্ভজনায় লাভায় বা। 'দিক্ষু'—'দিবস্তু' ইতি পাঠৌ।

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ॥ ৮।

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীর-বুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

* * *

তৃতীয় (১১৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভগবানের নিকট আত্মশক্তি ও পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনার মধ্যে ভগবানের মহিমাও প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

ভগবানকে 'অদ্রিব' অর্থাৎ পাষাণ কঠোর বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে এবং তাঁহার নিকটেই পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'অদ্রিব' বলিতে পাষাণের ন্যায় কঠোর বুঝায়; কিন্তু আমরা তো ভগবানের প্রসন্নমূর্ত্তিই দেখিতে ইচ্ছা করি! পিতৃরূপে তিনি শাসন করেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাতার কোমল মূর্ত্তিও তো ধ্যান করি! কিন্তু এ যে একেবারে পাষাণ, যাঁহার কথা স্মরণ হইলেই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। দয়া নাই মায়া নাই—কেবলমাত্র শুষ্ক মরুভূমি, এ যে আলোকবিহীন আগুন! কিন্তু এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

যখন বিশ্ব-শত্রুগণের প্রাদুর্ভাব হয়, যখন জগতে অধর্ম্ম প্রবল হইতে থাকে, তখন ভগবানের এই রুদ্রমূর্ত্তির আবশ্যকতা হয়। সৃষ্টির যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে ধ্বংসের আবশ্যকতাও তাহার অপেক্ষা অল্প নহে। বাগানে সদ্‌গন্ধযুক্ত পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করিলেও তাহার পার্শ্বে যে কণ্টকলতা দেখা দেয়, তাহা উৎপাটন করা নিতান্ত প্রয়োজন। সেইরূপ বিশ্বে যখন পাপের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখন ভগবান্ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অধর্ম্মের বিনাশ করেন। এখানে পাষাণ-কঠোররূপ ধারণ না করিলে বিশ্ব ধ্বংসের পথে চলিবে। ভগবানের রুদ্ররূপের জন্যই মানব বিপদ আপদ ও শত্রুগণের হাত হইতে রক্ষা লাভ করে। এই জন্যই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন,—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"। ভগবানের রুদ্ররূপকেই এখানে আহ্বান করিয়া তাঁহারই "দক্ষিণং মুখং" এর নিকট পরিত্রাণলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'দক্ষিণং মুখং' অর্থাৎ মঙ্গলময় রূপ। যিনি ধ্বংসকারী; - প্রলয়ই যাঁহার কার্য। তিনি মঙ্গলময় হইবেন কিরূপে? উপরে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছি, আরও এ কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে 'অদ্রিব'—পাষাণ কঠোর দেবতাও মঙ্গলময়। আমাদের পরম ও চরম মঙ্গল সাধনের জন্যই ভগবানকে রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিতে হয়। এই রুদ্র মূর্ত্তিতেই তিনি মানুষকে বিপদ ও পাপের হাত হইতে উদ্ধার করেন। তিনি যেমন সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা, তেমনি বিশ্বমঙ্গলের জন্য সংহারকর্ত্তাও বটেন। তাই 'অদ্রিব' বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। পিতা যেমন সন্তানকে তাড়না করেন, তাহাকে শাসন করেন তাহার মঙ্গলের জন্য, তাহাকে কুপথ হইতে সুপথে আনয়ন করিবার জন্য; পরমপিতা ভগবানও তেমনি, আমরা বিপথে পরিচালিত হইলে, সেই কুপথ হইতে সুপথে আনয়ন জন্য আমাদিগকে 'অদ্রিব' রূপে শাসন করিয়া থাকেন। পুত্রের শাসনে পিতার যে উগ্রমূর্ত্তি প্রকট হয়, মন্ত্রের 'অদ্রিব' পদে সেই উগ্র কঠোর মূর্ত্তির ভাবই উপলব্ধি করি।

মন্ত্রে আত্মশক্তিলাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবানের কৃপায় যখন রিপুকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন মানব আপনাকে বহুপরিমাণে নিশ্চিন্ত মনে করে, হৃদয়ের সুপ্ত দেবতাব

জাগরিত হয়, ক্রমশঃ সাধকের মধ্যে প্রকৃত শক্তির আবির্ভাব হয়। এই মন্ত্রে সেই আত্মশক্তি-লাভের প্রার্থনাই পরিদৃষ্ট হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর যে ভাব দাঁড়াইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। সেই অনুবাদটী এই,—"হে বজ্রধর ইন্দ্র! তোমার দানশীল চিত্ত অতি উদার বলিয়া তুমি আমাদিগকে সারবান্ খাদ্য প্রদান করিতে আগ্রহ প্রকাশ কর।" (৮অ—৬খ—৩সূ—৩সা)। *

—— • ——

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৩ ৪৫ ৩২ ৪ ৫ ১র র র ২
১। যদিন্দ্রচিত্রমই। হনা ৩। আস্তী। ত্বাদাতমদ্রিবঃ। রাধস্তা ২ ৩ ন্নাঃ।

১ -- ১ ২ ১ ১ ২
বীবী ২। দদসা উ। উভয়া ২ ৩ হা। স্ত্যায়া ২৩। ভা ২ ৩ রা ৩ ৪ ৩।

৩ ৪৫র র ৩২ ৩ ৪ ৫ ১ র র
যন্নস্তুদেবয়ে। পিয়া ৩ ম্। আয়িন্দ্রা। ত্বাক্ষন্তদাভর। বিস্তাম। ২ ৩ ভা।

১ — ১র র ২ ১ ১ ২
ভাগা ২। ভেবয়াম্। অকুপা ২ ৩ রা। স্পাদা ২ ৩। বা ২ ৩ সা

৩ ৪র৫ র ৩২ ৪ ৫ ১ র
৩ ৪ ৩ঃ। যত্তেদিস্কুপ্র রা। দিয়া ৩ ম্। মানাঃ। অস্তিশ্রুতম্বৃহৎ। তেমদা।

২ ১ -- ১ র৪ ২ ২ ২
২ ৩ র্চা। চায়িবা ২ য়িৎ। অদ্রিবাঃ। আবাজা ২ ৩ দা। বায়িসা ২ ৩।

১ ২ ১
ভা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩ য়ি। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২ ১ ৪ ৫ ৪ ৫ ২র৭র ১ ৭ -- র১ ২
২। যদিন্দ্রা ২ ৩। চিত্রমইহ। নাস্তী। ত্বদা ৩ তামদ্রাদ্রিবো ২। রাধাস্তন্নো ৩।

১ ৩ ৫ ১ ২ ৩ ৫ ১ ২ ৩ ৫ ৫
বিদা ২ য়া ২ ৩ ৪ সাউ। উভা ও ২ ৩ ৪ বা। যাহা ও ২ ৩ ৪ বা। স্তিয়া ৫

২১ ৪র ৫র ৪ ৫ ১ ১ ২ --
ভরা। যন্নস্তা ২ ৩। দেবয়েদিম। আমস্রা। ত্বাক্ষা ৩ স্বাদা ১ ভারা ২।

১ ২ ১ ৭ ৩ ৫ ১ ২ ৩ ৫ ১ ২ ৩
বিস্তামস্তা ৩। স্পতা ২ য়িবা ২ ৩ ৪ য়াম্। আকা ও ২ ৩ ৪ বা। পারা ও

৫ ৪ ২১র ৪ ৫র ৪ ৫ ২
২ ৩ ৪ বা। স্পদা ৫ নাঃ॥ যত্তেদা ২ ৩। স্কুপ্ররাধিয়ম। মানাঃ। অস্তী ৩

১৭ -- র১ ২ ১ ৭ ৩ ৫ ১ ২ ৩
শ্রুতম্বৃহা ২ ৎ। তেনাদৃচা ৩। চিদা ২ দ্রা ২ ৩ ৪ য়িবাঃ। আবা ও ২ ৩ ৪

৫ ১ ২ ৭ ৫ ৪
বা। জান্না ও ২ ৩ ৪ বা। বিদা ৫ ভয়ায়ি। তো ৫ ঈ। ডা। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের উনচত্বারিংশত্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম,—'বিক্রম' এবং 'বশিষ্ঠপ্রিয়ং'।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিক।—নবমোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ॥
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং॥

* *

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শিশুং জজ্ঞানং হর্য্যতং মৃজন্তি

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ২ ১ ২
শুম্ভন্তি বিপ্রং মরুতো গণেন।

৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২র
কবির্গীর্ভিঃ কাব্যেন কবিঃ সংসৎ সোমঃ

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবিত্রমত্যেতি রেভন্ ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শিশুং' (প্রশংসনীয়ং, উত্তমং) 'জজ্ঞানং' (জায়মানং, সাধকানাং হৃদি উৎপদ্যমানং) 'হর্য্যতং' (সর্ব্বৈঃ কাম্যমানং, সর্ব্বৈঃ প্রার্থনীয়ং, যদ্বা - পাপহারকং) শুদ্ধসত্ত্বং 'গণেন' (সর্ব্বৈঃ দেবভাবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ) 'মৃজন্তি'

(শোধয়ন্তি, বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তি), তথা 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, প্রাজ্ঞাঃ) তং শুদ্ধসত্ত্বং 'শুম্ভন্তি' (পাবয়ন্তি, পবিত্রং কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ); 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'কবিঃ' (ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) 'কাব্যেন' (স্তুত্যা) প্রীতঃ 'সন' 'গীর্ভিঃ' (জ্ঞানৈঃ সহ) সঃ 'কবিঃ' (সর্ব্বজ্ঞঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'রেভন্' (শব্দং কুর্ব্বন, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্) 'পবিত্রং' (পবিত্রহৃদয়ং — সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'অত্যেতি' (প্রাপ্নোতি; । নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বিবেকজ্ঞানে উৎপন্নে সতি সত্ত্বভাবঃ বিশুদ্ধঃ ভবতি; অপিচ সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বং প্রাপ্নুবন্তি — ইতি ভাবঃ। (৯অ—১খ—১সূ—১সা) ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

প্রশংসনীয় সাধকদিগের হৃদয়ে উৎপদ্যমান সকলের প্রার্থনীয় (অথবা পাপহারক) শুদ্ধসত্ত্বকে সকল দেবভাবের সহিত বিবেকরূপী দেবগণ বিশুদ্ধ করেন এবং প্রাজ্ঞ সেই শুদ্ধসত্ত্বকে পবিত্র করেন; শুদ্ধসত্ত্ব সর্ব্বজ্ঞ হয়েন; স্তুতির দ্বারা প্রীত হইয়া জ্ঞানের সহিত সেই সর্ব্বজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করিয়া সাধকদিগের পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হয়; এবং সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন।) ॥ (৯অ—১খ—১সূ—১সা) ।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শিশুং' ইদানীমুৎপন্নত্বাচ্ছিশুবৎ ভিরিষ্টমংং। যদ্বা, পাপানিভমকুর্ব্বন্তং বিনাশয়ন্তং। 'জজ্ঞানং' প্রাদুর্ভূতং অতএব 'হর্য্যতং'। হর্য্য গতিকান্ত্যোঃ (ভ্বা০ প০); ভৃমৃদৃশীত্যাদিনা অতচ। সর্ব্বৈঃ কাম্যমানং সোমং 'মৃজন্তি' 'মরুতঃ' শোধয়ন্তি। কিঞ্চ 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনং সোমং 'গণেন' আত্মীয়েন সপ্তসংখ্যাকেন 'শুম্ভন্তি' অলঙ্কুর্ব্বন্তি। ততঃ 'কবিঃ' ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ 'সোমঃ' 'কাব্যেন' কবিকর্ম্মণৈব 'কবিঃ' শব্দয়িতব্যঃ সন্ 'রেভন্' শব্দায়মানঃ 'গীর্ভিঃ' স্তুতিভিঃ সহ 'পবিত্রং' 'অত্যেতি' অতীত্য গচ্ছতি। 'বিপ্রাঃ'—ইতি ছন্দোগাঃ, 'বহ্নিঃ' ইতি বহ্বৃচাঃ পঠন্তি। ১।

* . *

প্রথম (১১৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— —— § ·:§ —— ——

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা মন্ত্রটীকে কয়েকটী বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, এবং কিরূপে সাধকহৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপন্ন হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্ব সাধক হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। সত্ত্বভাব সকলের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাহাকে মোক্ষপথের সহায় করিতে হইলে, তাহার সহিত দেবভাবের মিলন হওয়া প্রয়োজন। মানুষের মধ্যে বিবেকরূপে ভগবৎশক্তি বিরাজিত আছে। সেই শক্তিই মানুষকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করে। সেই শক্তি সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে প্রায়ই সুপ্তাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। সেই শক্তি যখন জাগ্রত হয়, মানুষের বিবেক জ্ঞান যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, মানুষ আপনা হইতেই পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিতে থাকে; তাহার হৃদয়ের হীনতা মলিনতা দূরীভূত হয়। মন নির্ম্মল হইতে থাকে, হৃদয়ে জ্ঞান জ্যোতিঃ বিকাশিত হয়। সুতরাং তাহার অন্তর্নিহিত সত্ত্বভাব ও দেবভাবসমূহ পরিপূর্ণ শক্তিতে দেখা দেয়। মন্ত্রে বলা হইয়াছে, —'বিবেকরূপী দেবগণ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন'। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন বিবেক-শক্তি মানবের জীবনে আধিপত্য বিস্তার করে, তখন তাহার সমস্ত জীবনই বিশুদ্ধ পবিত্র হয়। উচ্চভাব ও উচ্চচিন্তা তাঁহার মনকে অধিকার করে। সৎকর্ম্ম ব্যতীত অসৎকর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। হীনতা নীচতা তাঁহার জীবনে অসম্ভব হইয়া পড়ে। মোটের উপর ভগবৎ-শক্তি প্রভাবে তাঁহার সমস্ত জীবন শুদ্ধসত্ত্বময় হয়। বিবেকের ইঙ্গিত অনুসারে চলিলে মানুষ কখনও ভ্রান্তপথে যাইতে পারে না বা যাওয়া সম্ভবপর হয় না, কাজেই মানুষের মধ্যে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু মহান—সে সমস্তেরই বিকাশ সাধিত হয়। তাই বলা হইয়াছে, —বিবেকরূপী দেবগণ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন।

এখানে কয়েকটী পদের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। তাহা হইলেই মন্ত্রের ভাব পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি হইবে। সত্ত্বভাব 'জজ্ঞানং' উৎপাদ্যমান, অর্থাৎ সাধকদিগের হৃদয়ে উৎপাদিত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে সকলের হৃদয়েই তো সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে, তবে সাধকদিগের হৃদয়েই উৎপন্ন হয়েন, এ কথা বলিবার সার্থকতা কি? সকলের মধ্যে, এমন কি বিশ্বের সর্ব্বত্র সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে বটে; কিন্তু তাহা সাধকের হৃদয়েই বিকাশ লাভ করে এবং সাধনার দ্বারা বিশুদ্ধ হইলেই তাহা মোক্ষযাত্রার প্রকৃত সহায় হয়। একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টী বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছি 'শিশুং' পদে শৈশবাবস্থার ভাব মনে আসে। শৈশবকালে অন্তরের সত্ত্বাবরাজি মৃত্তিক-প্রোথিত বীজের ন্যায় সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বীজে জলসেচন না হইলে সে বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় না; উৎকর্ষাদিরূপ সেচনাভাবেও হৃদিস্থিত সত্ত্বাদির বীজেরও সেইরূপ অঙ্কুরোদ্গম সম্ভবপর হয় না। 'শিশুং' পদে এখানে সেই ভাবই আমরা উপলব্ধি করি। কিরূপে তাহা বিশুদ্ধ হইতে পারে, উপরেই বলা হইয়াছে।

'হর্য্যতং' পদে ভাষ্যকার "সর্ব্বৈঃ কাম্যমানং" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাও সঙ্গত নহে। আমরাও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অপরন্তু উক্ত পদে পাপহারক অর্থও প্রকাশ করে। আমরা সেই অর্থও প্রদান করিয়াছি। পাপহারক বস্তুও সাধকের পরম কাম্য; সুতরাং 'হর্য্যতঃ' পদের উভয় অর্থের মধ্যে ভাবগত কোন পার্থক্য নাই।

বর্ত্তমান মন্ত্রান্তর্গত 'গোভিঃ' পদে ভাষ্যকার "দুগ্ধৈঃ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার কোনও কারণ প্রদান করেন নাই। অন্যত্র উক্ত পদেই গরু গাভী, ইত্যাদি অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এক নূতন অর্থ সংযোজিত হইল। আমরা

পূর্ব্বাপরই উক্ত পদে 'জ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি; এখানেও এই অর্থেই সঙ্গতি লক্ষ্য করি। (৯ম - ১খ ১সূ - ১সা) ॥ *

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ১ ৩ ৩ ২
ঋষিমনা য ঋষিকৃৎস্বর্ষাঃ

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাম্।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩
তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্৲

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
সোমো বিরাজমনু রাজতি ষ্টুপ্॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ঋষিমনা (সর্ব্বদ্রষ্টা মনঃ যস্য, সর্ব্বদর্শনঃ সর্ব্বজ্ঞঃ) 'ঋষিকৃৎ' (সর্ব্বস্য দর্শয়িতা, সর্ব্বস্য জ্ঞানপ্রদাতা ইত্যর্থঃ) 'স্বর্ষা' (সর্ব্বদা সন্তুষ্টা, সর্ব্বেষাং মঙ্গল-সাধকঃ) 'সহস্রনীথঃ' (বহুস্তোতৃকঃ, সর্ব্বৈঃ আরাধনীয়ঃ) 'কবীনাং' (মেধাবিনাং, সাধকানাং) 'পদবীঃ' (স্খলিতানাং পদানাং সংযোজয়িতা, বিপদাৎ ত্রাণকর্ত্তা, যদ্বা—বিপথগামিনাং সৎপথি স্থাপয়িতা) 'তৃতীয়ং ধাম' (স্বর্লোকং) 'সিষাসন্' (প্রাপ্তুং ইচ্ছন্, প্রাপকং ইতি ভাবঃ) 'মহিষঃ' (মহান্ জ্যোতির্ম্ময়ঃ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'স্তুপ্' (স্তূয়মানঃ সন্, আরাধিতঃ সন্) 'বিরাজং' (বিশেষেণ রাজন্তং, দিব্যজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) 'অনুরাজতি' (প্রকাশয়তি—সাধকানাং হৃদি ইতি শেষঃ) নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সর্ব্বলোকারাধনীয়ং স্বর্গপ্রাপকং পরমমঙ্গলসাধকং শুদ্ধসত্ত্বং প্রাপ্নুবন্তি।) ॥ (৯ম - ১খ — ১সূ - ২সা) ॥

* * *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষণ্ণবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

যে শুদ্ধসত্ত্ব সর্ব্বদর্শনশীল সর্ব্বজ্ঞ, সকলের জ্ঞানপ্রদাতা সকলের মঙ্গলসাধক, সকলের কর্তৃক আরাধনীয়, সাধকদিগের (বিপদ হইতে) ত্রাণকর্তা অর্থাৎ বিপথগামীদিগকে সৎপথে প্রতিষ্ঠাতা, স্বর্লোকস্থাপক মহান্ জ্যোতির্ম্ময় সেই শুদ্ধসত্ত্ব আরাধিত অর্থাৎ প্রদ্দীপিত হইয়া সাধকদিগের হৃদয়ে দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যপ্রখ্যাপক। (ভাব এই যে, সাধকগণ সর্ব্বলোকারাধনীয় স্বর্গপ্রাপক পরমমঙ্গলসাধক শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (৯অ—১খ—১সূ—২সা)॥

সায়ণ ভাষ্যং।

'ঋষিমনাঃ' সর্ব্বদর্শনশীলমনস্কঃ, অতএব 'ঋষিকৃৎ' সর্ব্বস্য দর্শনকর্তা প্রকাশনস্য কর্ত্তা 'স্বর্ষাঃ' সর্ব্বস্য সূর্য্যস্য বা সম্ভক্তঃ 'সহস্রণীথঃ' নীথা স্তুতিঃ॥ বহুবিধস্তুতিকঃ 'কবীনাং' ক্রান্ত-প্রজ্ঞানাং মধ্যে 'পদবীঃ' স্বগতানাং পদানাং সাধুত্বেন সংযোজয়িতা যঃ সোমো বিদ্যতে স 'মহিষঃ' মহান্ পূজ্যো বা সোমঃ তৃতীয়ং ধাম' দ্যুলোকং 'সিষাসন' সম্ভক্তুমিচ্ছন 'স্তুপ' স্তূয়মানঃ সন্ 'বিরাজং' বিশেষেণ রাজন্তং দীপ্যমানমিন্দ্রং 'অনুরাজতি' প্রকাশয়তি॥ ২॥

দ্বিতীয় (১১৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর মধ্যে 'কবীনাং পদবীঃ' পদদ্বয় বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য। 'কবীনাং পদবীঃ' পদদ্বয়ের ভাষ্যসম্মত ব্যাখ্যা 'ক্রান্তপ্রজ্ঞানাং মধ্যে স্বগতানাং পাদানাং সাধুত্বেন সংযোজয়িতা' অর্থাৎ যিনি মানবকে ভ্রান্তপথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সত্যপথে স্থাপিত ও প্রবর্ত্তিত করেন, তিনিই 'পদবীঃ' পদের লক্ষ্যস্থল। মানবের হৃদয়ের মধ্যে ভগবৎশক্তি বর্ত্তমান আছে। যখন সেই শক্তি জাগরিত হয়, তখন মানব আপনার ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ করে। কারণ আপনার নবজাগরিত শক্তি প্রভাবে মঙ্গল অমঙ্গল নির্ণয় করিতে পারে এবং তদনুসারে সে তখন আপনার জীবনকে পরিচালিত করিতে সমর্থ হয়। শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবান মানবের হৃদয়ে সুপ্রবৃত্তি সৎজ্ঞানরূপে বিরাজিত আছেন। বিবেকরূপে তিনি মানবকে সর্ব্বদাই মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। মানুষ সাংসারিক লোভ-মোহের মধ্যে থাকিয়া এবং মায়া-মোহের প্রলোভনে ভুলিয়া অনেক সময় ভ্রান্তপথ অবলম্বন করে। নিজের অপকর্ম্মের ফলে অজ্ঞানতার বশে আপনার দৃষ্টিশক্তিকে ক্ষীণ করিয়া তুলে। মানুষের মধ্যে যে জ্ঞান শিখা আছে, তাহা অজ্ঞানতারূপ তমদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। সৎকর্ম্ম সৎকর্ম্ম-প্রভাবে সেই তম অপসারিত হয়। যখন জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতাকুজ্ঝটিকা দূরীভূত হয়, তখন সে সত্য পথ দেখিতে পায়। মানুষকে ঘেরিয়া আছে—অজ্ঞানতার ঘনকৃষ্ণ যবনিকা।

সেই কাল পর্দ্দা মানুষের দৃষ্টিরোধ করিয়া রাখে, তাই তাহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ ও ভ্রমসঙ্কুল হয়। দৃষ্টির উপর কাল পর্দ্দা প্রসারিত থাকায় পথের সন্ধান পায় না। আবার ক্ষণিক সৌভাগ্যবশে সেই পথের আভাষ তাহার নেত্রে প্রতিফলিত হইলেও সেই পথে যে বাধাবিঘ্ন আছে, তাহার সন্ধান জানিতে পারে না। অন্ধকারে সেই পথে চলিতে গিয়া পা পিছলাইয়া যায় পাপের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ হয়। পথ জানিলেও সে পথে চলিবার শক্তি থাকে না। সাধকগণও এই বিপদের হাত এড়াইতে পারেন না। অন্ধকারে তাঁহাদেরও পদস্খলন হয়। কিন্তু পদস্খলন হইলেই নিরাশ হইবার কারণ নাই। ভগবান মানুষের মঙ্গলের জন্য তাহারও উপায় বিধান করিয়াছেন, তাহার হৃদয়ে সদ্ভাবরূপ পরম বস্তু দিয়াছেন। যখন মানুষ অন্ধকারে-মোহমায়ার চোরাগর্ত্তে পড়িয়া যায়, তখন হৃদয়ের সেই ঐশীশক্তি, সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ যদি প্রজ্জ্বলিত করিতে পারে, তবে অনায়াসেই সেই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। শুধু তাহা নয়, মানুষ যদি ভ্রান্ত পথে চলে, তবে তাহার হৃদয়স্থিত সদ্ভাব তাহাকে প্রকৃত পথ বলিয়া দেয়, ভ্রান্তপথ হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করে। এই যে হৃদয়ের সতর্ক বাণী, ইহাকেই সাধারণতঃ 'বিবেক-বাণী' বলা হয়। কোন কোন সৌভাগ্যবান সাধকের হৃদয়ে এই বিবেকশক্তি এত প্রবল যে, তাহারা কোনও অসৎকর্ম্ম করিতে পারে না। কোনও অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই সেই ভাগবতী শক্তি তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেয়। তাঁহারাও সেই অনুশাসন শুনিয়া প্রকৃত পথে জীবনকে পরিচালিত করেন। একজন ভগবৎকৃপা প্রাপ্ত বালকের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ আছে। এই ঘটনা হইতে বিবেকবাণীর শক্তি প্রত্যক্ষ হইবে। উক্ত বালক একদিন অন্যান্য বালকের সহিত খেলা করিতেছিল। এমন সময় বালকগণ কতকগুলি ভেক দেখিতে পায়। তাহারা আমোদ করিবার জন্য ঐ নিরীহ জীবগুলির উপর ঢিল ছুড়িতে থাকে। ঢিলের আঘাত পাইয়া ভেকগুলি এদিক ওদিক লাফাইতে আরম্ভ করে। তাহা দেখিয়া বালকগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আরও বেশী আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য লাঠি দ্বারা ভেকগুলিকে আক্রমণ করে। পূর্ব্বকথিত বালকটীও তাহার ক্রীড়াসঙ্গীদের দেখাদেখি ঢিল ছুড়িতে প্রবৃত্ত হয়। এমন সময় সে স্পষ্ট যেন শুনিতে পাইল, কে যেন তাহার নিজের অন্তর হইতে বলিতেছেন—"ঢিল ছুড়িও না, ওটা অন্যায়।" অমনি তাহার হাত হইতে ঢিল পড়িয়া গেল। সে তাহার সঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল এবং তাহার মাতার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। সেই ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার পুত্রের হৃদয়ে ভাগবতী শক্তি বিবেকজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল। তিনি আনন্দভরে বালককে চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"বাবা, উহা ভগবানের বাণী। তিনি আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য বিবেকরূপে আমাদের হৃদয়ে বাস করেন এবং কোনও অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেই তিনি সাবধান করিয়া দেন। তাঁহার এই সতর্কবাণী অনুসারে জীবনকে পরিচালিত করিও—জীবনে কখনও দুঃখ পাইবে না। জীবনধারণ সার্থক হইবে।" মাতার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। সেই বালক বিবেকবাণী অনুসারে চলিয়া পবিত্র ও মহৎ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

দার্শনিকগণ এখানে বিবেক সম্বন্ধীয় নানাবিধ মতবাদ ও তদুদ্ঘটিত নানা সমস্যার উল্লেখ করিতে পারেন। দার্শনিকদের মধ্যে বহুবিধ মতের প্রচলন আছে এবং ধর্ম্মবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত কোনও মতবাদই আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ নহে। আমরা বর্ত্তমানে সেই সকল তর্ক-জালের মধ্যে প্রবেশ করিব না; মোটামোটী ভাবে মানবের অন্তর্নিহিত এই ভাগবতীশক্তি সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলিব মাত্র। দার্শনিকদিগের মধ্যে একশ্রেণীর পণ্ডিত 'বিবেক' বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা জড়বাদী। তাঁহাদের মতের সমালোচনার প্রয়োজন নাই এবং বর্ত্তমান স্থলে আবশ্যকও বোধ করি না। অন্য একশ্রেণীর পণ্ডিতের মত এই যে,—'বিবেক' একটা 'সংস্কার মাত্র'। মনুষ্য-সমাজের মধ্যে থাকিয়া, মানব-সমাজের রীতিনীতি আলোচনা করিয়া ব্যবহারিক ভাবে মানুষের মনে ভাল মন্দ সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিয়া যায়। কোনও কাজ করিতে গিয়া যদি সেই প্রচলিত ধারণায় আঘাত পড়ে, তবেই মানুষ অভ্যাস বশে চঞ্চল হইয়া পড়ে এবং সেই আঘাত জনিত যে মনোভাবের সৃষ্টি হয় তাহাকেই 'বিবেক' নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং উহা কোনও দৈবীশক্তি নহে;—উহা মানুষের অভিজ্ঞতা-লব্ধ ফল মাত্র।

এই শ্রেণীর পণ্ডিতদের তর্কের মধ্যে যে সত্য নিহিত নাই, তাহা নয়; কিন্তু তাহা পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, মানুষ আদিতেই ভাল মন্দ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিল কিরূপে? ভেককে ঢিল মারিলে সেও দুঃখ পায়, এবং ইতর প্রাণীকেও দুঃখ দেওয়া অন্যায় এই মনোভাব কোথা হইতে প্রথমে বালকের মনে আসিল? দার্শনিকগণ ধর্ম্মবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে সমর্থ নহেন। বেদ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। বেদ বলিতেছেন,—ভগবানই মানুষকে সতর্ক করিয়া দেন; তিনি বিবেকরূপে মানবের হৃদয়ে বাস করেন।

শুধু তাই নয়। তিনি যে মানুষকে কেবল সতর্ক করিয়া দেন, তাহা নহে; মানুষ পথভ্রান্ত হইলে তাহাকে তিনি সুপথে আনয়ন করেন। তিনি 'সদবৃধঃ'; কেননা, কেহ যদি বিবেকবাণী অগ্রাহ্য করিয়া পাপ-পথে পদার্পণ করে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। ভ্রান্ত বিপথগামী তাঁহার সন্তানকে তিনি পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, সৎপথ প্রদর্শনে তাহাকে পাপের কবল হইতে উদ্ধার করেন। কেবল মাত্র সতর্ক করিয়া দেওয়াতেই তাঁহার মহিমা নয়, তিনি পাপীকেও আপনার ক্রোড়ে স্থান দান করেন। পাপের মলিন পথ হইতে তিনি মানুষকে সাদরে গ্রহণ করেন। এখানেই তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকটিত।

পূর্ব্বোক্ত সৌভাগ্যশালী বালকের ন্যায় হয়তো সকলের বিবেকজ্ঞান এত স্পষ্ট নয়, অথবা সেই বিবেকবাণী শুনিবার মত শক্তিও হয়তো সকলের নাই। কাজেই ভগবানের সেই সতর্ক-বাণী না শুনিয়া হয়তো অনেকে অধঃপতিত হয়। আবার অনেকে সেই বাণী শুনিতে পাইয়াও অজ্ঞানতা-বশে তাহা অবহেলা করে; সুতরাং বিপথগামী হইয়া, পদস্খলন হয়। তাহাদের উপায় কি? তাহারা কি চিরদিন পতিত থাকিবে? তাহাদের উদ্ধারের কি কোনও উপায় নাই? নিশ্চয়ই আছে। পরম কারুণিক ভগবান্ নিশ্চয়ই তাঁহার

দুর্ব্বল সন্তানের মঙ্গলের জন্য উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি তাহার হৃদয়ে জ্ঞান-বীজ প্রদান করিয়াছেন। যখন সেই জ্ঞান-শিখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, তখন অজ্ঞানতার কুহেলিকা দূরীভূত হইবে, মানুষ সত্যপথ দেখিতে পাইবে।

কিন্তু সত্যপথ দেখিতে পাইলেই কি সেই পথে চলা সম্ভবপর হয়? মানুষ—দুর্ব্বল; মানুষ পথের সন্ধান পাইলেই তো তাহা অবলম্বন করিতে পারে না! আবার সে যদি পথভ্রান্ত হয়, বা মোহমায়ার ফাঁদে পতিত হয়; তবে সেই মোহজাল ছিন্ন করিয়া সত্যপথ অবলম্বন করা তো সহজ নয়! দুর্ব্বল মানুষের সে শক্তি কৈ? ভগবানই মানুষের মনে সেই শক্তি দিয়াছেন। সেই শক্তি শুদ্ধসত্ত্ব। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে "পদবী" অর্থাৎ ভ্রান্ত পদস্খলিত মানুষকে বিপথ হইতে ত্রাণকারী বলা হইয়াছে। যখন জ্ঞানবলে মানুষ আপনার ভুল বুঝিতে পারে এবং সত্যপথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, তখন শুদ্ধসত্ত্বের অপরিসীম শক্তিবলেই সে আপনার ভ্রমসংশোধন করিতে পারে, মায়ামোহের বেড়াজাল সবলে ছিন্ন করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। যেমন বিপদ আছে, তেমনি বিপদ হইতে উদ্ধার-লাভের উপায় বিধানও করা হইয়াছে। তাই মন্ত্রের মধ্যে 'পদবীঃ' পদ মানুষের মনে এক আশার সঞ্চার করে;—দুর্ব্বল পতিত মানুষকে নূতন সঞ্জীবনী শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। মন্ত্র যেন বলিতেছেন, ভয় নাই মানব! তুমি যতই কেন দুর্ব্বল হও না, তোমারও বল আছে! ভগবান্ যে দুর্ব্বলের বল! তিনি তোমারও উদ্ধারের জন্য উপায় বিধান করিয়াছেন। ভীত হইও না মানব! তাঁহার প্রদত্ত শক্তির অনুধ্যান কর, তাহার সদ্ব্যবহার কর—তুমিও শক্তি-লাভে সমর্থ হইবে। পতিত মানব! তোমারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। তিনি যে পতিতপাবন! ভ্রান্তিবশে যদি তুমি বিপথে গিয়াই থাক, যদিই বা তোমার পদস্খলন ঘটিয়া থাকে—তাঁহাকে ডাক, তাঁহার শরণাপন্ন হও; তিনিই তোমাকে উদ্ধার করিবেন। তিনিই তোমার ভিতরে যে শক্তি-বীজ দিয়াছেন, তাহার অনুশীলন কর, তাহাতেই তুমি উদ্ধার লাভ করিতে পারিবে। তোমার অন্তরে যে শুদ্ধসত্ত্ব আছে, তাহাই তোমাকে অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিবে—সেই শুদ্ধসত্ত্বই 'পদবীঃ'।

কিন্তু সত্ত্বভাবের দ্বারা কিরূপে তাহা সম্ভবপর হয়? সত্ত্বভাব কিরূপে মানুষকে অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিতে পারে? তাহার উত্তর-স্বরূপ যেন বলা হইতেছে, 'ঋষিমনা' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব সমস্তই দর্শন করেন, সমস্ত জানিতে পারেন। সুতরাং মানুষ কেন এবং কিরূপে অধঃপতনের পথে পদার্পণ করে, এবং কিরূপেই বা সে আবার উন্নীত হইতে পারে, তাহা সমস্তই তিনি জানেন। রোগ নির্ণীত হইলে এবং তাহার উপযুক্ত ঔষধ পাওয়া গেলে তাহা প্রয়োগ করা কষ্টকর নয়। অধঃপতনের কারণ নির্ণীত হইলে, সেই কারণ দূরীভূত করা যায়; সুতরাং অধঃপতন নিবারিত হয়। তাহার অধঃপতন হইতে উদ্ধারের উপায় জানা থাকিলে পতিত জনকে আবার সন্মার্গে আনয়ন করা যায়, তাহার পাপকালিমা দূরীভূত করা যায়। তাই 'ঋষিমনা' পদের সার্থকতা।

অপিচ, সত্ত্বভাব কেবল 'ঋষিমনা'—সর্ব্বজ্ঞ নহে, তাহা 'ঋষিকৃৎ'—সকলের জ্ঞানপ্রদাতাও বটে। অজ্ঞান মানবের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করিয়া তাহাকে সন্মার্গ প্রদর্শন করে; সেই

জ্ঞান-বলেই মানুষ আপনার জীবনের চরম লক্ষ্য নির্ণীত করিতে সমর্থ হয়;—পরিষ্কারভাবে মানবজীবনের প্রকৃত কাম্যবস্তু দেখিতে পায়। যখন মানুষের হৃদয়ে পরাজ্ঞান উপজাত হয়, যখন মানুষের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়, তখন সে স্পষ্টভাবে ভাল ও মন্দের পার্থক্য অনুভব করিতে পারে; মানব-জীবনের উপর এই পাপ ও পুণ্যের প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাপ ও পুণ্য অথবা 'সু' ও 'কু'—ইহাদের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ সত্যপথ অবলম্বন করিতেই আগ্রহান্বিত হয়। পতন ঘটিলেও তখন পুনরুত্থান তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া যায়। সুতরাং এই জ্ঞান-প্রদানের দ্বারা সত্ত্বভাব আপনার 'পদবীঃ' বিশেষণের সার্থকতা সাধন করিতে পারে।

সত্ত্বভাব সম্বন্ধে আরও একটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে 'স্বর্ষা' অর্থাৎ সকলের মঙ্গলদায়ক। সত্ত্বভাবের বলে যে কেবল পতিত মানবই সৎপথে পুনরাগমন করিতে পারে তাহা নহে; এই ঐশীশক্তিবলে মানুষ স্বভাবতঃই সন্মার্গগামী হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষমাত্রেরই পরম মঙ্গল সাধন করে। বিশ্বব্যাপী বর্ত্তমান এই শক্তি মানুষকে অনবরত মোক্ষমার্গের পথিক করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। বিবেক যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে থাকিয়া মানুষকে সাবধান করিয়া দেয়, সত্ত্বভাব সেইরূপ বিশ্ব-যন্ত্রের মূলে থাকিয়া সমগ্র বিশ্বকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। সুতরাং বিশ্ববাসী সকলেই সেই মহাশক্তির দ্বারা উপকৃত হইতেছে। জগতে যদি সত্ত্বভাবের ক্রিয়া না থাকিত, তাহা হইলে বিশ্ব অচিরে ধ্বংসের পথে চলিত। বিশ্বশক্তির মূলে নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব মানবকে পরম কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতেছে।

এমন যে পরম মঙ্গলদায়ক সামগ্রী, তাহাকে পাইবার জন্য মানুষ স্বতঃই প্রার্থনা করিবে। 'সংস্রনীথ' পদে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে যাহা সৎ পবিত্র, যাহা মঙ্গলদায়ক, তাহা মানুষ স্বভাবতঃই পাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে। মানুষের মনে যে কল্যাণের বীজ নিহিত আছে, তাহাই মানুষকে কল্যাণের সন্ধানে প্রেরণ করে। তাই পরম মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাবকে পাইবার জন্য মানুষ লালায়িত হয়। 'সহস্রনীথ' পদে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। সেই সহস্রনীথ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া তাহাদের হৃদয়ে গমন করেন, এবং তাহার সঙ্গে লয়েন—পরাজ্ঞান। 'বিরাজং অনুরাজতি' পদদ্বয়ে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'তৃতীয়ং ধাম' পদদ্বয়ের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—স্বর্লোক'। আমরাও তাহাই সঙ্গত মনে করি। সপ্তলোকের মধ্যে তৃতীয় স্থানে আছে স্বর্লোক। সুতরাং 'তৃতীয়ং ধাম' পদদ্বয়ে স্বর্গকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'মহিষঃ' পদে ভাষ্যকার বর্ত্তমান স্থলে অর্থ করিয়াছেন—"মহান্ পূজ্যঃ"। কিন্তু অন্যত্র প্রায় সকল স্থলেই 'মহিষ' নামক পশুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমরা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান মর্ম্মানুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ভাষ্যকারও আমাদের সহিত একমত হইয়াছেন।

মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাহা হইতে প্রচলিত অর্থ সম্বন্ধে একটা আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"সোমের মন ঋষি অর্থাৎ সকলি দেখিতে পায়; সোম সকলি দেখেন, সহস্র প্রকার তাঁহার স্তব; কবিদিগের পদস্থাপক

হইলেই তিনি বলিয়া দেন। তিনি প্রকাণ্ড; তিনি তৃতীয় লোক অর্থাৎ স্বর্গধামে যাইতে উদ্যত হইয়া বিরাট্ অর্থাৎ অতি দীপ্তিশালী ইন্দ্রের সঙ্গে দীপ্তি পাইতেছেন; তাঁহাকে সকলে স্তব করিতেছে। (৯অ—১খ—১সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)*।

৩ ২ ৩ ১   ২ ৩ ২   ৩ ১ ২
চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা
৩ ২ ৩ ১র   ২র ৩   ১ ২
গোবিন্দুর্দ্রপ্স আয়ুধানি বিভ্রৎ।
৩ ২ ৩ ১   ২র   ৩ ২   ৩ ২ ৩
অপামূর্ম্মিং সচমানঃ সমুদ্রং তুরীয়ং
১ ২   ৩ ১   ২
ধাম মহিষো বিবক্তি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চমূষৎ' (চমসে স্থিতঃ, হৃদি স্থিতঃ ইত্যর্থঃ) 'শ্যেনঃ শকুনঃ' (ঊর্দ্ধগমনশীলপক্ষীবৎ, ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) 'বিভৃত্বা' (পাত্রেষু, হৃদয়েষু বিচরণশীলঃ) 'গোবিন্দুঃ' (গবাং লম্ভকঃ, জ্ঞানদায়কঃ) 'দ্রপ্সঃ' (উদকসংমিশ্রঃ, অমৃতময়ঃ) 'আয়ুধানি বিভ্রৎ' (রক্ষাস্ত্রাণি ধারয়ন, রক্ষাস্ত্রযুক্তঃ) 'অপাং ঊর্ম্মিং' (অমৃতপ্রবাহং) 'সচমানঃ' (সেবমানঃ, প্রদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'মহিষঃ' (মহান্ পূজ্য—সঃ দেবঃ ইতি যাবৎ) 'তুরীয়ং ধাম' (পরমানন্দদায়কং স্থানং) 'সমুদ্রং' (অমৃতসমুদ্রং ইতি ভাবঃ) 'বিবক্তি' (সেবতে—সাধকান্ প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অমৃতস্বরূপঃ ভগবান্ কৃপয় সাধকেভ্যঃ অমৃতং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (৯অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হৃদিস্থিত ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক হৃদয়ে বিচরণশীল জ্ঞানদায়ক অমৃতময় রক্ষাস্ত্রযুক্ত অমৃতপ্রবাহ-প্রদায়ক মহান্ পূজ্য সেই দেবতা পরমানন্দ দায়ক স্থান অমৃতসমুদ্র সাধকদিগকে প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটী নিত্য

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষণ্ণবতিতম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

সত্যমূলক। ভাব এই যে,—অমৃতস্বরূপ ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধকদিগকে অমৃত প্রদান করেন।)। (৯অ—১খ—১সূ—৩সা।)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'চমূষৎ' চমন্তি ভক্ষয়ন্ত্যত্রেতি চমশ্চমসাস্তেষু সীদন্, যদ্বা, চম্বৌ অধিষবণফলকে তয়োর্বর্ত্তমানঃ 'শ্যেনঃ' শংসনীয়ঃ 'শকুনঃ' শক্তেঃ সামর্থ্যকারী 'বিভৃত্বা'। হরতেরাতোমনিন্নত্যাদিনা (৩।২।৭৪) কনিপ্। পাত্রেষু বিহরণশীলঃ 'গোবিন্দুঃ' যজমানানাং গবাং লম্ভকঃ। বিন্দুরিচ্ছুরিতি উ-প্রত্যয়ান্তত্বেন নিপাতিতঃ। 'দ্রপ্সঃ' ধারয়ন্ 'অপাং' উদকানাং 'ঊর্ম্মিং' প্রেরকং 'সমুদ্রং'। অন্তরিক্ষনামৈতৎ (নিঘ০ ১।৩)। অন্তরিক্ষং 'সচমানঃ' সেবমানঃ 'মহিষঃ' মহান্ য এবংবিধঃ সোমঃ স 'তুরীয়ং' চতুর্থং ধাম চান্দ্রমসং স্থানং 'বিবক্তি' সেবতে সূর্য্যালোকস্যোপরি চন্দ্রমলোকো বিদ্যত ইতি যমঃ পৃথিব্যা অধিপতিঃ সমাবৃত্ত্যাদাত্মশ্চন্দ্রমানক্ষত্রাণামধিপতিঃ সত্ত্বমধ্বৈবেচিত্যাস্তেস্মৈস্ত্রৈক্ষ্যতে। (৯অ—১খ—১সূ—৩সা।)।

* * *

তৃতীয় (১১৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী ভগবানের অথবা তদীয় শক্তি শুদ্ধসত্ত্বের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বলিয়া মনে করি। যে দিক দিয়াই বিবেচনা করা যাউক না কেন, মন্ত্রের মধ্যে যে উচ্চ ভাবরাশি নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

মন্ত্রের প্রথম পদ 'চমূষৎ' অর্থাৎ হৃদিস্থিত, হৃদয়ে বর্ত্তমান। ভগবানকে হৃদয়ে বর্ত্তমান বলায় সাধকের হৃদয়ে যেমন আশার সঞ্চার হয়, তেমনি বিশ্বসম্বন্ধীয় একটী গভীর দার্শনিক প্রশ্নেরও সমাধান হইয়া যায়। মানুষের মনে আশার সঞ্চার হয় এই ভাবিয়া যে,—ভগবান্ তাহা হইলে আমা হইতে দূরে নহেন, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই, তিনি আমার মধ্যেই বর্ত্তমান আছেন। আমি যে তাঁহার সন্ধানে সর্ব্বত্র ঘুরিতেছি! তিনি কোথায়, তাহার ঠিকানা তো পাইতেছি না! অনন্তকাল ধরিয়া মানবের মন সেই অনন্ত পুরুষের সন্ধান করিতেছে; কিন্তু তাঁহার কৃপা না হইলে সমগ্র বিশ্ব খুঁজিয়াও তাঁহাকে পাইতেছে না। মানুষ অজ্ঞানতার বশে মনে করে—তিনি বুঝি কোনও সুদূর দেশে মহামহিমময় লোকে বিরাজিত আছেন। সেখানে দেব ঋষিগণ তাঁহার বন্দনা-গীত গাহে, সমীরণ তাহার পুষ্পগন্ধ দিকে দিকে বিতরণ করে। তথায় পশুপক্ষী পর্য্যন্ত দেবভাবে বিভোর—তাঁহার চরণামৃত পানে মাতোয়ারা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে এ প্রশ্নও জাগে—কোথায় সেই দেশ? কোন সুদূরের নীলাম্বর ভেদ করিয়া তথায় যাইতে হয়? তথায় যাইবার উপায় কি? আর সেখানে গেলে কি তাঁহার দেখা পাওয়া যাইবে? কে আমাকে তথায় লইয়া যাইবে,—কে আমাকে তাঁহার সন্ধান দিবে?

মানুষের মনের এই চিরন্তন প্রশ্ন অনন্তকাল ধরিয়া বর্ত্তমান আছে। মানুষ যে তথা হইতে আসিয়াছে—আবার তাহাকে যে সেইখানেই ফিরিয়া যাইতে হইবে, তাহা সে পরিষ্কার-ভাবে জানে না—বুঝে না সত্য; কিন্তু তাহার সহজাত সংস্কার,—অমৃতের প্রেরণা তাহার মনকে উতলা করিয়া তুলে। সে যে অনন্ত পথের যাত্রী, অনন্তের পথে যে তাহাকে যাত্রা করিতেই হইবে! আজ হউক, কাল হউক, মানুষকে যে তাহার আদি বাসস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে—এ প্রবাসের বাসা যে ভাঙ্গিতে হইবে, এ ধারণা তো তাহার মনে চির বর্ত্তমান থাকে। এই সংস্কার যদি প্রবল না হয়, তাহা হইলে মানুষ তাহাকে প্রবলতর পার্থিব বিষয়ের দ্বারা প্রতিহত করিতে পারে বটে; কিন্তু চিরদিনই সে তাহাকে দাবাইয়া রাখিতে পারে না। কোন-না-কোনও সময়ে তাহার মনে এই প্রশ্ন উঠিবেই। যাঁহারা সৌভাগ্যশালী, তাঁহারা এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করেন, সেই পরম আবাসস্থলে ফিরিয়া যাইবার জন্য আপনার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেন।

কোথায় তিনি, কোথায় সেই পরমাশ্রয়—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া মানবের মন তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছে। কেহ তাঁহাকে সপ্তস্বর্গের উপরে বসাইল, কেহ বা তাঁহার জন্য আপনার মনোমত নূতন রাজ্যের সৃষ্টি করিল। আর উর্ণনাভের মত আপনার বুনাজালে আপনি জড়িত হইয়া ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার সন্ধানে কেহ বা লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে জঙ্গলে আশ্রয় লইল, আর কেহ বা তাঁহাকে বিশ্বময় খুঁজিতে লাগিল। মানুষ তাঁহাকে খুঁজিবেই, না খুঁজিয়া থাকিতে পারিবে না। তাই সে প্রশ্ন করে—কোথায় তিনি?

সেদ বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রথম পদের দ্বারা তাহার উত্তর দিতেছেন—'চমূষৎ'। তিনি সপ্তস্বর্গের পরপারে নহেন, পর্ব্বতে অরণ্যানীতে খুঁজিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, অতলস্পর্শ গভীর মহাসমুদ্রেও তাঁহাকে পাইবে না—যদি না তুমি তাঁহাকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পার। তিনি তোমার হৃদয়েই আছেন। তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য অন্য কোথাও যাইতে হইবে না! তোমার নিজের হৃদয় অনুসন্ধান কর, সেখানেই তাঁহাকে পাইবে। ভয় নাই মানব, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোথায়ও যান নাই! 'চমূষৎ' পদে মানবের নিকট এই আশার বাণীই বহন করিয়া আনে।

'চমূষৎ' পদ আরও একটী দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসা করিতেছে। সেই দার্শনিক প্রশ্নের উদ্দেশ্য বিশ্ব-সৃষ্টির স্বরূপ। ভগবান্ জগতে বর্ত্তমান? না—জগতের বাহিরে অবস্থিত—এই প্রশ্ন সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে—দার্শনিকদিগের মধ্যে—তর্কবিতর্ক বাদ্বিতণ্ডার অন্ত নাই। কাহারও মতে তিনি জগতের বাহিরে অবস্থিত। স্বয়ং অবস্থিত আদিকারণ হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি আপনার মহিমায় বিরাজিত আছেন। তাঁহার সৃষ্ট জগৎ অপূর্ব্ব ঐশী শিল্পকৌশল-বলে ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় অনন্তকাল যাবৎ চলিতেছে; প্রাকৃতিক নিয়মবশে মানুষ সুখ দুঃখ ভোগ করে। ভগবান্ নির্লিপ্ত অবস্থায় আছেন অর্থাৎ জগতের সহিত ভগবানের কোনও সংশ্রব নাই; উহা অন্ধ প্রকৃতির হাতে সঁপিয়া দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই মতবাদ অনুসারে জগতে ভগবানের জন্য কোন স্থান নাই, তাহার কোনও আবশ্যকতাও নাই। এই মতবাদ মানুষকে একেবারে আশ্রয়হীন করিয়া দেয়। প্রকৃত

পক্ষে এই মতবাদ নিরীশ্বরবাদে গিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সত্য বলিতে কি, এই মত যুক্তির যুক্তিসহ নহে। কারণ, এই মতানুসারেও ঈশ্বরকে অনন্ত বলা হয়। যদি আদিকারণ বলিয়া একটা পৃথক্ সত্তা থাকে, তাহা হইলে ভগবান্ অনন্ত হইবেন কিরূপে? সেই দ্বিতীয় সত্তা তাঁহার অনন্তত্ব নষ্ট করিবে,—তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিবে। কাজেই ঈশ্বর সসীমে বদ্ধ হইয়া পড়েন। সুতরাং এই মতবাদ অযৌক্তিক।

এই নাস্তিকতাতুল্য মতবাদের প্রতিবাদ করিবার জন্যই, যাহাতে মানুষ এই সকল মতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভ্রান্ত পথে না যায়, সেই জন্যই যেন বেদ তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন — 'চমূষৎ' তিনি মানবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। শুধু তাই নয়, কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি-বিশেষের হৃদয়েই তিনি থাকেন না; তিনি 'বিভূঃ' সর্ব্বহৃদয়ে বিচরণশীল, তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত। বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া ভগবান তাহা হইতে সরিয়া দাঁড়ান নাই, বিশ্বসৃষ্টি করিয়া মানুষকে তিনি পাপতাপ মোহঅজ্ঞানতার কবলে নিঃসহায়ভাবে ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি মানবের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তিনি তাহাকে প্রত্যেক বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করেন।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বসৃষ্টি বলা যায় না। আমাদের ভাষার দারিদ্রতার জন্য এমন সকল শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, যদ্দ্বারা অর্থের সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মে না। বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে সৃষ্ট হয় নাই। সৃষ্টি নয়—বিকাশ। এই বিশ্ব সেই পরমপুরুষের বিকাশের একটা দিক মাত্র। বিশ্ব তাঁহাতেই ছিল, এবং আছে। তিনিও এই বিশ্বের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন—বিশ্ব তাঁহারই অংশ। সুতরাং বিশ্বের এই নরনারী জীবজন্তু প্রভৃতি সমস্তের মধ্যেই তাঁহার আবির্ভাব আছে। বিশ্বের অংশীভূত মানবের হৃদয়েও তিনি বর্ত্তমান আছেন। বেদবাক্য ইহাই প্রমাণিত করিতেছেন যে, অসীম অনন্ত ভগবান বিশ্বের মানবের মঙ্গলের জন্য তাহার হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন। তিনি মানবের মনে তাঁহার সম্বন্ধীয় অনুসন্ধিৎসা দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য আকাশ পাতাল অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাকে পাইবার জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া পাহাড় পর্ব্বতে আশ্রয় লইতে হইবে না। তোমার মধ্যেই তিনি আছেন। জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে তিনি বর্ত্তমান। তাঁহা ছাড়া বিশ্বের কোথায়ও কিছু নাই। ভ্রান্ত মানব! তাঁহাকে পাইবার জন্য কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছ? তাঁহার মন্দির যে তোমার হৃদয়! এই সংসার আত্মীয়-স্বজন সমস্তই যে তাঁহার দান! তাঁহার দানের অবমাননা করিয়া কি তাঁহাকে পাইতে চাও? তাঁহার দান গ্রহণ কর, তাঁহার দান বলিয়াই সংসার, আত্মীয়স্বজনের আদর; নতুবা এ সকলের কাণাকড়িরও মূল্য নাই! এই কথা মনে রাখিয়া তাঁহার দান উপভোগ কর। তাঁহার চরণে সমস্ত সমর্পণ করিয়া তদ্গত-চিত্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা কর। দূরে যাইতে হইবে না, তোমার হৃদয়েই তাঁহার দেখা পাইবে। তুমি যাহা কর, যাহা ভাব, হৃদয়ে থাকিয়া তিনি তাহা সমস্তই অবগত আছেন। তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর, তিনিই তোমাকে হাত ধরিয়া গন্তব্য পথে পৌঁছাইয়া দিবেন।

ভগবান্ মানবের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন, তিনি প্রত্যেক হৃদয়ে বিহার করেন এই সত্যের মধ্যে উপরোক্ত দুইটী তথ্যের সমাধান হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

তিনি মানবকে তুরীয়ানন্দ প্রদান করেন—'তুরীয়ং ধাম বিবক্তি'। মানুষ সাধারণতঃ তিন অবস্থায় থাকে—জাগ্রতাবস্থা, স্বপ্নাবস্থা এবং সুষুপ্তির অবস্থা। কিন্তু যাঁহারা সাধক, যাঁহারা সাধনবলে উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহারা চতুর্থ অবস্থা লাভ করিতে পারেন। তাহাকে শাস্ত্রে তুরীয় অবস্থা বলা হইয়াছে। সেই অবস্থায় মানুষ তাহার জড়-জগতের পারিপার্শ্বিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দে বিভোর থাকেন। তখন জাগতিক সুখ-দুঃখ, ঘৃণা দ্বেষ, ভালবাসা, আশা-নিরাশা প্রভৃতি কিছুই থাকে না, মানবের মন সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিমলানন্দ লাভ করে। তখন সাময়িকভাবে তাহার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। সেই অবস্থা সকলে সমানভাবে উপভোগ করিতে পারে না। সম্পূর্ণরূপে তাহার চারিদিকের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে, তাহা মানবজীবনে স্থায়ী হয় না। কিন্তু ভগবান্ যখন কৃপা করিয়া তাঁহার প্রিয় সন্তানকে সেই অবস্থায় হাতে ধরিয়া লইয়া যান, তখন তাহা মানবকে চিরশান্তি প্রদান করে। তিনি তো বিন্দু নহেন,—তিনি অমৃতের সিন্ধু। তিনি মানুষকে সেই আনন্দসিন্ধুতে—অমৃত-সমুদ্রে লইয়া যান। মানুষ সেই অমৃতসমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া অমৃতত্ব লাভ করে। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

তিনি নিজে অমৃতময়, অমৃতপ্রাপক রক্ষাস্ত্র ধারণ করিয়া তিনি মানুষকে সর্ব্ববিধ বিপদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, পাপমোহ প্রভৃতি রিপুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের জীবনকে শান্ত মধুর রসে পূর্ণ করেন। 'দ্রপ্সঃ' এবং 'অপাং ঊর্ম্মিং সচমানঃ' পদসমূহে তাহাই ব্যক্ত করিতেছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের অনেকস্থলে অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সোম পানপাত্রে বসিতেছেন; তিনি একপাত্র হইতে পাত্রান্তরে বিচরণ করিতেছেন; তাঁহার সাহায্যে গোধনের লাভ হয়, তিনি দ্রবময়; তিনি যুদ্ধের অস্ত্র ধারণ করেন; তিনি জলে তরঙ্গে মিশিয়া যাইতেছেন, তিনি প্রকাণ্ড হইয়া তাঁহার চতুর্থস্থান কলসের মধ্যে যাইতেছেন।"

'তুরীয়ং ধাম' পদদ্বয়ে কি ভাব প্রকাশ করে, তাহা আমরা উপরেই বিবৃত করিয়াছি। ভাষ্যকার যদিও মন্ত্রটীর সোমপক্ষে অর্থ করিয়াছেন; তথাপি অনুবাদকারের সহিত তাহার মতানৈক্য ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার 'তুরীয়ং ধাম' পদদ্বয়ের অর্থ করিয়াছেন,—'চতুর্থং ধাম, চান্দ্রমসং স্থানং' অর্থাৎ চন্দ্রলোক নামক স্থানবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু চন্দ্রলোক যে কি, তাহার সন্ধান পাওয়া গেলেও সোমরস নামক দ্রব্যবিশেষের সঙ্গে চন্দ্রলোকের যে কি সম্বন্ধ, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ভাষ্য হইতে ইহা বুঝা যায় যে, সূর্য্যলোকের উপরে চন্দ্রলোক বর্ত্তমান আছে এবং চন্দ্রমা নক্ষত্রদিগের অধিপতি। সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। কিন্তু তাহা দ্বারা বর্ত্তমান মন্ত্রের কোনও অর্থ-সঙ্গতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। আর এই ব্যাখ্যা দ্বারা 'তুরীয়ং ধাম' সম্বন্ধে ভাষ্যকার কি বলিতে চাহেন, তাহাও স্পষ্ট হয় নাই।

'শ্যেনঃ' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধেও আমরা প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যে নানাবিধ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই। অনুবাদকার বলিতেছেন,—"শ্যেনঃ" পক্ষীবিশেষ; ভাষ্যকারও অন্যত্র এইরূপ অর্থই করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'শংসনীয়ঃ' অর্থাৎ

অর্থাৎ প্রশংসার যোগ্য। আবার 'শকুনঃ' পদের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে—"শক্তেঃ সামর্থ্যকারী"। এখানেও ভাষ্যকার তাঁহার চিরাচরিত অর্থের ব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন। উক্ত দুই পদে আমরা যে ভাবে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা যথাস্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে।

"চমূষৎ" পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার এবং অনুবাদকার সোমপক্ষে অর্থ করিতে যাইয়া উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন,- পানপাত্র, অর্থাৎ যে পাত্র দ্বারা মদ্যপান করা যায়। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বহুত্র দেখিয়াছি যে, উক্ত পদে হৃদয়কে লক্ষ্য করে; এখানেও তাহার অন্যথা হয় নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ না থাকিলেও তাহা অধ্যাহার করিয়া প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় প্রত্যেক পদের নানাবিধ অর্থ-ব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন। ভাষ্যকার 'সমুদ্রং' পদে অন্তরীক্ষকে লক্ষ্য করিয়াছেন যদিও তাহার স্বাভাবিক অর্থই সঙ্গত। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার উক্ত পদের অর্থ প্রদান করেন নাই।

'দ্রপ্সঃ' পদের ভাষ্যসঙ্গত অর্থ -'ধারয়ন্'। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন—'উদকসম্মিশ্রঃ" আমাদের মতে উহাই সঙ্গত অর্থ। আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা মর্ম্মানুসারিণীতে দ্রষ্টব্য॥ (৯ম-১থ-১সূ—৩সা)॥ *

—•—

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ২ ২ ১ ২ ১ ২৩৪৫ ৩ ১
১। ও ৩ হো ৩ হোয়ি। শিশুঞ্জ্ঞা। না ৩ ৮ হর্য্যা। তম্মৃজন্ত্যায়ি। শুম্ভন্তিবায়ি।

২ ১ ২৩৪৫ ২ ১র ২ ১ র ২৩৪৫
প্রাং ৩ মরু। তোগণেনা। কবিগীর্ভায়িঃ। কা ৩ ব্যিয়ে। নাকবিসৃণান্।

২র ১ ২ ১ ২ ২ ৪
সোমঃপবায়ি। ত্রা ৩ মতি। আ ৩ ৪ ৩ য়ি। তী ৩ রা ৫ য়িভা ৬ ৫ ৬ ন্॥

২ ১ ২ ১ ২৩৪৫ ২ ১ ২ ১ ২৩৪
ঋষিমনাঃ। যা ৩ ঋষি। কৃৎস্বর্ষাঃ। সহস্রনায়ি। থা ৩ঃ পদ। বীঃকবী

৫ ২র১ ২ ১ ২৩৪৫ ২র১র১ ২ ১
নাম। তৃতীয়ন্ধা। মা ৩ মহি। ষঃসিষাসান্। সোমোবিরা। জা ৩ মনু।

২ ২ ৪ ২র১ ২ ১ ২৩
রা ৩ ৪ ৩। জা ৩ তা ৫ য়িষ্টু ৬ ৫ ৬॥ ত্রিষুবচ্ছায়ি। না ৩ঃ শকু। নোবি-

৪৫ ২র ১ ২ ১র ২র৩৪৫ ২১র১র ২১র
ভৃত্বা। গোবিন্দুদ্রা। প্সা ৩ আয়ু। ধানিবিভ্রাৎ। অপামূর্ম্মায়িম্। সচমা।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষণ্ণবতিতম সূক্তের উনবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

২৩৪৫ ২ র ২ র১ ২ ২
মঃ সমুদ্রাম্। ও ৩ হো ৩ হোয়ি। তুরীয়ন্ধা। মা ৩ মহি। বো ৩ ৪ ৩,

২ ৪
বা ৩ য়িবা ৫ ক্ষো ৬ ৫ ৬ য়ি॥

* * *

৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ র
২। শাহ ৫ য়িশুম্। যজ্ঞা ৩ না ৩ ৮ হর্য্যতাম্। মা। জস্তিশুস্তিস্তিবিপ্রস্মরুত্তো

র র র র র র২ ১ ২ র ২ ১
গণেমকবি। গীর্ভিঃকাব্যেনাকবিঃসন্‌সোমঃ। পা। ঔ ৩ হোহায়ি। বিত্রা-

২n ৩র র ২ ১ — ১ ^ ৫
২ ৩ মতায়ি। এত্তো। হো ৩। হুম্মা ২। য়া হ ২ য়িত্তো ৩ ৫ হায়ি॥

৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ র র র র র
আহ ৫ যিং। মনা ৩ য়া ৩ ধাবক্ ৎ। পূ। বর্ষাঃ সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাং

র র র র৩ ১ ২ র২ ১র ২n ৩র র
স্তুতীয়ন্ধামমহিষঃসিষাসন্‌সোমঃ। বা। ঔ ৩ হোহায়ি। রাজা ২ ৩ মনু। রাজো

২ ১ -- ১ n ২ ৩ র ৪ ২
হো ৩। হুম্মা ২। ভাহ ২ বিষ্টো ৩ ৫ হায়ি॥ চা হ ৫ মূ। বচ্ছা ৩ য়িনা ৩ঃ

৪ ৫ ১ র র র র র র র ২১র
শকুনাঃ। বায়ি। ভূস্বাগোবি স্দুর্দ্রপ সঞ্জায়ুধানিবিভ্রদপামূর্ম্মি৮ সচমানঃ সমুদ্রস্তুরী।

২ ৩ ২ ১র ২^ ৩র র ২
য়া। ঔ ৩ হোহায়ি। ধামা ২ ৩ মহায়ি। যোবোহো ৩।

১ -- ১ ২
হুম্মা ২। বা হ ২ ক্ষো ৩ ৫ হায়ি॥

* * *

২ ^ ৩ ২ ৩র ৪র৫ ১ ২ ১ ২৩
৩। হায়ি। উহুবায়ি। শিশা ৩ ৪ ঔ হোবা। জজ্ঞা। না ৩ ৮ হর্য্য। তমৃ-

৪ ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n৩৪৫
জন্তায়ি। শুস্তা ৩ ৪ ঔহোবা। ত্তিবায়ি। প্রা ৩ মরু। ত্তোগণেনা।

৩ ২ ৩র৫র৫ ১র ২ ১র ২n৩৪৫ ৩র২
কবা ৩ ৪ ঔহোবা। গীর্ভায়িঃ। কা ৩ বিয়। নাকবিঃসান্। সোমা ৩ ৪

৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২ ২ ৪
ঔহোবা। পবায়ি। জ্রা ৩ মাস্ত। জা ৩ ৪ ৩ য়ি। তী ৩ য়া ৫ য়িতা ৬

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩
৫৬ম্। ঋষা৩৪ঔহোবা। মনাঃ। যা৩ঋষি। কৃৎসুবর্ষাঃ। স৽

৩ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩২ ৩র
হা৩৪ঔহোবা। স্রনাগ্নি। ধা৩ঃপদ। বীঃকবীনাম্। তৃতা৩৪ঔ

৪র৫ ১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ১
হোবা। যন্ধা। মা৩মহি। ষঃসিষাসান্। সোমা৩৪ঔহোবা। বিরা।

২ ১ ২ ২ ৪ ৩২ ৩র৪র৫
জা৩মন্ন। রা৩৪৩। জা৩ভা৫স্নিষ্টু৬৫৬প্। চমূ৩৪ঔহোবা।

১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ১
যচ্ছ্যাগ্নি। মা৩ঃশকু। নোবিভৃষা। সোমা৩৪ঔহোবা। মূর্দ্ধা।

২ ১র ২রn৩৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২১র
পন্না৩আয়ু। ধানিবিত্রাৎ। অপা৩৪ঔহোবা। উদ্মাগ্নিম্। লচমা।

২ ৩৪৫ ২ n ৩২ ৩র৪র৫ ১২
নঃসমুদ্রাৎ। হাগ্নি। উহ্বায়া। তুরা৩৪ঔহোবা। যন্ধা।

১ ২ ২ ৪
মা৩মহি। যো৩৪৩। বা৩য়িবা৫স্তা৬৫৬মি॥

* * *

৩২n ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২৩৪৫
৪। উহ্বাগ্নি। শিশা৩৪ঔহোবা। জজ্ঞা। না৩৬হর্ঘ্যা। জস্মুজভাগ্নি।

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n৩৪৫ ৩২ ৩র
শুভা৩৪ঔহোবা। ভিবাগ্নি। প্রা৩স্মরু। ভোগশেনা। কবা৩৪ঔ

৪র৫ ১র ২ ১র ২n৩৪৫ ৩র২ ৩র৪র৫
হোবা। গীর্ভাগ্নিঃ। কা৩বিষে। নাকবিঃসান। সোমা৩৪ঔহোবা।

১ ২ ১ ২n ২ ৪
পবাগ্নি। জা৩মতি। আ৩৪৩গ্নি। ভা৩রা৫ম্নিভা৬৫৬ম্॥

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩২ ৩র৪র৫
ঋষা৩৪ঔহোবা। মনাঃ। যা৩ঋষি। কৃৎসুবর্ষাঃ। সহা৩৪ঔহোবা।

১ ২ ১ ২ ৩৪৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১
স্রনাগ্নি। ধা৩ঃপদ। বীঃকবীনাম্। তৃতা৩৪ঔহোবা। যন্ধা।

১ ২ ৩৪৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১
মা৩মহি। ষঃসিষাসান্। সোমা৩৪ঔহোবা। বিরা। জা৩মন্ন।

২ⁿ ২ ৪ ৩২ ৩র৪র৫ ১
রা ৩ ৪ ৩। জা ৩ তা ৫ য়িষ্ট্ ৬ ৫ ৬ প্॥ চমূ ৩ ৪ ঔহোবা। যচ্ছ্যায়ি।

২ ১ ২ⁿ৩৪৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১র
না ৩ঃ শকু। নোবিভৃত্বাম্। গাবা ৩ ৪ ঔহোবা। দুর্দ্ধা। প সা ৩ আঙ্কু।

২রⁿ৩৪৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১র ২১র ২৩৪৫ ৩ ২ⁿ.
ধানিবিভ্রাৎ। অপা ৩ ৪ ঔহোবা। উর্ম্মায়িম্। দচমা। নঃসমুদ্রাণ। উক্ষবায়ি।

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২
তুরা ৩ ৪ ঔহোবা। যন্ধা। মা ৩ মহি। যৌ ৩ ৪ ৩।

২ ৪
বা ৩ স্রবা ৫ স্তো ৬ ৫ ৬ য়ি॥

* * *

১ ১ ২ ১৫র ২২ ৩ ১
৫। শিশুঞ্জাজ্ঞা ২ ৩। নঁ হর্য্যাত্তা ২ ৩ ম্। মৃজন্ত্যায়ি। শুম্ভন্ত্যায়িনা ২ ৩ য়ি।

৩ ১ ২১র ২ ১ ২র ১
প্রস্মরুতো ২ ৩। গণেনা। কবির্গীয়ির্ভা ২ ৩ য়িঃ। কাবিংযনা ২ ৩ঃ।

২ ১ ২র ১ ২ ১ ২১র২ ১
কবিঃসান্। সোমঃ পাবা ২ ৩ য়ি। ত্রমত্যায়িয়ে ২ ৩। তিরেস্তা ৩ নাউ॥

২ ১ ৩ ১ ২ ১ ২ ১ ২
ঋষিমানা ২ ৩। ওয়ঋষীক্ ২ ৩ ৎ। স্বর্ষাঃ। সহস্রানা ২ ৩ য়ি। থঃ

১ ২১র ২র১ ২ ১ ১র
পদাবা ২ ৩ য়িঃ। কবীনাম। তৃতীয়াঙ্কা ২ ৩। মমহায়িষা ২ ৩ঃ। সিষাসান্।

২র র১ ২ ১ ২ ১ ২ ২র১
সোমোবায়িরা ২ ৩। স্তমনূরা ২ ৩। জ ত্তষ্ঠা ৩ ১ উ। চমূষাষ্টা ২ ৩ য়ি।

২ ১ ২১ ২র ১ ২ র ২১
নঃশকুনো ২ ৩। বিভৃত্বা। গোবিন্দ্রা ২ ৩। প সআয়ুধা ২ ৩। নিবত্রাৎ।

২র১ ২ ১ ২১ ২র ১
অপাঘূর্ম্মা ২ ৩ য়িম। দচমানা ২ ৩ঃ। সমুদ্রাণ। তুরীয়াঙ্কা ২ ৩।

মমহায়িবো ২ ৩। বিবক্তা ৩ ২ উবা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২র র ২ র ১ ৭ ১ ১ ১ ১
৬। হাউ হোবা ৩ হায়ি। শিশুঞ্জজ্ঞানাং হর্য্যা ৩ তাংমৃজন্তা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি।

২ ১ ৭ র ১ ১ ১ ১ ২ র র ১ ৭
শুম্ভন্তিবিপ্রস্মরুত ৩ তোগণেনা ২ ৩ ৪ ৫। কবির্গীর্ভিঃকাব্যে ৩ না কবিঃ সা

১ ১ ১ ১　২র　১ ৭ র　১ ১ ১ ১　২ র
২ ৩ ৪ ৫ ন্। সোমঃ পবিত্রমতী ৩ য়ায়িতিরেস্তা ২ ৩ ৪ ৫ ন্॥ পরিমনায়

১ ৭　২ র　১ ৭ র　১ ১ ১ ১
ঋষী ৩ কৃৎস্থবর্ষা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। সহস্রনীথঃ পদা ৩ যায়িঃ কবীনা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

২ র　১ ৭র　১ ১ ১ ১　২র র র　১ ৭
তৃতীয়ন্ধামমহী ৩ ষাঃ শিষাসা ২ ৩ ৪ ৫ ন্। সোমোবিরাজমনু ৩ রাজতিষ্ঠু

১ ১ ১ ১　২র র　১ ৭　১ ১ ১ ১　২র
২ ৩ ৪ ৫ প্॥ চমূষচ্ছোনঃ শকুনোবিভৃত্বা ২ ৩ ৪ ৫। গোবিন্দুদ্রপ্

র　১ ৭　১ ১ ১ ১　২ র র　৪ র ১ ৭　১ ১ ১ ১
সআয়ু ৩ ধানিবিভ্রা ২ ৩ ৪ ৫ ৎ। অপামূর্শ্মিং সচমা ৩ নাঃ সমুদ্রাণ্ ৩ ৪ ৫ ন্॥

২ র র ৩র　১ ৭　১ ১ ১ ১　২র
তুরীয়ন্ধামমহী ৩ ষোবিবক্তা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। হাউ

র　২　১ ১ ১
হোবা ৩ হায়ি। বা ৩ ৪ ৫। *

—— • ——

প্রথমং সাম।

(প্রথম খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১র　২র　৩ ২　৩ ১র　২র ৩　১ ২
এতে সোমা অভি প্রিয়মিন্দ্রস্য কামমক্ষরন্

১ ২　৩　৩ক ২র
বর্দ্ধন্তো অস্য বীর্য্যম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (সাধকস্য) 'বীর্য্যং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'বর্দ্ধন্তঃ' (বর্দ্ধনকারিণঃ) 'এতে' (ইমে, প্রসিদ্ধাঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ) 'কামং' (কাম্যং, সর্ব্বেষাং প্রার্থনীয়ং) 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রিয়ং' (প্রীতিকরং—সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইতি যাবৎ) 'অভ্যক্ষরন্' (অভিগবন্তু, অস্মভ্যং প্রযচ্ছন্তু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বসম্বন্ধং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—১খ—২সূ—১সা)।

---

* প্রথম সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্র-গ্রথিত ছয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে;—(১) "পার্থম্", (২) "মহাবামদেব্যম্", (৩) "হাউউহুবায়িবাসিষ্ঠম্", (৪) "উহুবায়িবাসিষ্ঠম্", (৫) "উদ্বদ্ভার্গবম্" এবং (৬) "ঐশজ্যোতিরাশ্রম্।"

বঙ্গানুবাদ।

সাধকের আত্মশক্তিবৰ্দ্ধনকারী প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব, সকলের প্রার্থনীয়, ভগবানের প্রীতিকর সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রাপ্ত হই।)॥ (৯অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এতে' অভিযুতা ইমে সোমাঃ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'বীর্য্যং' শক্তিং 'বৰ্দ্ধন্তঃ' বৰ্দ্ধয়ন্তঃ 'ইন্দ্রস্য' 'কামং' কাম্যং 'প্রিয়ং' প্রীতিকরং 'সমভ্যক্ষরন্' অভ্যবর্ষন অভিসবন্তে। ১।

* * *

প্রথম (১১৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই, "এই সোম-সমূহ ইন্দ্রের বীর্য্য বৰ্দ্ধিত করিয়া তাঁহার অভিবর্ষণীয় ও প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে সোমরস সম্বন্ধে দুইটী উক্তি স্থানলাভ করিয়াছে। প্রথমটী—সোমরস ইন্দ্রের বীর্য্য বৰ্দ্ধিত করেন; দ্বিতীয়টী—ইন্দ্রের প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন। একটী একটী করিয়া উভয় উক্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ-সোম ইন্দ্রের বীর্য্য বৰ্দ্ধন করেন। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান; তাঁহার শক্তির কণামাত্র লাভ করিয়া বিশ্ব জীবন লাভ করে। তাঁহার শক্তিতেই জগৎ শক্তিমান। তিনিই শক্তির উৎস। জগতে শক্তির যে খেলা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা সমস্ত ভগবানের শক্তি হইতেই উদ্ভূত। তাঁহার শক্তি না পাইলে জগৎ মৃত অসাড় হইয়া যায়। জগৎ তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিশ্ব তাঁহারই বিকাশমাত্র। দৃষ্ট, অদৃষ্ট, সমস্তই তাঁহার সত্তার অন্তর্গত। এক কথায়, বিশ্ব "সূত্রে মণিগণা ইব" তাঁহার মধ্যেই বর্ত্তমান আছে—এই বিশ্ব তাঁহারই শক্তির আংশিক বিকাশ মাত্র। অর্থাৎ, ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, তিনিই শক্তির একমাত্র আধার, তাঁহা ব্যতীত আর কোথায়ও শক্তির ক্রিয়া সম্ভবপর নহে।

এমন যে মহাশক্তি, সামান্য মাদকদ্রব্য সোমরস তাঁহার বীর্য্য বৰ্দ্ধন করিবে কিরূপে? মাদকদ্রব্য মানুষের শক্তি হরণ করে, যে ব্যক্তি মদ্যাদি মাদক-দ্রব্য ব্যবহার করে, সে ক্রমশঃই হীনশক্তি ক্ষীণতেজস্ক হয়। তাহার শারীরিক মানসিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। সুস্থ সবল ব্যক্তিও মাদক দ্রব্যের প্রভাবে সাময়িক ভাবে যে কেবল দুর্ব্বল হয়, তাহা নহে; মদ্যপানজনিত নানাবিধ রোগের আক্রমণে সে নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এমন কি, তাহার ফলে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শক্তিদান তো দূরের কথা, মদ্যের প্রভাবে শক্তিক্ষয় অনিবার্য্য।

এই তো মন্ত্রের শক্তি! অথচ ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—সোমরস ইন্দ্রের শক্তি বর্দ্ধন করে। এই ব্যাখ্যায় আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে? মন্ত্রের শক্তি-নাশকারী শক্তি প্রত্যক্ষ সত্য; অথচ, তাহাকে ভগবানেরও শক্তিবর্দ্ধনকারী বলা হইয়াছে। ভগবানের শক্তি কেহ বর্দ্ধন করিতে পারে না। ভগবানের শক্তি বর্দ্ধনকারী বলা অতিশয়োক্তি হইতে পারে; শক্তিদানের প্রাধান্য খ্যাপনের জন্যই ভগবানেরও শক্তি বর্দ্ধনকারী বলা হইয়াছে। কিন্তু মূলেই যে ভুল রহিয়াছে! মদ্য যে মূলেই শক্তিক্ষয়কারী! সুতরাং শক্তি-খ্যাপনের জন্য অতিশয়োক্তিও বলা যায় না। তাই মনে হয়, সোম-রসের অন্য কোনও বিশিষ্ট অর্থ আছে।

আমরা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি যে, 'সোম' পদে কোনও প্রকার মাদকদ্রব্য বুঝায় না—উহা ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করে। এই শক্তি-বলেই বিশ্ব বিধৃত ও পরিচালিত হয়। ভগবানই শুদ্ধসত্ত্বময়। সত্ত্বভাব তাঁহারই শক্তি। সুতরাং সত্ত্বভাব ভগবানের শক্তি বর্দ্ধন করে,—এ কথা বলা যায় বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা কোন সুষ্ঠুভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মন্ত্রান্তর্গত 'অস্য' পদে ভাষ্যকার 'ইন্দ্রস্য' অর্থ করিয়াছেন। তাহাতেই এই ভাব-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা মনে করি,—'অস্য' পদে সাধককেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সাধকেরই শক্তি বর্দ্ধিত হয়। মানুষ সাধারণতঃ দুর্ব্বল। সাধনা দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন করিতে পারিলেই তাহার প্রকৃত শক্তির বিকাশ হয়। মানবের মধ্যে ভগবৎ-শক্তির প্রকাশ হইলে মানুষ আপনাকে শক্তিশালী মনে করে; তখন তাহার সত্যিকার শক্তি বর্দ্ধিত হয়। সাধনা-প্রভাবে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বশক্তির আবির্ভাব হয়। সেই বিশ্বশক্তি—শুদ্ধসত্ত্ব। মন্ত্রে এই সত্যের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। "অস্য বীর্য্যং বর্দ্ধয়ন্" মন্ত্রাংশের তাই অর্থ,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের শক্তি বর্দ্ধন করেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যার দ্বিতীয়াংশ এই,—"তাঁহার অভিষবণীয় ও প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন।" অর্থাৎ সোমরস নামক মদ্য ইন্দ্রের প্রীতিকর অন্য কোনও একটা রস প্রদান করেন। ইহার দ্বারা কি ভাব অধিগত হয়? সোমরস অন্য কি তরল পদার্থ ইন্দ্রের প্রীতির জন্য প্রদান করিতে পারে? 'সোম' পদে কোন প্রকার মাদক-দ্রব্য বুঝায় না, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; এবং 'অস্য' পদে 'ইন্দ্রস্য' অর্থ করিলে যে ভাব বৈষম্য উপস্থিত হয় তাহাও প্রদর্শন করিয়াছি। মন্ত্রের অপরাংশেও এই অসামঞ্জস্য বর্ত্তমান। সুতরাং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। বরং উহা মন্ত্রের প্রকৃত অর্থের বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এখন আমাদের ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। 'অস্য বীর্য্যং বর্দ্ধয়ন্' পদত্রয়ের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। এই পদত্রয় 'সোমাঃ' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাব এই যে,—"যে সত্ত্বভাব সাধকদিগের আত্মশক্তি বর্দ্ধন করেন, সেই সত্ত্বভাবই আমরা কামনা করিতেছি। আমরা সাধক নহি; সাধনার শক্তি আমাদের নাই। সাধকগণ তাঁহাদের কঠোর সাধনা-বলে সেই শক্তি লাভ করেন; কিন্তু আমরা

সাধন-ভজন-হীন, আমরা কিরূপে তাহা লাভ করিব? আমাদেরও যে এই পরম বস্তু না হইলে চলে না! একমাত্র ভরসা—ভগবানের কৃপা। তিনি কৃপা বিতরণে যদি আমাদিগকে সেই শক্তি প্রদান করেন, তবেই আমরা কৃতার্থ হইতে, জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি।" 'সাধক যে আত্মশক্তি লাভ করেন'—এই বাক্যাংশের দ্বারা প্রার্থিত বিষয় সুনির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। সাধকলব্ধ বস্তু নিশ্চয়ই মহামূল্যবান্। সাধকগণ সাধারণ মানুষের ন্যায় অসার বস্তুর কামনা করেন না। যাহা মানবের চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু, যাহা দ্বারা মানব মোক্ষলাভ করিতে পারে, তাহাই তাঁহারা প্রার্থনা করেন। তাঁহারা কাঞ্চন ফেলিয়া কাচ আঁচলে বাধেন না। তাই এই বিশেষণের সার্থকতা।

মন্ত্রান্তর্গত 'কামং' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধেও ভাষ্যের সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার 'ইন্দ্রস্য' পদকে 'কামং' পদের সহিত অন্বিত করিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'ইন্দ্রের কাম্য' বাস্তবিক পক্ষে ভগবানের কাম্য বা প্রার্থনীয় কিছুই নাই। তিনি অকাম, তাঁহার কোন অভাব নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই; সুতরাং কোন বস্তুলাভের প্রয়োজন নাই। তিনি বিশ্বের অধিপতি; অনন্ত কুবেরের ভাণ্ডার তাঁহারই। বিশ্বের অনন্ত রত্নভাণ্ডার তাঁহার করতলে। এই সামান্য নগণ্য ধনরত্ন তো অতি তুচ্ছ. দেব-বাঞ্ছিত পরম ধনের অধিকারী তিনি। তাঁহার কৃপায় দেবমানব ধনের অধিকারী হয়। তিনি আবার তাঁহার নিজের জন্য কি কামনা করিবেন? কামনা করিবার মত তাঁহার কিছুই নাই বটে; তবে তাঁহার প্রিয় সন্তানগণের মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁহাদের সৎপ্রবৃত্তি সদ্ভাব প্রভৃতি কামনা করেন। তাঁহার নিজের জন্য কামনা নয়, কামনা তাঁহার সন্তানের জন্য। বিশ্ববাসিগণ তাঁহার সন্তান। তাহারা যাহাতে সন্মার্গে পরিচালিত হইয়া তাঁহারই ক্রোড়ে আশ্রয় পায়, যাহাতে তাহারা পরম ধনের অধিকারী হয়, তিনি সেই ইচ্ছা করেন। বিশ্বমঙ্গল ব্যতীত অন্য কোনও কামনা তাঁহার নাই। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে কোন কারণেই তাঁহার যদি কামনা থাকিল, তাহা হইলেই তো তিনি পূর্ণ নহেন। কারণ যিনি পূর্ণ তাঁহার কোন কামনা থাকিতে পারে না। কামনা থাকার অর্থই অপূর্ণতা। অপূর্ণতা না থাকিলে কামনা করিবেন কিসের জন্য? অধিকন্তু কামনা থাকিলে তাহা পূর্ণ না হইতেও পারে, তজ্জন্য চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিশ্ব-মঙ্গলের জন্যই হউক আর যে কারণেই হউক, ভগবানের যদি কোনও কামনা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে অপূর্ণ বলিতে হইবে।

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, ভগবানের কামনা আর মানুষের কামনার মধ্যে পার্থক্য আছে। যে কামনা থাকার জন্য মানুষকে অপূর্ণ বলা যায়, সেই কামনার জন্যই ভগবানকে অপূর্ণ বলা যায় না। মানুষ কামনা করে—তাহার মধ্যে যে অপূর্ণতা আছে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য; মানুষ কামনা করে যাহা সে প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করে তাহা পাইবার জন্য। অধিকন্তু মানুষ আপনার সসীম জ্ঞান লইয়া, বিশ্বসম্বন্ধে—নিজের চরম পরিণতি সম্বন্ধে অপূর্ণ ধারণা লইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, নিজের কামনা জানায়। সেই প্রার্থিত বস্তু তাহার উপকার করিবে কি অপকার করিবে তাহা সে নিজে বুঝিতে পারে না। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, সে কামনা পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করে

কিন্তু ভগবানের কামনা সেরূপ নয়। তিনি আপনার অভ্রান্ত জ্ঞানদৃষ্টি-বলে সমস্তই দর্শন করিতেছেন। কিসে বিশ্বে তাঁহার সন্তানগণের মঙ্গল সাধিত হইবে তাহা তিনি জানেন। সুতরাং যাহাতে বিশ্বমঙ্গল সাধিত হয়, তদনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার অপূর্ণতার জন্য তিনি কামনা করেন না; কারণ তিনি পূর্ণকাম, অকাম। বিশ্বের মঙ্গল যাহাতে সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য ক্রিয়াশীল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করেন মাত্র। তাহাই সাধকগণের – মানবের মঙ্গলের জন্য, বিশ্বের জন্য ভগবানের মঙ্গল কামনা বলা হইয়াছে।

সুতরাং এই দিক দিয়া 'ইন্দ্রস্য কাম্যং' বলিলে কোনও দোষ হয় না। কিন্তু মন্ত্রের ভাব এত পরিবর্ত্তিত হয় যে, এরূপ অন্বয় ব্যবহার করা অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে এখানে ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্ব কামনা করিতেছেন না। তিনি নিজেই সত্ত্বভাবময়; সুতরাং তাঁহার সত্ত্বভাব কামনার কোন অর্থ থাকে না। সাধক কামনা করিতেছেন - ভগবানের প্রিয় সত্ত্বভাব। ভাষ্যকার অন্বয় করিয়াছেন, 'ইন্দ্রস্য কাম্যঃ প্রিয়ং' অর্থাৎ ইন্দ্রের কাম্য এবং প্রিয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উক্ত অংশের অন্বয় হইবে,—" (সাধকানাং) কাম্যং ইন্দ্রস্য প্রিয়ং"—সাধকদিগের কাম্য এবং ভগবানের প্রিয়। 'ইন্দ্রস্য কাম্যং' অন্বয় কেন হইতে পারে না তাহা উপরেই বিবৃত হইয়াছে। আমাদের অন্বয় সম্বন্ধে এ কথা বলিলেই চলিবে যে,—সত্ত্বভাবের মহিমা সাধক-গণই বিশেষভাবে অবগত আছেন। সাধারণ মানবও এই পরম বস্তু লাভ করিবার কামনা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা পাইবার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করে না বা করিতে পারে না। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানব শুদ্ধসত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপও অবগত নহে; উহা সাধকগণই জ্ঞান-প্রভাবে অবগত আছেন। সুতরাং সাধকদিগের কাম্য বলাতে বস্তুর স্বরূপ প্রকটিত হইল। সাধকগণ আপনাদের চরম মঙ্গল সাধনের উপায় অবগত আছেন। তাঁহারাই জীবনের চরম সার্থকতা-লাভের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির প্রার্থনা করেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে সেই পরমধন লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

তাই সমগ্র মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইয়াছে এই – "হে ভগবন! আমরা অবোধ, অজ্ঞান। আমরা ভাল মন্দ, নিজের মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে অক্ষম। সাধকগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আমরাও আপনার পরমধন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি। সাধকদিগের নিকট শুনিয়াছি, শুদ্ধসত্ত্ব আপনার অতিশয় প্রিয় বস্তু – আপনার পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার। তাই প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হউক। তৎপ্রভাবে আমাদিগের কুপ্রবৃত্তি দূরীভূত হইবে—সৎবৃত্তি জাগরিত হইবে। আমরা যেন আপনার প্রিয় সৎকর্ম্মসম্পাদনে সমর্থ হই। হে ভগবন! আপনার শক্তি শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে যেন আমরা আপনার প্রিয় সৎকর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারি।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার সহিত আমাদের পার্থক্য আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং প্রচলিত বঙ্গানুবাদের একত্র অনুসরণেই অনুভূত হইবে। (৯অ—১খ ২প ১সা।)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

পুনানাসশ্চমূষদো গচ্ছন্তো বায়ুমশ্বিনা।

১ ২ ৩ ১ ২

তে নো ধত্ত সুবীর্য্যম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্বাদেঃ! 'পুনানাসঃ' (পবিত্রকারকাঃ) 'চমূষদঃ' (চমসেষু সীদন্তঃ, হৃদি অধিতিষ্ঠন্তঃ, যদ্বা সাধকহৃদি উৎপদ্যমানাঃ) 'বায়ুং' (আশুমুক্তিদায়কং দেবং) তথা 'অশ্বিনা' (অশ্বিনৌ, আধিব্যাধিনাশকৌ দেবৌ) 'গচ্ছন্তং' (প্রাপ্নুবন্তঃ প্রাপকাঃ ইতি ভাবঃ) 'তে' (যূয়ং ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'ধত্ত' (প্রযচ্ছত)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন আত্মশক্তিং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৯অ—১খ—২সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত (অথবা সাধকহৃদয়ে উৎপদ্যমান), আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে এবং আধিব্যাধিনাশক দেবতাদ্বয়কে প্রাপ্তিকারক আপনারা আমাদিগকে শোভনবীর্য্য আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে আত্ম-শক্তি লাভ করি)। (৯অ—১খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোমাঃ! 'পুনানাসঃ' পুনানা অভিষূয়মাণাঃ 'চমূষদঃ' চমসেষু সীদন্তঃ গচ্ছন্তঃ 'বায়ুং' 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ চ 'গচ্ছন্তঃ' প্রাপ্নুবন্তঃ তে যূয়ং 'নঃ' অস্মভ্যং 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যং 'ধত্ত' প্রযচ্ছত। 'ধত্ত'—'ধাস্ত'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—১খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্ত্বভাবসমন্বিত আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক বলিয়া গৃহীত। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যার

উদাহরণ প্রদত্ত হইল,—"সেই সোম অভিষুত হইতেছেন, চমস মধ্যে আহ্বান করিতেছেন, এবং বায়ু ও অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করিতেছেন। উহা আমাদিগকে সুবীর্য্য দান করুন।"

সায়ণ-ভাষ্যের অনুসরণে ইহা উপলব্ধ হইবে যে, এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যানুগত ব্যাখ্যার ঐক্য নাই। তবে উভয় ব্যাখ্যাতেই সোমরসের প্রসঙ্গ আনয়ন করা হইয়াছে। সোমরসকে কেন্দ্র করিয়াই ব্যাখ্যার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। মন্ত্রটী যেন সোমরস নামক মদ্য প্রস্তুত হইবার সময় উচ্চারিত হইতেছে, এবং সেই সোমরসের নিকটই 'সুবীর্য্য' প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ বঙ্গানুবাদে গৃহীত অন্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। ব্যাখ্যার প্রথম অংশ,—"সেই সোম অভিষুত হইতেছেন।" 'সেই সোম' বলাতে কোন নির্দ্দিষ্ট বিশেষ সোমরসের ভাব আসে। কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সোমের উল্লেখ নাই। মন্ত্রটীকে সোমার্থসূচক বলিয়া গ্রহণ করিলেও সেই শব্দের কোন সার্থকতা লক্ষিত হয় না। মূলে আছে—'পুনানাসঃ'। তাহার ভাষ্যার্থ 'অভিষূয়মাণাঃ'। পদটী এবং তাহার অর্থ স্পষ্টই অন্য কোনও পদের বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু অনুবাদে দ্বিতীয় কোন পদের উল্লেখ নাই। অনুবাদকার এই এই একটী-মাত্র পদ হইতে একটী বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছেন—"সেই সোম অভিষুত হইতেছেন।' মন্ত্রের অন্যান্য পদের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া এই পদকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা করায় মন্ত্রের সঙ্গতি নষ্ট হইয়াছে।

বঙ্গানুবাদের দ্বিতীয় অংশ—"চমসমধ্যে আহ্বান করিতেছে।" ব্যাখ্যার এই অংশের প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, চমসের মধ্যে কে কাহাকে আহ্বান করিতেছে? প্রথম অংশের বিষয়—সোম অভিষুত হইতেছে। দ্বিতীয় অংশের সহিত যদি প্রথম অংশের কোন সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় তবে বলিতে হয় সোম আহ্বান করিতেছে। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে,—কাহাকে আহ্বান করিতেছে? এই প্রশ্নের কোন উত্তর ব্যাখ্যায় নাই। অথবা বলা যায়,—সোমকে আহ্বান করিতেছে। এখন প্রশ্ন এই, কে আহ্বান করিতেছে। এই প্রশ্নেরও কোন উত্তর ব্যাখ্যায় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রথম অংশের সহিত দ্বিতীয় অংশের কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না, অথবা সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেও তাহার সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। অপিচ, কেবলমাত্র 'চমস মধ্যে আহ্বান করিতেছেন' বাক্যাংশেরও কোন অর্থ পাওয়া যায় না।

মন্ত্রের ব্যাখ্যার তৃতীয় অংশ—"এবং বায়ু ও অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করিতেছেন।" এবং থাকাতে এই অংশ প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের সহিত সংযোজিত হইয়াছে, সুতরাং এই বাক্যের কর্ত্তা—সোম। সোম যদি মদ্য হয় তবে বায়ু বা অশ্বিদ্বয়ের নিকট কিরূপে গমন করিবে?

মন্ত্রের চতুর্থ অংশে প্রার্থনা। প্রার্থনার মর্ম্ম—উহা আমাদিগকে সুবীর্য্য প্রদান করুন।" মোটের উপর এই প্রার্থনাংশের সহিত আমাদের বিশেষ কোন অনৈক্য নাই, এবং ভাষ্যের সহিত এই ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য আছে।

এখন ভাষ্যের অনুসরণ করা যাউক। ভাষ্যকার 'পুনানাসঃ' 'চমূষদ' পদদ্বয়কে সোমের বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও উক্ত দুই পদকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা ভাষ্যার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভাষ্যকার অনুবাদকারের

স্থায় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সোমরসকে কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ মন্ত্রটী সোমরস নামক মত্ত্বিশেষের প্রস্তুত বিষয়ে উচ্চারিত হইয়াছে এবং সেই প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে মন্ত্রে ইঙ্গিত আছে—ইহা ভাষ্যকারের ধারণা। তাই 'চমূষদঃ' পদে অর্থ করিয়াছেন—'চমসেষু সীদন্তঃ গচ্ছন্তঃ' অর্থাৎ চমসনামক পানপাত্রে গমনকারী বিবরণকারও সোমপক্ষে উক্ত পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা ;—"চমূষদঃ—ভক্ষণীয়েষু সীদন্তি চমূষদঃ"। কিন্তু 'চমস' শব্দে যে হৃদয়রূপ পাত্রকে লক্ষ্য করে তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র বলিয়াছি। 'চমূষদঃ' পদেও সেই হৃদয়ের ভাব আসে। পবিত্র হৃদয়ের মধ্যেই শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, মানবের হৃদয়েই সত্ত্বভাবের অধিষ্ঠান হয়। ভগবানের পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান—হৃদয়ের সত্ত্বভাব। ভগবান তাহাই মানবের হৃদয় হইতে গ্রহণ করেন। তাই যাহা ভগবানের গ্রহণের জন্য 'চমসে' হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে তাহাই 'চমূষদঃ'। সে কারণ এই বিশেষণ পদে শুদ্ধসত্ত্বকেই বিশেষিত করিতেছে।

ভাষ্যকার 'বায়ু' এবং 'অশ্বিনা' পদদ্বয়ের কোন ব্যাখ্যা দেন নাই—বায়ু এবং অশ্বিনীদ্বয়কেই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। এই মন্ত্রাংশের ভাষ্যানুবাদ এই হয় যে,—'চমূষদ বায়ু এবং অশ্বিনীদ্বয়কে প্রাপ্ত হয়।' বায়ু এবং অশ্বিনীদ্বয়ের নিকট গমন করার অর্থ কি? 'বায়ু' ভগবানের একটী প্রতিরূপ, যে রূপে, যে ভাবে তিনি মানুষকে আশুমুক্তির পথে লইয়া যান। অশ্বিনীদ্বয় রূপে তিনি মানুষের আধিব্যাধি, ভববাধি নিবারণ করেন—মানুষকে ত্রিতাপজ্বালা হইতে উদ্ধার করেন। মন্ত্রের এই অংশের দুই ব্যাখ্যা হইতে পারে। আমরা অর্থ করিয়াছি—"আশুমুক্তিদায়ক দেব এবং আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়কে প্রাপক" বাক্যাংশ সত্ত্বভাবের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ এই যে, সত্ত্বভাব মানুষকে দেবতা সমীপে লইয়া যায়। এই অংশের মধ্যে আরও একটী ভাবের বিকাশ দেখা যায়। 'বায়ু' এবং 'অশ্বিনীদ্বয়' পদদ্বয়ে ভগবানের কোন কোন ভাবের প্রকাশ হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন এই ভাব হইতে ইহাই মনে করা যায়—'শুদ্ধসত্ত্ব আশুমুক্তি প্রদান করে এবং আধিব্যাধি নিবারণ করে।' সত্ত্বভাবের প্রতি এই দুইটী গুণই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মানুষের হৃদয়ে যখন সত্ত্বভাব উপজিত হয়, তখন তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত সুপ্রবৃত্ত দেবভাব শক্তিলাভ করে, তাহারা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। সুতরাং মানবের মুক্তিপথ পরিষ্কার হইয়া যায়। তাঁহারা সহজেই মুক্তি লাভের অধিকারী হন। সুতরাং তাঁহাদের ভববাধি, ত্রিতাপ জ্বালাও নিবারিত হয়। যাঁহারা এই সংসারের মায়ামোহের জাল ছিন্ন করিয়া মুক্তি-পথের পথিক হয়েন, যাঁহারা রিপুগণকে পদদলিত করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, তাঁহাদের আর ভবব্যাধির ভয় থাকে না। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে হৃদয় উন্নত পবিত্র হইলে, হীন কামনা বাসনা হৃদয়ে স্থান পায় না; সুতরাং বাসনা পূরণের অভাবজনিত নৈরাশ্য ও দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করেন। তাহাদের ভবব্যাধির শান্তি হইয়া যায়।

মন্ত্রের শেষাংশে শুদ্ধসত্ত্বের নিকট আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। 'সুবীর্য্যং' পদে ভাষ্যকার প্রভৃত এখানে দাসদাসী পুত্রপৌত্র প্রভৃতি অর্থ না করিয়া 'শোভন-

বীর্য্যং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আত্মশক্তিই সেই শোভনবীর্য্য। আত্মশক্তির মত শক্তি আর নাই। আত্মশক্তি ভগবৎশক্তিরই নামান্তর বলিলেও চলে। কেবলমাত্র সসীম ও অসীম এই দুই দিক হইতে দেখায় বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেই আত্মশক্তিরই প্রার্থনা করা হইয়াছে ॥ (৯অ—৫খ ২স্থ—২সা)॥ *

—*—

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

ইন্দ্রস্য সোম রাধসে পুনানো হার্দ্দি চোদয়।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

দেবানাং যোনিমাসদম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'রাধসে' (আরাধনায়) 'হার্দ্দি' (হৃদয়ে, অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'চোদয়' (প্রেরয়, উপবিশ, আবির্ভব); 'দেবানাং' (দেবভাবানাং—প্রাপ্তয়ে ইতি যাবৎ) 'যোনিং' (স্থানং—অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'আসদং' (আগচ্ছ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবদারাধনায় বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক আপনি ভগবানের আরাধনার জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবদারাধনার জন্য আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)॥ (৯অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'পুনানঃ' পূয়মানস্ত্বং 'রাধসে ইন্দ্রস্য' ইন্দ্রস্য সংরাধনায় 'হার্দ্দি'—ইতি হৃদয়-সম্বন্ধি স্থানং 'চোদয়' প্রেরয়। অতমপি 'দেবানাং' ইন্দ্রাদীনাং 'যোনিং' স্বর্গাখ্যং স্থানং

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

'আনহৎ' প্রাপ্তবান্। যদ্বা, দেবানাং যজন-সাধনং যজ্ঞাখ্যং স্থানং প্রাপ্তবানস্মি। 'দেবানাং' —'ঋতস্য'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

শুদ্ধসত্ত্ব ও তদানুষঙ্গিক দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব অথবা দেবভাব-প্রাপ্তিই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নয়—উহা সেই লক্ষ্য সাধনের উপায়-মাত্র। মানবের প্রকৃত লক্ষ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি—আপনার প্রকৃত আবাসস্থানে ফিরিয়া যাওয়া। মানুষ ভগবান্ হইতে আসিয়াছে। এই বিশ্ব সেই পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অথবা তাঁহা হইতে বিকাশ লাভ করিয়াছে। আদিতে সমস্তই সেই ভগবানের মধ্যে কারণাবস্থায় নিহিত ছিল। সেই একমাত্র পরম সত্তা আপনার শক্তি-প্রভাবে আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত ছিলেন। তখন বিশ্ব প্রকাশিত ছিল না, এই চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহমণ্ডল, আকাশ বাতাস প্রভৃতি কিছুই ছিল না। সমস্তই তাঁহার মধ্যে বীজরূপে, কারণাবস্থায় সুপ্ত ছিল। এই অবস্থাকেই পুরাণে অনন্তশয়ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতি তখন ভগবানের শক্তিরূপে তাঁহাতেই নিহিত ছিলেন। প্রকৃতি তখন নিষ্ক্রিয় ছিলেন। কারণ সমুদ্র স্থির শান্ত অচঞ্চল। তাহাতে তরঙ্গরেখা মাত্র নাই। ক্রমশঃ সেই মহাসমুদ্রে বুদ্বুদের উদ্ভব হইলেন। পরম পুরুষ আপনাকে আপনি আস্বাদ উপভোগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—সৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির আরম্ভ বলা যায় না—সৃষ্টির বিকাশ হইতে লাগিল। জগৎ প্রাদুর্ভূত হইল, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারা প্রাদুর্ভূত হইল। মানুষ জন্মিল জীব সৃষ্টি হইল। বিশ্ব তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইল। আবার তাঁহাতেই বিধৃত রহিল। তাই শ্রুতি অন্যত্র তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "যতঃ বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"। শুধু তাই নয়, তাঁহার কৃপায় তাঁহার মহিমায় বিশ্ব বাঁচিয়া রহিল। তাঁহার শক্তিতে জগৎ বিধৃত রহিয়াছে—পরিচালিত হইতেছে। তাই শ্রুতি-বাক্য—"যেন জীবন্তি সর্ব্বতঃ"—যাঁহার দ্বারা, যাঁহার কৃপায় জগৎ বাঁচিয়া আছে। কেবল বাঁচিয়া থাকা নয়, আবার তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, যেখান হইতে আসিয়াছে, তথায় ফিরিয়া যাইতে হইবে—এ চির-প্রবাসে কেহ থাকিবে না। এ যে খেলা-ঘর, মায়ার ছলনায় ভুলিয়া তুমি এটাকে নিজের চিরস্থায়ী আবাসস্থল বলিয়া মনে করিতেছ। এই মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আপনার স্বরূপ-অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হও। নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইবে, তাহার জন্য প্রস্তুত হও।

কিন্তু কিরূপে প্রস্তুত হওয়া যায়? কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে আবার স্বরূপাবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া যায়? মন্ত্রে বলিতেছেন,—ভগবানের আরাধনার জন্য শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক। ভগবদারাধনার জন্য শুদ্ধসত্ত্বের কি প্রয়োজন, এবং ভগবদারাধনার সহিত আমাদের স্বরূপাবস্থা প্রাপ্তিরই বা কি সম্বন্ধ।

মানুষ মুক্তি পাইতে চায় কেন? তাহার চারিদিকে বন্ধনের যন্ত্রণা, ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া চাই। মানুষ তাহার আদি অবস্থায় দুঃখের উপরে ছিল, সেখানে মায়া মোহের আক্রমণ ছিল না। এখনও তাহার মনে সেই অবস্থার চিত্র জাগিয়া উঠে। সেই পূর্ণানন্দের কথা তাহার মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। এই পার্থিব জীবন-সংগ্রামের মধ্যে থাকিয়া, সংসারের সুখ-দুঃখের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াও মানুষের মনে সেই সুখস্মৃতি জাগিয়া উঠে; তাই এই দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাইতে চায়। মানুষের মধ্যে যদি একটা অপূর্ণতার ভাব জাগরূক না থাকে, তাহা হইলে সে কোনও পরিবর্ত্তন কামনা করে না অথবা কোনও পরিবর্ত্তন যে হইতে পারে, সে ধারণাও আসে না। মানুষ পরিবর্ত্তন চায়, মুক্তি চায়, এই জন্য যে, তাহার মধ্যে একটা অপূর্ণতা রহিয়াছে, এবং অপূর্ণতা দূরীভূত করা যায় সে ধারণাও বর্ত্তমান আছে। তাই মানুষ এই বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইতে চায়, তাহার উপায় খোঁজে। সে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চায়। সেই উপায় বাহির করিতে গিয়া সে দেখে, আদি অবস্থায় সে যেমন পবিত্র বিশুদ্ধ ছিল, এখন আর তেমন নাই—তাহার পতন ঘটিয়াছে। আদি অবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত না সেই পার্থক্য দূরীভূত হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার সুখ-শান্তির কোনও উপায় নাই। সেই পার্থক্যের কারণ—সত্ত্বভাব ও দেবভাবের অভাব।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি। উহাই মানুষের সহিত ভগবানের মিলন-সূত্র। কিন্তু পাপতাপ-জর্জ্জরিত পৃথিবীতে সেই সত্ত্বভাব মানুষের মধ্যে থাকিলেও তাহা এত হীনপ্রভ হইয়া পড়ে যে, তাহা কার্য্যতঃ না থাকারই সমান হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের মধ্যে যখন শুদ্ধসত্ত্ব পূর্ণশক্তিতে বিকশিত হয়, তখন মানুষ তাহার হীন অবস্থা হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া দাঁড়ায়। মোহমায়া তাঁহাকে বিব্রত করিতে পারে না। তিনি ক্রমশঃ আপনার স্বরূপাবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন। অর্থাৎ, মানুষের আদি অবস্থার ও বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের অভাবের জন্যই পার্থক্য ঘটিয়াছিল। এখন সেই অভাব পূরণ হওয়াতে মানুষ আপনার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল।

সাংসারিক অবস্থার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া মানুষ পতিত হয়, অপবিত্রভাবে হীনতার মধ্যে বাস করে। রিপুগণের আক্রমণে বিব্রত হইয়া পাপকার্য্যে লিপ্ত হয়। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইলে হৃদয় পবিত্র হয়, পাপকার্য্য হইতে নিরস্ত হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে 'পুনানঃ' —পবিত্রকারক বলা হইয়াছে। হৃদয় পবিত্র না হইলে ভগবদারাধনা সম্ভবপর হয় না। অপিচ, শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে আবির্ভূত না হইলে ভগবানের সহিত মানবের সম্যক্ মিলন সাধিত হয় না। তাই ভগবদারাধনার জন্য শুদ্ধসত্ত্বের প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে,—ভগবানে ফিরিয়া যাওয়াই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য সাধিত হইতে পারে—ভগবানের আরাধনার দ্বারা। ভগবানের আরাধনার অর্থ—তাঁহার গুণাবলীর অনুধ্যান, গুণকীর্ত্তন, তাঁহার কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা। অহর্নিশ তাঁহার ধ্যান করায় ভগবৎশক্তি সাধকের মধ্যে সঞ্চরিত হয়। ক্রমশঃ সেই শক্তি বিকাশ

লাভ করিলে ভগবৎসান্নিধ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবশেষে তাঁহাতেই সাধক বিলীন হইয়া যান। ইহাই ভগবৎপ্রাপ্তি - স্বরূপাবস্থা-প্রাপ্তি। তাই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ের—শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশ-সাধনের প্রয়োজন। সেই জন্যই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত "ইন্দ্রস্য রাধসে" পদদ্বয়ে এই উদ্দেশ্যই বিবৃত। মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য কি? - ভগবৎপ্রাপ্তি, স্বরূপাবস্থার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা। তৎসাধনের উপায় কি?—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়। পুনশ্চ, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব কিরূপে লাভ করা যায়? ভগবানের নিকট প্রার্থনা দ্বারা, এবং ভগবৎশক্তির অনুধ্যানে। তাই এই প্রার্থনা।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে দেবভাব-প্রাপ্তির প্রার্থনা বিবৃত হয়। হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশ হইলেই ভগবৎশক্তির স্ফুরণ হয়, মানব উন্নত পবিত্র জীবন লাভ করে। মানুষ ও দেবতা একই বস্তুর বিভিন্ন বিকাশ, উভয়ের মধ্যে ভাবের পার্থক্য মাত্র বিদ্যমান। তাই সেই পার্থক্য যদি দূরীভূত হয়, তাহা হইলে মানুষই দেবতা হইতে পারে। তাই দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ ভিন্নরূপ গ্রহণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—"হে সোম! তুমি অভিষুত ও মনোজ্ঞ হইয়া ইন্দ্রের আরাধনার্থে যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর এবং (ইন্দ্রকে) প্রেরণ কর।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রটীকে সোমার্থক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাখ্যায় অসামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দেখা যাইতেছে যে, সোমকে ইন্দ্রের আরাধনার্থ যজ্ঞস্থানে উপবেশন করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু সোম ইন্দ্রের আরাধনা করিবে কিরূপে? শুধু তাই নয়,—ইন্দ্রকে প্রেরণ করিতেও বলা হইয়াছে। এক মন্ত্রের মধ্যেই দুইটী বিরুদ্ধ-ভাবের সমাবেশ দেখা যায়। প্রথমে বলা হইয়াছে—আরাধনা কর; শেষে বলা হইতেছে—তাঁহাকে প্রেরণ কর। যাঁহাকে আরাধনা করা হয় তাঁহাকেই সোম প্রেরণ করিবে কিরূপে?

ভাষ্যকার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—"হে সোম! ইন্দ্রের আরাধনার জন্য হৃদয়-সম্বন্ধ স্থানকে প্রেরণ কর; আমিও ইন্দ্রাদি দেবগণের স্বর্গাখ্যস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি (অথবা দেবতাদিগের যজ্ঞসাধন) স্বর্গাখ্যস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।" ভাষ্যার্থের প্রথম অংশ অপরিস্ফুট। এই অংশে ভাষ্যকার কি বলিতে চাহিতেছেন, তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। "হৃদয় সম্বন্ধ স্থানকে প্রেরণ কর" এই অংশের দ্বারা হয় তো এই ভাব আসিতে পারে যে, 'ভগবানের আরাধনার জন্য হৃদয়কে উদ্বোধিত কর।' দ্বিতীয় অংশের দ্বারা প্রথম অংশের প্রার্থনা নিরাকৃত হইয়াছে বলা যায়। কারণ দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনাকারী যেন বলিতেছেন,—'আমি স্বর্গস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।' যিনি স্বর্গ-প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আবার প্রার্থনা কি, আর আত্মোদ্বোধনাই বা কেন? সুতরাং অনুবাদকারের ন্যায় ভাষ্যকারও মন্ত্রার্থের সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমরা যে দৃষ্টিতে যে ভাবে মন্ত্রটীকে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা উপরেই বিবৃত হইয়াছে। (৯অ—১খ—২সূ—৩সা)। *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

চতুর্থং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

মৃজন্তি ত্বা দশ ক্ষিপো হিন্বন্তি সপ্ত ধীতয়ঃ।

২ ৩ ১ ২

অনু বিপ্রা অমাদিষুঃ॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'দশক্ষিপঃ' (দশাঙ্গুলাঃ, দ্বৌ হস্তৌ, সৎকর্ম্মসাধনেন ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মৃজন্তি' (শোধয়ন্তি, হৃদি উৎপাদয়ন্তি সাধকাঃ ইতি ভাবঃ) তথা 'সপ্তধীতয়ঃ' (সপ্তরশ্ময়ঃ, সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি, বিশ্বজ্যোতিঃ, পরাজ্ঞানং ইতি ভাবঃ) ত্বাং 'হিন্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি, উৎপাদয়ন্তি ইত্যর্থঃ); 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, সাধকাঃ) 'অনু অমাদিষুঃ, (প্রমত্তাঃ ভবন্তি, পরমানন্দং লভন্তে ইত্যর্থঃ - ত্বাং প্রাপ্য ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধনেন তথা পরাজ্ঞানেন সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বং হৃদি উৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (৯অ - ১খ—২সূ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সাধকগণ আপনাকে হৃদয়ে উৎপাদন করেন এবং পরাজ্ঞান আপনাকে উৎপাদন করে। সাধকগণ আপনাকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা এবং পরাজ্ঞানের দ্বারা সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদন করেন)। (৯অ—১খ—২সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'ত্বা' ত্বাং 'দশ' সংখ্যাকাঃ। 'ক্ষিপঃ'। অঙ্গুলিনামৈতৎ (২.৫।৩)। অঙ্গুলয়ঃ 'মৃজন্তি' শোধয়ন্তি। ততঃ 'সপ্ত' সপ্তসংখ্যাকাঃ 'ধীতয়ঃ' হোত্রকাশ্চ ত্বাং 'হিন্বন্তি' স্ব স্ব-ব্যাপারৈঃ প্রীণয়ন্তি। তথা 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ স্তোতারশ্চ ত্বাং 'অনু অমাদিষুঃ' অনুমাদয়ন্তি। (৯অ—১খ—২সূ—৫সা)।

* * *

চতুর্থ (১১৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাহার অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্য্যা করে, সাতজন হোতা তোমাকে প্রীত করে, মেধাবীগণ তোমাকে প্রমত্ত করে।"

ব্যাখ্যাটী সোমরস সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যাকে তিন অংশে বিভক্ত করা যায়। আমরা এক এক অংশ করিয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

প্রথম অংশ "দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্য্যা করে" প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরস নামক মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করিবার যে প্রণালী বর্ণিত হয় উহা সেই বর্ণনার অন্তর্গত এক অংশ। প্রচলিত বর্ণনা এই, 'সোমলতাকে প্রস্তরের উপর নিষ্পীড়ন করিয়া তাহাকে অঙ্গুলি দ্বারা চটকাইতে হয়। তারপর তাহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া পবিত্র নামক মেষলোম নির্ম্মিত ছাকুনি দ্বারা ছাকিতে হয়'—ইত্যাদি। বর্ত্তমান ব্যাখ্যায় সেই নিষ্পীড়িত সোমলতাকে চট্‌কাইবার প্রণালীর উল্লেখ আছে। ব্যাখ্যায় তাই বলা হইতেছে,—'দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্য্যা করে।'

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এখানে সোমরস প্রস্তুত প্রণালীর কোনও উল্লেখ নাই অথবা এখানে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গও উঠে নাই। "দশক্ষিপঃ ত্বা মৃজন্তি" দশ অঙ্গুলি আপনাকে পরিমার্জ্জিত, পরিশোধিত করে,—উৎপাদন করে।—শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধেই এই মন্ত্রাংশ উচ্চারিত হইয়াছে। দশ অঙ্গুলি অর্থাৎ দুই হস্ত। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষের হৃদিস্থিত অমার্জ্জিত সত্ত্বভাব পরিশুদ্ধ হয়, পুনর্জ্জন্মলাভ করে। মানুষের মধ্যে সত্ত্বভাব আছেই; কিন্তু সৎকর্ম্মের দ্বারা অথবা জ্ঞানের সাহায্যে বিশুদ্ধ না হইলে, তাহা মানুষের কোন প্রয়োজন সাধন করে না। যখন সৎকর্ম্মবলে পবিত্রীকৃত হয়, তখন তাহাকে নূতনভাবে উৎপাদন করা হইল বলা যায়। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব তো আপনা-আপনিই বর্ত্তমান আছে। তাহাকে কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভের সহায়রূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। সাধকগণ আপনাদের সৎকর্ম্ম-প্রভাবে সেই সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন। হীরকাদি মণি যেরূপ খনি হইতে উত্তোলন করিয়া তাহাকে পরিষ্কৃত না করিলে ব্যবহারের উপযোগী হয় না, সত্ত্বভাবাদি মহামূল্য বস্তুও সেইরূপ অজ্ঞান হৃদয়ের অন্ধকারময় খনিতেই আবদ্ধ থাকে—যে পর্য্যন্ত না তাহার হৃদয়কে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলা হয়, যে পর্য্যন্ত না সৎকর্ম্মের দ্বারা তাহা পরিমার্জ্জিত হয়। এই মন্ত্রাংশে সেই পরিমার্জ্জনের কথাই আছে। খনিস্থিত রত্ন এবং ব্যবহারোপযোগী পরিষ্কৃত কর্ত্তিত রত্নকে যেমন দুই পৃথক বস্তু বলা চলে, বিশুদ্ধীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়াকে যেমন নূতন জন্মদান বলা চলে, সত্ত্বভাব-সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ভাবরাশি আছে তাহা উপযুক্ত চর্চ্চার অভাবে মৃতকল্প অবস্থায় থাকে, তাহা থাকিয়াও মানুষের কোন প্রয়োজনে আসে না। অন্ধকারে জন্ম লইয়া অন্ধকারেই থাকিয়া যায়। কিন্তু যদি সৌভাগ্য

বশে মানুষ সৎকর্ম্মে আত্মনিবেশ করেন, আপনার অন্তরস্থিত ভাবরাশির সম্যক পরিস্ফূর্ত্তি সাধনে যত্নবান হয়েন, তবেই উপযুক্ত সাধনা বলে। সৎকর্ম্মপ্রভাবে সেই ভাবকুসুমরাশি বিকশিত হয়, তাহার সৌরভে সাধকের—সমস্ত মানব জাতির মনঃপ্রাণ আমোদিত করে। সাধনার পূর্ব্বে, কর্ম্মের দ্বারা হৃদয় পবিত্র করিবার পূর্ব্বে যে বস্তুর অস্তিত্ব অজ্ঞাত ছিল, সাধন বলে কর্ম্মপ্রভাবে তাহা পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিলে তাহাকে ঐ বস্তুর নবজন্ম বলা যায়। মানুষ এমনিভাবে নূতন জন্ম—দেবজন্ম লাভ করে।

কোনও ব্যক্তিকে আমরা হয় তো নিতান্ত হীন, পাপী বলিয়া জানি। কিন্তু সৌভাগ্য-বশে, ভগবানের কৃপায় যদি সেই ব্যক্তি আপনার চিরাভ্যস্ত পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া সুপথে নিজকে পরিচালিত করে, সৎভাবে জীবনযাপন করিয়া ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করে, তখন কি তাহাকে কেহ সেই পাপী বলিয়া মনে করিবে? বাল্মীকিকে কি কেহ রত্নাকর দস্যু বলিয়া মনে করে? না কেহই তাহা করে না। রত্নাকর মরিয়াছে, বাল্মীকি নামক ঋষি তাহার চিতাভস্ম হইতে নূতন জন্মলাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রান্তর্গত "দশক্ষিপঃ মৃজন্তি" মন্ত্রাংশ সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। সদ্ভাব মানুষের মধ্যে থাকে বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ হইলে তাহা নূতন জন্মলাভ করে। তাই 'মৃজন্তি' পদের ব্যাখ্যায় আমরা "উৎপাদয়ন্তি" প্রতিশব্দ গ্রহণ করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যার দ্বিতীয়াংশ,—"সাতজন হোতা তোমাকে প্রীত করে।" সোম প্রস্তুত প্রণালী হইতে হঠাৎ এই মহিমা বর্ণনার কি কারণ ঘটিল বুঝা যায় না। আর সাতজন হোতাই বা আসিল কোথা হইতে? মন্ত্রে আছে 'সপ্ত ধীতয়ঃ'। 'ধীতয়ঃ' পদ জ্যোতিঃ অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু ব্যাখ্যাকার অর্থ করিয়াছেন হোতা। এই হোতার সংখ্যা-সম্বন্ধেও নানাবিধ মত প্রচলিত দেখা যায়। কোনও স্থলে হোতা তিন জন, কোথায়ও সাত জন আর কোথায়ও বা ষোল জন ঋত্বিকের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে ঋত্বিকের কোনও উল্লেখ নাই। 'হিম্বন্তি' পদে ভাষ্যকার প্রীণয়ন্তি অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু হিম্বন্তি পদে প্রীত করা অর্থ কিরূপে আসে তাহা বুঝা গেল না। আবার 'সাতজন হোতা তোমাকে প্রীত করে' এই বাক্যাংশই বা কি ভাব প্রকাশ করে? সোমকে সাতজন হোতা প্রীত করিবে কেন এবং কিরূপে। 'সোম' বলিতে প্রচলিত মতানুসারে মদ্য-বিশেষ বুঝায়। সুতরাং সোমরসই হোতাকে বা অন্য কোনও মানুষকে প্রীত করিবে—ইহাই সঙ্গত ধারণা। তাহা না হইয়া এখানে তাহার বিপরীত ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

'ধীতয়ঃ' পদ জ্যোতিঃবাচক। 'সপ্ত ধীতয়ঃ' পদদ্বয়ে সপ্তরশ্মিকে লক্ষ্য করে। পার্থিব জ্যোতিঃ দ্বারা ঐশী জ্যোতিঃকে লক্ষ্য করিতেছে। সপ্তরশ্মি দ্বারা জ্যোতিঃমণ্ডল গঠিত। তাই 'সপ্ত ধীতয়ঃ' পদদ্বয়ে সমগ্র জ্যোতিঃকে—বিশ্ব জ্যোতিঃকে বুঝায়। তাই উক্ত পদদ্বয়ে আমরা 'বিশ্বজ্যোতিঃ পরাজ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কারণ জ্ঞানই জ্যোতিঃর প্রকৃত আধার ও প্রতিরূপ।

প্রচলিত ব্যাখ্যার তৃতীয়াংশ আরও বিস্ময়কর। তাহা এই,—"মেধাবীগণ তোমাকে প্রমত্ত করে"। মদ্যই মানুষকে প্রমত্ত করে। মদ্যপান করিয়াই মানুষ মাতাল হয়,

কিন্তু মানুষ আবার মন্ত্রকে মাতাল করিবে কিরূপে? মন্ত্রের এই অংশের ব্যাখ্যাও সাধারণ প্রচলিত ধারণার বিপরীত ভাব প্রকাশ করিতেছে। ভাষ্যকারও এবম্বিধ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 'অনুঅমাদিষুঃ' পদে অর্থ করিয়াছেন,—'অনুমাদয়ন্তি'। কিন্তু তাহা কিরূপ বিসদৃশ অর্থ তাহা আমরা উপরেই বলিয়াছি।

'বিপ্রাঃ অনুঅমাদিষুঃ' পদদ্বয়ে আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি,—"সাধকাঃ ত্বাং প্রাপ্য পরমানন্দং লভন্তে"—সাধকগণ আপনাকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। মন্ত্রে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের ধারণা বর্ত্তমান মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। সাধকগণ আপনাদের কঠোর সাধনাবলে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়েন; সেই শুদ্ধসত্ত্বের কল্যাণে তাঁহারা পরমানন্দ-লাভের অধিকারী হয়েন।

মুক্তির পথে, পরমানন্দের পথে লইয়া যাইতে পারে শুদ্ধসত্ত্ব। হৃদয়ে এই পবিত্র বস্তুর আবির্ভাব হইলে মানুষের মন হইতে সর্ব্ববিধ দীনতা হীনতা দূরে পলায়ন করে' হীন কামনা বাসনা মনে স্থান পায় না। আকাঙ্ক্ষা পবিত্র হয়, পুণ্যজ্যোতিঃ হৃদয়কে আলোকিত করে। হীন বাসনা হইতেই দুঃখের সৃষ্টি হয়, দুঃখই সুখের—আনন্দের অন্তরায়। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই পরমানন্দ। বাসনা কামনা অপূর্ণ না থাকিলে নৈরাশ্যজনিত দুঃখ থাকে না। পবিত্র বাসনা বিশ্বমঙ্গল নীতি অনুসারে পূর্ণ হয়, সুতরাং পবিত্র-হৃদয় ব্যক্তিকে দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অধিকন্তু যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি আপনার অন্তর্দৃষ্টি-বলে মঙ্গলের পথ অবগত হয়েন, সুতরাং সেই পথে চলিয়া তাঁহার অনাবিল আনন্দই লাভ হয়। মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে—"বিপ্রাঃ অনুঅমাদিষু"। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের পার্থক্য কোন্ স্থানে এবং কেন পার্থক্য হয় তাহা উপরোক্ত আলোচনা হইতেই উপলব্ধ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। (৯অ—১খ—২সূ ৪সা)।*

পঞ্চমং সাম।

(প্রথমং খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১২৩ ১ ২৩ ১ ২র ৩ক ২র
দেবেভ্যস্ত্বা মদায় কং সৃজানমতি মেষ্যঃ।
১র ২র
সং গোভির্ব্বাসয়ামসি ॥ ৫ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক প্রথম অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মপ্রকাশিনী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'মেধ্যাঃ' (মেধধর্ম্মজনাঃ, সরলহৃদয়াঃ লোকাঃ ইত্যর্থঃ) 'দেবেভ্যঃ (দেবভাবপ্রাপ্তয়ে) তথা 'মদায়' (পরমানন্দলাভায়) 'কং' (সুখভূতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভিসৃজানং' (সম্যক্ উৎপাদয়ন্তি—তেষাং হৃদি ইতি শেষঃ); বয়ং ত্বাং 'গোভিঃ' (জ্ঞানৈঃ সহ) 'সংবাসয়ামসি' (সংস্থাপয়াম—হৃদি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ) সরলান্তঃকরণাঃ জনাঃ পরমানন্দং লভন্তে; বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—১খ—২সূ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সরলহৃদয় ব্যক্তিগণ দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য এবং পরমানন্দ লাভের নিমিত্ত সুখভূত তোমাকে তাঁহাদের হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে উৎপাদন করেন; আমরা যেন তোমাকে জ্ঞানের সহিত হৃদয়ে সংস্থাপন করিতে পারি। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সরলান্তঃকরণ ব্যক্তিগণ পরমানন্দলাভ করেন; আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)॥ (৯অ—১খ—২সূ—৫সা)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে সোম! 'কং' সুখভূতং 'ত্বা' ত্বাং 'দেবেভ্যঃ' দেবানাং 'মদায়' মদার্থং 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ পয়োভিঃ 'সংবাসয়ামঃ' সংস্থাপয়ামঃ। কীদৃশং? 'মেধ্যা' অবের্লোমানি দশাপবিত্ররূপেণ 'অভি সৃজানং' অভ্যন্তং সৃজন্তং দশাপবিত্ররূপেষু অবের্লোমসু বর্ত্তমানমিত্যর্থঃ॥ (৯অ ১খ—২সূ—৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (১১৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

যাঁহাদের হৃদয় সরল, যাঁহারা সহজ পথে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া চলেন, তাঁহাদের মোক্ষপ্রাপ্তিতে সহজে কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় না। সরল অন্তঃকরণে তাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন, সরলচিত্তে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থায় চলিতে প্রয়াস পান, সুতরাং ভগবান্ নিজেই পথপ্রদর্শক হইয়া তাঁহাদিগকে সন্মার্গে পরিচালিত করেন। তাঁহাদের হৃদয়ের পবিত্র সরল ভাবই তাঁহাদিগের পরম সাহায্যকারী হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস দৃঢ়, কুটবুদ্ধি কম, কাজেই হৃদয়ের সেই বিশ্বাস-শক্তি-বলে সহজেই তাঁহারা আপনাদের গন্তব্য-পথে চলিতে সমর্থ হয়েন।

আমাদের দেশে প্রচলিত একটী উপদেশ-বাণী—'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর'। এই মহাবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। প্রথমে দেখা যাউক, বিশ্বাস কি এবং কাহাদের হৃদয়ে

বিশ্বাস প্রবল ; এবং তর্কেই বা ভগবানকে দূরে রাখে কেন। আমরা দেখিতে পাইব সরল-অন্তঃকরণ ব্যক্তিদের হৃদয়েই বিশ্বাস অতিশয় প্রবল এবং তাঁহাদের ভক্তিও অতিশয় প্রখরা। এই বিশ্বাস, ভক্তি ও সরলতা পরস্পর পরস্পরের অনুগমনকারী। তাই সরলতার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে বিশ্বাস ও ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে,—সরল-হৃদয় ব্যক্তির মধ্যে ভক্তি-বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল এবং তাঁহারা অতি সহজেই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া পরাশান্তি প্রাপ্ত হয়েন। মন্ত্রের প্রথমাংশে তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ কি ?

যাঁহাদের হৃদয় সরল তাঁহাদের মধ্যে ভগবৎশক্তি অতি সহজেই স্ফূর্ত্তি লাভ করে। শিশুদের হৃদয়ে যেমন পাপচিন্তা হীন কামনা বাসনা থাকে না, তাহাদের হৃদয়ে যেমন সংসারের দুর্নীতি কুটিলতা প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে মলিন অপবিত্র করিতে পারে না, ঠিক সেইরূপ শিশুদের ন্যায় সরল-হৃদয় ব্যক্তিদের মনেও কোন কুটিলতা পাপচিন্তা প্রবেশ করিতে পারে না। কুটিলতার জন্ম হয়—সাংসারিক বাসনা কামনার এবং রিপুগণের আক্রমণের ঘাত প্রতিঘাতে। যাহাদের হৃদয় সরল ও পবিত্র তাহাদের মধ্যে সাংসারিক কামনা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের নির্ম্মল হৃদয়ে রিপুগণেরও কোন স্থান নাই।

সরল হৃদয়ের আরও একটী বিশেষ গুণ এই যে,—তাহাতে পবিত্র উপদেশ অতি সহজেই কার্য্যকরী হয়। তাহাদের হৃদয়ে বিশ্বাস অতিশয় প্রবল। জগতের কার্য্যাবলী ও ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে ভগবানের অপূর্ব্ব মহিমা সন্দর্শন করিয়া, ভগবানের চরণতলে তাঁহারা আপনাদিগকে বিলাইয়া দেয়, হৃদয়ের মধ্যে মলিনতা অপবিত্রতা না থাকায় ভগবন্মহিমা তাঁহারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। সুতরাং সেই মহিমা সন্দর্শন করিয়া ভগবানের করুণার প্রতি তাহাদের বিশ্বাস জন্মে। সরলান্তঃকরণ ব্যক্তিদের বিশ্বাস অতিশয় প্রবল হয়, কারণ তাহাদের মধ্যে কুটিলতাজনিত কুট তর্কের স্থান নাই। কাজেই তাহাদের মনে ভগবন্মহিমার অনুভূতি-জনিত ভক্তির সঞ্চার হয়। পাপ-কালিমা হইতে, সাংসারিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত হইতে মুক্ত থাকায় সেই ভক্তি শক্তিশালিনী এবং অনন্তমুখী হয়।

ভালবাসার, ভক্তির ধর্ম্ম—আপনাকে প্রিয়তমের সত্তার মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তিনি আপনাকে আর নিজের বস্তু বলিয়া মনে করেন না—তিনি একান্তভাবে আপনাকে প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে বিলাইয়া দেন। এই আত্মবিসর্জ্জনেই ভক্তের পূর্ণ পরিতৃপ্তি। নিজকে তিলতিল করিয়া সন্তানের মঙ্গলের জন্য বিলাইয়া দেওয়াতেই মাতা আপনার মাতৃত্বের চরম সার্থকতা মনে করেন। ভক্ত আপনার সর্ব্বস্ব তাহার প্রভুর কাজে, প্রভুর তৃপ্তির জন্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণানন্দ উপভোগ করেন। ইহা মানব-হৃদয়ের নিয়ম,—ইহা বিশ্বনীতি। সুতরাং যাঁহারা সরল-হৃদয় তাঁহারা বিশ্বনীতি-বশেই ভগবানেই আত্মবিসর্জ্জন করেন। হৃদয়ের সরলতা তাহাদিগকে সন্মার্গে পরিচালিত করে।

তাহার মূলে বিশ্বনীতির আরও গূঢ়তর কারণ বর্ত্তমান আছে। বিশ্ব ভগবৎশক্তির প্রকাশ। তাহার মধ্যে মূলতঃ কোন আবিলতা নাই। মানুষ মায়ামোহের বেড়াজালের মধ্যে পতিত হইয়া হীনতা মলিনতা-দুষ্ট হয়। যে পর্য্যন্ত মানুষ এই মোহমায়ার আবর্ত্তে পতিত না হয়, সে

পর্য্যন্ত সে আপনার মূল পবিত্রতাস রক্ষা করিতে পারে। সুতরাং অনায়াসেই ভগবানের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস জন্মে অথবা মূল ভক্তি-বিশ্বাস অব্যাহত থাকে। তাই শিশুদের সরলতা সাধক-মাত্রেরই প্রার্থনীয়। তাহাদের মধ্যে সংসারের কুটিলতা, মলিনতা প্রবেশ করিতে পারে না।

অপর পক্ষে কুটিলতা, কুট তর্ক মানুষকে সরলতা পবিত্রতা হইতে দূরে লইয়া যায়। আপনার মনগড়া যুক্তিতর্ক-জালে আপনি পতিত হইয়া দিগ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরিতে থাকে। নিজের কাজের, নিজের ভালমন্দ মতের সমর্থন করিবার জন্য অহঙ্কার বশে যুক্তি জাল বিস্তার করে; অনেক সময় আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হইয়া আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করে। নিজের গড়া যুক্তি-তর্কের সমর্থন করিতে করিতে তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়া যায়। সুতরাং মাকড়সার মত সে আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। মুক্তি তাহার পক্ষে সুদূর-পরাহত হইয়া যায়।

বাস্তব জগতেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। যাহারা সরলবিশ্বাসে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা ভগবৎকৃপায় কার্য্যে সফলতা লাভ করে, আর যাহারা যুক্তি-তর্কের পথে অগ্রসর হয়, তাহারা যুক্তি-তর্কের 'কসরৎই' শিখে, সত্যের সন্ধান পায় না। তাই ভক্ত সাধক বলেন,—"যদি এক কথায় বুঝিতে চাও, তবে এখানে এস;—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই সত্য হৃদয়ে ধারণ কর; আর যদি যুক্তি-তর্ক করিতে চাও তবে দূরে চলিয়া যাও।"

মন্ত্র বলা হইয়াছে,—"মেষ্যঃ দেবেভ্যঃ মদায় কং ত্বা সুজ্ঞানমতি" অর্থাৎ মেষধর্ম্মী ব্যক্তিগণই পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। এখানে 'মেষ্যঃ' পদ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা না করিলে ব্যাখ্যা পরিস্ফুট হইবে না। ভাষ্যকার উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন,—"অবেলোমানি দশাপবিত্ররূপেণ...।" ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোম-সম্বন্ধীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাই 'মেষ্যঃ' পদে মেষলোম-নির্ম্মিত দশাপবিত্র অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু 'মেষ্যঃ' পদে মেষধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করে। 'দশাপবিত্র' অর্থ করিতে গিয়া ভাষ্যকারকে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। শুধু তাহা নয়, এমন বিষম সমস্যায় পড়িতে হইয়াছে যে, তাহাতে সহজেই মন্ত্রার্থের সঙ্গতি-সম্বন্ধে সন্দেহ আসে। প্রথমতঃ মন্ত্রটীতে কোনও সোমরসের উল্লেখ আদৌ নাই। তাই মন্ত্রের সোমার্থক ব্যাখ্যা করিতে যাওয়ায় এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

যাহা হউক, আমরা মনে করি, উক্ত পদে সরলহৃদয় নিরীহ স্বভাব ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করে। যাঁহারা মেষের মত নিরীহ, যাঁহারা নিতান্ত সরল-হৃদয়, তাঁহারাই ভগবানের রাজ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারেন। দার্শনিক কূট তর্ক তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। সুতরাং তজ্জনিত সংশয়ও তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে পারে না। সরলতা ও নিরীহ প্রকৃতির উদাহরণ দিবার জন্যই মন্ত্রে 'মেষ্যঃ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের প্রথমাংশে এই নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। অপরাংশে শুদ্ধসত্ত্ব-লাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। "আমরা যেন পরাজ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি। আমরা পাপে হীন, মলিনতায় পরিপূর্ণ; আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক তোমার পদতলে স্থান দাও, প্রভো!" মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই পরিদৃষ্ট হয়।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্য ভাব দেখিতে পাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই,—"তুমি মেষলোম ও উদকে সৃষ্ট হইয়া থাক, আমরা দেবগণের মদার্থে তোমাকে গব্য দ্বারা মিশ্রিত করিব।" ব্যাখ্যা সোমরস-সম্বন্ধী; কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও প্রশ্ন উঠে যে,—সোমরস মেষলোম ও উদকে সৃষ্ট হয় কিরূপে? আমাদের পথ ভিন্ন এবং আমাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে উপরেই বিস্তৃত আলোচনা করা গিয়াছে॥ (৯অ—১৪খ—২সূ-৫সা)॥ *

—— * ——

ষষ্ঠং সাম।

(প্রথম খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
পুনানঃ কলশেষ্বা বস্ত্রাণ্যরুষো হরিঃ।
২ ৩ ১ ২
পরি গব্যান্যব্যত॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কলশেষু আ' (পাত্রেষু আসিচ্যমানঃ, হৃদয়ে নিহিতঃ ইত্যর্থঃ) 'অরুষঃ' (জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'গব্যানি' (জ্ঞানযুতানি) 'বস্ত্রাণি' (আচ্ছাদনানি, পাপাবরোধকানি ভক্ত্যাদীনি ইত্যর্থঃ) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অব্যত' (গচ্ছতি, প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ) সাধকান্ ইতি শেষঃ। নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন সাধকাঃ পাপনাশিকাং পরাভক্তিং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ ১৪খ—২সূ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হৃদয়ে নিহিত, জ্যোতির্ম্ময়, পাপহারক, পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানযুক্ত পাপাবরোধক ভক্ত্যাদিকে সর্ব্বতোভাবে সাধকদিগকে প্রাপ্ত করায়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সাধকগণ পাপনাশক পরাভক্তি লাভ করেন।)॥ (৯অ—১৪খ—২সূ—৬সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলে অষ্টম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'কলশেষু' দ্রোণকলশেষু আসিচ্যমানঃ 'অরুষঃ' আরোচমানঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ সোমঃ 'গব্যানি' গোসম্বন্ধীনি পয়ঃপ্রভৃতীনি 'বস্ত্রাণি' ঘাসাংসি 'পরি অব্যত' পর্য্যাচ্ছাদয়তি। (৯ম—১৪—২সূ-৬সা)।

* * *

ষষ্ঠ (১১৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে একটী অনন্ত সত্য বিবৃত হইয়াছে। তাহা আমরা আলোচনা করিতেছি। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলা প্রয়োজন।

নিম্নে মন্ত্রের একটী প্রচলিত বাঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"অভিষুত এবং কলশ মধ্যে নিষিক্ত দীপ্তিমান্ হরিৎবর্ণ সোম বস্ত্রের ন্যায় গব্যসমূহকে আচ্ছাদিত করিতেছে।" 'কলশ' শব্দে ভাষ্যকার দ্রোণকলশ-নামক পাত্রবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ মন্ত্রটীকে সোমরস-নামক মদ্য প্রস্তুত-সম্বন্ধীয় একটী বর্ণনারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সোমরস প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে,—সোমলতাকে ছেঁচিয়া চট্‌কাইয়া রস বাহির করতঃ তাহাকে জলসংযুক্ত করিয়া ছাঁকিয়া একটী কলশে রাখা হয়—সেই কলশের নাম দ্রোণকলশ। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার ভাব এই যে,—'দ্রোণকলশের মধ্যে যে সোমরসকে রাখা হইয়াছে সেই সোমরস।' অনুবাদকারও এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিবরণ-কারও সোমরস-সম্বন্ধীয় বর্ণনা বলিয়া মন্ত্রটীকে স্বীকার করিয়া লইলেও 'কলশ' শব্দের অন্য অর্থ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'কলশেষু' পদের অর্থ—"কলশ-সম্বন্ধিষু গ্রহচমসাদিষু।" তিনিও কলশকে একেবারে বাদ দেন নাই, তবে গৌণভাবে কলশকে ব্যাখ্যায় স্থান দিয়াছেন। সোমরস প্রস্তুত করিবার সময়কে ভাষ্যকার লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সোমরস পান করিবার সময়কে বিবরণকার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ত্রই সোমরস বর্ত্তমান।

ইহার পরের অংশে সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর আর এক অংশের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রচলিত ধারণা—সোমরসকে দুগ্ধ প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধি প্রভৃতির ন্যায় পান করা হইত। বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যায় তাহার আভাষ পাওয়া যায়। "গব্যানি পরি অব্যত বস্ত্রাণি" অংশের প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে,—সোমরস বস্ত্রের ন্যায় দুগ্ধ প্রভৃতিকে আচ্ছাদিত করিতেছে। অর্থাৎ দ্রোণকলশে পূর্ব্বেই দুগ্ধাদি রাখা হইয়াছিল, এখন সোমরসকে ছাঁকিয়া দুগ্ধভাণ্ডে রাখা হইতেছে। এবং সেই সোমরস দুগ্ধের উপর পড়িয়া তাহাকে ঢাকিয়া দিতেছে, তাহা দৃষ্টে মনে হইতেছে যেন, দুগ্ধাদির উপর কাপড়ের একটা আবরণ দেওয়া হইতেছে। সোমরস-প্রস্তুত সম্বন্ধে যে প্রচলিত মতবাদ আছে, তদনুসারে বিবরণকার ও ভাষ্যকারের মধ্যে ক সঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা বলা শক্ত। আমাদের সে সম্বন্ধে গবেষণা করিবার কোন

প্রয়োজনও নাই। কারণ, আমাদের ধারণা এখানে সোমরস নামক কোন দ্রব পদার্থের প্রসঙ্গ আদৌ নাই—তাহার প্রস্তুত বা ভক্ষণ-প্রণালী থাকা তো দূরের কথা। সুতরাং এসম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র প্রচলিত মত কি তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য এতটুকু লিখিতে হইল।

এখন আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, মন্ত্রে সোম-রসের কোনও প্রসঙ্গ নাই। 'কলশেষু' পদে হৃদয়কে লক্ষ্য করে তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং 'কলশেষু আ' পদদ্বয়ে 'হৃদি-স্থিত' ভাব প্রকাশ করে। এই উভয় পদ একত্রে শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদিস্থিত—মানুষের হৃদয়েই তাহা বর্ত্তমান আছে। বিশ্বের সর্ব্বত্রই শুদ্ধসত্ত্ব আছে এবং তাহার শক্তিতেই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু সেই সত্ত্বভাবকে বিশেষরূপে প্রবুদ্ধ করিতে না পারিলে তাহা মানুষের মঙ্গল-সাধন করিতে পারে না। মন্ত্রের মোটামোটি ভাব, শুদ্ধভাব মানুষকে ভক্ত্যাদি দান করিয়া তাহার পরম মঙ্গল সাধন করে। সেই সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়েই থাকে। বাহির হইতে আসিয়া মানুষকে অধিকার করিয়া বসে না। তবে সকল সময় কেন মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না? যদি মানুষের হৃদয়েই এই পরম মঙ্গলজনক বস্তু বর্ত্তমান আছে, তবে মানুষ বিপথে যায় কেন - কেন সে মঙ্গলের পথে চলে না? "কলশেষু আ' পদদ্বয়ের মধ্যে যে নিগূঢ় ভাব লুক্কায়িত আছে—এই প্রশ্নের উত্তর তাহার মধ্যে একটী।

মানুষের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু মানুষ যদি তাহাকে আপনার কাজে না খাটাইতে পারে তবে তদ্দ্বারা কোন কাজ হয় না। সিন্দুকের মধ্যে ধনরত্ন রাখিয়া দিলেই তাহা মানুষকে ধনী করিতে পারে না। সেই ধনরত্নের ব্যবহার না করিলে ধনের সার্থকতা নাই এবং ধনীরও ধনপ্রাপ্তির প্রয়োজন নাই। মানুষের হৃদয় বিশ্বের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। মনুষ্য-হৃদয়ে সমস্তই বর্ত্তমান আছে। সেই সকল প্রবৃত্তিকে শক্তিকে উদ্বুদ্ধ জাগরিত করিতে পারিলে, তাহাদিগকে উপযুক্তভাবে ব্যবহারে লাগাইতে পারিলে, মানুষই শক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে বাস্তব জগতে মানুষ তাহা করে না অথবা করিতে পারে না। আর করিতে পারে না বলিয়াই মানুষ অপূর্ণ। সেই অপূর্ণতাকে দূরীভূত করিবার জন্যই সাধনার প্রয়োজন।

মানুষের মধ্যে সত্ত্বভাব চিরবর্ত্তমান আছে সত্য, কিন্তু তাহা সিন্দুকের মধ্যস্থিত ধনরত্নের ন্যায় কাহারও কোন উপকারে আসে না—যে পর্য্যন্ত না তাহাকে বিশুদ্ধ পবিত্র করিয়া মোক্ষমার্গের সহায়করূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়, যে পর্য্যন্ত না সিন্দুকের তালা খুলিয়া ধনরত্নাদি ব্যবহার করা যায়। তাই "হৃদিস্থিত সত্ত্বভাব" দ্বারা ইহাই বলা উদ্দেশ্য যে, 'হে মানব! তোমার মধ্যেই অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার রহিয়াছে, আর এই রত্নভাণ্ডারের উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা তুমি নিজে পরমধনের অধিকারী হইতে পার। তোমার মধ্যে যে অমূল্য ধন আছে তাহাই তোমাকে পরাশক্তি দিতে পারে। তুমি সেই ধনের সংবাদ রাখ না মানব! তুমি "রাজার ছেলে কাঙ্গাল-বেশে, ঘুরছো কোথায় কাহার দ্বারে?" তুমি রাজরাজেশ্বরীর আদরের সন্তান, অনন্ত ধনের অধিকারী, তুমি কি না নিজের হৃদয় ভাণ্ডারের সংবাদ না রাখিয়া ভিক্ষুকের মত দীন

ভাবে কালযাপন করিতেছ! নিজের হৃদয় অনুসন্ধান কর, যে সত্ত্ব হৃদয়ে লুক্কায়িত আছে, তাহার সদ্ব্যবহার কর, ধন্য হইবে—কৃতার্থ হইবে।'

কিন্তু হৃদয়ে যে ধন আছে তাহা দ্বারা মানবের কি উপকার হইতে পারে? তাহাই বিশদী-কৃত করিবার জন্য মন্ত্র বলিতেছেন,—"গব্যানি বস্ত্রাণি পরি অব্যত" জ্ঞানযুক্ত ভক্ত্যাদি প্রদান করেন। মানুষের হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব আছে, যদি তাহার সম্যক্ ব্যবহার করা হয় তবে তদ্দ্বারা জ্ঞান-ভক্তি লাভ হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, জ্ঞান ভক্তি লাভ করিয়াই বা কি হইবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে মানবজীবনের স্বাভাবিক পরিণতি এবং চরম উদ্দেশ্য কি তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা প্রয়োজন। আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কার্য্য দ্বারা সময় কর্ত্তন করাই মানুষের চরম উদ্দেশ্য নয় এবং তাহা হইতে পারে না। পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী হইতে মানুষের একটা পার্থক্য আছে, এবং সেই পার্থক্য—ভগবৎপরায়ণতা। মানুষ যেমন আহার করে, খাদ্য না পাইলে বাঁচিতে পারে না, পশুপক্ষী এমন কি বৃক্ষাদি পর্য্যন্তও সেই নিয়মের অধীন। পশুপক্ষীও আহারাদি করিয়া থাকে। কিন্তু পশুপক্ষীর মত কেবল আহারাদি এবং একটুখানি শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইলে পশুপক্ষী হইতে মানুষের কি পার্থক্য রহিল? ভগবান নিশ্চয়ই মানুষকে বিশেষ কোন অতিরিক্ত শক্তি দিয়া বিশেষ কোন কর্ত্তব্য সাধনের জন্য পশুপক্ষী হইতে পৃথকভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা যদি বিশেষভাবে এই শক্তি ও কর্ত্তব্যের বিষয় আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, মানুষের হৃদয়ের শক্তিই সেই শক্তি এবং ভগবদারাধনা প্রভৃতি মহৎ কার্য্যই তাহার সেই কর্ত্তব্য।

কিন্তু এই কর্ত্তব্য সাধন হয় কিরূপে? ভগবান নিজেই সেই উপায় করিয়া দিয়াছেন। মানুষের হৃদয়ে যে জ্ঞানভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি দিয়াছেন তাহাদিগকে সম্যক্ভাবে পরিস্ফুট করিতে পারিলে মানুষ অনায়াসেই আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিবে। মানুষের হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব বিদ্যমান তাহার সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ হইলে জ্ঞান-ভক্তি প্রভৃতি সদ্বৃত্তিসমূহ জাগরিত ও বিকশিত হয়। অবশ্য অন্য উপায়ও আছে। বর্ত্তমান মন্ত্র এই উপায়ের কথাই বলিতেছেন—শুদ্ধসত্ত্বঃ "গব্যানি বস্ত্রাণি পরি অব্যত"—শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানযুক্ত ভক্তি প্রদান করেন।

সেই জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। ভক্তি দ্বারা ভগবদারাধনা হয়, জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। জ্ঞান ভক্তি ও শুদ্ধসত্ত্ব এই সমস্তই একত্রগ্রথিত। জ্ঞানের বলে মানুষ তাঁহাকে জানিতে পারে, তাঁহার স্বরূপ অবগত হয়। জ্ঞানালোকে মানুষ আপনার জীবনের চরম উদ্দেশ্য দেখিতে পায়, চরম পরিণতির সন্ধান পায়। সেই পরিণতি, সেই উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবানকে লাভ করাই মানুষের পরম প্রাপ্তি। জ্ঞান মানুষকে তাহা জানাইয়া দেয়।

মানুষ যখন জ্ঞানের বলে আপনার প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারে, যখন ভগবানের সেই অপার মহিমার বিষয় অবগত হয়, তখন আপনা-আপনি তাহার মাথা ভগবানের চরণতলে লুটাইয়া পড়িতে চায়। ভগবানের মহিমা শ্রবণ, তাঁহার অপরিসীম করুণার নিদর্শন দর্শনে মানুষ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। তাঁহার অপূর্ব্ব মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া কে না তাঁহার

প্রতি আকৃষ্ট হয় ? তাঁহার নামই তাঁহার প্রতীকরূপে মানবের হৃদয়ে রাজত্ব করিতে থাকে তাঁহার সেই মোহন বাঁশরীর তান শুনিয়া মানুষ কি স্থির থাকিতে পারে ? যাহার কা একবার সেই বাঁশরীর অমৃতময় আহ্বান প্রবেশ করিয়াছে, সেই ধনজনমান সর্ব্বস্ব পরিত্যা করিয়া সেই অপূর্ব্ব বংশীধারীর সন্ধানে চলিয়াছে। এখানে জ্ঞানও ভক্তির মিলন ঘটিয়াছে জ্ঞান সেই বংশীধারীর সংবাদ আনয়ন করে, আর ভক্তি তাঁহাকে ধরিবার জন্য আপনহার হইয়া ছুটে। এই আপনহারা ব্যাকুলতাই মানুষকে তাঁহার নিকটে লইয়া যায়—ভক্তির কা এখানেই। জ্ঞান তাঁহাকে জানে, ভক্তি তাঁহাকে আপনার করে। যেখানে জ্ঞান ও ভক্তি অপূর্ব্ব মিলন হয়, সোণায় সোহাগা সংযোগ হয়, সেখানেই স্বর্গ। সেখানেই ভগবানে আবির্ভাব। মন্ত্রে এই অবস্থা-প্রাপ্তিরই উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোমের সম্বন্ধসূচক মনে করিয়া তদনুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা উহাতে সোমের কোন সংস্র দেখিতে পাই না। আমাদের মনে হয়—মন্ত্রে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে। এ উভয়বিধ ব্যাখ্যার জন্য পার্থক্যের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী এবং হইয়াছেও তাই। ভাষ্যকা সোমপ্রস্তুত প্রণালীর সহিত মিল রাখিতে গিয়া 'বস্ত্রাণি' পদে অর্থ করিয়াছেন, 'বাসাংসি' এখানের বহুবচনটী বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। কাপড় অর্থে এখানে বহুবচন ব্যবহার করিবা কোন সার্থকতা নাই। বস্ত্র 'আবরণ করে' এই ভাবে আমরা 'পাপাবরোধকানি' অর্থ গ্রহ করিয়াছি। পাপাবরোধক জ্ঞানভক্তি প্রভৃতি সদ্বৃত্তিসমূহকে বহুবচনান্ত 'বস্ত্রাণি' পদে লক্ষ্য করে। 'হরিঃ' পদে আমরা সর্ব্বত্রই 'পাপহারকঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি বর্ত্তমান স্থলেও তাহার কোন অন্যথা দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য পদের অর্থ সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য। (৯অ ১৭–২সূ ৬সা)। *

—•—

সপ্তমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
মঘোন আ পবস্ব নো জহি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দো সখায়মা বিশ ॥ ৭ ॥

• • •

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) 'মঘোনঃ' (ধনবতঃ পরমধনপ্রাপকঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'বিশ্বা' (বিশ্বান, সর্ব্বান) 'দ্বিষঃ' (শত্রূন) 'অপজহি' (বিনাশয়সি); 'নঃ' (অস্মাকং) 'আ' (অভিমুখ্যেন, সম্যক্রূপেণ) তব ধনং 'পবস্ব' (প্রদেহি) তথা 'সখায়' (সখিত্বং, তব সখিত্বকাময়মানং মাং ইত্যর্থঃ) 'আ বিশ' (প্রাপ্নুহি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য প্রভাবেন সাধকাঃ রিপুজয়িনঃ ভবন্তি; তস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য অনুগ্রহেণ বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি – ইতি ভাবঃ। (২অ—১খ – ১সূ—৭সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! পরমধনপ্রাপক আপনি (সাধকের) সকল শত্রুকে বিনাশ করেন; আমাদিগকে সম্যক্রূপে আপনার ধন প্রদান করুন এবং আপনার সখিত্ব কামনাকারী আমাকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকগণ রিপুজয়ী হয়েন; তাঁহার অনুগ্রহে আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৯অ—১খ—১সূ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং॥

হে 'ইন্দো' সোম ! 'মঘোনঃ' ধনবতঃ 'নঃ' অস্মান 'আ' অভিমুখ্যেন 'পবস্ব' ক্ষর 'বিশ্বা' বিশ্বান্ 'দ্বিষঃ' দ্বেষ্ট্রীন 'অপ জহি' মারয় চ 'সখায়ং' মিত্রভূতমিন্দ্রং 'আবিশ' প্রাপ্নুহি। (৯অ - ১খ – ২সূ—৭সা)।

* * *

সপ্তম (১১৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমানে আলোচ্য মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা আছে।

আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সোম ! আমরা ধনবান, তুমি আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও, সমস্ত শত্রুকে বিনাশ কর, সখা (ইন্দ্রকে) লাভ কর।" এই অনুবাদ ভাষ্যানুসারী, সুতরাং এক সঙ্গে ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদের আলোচনা করা যাইতে পারে।

'মঘোনঃ' পদকে ভাষ্যকার ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত রূপে গ্রহণ করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন— 'ধনবতঃ' অর্থাৎ ধনীর। আবার উক্ত পদকেই 'নঃ' পদের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন,
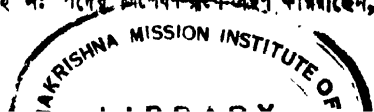
অথচ 'নঃ' পদের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে—দ্বিতীয়ান্ত বহুবচন 'অস্মান'। তদনুসারী বঙ্গানুবাদ—'ধনবান আমাদিগের'। প্রথমতঃ বহুবচনান্ত 'নঃ' পদের বিশেষণ হইয়াছে একবচনান্ত 'মঘোনঃ'; আবার বিভক্তি সম্বন্ধেও গোলযোগ ঘটাইয়া দ্বিতীয়ান্তের বিশেষণ করা হইয়াছে—ষষ্ঠ্যন্ত 'মঘোনঃ'। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, এই দুই পদের মধ্যে বচন ও বিভক্তি ব্যত্যয় হইয়াছে। এই রূপ-বিভক্তি ও বচন-ব্যত্যয় করিয়া যে অর্থ হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, আমরা ধনবান, আমাদিগের এই কাজ কর। প্রার্থনাটা যেন হুকুমের মতই শুনায় এবং তাহাতে "আমরা ধনবান্" বাক্য প্রার্থনার সহিত সামঞ্জস্যমূলক হয় নাই। বস্তুতঃ মন্ত্রের ভাব তাহা নহে।

মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ "সখা (ইন্দ্রকে) লাভ কর।" ব্যাখ্যার মধ্যে 'সখা' শব্দটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইন্দ্রকে—ভগবান্‌কে সখারূপে বর্ণন করা হইয়াছে। সাধক ভগবানকে সখারূপে—বন্ধুরূপে পাইতে চাহেন; ইহা উচ্চ সাধনার পরিচায়ক বটে; কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ। আমরা তাই 'মঘোনঃ' পদে ধনবতঃ, 'পরমধনপ্রাপকস্য সাধকস্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'মঘোনঃ' - ষষ্ঠী বিভক্তির একবচনের পদ। মন্ত্রের মূলভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া 'সাধকস্য' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। সাধকই প্রকৃত ধনবান্। তিনি সাধনার প্রভাবে ভগবদৈশ্বর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। মানুষ নিজে নিঃস্ব, ধনের কাঙ্গাল। আপনার বলিতে তাহার কিছুই নাই। সে যদি ভগবানের কৃপায় ধনলাভ করে, তবেই সে ধনী হইতে পারে। যাঁহারা সৌভাগ্যবান্—যাঁহারা প্রার্থনাশীল, তাঁহারাই ভগবানের পরমধনের অধিকারী হইতে সমর্থ হয়েন তাই মানব কিরূপে ধনলাভ করে, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই আমাদের মতে 'মঘোনঃ' পদের অর্থ হইয়াছে, "পরমধন প্রাপকঃ" অর্থাৎ ভগবান পরমধনপ্রাপক হয়েন। যে সাধক সেই পরমধন প্রাপ্ত হন, তিনিই প্রকৃত ধনী। যে ধনের দ্বারা মানুষের জীবনের সকল অভাব মোচন হয়, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে, তাহাই প্রকৃত ধন। অর্থ সম্পদের দ্বারা মানুষ অসার ভোগসুখে রত হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহার দ্বারা মানবজীবনের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় না। অসার ধন-সম্পত্তির প্রলোভনে পড়িয়া মানুষ ভ্রান্তপথে চলিতে থাকে। তাই সেই নিত্যধনের কথা ভুলিয়া যায়। ফলতঃ, মানুষ যাহাকে সাধারণতঃ 'ধন' বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাই অনর্থের মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অনেকেই ভ্রান্তির বশে কাঞ্চন ফেলিয়া কাচ সংগ্রহ করে। তাহাদিগকে—সেই সাধারণ মানবমণ্ডলীকে সাবধান করিয়া দিবার জন্যই 'মঘোনঃ' পদের সার্থকতা। 'মঘোনঃ' পদের মধ্যে মানুষের প্রকৃত উপকারক ধনের উল্লেখ আছে। সেই নিত্যধনের যাঁহারা অধিকারী, তাঁহাদিগকেই উক্ত পদে লক্ষ্য করিতেছে। তাঁহারাই প্রকৃত ধনী তাঁহাদের সেই ধন তাঁহাদিগকে জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনের পথে,—জীবনের চরম সার্থকতা লাভের পথে লইয়া যায়। তাঁহারা (পরমধন প্রাপ্ত সাধকগণ) সর্ব্ববিধ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েন। সেই সৌভাগ্য পার্থিব জগতের তথাকথিত উন্নতি নহে।

সেই সৌভাগ্যের বিষয় পরবর্ত্তী অংশে বর্ণিত হইতেছে। সেই সৌভাগ্য 'বিশ্বা শত্রূন্

অপজহি'—অর্থাৎ ভগবান্ তাঁহাদের সকল শত্রু বিনাশ করেন। যাঁহারা ভগবানের কৃপালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পরম ধনের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদের রিপুবিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অথবা রিপুনাশ ও পরমধন লাভ পরস্পর পরস্পরের অনুগামী। যাঁহারা ভগবদৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের রিপুর আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। অথবা যাঁহারা রিপুজয়ী, তাঁহারা অনায়াসেই ভগবানের পরম দান গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহাদের সেই শক্তি জন্মে। ইচ্ছা করিলেই বা চাহিলেই কোনও বস্তু পাওয়া যায় না। তাহা লাভ করিবার উপযুক্ততা থাকা চাই, এবং তাহা লাভ করিলে পর তাহা ধারণ করিবারও শক্তি থাকা প্রয়োজন। সেই শক্তি লাভ হয়—রিপুজয়ের দ্বারা। রিপুগণ মানুষকে পদে পদে বাধা দিতে পারে না, সুতরাং সাধকের তজ্জনিত শক্তি ক্ষয়ও হয় না। ভগবান্ কৃপা করিয়া যখন মানুষকে তাঁহার ধনের অধিকারী করেন, তখন তাহা রক্ষা করিবার উপায়ও দেন। তাই পরমধন দানের কথার পরই বলা হইতেছে,—তিনি সাধকের সকল শত্রুকে বিনাশ করেন। এই দস্যুতস্কর-দিগকে বিনাশ না করিলে, তাহারা সাধকের ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া লইবে। নিঃস্ব মোক্ষমার্গানুসারী পথিককে আলেয়ার আলো দেখাইয়া বিপথে লইয়া যাইতে পারে। তাই ধনদান করিয়া তাহা রক্ষার ব্যবস্থাও ভগবান করিয়া দেন।

ভগবানের এই অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করা হইতেছে,—হে দয়াল প্রভো! অগতির গতি তুমি। আমরা নিঃস্ব কাঙ্গাল আমাদিগকে তোমার পরমধন দানে কৃতার্থ কর। আমাদের এমন সাধ্য নাই যে, সাধনা আরাধনার দ্বারা তোমার প্রীতিসাধন করিব। হে দয়াময় প্রভো! কৃপা করিয়া তোমার অকৃতি সন্তানকে তোমার পরমধন দান কর। সাধকগণ তাঁহাদের সাধনা প্রভাবে তোমার কৃপা লাভ করেন; কিন্তু আমাদের তো সে শক্তি নাই!—তোমার দয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল। 'নঃ আ পবস্ব' আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক তোমার পরমধন প্রদান কর।

মন্ত্রের শেষাংশ আরও একটু গভীর ভাবময়। "সাখায়ং আবিশ"—আপনার সখিত্ব বন্ধুত্ব কামনাকারী আমাকে প্রাপ্ত হউন। আমি আপনার বন্ধুত্ব কামনা করি। জগতে যদি মানুষের কোনও প্রকৃত বন্ধু থাকে, তবে সেই জগবন্ধু—আপনি। বিপদে সম্পদে, সুখে দুঃখে সকল সময় সমভাবে মঙ্গলসাধন করা কেবল আপনারই কাজ। আপনি নিত্য সনাতন অব্যয় অক্ষয়। আপনার মধ্যে অপবিত্রতা মিথ্যা নাই - আপনি নিরঞ্জন। আপনি যদি কাহাকেও বন্ধুরূপে - সখারূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহার আর বিপদের ভয় নাই। কারণ, আপনি জগতের বন্ধু, বিপদের বন্ধু জগবন্ধু। আপনার আশ্রিত বন্ধুকে কখনই আপনি বিপদের সময় পরিত্যাগ করেন না। শুধু তাই নয়। আপনার বন্ধুত্ব লাভ করিলে আর বিপদের কোনও ভয় থাকে না। রোগ শোক দুঃখ তাপ আপনার আবির্ভাবে দূরে পলায়ন করে। আপনার পুণ্যস্পর্শে পাপী পুণ্যাত্মা হয়, রত্নাকর বাল্মীক হয়। আমাদের মত হীন পাপীও আপনার পদস্পর্শ লাভ করিলে উদ্ধার হইয়া যাইবে। আমরা যদি আপনার কৃপা লাভ করিতে পারি—আপনাকে আমাদের জীবনের একমাত্র চরম ও পরম বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের তো আর কোনও

ভাবনাই চিন্তা থাকিবে না। আমরা অনায়াসেই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিব। তাই আপনার সখ্য কামনা করিতেছি। আপনি আমাদিগকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাউন, সন্মার্গে পরিচালিত করুন; যেন মোহমায়ার ঘূর্ণাবর্তে পতিত হইয়া বিপথগামী না হই। আপনার বন্ধুত্বরূপ দুর্ভেদ্য বর্ম্ম যেন আমাকে ঘিরিয়া থাকে—পাপমোহের আক্রমণ যেন তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায়। আপনি সখারূপে আলিঙ্গন করিলে, আমাদের সর্ব্ববিধ পাপতাপ দূরে যাইবে, ত্রিতাপজ্বালা শান্ত হইবে, দুঃখের চির-অবসান হইয়া বিমলানন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। তাই আপনার স্নেহ-করুণা প্রার্থনা করিতেছি। জগবন্ধু, আমাদের বন্ধুরূপে হৃদয়ের সখা-রূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, আমাদের মানব-জীবন সার্থক হউক।"

মন্ত্রের মধ্যে ভারতীয় সাধনা-প্রণালীর একটী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মন্ত্রে ভগবানের সখিত্ব—বন্ধুত্ব লাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবানকে বন্ধুরূপে আপনার হৃদয়ে লাভ করা পরম সৌভাগ্যের এবং উচ্চাঙ্গের সাধনার পরিচায়ক। ভারতীয় সাধনা-প্রণালীতে শান্ত দাস্য সখ্য প্রভৃতি সাধনার পর্য্যায় আছে। পৃথিবীর অন্যান্য কোনও ধর্ম্মমতে এই স্তর বিভাগ নাই এবং এত উচ্চাঙ্গের সাধন-প্রণালীও নাই। অন্যান্য ধর্ম্মে দাস্য ভাবেরই প্রাধান্য, ক্বচিৎ কোথাও হয় তো বা শান্তরসের বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি রসের কোনও ধারণাই নাই। একমাত্র ভারতই স্তর-ভেদে সাধকের সাধনার স্তর নিরূপণ করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, এই প্রত্যেক রসকে আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে যে ভাবের ভাবুক, যে যে রসের সাধক, সে সেই প্রণালীই অবলম্বন করিবে। যার যতটুকু শক্তিতে কুলায়, সে ততটুকু করিবে,—স্তরবিভাগের ইহাই উদ্দেশ্য।

সাধনার স্তর হিসাবে সখ্যরস শান্ত ও দাস্য রসের উপরে অবস্থিত। অবশ্য যে কোনও রসের সাধনার দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভবপর হয়। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকের জন্য বিভিন্ন ভাব-প্রণালীর প্রয়োজন। শক্তি-বিকাশের তারতম্যের জন্য বিভিন্ন স্তরের সাধনার আবশ্যক। ভারতীয় সাধনা-প্রণালী সেই উপায় বিধান করিয়াছেন। সকল বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ভাবের সকল সাধককে এক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নাই। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব। (৯অ—১খ ২সূ—৭সা)।*

— — • — —

অষ্টমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩১র ২র ৩ ১ ২
নৃচক্ষসং ত্বা বয়মিন্দ্রপীতঁ স্বর্ব্বিদম্।
৩ ১ ২ ৩১র ২র
ভক্ষীমহি প্রজামিষম্ ॥ ৮ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'বয়ং' 'নৃচক্ষসং' (নৃণাং দ্রষ্টারং, সৎকর্ম্মসাধকানাং পরিচালকং ইতি ভাবঃ) 'স্বর্ব্বিদং' (সর্ব্বজ্ঞং) 'ইন্দ্রপীতং' (ইন্দ্রেণ, ভগবতা পীতং, গৃহীতং, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীতিসাধকং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) তথা 'প্রজাং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) তথা 'ইষং' (সিদ্ধিং) 'ভক্ষীমহি' (ভজেম, প্রাপ্নুয়াম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং তথা আত্মশক্তিং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—১খ-২সূ-৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধকদিগের পরিচালক, সর্ব্বজ্ঞ, ভগবানের দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ ভগবানের প্রীতিসাধক আপনাকে এবং আত্মশক্তি ও সিদ্ধি আমরা যেন লাভ করিতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব এবং আত্মশক্তি লাভ করি।)। (অ—,খ—,সূ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'নৃচক্ষসং' নৃণাং দ্রষ্টারং 'স্বর্ব্বিদং' সর্ব্বজ্ঞং 'ইন্দ্রপীতং' ত্বাং সেবমানা বয়ং 'প্রজাং' পুত্রাদিকাং 'ইষং' অন্নঞ্চ 'ভক্ষীমহি' ভজেম॥ (১অ—১খ—২সূ—৮সা)॥

* * *

অষ্টম (১১৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনার ব্যপদেশে শুদ্ধসত্ত্বের-ভগবৎশক্তির মহিমাও প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্ব 'নৃচক্ষস' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধকদিগের পরিচালক। মানুষের দুইটী দিক—অন্তর ও বাহির। অন্তরের প্রেরণায় বাহির অর্থাৎ শরীর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অন্তরই প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিয়ন্তা। অন্তর প্রভু, বাহির ভৃত্য, অন্তরের আজ্ঞামত—নির্দ্দেশ-মত বাহির অর্থাৎ শরীর কর্ম্ম করে, কিন্তু তাহা ভাল কি মন্দ তাহা বিবেচনা করিবার অধিকার বা শক্তি তাহার নাই। অন্তরই মানুষের পরিচালক, প্রবৃত্তির রাজা। তাই মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রে মনকে ইন্দ্রিয়দিগের রাজা বলা হইয়াছে। সেই রাজার হুকুম-মত সকল ইন্দ্রিয় পরিচালিত হয়।

কিন্তু এই মন বা সংস্কৃত-শাস্ত্রের 'মনস্'-ই একাধিপতি রাজা নহেন, একচ্ছত্র সম্রাট নহেন। তিনি রাজা-মাত্র, রাজার উপরেও সম্রাট্ আছেন—তিনি আত্মা। ভগবৎশক্তির অধিষ্ঠান হয়—এই আত্মায়। তিনি আত্মায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া মানুষকে দর্শন করেন পরিচালিত করেন।

ভাষ্যকার 'নৃচক্ষসং' পদে 'নৃণাং দ্রষ্টারং' অর্থ করিয়াছেন। এই অর্থ অসঙ্গত নয়। তবে এই অর্থের মধ্যে আরও একটী ভাব অন্তর্নিহিত আছে। হৃদয়ে থাকিয়া দর্শন করার অর্থই মানুষের কার্য্য পরিদর্শন করা, মানুষকে পরিচালনা করা। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাকে সৎপথে প্রবর্তিত করে। যাহাতে মানুষ কোনরূপ অন্যায় অপকর্ম্ম না করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করে। মানুষের হৃদয়ে যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উজ্জিত হয়, তখন তাহা সমগ্র সত্তা বিশুদ্ধ পবিত্র হয়। অন্তর পবিত্র হইলে বাহিরও পবিত্র হয়। অন্তরের প্রেরণা-বশে, আত্মার শক্তিবলে মানুষ কর্ম্ম করে। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে থাকিয়া যখন মানুষকে পরিচালিত করেন তখন মানুষ সৎপথেই চলে, কখনও বিপথে চলিতে সমর্থ হয় না। 'নৃচক্ষসং' পদের মধ্যে মানুষকে পরিচালনের এই ভাবটীও বর্ত্তমান আছে।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি তাহা মানুষের হৃদয়ে সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ করিলে, মানুষের হৃদয়ে বিবেক-জ্ঞানের ভাগবতী-শক্তির সহিত একত্রীভূত হইয়া যায়। তখন মানুষের সত্তায় শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তখন বিবেক-বাণীই মানবের একমাত্র পরিচালক হয়, অথবা তখন মানুষ যাহা করে, যাহা ভাবে তাহা সমস্তই পবিত্র হয়। অপবিত্রতার পথে মানুষের পদক্ষেপ করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব 'নৃচক্ষসং' অর্থাৎ সতর্ক প্রহরী-রূপে জাগরূক আছে সেই মহামূল্য ভাগবতী-শক্তি যখন মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়, তখন সেই শক্তি-প্রভাবে মানুষ স্বতঃই মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে থাকে।

সত্ত্বভাব—'ইন্দ্রপীতং'—ভগবান এই সত্ত্বভাবকে পান করেন, গ্রহণ করেন। মানবের হৃদয়ে যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপাদিত হয়, তাহাই ভগবদারাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপচার। পূজা আরাধনা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার। তাহাতে মনেরই প্রাধান্য। কেবলমাত্র মনকে সংযত করিবার জন্য, মনের একাগ্রতা সাধন করিবার জন্য বাহ্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন। নতুবা পুষ্প বিল্বদল অথবা নৈবিদ্য প্রভৃতির দ্বারা যথার্থ পূজা হয় না। প্রকৃত পূজার উপচার মানব হৃদয়ের বিশুদ্ধভাব। সেই শুদ্ধভাবরূপকুসুমাঞ্জলিই তিনি গ্রহণ করেন। তিনি বাহ্যাড়ম্বরে ভুলেন না। অন্তরের সংযোগ না থাকিলে বাহির নিতান্তই অকর্ম্মণ্য। তাই ভগবৎপূজার শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য—হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব।

এক্ষণে এই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের দুইটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। একটী 'নৃচক্ষসং' অপরটী 'ইন্দ্রপীতং'। প্রথম বিশেষণে বলা হইয়াছে—সত্ত্বভাব ভাগবতী শক্তি, উহা মানুষকে সন্মার্গে পরিচালিত করে; আর দ্বিতীয় বিশেষণের মর্ম্ম সত্ত্বভাব ভগবৎপূজার শ্রেষ্ঠ উপচার, ভগবান হৃদয়ের সত্ত্বভাব পাইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীত হয়েন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—যাহা ভাগবতী শক্তি, তাহাই তো ভগবৎপূজার উপচার! তবে তাহাতে মানুষের আর বাহাদুরী কি আছে! সত্যকথা মানুষের বাহাদুরী মোটেই নাই। তাঁহার দেওয়া জিনিষই তিনি গ্রহণ করেন। গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করা ব্যতীত উপায় নাই, অন্য জল তো কোথায়ও পাওয়া যায় না। সকলই যে তিনি! তাঁহার শক্তি, তাঁহার দেওয়া জিনিষ দিয়াই তিনি মানুষকে উদ্ধার করেন।

তবে এ পূজার অর্থ কি? এ কি একটা প্রাণহীন নিয়ম মাত্র? না, প্রাণহীন—

নিয়ম মোটেই নয়। ভগবানের শক্তি মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হইলে, মানুষ ক্রমশঃ ভগবদভিমুখী হয়। মানুষের মধ্যে দেবভাব, ভগবন্মহিমা আধিপত্য বিস্তার করে। ভগবানই তাঁহার প্রিয় সন্তানগণের মধ্যে তাহাদের পরমমঙ্গলের জন্য নিজের শক্তি বিকীর্ণ করেন শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়া মানুষকে সত্ত্বভাবময় করে, তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করে, সন্মার্গে প্রবর্ত্তিত করে। সুতরাং মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ ভগবদ্ভাবের বিকাশ ঘটে। তাহাই মানুষকে ভগবৎসাদৃশ্য, ভগবৎসামীপ্য প্রদান করেন। যখন মানুষের মধ্যে সর্ব্ববিধ ভগবৎ-শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে, তখন মানুষই দেবতা হয়েন। ভগবান্ তখন তাঁহাকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করেন। সাধক ভগবানে আত্মলীন হয়েন। ইহাই মোক্ষ, ইহাই মুক্তি। এই মুক্তি লাভের জন্য, ভগবৎসামীপ্য লাভের জন্যই মানুষ কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হয়।

শুদ্ধসত্ত্বের আরও একটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা—'স্বর্ব্বিদং' অর্থাৎ স্বর্গসম্বন্ধীয় জ্ঞান যাহার আছে সর্ব্বজ্ঞ। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি, ভগবান হইতেই সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়ে আগমন করে। হয় তো মানুষের কর্ম্মদোষে তাহা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় লুক্কায়িত লুপ্ততেজ অবস্থায় থাকিতে পারে। কিন্তু মূলতঃ তাহা ভগবৎশক্তি এবং এই মলিনতা হইতে উদ্ধার পাইলে তাহা আবার পূর্ণশক্তি ধারণ করিতে সমর্থ হয়। সেই বিশুদ্ধ অবস্থায় তাহাই মানুষকে পরাজ্ঞান প্রদান করে। তাহার মলিনতা কাটিয়া গেলে, তাহা আবার বিশুদ্ধ কাঞ্চন—কোনও ক্ষয়নাশ হয় না। স্বর্লোক হইতে আগত, স্বর্লোকের অধিবাসী—সর্ব্বজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে পরাজ্ঞান প্রদান করিয়া ধন্য করিতে সক্ষম। 'স্বর্ব্বিদং' পদে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

প্রার্থনার মধ্যে এই পরমমঙ্গলদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব এবং তদনুসঙ্গিক আত্মশক্তি ও পরাসিদ্ধি-লাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হইলে এবং হৃদয়ে তাহা বিধৃত হইলে সাধকের আত্মশক্তি স্বতঃই লাভ হয়। পরমসত্ত্ব শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে মানুষের সকল সদ্বৃত্তিই বিকাশ লাভ করে। সুতরাং তাহার শক্তির সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধিত হয়। আত্মশক্তি আত্মার কার্য্যকরী শক্তি। আত্মায় যখন ভগবৎশক্তির আবির্ভাব হয়, তখন মানুষ নিজের মধ্যে অপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার অনুভব করিতে পারে। বিশ্বাত্মা হইতে মানবাত্মায় শক্তি সঞ্চার হয়। তাহার বলেই মানুষ শক্তিশালী হয়। সর্ব্ববিধ হীনতা দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়। উহাই আত্মশক্তির ক্রিয়া। সেই আত্মশক্তি লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'ইষং' পদের অর্থ 'সিদ্ধি' অর্থাৎ সর্ব্ববিধ কার্য্যের সম্পূর্ণ ফললাভ করা। যাহার অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহার আত্মশক্তি বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার সৎকার্য্যে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ভিন্নভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"তুমি নেতাগণের দর্শক, এবং সর্ব্বজ্ঞ, ইন্দ্র পান করিলে আমরা তোমায় পান করি, আমরা যেন সন্তান ও অন্ন লাভ করি।"

প্রচলিত ব্যাখ্যায় সোম-রসের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে ; অর্থাৎ সাধক যেন সোমরসকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন এবং তাহার মাহাত্ম্য খ্যাপন করিতেছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা কতটুকু সঙ্গত, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মন্ত্রের ব্যাখ্যার প্রথম অংশ—"তুমি নেতাগণের দর্শক ও সর্ব্বজ্ঞ।" শব্দার্থের দিক দিয়া ব্যাখ্যায় কোনও গোলযোগ হয় নাই। কিন্তু সোমরসের প্রসঙ্গে এই ভাব কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? সোমরস 'সর্ব্বজ্ঞ' হয় কিরূপে? মদের আবার চেতনাচেতন কিরূপে সঙ্গত হয়? মদের আবার জ্ঞান থাকে কিরূপে? শুধু তাই নয়, তিনি নেতাগণের অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধকগণের দর্শক। সোমরস নামক মত্ত সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষণে সোমকে মাদক-দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোনও উচ্চ অঙ্গের সামগ্রী বলিয়া মনে হয় না কি?

তার পরের অংশ "ইন্দ্র পান করিলে আমরা তোমায় পান করি।" মূলে আছে—'ইন্দ্রপীতং ভক্ষিমহী'। তাহা হইতেই অর্থ হইল—"ইন্দ্রপান করিলে আমরা তোমায় পান করি।" 'ভক্ষীমহি' পদের যদি 'পান করি' অর্থ করা হয়, তাহা হইলে, ঐ ক্রিয়া-পদের অন্য দুইটি কর্ম্মের 'প্রজাং' এবং 'ইষং' পদদ্বয়ের কি অর্থ করা হইবে? 'প্রজা' এবং 'ইষ' কে কি পান করা হইবে? একে তো সোমরসের প্রসঙ্গ, তার উপর ভক্ষণার্থক ধাতু; সুতরাং একেবারে সোমপান না করাইয়া থাকা অসম্ভব। যাহা হউক, উক্ত পদসমূহে কি ভাব প্রকাশ করে, তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (৯অ—১খ—২সূ - ৮সা)। *

—— • ——

নবমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। নবমং সাম)।

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
বৃষ্টিং দিবঃ পরি স্রব দ্যুম্নং পৃথিব্যা অধি।
১ ২ ৩ ১ ২
সহো নঃ সোম পৃৎসু ধাং ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ) 'বৃষ্টিং' (অমৃতধারাং) 'পরিস্রব' (সম্যক্‌রূপেণ বর্ষয়) ; 'পৃথিব্যা অধি' (পৃথিব্যোপরি, যদ্বা—পৃথিব্যাং সর্ব্বেষাং জনানাং মধ্যে ইত্যর্থঃ) 'দ্যুম্নং' (দিব্যজ্যোতিঃ, যদ্বা - পরমধনং, প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ ; 'পৃৎসু' (রিপুস

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

গ্রামেষু) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সহঃ' (বলং, আত্মশক্তিং) 'ধাঃ' (প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন দিব্যজ্যোতিঃ লভেম রিপুজয়িনঃ ভবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—১খ—২সূ—৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! দ্যুলোক হইতে অমৃতধারা সম্যক্‌রূপে বর্ষণ কর; পৃথিবীর উপরে অর্থাৎ পৃথিবীর সকল ব্যক্তির হৃদয়ে দিব্যজ্যোতিঃ অথবা পরমধন প্রদান কর; রিপুসংগ্রামে আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে দিব্যজ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করি এবং রিপুজয়ী হই।)। (৯অ—১খ—২সূ—৯সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্য।

হে 'সোম'! ত্বং 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'বৃষ্টিং' বর্ষং 'পরিস্রব' পরিতো বর্ষ, 'পৃথিব্যাং অধি'। অধীতি সপ্তম্যর্থানুবাদী। 'দ্যুম্নং' অন্নঞ্চ উৎপাদয়েতি শেষঃ। 'নঃ' অস্মাকং 'সহঃ' বলং 'পৃৎসু' সংগ্রামেষু 'ধাঃ' দেহি। (৯অ-১খ-২সূ—৯সা)।

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

* * *

নবম (১১৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই প্রার্থনা আছে; তবে দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনার মধ্যে একটী বিশেষত্ব আছে। তাহা—প্রার্থনার বিশ্বজনীন ভাব। আমরা ক্রমশঃ মন্ত্রের প্রত্যেক অংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমেই আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি। তাহা হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের ব্যাখ্যার পার্থক্য অনুভূত হইবে। সেই অনুবাদটী এই, "হে সোম তুমি দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর; (ধন) উৎপাদন কর; সংগ্রামে আমাদের বল দান কর।"

ভাষ্যকার প্রভৃতিও মন্ত্রটিকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অংশ "তুমি দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর।" সোমকে সম্বোধন করিয়া এই প্রার্থনা করা হইয়াছে। সোম অর্থাৎ সোমরস নামক মদ্য কিরূপে দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করিবে, তাহা বুঝা আমাদের সাধ্যাতীত। এই প্রসঙ্গে কয়েকটী সমস্যার উদ্ভব হয়।

প্রথম কথা এই যে, সোমরসের বৃষ্টি-বর্ষণ করিবার ক্ষমতা আসিল কোথা হইতে। যজ্ঞাদির সময় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইলে তাহা সূর্য্যে নীত হয়; তার পর "আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টিঃ" ততঃ অন্নঃ ততঃ প্রজা" অর্থাৎ আদিত্য - সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয় এবং সেই বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয় অথবা বাঁচিয়া থাকে। এই ব্যাখ্যার একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তিও প্রদর্শিত হয়। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে তাহা হইতে যে বিশেষ রকমের বাষ্প উদ্গত হয়, তদ্দ্বারা মেঘ সঞ্চারের সহায়তা করে; সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। যাহা হউক, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যদিও তাহার মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান হয় না। "ততঃ অন্নঃ ততঃ প্রজা" এই বাক্যাংশের এরূপ অন্বয় করা হয় যে, তাহাতে মনে হয় অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়। এই অন্বয় সত্য হইলে 'অন্ন' শব্দের একটা বিশেষ অর্থ (প্রচলিত অর্থ হইতে পৃথক) দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে 'বৃষ্টি' হইতে 'অন্ন' হয় - এ কথারও প্রচলিত ব্যাখ্যায় কোনও সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে 'বৃষ্টি' 'অন্ন' 'প্রজা' প্রভৃতি শব্দের গূঢ়ার্থ বাহির করা প্রয়োজন। আমরা এসম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

যাহা হউক, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি সম্বন্ধে যেমন একটা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, সোমের বৃষ্টি-প্রদান সম্বন্ধে তেমন কোনও ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রচলিত ব্যাখ্যামতে 'সোমকে' সোমলতানামক একপ্রকার উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত মাদকদ্রব্য বলিয়াই বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে এমন সব অদ্ভুত বিশেষণ প্রয়োগ করা হয় যে, আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বর্ত্তমান মন্ত্রের কথাই ধরা যাউক। বর্ত্তমান মন্ত্রে বলা হইতেছে যে,—সোম বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সোমরস নামক মদ্য কিরূপে দ্যুলোক হইতে বৃষ্টিবর্ষণ করিবে? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মন্ত্রান্তর্গত এই পদসমূহের কোন গূঢ়ার্থ আছে।

আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি যে, 'সোম' পদের অর্থ সোমরস নামক কোনও প্রকার মাদকদ্রব্য নয়। সোমের এমন কতকগুলি বিশেষণ বেদমন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা দৃষ্টে হঠাৎ মনে হয়—বুঝি বা সোমের মাদকতা শক্তি আছে; সোমরস পান করিয়া বুঝি বা মানুষ মাতাল হয়। কথাটা কিয়ৎপরিমাণে সত্য। সোমরস পানে মানুষ মাতাল হয় সত্য; কিন্তু মদখোর মাতাল নয়। বেদের অন্যত্র সোমরস ও মদ্যের পার্থক্য বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সোমরস যে মদ নয়, তৎসম্বন্ধে বেদমন্ত্রই প্রমাণ।

তবে সোমপানে মানুষ মাতাল হয় কিরূপে? শুধু মাতাল হয় না, ভগবানকেও তাহা নিবেদন করে। এই শেষের কথাটা বিশেষ-ভাবে প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে। যে সোমপানে মানুষ মাতাল হয়, সেই সোম ভগবানকেও নিবেদন করে। মানুষ একেবারে অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত না হইলে ভগবানকে স্বর্ণ মদ্য পান করিবার জন্য আহ্বান করিতে পারে না, এবং শতমুখে মদের গুণকীর্ত্তন করিতে পারে না। আমাদের মনে হয় অতি হীন শ্রেণীর মাতালও বোধ হয় এ কথা বেশ বুঝিতে পারে যে, মদখাওয়া, মাতাল হওয়া অতিশয় হীন কাজ এবং মদও অতি হেয় পদার্থ। কিন্তু বেদে সোম-সম্বন্ধে যেরূপ উচ্চভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সোমকে মদ্য বলিয়া মনে করিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। সোম

অমৃতস্বরূপ সোম হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে, দেবগণ সৃষ্ট হইয়াছেন, সোম জগৎকে ধারণ করিয়া আছে—ইত্যাদি সোম-সম্বন্ধীয় অতি উচ্চভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ মহাশক্তি-সম্পন্ন বস্তু কি মন্ত ?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সোমরস সাধারণ মদ্য নয়, তবে তাহা পান করিয়া যোগী ঋষিগণ মাতাল হইতেন, পরমানন্দে বিভোর হইতেন—এ কথা সত্য। এই পরম বস্তু, যাহা মানুষকে চিদানন্দরসে বিভোর করিয়া দেয়, তাহা ভগবৎশক্তি—ভগবানের চরণামৃত। তাহা লাভ করিতে পারিলে মানুষ অমর হয়, তাহার ত্রিতাপজ্বালা দূরে যায়, সে ধন্য হয়। ভগবৎসাধনা দ্বারা চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা সাধিত হইলে মন তদ্গতভাব অবলম্বন করে, তাহার হৃদয়ে ভগবানের শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত ও পরিস্ফুট হয়। সেই ভাবের নেশায় মানুষ আপনার 'আমিত্ব' পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, সেই পরমানন্দের অমৃত হ্রদে আপনাকে ডুবাইয়া রাখে। বাহ্যজগতে তাহার অস্তিত্ব থাকে না; সে সেই দেবভাবে বিভোর থাকে, ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিয়া আপনাকে ভগবচ্চরণে বিলাইয়া দিবার প্রচেষ্টায় সে জগতের অন্য সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যায়। মাতাল যেমন তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিয়া যায়, সে কি করিতেছে তাহার জ্ঞান থাকে না, এই ভাবের পাগলদের বা মাতালদের অবস্থাও বাহ্যতঃ কতকটা একরূপই দেখায়। তাঁহারাও তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিয়া যান, বহির্জ্জগৎসম্বন্ধীয় কাজকর্ম্ম কি করিতেছেন বা না করিতেছেন তাহার কোনও জ্ঞান থাকে না। তাঁহারা সেই পরম স্বর্গীয় নেশায়ই ভরপুর থাকেন। তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সোম বলিতে সোমরস নামক কোনও মদ্য নয়। তাহা ভগবৎশক্তি, ভগবানের চরণামৃত।

'বৃষ্টিঃ' পদ সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য এই যে, উহা দ্বারা বারিধারাকে, যাহা দ্বারা শস্যাদি উৎপাদনে সাহায্য হয়, তাহাকে লক্ষ্য করে না। সত্ত্বভাব মানুষকে অমৃত প্রদান করে, অমৃত বর্ষণে মানবের হৃদয় শান্ত শীতল হয়। মানুষ অমৃতই প্রার্থনা করে; সে অমৃত হইতে আসিয়াছে, নিজে অমৃত হইতে চায়। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে সেই অমৃতত্বের পথে লইয়া যায়। তাই শুদ্ধসত্ত্বের নিকট অমৃত প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির দ্বিতীয় অংশ "(ধন) উৎপাদন কর"। এই অংশের সহিত আমাদের ব্যাখ্যার বিশেষ কোনও অনৈক্য নাই। তবে মন্ত্রের মূল ভাবের সহিত লক্ষ্য রাখিয়া আমরা "প্রযচ্ছ" ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করাই সঙ্গত মনে করিয়াছি।

ব্যাখ্যার তৃতীয় অংশ—"সংগ্রামে আমাদের বল দান কর।" শব্দগত পার্থক্য থাকিলেও মূলভাবের সহিত অনেকটা ঐক্য আছে। 'সহঃ' পদে, শক্তিকে—আত্মশক্তিকে লক্ষ্য করে। আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু শব্দের পার্থক্যে বিশেষ কিছু আসে যায় না। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে আত্মশক্তি প্রদান করে। আত্মশক্তিই মানুষের প্রকৃত আবাসস্থল। মানুষ যদি আত্মস্থ হয়, যদি তাঁহার নিজের শক্তির উপর দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলেই সে প্রকৃত বাসস্থান লাভ করে। সুতরাং আত্মশক্তিকে যদি বাসস্থান বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে খুব অন্যায় হয় না।

মন্ত্রের মধ্যে 'সোমকে' সম্বোধন করিয়া যে সকল প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহা

স্পষ্ট হইবে যে, যেকোনও মদ্যকে সম্বোধন করিয়া অত্যন্ত মাতালও এই সকল প্রার্থনা করিতে পারে না। প্রার্থনার সার মর্ম্ম কি?—সোমরস যেন আমাদিগকে অমৃত প্রদান করে। মদ্য অমৃত অমরত্ব প্রদান করিবে কিরূপে? সে যে নিজে মৃত্যুর দূত। তাহার সংস্পর্শে আসিলে দেবতাও পতিত হয়েন, মানুষ পশুত্ব লাভ করে। এমন যে ভীষণ পদার্থ তাহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে—'অমৃত'! সুতরাং অতি সাধারণ দৃষ্টি লইয়া বিষয়টী পর্য্যবেক্ষণ করিলেও ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, সাধারণ মদ্যের কোনও প্রসঙ্গই এখানে উঠিতে পারে না। আর মদ্যের কোনও এখানে প্রসঙ্গও নাই।

প্রার্থনার দ্বিতীয় বস্তু দিব্যজ্যোতিঃ এবং পরমধন। যে নিজে অন্ধকারের অধিবাসী, নারকীয় ব্যাপারের সহচর, সেই বস্তু কিরূপে যে মানুষকে দিব্যজ্যোতিঃ অথবা পরমধন দিবে তাহা বুঝা যায় না। যাহা নিজে পরম জ্যোতির্ম্ময়, তাহাই মানুষের হৃদয়ে জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতে পারে। সুতরাং এখানেও মদ্যের কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে না।

তৃতীয় প্রার্থনা—আবাসস্থান অথবা আত্মশক্তি। মদ্যের মত মানুষের শক্তি-নাশকারী কোনও বস্তু জগতে নাই। মানুষকে পশুতে পরিণত করিতে পারে—মদ্য। সেই মদ্যের নিকট মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ আত্মশক্তি প্রার্থনা করিতেন, তাহা মনে করিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়।

যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। ৯।

—— • ——

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সোমঃ পুনানো অর্ষতি সহস্রধারো অত্যবিঃ।
৩ ১র ২র ২
বায়োরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥ ১ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুনানঃ' (পাবকঃ, পবিত্রকারকঃ) 'সহস্রধারঃ' (বহুধারোপেতঃ, প্রভূতশক্তিসম্পন্ন ইত্যর্থঃ) 'অত্যবিঃ' (অতিজ্ঞানযুতঃ, পরাজ্ঞানযুতঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'বায়োঃ' (আশুমুক্তিদায়কস্য দেবস্য) তথা 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য) 'নিষ্কৃতং' (সংস্কৃতং স্থানং, তয়োঃ সান্নিধ্যং ইতি ভাবঃ) 'অর্ষতি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকং ভগবৎসামীপ্যং প্রাপয়তি ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ ২খ—১সূ—১সা.)।

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ ।

পরিত্রকারক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব আশুমুক্তিদায়ক দেবতার এবং ইন্দ্রদেবের সংস্কৃত-স্থান অর্থাৎ তাঁহাদের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত করান।)। (৯অ—২খ—১সূ—১শা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

অয়ং 'পুনানঃ' পাবকঃ 'সোমঃ' 'অর্ষতি' গচ্ছতি। কীদৃশোঽয়ং ? 'সহস্রধারঃ' অপরিমিতধারঃ 'অত্যবিঃ' অবি শব্দেন তল্লোমান্যুচ্যন্তে; অবের্লোমভির্নিষ্পাদিতং দশাপবিত্রমিত্যর্থঃ, তদতিক্রম্য গচ্ছতীত্যত্যবিঃ। কিমর্থং ? 'বায়োঃ' 'ইন্দ্রস্য' চ পানায়েতি শেষঃ। কিম্প্রতি ? 'নিষ্কৃতং'। নিরিত্যেষঃ সমিত্যেতাস্মিন্নর্থে। সংস্কৃতং পাত্রং প্রতি ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১১৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সত্ত্বভাব ভগবৎসামীপ্য লাভ করায় অর্থাৎ যে সাধকের হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। মন্ত্রের ইহাই সার মর্ম্ম।

প্রথমতঃ মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে। সেই ব্যাখ্যাটী এই,—"অপরিমিত ধারাবিশিষ্ট পাবক সোম দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া বায়ু ও ইন্দ্রের পানার্থ সংস্কৃত পাত্রে গমন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যাটী ভাষ্যানুযায়ী। সুতরাং ভাষ্য ও ব্যাখ্যা উভয়েরই একত্র আলোচনা করা যাইবে।

'সহস্রধারঃ' পদে 'অপরিমিত ধারঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমাদের মতও তাহাই। কিন্তু এই প্রতিশব্দ দ্বারা বিষয়টী পরিষ্কার হয় নাই। 'সহস্রধারঃ' পদে অসীমশক্তিকে লক্ষ্য করে, আমরা তাই উক্ত পদে 'প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অত্যবিঃ' পদে দুইটী শব্দ আছে 'অতি' এবং 'অবিঃ'। অবিঃ পদে,—'জ্যোতিঃ' 'জ্ঞান' অর্থ প্রকাশ করে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। 'অতি জ্ঞান' অর্থাৎ পরাজ্ঞানকেই 'অত্যবিঃ' পদে লক্ষ্য করিতেছে। 'নিষ্কৃতং' পদের অর্থ 'সংস্কৃতং স্থানং'। ভগবৎসামীপ্যের মত পবিত্র স্থান আর কোথায় হইতে পারে ? তাই বর্ত্তমান মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ হয়,—'বায়ু ও ইন্দ্রদেবের সামীপ্যে লইয়া যান অর্থাৎ সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে।

মন্ত্রের মূল মর্ম্ম এই যে,—যাঁহারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা সেই শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে ভগবৎসামীপ্য লাভ করেন। কারণ পবিত্র বস্তু পবিত্রতার প্রতীকের দিকেই

গমন করে। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবানের দিকেই মানুষকে পরিচালিত করে। যাঁহার মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হয়, পবিত্র হয়, তাঁহার চিন্তা ও কর্ম্ম পবিত্র হয়। সুতরাং পবিত্রতা-স্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদ-সম্বন্ধে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। সেখানেই তাহা যথাযথ বিবৃত হইয়াছে। (৯অ—২খ-১সূ—১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
পবমানমবস্যবো বিপ্রমভি প্রগায়ত।
৩ ২ ৩ ১ ২
সুষ্বাণং দেববীতয়ে॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অবস্যবঃ' (রক্ষণকামাঃ, পরিত্রাণপ্রার্থিনঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) যূয়ং 'দেববীতয়ে' (দেবত্ব-প্রাপ্তয়ে, দেবভাবং প্রাপ্তুং ইতি ভাবঃ) 'পবমানং' (পবিত্রকারকং) 'বিপ্রং' (মেধাবিনং জ্ঞানিনং, জ্ঞানস্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'সুষ্বাণং' (অভিষূয়মাণং, পবিত্রং) পরমদেবং 'অভি' (অভিমুখেন) 'প্রগায়ত' (প্রকৃষ্টরূপেণ স্তুত) ভগবন্তং আরাধয়ত ইতি ভাবঃ। আত্মোদ্বোধন-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—২খ-১সূ-২সা)

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরিত্রাণপ্রার্থী হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য পবিত্রকারক জ্ঞানস্বরূপ পবিত্র পরমদেবের অভিমুখে প্রকৃষ্টরূপে স্তুতি কর, অর্থাৎ ভগবানকে আরাধনা কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই।)॥ (৯অ—২খ—১সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (৭ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণভাষ্যং।

হে 'অবস্যবঃ' রক্ষণ-কামাঃ! উদ্গাতারো যূয়ং 'পবমানং' শোধকং 'বিপ্রং' বিশেষেণ দেবানাং প্রীণয়িতারং বিপ্রবদ্‌বুদ্ধং বা। অথবা বিপ্রইতি মেধাবিনামসু (নিঘ০ ৩।১৫।১) মেধাবিনং। 'দেববীতয়ে' দেবপানায় 'সুষ্বাণং' অভিষূয়মাণং সোমং 'অভি' আভিমুখ্যেন 'প্রগায়ত' প্রকর্ষেণ স্তুত। (৯অ-২খ-১সূ—২সা)।

দ্বিতীয় (১১৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য মনকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে আত্মোদ্বোধনমূলক বলিয়া ধরা হইয়াছে মনে হয়। তবে ভাব খুব পরিষ্কার হয় নাই। 'অবস্যবঃ' পদে ব্যাখ্যাকার 'রক্ষণকামাঃ' অথবা 'রক্ষাভিলাষীগণ' বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট হয় নাই। আমাদের মতে সাধক আপনার মনোবৃত্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নিজের মনই আপদ বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে চায় ভগবানের শরণাপন্ন হয়। তাই নিজের মনোবৃত্তিকেই 'অবস্যবঃ' পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

'দেববীতয়ে' পদের ভাষ্যার্থ,—'দেবপানায়'। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন, "দেবানাং ভক্ষণায়।" অর্থাৎ দেবতাদিগের ভক্ষণের নিমিত্ত কিন্তু আমরা মনে করি এখানে দেবতাদের ভক্ষণের কোন কথা নাই। 'বীতয়ে' পদের অর্থ 'গ্রহণায়', তাই 'দেববীতয়ে' পদের অর্থ — 'দেবত্বপ্রাপ্তির জন্য' অথবা। 'দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য' দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য সাধক ভগবদারাধনার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করিতেছেন। ভগবানই সর্ব্বদেবভাবের উৎস। ভগবদারাধনার অর্থ ভগবৎবিভূতি লাভ করা, তাঁহার অনুসরণ করা। সুতরাং ভগবানের বা ভগবৎশক্তির অনুসরণ করিলে হৃদয়ে তাঁহার ভাব, তাঁহার শক্তি প্রতিফলিত হয়। আরাধনার, পূজার অর্থই এই যে,—ভক্ত তাহার আরাধ্য দেবতার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন, হৃদয়ে আরাধ্য দেবতাকে পাইবার জন্য সচেষ্ট হন। 'পবমানং' 'বিপ্রং' পদদ্বয় সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। প্রকৃতপক্ষে ভাষ্যাদির সহিত উক্ত পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। মন্ত্রের ভাষ্যাদিতে সোমরসকে অধ্যাহার করা হইয়াছে। আমরা মনে করি এখানে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ নাই; মন্ত্রটী ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। (৯অ—২খ ১সূ ২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
পবন্তে বাজসাতয়ে সোমাঃ সহস্রপাজসঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২
গৃণানা দেববীতয়ে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহস্রপাজসঃ' (বহুবলাঃ, সাধকানাং আত্মশক্তিপ্রদাতারঃ) 'গৃণানাঃ' (স্তূয়মানাঃ আরাধনীয়াঃ, পরমাকাঙ্ক্ষণীয়াঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'দেববীতয়ে' (দেবত্বলাভায়, অস্মাকং দেবভাবপ্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) তথা 'বাজসাতয়ে' (অন্নস্য লাভায়, আত্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) 'পবন্তে' (ক্ষরন্তু—অস্মাকং হৃদি আবির্ভবন্তু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং দেবভাবপ্রাপকং আত্মশক্তিদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম-ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ-২খ-১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকদিগের আত্মশক্তিপ্রদাতা পরমাকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের দেবভাবপ্রাপ্তি এবং আত্মশক্তিলাভের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন দেবভাবপ্রাপক আত্মশক্তিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি।)। (৯অ—২খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবন্তে' ক্ষরন্তি 'সোমাঃ'। কিমর্থং? 'বাজসাতয়ে' অন্নস্য লাভায়। কীদৃশাঃ 'সহস্রপাজসঃ' বহুবলাঃ নৃণাং বলপ্রদা ইত্যর্থঃ। 'গৃণানাঃ'। কর্ম্মণি কর্তৃপ্রত্যয় (৩।১।৮৫)। স্তূয়মানাঃ। পুনঃ কিমর্থং? 'দেববীতয়ে'। দেবানাং বীতির্গতিঃ প্রাপ্তিলক্ষণং বা যস্মিন্ স দেববীতিঃ। যজ্ঞঃ, তদর্থং যজ্ঞসিদ্ধিঃ সাক্ষাৎ প্রয়োজনং তদুত্তরং স্বর্গ-লাভ ইতি। (৯অ—২খ—১সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১৮৭) সামের মর্ম্মার্থ ।

——— •:§ ❀ §:• ———

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজনের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রের মূলভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল। সেই ব্যাখ্যাটী এই,—"বহু বলপ্রদ, স্তূয়মান সোম যজ্ঞসিদ্ধি ও অন্নলাভের জন্য ক্ষরিত হইতেছে।" ইহাতে সোমরস নামক তরল পদার্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের ধারণা অন্যরূপ। 'সোমাঃ' পদের যে কয়েকটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলেই বিষয়টী পরিষ্কার হইবে। ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের মতেই সোম —'বহুবলপ্রদ, স্তূয়মান' অর্থাৎ সোমরস মানুষকে বহুবল প্রদান করে এবং সেই জন্য সম্ভবতঃ মানুষ সোমরসের স্তুতি করে। একমাত্র মাতাল ব্যতীত অন্য কেহই অবশ্য সোমরসের স্তুতি করে না। আর মন্ত্রদ্রষ্টা সাধকগণ, যাঁহারা এই পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাঁহারা মাতাল ছিলেন না। সুতরাং মদ্য-সম্বন্ধে 'গৃণানাঃ' পদটী ব্যবহৃত হয় নাই নিশ্চয়। 'বহুবল-প্রদ' অর্থ সম্বন্ধে একথা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মদ্য মানুষের শারীরিক মানসিক শক্তি নষ্ট করে! যে একবার এই ভীষণ রাক্ষসের কবলে পতিত হয়, সে তাহার শেষ রক্তবিন্দু-পর্য্যন্ত না দিয়া রক্ষা পায় না। এ হেন বস্তুকে বলা হইয়াছে,—'শতপ্রপাজসঃ' অর্থাৎ বহুবল-দায়ক! তাই আমাদের ধারণা মন্ত্রে 'সোম' যাহাকে বলা হইয়াছে তাহা সোমরস নামক মদ্য নয়—তাহা ভগবৎশক্তি, অমৃতস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব।

'দেববীতয়ে' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন 'যজ্ঞার্থং' অথচ তাহার পূর্ব্ব মন্ত্রেই উক্তপদে 'দেবপানায়' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরা উভয়ত্রই একবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৯অ—২খ—১সূ—৩সা)॥ *

——•——

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ২　৩　১ ২　৩　১ ২　৩ ১র　২র

উত নো বাজসাতয়ে পবস্ব বৃহতীরিষঃ।

৩ ১ ২　৩ ১ ২

দ্যুমদিন্দো সুবীর্য্যম্ ॥ ৪ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'দ্যুমৎ' (দীপ্তিমৎ, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যং, শ্রেষ্ঠবলং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (প্রক্ষর, প্রযচ্ছ); 'উত' (অপিচ) 'বাজসাতয়ে' (অন্নলাভায়, আত্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) 'বৃহতীঃ' (মহতীং) 'ইষঃ' (সিদ্ধিং) প্রদেহি ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ বয়ং জ্যোতির্ম্ময়ীং আত্মশক্তিং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ-২খ-১সূ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগকে জ্যোতির্ম্ময় আত্মশক্তি প্রদান করুন; অপিচ, আত্মশক্তিলাভের জন্য মহতী সিদ্ধি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে আমরা যেন জ্যোতির্ম্ময়ী আত্মশক্তি লাভ করিতে পারি)। (৯অ—২খ—১সূ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' 'দ্যুমৎ' দীপ্তিমৎ 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যং সামর্থ্যঞ্চ 'পবস্ব' ক্ষর, শোভনসামর্থ্যোপেতা ধারাঃ পবস্বেত্যর্থঃ। 'উত' অথবা 'নঃ' অস্মাকং 'বাজসাতয়ে' সংগ্রামায় 'বৃহতীঃ' 'ইষঃ' দ্যুমৎ সুবীর্য্যং সম্পাদয়িতুং পবস্বেতি যোজ্যং। (৯অ—২খ—১সূ ৪সা)।

* * *

চতুর্থ (১১৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

আত্মশক্তিই উন্নতিলাভের মূল। যদি নিজের উন্নতি নিজে করিতে না পারা যায়, তবে বাহির হইতে আসিয়া কেহই মানুষকে সাহায্য করিতে পারে না। মানুষের মধ্যেই শক্তির বীজ রহিয়াছে। উপযুক্ত সাধনা-বলে সেই বীজকে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করিতে পারিলে মানুষ শক্তির অধীশ্বর হইতে পারে। শক্তি মানুষের ভিতরের জিনিষ, ভিতর হইতেই তাহাকে বিকশিত করিতে হয়। নিজের আত্মার মধ্যে যে শক্তির খেলা দেখিতে পাওয়া যায়—সাধক আপনার সাধন-প্রভাবে অন্তরে যে শক্তির বিকাশ অনুভব করেন, তাহাই মানুষকে ঊর্দ্ধদিকে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। মন্ত্রে এই আত্মশক্তিলাভের জন্যই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে,—আত্মশক্তি যদি অন্তরের জিনিষই হয়, তবে তাহা প্রাপ্তির জন্য শুদ্ধসত্ত্বের নিকট প্রার্থনা কেন? শক্তির বীজ মানুষের অন্তরে থাকে বটে, কিন্তু তাহা বিকশিত না হইলে মানুষকে অভীষ্ট সিদ্ধি প্রদান করিতে পারে না। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হইলে মানুষের অন্তর পবিত্র হয়, সুপ্রবৃত্তিসমূহ জাগরিত হয়, রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করিবার উপযোগী শক্তিলাভ করে। তাই শুদ্ধসত্ত্বের নিকট আত্মশক্তি লাভের এই প্রার্থনা। সাধনার দ্বারা

যখন শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তখন আত্মশক্তিও জাগরিত হইয়া থাকে। শুধু তাই নয়, আত্মশক্তি লাভ করিবার উপযোগীতাও প্রার্থনা সাধ্য। ইচ্ছা করিলেই সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় না। সেইজন্য ভগবানের কৃপালাভ করা চাই। তাই মন্ত্রে এই প্রার্থনা। প্রচলিত ব্যাখ্যাদি আমাদের মত হইতে ভিন্ন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। "হে সোম! আমাদের অন্নলাভের জন্য দীপ্তিমতী এবং সুবীর্য্যসম্পন্না মহতী রসধারা বর্ষণ কর।" (৯অ-২খ—১সূ—৪সা)। *

—— * ——

পঞ্চমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২　　৩ ২উ　　৩ ২ ৩ ১ ২ ৩　　১ ২
অত্যা হিয়ানা ন হেতৃভিরসৃগ্রং বাজসাতয়ে

২উ　　৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বি বারমব্যমাশবঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আশবঃ ন' (শীঘ্রগামিনঃ ইব, আশুমুক্তিদায়কঃ দেবঃ ইব ইতি ভাবঃ) 'হেতৃভিঃ' (সাধকৈঃ) 'হিয়ানাঃ' (প্রেৰ্য্যমাণাঃ, উৎপাদিতাঃ) শুদ্ধসত্ত্বাঃ সাধকানাং 'বাজসাতয়ে' (আত্মশক্তিপ্রাপ্তয়ে) 'বারমব্যং' (অব্যয়জ্ঞানং, নিত্যজ্ঞানপ্রবাহং ইত্যর্থঃ।) 'বি অত্যাসৃগ্রং' (ব্যতিসৃজন্তে, বিশেষেণ সৃজন্তে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ পরাজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৯অ—২খ—১সূ ৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আশুমুক্তিদায়ক দেবতার ন্যায়, সাধকগণ কর্তৃক উৎপাদিত শুদ্ধসত্ত্ব, সাধকদিগের আত্মশক্তি লাভের জন্য নিত্যজ্ঞানপ্রবাহ বিশেষরূপে সৃজন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করেন।) (৯অ—২খ—১সূ—৫সা।)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাজসাতয়ে' সংগ্রামায় 'হিয়ানাঃ' প্রেৰ্য্যমাণাঃ 'আশবঃ' শীঘ্রং ধাবন্তি তদ্বৎ 'হেতৃভিঃ' প্রেরকৈঃ প্রের্যমাণাঃ 'আশবঃ' শীঘ্রগামিনঃ সোমাঃ 'বাজায়' অন্নলাভায় 'অব্যং' 'বারং' বালং দশাপবিত্রং 'বাজাস্বগ্রং' ব্যতিসৃজন্তে। (৯অ—২খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

পঞ্চম (১১৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"সংগ্রামে প্রেরিত অশ্বের ন্যায় প্রেরকগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শীঘ্রগামী সোম অন্নলাভের জন্য দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।" প্রচলিত মতানুসারে সোমরস প্রস্তুতের একটী বর্ণনা এই মন্ত্রে পাওয়া যায়। সোমরসকে লতা হইতে বাহির করিয়া তাহা যেন ছাঁকা হইতেছে এবং সোমরসের তখনকার গমন-ভঙ্গীকেই লক্ষ্য করিয়া যেন এই বর্ণনাটী প্রস্তুত হইয়াছে। সোমরস স্রোতের বেগে যাইতেছে, তাই তাহাকে যুদ্ধাশ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার অন্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনি 'আশবঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'শীঘ্রগামিনঃ সোমাঃ'। যুদ্ধাশ্ব প্রভৃতি অনুবাদকারের কল্পনা।

সোমকেই ভাষ্যাদিতে 'অন্ন' বলা হইয়াছে। এখানে আবার দেখিতেছি এই মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—'সোম অন্নলাভের জন্য যাইতেছেন।" সোমই যদি 'অন্ন' হয় তবে তাহার আবার অন্নলাভ কি হইতে পারে? সুতরাং ব্যাখ্যার এই অংশ আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্যই রহিল।

এখন আমাদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। 'হেতৃভিঃ' পদের প্রচলিত ব্যাখ্যা 'প্রেরকৈঃ', এই প্রেরক কে এবং কি প্রেরণ করিতেছেন? মন্ত্রের মূলভাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উক্তপদে 'সাধকৈঃ' এবং 'হিয়ানাঃ' পদে 'প্রের্য্যমাণাঃ উৎপাদিতাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বাজসাতয়ে' পদের অর্থ-সম্বন্ধে বহুবার আলোচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা-দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (৯অ—২খ—১সূ—৫সা)। *

—•—

ষষ্ঠং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
তে নঃ সহস্রিণং রয়িং পবন্তামা সুবীর্য্যম্।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স্বানা দেবাস ইন্দবঃ ॥ ৬ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'স্বানাঃ' (সুখাসাঃ, পবিত্রকারকাঃ) 'দেবাসঃ' (দেবত্বপ্রাপকাঃ) 'তে' (প্রসিদ্ধাঃ তে) 'ইন্দবঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সহস্রিণং' (সহস্রসংখ্যাকং, প্রভূতপরিমাণং ইত্যর্থঃ) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং, আত্মশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (পরমধনং) 'আ পবন্তাং' (সম্যকরূপেণ প্রযচ্ছন্তু) । প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । হে ভগবন্! অস্মভ্যং শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিতং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৯অ—২খ—১২—৬সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

পবিত্রকারক দেবত্বপ্রাপক প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে প্রভূত-পরিমাণ আত্মশক্তিদায়ক পরমধন সম্যকরূপে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পরমধন প্রদান করুন।) । (৯অ—২খ—১সূ—৬সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'তে' 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'নঃ' অস্মাকং 'সহস্রিণং' সহস্রসংখ্যা-যুক্তং 'রয়িং' ধনং 'সুবীর্য্যং' চ 'আ পবন্তাং'। কীদৃশাস্তে? 'স্বানাঃ' সুবানাঃ সূয়মানা 'দেবাসঃ' দ্যোতনাদিগুণকাঃ। 'স্বানাঃ'—'সুবানাঃ' ইতি পাঠৌ । (৯অ—২খ—১২—৬সা) ॥

* * *

ষষ্ঠ (১১৯০) সামের মর্ম্মার্থ ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পরোক্ষভাবে ভগবানের নিকট আত্মশক্তিদায়ক পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। পরোক্ষভাবে বলিলাম এই জন্য যে, মন্ত্রে সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে সম্বোধন করা হয় নাই। অথচ, তাঁহারই শক্তি—শুদ্ধসত্ত্ব যেন প্রার্থিত বস্তু প্রদান করে—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির কেন্দ্রীভূত বিষয় সোমরস। নিম্নোদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাইবে। সেই বঙ্গানুবাদটী এই—"সেই অভিষুত সোমদেব আমাদের সহস্রসংখ্যক ধন ও সুবীর্য্য দান করুন।" এই ব্যাখ্যাটী অসম্পূর্ণ। তাহাতে 'দেবাসঃ' পদের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। ভাষ্যকার উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন—'দ্যোতনাদিগুণযুক্তাঃ'। সোমরস নামক দ্রব্যের মধ্যে দ্যোতনাদি-গুণও ছিল কি? যাহা হউক্ আরাধ্য বস্তু সম্বন্ধে এই ধারণা আমাদের মতের প্রতিকূল নয়। কিন্তু আমরা মনে করি, উক্ত পদের দ্বারা দেবত্বপ্রাপক বস্তুকে লক্ষ্য করে। তাই আমরা 'দেবাসঃ' পদের 'দেবত্বপ্রাপকাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই ব্যাখ্যা শুদ্ধসত্ত্বের প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিতেছে। মানুষের মধ্যে পবিত্র ভাবের শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশসাধন

হইলে মানুষের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ হয়। মানুষই দেবতা। মানুষে ও দেবতায় প্রভেদ শক্তির বিকাশে। এক শক্তিই মানুষ ও দেবতার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে। যাহার মধ্যে শক্তির যে পরিমাণ বিকাশ হয়, মানুষ সেই পরিমাণ উন্নত হয়। মানুষের মধ্যে যে ঐশী শক্তির বীজ আছে, তাহাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করিতে পারিলে, মানুষ ভগবানের সহিত এক হইয়া যায় অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভ করে। শুদ্ধসত্ত্ব মানবের আভ্যন্তরিক শক্তিসমূহকে পরিস্ফুট করিতে পারে। মন্ত্রে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। (৯অ-৫খ-১সূ-৬সা)। *

— — • — —

সপ্তমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
বাশ্রা অর্ষন্তীন্দবোঽভি বৎসং ন মাতরঃ।

৩ ১ ২র
দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৎসং ন মাতরঃ' (বৎসঃ যথা মাতৃক্রোড়ং আশ্রয়তি, অথবা মাতৃভূতা গাবঃ যথা সস্নেহেন বৎসং স্বাঙ্কে ধারয়ন্তি, তদ্বৎ) 'বাশ্রাঃ' (বাসনশীলাঃ, যদ্বা—জ্ঞানদায়কাঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বাবাদয়ঃ) 'অভ্যর্ষন্তি' (গচ্ছন্তি, আশ্রয়ন্তি বা সাধকহৃদয়ং ইতি ভাবঃ); সাধকাঃ এব তং শুদ্ধসত্ত্বং 'গভস্ত্যোঃ' (জ্ঞানভক্তিরূপাভ্যাং হস্তাভ্যাং ইতি ভাবঃ) 'দধন্বিরে' (ধারয়ন্তি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। সাধকঃহৃদয়ং এব সত্ত্বাবাধারং। তত্র শুদ্ধসত্ত্বঃ স্বতমেব সঞ্চরতি ইতি ভাবঃ। (৯অ-২খ-১সূ-৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বৎস যেমন মাতৃক্রোড়কে আশ্রয় করে, অথবা মাতৃভূতা গাভী যেমন সস্নেহে বৎসকে স্বাঙ্কে ধারণ করে, সেইরূপ সত্ত্বাদি সাধক হৃদয়কে আশ্রয় করে। সাধকও জ্ঞান এবং ভক্তি রূপ হস্তদ্বয়ের দ্বারা সেই শুদ্ধসত্ত্বকে ধারণ করিয়া থাকেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। সাধক-

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

হৃদয়ই সদ্ভাবের আধার। (সেখানে শুদ্ধসত্ত্ব সতঃসঞ্চারিত হয়। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য)। (৯অ—২খ—১সূ—৭সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাশ্রাঃ' শব্দবন্তঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'অভ্যর্ষন্তি' পাত্রং প্রতি বাশ্রাঃ শব্দকারিণ্যো 'মাতরঃ' মাতৃভূতা গাবঃ 'বৎসং' ন' বৎসং যথা প্রত্যাগচ্ছন্তি তদ্বৎ তএব 'গভস্ত্যোঃ' বাহ্বোঃ 'দধিরে' ধ্রিয়ন্তে চ। 'মাতরঃ'—'ধেনবঃ' ইতি পাঠৌ। (৯অ—২খ—১সূ—৭সা)।

* * *

সপ্তম (১১৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

———— * ————

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। কিন্তু ভাষ্যের ভাবে এবং ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের অর্থ-বিকৃতি ঘটিয়াছে। ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"ধেনুগণ যেরূপ শব্দ করিয়া বাছুর অভিমুখে গমন করে, সোম সেইরূপ শব্দ করিয়া (পাত্রের) অভিমুখে গমন করেন। (ঋত্বিকগণ) হস্তে উহা গ্রহণ করেন।' বলা বাহুল্য, ব্যাখ্যাকারের এই ব্যাখ্যা ভাষ্যেরই অনুসারী। সোমকে যদি সোমলতার রস বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলেও সে তরলপদার্থের শব্দের তাৎপর্য্য আমাদের বোধগম্য হয় না। বন্যার জলপ্রপাতের অথবা বর্ষার অবিরল বারিধারার জল-কল্লোল শুনিয়াছি বটে; কিন্তু সোমকণ্ডনে সোমরসের পতন-শব্দ আমাদিগের অনুমানগম্য নহে। যদি তাহার পতন শব্দ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে বন্যার জলপ্রপাতের ন্যায় অথবা প্রাবৃটের জলকল্লোলের অনুরূপ কিছু মনে করা ভিন্ন গত্যন্তর দেখি না। তাহা হইলে বলিতে হইবে, স্তূপাকার সোমলতা, এমন কোনও প্রক্রিয়ার দ্বারা নিষ্পেষিত হইত, যাহাতে জল-প্রপাত শব্দের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে সে সোমরস পাত্রে পতিত হইত। আর সে পাত্রকে তড়াগ-পুষ্করিণীর ন্যায় বিশাল-আয়তন বলিয়াই মনে করিতে হয়। নচেৎ, দ্রোণকলসের ন্যায় অল্পপরিসর পাত্রে সে সোমরসের সে শব্দায়মান কল-কল্লোল নিরুদ্ধ হওয়া অসম্ভব বলিয়াই প্রতীত হয়। আর সে রস নিষ্কাশনে সপ্তহোতা এবং যজমান ব্যতীত আরও বহু লোকের আবশ্যক হইয়া পড়ে। সে রস-নিঃসারণে সেই সমুদ্র-মন্থনের বিষয়ই মনে আসে। সুতরাং সোমের শব্দ অথবা শব্দায়মান সোম কি সামগ্রী, তাহা বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। তার পর, বৎসর ন্যায় হাম্বা রব যে সোম করিতে পারে, সে সোম, লতা বলিয়াও মনে করিতে পারি না। তবে অধুনা তরুগুল্মাদির জীবনী-শক্তির বিষয় বিজ্ঞান যখন প্রমাণ করিতে সমর্থ হইতেছে, তখন সেই প্রাচীন যুগে মন্ত্র-শক্তির দ্বারা তরুলতাদিতে আত্মদর্শী মুনিঋষিগণ বাক্যকথন-শক্তির স্ফুরণ করিতে পারিতেন স্বীকার করিলে, হয় তো এ সমস্যার নিরসন হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বৎসের হাম্বা শব্দের ন্যায় শব্দ সোমের করিবার কোনও তাৎপর্য্য সহসা হৃদয়ঙ্গম হয় না। যাহা হউক,

সোম দ্বারা শব্দে পাত্রে নিবদ্ধ হইলে, কর্ম্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয়, হউক; তাহাতে আপত্তির কারণ দেখি না। আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে আমাদিগের অর্থ যে ভাবে প্রকটিত হইতে পারে, এক্ষণে তদ্বিষয় প্রদর্শন করিতেছি।

মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়—'বৎসং ন মাতরঃ' উপমাবাক্য এবং 'ইন্দবঃ' পদ। এতদুভয়ের বিশ্লেষণেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য প্রকটিত হইবে। উপমায় 'মাতরঃ' পদের সহিত সাধক-হৃদয়ের এবং 'বৎসং' পদের সহিত 'ইন্দবঃ' পদের অন্বয় রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। 'ইন্দবঃ' পদে আমরা স্নিগ্ধ শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করি। কি ভাবে এরূপ অর্থের সঙ্গতি হয়, পরে তাহার আলোচনা করিতেছি। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ের সামগ্রী;—হৃদয় হইতে সমুদ্ভূত হয়। বৎস যেমন তাহার মাতা গাভী-সঞ্জাত; শুদ্ধসত্ত্বও তেমনি হৃদি-সঞ্জাত। সুতরাং গাভী যেমন বৎসের জন্য ব্যাকুল হয়, নির্ম্মল হৃদয়ও তেমনি শুদ্ধসত্ত্ব রূপ ভগবৎ-করুণা লাভের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। সেই জন্যই মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমাদের অর্থ হইয়াছে,—'বৎসকে যেমন মাতৃভূত গাভী সাক্ষে গ্রহণ করে, সেইরূপভাবে আত্মদর্শী সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন; অথবা বৎস যেমন তাহার মাতা গাভীর নিকট গমন করে, সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকহৃদয়ে গমন করিয়া থাকে; অর্থাৎ সাধকহৃদয়ই শুদ্ধসত্ত্বের একমাত্র আশ্রয় এবং সাধকহৃদয়েই শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়।' উপমাংশে এই নিত্যসত্যতত্ত্বই প্রখ্যাপিত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দবঃ' পদে 'ইন্দু' (চন্দ্র) হইতে নিঃসৃত সুধা—অমৃত বুঝায়। আমরা মনে করি, সারণ এই ভাবেই উঁহাকে সোমের পর্য্যায়ে নিবদ্ধ করিয়াছেন। 'ইন্দবঃ' পদের যে 'বাশ্রাঃ' বিশেষণ পদ আছে, তাহাতে ইন্দব যে পরমানন্দদায়ক, 'ইন্দবঃ' যে পতিমুক্তি-বিধায়ক, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। 'ইন্দবঃ' পদে তাই আমরা—শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ বিবিধপ্রকারে সঞ্জাত ভক্তিসুধা সমূহ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি তিনের মিশ্রণে সাধক-হৃদয়ে যে সুধা ক্ষরিত হয়, 'ইন্দবঃ' সেই সুধা—সেই অমৃত—সেই চিদানন্দ। সে সুধাপানে সাধক প্রমত্ত হয়েন, সে সুধার রসাস্বাদন করিয়া তাঁহার মনোভৃঙ্গ সেই সুধাধার সুধাময়ের চরণ-কোকনদে নিত্য গুঞ্জরণ করে। 'ইন্দবঃ'—সেই সুধা-সমুদ্র। 'ইন্দবঃ'—সেই অমৃত-বারিধি। এইরূপ অর্থে 'গভস্ত্যোঃ' পদেরও সার্থকতা প্রকটিত হইয়া পড়ে। জ্ঞান ও ভক্তিই হৃদয়ে সত্ত্বাবসংরক্ষণের একমাত্র উপায়। হস্তদ্বয় যেমন দ্রব্যসম্ভার ধারণ করে এবং তাহাতে তাহার যেমন পতন নিবারণ হয়, জ্ঞান-ভক্তি রূপ হস্তদ্বয়ও তেমনি সত্ত্বভাবকে—অমৃত-সিন্ধুকে অন্তরে নিবদ্ধ রাখে। 'বাশ্রাঃ' পদেরও সে হিসাবে সার্থকপ্রয়োগ সপ্রমাণ হয়।

সত্ত্বভাব যখন ভক্তিমিশ্রিত হয়, কর্ম্ম যখন সত্ত্বভাব-সমন্বিত হইয়া থাকে, তখনই তাহা সেই ভক্তাধীনের নিকট পৌঁছিয়া থাকে! তখনই 'ইন্দবঃ' রূপে তাঁহার করুণাধারা বিগলিত হয়। হৃদয়ের আবিলতা দূর কর; চিত্ত নির্ম্মল হউক; 'বাশ্রাঃ'—দিব্যজ্ঞান সাহায্যে শুদ্ধসত্ত্বকে সুসংস্কৃত কর; 'ইন্দবঃ' রূপে ভগবানের করুণাধারা আপনি বর্ষিত হইবে। ভক্তি যদি অনন্যা না হয়, তাহা হইলে 'ইন্দবঃ' সঞ্জাত হইতে পারে কি? একাগ্রতা না থাকিলে, অন্য অন্য অভিলাষ আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে—'ইন্দবঃ' অন্তরে উদয় হয় কি? মন্ত্রের তাই উপদেশ—

সংসারের আবিলতা দূর কর; অন্তর নির্ম্মল কর; তাঁহার শরণ লও; তাঁহার চরণপদ্ম আশ্রয় কর; তাঁহার প্রেমসুধাপানে মত্ত হও। তবেই 'ইন্দবঃ' রূপে তাঁহার করুণাধারা তোমার অন্তরে উপজিত হইবে।' * (৯ম—২খ—১সূ—৭সা)।

—— • ——

অষ্টমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

জুষ্ট ইন্দ্রায় মৎসরঃ পবমানঃ কনিক্রদৎ।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২

বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি ॥ ৮ ॥

***

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রায় জুষ্টঃ' (ইন্দ্রলাভায়, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে পর্য্যাপ্তঃ, ভগবৎপ্রাপকঃ ইত্যর্থঃ) 'মৎসরঃ' (মদকরঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকেভ্যঃ 'কনিক্রদৎ' (শব্দায়তে, পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ); হে দেব! অস্মাকং 'বিশ্বাঃ' (বিশ্বান্‌, সর্ব্বান্‌) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষ্টৄন্‌ শত্রূন্‌) 'অপজহি' (বিনাশয়)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকেভ্যঃ পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতি; বয়ং রিপুজয়িনঃ ভবেম —ইতি ভাবঃ। (৯ম—২খ ১সূ—৮সা)।

***

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পর্যাপ্ত অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপক পরমানন্দদায়ক পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করেন; হে দেব! আমাদিগের সকল শত্রু বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করেন; আমরা যেন রিপুজয়ী হই।) । (৯ম—২খ— সূ—৮সা)।

***

সায়ণ-ভাষ্য।

'ইন্দ্রায়' 'জুষ্টঃ' পর্য্যাপ্তঃ সোমো ভবতীতি শেষঃ 'মৎসরঃ' সোমঃ। 'মন্দতেস্তৃপ্তিকর্ম্মণঃ'— ইতি নিরুক্তং। 'পবমানঃ' পূয়মানঃ তাদৃশঃ সোমঃ 'কনিক্রদৎ' 'বিশ্বাঃ দ্বিষঃ' সর্ব্বান্‌-স্মাকং দ্বেষ্টৄন্‌ 'অপ জহি'। 'পবমানঃ'—'পবমানা'—ইতি পাঠৌ। ৮।

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার-ষষ্ঠ অষ্টক অষ্টম অধ্যায় দ্বিতীয় বর্গের চতুর্থ সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল প্রথম সূক্ত সপ্তম সাম)।

অষ্টম (১১৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে পরমাত্মাকে লাভ করেন। দ্বিতীয় অংশে একটী প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। তাহাতে রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

আমরা প্রথমতঃ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"সোম, ইন্দ্রের প্রিয় ও মদকর। হে পবমান সোম! তুমি শব্দ করিয়া সমস্ত শত্রু বিনাশ কর।" ভাষ্যার্থ হইতে এই ব্যাখ্যা পৃথক্। আমাদের মতের সহিতও এই অনুবাদের মিল নাই। আমরা সকল ব্যাখ্যাই ক্রমশঃ আলোচনা করিতেছি।

'জুষ্টঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—"পর্য্যাপ্তঃ"। ইন্দ্রের জন্য পর্য্যাপ্ত ভাষ্যকার ও অনুবাদকারের দৃষ্টি সোমরসের দিকে। সুতরাং তাঁহাদের মনোগত ভাব সম্ভবতঃ এই যে,—ইন্দ্রদেবের পান করিবার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ সোমরস। কিন্তু আমাদের ধারণা পৃথক্। আমরা মনে করি, শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধীয় একটী নিত্যসত্য মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তাই, এই দুই পদের ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপক। শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে ভগবৎসমীপে লইয়া যাইবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বস্তু। এই পরম বস্তুর প্রভাবেই মানুষ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। হৃদয়ের ভাব যদি বিশুদ্ধ হয়, মন যদি পবিত্র নির্ম্মল হয়, তাহা হইলে মানুষের মনে অতি সহজেই ভগবচ্ছায়া পতিত হয়। নির্ম্মল দর্পণে বস্তুর প্রতিচ্ছবি পতিত হয়; কিন্তু সেই দর্পণ যদি যদি মলিন হয়, তাহা হইলে সেই ছবি পরিষ্কার হয় না। আবার তাহা যদি গাঢ় কালিমায় লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে ছায়া আদৌ পড়ে না। সত্ত্বভাব মানব হৃদয়ের এই মলিনতা দূর করিয়া তাহাকে পবিত্র স্বচ্ছ করে। তাই হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার হইলে সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তি সহজ হইয়া যায়। 'ইন্দ্রায় জুষ্টঃ' পদদ্বয়ে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী দুই পদে—'মৎসরঃ ও 'পবমান' এই দুই বিশেষণে সত্ত্বভাবের স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। সত্ত্বভাব—'মৎসরঃ'। ভাষ্যকার সাধারণতঃ উক্ত পদে 'মদকরঃ' অর্থ-ই গ্রহণ করেন। কিন্তু আমাদের অজ্ঞাত কোনও কারণে হঠাৎ নিরুক্তানুসারে অর্থ করিয়াছেন "মন্দতেঃ তৃপ্তিকর্ম্মণঃ"। অবশ্য তাহাতে মূলভাবের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কেবলমাত্র অর্থশক্তির হ্রাসতা ঘটিয়াছে। আমাদের অর্থ—'পরমানন্দদায়কঃ'। অবশ্য পরমানন্দ তৃপ্তিদায়ক নিশ্চয়ই; কিন্তু তৃপ্তিমাত্রেই পরমানন্দের পরিসমাপ্তি হয় না। আনন্দ তৃপ্তির বহু উচ্চে অবস্থিত। তৃপ্তিজনিত আনন্দলাভ হয় বটে; কিন্তু তাহা পরমানন্দের অনেক নিম্নস্তরের জিনিষ। পরমানন্দ মানুষকে একেবারে সাধারণ পার্থিব কামনার বহু উর্দ্ধে লইয়া যায়। তাহাতে মানুষ আনন্দস্বরূপের জ্ঞানলাভ করে। তাহার জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়। আবার তৃপ্তিজনিত যে আনন্দ, তাহা অতি ক্ষণিক বস্তুও হইতে পারে। অতি হীন শ্রেণীর কামনার পূর্ণতাজনিত তৃপ্তিও হইতে পারে। তাহাতে অনেক

সময় মানুষ উচ্চগতির পরিবর্ত্তে হীনগতি লাভ করিতে পারে, অধঃপতিত হইতে পারে। সুতরাং 'মৎসরঃ' পদের 'তৃপ্তিদায়কঃ' অর্থ করিলে মূলভাবের শক্তি নষ্ট হয় বলিয়া আমাদের ধারণা।

'পবমানঃ' পদের দ্বারা আমাদের পূর্ব্বোক্ত মতই সমর্থিত হইতেছে। 'পবমানঃ' পদে অনুবাদকার কোনও অর্থ করেন নাই। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'পূয়মানঃ' অর্থাৎ পবিত্রকারক। এই ব্যাখ্যার দ্বারাই শব্দের প্রকৃত ভাব উপলব্ধি হয়। সোমরস নামক মদ্য মানুষকে পবিত্র করিতে পারে না। সুতরাং প্রচলিত ব্যাখ্যানুযায়ী সোমরস নামক মদ্য সম্বন্ধে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়াছে—ইহাই যদি মনে করা যায়, তবে ব্যাখ্যাতে অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়। যাহা হউক, আমাদের ব্যাখ্যাতেই আমাদের মত প্রকটিত হইয়াছে। (৯অ-২খ—১সূ—৮সা)। *

নবমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ২

অপঘ্নন্তো অরাব্ণঃ পবমানাঃ স্বর্দ্দৃশঃ ॥

১ ২ ৩ ১ ২

যোনাবৃতস্য সীদত ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অরাব্ণঃ' (অদানান, সদ্বৃত্তিরোধকান রিপূন্ ইতি ভাবঃ) 'অপঘ্নন্তঃ' (বিনাশয়ন্তঃ বিনাশকানি ইত্যর্থঃ) 'পবমানাঃ' (পবিত্রকারকাণি) 'স্বর্দ্দৃশঃ' (স্বর্লোকং যথা সর্ব্বজ্ঞ দর্শকানি হে পরাজ্ঞানানি ইতি ভাবঃ) যূয়ং 'ঋতস্য যোনৌ' (সত্যস্য যদ্বা সৎকর্ম্মণঃ উৎপত্তিস্থানে, হৃদি ইতি ভাবঃ) 'সীদত' (উপবিশত, অধিতিষ্ঠত)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! বয়ং রিপুনাশকং পরাজ্ঞানং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ-২খ—১সূ-৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সদ্বৃত্তিরোধক রিপুদিগকে বিনাশকারী পবিত্রকারক হে পরাজ্ঞানসমূহ। আপনারা সত্যের (অথবা সৎকর্ম্মের) উৎপত্তিস্থান হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন রিপুনাশক পরাজ্ঞান লাভ করি।)। (৯অ—২খ—১সূ—৯সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমানাঃ'! 'অরাবণঃ' অদানান্ যজমানান্ 'অপঘ্নন্তঃ' হিংসন্তঃ 'সদৃশঃ' সর্ব্বস্য দ্রষ্টারশ্চ যূয়ং 'ঋতস্য যোনৌ' যজ্ঞস্য স্থানে 'সীদত'। অথ সোম-পানার্থমুক্তলক্ষণা দেবা ঋতস্য যোনৌ সীদতেতি যোজ্যং। (৯অ—২খ—১সূ—৯সা)।

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

নবম (১১৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

হৃদয়ে পরাজ্ঞান লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানের নিকট এবং পরোক্ষভাবে সেই জ্ঞানময় পুরুষের নিকট এই প্রার্থনা নিবেদন করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ আমরা মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। সেই ব্যাখ্যাটী এই,—"হে পবমান, (অদাতাগণের) হিংসক সর্ব্বদর্শী সোমগণ! তোমরা যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর।"

মন্ত্রে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ নাই। ব্যাখ্যাদিতে সোমরসকে জোর করিয়া টানিয়া আনা হইয়াছে। মন্ত্রের প্রত্যেকটী পদ হইতে জ্ঞানের প্রতিই লক্ষ্য আসে। কিন্তু মন্ত্রের সঙ্গতি নষ্ট হইলেও প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ সোমরসকে অধ্যাহার করিয়াছেন। শুধু তাই নয়; মন্ত্রের এমন এক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, যাহা হইতে মন্ত্রের অনেক কদর্থ করা সম্ভবপর এবং অনেকেই তাহা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে দুই-একটী পদ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। তাহা হইলেই আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

মন্ত্রের একটী পদ অরাবণঃ এবং উহার সহিত সংযুক্ত অন্য পদ অপঘ্নন্তঃ। এই উভয় পদের ভাষ্যার্থ—"অদানান্ যজমানান্ অপঘ্নন্তঃ হিংসন্তঃ" অর্থাৎ যে সকল যজমান (অবশ্য পুরোহিত বা ঋত্বিকদিগকে) দান করে না, তাহাদিগকে বিনাশকারী। এই পদের এই প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে প্রাচীন ভারতের একটী চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। যাহারা এই চিত্র অঙ্কিত করিতে চাহেন, তাঁহারা বলেন,—"যজ্ঞাদি কার্য্য করা একশ্রেণীর লোকের ব্যবসায় ছিল। তাঁহারা যজ্ঞ করিতেন এবং স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। জীবিকানির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ তাঁহারা অন্য লোকের নিকট হইতে যজ্ঞাদি কার্য্যের পারিশ্রমিক স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিতেন। যাহাদের যজ্ঞাদি কার্য্য করা হইত তাঁহাদিগকে যজমান বলা যায়। এই যজমানদের প্রদত্ত অর্থের উপরই পুরোহিতগণ নির্ভর করিতেন। সাধারণতঃ যজমানগণ পুরোহিতগণকে যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিয়া সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সাধারণ লোক এইরূপ করিয়া থাকে। এমন কি, পুরোহিতগণের অসন্তুষ্টিকে

যথেষ্ট ভয় করে, পুরোহিত অসন্তুষ্ট হইলে যজমান এবং তাহার পরিবারের যথেষ্ট অনিষ্ট হইবে ইহা বিশ্বাস করে। প্রাচীনযুগে এই ধারণা আরও বলবতী ছিল। তখন লোকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও ঋত্বিক বা পুরোহিতকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। পুরোহিতদের অলৌকিক শক্তি আছে, দেবতাগণ তাহাদের বশতাপন্ন ইত্যাদি নানা প্রকার ধারণা লোকের মনে জাগাইবার জন্য পুরোহিতগণ চেষ্টা করিতেন এবং সেইযুগে তাঁহাদের এই চেষ্টা সফলও হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি এমন অনেক লোক ছিল, যাহারা দারিদ্র্যবশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে পুরোহিতকে সন্তুষ্ট করিতে পারিত না। তাহাদিগকে শাসন অথবা ভয় প্রদর্শন করিবার জন্যই মন্ত্রের এই দুই পদের সৃষ্টি। সাধারণ ভয় প্রদর্শন অপেক্ষা মন্ত্রের মধ্য দিয়া এই ভয় প্রদর্শন অনেক অধিক কার্য্যকরী হইবার কথা। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে 'অরাব্ণঃ অপস্নন্তঃ'—অদাতা যজমানগণকে বিনাশকারী।"

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে,—মূলে মাত্র আছে 'অরাব্ণঃ' অর্থাৎ হিংসক। তাহা হইতেই ব্যাখ্যাকারগণ একেবারে যজমানকে টানিয়া আনিয়া কি পরিমাণ অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এরূপভাবে অন্যত্রও বেদমন্ত্রের কদর্থ করা হইয়াছে এবং সেই জন্য প্রাচীন ভারতের উপর দোষারোপ করা হয়। যাহা হউক, আমরা যে অর্থে 'আরাব্ণঃ' পদটীকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে দ্রষ্টব্য।

'স্বর্দৃশঃ' পদের দুইটী অর্থ হইতে পারে। উভয় অর্থই আমাদের ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। 'ঋত' শব্দে, সত্য ও সৎকর্ম্ম বুঝায়। উভয়েরই উৎপত্তিস্থল হৃদয়। তাই এই উভয় ভাবই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। (৯অ—২খ—১সূ—৯সা)। *

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমঃ সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২　　৩ ১ ২　　৩ ১ ২　　৩ ২ ৩　　১ ২
সোমা অসৃগ্রমিন্দবঃ সুতা ঋতস্য ধারয়া।
১ ২ ৩　　১ ২
ইন্দ্রায় মধুমত্তমাঃ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতারর নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুতাঃ' (বিশুদ্ধাঃ পবিত্রাঃ) 'মধুমত্তমাঃ' (অমৃতময়াঃ) 'ইন্দবঃ সোমাঃ' (বিশুদ্ধাঃ সত্ত্বভাবাঃ) অস্মাকং 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবলাভায়, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ঋতস্য' (সত্যস্য, সত্যজ্ঞানস্য ইতি ভাবঃ) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'অসৃগ্রং' (হৃদয়ে প্রবহন্তু অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎকৃপয়া শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—৩খ—১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্র অমৃতময় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদিগের ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সত্যজ্ঞানের ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হউক (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎকৃপায় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৯অ—৩খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

'ঋতস্য' যজ্ঞার্থং 'সুতাঃ' অভিষুতাঃ 'মধুমত্তমাঃ' অতিশয়েন মাধুর্য্যোপেতাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'ধারয়া' 'অসৃগ্রং' সৃজ্যন্তে। 'ধারয়া'—'সাদনে'—ইতি পাঠৌ। ১।

* * *

প্রথম (১১১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। অমৃতময় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব-সমন্বিত জ্ঞান আমরা যেন লাভ করিতে পারি, সেই জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে নিত্যসত্যমূলক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"অভিষুত অত্যন্ত মধুর সোম ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞগৃহে প্রস্তুত হইতেছে।" এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের কোন কোনও স্থলে অনৈক্য লক্ষিত হইবে। 'ঋতস্য' পদের ভাষ্যার্থ—'যজ্ঞার্থং' অর্থাৎ যজ্ঞের জন্য; কিন্তু অনুবাদকার উহার অর্থ করিয়াছেন "যজ্ঞগৃহে"। উভয়ত্রই বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার ষষ্ঠী-বিভক্তির স্থানে চতুর্থী বিভক্তি করিয়াছেন এবং অনুবাদকার সপ্তমী-বিভক্ত্যন্ত অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করি না। 'ঋতস্য ধারয়া' পদদ্বয়ে সত্যের বা সৎকর্ম্মের ধারা অর্থাৎ প্রবাহকে বুঝায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'ঋত' শব্দে সত্য এবং সৎকর্ম্ম এই উভয়কেই লক্ষ্য করে। বর্ত্তমান স্থলে 'ঋত' শব্দে সত্যকে, সত্যজ্ঞানকে বুঝাইতেছে। তাই আমরা 'ঋতস্য' পদে 'সত্যজ্ঞানস্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

ভাষ্যকার সোমরস-নামক মাদক-দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী অথবা স্থানকে লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রচলিত মতবাদ এই যে, প্রাচীনকালে সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য যজ্ঞের জন্য এবং পান

করিবার জন্য প্রস্তুত হইত। যজ্ঞের জন্য যাহা প্রস্তুত হইত তাহার প্রস্তুতের উপযোগী কর্ম্ম-সমূহ যজ্ঞগৃহেই সম্পন্ন হইত। তাই এই মন্ত্রের 'ধারয়া' পদের 'সাদনং' এই একটী পাঠান্তর দেখা যায়। তাহাতে 'ঋতস্য সাদনং' পদদ্বয়ের একত্র অর্থ হয় যজ্ঞের স্থান। সম্ভবতঃ এই পাঠভেদ উপলক্ষেই অনুবাদকার 'যজ্ঞগৃহে' অর্থ করিয়াছেন। 'যজ্ঞগৃহে' অথবা 'যজ্ঞার্থং' এই উভয় অর্থেই যজ্ঞসূচক ব্যাখ্যা বুঝায়। অর্থাৎ প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, যজ্ঞের জন্য যজ্ঞগৃহে সোমরস প্রস্তুত হইতেছে। কি জন্য সোমরস প্রস্তুত হইতেছে এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যাকার বলিতেছেন,—'ইন্দ্রায়'—ইন্দ্রার্থং অর্থাৎ ইন্দ্রের জন্য। ইন্দ্র উপভোগ করিবেন, ভগবানের পূজায় লাগিবে—এই জন্যই সোমরসের প্রয়োজন। যদি প্রচলিত মতই গ্রহণ করা যায়, তবু দেখা যাইবে যে, সোমরস সাধারণের পানীয়রূপে প্রস্তুত হইত না। সোমরসের সহিত দেবতার যেন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। যেখানে সোমরসের প্রসঙ্গ সেইখানেই দেবতা। তাই মনে হয় যে, সোমরসের কোনও ঐশীশক্তি আছে যদ্দ্বারা ভগবানের সহিত তাহার সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, 'সোম' বলিতে সাধারণ মাদক দ্রব্য বুঝায় না। মাদকদ্রব্য ও সোমরসে যথেষ্ট পার্থক্য বর্ত্তমান—তাহা প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারেই বেদের অন্যত্রও প্রমাণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ যজ্ঞের জন্য, ভগবদারাধনার জন্য, মাদক-দ্রব্যের কি প্রয়োজন তাহা বুঝা যায় না।

যাহা হউক 'ইন্দ্রায়' পদে আমরা অন্যভাব গ্রহণ করিয়াছি। প্রাপ্ত্যর্থে চতুর্থ্যন্ত 'ইন্দ্রায়' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চারের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন, তাহা না হইলে অমৃতত্বলাভ অসম্ভব—ইহাই মন্ত্রের মূলভাব। মন্ত্রের মধ্যে যে 'ইন্দবঃ' বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের প্রসঙ্গ আছে, তাহাকে 'মধুমত্তমাঃ'—অমৃতময় অথবা অমৃতস্বরূপ বলা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বই অমৃতময়, অমৃতস্বরূপ। উহাই মানুষকে অমৃতত্ব প্রদান করে। মানুষের মনে যখন পবিত্রতা আসে, ভগবানের প্রতি অনন্যমুখী ভক্তি আসে, তখন মানুষের মন আপনিই অমৃতত্বলাভের জন্য ব্যাকুল হয়। সেই উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় শুদ্ধসত্ত্ব। তাই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। (৯অ ৩খ ১সূ -১সা)।*

— — * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
অভি বিপ্রা অনূষত গাবো বৎসং ন ধেনবঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে ॥ ২ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গাবঃ ধেনবঃ ন বৎসং' (স্নেহপরায়ণাঃ ধেনবঃ যথা প্রেম্‌ণা তেষাং বৎসং প্রতি শব্দায়ন্তি, প্রধাবন্তি বা তদ্বৎ) 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ - সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমস্য পীতয়ে' (শুদ্ধসত্ত্বস্য পানায় গ্রহণায় বা, শুদ্ধসত্ত্বলাভায় ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (ইন্দ্রদেবং, ভগবন্তং) 'অভ্যনূষত' (স্তুবন্তি, প্রার্থয়ন্তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ সাধকাঃ ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে প্রার্থয়ন্তি ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ - ৩খ — ১সূ — ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্নেহপরায়ণা ধেনুগণ যেমন প্রেমের সহিত তাহাদের বৎসের প্রতি শব্দ করে, সেইরূপভাবে জ্ঞানী সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য ভগবানকে প্রার্থনা করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানী সাধকগণ ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন।) ॥ (৯অ—৩খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ 'সোমস্য' 'পীতয়ে' পানায় 'ইন্দ্রং' 'অভি অনূষত' অভিষ্টুবন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'ধেনবঃ' প্রীণয়িত্র্যো গাবঃ 'বৎসং ন' বৎসং যথা পয়ঃপানায় অভিশব্দয়ন্তি তদ্বৎ। 'ধেনবঃ' 'মাতরঃ' ইতি পাঠৌ। (৯অ—৩খ - ১সূ ২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। জ্ঞানিগণ ভগবানের প্রতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়েন। তাঁহারা জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের মাহাত্ম্য জানিতে পারেন। তাঁহাকে জানিতে পারিলে, তাঁহার মাহাত্ম্য মানবের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিলে, মানুষ আপনা হইতেই সেই পরমপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞান—ভগবৎশক্তি। ভগবানই জ্ঞানরূপে মানুষের মধ্যে বিরাজিত থাকেন। যখন হৃদয়ের মধ্যে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তখন বুঝা যায় যে, ভগবানের শক্তি তাহার মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে। যাঁহার কৃপায় জগৎ বিধৃত আছে ও পরিচালিত হইতেছে, যাঁহার কৃপাবলে মানুষ বাঁচিয়া আছে, যাঁহার অনুগ্রহ না পাইলে, মুহূর্ত্তে জগৎ জড়পিণ্ডমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, সেই পরমপুরুষের প্রতি মানুষ ভক্তিপরায়ণ না হইয়া কি থাকিতে পারে? মানুষ যখন জানিতে পারে যে, মায়ের বুকে যে স্নেহামৃতনির্ঝরিণী আছে, যাহার সুধাধারা পাইয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকে, যে স্নেহামৃত মানবকে এই মরজগতে দেবত্বের ছবি প্রদর্শন করায়, অমৃতের আস্বাদ উপভোগ করায়, সেই

অমৃতনির্ঝরিণীর উৎস ভগবান। মানুষ যখন জানিতে পারে যে মাতৃহৃদয়ের অপূর্ব্ব সুষমা সেই অমৃতস্বরূপের স্নেহের এক কণামাত্র প্রদর্শন করিতেছে, তখন কি মানুষ সেই অমৃতের সিন্ধুর প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে? মানুষ তখন এই বিন্দুপানে পরিতৃপ্ত না হইয়া সিন্ধুর দিকে ধাবিত হয়,—সেই অমৃতসাগরে আপনার অনন্ত পিপাসা মিটাইতে চায়। মানুষের হৃদয় স্বভাবতঃই ভূমানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাহার জীবনের প্রধান কথা—'নাল্পে সুখমস্তি'—অল্পে সুখ নাই, বিন্দুতে পিপাসা মিটিবে না—সিন্ধু চাই, ভূমানন্দ চাই। মানুষের মনে পরিপূর্ণ পার্থিব সুখ সমৃদ্ধির মধ্যেও যে অতৃপ্তির সুর বাজিতে থাকে, হাসির মধ্যেও যে কান্নার সুর ধ্বনিত হয়, সে আর কিছুই নয়, তাহা ভূমার আহ্বান। মানবাত্মার প্রকৃতির সহিত ভূমার যে নিকটতম সম্বন্ধ আছে, এ তাহারই ক্রিয়া। সেই ভূমানন্দের, শাশ্বত সুখের ধ্বনি চিরকালই মানুষের মনে বাজিতেছে। কিন্তু মোহনিদ্রায় অচেতন থাকে বলিয়া মানুষ তাহা শুনিতে পায় না, অথবা শুনিয়াও তাহা সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারে না।

কিন্তু যখন জ্ঞানের সঞ্চার হয়, যখন মানুষ সেই আহ্বানকারীকে জানিতে পারে, তখনই তাহার দিকে ছুটিয়া যায়। ভূমানন্দলাভের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে সর্ব্বদাই ক্রিয়া করিতেছে। কিন্তু কোথায় এবং কিরূপে সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, তাহা জানিতে না পারিয়া অশান্তি ভোগ করে। যখন সে সেই চিরবাঞ্ছিত বস্তুর সন্ধান পায়, তখন তাহার আর দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞান থাকে না; আকুল হইয়া সে সেই বস্তু লাভ করিবার জন্য ছুটে;—আপনার হৃদয়ের ও মনের সমগ্র শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাঁহার দিকে প্রেরণ করে।

হৃদয়ের এই ব্যাকুলতার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে একটী উপমা দ্বারা। সেই উপমাটী এই "ধেনবঃ ন বৎসং" অর্থাৎ ধেনুগণ যেমন আগ্রহের সহিত ব্যাকুলতার সহিত স্নেহভরে তাহাদের বৎসের অভিমুখে যায়, সাধকগণও সেইরূপ প্রেমভরে ভগবানের দিকে ধাবিত হয়,—তাঁহার আরাধনা করে। সাধকগণ, জ্ঞানীগণ যখন জানিতে পারেন যে, ভগবান্ ব্যতীত আর কেহই তাহাদের অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারিবেন না; তিনিই স্নেহপারাবার—অনন্ত করুণাসাগর; তখন মানুষের মন স্বভাবতঃই তাঁহার দিকে ধাবিত হইবে। মানুষকে একদিন তাঁহার চরণতলে যাইতেই হইবে। অজ্ঞানতার জন্য সে ভগবান্ হইতে দূরে সরিয়া থাকে। এখানে 'জ্ঞানী সাধক' বলার উদ্দেশ্য এই যে,—ভগবানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সাধকের মনে কোনও ভ্রান্ত ধারণা নাই;—তিনি ভগবানের মাহাত্ম্য পূর্ণভাবে জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন। আর সেই জন্যই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, সেই পরমপুরুষের সন্ধানে বাহির হইতে পারেন। তাঁহাদের সেই ব্যাকুলতার পরিচয় দিবার জন্যই "ধেনবঃ নঃ বৎসং" উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। সন্তানের জন্য মায়ের যে ব্যাকুলতা ভগবানের জন্য সাধকের মনে যখন সেইরূপ ব্যাকুলতার সঞ্চার হইবে, তখনই তিনি ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন। উপমার ইহাই তাৎপর্য্য। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেই পরিস্ফুট হইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের অন্য ভাব

পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল; যথা,—"মাতা গাভীগণ যেরূপ বৎসের অভিমুখে শব্দ করে, সেইরূপ মেধাবিগণ সোম পানের জন্য ইন্দ্রের অভিমুখে শব্দ করে।" (৯অ - ৩খ - ১সূ - ২সা)।

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
মদচ্যুৎ ক্ষেতি সাদনে সিন্ধোরূর্ম্মা বিপশ্চিৎ।
১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
সোমো গৌরী অধি শ্রিতঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদচ্যুৎ' (পরমানন্দদায়কস্য ভক্তিরসস্য স্রাবয়িতা ইত্যর্থঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'সদনে' (যজ্ঞস্য স্থানে,—সৎকর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'ক্ষেতি' (নিবসতি)। অপিচ, 'সিন্ধোঃ ঊর্ম্মা' (ঊর্ম্ময়ঃ যথা সিন্ধোঃ হৃদি তিষ্ঠন্তি তদ্বৎ, ইত্যর্থঃ) 'বিপশ্চিৎ' (সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বেষাং প্রজ্ঞাপকঃ ইত্যর্থঃ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'গৌরী' (গিরিবৎ স্থিরে অবিচলিতে, যদ্বা—জ্ঞানপ্রদীপ্তে হৃদয়ে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'শ্রিতঃ' (নিবসতি, যদ্বা তৎ হৃদয়ং আশ্রিত্য তিষ্ঠতি ইতি ভাবঃ)। (নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মণা শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্জায়তে; অপিচ স্থিরং অবিচলিতং ভক্তহৃদয়ং হি শুদ্ধসত্ত্বস্য আধারঃ ইতি ভাবঃ। (৯অ - ৩খ—১সূ - ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমানন্দদায়ক ভক্তিরসের স্রাবয়িতা শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্ম্মে অধিষ্ঠিত থাকে। অপিচ, ঊর্ম্মিমালা যেমন সিন্ধুহৃদয়ে আশ্রিত থাকে; সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সকলের প্রজ্ঞাপক সেই শুদ্ধসত্ত্ব গিরিবৎ স্থির অবিচলিত অথবা জ্ঞানপ্রদীপ্ত হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয় অথবা সেই হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

বিদ্যমান থাকে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়; এবং স্থির অবিচলিত ভক্ত-হৃদয়ই শুদ্ধসত্ত্বের আধার-স্বরূপ)। (৯অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মদচ্যুৎ' মদকরস্য রসস্য চ্যাবয়িতা সোমঃ 'সদনে' গন্তব্য স্থানে 'ক্ষেতি' নিবসতি। এতদেব বিবৃণোতি 'সিন্ধোঃ' নদ্যাঃ 'ঊর্ম্মা' ঊর্ম্মৌ তরঙ্গে 'বিপশ্চিৎ' বিদ্বান্ সোমঃ 'গৌরী অধি' গৌর্য্যামধি। অধীতি সপ্তম্যর্থানুবাদঃ, মাধ্যমিকায়াং বাচি গৌরী শাব্দ্বরীতি বাঙ্নামৈতৎ (নিঘ° ১।১১।৫।৬)। 'শ্রিতঃ' নিবসতি। (৯অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্র এক নিত্যসত্য প্রকাশ করিতেছে। শুদ্ধসত্ত্বে অন্তরে ভক্তির উদয় হয়; সৎকর্ম্মের দ্বারা সেই শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হইয়া থাকে; আর স্থির অবিচলিত হৃদয়ে সেই শুদ্ধসত্ত্ব উপাজত হয়। অর্থাৎ, যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, যাঁহার অন্তরে অনন্যা ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, শুদ্ধসত্ত্ব সত্তাবাদি সেই হৃদয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

এমন যে উচ্চভাবমূলক বেদমন্ত্র, ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় তাহার কি বিকৃতিই না সাধিত হইয়াছে! আমরা নিম্নে ভাষ্যের অনুসারী একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,— 'মদস্রাবী সোম নদী-তরঙ্গ-স্থলে বাস করেন। বিদ্বান্ সোম মাধ্যমিক বাক্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন'। সমস্যা একটু জটিল হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে বলা হইয়াছে, সোম পর্ব্বতের সানুদেশে, প্রস্তরের 'ফাটালে' জন্মে এবং বৃষ্টির জলে তাহা প্রবর্দ্ধিত হয়। এখানে আবার বলা হইল—নদী-তরঙ্গ-স্থলে সোম বাস করেন অর্থাৎ নদীতরঙ্গে যে স্থান বিধৌত হয়, সোম সেই বারিবিধৌত প্রদেশে জন্মিয়া থাকে। নদীর তরঙ্গ-প্রবাহে সে প্রদেশের ভূমি সিক্ত হয় বলিয়া, তাহার পরিবৃদ্ধির জন্য বৃষ্ট্যাদির আর আবশ্যক হয় না। তার পরই আবার বলা হইল, সেই সোম বিদ্বান্ আর তিনি মাধ্যমিক বাক্য আশ্রয় গ্রহণ করেন। লতা হইতে শরীরী আবার শরীরী হইতে অশরীরী। তিনি বিদ্বান; সুতরাং তাঁহাকে শরীরী মনুষ্যাদি বলা যায় না; আবার তিনি মাধ্যমিক বাক্য আশ্রয় করেন বলিয়া তাঁহাকে অশরীরী ভিন্ন অন্য কিছু কল্পনা করা অসম্ভব। কারণ, মাধ্যমিক বাক্য সূক্ষ্ম সামগ্রী; সূক্ষ্মের সহিত স্থূলের মিলন কিরূপে সম্ভবপর হইবে? তাই বাক্যকে আশ্রয় করিতে হইলে সোমের সূক্ষ্ম অশরীরী হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই! সোম যখন 'নদীতরঙ্গস্থলে' রহিয়াছেন, তখন তাঁহার একরূপ প্রকট হইল; বিদ্বান-রূপে তাঁহার একরূপ প্রকাশ পাইল; মাধ্যমিক বাক্যে যখন তিনি অবস্থিত হইলেন, তখন আবার তিনি অন্যরূপে প্রতিভাত হইলেন! জড় হইতে অজড়; তার পর একেবারেই সূক্ষ্মাবস্থা! বহুরূপ না হইলে, এরূপ রূপ-পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয় কি? আমরা এই বহুরূপেই

সোমকে দর্শন করি। তবে ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় সেই বহুরূপের স্বরূপ যে ভা
প্রকটিত, তাহাতে ভাব ভিন্নরূপ দাঁড়ায়। আর সেই ভিন্ন ভাবেই ভাষ্যের ব্যাখ্যায় প্র
হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা সোমকে 'বহুরূপ' বলিয়া মনে করি; সেই জন্য আমাদের ব্যাখ্যায় সোমের যে
এক সূক্ষ্মাবস্থাও প্রকটিত হইয়াছে। বহুরূপের একরূপত্বই আমরা ব্যাখ্যায় প্রদ
করিয়াছি। বহু হইয়াও সোমরূপী সেই ভগবান একভাবে ভক্ত সাধক-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকে
ভক্তের চক্ষে যে তাঁহার বহুরূপ এক হইয়া সেই এক বিরাটরূপই প্রতিভাত হয়, আমা
ব্যাখ্যায় সেই বিশেষত্বই পরিদৃষ্ট হইবে। কি ভাবে আমরা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সেই চরম লে
উপনীত হইয়াছি, একে একে আমরা তাহা প্রদর্শন করিতেছি। আমাদের প্রদত্ত মর্ম্মা
সারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদের অনুসরণে অগ্রসর হইলেই তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এমন অংশে কর্ম্মের মধ্যেই যে শুদ্ধসত্ত্ব অধিষ্ঠি
থাকে; অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারাই যে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয় এই ভাব প্রাপ্ত হই। এখন, সে কর্ম্ম
এমন কোন্ কর্ম্ম, যদ্দ্বারা অন্তরে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইতে পারে? 'সদনে' পদে সেই ক
স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন—'যজ্ঞস্থানে।' আমর
তাঁহারই ভাব গ্রহণ করিয়া, 'সদনে' পদের অর্থ করিয়াছি—'সৎকর্ম্মণি।' যজ্ঞ বলি
সৎকর্ম্মকে বুঝায়। দেবোদ্দেশ্যে যে কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা যাউক, এক হিসাবে তাহাই য
পদবাচ্য। ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্ম্মই—কর্ম্ম; সেই সৎকর্ম্মের দ্বারা অন্তরে সত্ত্
সমাবেশ হয় কি প্রকারে! সৎকর্ম্মের সাধনে, সত্তের অনুধ্যানে, অন্তরে আপনা-আপ
সদ্ভাবের স্ফূরণ হইয়া থাকে। সৎস্বরূপের আরাধনা—সদ্ভাবের উন্মেষণ ভিন্ন সত্ত্বপর হয় ক
তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে সত্ত্বভাব সৎকর্ম্মে অবস্থিত। 'মদচ্যুৎ' পদের 'মদস্রাবী'
পরিগৃহীত হয়; ভাষ্যমতে 'মদ' পদে 'মদকর রস' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ,
রস পান করিলে মাদকতা জন্মে, সোম সেই রসের 'চ্যাবয়িতা' অর্থাৎ স্রাবক। এখ
ভাষ্যকার সেই গতানুগতিক পন্থার অনুসরণেই মাদকতাগুণসম্পন্ন সোমরসকেই ল
করিয়াছেন; আর সেই ভাবেই তাঁহার অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের 'সোম'
রস ক্ষরণ করেন, সে রসের গুণও মত্ততা উৎপাদন করা বটে; কিন্তু সে মত্ততা মদ্যপা
মত্ততা অপেক্ষা একটু উচ্চ-প্রকৃতির। ভক্তি-রসের যে মত্ততা—সে মত্ততার তুলনা অ
কি? সে রস পানে প্রাণের দেবতাও উন্মত্ত হইয়া উঠেন; সে রস পানে তিনিও সেখান
নৃত্য করিতে থাকেন। আমাদের সোম সেইরূপ 'মদচ্যুৎ'; আমাদের সোম সেই ভক্তিরসে
'চ্যাবয়িতা' অর্থাৎ স্রাবয়িতা। সাধকের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে সহস্রারে যে সোমধারা—যে ভ
রসামৃত-ধারা ক্ষরিত হয়, সে রসামৃত-পানে সাধক মত্ত হন, ইষ্টদেবকে—ভগবানকে মাতা
তুলেন। এইরূপ অর্থেই 'মদচ্যুৎ' পদের সার্থকতা বলিয়া মনে করি।

'সিন্ধোঃ উর্ম্মৌ'—মন্ত্রের অন্তর্গত এই উপমায় এক উচ্চভাবের দ্যোতনা করে। উর্ম্মি
যেমন সিন্ধুবক্ষে উত্থিত হইয়া সিন্ধুতেই লয়প্রাপ্ত হয়, অপিচ উর্ম্মি যেমন সিন্ধুরই অংশীভূ
সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্ব সত্ত্বভাবসমন্বিত হৃদয়েই উত্থিত হয়, আবার উর্ম্মির ন্যায় সেই হৃদয়েই আ

গ্রহণ করে। অপিচ, শুদ্ধসত্ত্ব সেই সম্ভাবপূর্ণ হৃদয়েরই অংশীভূত। তারপর 'গৌরী' পদের লক্ষ্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে 'গৌরী' পদের অর্থ হইয়াছে—'মাধ্যমিকায়া বাচি'। আমরা 'গির' শব্দ হইতে অপত্যার্থে গৌরী পদ নিষ্পন্ন করি। আবার 'গৌরী' পদে জ্ঞান-দীপ্তিও বুঝাইতে পারে। "গৌরী রোচতেৰ্জ্বলতিকর্ম্মণি"—নির্ঘণ্টু ভাষ্যে (৫১৫—৮০৮ পৃষ্ঠা) পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে 'সা দীপ্তিমতী' এরূপ উল্লেখও দেখিতে পাই। এইরূপ অর্থ হইতেই 'গৌরী' পদের 'জ্ঞানপ্রদীপ্তে হৃদয়ে'—এই দ্বিতীয় ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। অন্তর স্থির অবিচলিত হয় তখনই, যখন সে হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর হইয়া যায়। অজ্ঞানতা—রিপুশত্রুর উপদ্রবাদিই সে চিত্ত-বিক্ষোভের মূলীভূত। সেই বিক্ষোভ দূর হইয়া অন্তর যখন স্থির অটল অচল হয়, তখনই হৃদয়ে দেবভাবের—শুদ্ধসত্ত্বের সমাবেশ হইয়া থাকে। মন যখন সমুদায় কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, পরমানন্দরূপ আত্মাতে স্বয়ং তুষ্ট হইয়া অবস্থিত হয়, তখনই তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে। যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য, যিনি অনুরাগ ক্রোধ ও ভয় শূন্য, সেই মুনি অর্থাৎ যাঁহার মন ব্রহ্মে লীন হইয়াছে—তিনিই স্থিতধী বলিয়া অভিহিত হয়েন। ফলতঃ, যিনি সর্ব্বতোভাবে পরমাত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তিনিই স্থিতধী বা স্থিতপ্রজ্ঞ। গীতায় ভগবদুক্তিতে এতদ্বিষয় স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান পার্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্। নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"

ফলতঃ, জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াও পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না; সেইরূপ সংসারে নিমজ্জমান থাকিয়াও যিনি সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত নহেন; অপিচ, ইন্দ্রিয়-বিষয়সকল হইতে যিনি কূর্ম্মের ন্যায় অঙ্গসঙ্কোচন করিতে সমর্থ, তাঁহারই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব নিত্য-বিরাজমান। সেই হৃদয়ই জ্ঞানের দিব্যজ্যোতিতে নিত্য-উদ্ভাসিত। মূলতঃ, চিত্তস্থৈর্য্যই সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির মূলীভূত। তাহাতে জ্ঞানদৃষ্টির পরিস্ফুরণ হয়। এইরূপ ভাবই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি। * (৯ম—৩প—১সূ—৩সা)।

—— • ——

চতুর্থং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ১র　২র　৩ ২ ৩ ১ ৩
দিবো নাভা বিচক্ষণোঽব্যা বারে মহীয়তে।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সোমো যঃ সুক্রতুঃ কবিঃ॥ ৪॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে অষ্টত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত (নবম মণ্ডল, প্রথম সূক্ত, তৃতীয় সাম)।

সাম ৮০ (৮০)

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিচক্ষণঃ' (বিদ্রষ্টাঃ, বুদ্ধিমান ইত্যর্থঃ) 'সুক্রতুঃ' (শোভনকর্ম্মা, সৎকর্ম্মকারী ইত্যর্থঃ) 'কবিঃ' (ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ, জ্ঞানী) 'যঃ' (যঃ সাধকঃ) তেন 'দিবঃ নাভা' (দ্যুলোকস্য নাভৌ, দ্যুলোকস্য মূলীভূতে ইত্যর্থঃ) 'অব্যাবারে' (নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে —অবস্থিতঃ ইতি যাবৎ) পরাজ্ঞানযুতঃ ইত্যর্থঃ 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'মহীয়তে' (পূজ্যতে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধকঃ জ্ঞানী পরাজ্ঞানযুতং শুদ্ধসত্ত্বং লভতে—ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ-৩খ—১সূ-৪সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বুদ্ধিমান্ সৎকর্ম্মসাধক জ্ঞানী যে সাধক তাঁহার (অর্থাৎ সেই সাধকের) দ্বারা দ্যুলোকের মূলীভূত, নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে অবস্থিত, অর্থাৎ পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব পূজিত হন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধক জ্ঞানী পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।) ॥ (৯অ—৩খ—১সূ—৪সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' 'সুক্রতুঃ' সুপ্রজ্ঞঃ 'কবিঃ' ক্রান্ত-কর্ম্মা 'বিচক্ষণঃ' বিদ্রষ্টা স 'সোমঃ' 'দিবঃ' অন্তরিক্ষস্য 'নাভা' নাভৌ নাভিভূতে 'অব্যাঃ' অবেঃ 'বারে' বালে 'মহীয়তে' পূজ্যতে ॥ ৪ ॥

* * *

চতুর্থ (১১৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে নিত্যসত্যমূলক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার ভাব সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"সুকর্ম্মা, কবি, বিচক্ষণ সোম, অন্তরীক্ষের নাভিস্বরূপ মেষলোমে পূজিত হন।" ব্যাখ্যাটী ভাষ্যানুযায়ী সুতরাং ভাষ্য ও অনুবাদের একত্র আলোচনা করা যাইতেছে।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমার্থক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ মন্ত্রের মূল বস্তু সোমরস নামক মদ্য। সেই মদ্য পূজিত হয়েন, ইহাই ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম। এই সোমরসের মহিমা বিস্তার করিবার জন্য তাহার প্রতি কতকগুলি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিতেছি।

'দিবঃ নাভা' পদদ্বয় 'অব্যা বারে' পদদ্বয়ের বিশেষণরূপে ভাষ্যাদিতেও গৃহীত হইয়াছে। প্রথমোক্ত পদদ্বয়ের অর্থ—"অন্তরীক্ষস্য নাভিভূতে"—অন্তরীক্ষলোকের, আকাশের (অথবা বিবরণকারের মতে দ্যুলোকের) নাভিস্বরূপে, কেন্দ্রস্বরূপে অর্থাৎ আকাশের বা স্বর্গের

মূলীভূত কারণে। শেষোক্ত বিশেষ্য পদদ্বয়ের অর্থ—"মেষলোমে"। তাই এই উভয় অংশের অর্থ দাঁড়াইল এই—'আকাশের বা স্বর্গের নাভিস্বরূপ (অথবা কেন্দ্রস্বরূপ) মেষলোমে।" এখন ব্যাপারটা একটী হাস্যকর হইয়া উঠিল। 'মেষলোম অর্থাৎ ভেড়ার লোমকে (প্রচলিত-মতে যাহা দ্বারা দশাপবিত্র নামক সোমরসের ছাকুনি প্রস্তুত হয়) বলা হইতেছে, দ্যুলোকের নাভিভূত অর্থাৎ কেন্দ্র-স্বরূপ। 'নাভা' এবং 'বারে' পদদ্বয় সপ্তম্যন্ত এবং ভাষ্যকার কোনরূপ বিভক্তি ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়াই উহাদের সপ্তম্যন্ত অর্থ করিয়াছেন, যথাক্রমে 'নাভৌ, নাভিভূতে' এবং 'বালে'; আর এই দুইটিকে বিশেষ্য-বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ব্যাখ্যার ভাব-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মেষলোম হঠাৎ এত উচ্চস্থান লাভ করিল কিরূপে তাহা মোটেই বুঝা যাইতেছে না। এখানে রূপক ব্যাখ্যারও কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা মোটেই মন্ত্রের প্রচলিত ভাব বুঝিতে পারি নাই, এরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা কোন সঙ্গত ভাব প্রকাশ হয় বলিয়াও মনে করিতে পারি না।

শুধু তাই নয়। সোমরসকে 'বিচক্ষণঃ' 'সুক্রতুঃ' ও 'কবিঃ' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সোমরস নামক মাদকদ্রব্য খুব বুদ্ধিমান্ (অথবা বুদ্ধিদাতা) এবং তিনি 'সুক্রতুঃ' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধক ও 'কবিঃ' অর্থাৎ জ্ঞানীও বটে। অর্থাৎ একজন মাতালও মদ্যের যেরূপ প্রশংসা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিবে, মন্ত্রে তার চেয়ে শতগুণ প্রশংসা করা হইয়াছে। মদ্য যে কিরূপে জ্ঞানী (অথবা জ্ঞানদাতা) ইত্যাদি হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখিতেছি যে, মদ্যের মত হেয়, ঘৃণিত জিনিষ আর নাই। মানুষকে অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে লইয়া যাইতে মদ্য অদ্বিতীয় সহায়কারী ও পথ-প্রদর্শক। সেই মদ্যের এবম্বিধ প্রশংসা মন্ত্রমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের মতে উপরোক্ত বিশেষণত্রয় 'সোমের' সম্বন্ধে আদৌ প্রযুক্ত হয় নাই। এই তিনটী বিশেষণ 'যঃ' পদকে বিশেষিত করিতেছে। অবশ্য 'সোম' শব্দে শুদ্ধসত্ত্বকেই লক্ষ্য করে। তথাপি মন্ত্রটীকে সম্পূর্ণভাবে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উক্ত তিনটী বিশেষণপদ 'যঃ' পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই—"বুদ্ধিমান সৎকর্ম্মকারী জ্ঞানী যে সাধক তাঁহার দ্বারা...সোম পূজিত হয়েন"। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারাই সত্য-পথ দর্শন করিতে পারেন এবং সেই পথে চলিতে পারেন। সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত হয়। তাঁহারা অনায়াসেই সত্যজ্যোতিঃ হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হয়েন।

জ্ঞানকে দ্যুলোকের নাভিভূত, কেন্দ্রস্বরূপ বলা হইয়াছে। শুধু দ্যুলোকের কেন, বিশ্বসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে জ্ঞান। জ্ঞান-শক্তি-বলেই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে; এখানে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ৯অ-৩খ-১সূ-৪সা) ॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

পঞ্চমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১র ২র ৩ ২ ৩২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যঃ সোমঃ কলশেষ্বা অন্তঃ পবিত্র আহিতঃ।

২উ ৩ ১ ২
তমিন্দুঃ পরিষস্বজে ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ সোমঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'কলশেষু' (পাত্রেষু, হৃদয়েষু, সর্ব্বেষাং জনানাং হৃদয়েষু) 'আ' (আস্তে, বর্ত্তমানঃ ভবতি) সঃ 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ সত্ত্বভাবঃ বিশুদ্ধীকৃতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'পবিত্রে অন্তঃ' (পবিত্র-হৃদয়মধ্যে) 'আহিতঃ' (নিহিতঃ, অধিষ্ঠিতঃ ভবতি); ভগবান্ 'তং' (তং পবিত্রং হৃদয়ং) 'পরিষস্বজে' (প্রবিশতি প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতং পবিত্রসাধকহৃদয়ং প্রাপ্নোতি —ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ—৩খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সত্ত্বভাব সর্ব্বলোকের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে, সেই সত্ত্বভাব বিশুদ্ধীকৃত হইয়া পবিত্র-হৃদয় মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়; ভগবান সেই পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পবিত্র সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন।) ॥ (৯অ—৩খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' সোমঃ 'কলশেষু' কুম্ভেষু অস্তে; যশ্চ 'পবিত্রে' পবিত্রস্য 'অন্তঃ' মধ্যে 'আ হিতঃ' নিহিতঃ, 'তং' স্বামংশভূতং সোমং 'ইন্দুঃ' তদভিমানী সো দেবঃ 'পরিষস্বজে' প্রবিশতি। (৯অ—৩খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

পঞ্চম (১১৯৮) সামের মর্ম্মার্থ।

————•:§ ° §:•————

মন্ত্রটীতে সত্ত্বভাবের বিভিন্ন স্তরের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বব্যাপিয়া যে সত্ত্বভাব আছে, জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে যে সত্ত্বভাব শক্তিরূপে বিরাজিত, তাহাই যখন

সাধন-বলে মানুষের হৃদয়ে বিশুদ্ধীকৃত পবিত্র হইয়া উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়, তখনই মানুষ ভগবৎপ্রাপ্তির পথে চলিতে সমর্থ হয়। আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে বর্ত্তমান, ঠিক তেমনিভাবে সত্ত্বভাব সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে শক্তিরূপে বিরাজিত আছে। কিন্তু সেই শক্তিকে সাধন-বলে উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে মানুষের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। কোন শক্তির অস্তিত্ব-মাত্রই যথেষ্ট নহে, তাহা ব্যবহার করিবার যোগ্যতা থাকাও চাই, এবং সেই শক্তিকে ব্যবহারোপযোগীও করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—শক্তি যদি সকলের মধ্যেই থাকে তবে তদ্দ্বারা সকল লোক উন্নত হইতে পারে না কেন? সূর্য্যরশ্মি তো পৃথিবীর সকল বস্তুর উপরই পতিত হয়, তবে সূর্য্যরশ্মি-সম্পাতে কেবলমাত্র সূর্য্যকান্ত মণিই বা অগ্নি বিকীরণ করে কেন? কোন বস্তু বা শক্তি বাহির হইতে আসিলেই মানুষের অভীষ্ট-সিদ্ধ হয় না। সেই শক্তি বা বস্তু ব্যবহার করিবার উপযোগী যোগ্যতা থাকাও চাই।

তাই বর্ত্তমান মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে,—যে সত্ত্বভাব বিশ্বের সর্ব্বত্র অনুস্যূত আছে, যাহার উপস্থিতিতে বস্তুর সত্তা সম্ভবপর হয়, সেই বস্তু যখন সাধন-বলে বিশুদ্ধ হয়, তখন তাহা মানুষকে মুক্তি দিতে পারে, শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন সাধক-হৃদয়ে ভগবান আবির্ভূত হয়েন। বীজের মধ্যে গাছ বর্ত্তমান আছে সত্য, কিন্তু তাহা যদি বীজমাত্রেই থাকিয়া যায়, তাহা হইতে অঙ্কুর উদ্গত না হয়, সেই অঙ্কুর বার্দ্ধত না হয় তাহা হইলে সেই বীজের দ্বারা কাহারও কোনও লাভ হয় না। বীজের মধ্যে সম্ভাব্যশক্তি (Potentiality) থাকে মাত্র। সেই বীজকে যদি উপযুক্ত-ভাবে যত্নের সহিত অঙ্কুরিত করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই বীজোৎপন্ন অঙ্কুর বার্দ্ধত হইয়া কালক্রমে তাহা ফলফুলশোভিত মহাবৃক্ষে পরিণত হইতে পারে। সত্ত্বভাবও শক্তির বীজ, তাহার মধ্যে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাব্যশক্তি (Potentiality) বর্ত্তমান আছে। মানুষ সাধনার অভাবে এই শক্তির বিকাশ-সাধন করিতে পারে না। তাই শক্তির অধিকারী হইয়াও উন্নতিলাভে অসমর্থ হয়। যাহারা সাধন-শক্তিবলে সত্ত্বভাবের পূর্ণবিকাশ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহারা ভগবচ্চরণ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে—"তং পরিষস্বজে"। অর্থাৎ ভগবানই সেই সৌভাগ্যশালী সাধককে প্রাপ্ত হয়েন।

নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা হইতেই বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। অনুবাদটী এই,—"যে সোম কুম্ভে আছেন এবং দশাপবিত্র মধ্যে নিহিত আছেন, সেই সোম মধ্যে সোমদেব প্রবেশ করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে শেষাংশ অর্থাৎ "সেই সোম মধ্যে সোমদেব প্রবেশ করিতেছেন" এই অংশ বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। এখানে দেখা যাইতেছে যে 'সোম' ও 'ইন্দু'—সোম ও সোমদেব দুই পৃথক সত্তা। এই নূতন সত্তা 'সোমদেব' কে? একটী হিন্দি ব্যাখ্যাতে এই অংশের অর্থ লিখিত হইয়াছে,—"সোমমে চন্দ্রমাকা অভিমানী দেবতা প্রবেশ করতা হ্যায়।" এখানে দেখা যাইতেছে, 'সোম' বা 'ইন্দু' সোমরস হইতে একেবারে চন্দ্রে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে! প্রচলিত ব্যাখ্যাদির অন্যত্রও এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। একজন প্রচলিত ব্যাখ্যাতার

মত এই যে, 'সোম' শব্দে প্রথমতঃ 'সোমরস' নামক মাদক-দ্রব্যকেই বুঝাইত। তারপর ক্রমশঃ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া 'সোম' বলিতে সোমদেব অর্থাৎ চন্দ্রকে বুঝাইত। সোমকে অনেক স্থলে অমৃত বলা হইয়াছে। 'সোম' চন্দ্রে পরিবর্তিত হইলেও লোকে সে কথা ভুলে নাই, তাই চন্দ্রকে অমৃতের অধিষ্ঠাতা বলিয়া গ্রহণ করিল। এই ভাব লইয়া চন্দ্র, অমৃত ও রাহুকেতুর উপাখ্যান সৃষ্ট হইল। এখনও পর্যান্ত লোকে তাই চন্দ্রকে অমৃতাধিপতি বলিয়া কবিতা রচনা করে। আমরা এখানে সোম-সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় পাইলাম। অবশ্য তাহার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার কোন সম্পর্ক নাই। কেবলমাত্র প্রচলিত মতাদির সারবত্তা প্রদর্শন করিবার জন্যই এতটুকু লিখিতে হইল। (৯অ—৩খ—১সূ—৫সা)।*

— — * — —

ষষ্ঠং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম)।

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
প্র বাচমিন্দুরিষ্যতি সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপি।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
জিন্বন্ কোশং মধুশ্চ্যুতম্॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'সমুদ্রস্য' (সত্ত্বসমুদ্রস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'অধিবিষ্টপি' (স্থানে—ভগবৎসমীপে ইতি ভাবঃ) 'বাচং' (প্রার্থনাং) 'প্রেষ্যতি' (প্রেরয়তি); সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'মধুশ্চ্যুতং' (মধুকামিনং, অমৃতকামিনং ইত্যর্থঃ) 'কোশং' (পাত্রং, হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'জিন্বন্' (পূরয়ন্, পূরয়তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ ভগবদারাধনয়া চ সাধকাঃ অমৃতত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৯অ—৩খ—১সূ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্থানে অর্থাৎ ভগবৎসমীপে প্রার্থনা প্রেরণ করে; সেই শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতকামী হৃদয়কে পূর্ণ করে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে এবং ভগবদারাধনার দ্বারা সাধকগণ অমৃতত্ব লাভ করেন।)। (৯অ—৩খ—১সূ—৬সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণং-ভাষ্য।

'ইন্দুঃ' সোমঃ। উন্দী ক্লেদনে (রু০ প০)—ইত্যস্য রূপং ক্লেদনবাংস্তং 'মধুশ্চ্যুতং' মধুনশ্চ্যা-বকং দ্রোণকলশং 'জিন্বন' প্রীণয়ন্ পূরয়ন্নিত্যর্থঃ। সমুদ্রস্যান্তরিক্ষস্য 'অধিবিষ্টাপ' নিষ্টব্ধে স্থানে 'বাচং' 'প্রেষ্যতি' প্রেরয়াত; পবিত্রে পূয়মানঃ শব্দং করোতীত্যর্থঃ। (৯অ—৩খ—১সূ-৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (১১৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

নিত্যসত্যমূলক এই মন্ত্রটীর একটী অদ্ভুত ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—"সোম মদস্রাবী মেঘকে প্রীত করতঃ অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থানে বাক্য উচ্চারণ করেন'। ভাষ্যকার 'ইন্দুঃ' পদে ধাত্বর্থের অনুসরণে 'ক্লেদনবান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ বর্ত্তমান মন্ত্রের ঠিক পূর্ব্ব মন্ত্রে 'ইন্দুঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে—'সোমদেব বা চন্দ্র'। আবার, অন্যান্য স্থলে এই 'ইন্দুঃ' পদের 'সোম' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—'ইন্দুঃ' পদের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মনেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে; তাই তিনি বিভিন্নস্থলে বিভিন্নরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু কোনস্থানেই মন্ত্রের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই।

যাহা হউক, এখন বর্ত্তমান মন্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমান মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতাতেও পাওয়া যায়। সেখানে 'ইন্দুঃ' পদের অর্থ, 'সোমঃ'; 'কোশং' পদের অর্থ 'মেঘং।' সামবেদে উক্ত পদের ভাষ্যার্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'জিন্বন' পদের ঋগ্বেদীয় অর্থ 'প্রীণয়ন'; কিন্তু সামবেদের ভাষ্যার্থ—ঐ 'প্রীণয়ণের' তাৎপর্য্যে 'পূরয়ন' গ্রহণ করা হইয়াছে।

কিন্তু উভয় বেদের ভাষ্যার্থ প্রভৃতির আলোচনা করিয়াও 'অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থান' বলিতে কি বুঝায়, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারি নাই। ভাষ্যাদিতেও এরূপ কোনও ভাব পাওয়া যায় না; মন্ত্রে সে প্রসঙ্গ নাই। 'সোম বাক্য উচ্চারণ করেন'—এই বাক্যাংশের দ্বারা কি বুঝা যায়? 'সোম'—চন্দ্রই হউন আর সোমরসই হউন, কিরূপে বাক্য উচ্চারণ করিবেন? সেই বাক্য কি এবং কাহার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইবে? তার পর—'সোম মদস্রাবী মেঘকে প্রীত করে'। মদস্রাবী মেঘ না হয় বুঝা গেল। যে আনন্দ বর্ষণ করে সেই মদস্রাবী মেঘ। কিন্তু সোমরস তাহাকে প্রীত করে কিরূপে? মন্ত্রের অপরাংশ—"অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থানে"। 'অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থান' বলিতে যে কি বুঝায়, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারি নাই।

যাহা হউক, এখন আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। 'ভগবৎ-সমীপে শুদ্ধসত্ত্ব প্রার্থনা প্রেরণ করে' অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, তখন সাধক ভগবৎপরায়ণ হয়েন, ভগবানের সমীপে প্রার্থনা করেন। মানুষের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হইলে; মানুষ ভগবৎপরায়ণ হয়। তাহার একটা নিগূঢ় কারণ আছে। মানুষের মনে সাধারণতঃ নানাবিধ বাসনা-কামনা থাকে। চারিদিকের নানাবিধ মায়ামোহের প্রলোভনে মানুষ চতুর্দ্দিকে ছুটিতে থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে মানুষের মন

হইতে অসার হীন কামনা দূরীভূত হইয়া যায়, পাপ মলিনতা দূরে পলায়ন করে। যাহা থাকে—তাহা বিশুদ্ধ নির্ম্মল ভাব। মানুষের মধ্যে কর্ম্মশক্তি বর্ত্তমান আছে। সেই কর্ম্ম-শক্তিকে কোনও সৎকর্ম্মে প্রযুক্ত না করিলে, তাহা অসৎ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে। যখন মানুষের মধ্যে সদসৎ সমস্ত প্রেরণা থাকে, তখন মানুষ তাহার শক্তিকে সেই প্রেরণাবশে সদসৎকর্ম্মে নিযুক্ত করে। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে যদি মানুষের হৃদয় হইতে অসৎ-প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়, অসৎ-প্রেরণা সমূলে ধ্বংস হয়, তখন তাহার কর্ম্মশক্তির জন্য একটা দিক খোলা থাকে, তাহা সৎকর্ম্মের দিক। মানুষের কর্ম্মশক্তি যেন কতকটা বাধ্য হইয়াই ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হয়। কারণ শক্তি ক্রিয়াশীল; ক্রিয়া ব্যতীত, গতি ব্যতীত, শক্তি আসিতে পারে না। সুতরাং কাহারও মধ্যে যদি কেবলমাত্র সৎপ্রবৃত্তি, সৎপ্রেরণা থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সৎকর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। তাই বলা হইয়াছে,—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎসমীপে প্রার্থনা প্রেরণ করেন। সুতরাং তাহার ফলে সাধক আপনার উন্নতি-সাধনেও সমর্থ হয়েন। তাঁহার জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠ কামনা-বাসনা, তাহা অনায়াসেই পূর্ণ হয়। তাই বলা হইয়াছে,—শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতকামী হৃদয়কে পূর্ণ করে।" (৯অ—৩খ—১২—৬সা)।*

——— * ———

সপ্তমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
নিত্যস্তোত্রো বনস্পতির্দ্ধেনামন্তঃ সবর্দুঘাম্।

৩ ১র ২র ৩ ২
হিন্বানো মানুষা যুজা॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নিত্যস্তোত্রঃ' (সততস্তোত্রঃ, নিত্যকালারাধিতঃ) 'বনস্পতিঃ' (বনানাং, জ্যোতীষাং স্বামী, পরমজ্যোতির্ম্ময়ঃ পরমদেবঃ) 'সবর্দুঘাং' (অমৃতদোগ্ধ্রীং, অমৃতদায়কং) 'ধেনাং' (জ্ঞানং) 'হিন্বানঃ' (প্রেরয়ন, প্রযচ্ছন) 'মানুষা' (মানুষেণ) 'যুজা' (যুক্তং, আরাধিতঃ সন ইতি ভাবঃ) তেষাং 'অন্তঃ' (মধ্যে হৃদি ইত্যর্থঃ) আবির্ভূতঃ ভবতি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ঐকান্তিকয়া আরাধনয়া ভগবৎকৃপাং লভন্তে —ইতি ভাবঃ। (৯অ—৩খ—১৭—৭সা)॥

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

নিত্যকালারাধিত পরমজ্যোতির্ম্ময় পরমদেব অমৃতদায়ক জ্ঞান প্রদান করিয়া মানুষের দ্বারা আরাধিত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে—হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ঐকান্তিক আরাধনার দ্বারা ভগবৎকৃপা লাভ করেন।)। (৯ম—৩খ—১সূ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নিত্যস্তোত্রঃ' সন্ততস্তোত্রঃ 'বনস্পতিঃ' বনানাং স্বামী, সোমঃ 'মানুষা' মানুষাণি 'যুগা' যুগ্মানি অহোনৈকাত্মকানি 'হিন্বানঃ' প্রীণয়ন 'সর্ব্বহুষাং' অমৃতসদৃশাতিপ্রিয়বচনানি দোহ্মাং 'অন্তঃ' স্তোতৄণাং মধ্যে স্থিতাং 'ধেনাং' স্তুতিরূপাং বাচং গৃণাতীতি শেষঃ। 'ধেনামন্তঃসর্ব্বহুষাং' —'ধীনামন্তস্সর্ব্বহুষম্মঃ' - ইতি পাঠৌ॥ (৯অ ৩খ—১সূ - ৭সা)॥

* * *

সপ্তম (১২০০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী স্বভাবতঃই একটু জটিল-ভাবাপন্ন বটে, কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদি তাহাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। দু'একটী ব্যাখ্যা এমন আছে, যদ্দ্বারা মন্ত্রের জটিলতা বৃদ্ধি তো হইয়াছেই, অধিকন্তু মূলভাবেরও ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"নিত্যস্তোত্র-বিশিষ্ট, ক্ষীরপ্রসবকারী বনস্পতি (সোম-মনুষ্য)গণের জন্য একদিন কর্ম্মমধ্যে প্রীতভাবে (বাস করেন)।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে দুইটী প্রথম বন্ধনী আছে, প্রথমটির মধ্যস্থিত 'মনুষ্য' শব্দ সম্ভবতঃ বন্ধনীর বাহিরে থাকিয়া 'গণ' এই বিভক্তির সহিত যুক্ত হইবে। যাহা হউক, এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যেরও কোন কোনও স্থলে অনৈক্য আছে। প্রথমতঃ আমরা উপরে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদের আলোচনা করিব।

'বনস্পতি' পদে ভাষ্যানুযায়ী 'সোম' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। শব্দার্থের দিক দিয়া না হয় প্রথম অংশ বুঝা গেল, যদিও 'বনস্পতি' পদে সোমকে মোটেই লক্ষ্য করে না। ব্যাখ্যার পরের অংশ—"মনুষ্যগণের জন্য একদিন কর্ম্ম মধ্যে প্রীতভাবে (বাস করেন)।" 'মনুষ্যগণের জন্য' - চতুর্থ্যন্ত পদ কোথা হইতে আসিল বুঝা যায় না। তারপর 'কর্ম্মমধ্যে' পদ অনুবাদকারের নিজস্ব আমদানী। মূলে আছে 'অন্তঃ'; তাহা হইতে অর্থ আসিয়াছে -"কর্ম্মমধ্যে" আমাদের ধারণা, 'অন্তঃ' পদ 'মানুষা' পদের সহিত অর্থের দিক দিয়া সম্বন্ধ-যুক্ত। উক্ত পদে সেই সাধনাপরায়ণ মানুষের হৃদয়কেই লক্ষ্য করে বলিয়া আমাদের ধারণা। তাই উক্ত পদে

আমরা 'তেষাং মধ্যে, হৃদি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তার পর "প্রীত-ভাবে বাস করেন" অংশ মন্ত্রের কোথায়ও নাই ; এই বাক্যাংশ বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যার মধ্যে কিরূপে আসিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ মতভেদ রহিয়াছে। নিম্নে একটী হিন্দি অনুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"নিত্যপ্রশংসা কিয়া জানেওয়ালা বনোঁকা স্বামী সোম ঋত্বিজোঁকে যুগ্মরূপসে প্রেরণা করতা হুয়া অমৃতকী সমান প্রিয় বচনোঁকো প্রকাশিত করনেওয়ালা স্তোতাওকে মধ্যমে স্থিত স্তুতিকো স্বীকার করে।"

এই ব্যাখ্যাটী অনেকাংশে ভাষ্যেরই অনুযায়ী। সুতরাং ভাষ্যের আলোচনা হইতেই এই হিন্দি ব্যাখ্যারও ভাব অধিগত হইবে। ভাষ্যকার 'যুজা' পদে 'যুগ্মানি অহীনৈ-কাহাত্মকানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বিবরণকার এই যজ্ঞার্থক ব্যাখ্যাটীকে আরও বিস্তৃত করিয়াছেন, "দিনৈকসম্পাদ্যমেকাহং, দ্বাদশদিনাতিরিক্তসম্পাদ্যং সত্রং অহীনমত্রং যাগকর্ম্ম।" এই একটী 'যুজা' পদ হইতে এত বড় ব্যাখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। শুধু তাই নয়, অনুবাদকার আবার নূতন ভাব সংযোজন করিয়াছেন, তাহা উপরে বিবৃত হইয়াছে। 'যুজা' পদে আমরা অর্থ করিয়াছি—'যুক্তঃ'। মানুষের সহিত ভগবান্ যুক্ত হন—সাধনা আরাধনা দ্বারা। এখানে 'যুজা' পদের 'যুক্তঃ' অর্থেই মন্ত্রের আনুপূর্ব্বিক সঙ্গতি রক্ষিত হয়।

'বনস্পতিঃ' পদের অর্থ 'বনানাং পতি'। 'বন' শব্দ জ্যোতিঃবাচক। জ্যোতিঃর অধিপতি সেই পরমদেবতাকেই 'বনস্পতি' পদে লক্ষ্য করে। তিনিই নিত্য আরাধিত। অহর্নিশ সাধকগণ তাঁহারই উদ্দেশে তাঁহাদের হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রার্থনা প্রেরণ করেন। তিনি সাধক-হৃদয়ের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে মোক্ষদায়ক পরমবস্তু অমৃতপ্রাপক জ্ঞান প্রদান করেন। 'বনস্পতিঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'সোম'; কিন্তু মন্ত্রটী বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মন্ত্রে ভগবানেরই মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনিই মানবকে জ্ঞানালোক প্রদান করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইবার শক্তি প্রদান করেন। তিনিই সাধকের সাধনা দ্বারা প্রীত হইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হয়েন, তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। যিনি নিজে জ্যোতিঃ-স্বরূপ, জ্যোতির আধার, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই মানবকে জ্ঞানালোক প্রদান করিতে পারেন। জগতে আমরা যে জ্যোতির বিকাশ দেখিতে পাই ; তাহা সেই পরম জ্যোতির্ম্ময়েরই ক্ষীণ প্রকাশ মাত্র। তাঁহার জ্যোতিঃ কণামাত্র লাভ করিয়া চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী জ্যোতিলাভ করে, জগতে আলোক বিতরণে সমর্থ হয়। যিনি অমৃত-স্বরূপ, তিনিই মানবকে অমৃতদান করিয়া কৃতার্থ করিতে পারেন। ভগবানের সেই শক্তি ও মহিমাই মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। (৯অ - ৩খ—১সূ ৭সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনচত্বারিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

অষ্টমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
আ পবমান ধারয় রয়িং সহস্রবর্চ্চসম্।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অস্মে ইন্দো স্বাভুবম্ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক!) 'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'অস্মে' (অস্মাসু, অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'সহস্রবর্চ্চসং' (বহুদীপ্তিং, পরমজ্যোতির্ম্ময়ং ইত্যর্থঃ) 'স্বাভুবং' (শোভন-ভবনং, শোভনাশ্রয়ং, পরমাশ্রয়দায়কং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (পরমধনং) 'আ' (সম্যক্‌রূপেণ) 'ধারয়' (প্রাপয়, প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতং মোক্ষদায়কং পরমধনং লভেম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ - ৩খ - ১সূ - ৮সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদিগকে পরমজ্যোতির্ম্ময় পরমাশ্রয়দায়ক পরমধন সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত মোক্ষদায়ক পরমধন লাভ করি।) ॥ (৯অ—৩খ—১সূ—৮সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান' পূয়মান! পুনান! বা 'ইন্দো' সোম! ত্বং 'সহস্রবর্চ্চসং' বহুদীপ্তিং 'স্বাভুবং' শোভন-ভবনং 'রয়িং' ধনং 'অস্মে' অস্মাসু 'ধারয়' প্রক্ষিপেত্যর্থঃ ॥ (৯অ—৩খ—১সূ - ৮সা) ॥

* * *

অষ্টম (১২০১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে প্রার্থনামূলক বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদটী হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব অধিগত হইতে পারিবে। সেই অনুবাদটী এই,—"হে পবমান সোম! তুমি আমাদিগকে বহুদীপ্তিবিশিষ্ট,

সুন্দরগৃহবিশিষ্ট ধনদান কর।" ব্যাখ্যাটী ভাষ্যানুযায়ী, সুতরাং ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের একত্র আলোচনা করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান মন্ত্রের অব্যবহিত পূর্ব্বের কয়েকটী মন্ত্রেও আমরা 'ইন্দো' পদ পাইয়াছি। তাহাতে কিরূপ অর্থ করা হইয়াছে তৎস্থলেই আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান মন্ত্রে আবার 'ইন্দো' পদে 'সোম' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ মন্ত্রের প্রার্থনা সোমরসের নিকট করা হইয়াছে। আমাদের ধারণা অন্যরূপ। আমাদের মনে হয় মন্ত্রে ভগবানের নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

'স্বাভুবং' পদের ভাষ্যার্থ 'শোভনভবনং' অর্থাৎ সুন্দর ঘরবাড়ী। আপাততঃ-দৃষ্টিতে মনে হয় সাধক বুঝি সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে এখানে ঘরবাড়ীর কথা হইয়াছে বটে, তবে তাহা সাধারণ লোকের প্রার্থিত অট্টালিকাদি নয়। সাধক এখানে শোভনাশ্রয় চাহিয়াছেন, যে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে মানবের আর কোন আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে না। "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"—সাধক সেই পরম আশ্রয় অনন্ত আশ্রয় লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করিয়াছেন, খড়কুটার ঘর বা ইষ্টক প্রস্তরের অট্টালিকা তাঁহারা চাহেন নাই।

সাধক জানেন, এই খড়কুটার বা ইটপাথরের ঘর মাত্র দুদিনের জন্য, তাহা ছাড়িতেই হইবে, মানুষকে একদিন সেই চরমাশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইতে হইবে। যে স্থান হইতে কখন ভ্রষ্ট হইবে না, যে আশ্রয় হইতে পতন নাই, সেই পরমাশ্রয়ের অনুসন্ধানেই সাধক আত্মনিয়োগ করেন। মানুষ অতৃপ্ত; তাহার অতৃপ্তির কারণ অপূর্ণতা। শুধু অপূর্ণতা বলিলে সত্যের একাংশমাত্র প্রকাশ করা হয়। অপূর্ণতার ধারণাই মানুষকে পূর্ণত্ব সম্বন্ধেও সজাগ করিয়া করিয়া তুলে। পূর্ণত্বের সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে অপূর্ণতার ধারণা জন্মিতেই পারে না। মানুষের মনে পূর্ণত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা আছে, সেই ধারণাকে জীবনে সফল কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারে না বলিয়াই মানুষের প্রাণে অতৃপ্তি জাগে। অতৃপ্তি খারাপ জিনিষ নয়, সে মানুষকে তৃপ্তি-লাভের পথে প্রেরণা দেয়।

এই যে পূর্ণ ও অপূর্ণের ধারণা তাহাই সাধকের মনে পার্থিব সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেয়। তিনি দেখিতে পান যে, এই ক্ষণভঙ্গুর জগতের সমস্ত জিনিষই অসার অস্থায়ী ঘরবাড়ী ধনদৌলত সমস্তই দুদিনের অস্তিত্বে পর্য্যবসিত হয়। তাই তিনি সেই স্থায়ী নিত্য বাসস্থানের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। "স্বাভুবং" পদে সেই পরমাশ্রয় নিত্যস্থানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই 'স্বাভুবং' পদের সহিত "সহস্রবর্চ্চসং" বিশেষণ সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় আমাদের মত সমর্থিত হইতেছে। সাধারণ ঘরবাড়ী সম্বন্ধে "সহস্রবর্চ্চস" বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারে না। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য। (১অ-৩খ—১সূ ৮সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক অষ্টম অধ্যায়, ঊনচত্বারিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

নবমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

৩ ২　৩ ২　৩ ২　৩ ২উ　৩　১র ২র　৩ ২
অভি প্রিয়া দিবঃ কবির্ব্বিপ্রঃ সধারয়া সুতঃ।
১ ২　৩ ১ ২
সোমো হিন্বে পরাবতি ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবিঃ' (ক্রান্তকর্ম্মা, সৎকর্ম্মসাধকঃ, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিদাতা ইত্যর্থঃ) বিপ্রঃ' (মেধাবী, জ্ঞানী) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ, পবিত্রঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'পরাবতি' (দূরদেশে, দ্যুলোকে ইত্যর্থঃ) অবস্থিতঃ সন্ ইতি যাবৎ 'ধারয়া' (ধারারূপেণ, প্রভূত-পরিমাণেন ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'প্রিয়া' (প্রিয়াণি—ধনানি ইতি যাবৎ) পরমধনং ইত্যর্থঃ 'অভি' (অভিলক্ষ্য, সাধকান্ ইতি যাবৎ) 'হিন্বে' (প্রেরয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (৯অ ৩খ—১সূ ৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসাধন-শক্তিদাতা জ্ঞানী পবিত্র প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকে অবস্থিত হইয়া প্রভূত-পরিমাণে দ্যুলোকের প্রিয়ধন অর্থাৎ পরমধন সাধককে লক্ষ্য করিয়া প্রেরণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন।)। (৯অ—৩খ—১সূ—৯সা)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

'কবিঃ' ক্রান্তকর্ম্মা, 'সুতঃ' অভিষুতঃ, সোমঃ 'পরাবতি' বিপ্রকৃষ্টে দেশে স্থিতঃ সন্ 'বিপ্রঃ' মেধাবী 'সধারয়া' স্বস্য ধারয়া 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'প্রিয়া' প্রিয়াণি স্থানানি 'অভি' লক্ষ্য 'হিন্বে' প্রেরয়তি। 'দিবঃকবিঃ'—'দিবস্পতিঃ'—ইতি পাঠৌ, 'হিন্বেপরাবতি'—'হিন্বেপরাকো অর্বাক্' ইতি চ, 'সুতঃ'—'কাব্যঃ'—ইতি চ। (৯অ-৩খ-১সূ-৯সা)।

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

নবম (১২০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এই,—"কবি সোম দ্যুলোক হইতে প্রেরিত হইয়া মেধাবীগণের ধারারূপে প্রিয়স্থানে গমন করেন।" "মেধাবীগণের ধারারূপে প্রিয়স্থানে" স্থলে "ধারারূপে মেধাবীগণের প্রিয়স্থানে" হইবে। সম্ভবতঃ মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ এইরূপ স্থানবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকিবে। যাহা হউক, এই স্থানবিপর্য্যয় সংশোধিত হইলেও ব্যাখ্যায় অনেক গোলযোগ থাকিয়া যায়। প্রথমতঃ 'হিষে' পদের অর্থ করা হইয়াছে -'প্রেরিত হইয়া'। আমাদের ধারণা বর্ত্তমান স্থলে ভাষ্যকার উক্তপদের প্রকৃত অর্থ করিয়াছেন। তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'প্রেরয়তি' প্রেরণ করে। আমরাও সঙ্গত-বোধে এইরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান করিয়াছি।

ব্যাখ্যার মধ্যে আরও একটী বিষয় বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। তাহা—এই "কবি সোম দ্যুলোক হইতে প্রেরিত হইয়া"। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারেই দেখা যাইতেছে যে, সোম দ্যুলোকবাসী অথবা দ্যুলোক হইতে প্রেরিত হয়েন। কিন্তু সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য দ্যুলোকবাসী হইবে কিরূপে? আর যদি তাহা দ্যুলোকবাসীই হয় অর্থাৎ স্বর্গজাত বস্তু হয় তবে কি তাহা ভগবৎ-শক্তি বলিয়াই পরিগৃহীত হয় না? এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ব্যাখ্যাকার যেন কতকটা তাঁহার অজ্ঞাতসারেই আমাদের মত সমর্থন করিতেছেন। তিনিও বলিতেছেন যে, 'সোম' স্বর্গীয় বস্তু, স্বর্গেই তাহার উৎপত্তি আবার স্বর্গ হইতেই তাহা মেধাবীগণের, সাধকগণের নিকট প্রেরিত হয়। ব্যাখ্যাকারের পথ অনুসরণ করিলেও আমরা মোটামোটীভাবে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারি যে, 'সোম' নামে বেদমন্ত্রের মধ্যে আমরা যাহার পরিচয়ই পাই, বেদে যাহার বহুবিধ মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে তাহা ভাগবতী শক্তি—শুদ্ধসত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেবলমাত্র সোমরস নামক মাদক-দ্রব্যের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'সোম' শব্দের নানাবিধ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমরা অন্যত্রও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদি অনুসারেই আরও একটী সত্য লাভ করা যায়, তাহা এই যে, সাধকগণ সেই পরমবস্তু 'সোম' দ্যুলোক হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এখানে দুইটী বিষয় বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ 'সোম'এর উৎপত্তি-স্থান, দ্বিতীয়তঃ 'সোমের' গ্রহীতা। উৎপত্তিস্থান—স্বর্গ, ভগবচ্চরণ। যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু সুন্দর, তাহা ভগবানের চরণ হইতেই জগতে নামিয়া আসে। অথবা ভগবানের চরণ হইতে যাহা আসে, ভগবৎকৃপায় জগৎবাসী যাহা লাভ করে তাহা নিশ্চয়ই পবিত্র, মহান, সুন্দর; তাহা মানবের পরম মঙ্গলসাধন করে, তাহা মানুষকে অনন্ত উন্নতির পথে প্রেরণা দেয়।

অপরপক্ষে সেই ভগবৎকৃপা লাভের পাত্র, "কবি, মেধাবী"। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সত্যদ্রষ্টা তাঁহারাই সাধনাবলে ভগবানের কৃপালাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই মোক্ষলাভের অধিকারী হইতে পারেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, 'সোম'-এর উৎপত্তিস্থান

এবং 'সোমের' গ্রহীতা উভয়ই পবিত্র। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই পরম পবিত্র বস্তু—যাহা ভগবান্ হইতে আসিয়া সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয় তাহা কি মাদক-দ্রব্য "সোমরস"? আমরা তাহা কিছুতেই ধারণা করিতে পারি না। সোমরস নামক মাদক-দ্রব্যকে যদি এমন পবিত্র বস্তু বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহা হইলে পবিত্রতার কোন অর্থ থাকে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, ব্যাখ্যাকার তাহার অজ্ঞাতসারেই আমাদের মত সমর্থন করিতেছেন।

সে যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ হইতেই উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের সার মর্ম্ম এই যে, সাধকের হৃদয়ে যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হয়, তখন সাধক স্বতঃই পবিত্রপথে আপনাকে চালিত করেন, সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাহার ফলে তিনি পরমধন লাভ করিতে সমর্থ হয়েন॥ (৯অ-৩খ-১২সূ-৯সা)॥

—— * ——

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
উত্তে শুষ্মাস ঈরতে সিন্ধোরূর্ম্মেরিব স্বনঃ।

৩ ১ ২ ৩ ২
বাণস্য চোদয়া পবিম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'সিন্ধোঃ উর্ম্মেঃ স্বনঃ ইব' (সমুদ্রতরঙ্গস্য শব্দবৎ, সমুদ্রতরঙ্গাৎ শব্দং যথা অহর্নিশ উদ্গচ্ছতি তদ্বৎ) 'তে' (তব) 'শুষ্মাসঃ' (বেগবন্তং আশুমুক্তিদায়কং শব্দং, জ্ঞানং ইতি ভাবঃ) নিত্যকালং 'উৎ ঈরতে' (উদ্গচ্ছতি, প্রবহতি, সাধকহৃদি ইতি শেষঃ); হে দেব! 'বাণস্য' (বীণাযন্ত্রস্য) 'পবিং' (শব্দং) ইব মধুরশব্দং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ 'চোদয়' (প্রেরয়, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ নিত্যকালং পরাজ্ঞানং লভন্তে; বয়ং পরাজ্ঞানং লভেম ইতি ভাবঃ। (৯অ-৪খ-১সূ-১সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ঊনচত্বারিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সমুদ্রতরঙ্গের শব্দবৎ অর্থাৎ সমুদ্রতরঙ্গ হইতে শব্দ যেমন অহর্নিশ উদ্গত হয় সেইরূপভাবে, আপনার আশুমুক্তিদায়ক জ্ঞান নিত্যকাল সাধকহৃদয়ে প্রবাহিত হয়; হে দেব! বীণাযন্ত্রের শব্দ-তুল্য মধুরশব্দ অর্থাৎ পরাজ্ঞান আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ নিত্যকাল পরাজ্ঞান লাভ করেন; আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি।)। (৯অ—৪খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'তে' তব 'শুষ্মাসঃ' শুষ্মা বেগাঃ 'উৎ ঈরতে' উদ্গচ্ছন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ- 'সিন্ধোঃ' সমুদ্রস্য 'ঊর্ম্মেরিব' যথা তরঙ্গাৎ 'স্বনঃ' ধ্বনিঃ উদ্গচ্ছতি তদ্বৎ। স ত্বং 'বাণস্য' বিসৃষ্টস্য নাদস্য শততন্ত্রীকস্য বীণা-বিশেষস্য 'পবিং'। শব্দ-নামৈতৎ (নিঘ০ ১'১১)। শব্দং 'চোদয়' প্রেরয়, বেগেন স্যন্দমানস্ত্বং বিসৃষ্ট-বাণ-শব্দ-সদৃশং শব্দং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ১॥

* * *

প্রথম (১২০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী একটু জটিলভাবাপন্ন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রের ভাব পরিষ্কার হয় নাই, বরং দু'এক স্থলে মূলভাবের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে সোম! সমুদ্রের তরঙ্গের বেগের ন্যায় তোমার ধারা বহমান হইতেছে। যেমন ধনুর্গুণ হইতে বিক্ষিপ্ত বাণ শব্দ করে, তুমি তদ্রূপ শব্দ ছাড়িতে থাক।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে সোমপ্রস্তুত প্রণালীর একটা আভাষ পাওয়া যায়। যেন সোমরসকে ছাঁকা হইতেছে এবং বেগের সহিত সেই সোমরস ধারারূপে প্রবাহিত হইতেছে, তখন সোমরস পতিত হইবার সময় যে শব্দ করে সেই শব্দকে ধনুর্গুণ হইতে নিক্ষিপ্ত বাণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মোটের উপর উহা একটা সোমরস প্রস্তুতের ছবির একাংশ।

কিন্তু মন্ত্রের অন্তর্গত পদসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই ধারণা নষ্ট হইয়া যায়। মূলে আছে—'স্বনঃ', উহার অর্থ 'ধ্বনি' 'শব্দ'। ভাষ্যকারও ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং "সিন্ধোঃ ঊর্ম্মেঃ স্বনঃ ইব" পদসমূহের অর্থ হয়—"সমুদ্রতরঙ্গের শব্দের ন্যায়"। কিন্তু প্রচলিত বঙ্গানুবাদে স্পষ্টতঃ 'স্বনঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে 'বেগ'। 'স্বনঃ' পদে কিছুতেই 'বেগ' অর্থ নিষ্পন্ন হয় না। 'তোমার ধারা' ব্যাখ্যা মধ্যে কোথা হইতে

আসিল তাহা মোটেই বুঝা যায় না। ধারাস্রোতক কোন শব্দই মন্ত্রমধ্যে নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সোমার্থকরূপে মন্ত্রটীকে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য শব্দের পূর্ব্বাপরেরও ব্যত্যয় ঘটান হইয়াছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের উপমা দ্বারা সোমরসের পতন-সময়ে যে শব্দ হয় তাহাই বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়েও ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। আবার নিম্নোদ্ধৃত হিন্দী ব্যাখ্যাটীর প্রতি লক্ষ্য করুন, তাহাতে নূতনভাবের সমাবেশ দেখিতে পাইবেন। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সোম! সমুদ্রকী তরঙ্গসে উঠ চয়ে শব্দকী সমান তেরে বেগ উঠতে হ্যায়, ওয়াহ্ তু বাণনামক বাজেকে শব্দকো প্রেরণা কর।"

ভাষ্যকার আবার নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন—তাহা সায়ণভাষ্যে দ্রষ্টব্য। বিবরণকারও 'বাণস্য' পদের অর্থ করিয়াছেন—বীণাবিশেষস্য। ভাষ্যকারও এই অর্থ গ্রহণ করিয়া আবার অনুস্বানের প্রসঙ্গ আনিয়াছেন। মোটের উপর আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন অর্থ দিয়াছেন।

যাহা হউক আমাদের ব্যাখ্যাসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। সমুদ্রে সর্ব্বদাই তরঙ্গ উঠিতেছে, আর সেই সঙ্গে তরঙ্গের শব্দ হইতেছে। এই শব্দের আদি নাই অন্ত নাই, বিরাম বিশ্রাম নাই, যেন অনন্তকাল ধরিয়া অনন্তের প্রতিরূপ এই সাগরবক্ষে অনন্তের গান গাহিয়া যাইতেছে। 'সমুদ্র' সাধারণ-দৃষ্টিতে অনন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, এবং পার্থিব চক্ষুর ক্ষুদ্র-শক্তির নিকট বিশাল সমুদ্র অসীম বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ দিগন্ত-বিস্তৃত নীলাম্বু-রাশি, মানবের মনে অনন্তত্বের সাড়া জাগাইয়া দেয়। আবার সেই অনন্তের বুকে মানবজ্ঞানের সীমার অতীতকাল হইতে যে অবিশ্রান্ত অবিরাম শব্দ তাহাও মানুষের মনে নিত্যকালের ভাব আনয়ন করে। তাই এই উপমার সাহায্যে দিক ও কালের ভিতর দিয়াই আমরা দিক-কালাতীতের সম্বন্ধে একটা ধারণালাভ করিতে পারি। তাই সেই অনন্ত দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে - এই সমুদ্রের বুকে যেমন তরঙ্গশব্দ নিত্যকালই বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ আপনার মুক্তিদায়কবাণী,—পরাজ্ঞান নিত্যকাল সাধকদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের সারমর্ম্ম।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশেও একটী উপমা দ্বারা পরাজ্ঞানের স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। সঙ্গীত মানুষের অতি প্রিয় জিনিস। শুধু মানুষ কেন, পশু পক্ষীগণ ও ভীষণ হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত এই সঙ্গীতের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের হিংস্রভাব পরিত্যাগ করে। যন্ত্র-সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ উপকরণ বীণা। মহর্ষি নারদ এই যন্ত্রযোগেই হরিনামগানে ত্রিভুবন মোহিত করিতেন। পরাজ্ঞানকে সেই বীণা-শব্দবৎ মধুর বলা হইয়াছে। জ্ঞান যে কেবলমাত্র মোক্ষদায়ক তাহা নয়, উহা আনন্দদায়কও বটে; মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে॥ (৯অ—৪থ-১সূ—১সা)। *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
প্রসবে ত উদীরতে তিস্রো বাচো মখস্যুবঃ।
২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
যদব্য এষি সানবি ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! 'যদ্' (যদা) 'সানবি' (উচ্ছ্রিতে, বিশুদ্ধে) 'অব্যে' (অব্যয়ে, নিত্যজ্ঞান-প্রবাহে ইতি ভাবঃ) ত্বং 'এষি' (গচ্ছসি, মিলিতঃ ভবসি ইত্যর্থঃ) তদা 'তে' (তব) 'প্রসবে' (উৎপাদনে, জন্মনি সতি) 'মখস্যুবঃ' (যজ্ঞমিচ্ছতঃ, সৎকর্ম্মসাধকস্য) 'তিস্রঃ বাচঃ' (ঋগ্যজুঃসামাত্মকানি ত্রীণি বাক্যানি, বেদানুসারিণী প্রার্থনা ইতি ভাবঃ) 'উদীরতে' (উদ্গচ্ছতি, উচ্চারিতা ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হৃদি শুদ্ধসত্ত্বে উৎপন্নে সতি সাধকাঃ ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ – ৪খ – ১সূ – ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! যখন বিশুদ্ধ নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে আপনি মিলিত হয়েন, তখন আপনার জন্ম হইলে সৎকর্ম্মসাধকগণের বেদানুসারিণী প্রার্থনা উচ্চারিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হইলে সাধকগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন।)। (৯অ—৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম ! 'তে' তব 'প্রসবে' সতি 'মখস্যুবঃ' যজ্ঞমিচ্ছতো যজমানস্য 'তিস্রো বাচঃ' ঋগ্যজুঃসামাত্মকানি ত্রীণি বাক্যানি 'উদীরতে' উদ্গচ্ছন্তি। কদেত্যত আহ—'যদ্' যদা 'সানবি' উচ্ছ্রিতে 'অব্যে' অবিময়ে পবিত্রে পবিত্রং 'এষি' গচ্ছসি। (৯অ ৪খ – ১সূ – ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সেই অনুবাদটী এই,—"যখন তুমি উন্নত কুশময় পবিত্রে গিয়া আরোহণ কর, তোমার উৎপত্তি দর্শনে যজ্ঞানুষ্ঠানেচ্ছু যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির তিন প্রকার বাক্য নির্গত হয়।" এই ব্যাখ্যাও ভাষ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তাহা ব্যাখ্যা ও ভাষ্য একত্র পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। অনুবাদকার বলিতেছেন,—"যখন তুমি উন্নত কুশময় পবিত্রে গিয়া আরোহণ কর"—ইহা অবশ্য সোমরসকে সম্বোধন করিয়া লিখিত এখন সোমরস তরল পদার্থ, তাহা উন্নত 'পবিত্রে' আরোহণ করিবে কিরূপে? অবশ্য যজ্ঞকর্ত্তা তাহাকে পবিত্রে বসাইবেন। কিন্তু অনুবাদকার 'পবিত্রের' আবার একটা বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন—'কুশময়'। এতদিন পর্য্যন্ত ভাষ্যাদিতে মেষলোমময় দশাপবিত্রের' উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু 'কুশময় পবিত্র' অনুবাদকারের বর্ণনা। ভাষ্যেও কুশময় পবিত্রের কোন উল্লেখ নাই। তার পরের অংশই "তোমার উৎপত্তি-দর্শন........" ইত্যাদি। কিন্তু উৎপত্তি হইল কখন? 'পবিত্রে' আরোহণ করার পূর্ব্বেই নিশ্চয় জন্ম হইয়াছিল, অন্ততঃ প্রচলিত মতানুসারে সোমরসের প্রস্তুত প্রণালী হইতে ইহাই ধারণা হয়। অথচ এখানে বলা হইতেছে যে—পবিত্রের উপর আরোহণ করিলে উৎপত্তি হয়। সুতরাং এখানে অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হইতেছে।

ব্যাখ্যার শেষাংশ—"যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির তিন প্রকার বাক্য নির্গত হয়।" ইহা "মখস্যুবঃ তিস্রবাচঃ" পদত্রয়ের অনুবাদ। এই "তিস্রঃ বাচঃ" পদদ্বয় পূর্ব্বে বহুবার পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহার অর্থও পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। 'তিস্রঃ বাচঃ' অর্থাৎ ত্রয়ী বেদানুসারী প্রার্থনা। ভাষ্যকারও উক্ত পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"ঋগ্যজুঃসামাত্মকানি ত্রীণি বাক্যানি" অর্থাৎ বেদানুসারী বাক্য ভগবন্মহিমাখ্যাপক বা প্রার্থনাদিমূলক। এখানে মন্ত্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে উক্ত পদদ্বয়ে বেদানুসারী প্রার্থনাকেই লক্ষ্য করিতেছে। আমরা এই অর্থ-ই গ্রহণ করিয়াছি। "তিন প্রকার বাক্য" এই বাক্যাংশ কোন ভাবই প্রকাশ করে না।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যজ্ঞার্থ সূচিত হইয়াছে, আমরাও তাহা স্বীকার করি। তবে ব্যাখ্যাকারগণ যেমন সোমরসকে অধ্যাহার করিয়াছেন, আমরা তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করি না, বরং আমাদের ধারণা এখানে সোমরসের প্রসঙ্গ আনয়ন করায় মন্ত্রার্থের মূলভাব নষ্ট হইয়াছে।

যখন জ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব মিলিত হয় তখন মানুষের জীবনে খুব বড় রকমের একটা পরিবর্ত্তন আসে। জ্ঞান ও সত্ত্বভাবের মিলনে যে অপূর্ব্ব বস্তু প্রস্তুত হয়, যে নূতন শক্তি জন্মলাভ করে—সেই শক্তিই এই পরিবর্ত্তনের মূলে আছে। 'প্রসবে' শব্দে এই নূতন শক্তির জন্মবার্ত্তাই ঘোষণা করিতেছে। মানবের হৃদয়ে যখন জ্ঞান ও সত্ত্বভাবের একত্র মিলন হয়,

তখন মানুষ অপূর্ব্ব দেবভাবে বিভোর হইয়া ভগবানের আরাধনায় রত হয়। সেই প্রার্থনা ভগবন্মার্গানুসারী,—বেদমার্গানুসারী হয়। সেই প্রার্থনায় পার্থিব কামনা বাসনার সম্পর্ক নাই, তাহা নির্ম্মল উজ্জ্বল ভাস্বর পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ থাকে। বেদমার্গানুসারী প্রার্থনা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—বেদানুসারী আরাধনা প্রার্থনা দ্বারাই মানবের চরম কল্যাণ লাভ হয়। বেদ জ্ঞানের মূর্ত্ত প্রতীক, বেদই ভগবানের বাণী। একমাত্র বেদকে অবলম্বন করিয়াই মানুষ ভব-সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে। বেদই মানবের চরম ও পরম আশ্রয়স্থল, সেই বেদকে আশ্রয় করিয়া যিনি ভগবচ্চরণে পৌছিতে চেষ্টা করেন তাঁহার সেই চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হয়। "তিস্রঃ বাচঃ" পদদ্বয়ের দ্বারা বেদমাহাত্ম্য প্রকটিত হইয়াছে। (৯অ—৪খ—১সূ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
অব্যা বারৈঃ পরি প্রিয়ং৺ হরিং৺ হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
পবমানং মধুশ্চ্যুতম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সাধকাঃ 'অদ্রিভিঃ' (পাষাণকঠোরৈঃ সাধনৈঃ) 'অব্যা বারৈঃ' (নিত্যজ্ঞান-প্রবাহেণ সহ) 'প্রিয়ং' (প্রীতিকরং, দেবানাং প্রীতিজনকং) 'হরিং' (পাপহারকং) 'মধুশ্চ্যুতং' (অমৃতময়ং, অমৃতপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'পবমানং' (পবিত্রকারকং—শুদ্ধসত্ত্বং ইতি যাবৎ) 'পরিহিন্বন্তি' (পরিপ্রেরয়ন্তি, তেষাং হৃদি উৎপাদয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ কঠোরসাধনেন অমৃতপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ পাষাণ-কঠোর সাধনের দ্বারা নিত্যজ্ঞান-প্রবাহের সহিত দেবতাদিগের প্রীতিজনক, পাপহারক, অমৃতপ্রাপক, পবিত্রকারক

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

শুদ্ধসত্ত্বকে তাঁহাদের হৃদয়ে উৎপাদিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ কঠোর সাধনের দ্বারা অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)। (৯অ—৪খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'প্রিয়ং' দেবানাং প্রীতিকরং 'হরিং' হরিতবর্ণং 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ অভিষুতং 'মধুশ্চ্যুতং' মধুনো রসস্য চ্যাবয়িতারং 'পবমানং' সোমং 'অব্যাঃ' অবেঃ 'বারৈঃ' বালৈঃ 'পরি হিন্বন্তি' ঋত্বিজঃ পরিপ্রেরয়ন্তি। (৯অ—৪খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১২০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

————•:§:•——

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। সাধকগণ পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিয়া অমৃতের অধিকারী হয়েন—ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। এই মন্ত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"এই যে সোম, যিনি দেবতাদিগের প্রীতিকর, যাঁহার বর্ণ দুর্ব্বাদলবৎ, যিনি প্রস্তরফলক দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়াছেন, যিনি মধুর রস ক্ষরিত করিতেছেন, ইহাকে ঋত্বিক্‌গণ (ছাঁকিবার জন্য) মেষলোমের উপর অর্পণ করিতেছেন।"

প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে মন্ত্রটী সোমরস প্রস্তুত প্রণালীর একটী বর্ণনামাত্র এবং সেই সঙ্গে সোমরসের একটু মহিমাও খ্যাপিত হইয়াছে। সোমকে প্রস্তরফলকের দ্বারা ছেঁচিয়া রস বাহির করা হইয়াছে। সেই রস দুর্ব্বার ন্যায় সবুজবর্ণ। সেই মধুর রস ক্ষরিত হইতেছে। সেই রসকে ছাঁকিবার জন্য মেষলোমের দ্বারা নির্ম্মিত ছাঁকুনির (অর্থাৎ দশাপবিত্রে) উপর ঢালিতেছেন। অর্থাৎ রস নিংড়ান হইতে আরম্ভ করিয়া রস ছাঁকা পর্য্যন্ত সোমরস প্রস্তুতের প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু মূলমন্ত্রে সোমরসের কোনও উল্লেখ নাই। ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রের মধ্যে সোমরসকে টানিয়া আনিয়া একটা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সোমরস সাধারণতঃ শুভ্রবর্ণ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সোমরস 'নবদূর্ব্বাদলবৎ' অর্থাৎ সবুজবর্ণ বলা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা ভাষ্যের অনুমোদিত। সুতরাং ভাষ্য ও অনুবাদ উভয়ত্রই সোমার্থক ব্যাখ্যা প্রবর্ত্ত হইয়াছে। আমাদের ধারণা এই যে, এখানে সোমরস প্রস্তুতের কোন প্রসঙ্গ নাই। সাধকের সাধন-প্রণালী এবং তাহার ফললাভের বিষয়ই মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

'অদ্রিভিঃ' পদে ভাষ্যাদিতে অর্থ গৃহীত হইয়াছে—'গ্রাবভিঃ' অর্থাৎ প্রস্তরসমূহের দ্বারা। এই ব্যাখ্যা সোমার্থক বলিয়া 'অদ্রিভিঃ' পদকে ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য উক্ত অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই অর্থ ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে যে,—সোমলতাকে প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত করিয়া তাহা হইতে রস বাহির করা হইত; 'অদ্রিভিঃ' পদের দ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে। আমরা মনে করি, 'অদ্রিভিঃ' পদের সহিত 'পরিহিন্বন্তি' ক্রিয়া-

পদের অন্বয় হইতেছে এবং 'অদ্রিভিঃ' পদে সাধকের কঠোর তপস্যাকে লক্ষ্য করে। যে কঠোর তপস্যা দ্বারা মানুষ আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, যে কঠোর আরাধনা না হইলে মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না, সেই সাধনা পাষাণের চেয়েও কঠোর বলিয়া মনে হয়। উহা যে শুধু কঠোর বলিয়া মনে হয় তাহা নয়, উহা বাস্তবিকই কঠোর। চারিদিকে রিপুগণের আক্রমণ, লোভমোহাদি রিপুগণের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন। পর্ব্বতসদৃশ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। পাষাণভেদ করিয়া পথ প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, সেই পথ সহজ নয়, তাহা বিপদসঙ্কুল, প্রস্তরকঙ্করময়। যাহাকে শ্রুতি "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" বলিয়াছেন, সেই বিপদসঙ্কুল সাধনমার্গে সাধককে অগ্রসর হইতে হয়। তাহার উপর রিপুর আক্রমণ, মায়ার প্রলোভন তো আছেই।

এই বাস্তব কঠোরতাকে নূতন সাধকের মনোবৃত্তি আরও কঠোর করিয়া তুলে। অনভ্যস্ত পথে চলিতে গিয়া সাধক নিজকে অত্যন্ত বিপন্ন ও অসুস্থ বোধ করেন, স্বভাব-কঠোর পথ আরও কঠোর বলিয়া মনে হয়। সেই কঠোর সাধনমার্গের মধ্য দিয়াই সাধককে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হয়। 'অদ্রিভিঃ' পদ দ্বারা সেই কঠোর সাধনকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

'অব্যাবারৈঃ' পদে নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে লক্ষ্য করে তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। এখানে তৃতীয়ান্ত এই পদ দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, সাধক সাধনার দ্বারা পরাজ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন। এখানে সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ কঠোর সাধনের দ্বারা সাধক পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। 'অব্যাবারৈঃ' পদের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে। 'হরিং' পদে 'পাপহারক যিনি পাপ হরণ করেন' অর্থই প্রকাশ করে। কিন্তু ভাষ্যাদিতে 'হরিদ্বর্ণ-নবদূর্ব্বাদলবৎ' প্রভৃতি অর্থ গৃহীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। 'মধুশ্চ্যুতং' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে ভাষ্যাদির সহিত আমাদের সামান্য মতানৈক্য আছে মাত্র। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য। (৯অ-৪খ-১সূ-৩সা)।*

—— * ——

চতুর্থং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ১ ৩
আ পবস্ব মদিন্তম পবিত্রং ধারয়া কবে।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অর্কস্য যোনিমাসদম্ ॥ ৪ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদিন্তম' (পরমানন্দদায়ক) 'কবে' (ক্রান্তকর্মন, প্রাজ্ঞ, জ্ঞানদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পবিত্রং' (পবিত্রহৃদয়ং, অস্মাকং হৃদয়ং পবিত্রং কৃত্বা ইতি ভাবঃ) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন) 'আ পবস্ব' (প্রক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব); তথা 'অর্কস্য' (জ্যোতিষঃ) 'যোনিং' (স্থানং উৎপত্তিনিলয়ং পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'আসদং' (প্রাপয়, পরাজ্ঞানেন সহ মিলিতঃ ভব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরাজ্ঞানযুতং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম —ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—৪খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমানন্দদায়ক জ্ঞানদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগের হৃদয়কে পবিত্র করিয়া ধারারূপে আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; এবং জ্যোতির উৎপত্তিনিলয়কে—পরাজ্ঞানকে প্রাপ্ত হউন অর্থাৎ পরাজ্ঞানের সহিত মিলিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি।)॥ (৯অ—৪খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'মদিন্তম' মাদয়িতৃতম! 'কবে' ক্রান্তকর্মন্! সোম! 'অর্কস্য' অর্চ্চনীয়স্য ইন্দ্রস্য 'যোনিং' উদরভূতং স্থানং 'আসদং' প্রাপ্তুং 'পবিত্রং' অতীত্য 'ধারয়া' সম্পাতেন 'আ পবস্ব' আভিমুখ্যেন ক্ষর॥ (৯অ—৪খ—১সূ ৪সা)।

* * *

চতুর্থ (১২০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনামূলক সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দুই স্থলে পাওয়া যায়। প্রথমবার পাওয়া যায় নবম মণ্ডলের পঞ্চবিংশ সূক্তে এবং দ্বিতীয়বার পাওয়া যায় ঐ মণ্ডলেরই পঞ্চাশৎ সূক্তে। কিন্তু প্রচলিত একটী বাঙ্গালা অনুবাদ-গ্রন্থ হইতেই একই মন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—"হে সর্ব্বাপেক্ষা মদপ্রদ কবি সোম! তুমি অর্চ্চনীয় ইন্দ্রের স্থান প্রাপ্ত হইবার জন্য পবিত্র অতিক্রম করিয়া ধারাক্রমে প্রবাহিত হও।" (৯ম—২৫সূ—৬ঋ)। পুনশ্চ ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা অন্যত্র,—"হে কর্ম্মিষ্ঠ আনন্দবিধাতা সোম! তুমি কুশময় পবিত্রের চতুঃপার্শ্বে ক্ষরিত হও। তাহা হইলে পূজনীয় দেবতার উদরে প্রবিষ্ট হইবে।" (৯ম—৫০সূ—৪ঋ)।

এক ব্যাখ্যাকার একই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অথচ উভয়ের মধ্যে কত পার্থক্য! 'মদিন্তম কবে' পদদ্বয়ের প্রথম অর্থ,—"সর্ব্বাপেক্ষা মদপ্রদ কবি সোম!" এবং দ্বিতীয়

অর্থ,—"কর্ম্মিষ্ঠ আনন্দবিধাতা সোম!" দুই ব্যাখ্যাতেই 'সোম' অধ্যাহার করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার বিশেষণগুলির অর্থ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 'মদিন্তম' পদে 'মদপ্রদ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই 'মদ' যে পরমানন্দরূপ মদ তাহারও একটু আভাষ ব্যাখ্যাতার মনে জাগিয়াছিল, তাই দ্বিতীয়বারের ব্যাখ্যায় মদিন্তম পদে 'আনন্দবিধাতা' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমাদের মতে দ্বিতীয় অর্থই সঙ্গত ভাব প্রকাশ করিতেছে। সত্ত্বভাব হৃদয়ে বিশুদ্ধ আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করাইয়া দেয়। যথার্থ আনন্দ, বিমল দুঃখতাপহীন আনন্দ কেবলমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে লাভ করা সম্ভবপর হয়। যাহার হৃদয়ে সেই পরম বস্তুর আবির্ভাব হইয়াছে তিনি সর্ব্বদাই বিমলানন্দের নেশায় ভরপুর থাকেন। এই দিক দিয়া 'মদিন্তম' পদকে 'মদপ্রদ', অর্থাৎ মাদক-দ্রব্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। একবার যিনি সেই নেশার আস্বাদ পাইয়াছেন, তিনি জীবনে আর কখনও অন্য নেশায় আনন্দ পাইবেন না। তাঁহার নিকট অন্য সব বস্তুই অসার বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তাই 'মদিন্তম' পদে আমরা পরমানন্দদায়ক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

উপরে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদদ্বয়ের মধ্যে আরও যথেষ্ট অসামঞ্জস্য আছে। 'পবিত্রং' সম্বন্ধে প্রথম ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন, "পবিত্র অতিক্রম করিয়া ধারাক্রমে প্রবাহিত হও।" আবার দ্বিতীয় ব্যাখ্যায়,—"কুশময় পবিত্রের চতুঃপার্শ্বে ক্ষরিত হও" প্রথম ব্যাখ্যায় কুশের কোনও উল্লেখ নাই, দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় 'কুশময়' পবিত্র বলা হইয়াছে। শুধু তাহ নয়, "অতিক্রম করিয়া" ও "চতুঃপার্শ্বে" একার্থ জ্ঞাপন করে না। এই অংশেও অসামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হয়। সর্ব্বাপেক্ষা পার্থক্য হইয়াছে নিম্নলিখিত অংশে। প্রথম ব্যাখ্যায়, "অর্চনীয় ইন্দ্রের স্থান প্রাপ্ত হইবার জন্য" এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় "পূজনীয় দেবতার উদরে প্রবিষ্ট হইবে।" এই অংশদ্বয় যে, এক মন্ত্রের এক অংশের ব্যাখ্যা তাহা অনুমান করাই কঠিন। "অর্কস্য যোনিং আসদং" পদসমূহের ব্যাখ্যাই উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু 'অর্কস্য যোনিং' পদদ্বয়ে 'ইন্দ্রের স্থান' অর্থই বা হয় কিরূপে অথবা "পূজনীয় দেবতার উদর" অর্থই বা পাওয়া যায় কোথায় তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। 'উদর' শব্দ কোথা হইতে আসে তাহা বুঝা দুষ্কর। 'অর্কস্য' পদ জ্যোতিঃবাচক। আমরা তাই উক্তপদে "জ্যোতিষঃ, পরাজ্ঞানস্য" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—"অর্কঃ দ্রোণকলশঃ, অথবা অর্কঃ আদিত্যঃ, অথবা আদিত্যরশ্ময়োঽর্কাঃ অথবা অর্কাঃ মন্ত্রাস্তেষাং যোনিং স্থানং"। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিবরণকারের মতে অর্ক-শব্দ বহ্বর্থক। আমরা বরাবরই অর্ক-শব্দকে জ্যোতিঃবাচক বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। বর্তমান স্থলেও তাহার কোন ব্যত্যয় দৃষ্ট হয় না। 'অর্কস্য যোনিং' পদদ্বয়ে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। জ্যোতির উৎপত্তিস্থান—পরাজ্ঞান। জ্ঞানই জ্যোতির আদি প্রস্রবণ, সেই জ্যোতিঃসমুদ্র হইতে সর্ব্বজ্যোতিঃ বিকীরিত হয়। তাই 'অর্কস্য যোনিং' পদদ্বয়ে 'পরাজ্ঞানং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৯অ ৪খ ১সূ ৪সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত) উহা উক্ত মণ্ডলের পঞ্চাংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্‌ও বটে।

পঞ্চমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স পবস্ব মদিন্তম গোভিরঞ্জানো অক্তুভিঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
এন্দ্রস্য জঠরং বিশ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদিন্তম' (মাদয়িতৃতম, পরমানন্দদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'অক্তুভিঃ' (অঞ্জনসাধনভূতৈঃ, জ্যোতিঃদায়কৈঃ ইত্যর্থঃ) 'গোভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ) 'অঞ্জানঃ' (সজ্জিতঃ, যুক্তঃ ইত্যর্থঃ) 'সঃ' (ত্বং ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব) ততঃ 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'জঠরং' (উদরং, অন্তঃ, সামীপ্যং ইতি ভাবঃ) 'বিশ' (প্রবিশ, প্রাপয়) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লব্ধ্বা তৎপ্রভাবেণ ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ ৪খ-১সূ-৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমানন্দদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্যোতিঃদায়ক জ্ঞানকিরণযুক্ত আপনি আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; তারপর ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিয়া তৎপ্রভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হই।)। (৯অ—৪খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে 'মদিন্তম' মাদয়িতৃতম! সোম! 'অক্তুভিঃ' অঞ্জনসাধন-ভূতৈঃ 'গোভিঃ' গোর্ব্বিকারৈঃ পয়োভিঃ 'অঞ্জানঃ' অজ্যমানঃ সংস্তূয়মানঃ স ত্বং 'পবস্ব' ক্ষরত। অনন্তরং 'ইন্দ্রস্য' 'জঠরং' উদরং 'আবিশ' প্রবিশ। 'এন্দ্রস্যজঠরংবিশ'—'ইন্দ্রইন্দ্রায়পীতয়ে'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—৪খ—১সূ—৫সা)।

ইতি নবমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

* * *

পঞ্চম (১২০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীর দুই একটী পদের বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়। যথা 'এন্দ্রস্য জঠরং বিশ' এবং 'ইন্দ্র ইন্দ্রায় পীতয়ে'। প্রথম পাঠভেদে তো সোমরসকে সোজাসোজি ইন্দ্রদেবের উদরে প্রবেশ করিবার জন্য বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় পাঠেও প্রায় তাহাই। যাঁহারা বেদে সোমরস নামক মদ্যের উল্লেখ আছে বলিয়া প্রকাশ করেন, তাঁহারা বলিবেন—"ঐ তো বেদেই একেবারে উদরে প্রবেশ করিবার জন্য সোমরসকে বলা হইতেছে। সুতরাং ইন্দ্রদেব যে সোমরস পান করিতেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।" ইন্দ্রের সোমরস পান-সম্বন্ধে আমাদেরও কোন সন্দেহ নাই। তবে সোমরস কি এবং ইন্দ্রের তাহা পান করিবার অর্থই বা কি তাহা আমাদের ভালরূপে বুঝা দরকার।

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে যেন সোমরস নামক মদ্য-প্রস্তুত প্রণালীই বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—"হে আনন্দবিধাতা সোম! তোমাকে সুস্বাদু করিবার জন্য গব্যক্ষীরাদি তোমার সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছে। তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হও।" কিন্তু এই ব্যাখ্যা হইতে সোমরসের প্রস্তুত প্রণালীও পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। কারণ প্রচলিত বর্ণনানুসারে সোমরসকে ক্ষীরাদির সহিত মিশ্রিত করাই সর্ব্বশেষ কার্য্য। কিন্তু এখানে ক্ষীরাদির সহিত মিশ্রিত করার পর বলা হইতেছে,—"তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হও।" সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হওয়ার একটা কোন বিশেষ অর্থ আছে এবং সোমরস প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ কোনও বস্তু নির্দ্দেশ করে। সেই বস্তু কি তাহা আমরা দেখিবার চেষ্টা করিব।

'অক্তুভিঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'অঞ্জনসাধনভূতৈঃ'। অঞ্জন-শব্দ জ্যোতিঃবাচক। যাহা দ্বারা 'জ্যোতিঃ' পাওয়া যায় তাহাই 'অক্তু', তাই আমরা ভাষ্যার্থের অনুসরণেই 'অক্তুভিঃ' পদে "জ্যোতিঃদায়কৈঃ" অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। 'গোভিঃ' পদে ভাষ্যকার এবং তাঁহার অনুসরণে অনুবাদকার "গোবিকারৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ 'গো' শব্দের অর্থ হইয়াছে—"গো হইতে উৎপন্ন দুগ্ধ ক্ষীর প্রভৃতি।" তাই 'অক্তুভিঃ গোভিঃ' পদদ্বয়ের একত্র মিলিত অর্থ,—"অঞ্জনসাধনভূত অর্থাৎ সুস্বাদু করিবার জন্য গব্যক্ষীরাদির সহিত।" কিন্তু এই উভয় পদের পৃথক পৃথক বিশ্লেষণ করিয়া আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, এই উভয় পদের অর্থ হয়—'জ্যোতিঃদায়ক জ্ঞানকিরণের সহিত'। জ্ঞানই জ্যোতির মূল উৎস। সর্ব্বজ্যোতির আধার, সকলের আলোক—জ্ঞান। জ্ঞানজ্যোতিঃ অপেক্ষা মহত্তর জ্যোতির্ম্ময় আর কিছুই নাই। 'অজ্ঞানঃ' পদের সহিত মিলিত হওয়ায় ব্যাখ্যার এই অংশ আরও স্পষ্ট হইয়াছে। তাহাতে 'অক্তুভিঃ গোভিঃ অজ্ঞানঃ' পদত্রয় একত্রে শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—"জ্যোতিঃদায়ক জ্ঞানকিরণযুক্ত"। উহা শুদ্ধসত্ত্বের উপযুক্ত বিশেষণ। যখন জ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব মিলিত হয় তখন সাধকের অনায়াসেই ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। কেবলমাত্র জ্ঞান বা

শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে মোক্ষমার্গে লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই উভয়ের একত্র মিলন ঘটিলে সাধক অনায়াসেই ভগবৎসামীপ্য লাভ করিতে পারেন। জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্ব পরস্পর পরস্পরের সহগামী। একের উপস্থিতিতে অন্যের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু সাধনার প্রণালী ও স্তরভেদ এই উভয়ের যে কোন একটী উপস্থিত হইতে পারে। জ্ঞান জীবনের চরম লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, আর শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়কে মলিনতা হীনতা হইতে মুক্ত করে। তাই যখন এই উভয় ভাগবতী শক্তি একত্র মিলিত হয়, তখন সাধকের হৃদয়ই ভগবানের আবির্ভাবে পবিত্র হয়। মন্ত্রের শেষাংশের দ্বারা আমাদের এই মত সমর্থিত হইতেছে। মন্ত্রের শেষাংশে—"ইন্দ্রস্য জঠরং বিশ" অর্থাৎ আমাদের হৃদয়োৎপন্ন অথবা হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব যেন ভগবৎসমীপে গমন করে—ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।

ভগবৎপূজার শ্রেষ্ঠ উপাদান হৃদয়ের পবিত্র ভাব। ভগবান্ যখন আমাদের সেই পূজোপহার গ্রহণ করেন তখনই আমাদের আরাধনা সাধনা সার্থক হয়। সেই সার্থকতা লাভের জন্যই মন্ত্রের শেষাংশে প্রার্থনা করা হইয়াছে। (৯অ ৪খ—১সূ ৫সা)। *

— • —

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২   ৩ ১র   ২র ৩ ১ ২   ৩ ২ ৩ ২
অয়া বীতী পরিস্রব যস্ত ইন্দো মদেষ্বা।

৩ ১ ২ ৩ ১র ২
অবাহন্নবতীর্নব ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'তে' (তব) 'যঃ' (যা—দীপ্তিঃ ইতি যাবৎ) 'মদেষু' (পরমানন্দদানায়, যদ্বা রিপুসংগ্রামেষু) 'নবতীর্নব' (অসংখ্যান্ রিপূন্ ইতি যাবৎ) 'অবাহন্' (বিনাশয়তি) 'অয়া' (অমুয়া) 'বীতী' (বীত্যা, দীপ্ত্যা সহ) 'পরিস্রব' (প্রকৃষ্টেন পরিক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং দীপ্তিমন্তং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি ভাবঃ। (৯অ-৫খ—১সূ—১সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমার যে দীপ্তি পরমানন্দদানের জন্য (অথবা রিপুসংগ্রামে) অসংখ্য রিপু বিনাশ করে, সেই দীপ্তির সহিত আমাদিগকে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে আবির্ভূত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন দীপ্তিমান্ সত্ত্বভাব লাভ করি।)॥ (৯অ—৫খ—১সূ—.সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'অয়া' অনেন রসেন 'বীতী' বীত্যৈ ইন্দ্রস্য ভক্ষণায় 'পরিস্রব' পরিক্ষর। কীদৃশেন রসেনেত্যত আহ—'তে' তব 'যঃ' রসঃ 'মদেষু' সংগ্রামেষু 'নবতীর্নব' নবনবতি-সংখ্যাকাঃ শত্রুপুরীঃ 'অবাহন' জঘান। ইমং সোমরসং পীত্বা মত্তঃ সন্নিন্দ্র উক্ত-সংখ্যাকাঃ শত্রুপুরীঃ জঘানেতি কৃত্বা রসো জঘানেত্যুপচারঃ॥ (৯অ-৫খ-১সূ-১সা)॥

প্রথম (১২০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রান্তর্গত 'নবতীর্নব' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শম্বরপুরীর উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য এক জন ব্যাখ্যাকার এই শম্বর শব্দের বিবিধ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যথা—মেঘ, উদক, বল। কেহ আবার ঐতিহাসিকদিগের মতানুসারে শম্বর নামে দৈত্য-বিশেষের উল্লেখও করিয়াছেন। কিন্তু এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'শম্বর' শব্দকে টানিয়া আনিবার কোনই সার্থকতা দেখি না। 'নবতীর্নব' পদে সংখ্যার বহুত্ব প্রকাশ করে মাত্র। 'নবতীর্নব অবাহন' পদদ্বয়ে অসংখ্য শত্রু বিনাশ বুঝায়। চারিদিকে অসংখ্য-শত্রু মানুষকে মোক্ষপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করে। সেই রিপুদিগকে জয় করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে হয়। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে এই সকল রিপু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এখানে সত্ত্বভাবের সেই শক্তি এবং মানুষের এই অসংখ্য রিপুর কথাই বিবৃত হইয়াছে—কোন দৈত্য বা অসুরের কথা বলা নাই। তাই ঐ পদদ্বয়ে 'অসংখ্য-রিপু বিনাশ করে' এই অর্থ-ই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

'বীতী' পদ দীপ্ত্যর্থক। সত্ত্বভাবের যে জ্যোতিঃপ্রভাবে অজ্ঞানতা প্রভৃতি মোক্ষমার্গে বিঘ্ন-শত্রুগণ পরাজিত হয়, 'বীতী' পদ তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। বিবরণকারও 'বীতী' পদে 'কান্তি' অর্থ সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই পরিস্ফুট হইবে।

ভাষ্যকার মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ইন্দ্রকে একজন মদ্যপায়ী বলিয়া অনুমান হয়। তিনি ভাষ্যশেষে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—"অমুং সোমরসং পীত্বা মত্তঃ সন্নিন্দ্রঃ উক্তসংখ্যাকান শম্বরপুরীর্জ্জঘানেতি।" অর্থাৎ সোমরস পান করিয়া মত্ত হইয়া ইন্দ্রদেবতা নবনবতি শম্বর পুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন। ভগবত্তত্ত্বাববিকাশে এরূপ ব্যাখ্যা

কোনও সার্থকতাই আমরা উপলব্ধি করি না। আমরা ভিন্ন পথের পথিক। আমাদের অর্থ তাই ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে। আমরা 'ইন্দ্র' পদে ভগবানকে লক্ষ্য করি। আর 'সোম' বলিতে তাঁহারই বিভূতিরাজি শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়াই বুঝি। মানুষকে ভগবদনুসারী করিবার জন্যই বেদ-মন্ত্রের অবতারণা। তাহাতে কোনও কুরুচির বা কুভাবের সমাবেশ কদাচ সম্ভবপর নহে। এই ভাবেই,—এই দৃষ্টিতেই আমরা পূর্ব্বাপর বেদ-মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এখানেও আমাদের সেই একই লক্ষ্য। ভগবান শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণে পরমানন্দ প্রাপ্ত হন, ভক্তিসুধা গ্রহণে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন; পাপ নাশ করিয়া তাহাকে মোক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত করেন—ইহাই আমাদিগের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য॥ (৯অ—৫খ—১সূ—১সা)।*

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৭ ১ ২
পুরঃ সদ্য ইত্থাধিয়ে দিবোদাসায় শম্বরম্।

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অধ ত্যং তুর্ব্বশং যদুম্॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'ইত্থাধিয়ে' (সত্যকর্ম্মণে) 'দিবোদাসায়' (ভগবদারাধনাপরায়ণায়, তস্য মুক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং) 'শম্বরং' (শত্রুপুরাণাং স্বামিনং, প্রবলরিপুং) 'অধঃ' (ততঃ, তথা) 'তুর্ব্বশং যদুং পুরঃ' (জ্ঞানভক্তিবিঘাতকানি পুরাণি, জ্ঞানভক্তিনাশকান্ রিপূন্ ইতি ভাবঃ) 'সদ্য' (সদ্যঃ, সদৈব) বিনাশয়সি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া সাধকানাং রিপুনাশং করোতি ইতি ভাবঃ। (৯অ—৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি সত্যকর্ম্মা ভগবদারাধনাপরায়ণ ব্যক্তির জন্য অর্থাৎ তাঁহার মুক্তিলাভের জন্য, প্রসিদ্ধ প্রবল রিপু এবং জ্ঞানভক্তি-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প-৫দ—৩খ-৯সা) পরিদৃষ্ট হয়।

বিনাশক রিপুসমূহকে মুহূর্ত্তমধ্যে (সর্ব্বদা) বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধকদিগের রিপুনাশ করেন।)॥ (৯অ—৫খ—১সু—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সদ্যঃ' একস্মিন্নেবাহনি 'পুরঃ' শত্রূণাং পুরাণি সোমরসঃ অবাহন্। 'ইত্থাধিয়ে' সত্যকর্ম্মণে 'দিবোদাসায়' রাজ্ঞে 'শম্বরং' শত্রু-পুরাণাং স্বামিনং 'অধ' অথ অনন্তরং 'ত্যং' তং 'তুর্ব্বশং' তুর্ব্বশনামানং রাজানং দিবোদাসশত্রুং 'যদুং' যদুনামকঞ্চ রাজানমবাহন্। অত্রাপি সোমরসং পীত্বা মত্তঃ সন্নিন্দ্রঃ সর্ব্বমেতদকার্ষীদিতি সোমরসে কর্ত্তৃত্বমুপচর্য্যতে। ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১২০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ যখন পার্থিব সাহায্য-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া তাহা লাভ করিবার অথবা তৎসাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার আশায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়, তখনই সে উপায়ান্তর অন্বেষণে ব্যস্ত হয়। কিন্তু হৃদয়ে যদি সত্যসত্যই অনুসন্ধিৎসা থাকে, তাহা হইলে সে সহজেই জানিতে পারে যে, একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত মানবের প্রকৃত বন্ধু অন্য কেহ নাই। তিনি মানবকে তাহার অভীষ্ট প্রদান করিতে পারেন, তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারেন। মানুষের যাহা কিছুর প্রয়োজন হয়, তৎসমস্তই সে ভগবানের নিকট হইতে পাইতে পারে;—কেবল তাঁহার নিকট চাহিবার মত চাহিতে হয়। মানব! তুমি রিপুশত্রুর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত; তাঁহার নিকট রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা কর; তিনি তোমার রিপুনাশ করিবেন। তুমি কাঙ্গাল দীন দরিদ্র, তাঁহার নিকট ধন প্রার্থনা কর, পরমধন প্রাপ্ত হইবে। তিনি যে অনন্ত কুবের-ভাণ্ডারের অধিপতি। যিনি সৌভাগ্যবশে সেই পরম পুরুষের শরণাগত হন, তাঁহার রিপুভয় থাকে না, কোন আকাঙ্ক্ষাও অপূর্ণ থাকে না।

তাই ধ্রুব যখন পিতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়া, বিমাতা কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া, মাতার নিকট আসিয়া সেই পরম দুঃখবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন; তখন সেই মহীয়সী মহিলা রোগের প্রকৃত ঔষধ নিরূপণ করিয়া বলিলেন,—"ভয় কি বৎস! দুঃখ করিও না। সামান্য পার্থিব রাজ্যসম্পদ পাও নাই বলিয়া দুঃখিত হইতেছ? তুমি সেই রাজাধিরাজ পরমদেবতার শরণ গ্রহণ কর; তিনি তোমাকে অপার্থিব রাজ্য প্রদান করিবেন—যে সম্পদের নিকট সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্যও অতি-তুচ্ছ অতি-নগণ্য। তুমি সেই পরমপুরুষের শরণাপন্ন হও, যাঁহার কটাক্ষে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হইতেছে, যাঁহার শক্তি-প্রভাবে সৃষ্টি প্রলয় সাধিত হইতেছে, তিনি তোমাকে এমন সাম্রাজ্য প্রদান করিবেন, যাঁহার নিকট পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্যই হীনপ্রভ

হইয়া যায়। তুমি তোমার পিতার ক্রোড়ে স্থান পাও নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না; তুমি সেই পরমপিতার—জগৎপিতার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিবার জন্ত যত্নপরায়ণ হও। দেখিবে তোমার কোনও দুঃখ থাকিবে না, তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। বৎস, পার্থিব সম্পৎ, পার্থিব সম্মান তো অতি তুচ্ছ—ক্ষণমাত্র স্থায়ী! তুমি যদি সেই সম্রাটের সম্রাট, পিতার পিতাকে ডাকিতে পার, তবেই তোমার সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইবে! তবেই তোমার সকল অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।"

সেই সতী-সাধ্বী রমণীর বাণী সফল হইয়াছিল। ধ্রুব জগৎপিতার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছিলেন,—যে স্থান পাইবার জন্ত মুনীন্দ্রগণ চিরলালায়িত, যে স্থান রাজাধিরাজের স্বপ্নেরও অগোচর। পার্থিব সম্পৎ কামনা করিয়া ধ্রুব সাধনা আরম্ভ করিলেন। ভগবানের ধ্যানে ভগবদারাধনায় তন্ময় হইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার সেবকের কাতর আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি আসিলেন, তাঁহার ভক্তকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন-কোন সম্পদ চাও? তখন ধ্রুবের দিব্যজ্ঞান আসিয়াছে। কাচ ও কাঞ্চনের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কাচের সন্ধানে আসিয়া তিনি কাঞ্চন লাভ করিয়াছেন; মাটি কাটিয়া কোহিনুর লাভ করিয়াছেন। মনে হইল, তাঁহার মায়ের ভবিষ্যদ্বাণী আশীর্ব্বচন! "তাঁহাকে ডাক, পরমস্থান প্রাপ্ত হইবে,—যে স্থান তোমার পিতা কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই!" ধ্রুব বুঝিলেন—মায়ের আশীর্ব্বাদে, ভগবানের কৃপা লাভ করিয়াছেন, পরম সম্পদের অধিকার হইয়াছেন। তাই বলিলেন,—"আমার তো আর চাহিবার বা পাইবার কিছুই নাই! যখন আপনার শ্রীচরণাশ্রয় পাইয়াছি, তখন আমার চাহিবার বা পাইবার কিছুই নাই। আপনার শ্রীচরণই আমার একমাত্র সম্পদ। আমি যেন আপনার ক্রোড় হইতে দূরে না যাই।"

মোটের উপর যে কোনকারণেই মানুষ ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হউক না কেন, তাহা মঙ্গলপ্রসূ হইবেই। সৎকার্য্যের সাধনে মঙ্গল, কল্যাণলাভ ঘটিবে। যিনি অনন্ত মঙ্গলের আকর, যাঁহার ছায়াস্পর্শে জগৎ মঙ্গলের পথে অগ্রসর হয়, সেই পরম মঙ্গলময়ের চরণে আত্মনিবেদন করিলে মানুষ নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করে। কখনও তাহার অন্তথা হয় না। ভগবান্ নিজে তাঁহার ভক্তকে রক্ষা করিয়া থাকেন, নিজে তাঁহাকে হাতে ধরিয়া আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন। এই সত্যটীই বর্ত্তমান মন্ত্রের মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা সত্যকর্ম্মা, যাঁহারা ভগবদারাধনাপরায়ণ তাঁহারা ভগবানের কৃপায় সর্ব্ববিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। ভগবান্ নিজে তাঁহাদের রিপুনাশ করেন, তাঁহাদিগকে পরম সম্পদের অধিকারী করেন। ভগবান্ তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানদিগকে প্রবল রিপুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাদিগের মুক্তিপথ সহজ সুগম করিয়া দেন। মন্ত্রে এই সত্যটীই পরিস্ফুট হইয়াছে। (৯অ—৫খ—১সূ—২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
পরি নো অশ্বমশ্ববিদ্গোমদিন্দো হিরণ্যবৎ।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ক্ষরা সহস্রিণীরিষঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'অশ্ববিৎ' (ব্যাপকজ্ঞানস্য লম্ভকঃ, ব্যাপকজ্ঞানদায়কঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'গোমৎ' (জ্ঞানযুতং), 'সহস্রিণঃ' (প্রভূতপরিমাণং) 'হিরণ্যবৎ' (হিরণ্যযুত পরমধনযুতং ইত্যর্থঃ) 'অশ্বং' (ব্যাপকজ্ঞানং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) তথা 'ইষঃ' (সিদ্ধিং 'পরিক্ষর' (প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পরাজ্ঞানযুতং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ ৫খ - ১সূ - ৩সা।)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ব্যাপকজ্ঞানদায়ক আপনি আমাদিগকে জ্ঞানযুত প্রভূতপরিমাণ, পরমধনযুক্ত পরাজ্ঞান এবং সিদ্ধি প্রদান করুন (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পরাজ্ঞানযুত পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৯অ—৫খ—১সূ—৩সা।)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'অশ্ববিৎ' অশ্বস্য লম্ভকঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'অশ্বং' 'গোমৎ' গোযুক্ত 'হিরণ্যবৎ' হিরণ্যোপেতং পশ্বাদিধনঞ্চ 'পরিক্ষর'। অপিচ 'সহস্রিণীঃ' বহুনি 'ইষঃ' অন্নানি ক্ষর। 'পরিনঃ'—'পরিণঃ'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—৫খ—১সূ—৩সা।)॥

* * *

তৃতীয় (১২১০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভগবানের নিকট জ্ঞান, পরমধন প্রভৃতি মোক্ষসাধনভূত বস্তুর জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে প্রার্থনামূলক বলিয়া ... কিন্তু আমাদের সহিত তাহার যথেষ্ট অনৈক্য লক্ষিত হইবে

নিম্নে প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে সোম! তুমি অশ্ব বিতরণকর্ত্তা, তুমি অশ্ব, গোধন ও সুবর্ণ আমাদিগের নিমিত্ত বর্ষণ কর! প্রভূত খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর।"

মন্ত্রে একটী পদ আছে 'অশ্ববিৎ'। তাহার ভাষ্যার্থ 'অশ্বস্য লম্ভকঃ' অর্থাৎ (অনুবাদকারের মতে) অশ্ববিতরণকর্ত্তা, যিনি মানুষ ঘোড়া প্রভৃতি প্রদান করেন। 'ইন্দো' সোমরসকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করা হইয়াছে, অর্থাৎ সোমরস প্রার্থনাকারীকে ঘোড়া প্রদান করিবে। শুধু ঘোড়া নয়, প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হইবে যে, সোমরসের নিকট গরু, ও সুবর্ণ বর্ষণ করিবার জন্যও প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য, যে ভীষণ বস্তুর কবলে পড়িলে মানুষের গরু ঘোড়া সুবর্ণ প্রভৃতি নষ্ট হয়, মানুষ সর্ব্বস্বান্ত হয়—সেই সোমরসই সাধককে গরু ঘোড়া সুবর্ণ প্রদান করিবে কিরূপে? তাই বাধ্য হইয়াই বলিতে হয় ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রের প্রকৃত ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

অনেক ব্যাখ্যাকার এই অসঙ্গতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন; তাই সোমরস সম্বন্ধে কতকটা রূপক ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। তাঁহাদের মত এই যে, 'সোমরসকে' সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সোমরস নামক মাদক-দ্রব্যই সেই প্রার্থনার লক্ষ্য। লক্ষ্য দেবতা নহেন। 'সোমরসের' অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটই প্রার্থনা করা হয়। 'অগ্নির' নিকট যখন প্রার্থনা করা হয়, তখন প্রজ্বলিত যে অগ্নি - যাহা সমস্ত বস্তু ভস্মসাৎ করে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া প্রার্থনা করা হয় না। প্রার্থনার লক্ষ্য স্থল ঐ প্রজ্বলিত অগ্নির পশ্চাতে যে শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, যে শক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র এই অগ্নি, সেই শক্তির উদ্দেশেই প্রার্থনাদি উচ্চারিত হয়।

আমাদিগকে এই মতবাদটী ভালরূপে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। সোমরস নামক বস্তুর যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি কে? মাদক-দ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নিশ্চয়ই মাদক-দ্রব্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত। তিনি কে? যদি মদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েন, তাহা হইলে 'সোমরস' নামক মাদক দ্রব্যের নিকট প্রার্থনা করাও যাহা, আর তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট প্রার্থনা করাও সমান কথা। আর যদি সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দ্বারা সর্ব্বশক্তির মূল উৎস সেই পরম বস্তুকে লক্ষ্য করে, যাঁহা হইতে সকল শক্তি বিকীর্ণ হয়, এই জগৎ যাঁহার বহিঃপ্রকাশ, সেই পরম দেবতাকেই যদি লক্ষ্য করে, তাহা হইলে সকল প্রার্থনাই সঙ্গত হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ এই অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা-কল্পনায়ও যে অসুবিধা ও অসঙ্গতি হয় তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই 'সোম' বা 'ইন্দু' শব্দে কোনও কোনও স্থলে 'সোমদেব' অর্থ করিয়াছেন, কেহ বা আবার সেই সোমদেবকে 'চন্দ্র' বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার আরও দূরে অগ্রসর হইয়া 'চন্দ্রকে' অমৃতকিরণ প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। চন্দ্র,—'সোম' বা অমৃতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সুতরাং চন্দ্র 'অমৃতকিরণ'। এইরূপ নানাবিধ কল্পনা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু কোনরূপ কল্পনার সাহায্যেই মন্ত্রার্থ

প্রভৃতির সুমীমাংসা হইতেছে না। তবে মোটামুটীভাবে ইহাই দেখা যাইতেছে যে 'সোম' শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে নানাবিধ জল্পনা কল্পনা হইয়াছে এবং মতভেদও আছে।

আমরা 'সোম' অর্থে সেই পরম মাদক-দ্রব্য শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াছি। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহুত্র আমরা আলোচনা করিয়াছি; সুতরাং এ সম্বন্ধে এখানে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। 'সোম' বা 'ইন্দু' ভাগবতী শক্তিকে লক্ষ্য করে। সুতরাং তাহার নিকট যে কোনও বস্তুই প্রার্থনা করা যায়। আমরা এই দিক দিয়াই মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি॥ (৯অ—৪খ—১সূ—৩সা)। *

— — • — —

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সুক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১২
অপঘ্নন্ পবতে মৃধোঽপ সোমো অরাব্ণঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩২
গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্॥ ১॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মৃধঃ' (হিংসকান্ শত্রূন্) 'অপঘ্নন' (বিনাশ্য) তথা 'অরাব্ণঃ' (লোভমোহাদিরিপূন্) 'অপ' (অপসার্য্য) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'পবতে' (ক্ষরতি, উপজায়তি - সাধকস্য হৃদি ইতি যাবৎ); সত্ত্বভাবপ্রাপ্তঃ সঃ জনঃ 'ইন্দ্রস্য' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'নিষ্কৃতং' (স্থানং, সান্নিধ্যং) 'গচ্ছন্' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি); সত্ত্বভাবলাভেন জনাঃ রিপুজয়িনঃ ভবন্তি তথা ভগবৎপদং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হিংসকশত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া, লোভমোহাদি অপসরণ করিয়া সত্ত্বভাব সাধকদিগের হৃদয়ে উপজিত হয়; সত্ত্বভাবপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি ভগবৎসান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবলাভের দ্বারা মানুষ রিপুজয়ী হয় এবং ভগবৎপদ প্রাপ্ত হয়।)॥ (৯অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সোমঃ' 'মৃধঃ' হিংসকান্ শত্রূন 'অপঘ্নন্' মারয়ন্ 'অরাবণঃ' সক্তো সত্যাং ধনানাম-দাতৄংশ্চ 'অপ' ঘ্নন্ 'ইন্দ্রস্য' 'নিষ্কৃতং' স্থানং 'গচ্ছন্' প্রাপ্নুবন্ 'পবতে' ধারয়া ক্ষরতি ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১২১১) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের হৃদয় পবিত্র হইতে থাকে, তাহার হৃদয় হইতে কালিমা মলিনতা দূর হইতে থাকে। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে মানুষ রিপুজয়ী হয়, ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করে। মন্ত্রের মধ্যে সত্ত্বভাবের এই রিপুনাশিকা শক্তিই প্রখ্যাত হইয়াছে।

'অরাবণঃ' পদে ভাষ্যকার বায়কুণ্ঠ কৃপণদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিবরণকার ঐ পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অনৃতাভিঃ শত্রবঃ।" আমরা কতকটা তাঁহারই অনুসরণ করিয়া "লোভমোহাদিরিপূন্" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই ব্যক্ত হইয়াছে ॥ (৯অ—৫খ—২সূ—১সা) ॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র৩ ১২ ৩ ১র ২র
মহো নো রায় আ ভর পবমান জহী মৃধঃ।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
রাস্বেন্দো বীরবদ্যশঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক) 'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'মহঃ' (মহান্তি) 'রায়ঃ' (পরমধনানি) 'আভর' (সম্যক্রূপেণ প্রযচ্ছ); অস্মাকং 'মৃধঃ' (রিপূন্) 'জহী' (বিনাশয়); তথা অস্মভ্যং 'বীরবৎ' (বীরত্বযুতাং, আত্মশক্তিযুতাং ইত্যর্থঃ) 'যশঃ' (সুখ্যাতিং, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'রাস্ব' (প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎকৃপয়া রিপুজয়িনঃ ভূত্বা আত্মশক্তিযুতং পরমধনং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—৫খ - ২সূ - ২সা) ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—৬খ - ১৪সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মন্ত্রার্থবাদ।

পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগকে মহান্ পরমধন প্রদান করুন; আমাদিগের রিপুদিগকে বিনাশ করুন; এবং আমাদিগকে আত্মশক্তিযুক্ত সৎকর্ম্মসাধনশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎকৃপায় রিপুজয়ী হইয়া আত্মশক্তিযুত পরমধন লাভ করি।)। (৯অ—৫খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান'! 'ইন্দো' সোম! 'নঃ' অস্মাকং 'মহঃ' মহান্তি 'রায়ঃ' ধনানি 'আ ভর' আহর 'মৃধঃ' হিংসকান্ শত্রূংশ্চ 'জহি' মারয় 'বীরবৎ' পুত্রাদ্যুপেতং 'যশঃ' কীর্ত্তিঞ্চ 'রা' অস্মভ্যং দেহি। (৯অ ৫খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২১২) সামের মর্ম্মার্থ।

——— •:§*§:• ———

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটী তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ও তৃতীয়ভাগে পরমধন, আত্মশক্তি প্রভৃতির জন্য এবং দ্বিতীয় অংশে রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক বলিয়াই পরিগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে মন্ত্রের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। একে একে আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

মন্ত্রের প্রথম অংশ—"নঃ মহঃ রায়ঃ আভর"—আমাদিগকে মহৎ পরমধন প্রদান কর। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির অর্থ,—"প্রচুর ধন আমাদিগকে দাও।" অবশ্য এখানে 'ধন' শব্দে কি বস্তু বুঝায় তাহা পরিষ্কারভাবে বলা হয় নাই বটে, কিন্তু সমগ্র ব্যাখ্যা একত্র গ্রহণ করিলে এখানে 'ধন' শব্দে যে টাকাপয়সা প্রভৃতি পার্থিব সম্পদকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। আমাদের ধারণা স্বতন্ত্র। আমরা মন্ত্রটীকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়া 'রায়ঃ' পদের 'পরমধন' অর্থ করিয়াছি। উক্ত পদে যে অপার্থিব ঐশী সম্পদকে লক্ষ্য করে তাহা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। সাধক ভগবানের অসীম সম্পদরাশি লাভ করিবার জন্য তাঁহার নিকটই প্রার্থনা করিয়াছেন। মন্ত্রের অন্যান্য অংশের দ্বারা ও বর্ত্তমান স্থলে ঐশী সম্পদ সূচিত হইতেছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—'মৃধঃ জহী"—আমাদিগের রিপুদিগকে বিনাশ করুন। পরমধন লাভ করিলেই তাহা রক্ষা করা যায় না। হীনশক্তি ধনাধিকারীর নিকট হইতে দস্যুতস্করগণ তাহা অপহরণ করিয়া লইতে পারে। ধন লাভ করিলেই হয় না, তাহা রক্ষা করিবার শক্তি থাকা চাই, উপায় থাকা চাই। তাই মানবের সর্ব্বস্বাপহরণকারী দস্যুতস্করগণের বিনাশসাধন করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'মৃধঃ' পদে রিপুশত্রু বুঝায়। আমাদের

অন্তরে যে মহাশত্রুগণ বর্ত্তমান আছে, যাহারা আমাদিগকে বিপথে চালিত করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট, সেই ভয়ানক অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশ করা চাই, নতুবা মোক্ষলাভ অসম্ভব।

প্রার্থনার তৃতীয় অংশ—"বীরবৎ যশঃ রাখ"—আত্মশক্তিযুত সৎকর্ম্মসাধনশক্তি প্রদান করুন। যদি পরমধন লাভ করিতে হয়, এবং লাভ করিয়া তাহা রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে হৃদয়কে সবল করিতে হইবে, শক্তিলাভ করিতে হইবে, নতুবা হীনশক্তি ক্ষীণপ্রাণ লোকের আত্মলাভ অসম্ভব "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। তাই শক্তিলাভের প্রার্থনা—হৃদয়ে সৎকর্ম্মসাধন-শক্তির উদ্বোধনের প্রচেষ্টা।

সৎকর্ম্ম সাধন করিবার জন্য ইচ্ছা করিলেই সৎকর্ম্ম সাধন করা যায় না। তজ্জন্য ভগবানের কৃপালাভ করা চাই। হৃদয়ে ভাগবতী শক্তির আবির্ভাব না হইলে কেহ সৎকর্ম্ম-সাধনে সমর্থ হয় না। কর্ম্মসাধন করিবার উপযোগী শক্তি সকলের থাকে না, কাহারও মনে ইচ্ছা থাকে,—কিন্তু সেই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি থাকে না, অথবা কর্ম্মসাধন করিবার উপায় জানে না। তাই বলা হইতেছে—আমাদিগকে আত্মশক্তিযুক্ত সৎকর্ম্মসাধন শক্তি প্রদান করুন।

এখন সমগ্র প্রার্থনাটী একত্র অনুধাবন করা যাউক। প্রথমতঃ পরমধন-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে; তারপর সেই ধনরক্ষার উপায়-স্বরূপ রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু ধনপ্রাপ্তি ও রিপুনাশই যথেষ্ট নয়—শক্তিলাভেরও প্রয়োজন আছে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" আত্মশক্তি ভিন্ন মুক্তিলাভ অসম্ভব। তাই আত্মশক্তির উদ্বোধন—সৎকর্ম্মসাধনের প্রচেষ্টা। কর্ম্ম মানবজীবনের সঙ্গী। কর্ম্ম ব্যতীত মানুষ কখনও থাকে না বা থাকিতে পারে না। তাই যাহাতে সেই কর্ম্মকে মোক্ষসাধনের উপায়রূপে পরিণত করা যায় তাহারই প্রচেষ্টা মন্ত্রমধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত অনুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। সেই অনুবাদটী এই,—"হে ক্ষরৎ সোম! প্রচুর ধন আমাদিগকে দাও; হিংসকদিগকে ধ্বংস কর; আমাদিগকে ধন, অন্ন ও যশ বিতরণ কর।" (৯ম-৫প-২সূ ২সা)। *

—*—

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩২ ৩২উ ৩ ২ ৩ ১ ২৩১ ২
ন ত্বা শতং চন হ্রুতো রাধো দিৎসন্তমামিনন্।
১ ২৩ ১ ২৩১ ২
যৎ পুনানো মখস্যসে ॥ ৩ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের ষড়্‌বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'যৎ' (যদা) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'মখস্যসে' (পরমধনং দাতুমিচ্ছসি—সাধকেভ্যঃ ইতি যাবৎ) তদা 'রাধঃ' (পরমধনং) 'দিৎসন্তং' (দাতুমিচ্ছন্তং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'শতঞ্চন' (বহবঃ অপি) 'হ্রুতঃ' (হিংসকাঃ রিপবঃ) 'ন আমিনন্' (ন হিংসন্তি, বারয়িতুং সমর্থাঃ ন ভবন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমশক্তিমান্ ভগবান্ সর্ব্বান্ রিপূন্ বারয়িত্বা সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (৯অ—৫খ—২সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! যখন পবিত্রকারক আপনি সাধকদিগকে পরমধন দান করিতে ইচ্ছা করেন, তখন পরমধনদানেচ্ছুক আপনাকে বহুরিপুও বারণ করিতে সমর্থ হয় না। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। পরম শক্তিমান্ ভগবান্ সকল রিপুকে বারণ করিয়া সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন।)। (৯অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণং-ভাষ্য।

হে সোম! 'রাধঃ' ধনং 'দিৎসন্তঃ' আদাতুমিচ্ছন্তং 'ত্বা' ত্বাং 'শতঞ্চন' বহবোঽপি 'হ্রুতঃ' হিংসকাঃ শত্রবঃ 'ন আমিনন্' ন হিংসন্তি। কদা? ইত্যত্রাহ—'যদ্' যদা 'পুনানঃ' পূয়মানঃ ত্বং 'মখস্যসে' ধনং ধাতুমিচ্ছসি। (৯অ—৫খ—২সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১২১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে একটী নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভগবান্ যখন মানবের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়েন, তখন কোন বিরুদ্ধশক্তিই মানুষকে মোক্ষমার্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না। ভগবৎশক্তির নিকট মানবের সকলশক্তিই প্রতিহত হয়, সাধক অনায়াসেই ভগবানের কৃপায় আপন জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

"ত্বা শতঞ্চন হ্রুতঃ ন আমিনন্"—শতশত শত্রুও আপনাকে বারণ করিতে পারে না। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানকে রিপুশত্রু বারণ করিবে কিরূপে? তিনি তো অজাতশত্রু। এখানে এই পদসমূহের মধ্যে একটী নিগূঢ়ভাব বিদ্যমান আছে। ভগবানের করুণাধারা সর্ব্বত্রই প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহারা শত্রুজয়ী, যাঁহারা সাধনপরায়ণ, তাঁহারাই ভগবানের সেই কৃপাকণালাভে সমর্থ হয়েন। ভগবানের কৃপায়, তাঁহার ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে, মানুষ সেই রিপুগণের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করে—মোক্ষলাভের পথে তাঁহাদের কোন বাধাবিঘ্ন

থাকে না। রিপুর আক্রমণে সাধকের শুভ প্রচেষ্টা প্রতিহত হয়। কিন্তু ভগবান্ যাঁহাকে আপনার কৃপার অধিকারী করেন, তাঁহার নিকট শত্রুগণ পরাজিত হয়, তাঁহার নিকট হইতে তাহারা দূরে পলায়ন করে। সুতরাং সাধক অপ্রতিহতভাবে ভগবানের করুণাধারা লাভ করিয়া ধন্য হয়েন। মন্ত্রের এই পদসমূহে সেই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে।

মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যাদি আছে, তাহাতে এই ভাবটী পরিস্ফুট হয় নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল,—"হে সোম! তুমি যখন শোধন হইতে হইতে আমাদিগকে ধনদান করিতে উদ্যত হও, যখন খাদ্যদ্রব্য দিতে উদ্যোগ কর তখন শতশত হিংসক শত্রু মিলিত হইয়াও তোমার কিছুই করিতে পারে না।"

এই ব্যাখ্যাটী ভাষ্য হইতেও কিঞ্চিৎ ভিন্নভাব প্রকাশ করিতেছে। ব্যাখ্যাকার "খাদ্য-দ্রব্য দিতে উদ্যোগ কর"—এই অংশ কোথা হইতে পাইলেন তাহা বুঝা যায় না। তারপর প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে যদিও মন্ত্রে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ নাই। আমরা মনে করি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রটী প্রয়োগ করা হইয়াছে —উহাতে সোমরসের কোনও সম্পর্ক নাই। সোমরস আমাদিগকে ধন বা খাদ্য দিবে কিরূপে? আবার রিপুগণকে বারণ করিবার শক্তিই বা তাহার কোথায়? যাহা হউক, মন্ত্রের শব্দার্থ-সম্বন্ধে আমাদের সহিত ভাষ্যাদির বিশেষ কোন পার্থক্য ঘটে নাই। যাহা সামান্য পার্থক্য আছে তাহা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও সায়ণভাষ্যের একত্র অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত মন্ত্রের ভাব-সম্পর্কে মতভেদ ঘটিয়াছে। আমাদের ব্যাখ্যার সমীচীনতা সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা গেল, তাহাতেই আমাদের মত পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে করি। (৯অ—৫খ ২সূ—৩সা)। *

—— * ——

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১　২ ৩　১ ২ ৩　২ ৩　২ ৩ ১ ২

অয়া পবস্ব ধারয়া যয়া সূর্য্যমরোচয়ঃ।

৩　১র　২র　৩ ২

হিন্বানো মানুষীরপঃ॥ ১॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের সপ্তবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'বিষানঃ' (সেবমান, পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'মানুষীঃ' (মনুষ্যাণাং হিত-জনকেন) 'অপঃ' (অমৃতসম্বর্দ্ধিনা) 'যয়া ধারয়া' (যেন প্রবাহেন সহ ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানং, জ্ঞানরশ্মিং) 'রোচয়ঃ' (প্রকাশয়সি) 'অয়া' (অনয়া, তেন প্রবাহেন সহ ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং। অমৃতস্বরূপং জ্ঞানং অস্মাকং হৃদি উপজয়তু ইতি ভাবঃ। (৯অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক তুমি মনুষ্যদিগের হিতজনক অমৃত-সম্বর্দ্ধি যে প্রবাহের দ্বারা জ্ঞানরশ্মি প্রকাশিত কর, সেই প্রবাহের সহিত আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—অমৃতস্বরূপ জ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউক।)। (৯অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'মানুষীঃ' মনুষ্যাণাং হিতানি 'অপঃ' উদকানি 'বিষানঃ' প্রেরয়ন ত্বং 'যয়া' 'ধারয়া' 'সূর্য্যং' 'অরোচয়ঃ' প্রকাশয়সি তয়া 'অয়া' অনয়া ধারয়া 'পবস্ব' ক্ষর। (৯অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১২১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবজনিত জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। জ্ঞান ও সত্ত্বভাব একত্র হইলে মানুষ সহজেই অমৃতত্ব-লাভে সমর্থ হয়। তাই হৃদয়ে জ্ঞান-সমন্বিত সত্ত্বভাবের উপজনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—"হে সোম! সেই ধারা-সহকারে ক্ষরিত হও, যাহা দ্বারা মনুষ্যকুলের হিতের জন্য বৃষ্টির জল বর্ষণ-পূর্ব্বক সূর্য্যের দীপ্তি উজ্জ্বল করিয়াছিলে।" 'সোমকে' অবশ্য মাদকদ্রব্য বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ মাদকদ্রব্য কিরূপে মানুষের হিতের জন্য বৃষ্টির জল বর্ষণ করিতে পারে? আর তাহা কিরূপেই বা সূর্য্যের দীপ্তি উজ্জ্বল করিবে? এই ব্যাখ্যা বুঝিতে আমরা অসমর্থ। আমরা যতই আলোচনা করিতেছি ততই দেখিতেছি যে, 'সোম' সাধারণ মাদকদ্রব্য নয়, তাহা বহু উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন ঐশ্বরিক ভাবপ্রবাহ। তাহা সত্ত্বভাব। 'সূর্য্য' শব্দেও আমরা জ্ঞান,

জ্ঞানরশ্মি—যাহা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছি। সূর্য্যালোকে যেমন জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়, জ্ঞানালোকে তেমনই অজ্ঞানান্ধকার বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে,—এই ভাবেই 'সূর্য্য' পদের অর্থের সার্থকতা। (৯অ—৫খ—৩সূ–১সা)॥ *

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩　২ ৩　১ ২ ৩　১ ২　৩ ১র ২র
অযুক্ত সূর এতশং পবমানো মনাবধি।
৩ ১ ২　৩ ১ ২
অন্তরিক্ষেণ যাতবে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অন্তরিক্ষেণ' (দ্যুলোকমার্গেণ, মোক্ষমার্গেণ ইতি ভাবঃ) 'যাতবে' (গন্তুং) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ দেবঃ) 'সূরঃ' (সূর্য্যস্য জ্ঞানদেবস্য) 'এতশং' (ভগবৎসামীপ্যপ্রাপকং, মোক্ষপ্রাপকং) পরাজ্ঞানং ইতি যাবৎ 'মনাবধি' (মনুষ্যে, তস্য হৃদি—ইতি ভাবঃ) 'অযুক্ত' (সংযোজয়তি, প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া সাধকাঃ মোক্ষদায়কং পরাজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ—৫খ—৩সূ–২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মোক্ষমার্গে গমন করিবার জন্য পবিত্রকারক দেব জ্ঞানদেবের ভগবৎসামীপ্যপ্রাপক, মোক্ষপ্রাপক পরাজ্ঞানকে মানুষের হৃদয়ে সংযোজিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় সাধকগণ মোক্ষদায়ক পরাজ্ঞান লাভ করেন।)॥ (৯অ—৫খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' পূয়মানঃ সোমঃ 'মনাবধি' মনুর্মনুষ্যস্তস্মিন্ মনুষ্য ইত্যর্থঃ। 'অন্তরিক্ষেণ' 'যাতবে' গন্তুং 'সূরঃ' প্রেরকস্যাদিত্যস্য 'এতশং'। অশ্বনামৈতৎ (নিঘ০ ১।১৪।১০)। অশ্বং অযুক্ত যুঙ্‌ক্তে। (৯অ–৫খ ৩সূ–২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প ৫অ—৩খ—৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় (১২১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষের মঙ্গলসাধন করিবার জন্য জগৎপিতা পরমেশ্বর সর্ব্বদাই সমুৎসুক। মানু আপনার সন্তানের মঙ্গল-কামনা করে। ভগবান এই বিশ্বের সকলের মাতা পিতা। তাঁহা মধ্যে একধারে বজ্রের কঠোরতা এবং কুসুমের কোমলতা—এই উভয়েরই মিলন হইয়াছে তাঁহার সন্তানগণ কিরূপে মঙ্গলের পথে পরিচালিত হয়, কিরূপে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে তিনি তাহার উপায় বিধান করেন।

জ্ঞানই মানবের মুক্তিপথের প্রধান সহায়: জ্ঞানবলেই মানুষ আপনার জীবনের লক্ষ দেখিতে পায়। দুরাবগাহী কুহেলিকা জাল ছিন্ন করিয়া, অজ্ঞানতার গাঢ়তমসা ভেদ করিয় ভবিষ্যৎ-জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা সাধারণ মানবের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। যিনি তাহ করিতে পারেন তিনি খুব সৌভাগ্যবান্। তাঁহার জীবনে ভগবানের করুণাধারা বর্ষিত হইয়াছে—তাঁহার জীবন সফল হইয়াছে, ইহাই অনুমান করা যায়। সেই করুণাধারা জ্ঞান জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের নিকট হইতে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ মানবের হৃদয়কে আলোকিত করে সেই আলোকের সাহায্যেই মানব আপনার লক্ষ্যস্থল নির্দ্দেশ করিতে পারে এবং সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার উপযুক্ত পথও নির্দ্দেশ করিয়া লইতে পারে।

জীবনের সেই চরম পরিণতি লাভ করিবার উপায়—জ্ঞান। তাই ভগবান্ আপনার সন্তানকে মঙ্গলপথে পরিচালিত করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। মানুষ ভগবানের সেই কৃপালাভ করিয়া আপনার জীবনকে ধন্য ও সফল করিতে পারেন। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"অন্তরীক্ষেণ যাতবে" অর্থাৎ মোক্ষমার্গে গমন করিবার জন্য, গমন করিবার সামর্থ্যলাভের জন্য। সামর্থ্যলাভের জন্য কি হয়? "মনাপি এতশং অযুক্ত"—মানুষের মধ্যে মোক্ষপ্রাপিকা জ্ঞানশক্তি প্রদান করেন। কে প্রদান করেন? "পবমানঃ"—পবিত্রকারক দেবতা, সেই পরম পুরুষ ভগবান্। আমরা মোটামোটি এই বিশ্লেষণের দ্বারা এই বুঝিলাম যে, ভগবানই মানুষকে মোক্ষদানের জন্য তাহাদের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করেন।

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"শোধনকালে সোম আকাশে গতিবিধির জন্য, মনুষ্যের হিতের জন্য সূর্য্যের অশ্ব যোজন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের বহু পরিমাণ মিল আছে। সুতরাং এই অনুবাদকে অনেকাংশে ভাষ্যের সহিত একত্র আলোচনা করা যায়। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, এই ব্যাখ্যা ভাষ্যের দ্বারা কি ভাব প্রকাশিত করিতেছে। এই ব্যাখ্যানুসারে সোমের আকাশে গতিবিধি আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তরল পদার্থ সোমরস কিরূপে যে আকাশে গমন করিবে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তরল পদার্থ সোম কিরূপে যে ঊর্দ্ধপথে, আকাশমার্গে উঠিতে পারে তাহা ভাষ্যকার পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই সুতরাং আমরাও তাঁহার ব্যাখ্যার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারি নাই। আবার পরের অং

লিখিয়াছেন,—"সূর্য্যের অশ্ব যোজনা করিতেছেন।" সোমরস যোজনা করিতেছেন—সূর্য্যের অশ্ব। এই অংশও দুর্ব্বোধ্য। প্রচলিত ব্যাখ্যা-মতেও সূর্য্য অশ্বযোজিত রথে আকাশ পরিভ্রমণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু সোমরস সেই অশ্বকে রথে যোজনা করেন কিরূপে তাহা বুঝা যায় না।

যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেও প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের মতে এখানে সোমরসের কোন প্রসঙ্গই নাই। 'পবমানঃ' পদে পবিত্রকারক ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনিই মানবের মঙ্গলের জন্য তাহাদের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রদান করেন। মন্ত্রান্তর্গত 'এতশং' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম -১২ সূ —১৩ঋ) দ্রষ্টব্য। (৯অ - ৫খ ৩সূ—২সা)। *

— — * ——

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২উ　৩ ২ ৩　২ ৩　১ ২　৩　১ ২

উত ত্যা হরিতো রথে সূরো অযুক্ত যাতবে।

২ ৩ ২ ৩　১ ২　৩ ২

ইন্দুরিন্দ্র ইতি ব্রুবন্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ইন্দ্রঃ ইতি ব্রুবন্' (ইন্দ্রমেব উচ্চারয়ন্, ভগবন্মাহাত্ম্যং প্রখ্যাপয়তি —ইতি ভাবঃ); 'উত' (অপিচ) 'যাতবে' (গমনায়, ঊর্দ্ধগমনায়, সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'ত্যাঃ' (তান্ প্রসিদ্ধান্) 'হরিতঃ' (হারকান্, পাপহারকান্—সদ্বৃত্তিনিবহান্ ইতি ভাবঃ) 'সূরঃ রথে' (সূর্য্যস্য সৎকর্ম্মণি, জ্ঞানদেবস্য সৎকর্ম্মণি, জ্ঞানযুক্তে সংকর্ম্মণি) 'অযুক্ত' (সংযোজয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ সাধকাঃ পরাজ্ঞানযুক্তাং সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৯অ—৫খ—৩সূ -৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবন্মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত করেন; অপিচ সাধকদিগের ঊর্দ্ধগমনের জন্য প্রসিদ্ধ পাপহারক সদ্বৃত্তিনিবহকে জ্ঞানযুত সৎকর্ম্মে

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সংযোজিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে সাধকগণ পরাজ্ঞানযুত সৎকর্ম্মসাধন-শক্তি লাভ করেন।)॥ (৯প—৫খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উত' অপিচ 'ইন্দুঃ' সোমঃ 'ইন্দ্র ইতি ব্রুবন্' 'তাঃ' তান্ 'হরিতঃ' হরিতবর্ণান্ অশ্বান্ 'সূরঃ' সূর্য্যস্য 'রথে' 'যাতবে' গন্তুং 'অযুক্ত' যুনক্তি। 'রথে'—'দশ' ইতি পাঠৌ ৩॥

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১২১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। উহা দুই অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা স্পষ্টীকৃত হইবে। অনুবাদটী এই, "অপিচ সোম ইন্দ্রের নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক দশদিকে গতিবিধির জন্য সূর্য্যের অশ্ব যোজনা করিতেছেন।" ব্যাখ্যা, মন্ত্রের ভাবও প্রকাশ করিতেছে না, এবং ভাষ্যার্থের সহিতও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। এই ব্যাখ্যার মধ্যে দুইজন দেবতার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহারা ইন্দ্র ও সূর্য্য। সোম ইন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিয়া সূর্য্যের রথে অশ্ব যোজনা করিতেছেন; অর্থাৎ মানুষ যেমন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভগবানের বা ইষ্ট-দেবতার নাম গ্রহণ করিয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সোমও যেন তেমনি তাঁহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইন্দ্রদেবের নাম গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইন্দ্রকে ইষ্টদেব বলিয়া সোম মান্য করিতেছেন। এখন দেখা যাউক, সোমরসের কর্ম্মটা কি? সে কর্ম্ম সোমরস "সূর্য্যের অশ্ব যোজনা করিতেছেন।" ব্যাখ্যাকারের মতানুসারে দেখা যায় যে,—'সোম' সূর্য্যের সহিস ছিল,—তাহার পূর্ব্ব মন্ত্রে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। আবার এই প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারেই আমরা দেখিতে পাই যে, সূর্য্য ও ইন্দ্র প্রায় অভিন্ন। যাহা হউক, উল্লিখিত ব্যাখ্যা হইতে 'সোমকে' কিরূপে সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য বলিতে পারা যায়, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে 'সোম' একজন মানুষে—সহিসে পরিণত হইয়াছে। মত্ততাজনক মাদক-দ্রব্যের বিশেষণ তাহার প্রতি প্রযুক্ত নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিতে হয়—সোম কি? বস্তু—না ব্যক্তি? দেবতা—না মানুষ?

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে এই সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব। ব্যাখ্যাকারগণ যখন যেমন সুবিধা বুঝিয়াছেন, তখনই তেমন অর্থ করিয়াছেন। তাই এক শব্দেরই বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থ হইয়াছে। এক 'সোম' শব্দেরই কত বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। বর্ত্তমান

মন্ত্রে 'সোম' তরল মাদক-দ্রব্য হইতে একেবারে সূর্য্যের সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব-মন্ত্রেও আমরা প্রায় ঐ ভাবই প্রাপ্ত হই। কিন্তু সেখানে একটু বিশেষত্ব এই যে, 'সোমের' একটু অলৌকিক শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ তিনি আকাশে গতিবিধির জন্য রথে অশ্ব যোজনা করিতেছেন। আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতায় দেখিতে পাই যে, সূর্য্য ও সোম সম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। সুতরাং সূর্য্য ও সোম প্রভৃতির প্রচলিত ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

তাই আমরা মনে করি,—'সোম' পদে আদৌ কোনপ্রকার মাদক-দ্রব্যকে লক্ষ্য করে না। উহা ভাগবতী শক্তি—শুদ্ধসত্ত্ব। ভগবানের এই শক্তি যখন মানুষের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখন মানুষকে ভগবানের দিকে পরিচালিত করে—তখন মানুষ দেবত্বের পথে অগ্রসর হয়। "শুদ্ধসত্ত্ব ভগবন্মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত করেন"—তাহার অর্থ এই যে, যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তাঁহার হৃদয় ভগবন্মাহাত্ম্যে পূর্ণ হইয়া যায়,—ভগবানের মহিমা করুণা তিনি জীবনে উপলব্ধি করেন। শুধু তাই নয়, তখন সাধকের অন্তরস্থিত সৎকর্ম্মসাধন-শক্তি উদ্বোধিত হয়, সৎবৃত্তিনিবহ জাগরিত হয়। সাধক সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন। জ্ঞান বিকশিত হয়, অবশেষে তিনি পরাশান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। (৯প—৫খ ৩৮-৩সা। *

—•—

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
অগ্নিং বো দেবমগ্নিভিঃ সজোষা

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যজিষ্ঠং দূতমধ্বরে কৃণুধ্বম্।

১র ২ ৩ ১ ২ ২ ৩
যো মর্ত্ত্যেষু নিধ্রুবির্ঋতাবা

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
তপুর্ম্মূর্দ্ধা ঘৃতান্নঃ পাবকঃ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের নবমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যূয়ং) 'অগ্নিভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ সহ) 'সজোষা' (মিলিতাঃ— ভবত ইতি শেষঃ); 'যঃ' (যঃ জ্ঞানদেবঃ) 'মর্ত্ত্যেষু' (মানবেষু) 'নিধ্রুবিঃ' (নিতরাং ধ্রুবস্তিষ্ঠতি, ধ্রুবতারারূপেণ বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) যঃ 'ঋতাবা' (সত্যবান্, সত্যপ্রাপকঃ) 'তপুর্মূর্দ্ধা' (শ্রেষ্ঠ-তাপনশীলঃ, শ্রেষ্ঠপাপনাশকঃ পরমতেজঃসম্পন্নঃ) 'ঘৃতান্নঃ' (অমৃতময়শক্তিযুক্তঃ) 'পাবকঃ' (পবিত্রকারকঃ) তং যজিষ্ঠং' (যজনীয়ং, আরাধনীয়ং) 'অগ্নিং দেবং' (জ্ঞানদেবং) 'অধ্বরে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ) 'দূতং' 'কৃণুধ্বং' (কুরুত) আত্মোদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সৎকর্ম্মসাধনে জ্ঞানেন পরিচালিতাঃ ভবেম ইতি ভাবঃ। (১অ—৬খ—১সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা জ্ঞানতেজের সহিত মিলিত হও; যে জ্ঞানদেব মানবের মধ্যে ধ্রুবতারারূপে বর্ত্তমান আছেন, যিনি সত্যপ্রাপক, পরমতেজঃসম্পন্ন, অমৃতময়শক্তিযুক্ত, পবিত্রকারক, সেই আরাধনীয় জ্ঞানদেবকে সৎকর্ম্মসাধনে দূত কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হই।)। (৯অ—৬খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দেবাঃ! 'বঃ' যূয়ং 'দেবং' দ্যোতমানং 'অগ্নিং' 'অধ্বরে' কৌটিল্য-রহিতে যজ্ঞে 'দূতং' 'কৃণুধ্বং' কুরুত। কীদৃশং? 'অগ্নিভিঃ' অন্যৈঃ 'সজোষা' সজোষসং। দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা (৩১৮৫)। 'যজিষ্ঠং' যষ্টৃতমং 'যঃ' অগ্নিঃ দেবোঽপি সন্ 'মর্ত্ত্যেষু' 'নিধ্রুবিঃ' নিতরাং ধ্রুবস্তিষ্ঠতি। কীদৃশঃ? 'ঋতাবা' যজ্ঞবান্ সত্যবান্ বা 'তপুর্মূর্দ্ধা' তাপকং তেজঃ 'ঘৃতান্নঃ পাবকঃ' শোধকং তমগ্নিং দূতং কৃণুধ্বমিতি যোজনা॥ (৯অ—৬খ—১সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১২১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

আত্মোদ্বোধনমূলক এই মন্ত্রটীতে জ্ঞানের মাহাত্ম্যও প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সকলকর্ম্মে জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনা পরিদৃষ্ট হয়। জ্ঞান কিরূপ? তিনি 'ঋতাবা'—সত্যপ্রাপক। জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ সত্যলাভ করিতে পারে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—সত্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে একটু গভীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

ভগবান্ সত্যস্বরূপ। তিনি সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। এই তিনটীই একত্র অবস্থিত আছে। সৎ যাহা, যাহা চিরকাল বর্ত্তমান আছে ও যাহা চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে, তাহাই সত্য। সত্য অবিনশ্বর, এবং মানুষকে তাহা অবিনশ্বরত্বের পথে লইয়া যায়। সত্য ভগবানের বিভূতি বা শক্তি। যাহার সত্তা আছে, ধ্বংস নাই, তাহাই সত্য-পদবাচ্য। তাই গীতা একস্থলে বলিয়াছেন—সতের কথনও বিনাশ নাই, অসতের সম্ভাব নাই। জগতের সত্তার উদ্ভব সেই সত্যস্বরূপ ভগবান্ হইতে। সত্যপ্রাপক বলিতে সেই বস্তুকে বুঝায় যে বস্তু আমাদিগকে পরম-সত্যস্বরূপ ভগবানের চরণে পৌছাইয়া দেয়। জ্ঞান ও সত্যের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, ভগবৎশক্তিরই দুইটী বিকাশ। জ্ঞান সত্য ব্যতীত সম্ভবপর নয়, কারণ সত্য না থাকিলে যে বস্তুর যে ধর্ম্ম তাহা অব্যাহত থাকে না, বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। সুতরাং সেই বস্তু-সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভও সম্ভবপর নয়। তাই জ্ঞানের পূর্ব্বেই অথবা সঙ্গে সঙ্গেই সত্যের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। জ্ঞানকে সত্যপ্রাপক বলাতে ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিই লক্ষ্য আসিয়াছে।

জ্ঞান—'তপুর্ম্মূর্দ্ধা' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পাপনাশক, পরমতেজোসম্পন্ন। জ্ঞান হৃদয়ে আসিলে হৃদয় হইতে পাপ-অন্ধকার পলায়ন করে, জ্ঞানাগ্নিতে পাপের আবর্জ্জনা দগ্ধ হইয়া যায়। জ্ঞান হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে হৃদয় পবিত্র হয়, সেইজন্যই জ্ঞানের নাম পাবক। জ্ঞান-বলে মানুষ আপনার জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিবার উপায় জানিতে পারে। সুতরাং তদনুসারে মানুষ আপনার জীবনকে পরিচালিত করেন। অপবিত্রতা' হীনতা দ্বারা অধঃপতনের পথ পরিষ্কৃত হয়, জীবনকে সফল করিবার শক্তি বিনষ্ট হয়, সেইজন্য তিনি সেই অপবিত্রতা ও হীনতা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। মানুষ চারিদিকে যে হীনতা কালিমার মধ্যে আপনাকে বেষ্টিত দেখে, সেই হীনতা হইতে নিজকে উদ্ধার করিবার প্রেরণা জ্ঞানের দ্বারাই লাভ হয়। অজ্ঞানতাই পাপের জনক। অজ্ঞানতার বশেই মানুষ আপনার পথে আপনি কাঁটা দেয়। যখন জ্ঞানালোকে তাহার হৃদয় উদ্ভাসিত হয় তখন সে আপনার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারে। যে সকল রিপু তাহার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে তাহাদিগকে দূর করিবার জন্য, রিপুদিগকে বিনাশ করিবার জন্য মানুষ চেষ্টা করে। জ্ঞানই শক্তি; সুতরাং সেই শক্তিবলে মানুষ আপনার হৃদয়কে পবিত্র করে। কারণ সে তখন দেখিতে পায় যে, পবিত্র হৃদয়ই ভগবানের আসন। হৃদয়ে সেই পরম দেবতার আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, হৃদয়কে পবিত্র করিতে হইবে। জ্ঞানের দ্বারা সেই পরম মঙ্গল সাধিত হয়, তাই জ্ঞান পাবক—পবিত্রকারক।

সেই জ্ঞান মানবের হৃদয়ে ধ্রুবতারারূপে বিরাজিত থাকিয়া তাহাকে ধ্রুব লক্ষ্যের প্রতি চালনা করে। মানুষ যে পর্যান্ত না সেই পরমশক্তির সন্ধান পায়, যে পর্য্যন্ত না সে আপনার জীবনের চরম-লক্ষ্যকে একান্তভাবে বরণ করিতে পারে, সে পর্যান্ত সে কিছুতেই আপনার জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। জ্ঞান হৃদয়ে থাকিয়া, ধ্রুবতারারূপে অভ্রান্তভাবে মানবের গতিপথ নির্দ্দেশ করে। নাবিকগণ যেমন অকূল সমুদ্রের মধ্যে ধ্রুবতারার সাহায্যে দিক্‌নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, ঠিক সেইরূপভাবে এই ভবসাগরের মাঝে অসহায় নাবিকগণ

জ্ঞানরূপ ধ্রুবতারার সাহায্যে লক্ষ্য নির্ণয় করিয়া অভ্রান্তভাবে আপনাদের জীবনতরণী বাহিয়া যাইতে সমর্থ হয়। যাহার জীবনে সেই ধ্রুবতারা উদিত হয় নাই, সেই ভাগ্যহীন ব্যক্তি অকূল সমুদ্রে পথহারা হইয়া ঘুরিতে থাকে, কখনও তাহার গন্তব্য-লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে না। কারণ জ্ঞানের অভাবে তাহার লক্ষ্যই স্থিরীকৃত হয় নাই। জ্ঞান মানুষের হৃদয়ে গতিনির্দ্দেশক ধ্রুবতারার কার্য্য করিয়া থাকে, তাই বেদ জ্ঞানকে 'নিধ্রুবঃ' বলিয়াছেন।

মন্ত্রের মধ্যে সেই পরম মঙ্গলদায়ক জ্ঞানকে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে সহায়রূপে—দূতরূপে গ্রহণ করিবার জন্য আত্মোদ্বোধনা আছে। "'অধ্বরে দূতং কৃণুধ্বং'-জীবনের প্রত্যেক সৎকর্ম্মে জ্ঞানকে দূতরূপে গ্রহণ কর। সেই জ্ঞানই তোমাকে সত্যবার্ত্তা আনয়ন করিয়া দিবে, ভগবানের সহিত তোমার সংযোগ বিধান করিবে। হে মন! তুমি প্রত্যেক কার্য্যে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হও। দূত যেমন উভয় পক্ষের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপন করে, জ্ঞানও তেমনি তোমারও ভগবানের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করুক। তুমি জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া সকল কার্য্য সম্পাদন কর।" মন্ত্রের মধ্যে এই আত্মোদ্বোধনাই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর অন্যরূপ ভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"(হে দেবগণ!) যিনি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে অত্যন্ত স্থিরভাবে অবস্থান করেন, যিনি যজ্ঞবান্, তাপক, তেজোবিশিষ্ট, ঘৃতান্নযুক্ত ও পাবক, যিনি যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ ও (অন্য) অগ্নিসমূহের সহিত মিলিত, সেই অগ্নিদেবকে তোমরা যজ্ঞে দূত কর।" এখানে অগ্নির অনেকগুলি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু 'অগ্নি' বলিতে এখানে কি বুঝাইতেছে তাহা স্পষ্ট হয় নাই। এই ব্যাখ্যার শেষাংশ,—"(অন্য) অগ্নিসমূহের সহিত মিলিত"। এই অংশের অর্থ কি তাহা খুব পরিষ্কার নয়। তবে এই অংশ হইতে ইহা খুবই স্পষ্ট হইয়াছে যে,—'অগ্নি' শব্দে এখানে দুইটী পৃথক বস্তু বুঝাইতেছে। এক অগ্নি অন্য অগ্নিসমূহের সহিত মিলিত হয় কিরূপে, আর সেই 'অগ্নিসমূহ'ই বা কি? এই ব্যাখ্যা দৃষ্টে মনে হয় যে, এখানে অনেকগুলি অগ্নির উল্লেখ আছে। কিন্তু অগ্নি কি বহু? ভাষ্যকার প্রভৃতি এই সমস্যার কোন সমাধান না করিয়াই বহু অগ্নির উল্লেখ করিয়াছেন। আবার দেবগণকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, মন্ত্রে কে দেবগণকে সম্বোধন করিতেছেন? আর দেবতাকে এই বিশিষ্ট উপদেশ দিবার অধিকারীই বা কে?

যজ্ঞে অগ্নিকে দূত করিবার জন্য দেবগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ধারণা এখানে দেবগণকে সম্বোধন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সাধক আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া জ্ঞানাগ্নি দ্বারা হৃদয় পবিত্র করিবার জন্য, জ্ঞানের দ্বারা জীবনের সকল কর্ম্ম নিয়মিত করিবার জন্য, তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন মাত্র। দেবতাগণকে অথবা দেবভাবকে হৃদয়ে লাভ করা মানবের আকাঙ্ক্ষার বিষয়। কিন্তু সেই অবস্থায় দেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দেওয়া কি একটু অদ্ভুত রকমের বলিয়া মনে হয় না?

মন্ত্রান্তর্গত 'মর্ত্তেষু' পদে আমরা মনুষ্যকে লক্ষ্য করিয়াছি। যাহারা মর্ত্ত্যলোকে থাকে, তাহারাই মর্ত্ত্য। এই পদে যদি এখানে পৃথিবীকে বুঝাইত তাহা হইলে বহুবচন ব্যবহারের কোন আবশ্যকতা থাকিত না। মর্ত্ত্যলোকবাসী মানবসমূহকে লক্ষ্য করিতেছে বলিয়াই 'মর্ত্ত্য' শব্দ বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'ঘৃতান্নঃ' এই বিশেষণটীর অর্থ ঘৃতময় অন্নযুক্ত অর্থাৎ অমৃতময় আত্মশক্তিযুক্ত। 'ঘৃত' ও 'অন্ন' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যাদির সহিত যাহা সামান্য পার্থক্য হইয়াছে, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। (৯অ—৬খ—১সূ—১সা)।

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ র ২ র ৩ ২ ৩ ২
প্রোথদশ্বো ন যবসেঽবিষ্যন্যদা

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মহঃ সম্বরণাদ্ ব্যস্থাৎ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ১ ২র
আদস্য বাতো অনু বাতি শোচিরধ

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স্ম তে ব্রজনং কৃষ্ণমস্তি ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) পরমদেবঃ 'মহঃ' (মহতঃ, বৃহতঃ, ঘনকৃষ্ণাৎ ইত্যর্থঃ) 'ব্যস্থাৎ' (বিপর্য্যস্থাৎ) 'সংবরণাৎ' (অজ্ঞানাবরণাৎ) 'অশ্বঃ ন যবসে' (অশ্ববৎ শীঘ্রবেগেন, শীঘ্রং, আশুং ইত্যর্থঃ) 'প্রোথৎ' (শব্দং কুর্ব্বন, জ্ঞানং প্রযচ্ছন ইত্যর্থঃ) 'অবিষ্যন্' ((রক্ষতি—সাধকং ইতি যাবৎ) 'আৎ' (তদা) সাধকস্য 'কৃষ্ণং ব্রজনং' (অন্ধকারময়ঃ মার্গঃ) 'অস্য' (ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'অনুবাতঃ' (অনুক্রমেণ) 'বাতি' (পরিচালিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ); হে দেব! 'তে' (তব) 'শোচিঃ' (দীপ্তিঃ, জ্যোতিঃ) 'অধ' (অধঃপতিতজনস্যোপরি অপি ইতি ভাবঃ) 'অস্তি স্ম' (বর্ত্ততে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া জ্ঞানং দত্বা সাধকং মোক্ষমার্গেণ পরিচালয়তি ইতি ভাবঃ। (৯অ ৬খ—১সূ ২সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

যখন পরমদেব ঘনকৃষ্ণ বিপর্য্যস্থ অজ্ঞানাবরণ হইতে অশ্ববৎ শীঘ্রবেগে অর্থাৎ আশু জ্ঞান প্রদান করিয়া সাধককে রক্ষা করেন, তখন সাধকের অন্ধকারময় মার্গ ভগবানের অনুক্রমে পরিচালিত হয়; হে দেব, আপনার জ্যোতিঃ অধঃপতিত জনের উপরেও বর্ত্তমান আছে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক জ্ঞান দান করিয়া সাধককে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করেন।)॥ (৯অ—৮খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

'যবসে' ঘাসে 'অবিষ্যন্' ভক্ষয়ন্ 'প্রোথৎ' শব্দং কুর্ব্বন সঞ্চরন্ বা 'অশ্বো ন' অশ্ব ইব 'মহঃ' মহতঃ 'সংবরণাৎ' নিরোধাৎ দাবরূপোহগ্নিঃ 'যদা' 'ব্যস্থাৎ' সম্বৃতেষু বৃক্ষেষু বিতিষ্ঠতে 'আৎ' তদা 'অস্য' অগ্নেঃ 'শোচিঃ' অর্চ্চিঃ 'অনু বাতঃ বাতি'। অথ প্রত্যক্ষস্তুতিঃ—'অধ' অথানন্তরং হে অগ্নে! 'তে' তব 'ব্রজনং' বর্ত্ম 'কৃষ্ণমস্তি'। 'স্ম' ইতি পূরণং। ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১২১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী স্বভাবতঃই একটু জটিলভাবাপন্ন। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ এই জটিলতাকে আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিলাম সেই অনুবাদটি এই,—"যখন (অগ্নি) অশ্বের ন্যায় ঘাস ভক্ষণকরতঃ ও শব্দকরতঃ মহৎ নিরোধ হইতে (বৃক্ষসমূহে) অবস্থান করেন, তখন উহার দীপ্তি প্রবাহিত হয়। অনন্তর (হে অগ্নি)! তোমার কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্ম হয়।"

এই অনুবাদ বহুপরিমাণে ভাষ্যানুযায়ী। সুতরাং ভাষ্য ও অনুবাদের একত্রই আলোচনা করা যাউক। ভাষ্যকার যে প্রকৃতপক্ষে কি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা মোটেই পরিষ্কার হয় নাই। অশ্ব যেমনভাবে ঘাস ভক্ষণ করে ও শব্দ করে তেমনিভাবে অগ্নি ও ঘাস ভক্ষণ করেন ও শব্দ করেন এই হইল মন্ত্রের প্রথমাংশের মর্ম্ম। হঠাৎ অগ্নিদেব ঘাস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন কেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য এবং এই মন্ত্রে 'অগ্নি'ই বা আসিলেন কিরূপে তাহা মোটেই বুঝা গেল না। আমরা এই মন্ত্রে অগ্নির কোনও উল্লেখ পাই নাই—ভাষ্যকার প্রভৃতি কেন যে অগ্নিকে মন্ত্রের মধ্যে আনয়ন করিলেন তাহা বুঝা যায় না। ভাষ্যের মধ্যে দেখিতেছি 'অগ্নি' শব্দ অধ্যাহার করায় মন্ত্রের ভাবের জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করা যায়—'অগ্নি' ঘাস ভক্ষণ করে কিরূপে এবং অশ্বের ন্যায়ই বা হঠাৎ ঘাস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল কেন? শুধু অশ্বের ন্যায় ভক্ষণ করা নয়,

তাহার ন্যায় শব্দ করাও বটে। ইহার একটা ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে, অগ্নি যখন বনজঙ্গল পোড়ায়, তখন সেই বনজঙ্গলের মধ্যে ঘাস থাকে। অগ্নি সেই ঘাসকেও পোড়ায়। পোড়াইবার সময় আগুন হইতে একপ্রকার শব্দ বাহির হয়, সেই শব্দকে অশ্বের শব্দের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই উপমা দ্বারা কি ভাব প্রকাশ পাইল? উপমা হিসাবেও তাহা অতি নিম্নশ্রেণীর, কারণ অশ্বের ঘাস খাওয়ার সহিত আগুনে ঘাস পোড়ানর কোন সমতা আছে বলিয়া মনে হয় না—তাহার শব্দের সহিত আগুনের শব্দের মিল থাকা তো দূরের কথা। এই উপমা দ্বারা যে কোনও সদর্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমাদের মনে হয় না। অথচ এই উপমার জন্যই অগ্নিকে মন্ত্রের মধ্যে আনিতে হইয়াছে।

আবার মন্ত্রের এই অংশের 'যবসে' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে অনৈক্য আছে। ভাষ্যকার উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন "ঘাসে।" বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন,—'যবসে সন্নিধানভূতে'; 'যবসে' পদের সপ্তম্যন্ত অর্থ 'ঘাসে' পদ কিরূপে যে 'অবিষ্যন্' ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে গৃহীত হইল, তাহার কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। সপ্তম্যন্ত পদকেই 'অবিষ্যন্' ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। 'যবসে' পদে আমরা শীঘ্রতাসূচক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। "অশ্ব ন যবসে" এই উপমার অর্থ "অশ্ববৎ শীঘ্রবেগেন শীঘ্রং আশুঃ ইত্যর্থঃ। 'যব' শব্দ শীঘ্রতাবাচক অর্থবোধক। আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুস্থলে উক্তরূপ শীঘ্রতাসূচক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি এবং তত্তৎস্থলে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং আমরা মনে করি—"অশ্বঃ ন যবসে" উপমার মধ্যে নিহিত ইঙ্গিতের অর্থ এই যে, অশ্ব যেমন অতি দ্রুতগতিতে চলে, ভগবান সেইরূপ দ্রুতগতিতে অর্থাৎ শীঘ্র সাধকের মঙ্গল সাধন করেন। অর্থাৎ সাধকগণ অবিশ্রান্তভাবেই ভগবানের কৃপা করুণা লাভ করিতেছেন। অথবা ভগবানের করুণাধারা অবিশ্রান্তভাবে জগতের লোকের উপর বর্ষিত হইতেছে। যখন যিনি সেই করুণালাভের উপযোগিতা লাভ করিবেন, তখনই তিনি তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। বাস্তবিক পক্ষে ভগবানের দিক হইতে করুণা বিতরণের কোন বাধা-বিঘ্ন বা অবহেলা নয়। মানুষ তাঁহার করুণা লাভ করিতে পারে না নিজেদের অক্ষমতার জন্য। যখনই সাধক উপযুক্ততা লাভ করিবেন, তখনই তাঁহার মধ্যে ভগবৎশক্তি, ভগবানের করুণাধারা আবির্ভূত হইবে। এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না। এই শীঘ্রতার ভাব প্রদর্শন করিবার জন্যই "অশ্বঃ ন যবসে" উপমা গ্রহণ করা হইয়াছে। এখানে ঘোড়ার ঘাস খাওয়ার সহিত আগুনের ঘাস খাওয়া অথবা অশ্বের হ্রেষা রবের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি যে,—"আগুনের ঘাস খাওয়ার" কোন অর্থ নাই, এবং রূপক হিসাবেও তাহার কোন সদর্থ হয় না। কিন্তু প্রচলিত অনেক ব্যাখ্যাকারই ভাষ্যের অনুসরণে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মোটের উপর মন্ত্রের স্বাভাবিক জটিলতা এই সকল ব্যাখ্যা-দ্বারা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে মাত্র।

মন্ত্রের ইহার পরের অংশের যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে না আছে ব্যাকরণের মিল, অথবা না আছে ভাবের সামঞ্জস্য। 'মহঃ সংবরণাৎ' পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থ—

"মহতঃ নিরোধাৎ" বাংলা অনুবাদ "মহৎ নিরোধ হইতে"। এই পদদ্বয়ের সহিত অগ্নি "ব্যস্থাৎ" পদের ব্যাখ্যা হইয়াছে—"বৃক্ষেষু বিতিষ্ঠতে" অবশ্য "বৃক্ষেষু" পদের কোন প্রশ্ন আসিতে পারে না; উহা ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন। তবুও এই অংশের অ দাঁড়াইয়াছে—"মহৎ নিরোধ হইতে (বৃক্ষসমূহে) অবস্থান করেন"। পঞ্চম্যন্ত "মহ নিরোধাৎ" বিশেষণের সপ্তম্যন্ত 'বৃক্ষেষু' বিশেষ্য পদ কিরূপে থাকিতে পারে তাহা আম বুঝিতে পরি নাই। অন্যত্রও এইরূপ গোলমাল পরিদৃষ্ট হইবে। কিন্তু এই অংশের দ্বা যে কি ভাব প্রকাশিত হইল, তাহা অনুধাবন করা অসম্ভব। কারণ 'নিরোধ' বলি ব্যাখ্যাকারগণ কি বুঝিয়াছেন তাহা প্রকাশ করেন না। আবার এই নিরোধ হইত বৃক্ষসমূহেই বা অবস্থান করেন কিরূপে তাহাও বুঝা গেল না। ঘোড়ার ন্যায় ঘা খাইতে খাইতে নিরোধে গিয়া, তাহা হইতে বাহির হইয়া আবার বৃক্ষে অবস্থান করিলেন সম্ভবতঃ অগ্নিদেবের এই ভ্রমণটুকু সমর্থন করিবার জন্যই "প্রোথন্" পদের "শব্দং কুর্ব সঞ্চরন্ বা" অর্থাৎ শব্দ করিয়া অথবা চরিয়া বেড়াইয়া অর্থ গৃহীত হইয়াছে। এই ভ্রমণ-কার্য্য সম্ভবতঃ নিরোধ হইতে বৃক্ষ পর্য্যন্তই সমাপ্ত হইয়াছিল।

ভাষ্যকর পারও একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি দাবাগ্নিরূপ অগ্নির অধ্যাহা করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয়, অগ্নি ঘাস প্রভৃতি তৃণ ভক্ষণ করিয়া বৃক্ষাদি ভক্ষণে প্রবৃ হইয়াছেন। কারণ মন্ত্রের পরের অংশেরই বাংলা অনুবাদ 'তখন উহার দীপ্তি প্রকাশি হয়।" দাবাগ্নি দ্বারা যখন বন-জঙ্গল দগ্ধ হইতে থাকে তখন প্রথমতঃ তৃণাদি দগ্ধ হ ক্রমশঃ বৃক্ষাদি অগ্নি সংযোগে ভস্মসাৎ হয়। বন-জঙ্গলাদি দগ্ধ হইবার সময় এক প্রকার শব্ হইতে থাকে। যখন অগ্নি বৃক্ষাদি পোড়াইতে থাকে তখন উহার তেজ সম্যক্‌রূপে প্রকাশি হয়। কারণ তৃণাদি পোড়াইবার সময় যে আগুন থাকে, বৃক্ষাদি পোড়াইবার সময় তাহা শ গুণে বর্দ্ধিত হয়। সম্ভবতঃ ভাষ্যকার এইরূপই একটা চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন মন্ত্রের সঙ্গে সেই চিত্রের কোন যোগ থাকুক বা না থাকুক, সে পরের কথা; কিন্তু তিনি যে চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আর সেই চিত্র অঙ্কিত করিলে যে কি ভাব প্রকাশ পাইত তাহাও আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হয়।

মন্ত্রের শেষাংশে প্রত্যক্ষ-স্তুতি আছে। অগ্নিকে যেন সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে— "হে অগ্নি! তোমার কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্ম হয়।" সম্ভবতঃ ভাষ্যকারের ধারণা এই যে, দাবাগ্নিতে বনজঙ্গল দগ্ধ হইয়া গেলে তখন কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার পড়িয়া থাকে, অথবা সমস্ত দগ্ধস্থান কৃষ্ণব হয় কিন্তু ইহা দ্বারাও যে কি ভাব আসে তাহা বুঝাগেল না।

মোটের উপর সমগ্র মন্ত্রটীর প্রচলিত ব্যাখ্যাই জটিলতায় পূর্ণ এবং আমাদের ধারণা মন্ত্রে মূলভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। এখন আমাদের ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক আমরা মনে করি মন্ত্রটী ভগবানের মাহাত্ম্যখ্যাপক। ভগবান্ যখন কৃপা করেন তখন সাধক অবিলম্বে সর্ব্ববিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। তখন সাধকের চক্ষুর সম্মুখে অজ্ঞানতার যে ঘনকৃষ্ণ যবনিকা বিস্তৃত থাকে তাহা অবিলম্বে সরিয়া যায়, সাধক আপনার দিব্যদৃষ্টিবলে তখন অনন্ত ভবিষ্যৎ, অনন্ত দেশের বাস্তব দৃশ্য দেখিতে পান। ভগবান্ নিজে তাঁহাকে হাতে ধরিয়া

পাপমোহ অজ্ঞানতার ঘনকৃষ্ণ কারাগার হইতে উদ্ধার করেন। কিরূপে তাহাকে উদ্ধার করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে—"প্রোণৎ"—জ্ঞানদান করিয়া, জ্ঞানের অভাব—অজ্ঞানতাই জগতের ভীষণতম অন্ধকার। বস্তুর স্বরূপকে লুক্কায়িত রাখিতে, বস্তু-সম্বন্ধে ভ্রম-জ্ঞান জন্মাইতে অজ্ঞানতা অদ্বিতীয়। সুতরাং যখন হৃদয়ে জ্ঞানের বাতি জ্বলিয়া উঠে, যখন সাধক আপনার হৃদয়স্থ ভীষণতম অন্ধকাররাশি অপনীত করিয়া জ্ঞানের দ্বারা আপনার হৃদয়-মন্দির আলোকিত করিতে সমর্থ হয়েন, তখন তাঁহার নিকট হইতে মোহমায়া দূরে পলায়ন করে, পাপ পরাজিত হয়। ভগবৎকৃপায় যিনি একবার হৃদয়ে এই দিব্যজ্যোতিঃ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন ধন্য হয়, তিনি অনায়াসে ভগবচ্চরণ লাভ করিতে পারেন। জ্ঞান ভগবৎশক্তি অথবা ভগবানই জ্ঞানময়, সুতরাং হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক পাইলে মানুষ দেবতা হয়, তাঁহার অন্তরস্থ সমস্ত সদ্‌বৃত্তিরাজী শক্তি লাভ করে। মন ভগবদ্মুখীন হয়। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্র বলিতেছেন, "আৎ কৃষ্ণং ব্রজনং অস্য অনুযাতঃ যাতি" অর্থাৎ তখন সাধকের পথ ভগবানের অভিমুখী হয়। তাহার পূর্ব্বজীবনের অন্ধকারময় পথ জ্ঞানালোকিত হইয়া উঠে, তখন তিনি অনায়াসেই জীবনের চরম লক্ষ্য বুঝিতে পারিয়া তদনুসারে জীবনকে পরিচালিত করেন। তাঁহার অন্ধকারময় পথ ভগবৎকৃপায় দিব্যালোকিত রাজবর্ত্মে পরিণত হয়। সাধক তখন তাঁহার জীবনকে ভগবানের নির্দেশানুসারে পরিচালিত করেন, অথবা ভগবানই সাধকের জীবনকে নিজের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত করেন, তাঁহাকে আপনার নিজস্ব করিয়া লয়েন। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

মন্ত্রের শেষাংশ ভগবানকে সাক্ষাৎ সম্বোধন করিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাতে ভগবানের মাহাত্ম্য খ্যাপিত হইয়াছে। তিনি অধঃপতিত জনের পরম বন্ধু। তাঁহার হৃদয় হীনপতিত জনের দুঃখে বিগলিত হয়। তাঁহার যে দিব্যজ্যোতিঃ, তাহা কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর জন্যই নয়; পাপীতাপী দুর্ব্বল হীন পতিত সকলই তাহাতে একদিন না একদিন পতিত হইবে। ভগবানের মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে। তাঁহার অপার করুণা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে। হীন পাপীর প্রতিও তিনি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নহেন, তাহাদের প্রতিও তিনি স্নেহশীল।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যদি তিনি পাপীর প্রতিও সমান স্নেহশীল তবে পাপীর শাস্তি বিধান করেন কেন? তাহার উত্তর এই যে, শাস্তিও তাঁহার আশীর্ব্বাদ, তাঁহার করুণার দান—"সম্পদবিপদ তাঁহারি আশীষ, তাঁহারি স্নেহের দান।" তিনি শাস্তি বিধান করেন বলিয়াই পাপী পাপপথ পরিত্যাগ করে, পুণ্যের পথে, সৎকর্ম্মের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করে। নতুবা নিরঙ্কুশ অবস্থায় সে পাপের অধঃপতনের অধস্তন স্তরে উপনীত হইবে। এই শাস্তি মঙ্গলের বার্ত্তা বহন করিয়া আনে। তাই শাস্তিও তাঁহার আশীর্ব্বাদ। সমগ্র মন্ত্রেই ভগবানের মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (৯অ—৬খ—১সূ ২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩
উদ্যস্ত তে নবজাতস্য বৃষ্ণোঽগ্নে
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
চরন্ত্যজরা ইধানাঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩১ ২ ৩ ২ ৩ ১
অচ্ছা দ্যামরুষো ধূম এষি সং দূতো
২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
অগ্ন ঈয়সে হি দেবান্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'নবজাতস্য' (নবপ্রাদুর্ভূতস্য—সাধকহৃদি ইতি যাবৎ) 'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষকস্য) 'যস্য' 'তে' (তব) 'অজরাঃ' (নবীনাঃ, নিত্যাঃ ইত্যর্থঃ) 'ইধানাঃ' (ইধ্যমানাঃ, প্রজ্বলিতাঃ, ঐকান্তিকাঃ ইতি ভাবঃ) প্রার্থনাঃ 'উচ্চরন্তি' (উদগচ্ছন্তি, ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ) 'অধূমঃ' (ধূমরহিতঃ, অজ্ঞানতাশূন্যঃ, অজ্ঞানতানাশকঃ ইত্যর্থঃ) 'দূতঃ' (দূতস্বরূপঃ সৎকর্ম্মণি ইতি যাবৎ) 'অরুষঃ' (আরোচমানঃ, জ্যোতির্ম্ময়ঃ) সঃ ত্বং 'দ্যাং অচ্ছ' (দ্যুলোকং প্রতি) 'সংএষি' (সম্যক্‌রূপেণ গচ্ছসি); 'অগ্নে' (হে হে জ্ঞানদেব!) ত্বং 'হি' (এব) 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'ঈয়সে' (প্রাপ্নোষি) নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি; জ্ঞানেন লোকাঃ ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ। (৯অ ৬খ-১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! সাধকহৃদয়ে নবপ্রাদুর্ভূত অভীষ্টবর্ষক যে আপনার নিত্য, ঐকান্তিক প্রার্থনা ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞানতানাশক সৎকর্ম্মে দূতস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় সেই আপনি দ্যুলোকের প্রতি সম্যক্‌রূপে গমন করেন; হে জ্ঞানদেব! আপনিই দেবভাবদিগকে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন; জ্ঞানের দ্বারা লোক ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত হয়)। (৯অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'নবজাতস্য' নূতন-প্রাদুর্ভূতস্য 'বৃক্ষঃ' বর্দ্ধিতুঃ 'যস্য' 'তে' তব 'অজরা' জরা-রহিতা আভা 'ইধানাঃ' ইধ্যমানা যা 'উচ্চরন্তি' উদ্গচ্ছন্তি। হে 'অগ্নে'! 'অরুষঃ' আরোচমানঃ 'ধূমঃ' ধূমযুক্তঃ 'দূতঃ' স্বং 'অ্যামচ্ছ' দ্যুলোকং প্রতি 'সমেষি' সম্যগ্‌ গচ্ছসি, পশ্চাৎ তত্রত্যান্ 'দেবান্' ইন্দ্রাদীন্ 'ঈয়সে হি' প্রাপ্নোষি খলু। যদ্বা, হে অগ্নে! ত্বদীয়ো যো ধূমঃ দ্যুলোকং প্রতি এষি গচ্ছতি, পুরুষব্যত্যয়ঃ; ত্বমপি দেবান্ প্রাপ্নোষি। 'এষি'--'এতি'--ইতি পাঠৌ। ৩॥

তৃতীয় (১২১৯) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রের 'নবজাতস্য' পদটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানকে এখানে 'নবজাত' বলা হইয়াছে। জ্ঞান তো চিরপুরাতন, অনন্ত, তবে জ্ঞান 'নবজাত' হইল কিরূপে? জ্ঞান চিরপুরাতন, জ্ঞান অনন্ত সত্য, কিন্তু বিশিষ্ট মানবজীবনের নিকট তাহা নূতন বলিয়া মনে হইতে পারে। এই পৃথিবী অতি পুরাতন সত্য, কিন্তু আজ যে নূতন অতিথি আসিয়া পৃথিবীর দ্বারদেশে আপনার আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল তাহার নিকট পৃথিবী একেবারেই নূতন। তাহার প্রত্যেক অণুপরমাণু পর্য্যন্ত, বৃক্ষ-লতা পশু-পক্ষী, মানুষ ঘর-বাড়ী প্রভৃতি সমস্ত তাঁহার নিকট নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই সকলের কোন কিছুরই সহিত তাহার পরিচয় নাই। যে দিকে চক্ষু ফিরায়, সেই সমস্তই তাহার নিকট নূতন ঠেকে, অথচ এই সকল বস্তুই তাহার আগমনের বহুপূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। কোনও ব্যক্তি যদি দেশ-ভ্রমণে বাহির হয়, তাহা হইলে ভ্রমণকারীর অজানিত কোন দেশের সমস্ত বিষয়ই তাহার নিকট নূতন বলিয়া মনে হয়, অথচ প্রত্যেকটী বস্তু তাহার দেশভ্রমণের বহুপূর্ব্ব হইতেই সেখানে আছে। তাহাদের একটীও নূতন নয়, নূতন—সেই বস্তুর সহিত ভ্রমণকারীর পরিচয়। ঠিক সেইরূপভাবে জ্ঞান নিত্য প্রাচীন হইলেও ব্যক্তিবিশেষের নিকট তাহা নূতন, কারণ জ্ঞানের সহিত সেই ব্যক্তির পরিচয় নূতন।

তাই সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইলে সেই জ্ঞানকে 'নবজাত' বলা হইয়াছে। সেই জ্ঞান মানুষকে নূতন জীবন প্রদান করে। জ্ঞানের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মানুষ অনেক পরিমাণে পশুভাবের অধীন থাকে, পাপ-মোহ প্রভৃতির আধিপত্য তাহার জীবনে প্রবল হয়, কিন্তু জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবন-ধারা পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, জীবনে নূতন ভাবধারা নূতন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই ভাব ও চিন্তা তাহাকে নূতন পথে পরিচালিত করে। তাহার পূর্ব্বজীবনের সহিত নূতন জীবনের অনেক পার্থক্য জন্মিয়া যায়। মোটের উপর মানুষ নবজন্ম লাভ করে। সেই জ্ঞান মানুষকে সকল কার্য্যে পরিচালিত করে, জ্ঞানের প্রভাবে তাহার জীবনগতি নিয়ন্ত্রিত হয়। জ্ঞান তাহার সত্তার মধ্যে মিলিয়া যায়। তাই তিনি যে কার্য্য করেন তাহা জ্ঞানেরই কার্য্য বলিয়া অভিহিত করা যায়।

তাই বর্ত্তমান মন্ত্রে জ্ঞানের কার্য্য বলিয়া যাহা অভিহিত হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা জ্ঞান-প্রাপ্ত সাধকেরই কার্য্য। জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবৎপরায়ণ হয়েন, জ্ঞানের সাহায্যে তিনি আপনার জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া সেই সুনির্দ্দিষ্ট পথে চলেন। ভগবদারাধনা জীবনের শ্রেষ্ঠতম কার্য্য বলিয়া তিনি প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—জ্ঞানই ভগবানের প্রতি প্রার্থনা প্রেরণ করে, জ্ঞানের প্রার্থনাই ভগবৎসামীপ্য লাভ করে। "জ্ঞানের প্রার্থনা ভগবৎসামীপ্য লাভ করে"—এই বাক্যের মধ্যে একটী নিগূঢ়ভাব নিহিত আছে। প্রার্থনা জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত না হইলে, তাহা মানবের লক্ষ্যসাধনের, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত না হইতেও পারে। জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন যে কিরূপ প্রার্থনা দ্বারা ভগবানের কৃপালাভ করা সম্ভবপর, কোন্ প্রার্থনা মোক্ষদায়ক। তাই তিনি সেই পরম অভীষ্ট সাধক প্রার্থনা দ্বারা আপনার মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। সাধারণ মানুষ হয় তো মোহ-বশে পার্থিব ধনসম্পদ প্রভৃতি অসার বস্তুর জন্য প্রার্থনা করে, তাহাতে মোক্ষলাভের পরিবর্ত্তে নিজকে আরও গভীরতর মায়াপাশে জড়িত করিয়া ফেলে। জ্ঞানের প্রভাবে সেই মোহপাশ কাটিয়া যায়, কাচ ও কাঞ্চনের পার্থক্য অনুভব করিতে পারে। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি অসার বাহ্যচকচিক্যময় কাচের প্রলোভনে আকৃষ্ট না হইয়া যথার্থ কাঞ্চন লাভের প্রার্থনা করেন, এবং তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত তৃপ্ত হয়েন না। জ্ঞানী ও অজ্ঞানের প্রার্থনার মধ্যে এই পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। তাই জ্ঞানীর প্রার্থনার বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে —"জ্ঞানের প্রার্থনা ভগবৎসামীপ্য লাভ করে।"

প্রার্থনার প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে—"নিত্যা ঐকান্তিকা" প্রার্থনা। প্রার্থনা সাধকের হৃদয়ে অহর্নিশ উত্থিত হইতেছে, বিরাম বিশ্রাম নাই, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে সাধকের হৃদয়ে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়, তাঁহার নিকট প্রার্থনা উচ্চারিত হয়। তাই সেই প্রার্থনাকে 'নিত্যা' বলা হইয়াছে। শুধু তাই নয়, জ্ঞানী সাধকের হৃদয় হইতে প্রার্থনা পরায়ণতা কখনও বিনষ্ট হয় না, উহা চির-জাগরূক থাকে, উহার ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই, হ্রাস নাই—তাই সেই প্রার্থনাকে 'নিত্যা' বলা হইয়াছে। সেই প্রার্থনা—'ঐকান্তিকা'। কেবলমাত্র মুখের দুইটী কথা উচ্চারণ করিলেই প্রার্থনা হয় না। প্রার্থনার সঙ্গে সাধকের সমগ্র ইচ্ছাশক্তি, সমগ্র সত্তার যোগ থাকা চাই। কর্ম্ম বাক্য মন সমস্ত সেই প্রার্থনায় মিলিত হইলে তাহা 'ঐকান্তিকা' প্রার্থনা হয়, আর সেই প্রার্থনা দ্বারাই মোক্ষলাভ ঘটে। নতুবা ভগবানের নিকট একটুখানি লোকদেখানো প্রার্থনা করিলেই কিছু হয় না। প্রার্থনার সহিত সাধকের সমগ্র সত্তা মিশিয়া যাইবে। যেন প্রার্থনা ব্যতীত তাহার আর কোনও কর্ত্তব্য নাই, জীবন মৃত্যু সুখ দুঃখ সমস্তই সেই প্রার্থনার উপর নির্ভর করিবে। তবেই প্রার্থনা সফল হয়, মোক্ষদায়ক হয়। এরূপ প্রার্থনা সম্ভবপর হয়—হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইলে। তাই মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে—"নবজাতস্য তব অজরা ইধানাঃ উচ্চরন্তি।"

আচ্ছা এই রূপ প্রার্থনার ফল কি? তাহা মন্ত্রের পরের অংশে বর্ণিত হইয়াছে। "সেই জ্ঞান দ্যুলোকে গমন করেন" অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি মোক্ষলাভ করেন। যাঁহার হৃদয়ে

জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত, যিনি ঐকান্তিক প্রার্থনা-নিরত, তাঁহার মোক্ষলাভ অবশ্যম্ভাবী। মন্ত্রের মধ্যে জ্ঞানের এই ফলই বর্ণিত হইয়াছে।

প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীকে অগ্নি-পক্ষে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের ভাব যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! তোমার নবজাত অভীষ্ট যে জরারহিতা শিখা সমিদ্ধ হইয়া উদগত হয়, (তাহার) আরোচমান ধূম দ্যুলোকে গমন করে, হে অগ্নি! তুমি দূত হইয়া দেবগণকে সম্প্রাপ্ত হইয়া থাক।" যাহা হউক, আমরা কি ভাবে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (৯অ-৬খ-১সূ-৩সা)॥ *

—*—

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে।
১ ২র ৩ ১ ২
স বৃষা বৃষভো ভুবৎ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! ত্বং 'মহে' (উৎসবে, আত্মোদ্বোধনরূপে মহতি যজ্ঞে) 'বৃত্রায়' (বৃত্রং—অজ্ঞানতারূপং শত্রুং) 'হন্তবে' (হন্তুং, বলি-প্রদানায়) 'ইন্দ্রং' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনং) 'তং' (ভগবন্তং) 'বাজয়ামসি' (আরাধয়); 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষণশীলঃ) 'সঃ' (ভগবান্) 'বৃষভঃ' (অভীষ্টপূরকঃ) 'ভুবৎ' (ভবতু)। অজ্ঞাননাশকঃ স ভগবান্ অস্মাকং পূজয়া তৃপ্তঃ সন্ অস্মাকং অভীষ্টপূরণং করোতু—ইতি ভাবঃ। (৯অ—৬খ—২সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! আত্মোদ্বোধন-রূপ এই মহান্ যজ্ঞে তোমার অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে বলিদানের জন্য পরমৈশ্বর্য্যশালী সেই ভগবান্ তোমার অভীষ্টপূরক হউন। (ভাব এই যে,—অজ্ঞাননাশক সেই ভগবান্ আমাদিগের পূজায় পরিতৃপ্ত হইয়া আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন।)॥ (৯অ—৬খ—২সূ—১সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যজমানা আহুঃ—'তং' পূর্ব্বোক্তং 'ইন্দ্রং' 'বাজয়ামসি' বাজয়ামঃ সোমেন স্তুতিভিঃ 'বাজবন্তং' বলবন্তং কুর্ম্মঃ। কিমর্থং ? 'মহে' মহান্তং 'বৃত্রায়' অপামাবরকং বৃত্রাসুরং 'হন্তবে' হন্তুং সোমপানেন মত্তঃ স্তুতিভির্ব্বা স্তুতঃ সন্ বৃত্রহন্তবে। বাজয়ামসি - বাজবন্তং করোতীত্যর্থে 'তৎকরোতীতি (৩।১।২৫ বা০) ণিচ্, ণাবিষ্ঠবৎ (৩।১।২৫ বা০)' - ইতি সেবিষ্ঠবদ্ভাবাৎ 'টেঃ (৬।৪।১৫৫)'—ইতি টি-লোপঃ, 'ইদন্তো মসি (৭।১।৪৬)'—ইতি মসিঃ। 'বিন্মতোর্লুক্ (৫।৩।৬৫)'—ইতি মতুপো লুক। 'বৃষা' ধনানাং সেক্তা দাতা 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'বৃষভঃ' অস্মাকং স্তোতৄণাং সোমস্য দাতৄণাং ধনাদি-সেচকো দাতা 'ভুবৎ' ভবতু॥ (৯অ—৬খ—২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১২২০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়—"যজমানগণ বলিতেছেন—এস, আমরা সেই পূর্ব্বোক্ত-লক্ষণ ইন্দ্রকে সোমের দ্বারা এবং স্তবের দ্বারা বলবান্ করি। কেন ? না—মহান্ জলের আবরক সেই বৃত্রাসুরকে বধ করিতে। সোমরস পানে মত্ত অথবা স্তবের দ্বারা স্তুত হইয়া এবং বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া, ধনদাতা সেই ইন্দ্র আমাদিগের (স্তবকারীর ও সোমরস দান-কারিগণের) ধনাদি দাতা হউন।"

দেখিতেছি, মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, ভাষ্যকার "যজমানা আহুঃ" দুইটী পদ অধ্যাহার করিয়া আনিয়াছেন। তার পর, তাঁহারা (যজমানগণ) বলিতেছেন—'সোমের দ্বারা ইন্দ্রকে বলবান্ করিয়া বৃত্রকে বধ করা যাউক।'

অধ্যাহৃত পদদ্বয়-সম্পর্কে এবং মন্ত্রের ঐরূপ অর্থ-পরিগ্রহণ সম্বন্ধে মনে যে সকল সংশয়-সন্দেহের উদয় হইতে পারে, প্রথমে তাহাই আলোচনা করিতেছি। তাহা হইতেই আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের যৌক্তিকতা বোধগম্য হইবে! প্রথমতঃ, কেন "যজমানা আহুঃ" পদদ্বয় আধ্যাহার করি ? পূর্ব্বে বা পরে কোনও সম্বন্ধ নাই; হঠাৎ ঐ দুই পদ অধ্যাহারের কি প্রয়োজন আছে ? আমরা বলি, পূর্ব্ব-মন্ত্রেরও যাহা সম্বোধ্য, এই মন্ত্রেও তাহারই সম্বোধন আছে। মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-সূচক ও প্রার্থনামূলক। এখানেও আপনাকে বা আপনার মনকে সম্বোধন করিয়াই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। তার পর, সোমের দ্বারা ইন্দ্রকে বলবান্ করিয়া বৃত্রবধে প্রোৎসাহিত করায়, মনে হয়, ভগবান্ ইন্দ্রদেব যেন বলবান্ নহেন; আর মনে হয়, মাদক-দ্রব্য-দানে তাঁহাকে যেন বলবান্ বা উত্তেজিত করা হইতেছে। বলা বাহুল্য, এ প্রকার ব্যাখ্যায় ('সোমপানেন মত্তঃ'—এইরূপ প্রতিবাক্যে) মনে কলুষ-চিন্তারই উদয় হয়। পরম-পূজ্য বেদের ব্যাখ্যায় ঐরূপ ভাব (বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে) পরিহার করাই কর্ত্তব্য। পরন্তু সায়ণের ভাষ্য হইতেই ঐ ভাব

পরিহারের উপাদান পাঠকগণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। কেন-না, তিনি "সোমপানেন মত্তঃ" লিখিয়াই পরক্ষণেই "স্তুতিভির্ব্বা স্তুতঃ সন্" অর্থ লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেখিয়া মনে হয়, বেদপুরুষ যেন আপনিই প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পদটি আছে মাত্র—'বাজয়ামসি।' ঐ পদের মূলীভূত ধাতুর একটী অর্থ 'বল' বা 'শক্তি'। তাহা হইতে কতদূর টানিয়া তাহার সহিত সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের সম্বন্ধ আনয়ন করা হইয়াছে, ভাবিয়াও পাওয়া যায় না। 'বাজ' পদ 'বজ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ, 'বেগ' (বল) হয়, 'অন্ন' হয়, 'যজ্ঞ' হয়, 'পূজা-জপাদির সমাপক মন্ত্র' হয়; স্থল-বিশেষে এক প্রকার মত্তও হইয়া থাকে। কিন্তু সেই 'মত্ত' অর্থের ভাব এখানে কেন পরিগ্রহণ করি? ঐ পদে যখন পূজা-জপাদি অর্থ প্রাপ্ত হই, আর সেই অর্থেই যখন মন্ত্র সদ্ভাব দ্যোতনা করে এবং পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে; তখন কেনই বা বেদগ্লানিকর ভগবন্মহিমা-খর্ব্বকর অর্থ গ্রহণ করিতে যাই?

'বৃত্র' প্রভৃতি অন্যান্য শব্দের বিষয় আমরা বহু ক্ষেত্রে আলোচনা করিয়াছি 'বৃত্র' পদে 'অজ্ঞানতা'-রূপ শত্রু বুঝায়। * এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, এ মন্ত্রে মনকে অজ্ঞানতা-নাশের জন্য (অজ্ঞানতার সহচর কামক্রোধাদিকে বিধ্বস্ত করার জন্য) ভগবানের শরণ লইতে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। উপসংহারে বলা হইয়াছে, তদুদ্দেশ্যে ভগবানের শরণ লওয়াই শ্রেয়ঃসাধক। ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ। (৯অ-৬খ-২সূ-১সা)।†

---

* 'বৃত্র' পদে কত প্রকার অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে এবং কি ভাবে কোন্ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহার বিশদ আলোচনা ঋগ্বেদ-সংহিতার ঐন্দ্রসূক্ত-সমূহে লক্ষ্য করুন। এ পক্ষে মৎসম্পাদিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম, দ্বাত্রিংশৎ প্রভৃতি সূক্তের আলোচনা দেখুন। বৃত্রের ও ইন্দ্রের যুদ্ধ বিষয়ে যত প্রকার ভাব অধ্যাহৃত হইতে পারে, তাহার সার নিষ্কর্ষ ঐ সকল স্থলে দেখিতে পাইবেন।

১। এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার ৮ম মণ্ডলের ৯৩ সূক্তের ৭ ঋক্ (৬ অষ্টক, ৬ অধ্যায়, ২২ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (২অ—১খ-১দ—৫সা) পরিদৃষ্ট হয়। ইহার ঋষি—শ্রুতকক্ষ (মতান্তরে—সুকক্ষ)।

† মন্ত্রান্তর্গত 'বাজয়ামসি', 'মহে', 'বৃত্রায়', 'হন্তবে', 'বৃষভঃ', 'ভুবৎ' প্রভৃতি পদের ব্যাকরণ-বিষয়ক আলোচনা ভাষ্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—'বাজয়িতি' ইতি নিঘণ্টু-তৃতীয়-চতুর্দ্দশে পঞ্চত্রিংশত্তমং পদং। "ইদন্তোমসি" (৭।১।৪৬) ইতি মসইগাগমে রূপং। 'মহে' ও 'বৃত্রায়' পদদ্বয়ে—"দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী" (অ০ ৯৮); এবং 'হন্তবে' পদে—"তুমর্থে সেসেন" (৩.৪।৯) ইতি তবেন্ প্রত্যয়ঃ। নিরুক্ত (৯৩১) মতে "বর্ষনাদ্ বৃষভঃ" এই সূত্রে 'বৃষভঃ' পদের উৎপত্তি। 'ভুবৎ' পদ "লেটোঽড়াটৌ"। 'বাজয়ামসি' পদের যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহা নিরুক্ত-মতেরই অনুসারী।

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ২
ইন্দ্রঃ স দামনে কৃত ওজিষ্ঠঃ স বলে হিতঃ

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২
দ্যুম্নী শ্লোকী স সোম্যঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ) 'দামনে' (সাধকেভ্যঃ পরমধন দানায়) 'কৃতঃ' (বিহিতঃ, আরাধনীয়ঃ ভবতি ইতি ভাবঃ); 'ওজিষ্ঠঃ' (বলবত্তম সর্ব্বশক্তিমান্) 'সঃ' (সঃ দেবঃ) 'বলে' (সাধকানাং আত্মশক্তৌ) 'হিতঃ' (নিহিতঃ, বর্ত্তমান ভবতি ইত্যর্থঃ); 'দ্যুম্নী' (জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'শ্লোকী' (শ্লোকঃ স্তুতিঃ তদ্বান প্রার্থনীয়ঃ ইত্যর্থঃ 'সঃ' (সঃ দেবঃ) 'সোম্যঃ' (সোমৈঃ যঃ সম্ভজ্যতে, শুদ্ধসত্ত্বেন আরাধনীয়ঃ ভবতি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি জ্যোতির্ম্ময়ঃ সঃ দেবঃ শুদ্ধসত্ত্বেন আরাধনীয়ঃ—ইতি ভাবঃ। (৯অ ৬খ ২সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ সেই বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতা সাধকদিগকে পরমধন দান করিবার জন্য আরাধনীয় হয়েন; সর্ব্বশক্তিমান্ সেই দেবতা সাধকদিগের আত্মশক্তিতে বর্ত্তমান থাকেন; জ্যোতির্ম্ময়, প্রার্থনীয় সেই দেবতা শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আরাধনীয় হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, —ভগবান্ সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন; জ্যোতির্ম্ময় সেই দেবতা শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আরাধনীয় হয়েন।) ॥ (৯অ—৬খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' ইন্দ্রঃ 'দামনে' স্তোতৃভ্যঃ ধনাদি-দানায়ৈব 'কৃতঃ' প্রজাপতিনা সৃষ্টঃ। কিঞ্চ 'ওজিষ্ঠঃ' ওজস্বিতমঃ 'সঃ' এবেন্দ্রঃ 'বলে' বলবতি সোমে প্রজাপতিনা সৃষ্টিকালে নিহিতঃ সোম-পানার্থঞ্চ নিহিত ইত্যর্থঃ। 'দ্যুম্নী'। দ্যুম্নং দ্যোততের্যশো বান্নং বেতি (নিরু৹ নৈ৹ ৫।৫) যাস্কেনোক্তত্বাৎ। যশস্বী অন্নবান্ বা অতএব 'শ্লোকী' শ্লোকঃ স্তুতিঃ তদ্বান্ 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'সোম্যঃ' সোমার্হো ভবতি। 'বলে'—'মদে'—ইতি পাঠৌ। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১২২১) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমতঃ আলোচ্য-মন্ত্রে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,- "সেই ইন্দ্র ধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ওজস্বী, তিনি সোমপানার্থ স্থাপিত, অত্যন্ত যশস্বী স্তুতিমান ও সোমার্হ।"

এই অনুবাদটী বহুপরিমাণে ভাষ্যানুযায়ী। সুতরাং ভাষ্যের আলোচনা দ্বারাই আমরা প্রচলিত মত অনুধাবন করিতে সমর্থ হইব।

মন্ত্রটী তিন অংশে বিভক্ত এবং ভাষ্যাদিতেও উহাকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অংশ—"ইন্দ্রঃ দামনে কৃতঃ"। তাহার ভাষ্যার্থ,—"স্তোতৃভ্যঃ ধনাদি দানায়ৈব প্রজাপতিনা সৃষ্টঃ" অর্থাৎ স্তোতাদিগকে ধনাদি দান করিবার জন্যই প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। এখানে ভাষ্যকার ইন্দ্রকে ধনাধিপতি বলিয়াছেন আমরা পূর্ব্বাপরই 'ইন্দ্র' শব্দের 'বলৈশ্বর্য্যাধিপতি' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। ভগবান যে ভাবে যেরূপে সাধককে শক্তি ও পরমধন দান করেন, বেদে সেই ভাব বা রূপকেই 'ইন্দ্র' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে ভাষ্যকারও সেই পথ অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রকে ঐশ্বর্য্যাধিপতি-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন—"প্রজাপতিনা সৃষ্টঃ" অর্থাৎ প্রজাপতি-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। আমরা বেদের অন্যত্রও 'প্রজাপতি' এবং 'ইন্দ্র' পদ পাইয়াছি। কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহা ভগবানের বিভিন্ন বিভূতিরূপে গ্রহণ করিয়াছি। তবে এখানে প্রজাপতি ইন্দ্রকে সৃষ্ট করিলেন কিরূপে? দেবতা কি তবে বহু? এক দেবতা কি অন্য দেবতাকে সৃষ্টি করেন? বেদ অন্যত্র বলিতেছেন—"একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" - তিনি এক, সাধকগণ তাঁহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। এখানে তাঁহার বহু নামরূপের একটা কারণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিভূতিকে সাধক বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। বিভিন্ন রূপের কল্পনা করেন। সেই বিভিন্ন নাম ও রূপ বাস্তবিক-পক্ষে সেই এক অনন্ত নাম ও রূপের অন্তর্গত। অথবা দার্শনিকের ভাষায় বলা যায়—তিনি অনাম, অরূপ।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠে—ভাষ্যকার যে এখানে এক নামরূপকে অন্য নামরূপের বা বিভূতির সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেন তাহার অর্থ কি? ইহার দুইটী উত্তর হইতে পারে। প্রথমতঃ সাধক যে নামরূপের উপাসক, ভগবানের যে বিভূতি তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, তিনি ঐকেকত্বা লাভের জন্য সেই নামরূপকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করেন। সুতরাং তাঁহার নিকট তাঁহার উপাস্য-রূপই ভগবানের স্থান গ্রহণ করেন, সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় তিনি এই এক নামরূপ ব্যতীত অন্য নামরূপ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। অন্য যে বিভূতি আছে, তাহা তাঁহার আরাধ্য-বিভূতির রূপান্তর অথবা তাহা দ্বারা সৃষ্ট, এই ধারণাই তাঁহার মনে দৃঢ়বদ্ধ থাকে। এমন কি জ্ঞানী ভক্ত হনুমানও বলিয়াছেন,

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি
তথাপি মম সর্ব্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ।"

অর্থাৎ আমি জানি যে, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ অভেদ, তথাপি আমার একমাত্র ইষ্টদেব—শ্রীরামচন্দ্র। অন্য কাহাকেও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ইহা ঐকৈকতা সাধনার উদাহরণ।

বর্তমান মন্ত্রেও এই দিক হইতে "ইন্দ্র প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্ট"—এই ব্যাখ্যায় কোন অসঙ্গতি দোষ হয় না। অথবা অন্যদিক দিয়াও এই ব্যাখ্যার সমর্থন করা যাইতে পারে। ভগবান্ স্বয়ম্ভূ—আত্মসৃষ্ট। তাঁহার এক বিভূতি দ্বারা অন্য বিভূতি সৃষ্ট হইয়াছে—একথা বলায় তাঁহার আত্মসৃষ্টির কোন ব্যাঘাত হয় না। সুতরাং "ইন্দ্র প্রজাপতি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছেন" এই ব্যাখ্যায় বস্তুতঃ কোন দোষ হয় না।

কিন্তু আমরা এই ভাষ্যার্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। কারণ মন্ত্রে সৃষ্ট হওয়ার কোনই প্রসঙ্গ নাই। মূলে আছে—"ইন্দ্রঃ সঃ দামনে কৃতঃ"। ইহা হইতে "ইন্দ্র প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন"—এভাব আসিতে পারে না। ভগবান্ মানুষকে পরমধন প্রদান করিবার জন্য আরাধিত হয়েন—এই ভাবই আসে। মানুষ যাহার নিকট হইতে কোনরূপ উপকার পায়, তাহার নিকটই কৃতজ্ঞতাবশে অবনতমস্তক হয়। ভগবানের নিকট হইতে মানুষ এমন রত্ন লাভ করে যাহা তাহার জীবনকে সার্থকতায় পূর্ণ করিয়া দেয় সুতরাং মানুষ স্বভাবতঃই ভগবানের নিকট প্রার্থনাপরায়ণ হয়। তিনিও আপনার অনন্ত ধনভাণ্ডার তাঁহার প্রিয় সন্তানের জন্য উন্মুক্ত করিয়া রাখেন। মানুষ তাঁহার চরণে প্রণত হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশ—"ওজিষ্ঠঃ সঃ বলে হিতঃ।" এই অংশের 'বলে' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"বলবতি সোমে প্রজাপতিনা সৃষ্টিকালে নিহিতঃ, সোমপানার্থঞ্চ নিহিতঃ ইত্যর্থঃ" অর্থাৎ বলযুক্ত সোমের মধ্যে প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্টিকালে স্থাপিত এবং সোমপানের জন্যও স্থাপিত। ব্যাখ্যা হইতে এই বুঝা যায় যে,—সৃষ্টিকালে ইন্দ্রকে প্রজাপতি সোমের মধ্যে সোমপানের জন্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রজাপতি কর্তৃক ইন্দ্রের সৃষ্টির সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ইন্দ্রকে একেবারে সোমরসের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন—একথাটা ইন্দ্রের অদ্ভুত মাহাত্ম্য-সূচক বটে। 'সোম' বলিতে যদি প্রচলিত অর্থানুসারে সোমরস নামক মাদকদ্রব্যকে বুঝায় তাহা হইলে মন্ত্রাংশের একটা বীভৎস-ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাহা এই ইন্দ্র এত বড় মদ্যপ যে, জন্মমাত্র তাঁহাকে মদের মধ্যে একেবারে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছিল। অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য বটে। সোম বলিতে যদি ঐশ্বরিক শক্তি বা সত্ত্বভাব বুঝায় তাহা হইলে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার একটা অর্থ পাওয়া যায়। তাহা এই যে, ভগবান ও তাঁহার শক্তি অভিন্ন ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বরূপ তাঁহার শক্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ তো দূরার্থ কল্পনার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ মাত্র একটা শব্দ—'বলে'র উপর নির্ভর করিয়া ভাষ্যকার একেবারে প্রকাণ্ড এক ব্যাখ্যাজাল বুনিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা তাহার কোন সার্থকতা দেখি না। আমাদের মতে শক্তির অধিপতি ভগবান্ সাধকদিগের আত্মশক্তির মধ্যে বিরাজিত থাকেন। তাঁহার আবির্ভাবেই মানুষ শক্তিলাভ করে, তাঁহার শক্তির কণালাভ করিয়াই মানুষের মধ্যস্থিত সকল শক্তির বিকাশ হয়। অথবা মানুষের মধ্যেও যে শক্তির

বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, বস্তুতঃ উহা সেই শক্তিময়েরই শক্তিকণা। মানুষের মধ্যে, জগতে যে শক্তির খেলা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তাঁহারই শক্তির বিকাশ, মন্ত্রের মধ্যে আমরা এই ভাবই লক্ষ্য করিতে পারি।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশ,—"হার্দ্দী শ্লোকো সঃ সোমাঃ"। সেই পরম তেজস্বী দেবতাকে মানুষ হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব-দ্বারা আরাধনা করে অর্থাৎ আরাধনা করা উচিত। এই মন্ত্রাংশে ভগবৎ-সাধনার উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ভগবানের আরাধনা করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হৃদয়ের বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব। আমাদের ধারণা মন্ত্রের শেষাংশে এই সাধন-প্রণালীর প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। (৯অ-৬খ-২সূ—২সা)॥ *

—*—

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
গিরা বজ্রো ন সম্ভৃতঃ সবলো অনপচ্যুতঃ।
৩ ২ ৩ ১র ২র
ববক্ষ উগ্রো অস্তৃতঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বজ্রঃ ন' (বজ্রতুল্যঃ, কঠোররিপুনাশকঃ রক্ষাস্ত্রতুল্যঃ ইত্যর্থঃ) 'সবলঃ' (পরমশক্তিশালী) 'অনপচ্যুতঃ' (অন্যৈঃ অপরাজিতঃ, অপরাজেয়ঃ) 'উগ্রঃ' (মহাতেজস্বী) 'অস্তৃতঃ' (অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ) সঃ পরমদেবঃ 'গিরা' (প্রার্থনয়া) 'সম্ভৃতঃ' (তৃপ্তঃ প্রীতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) অস্মভ্যং 'ববক্ষ' (দাতুং ইচ্ছতু, প্রযচ্ছতু—পরমধনং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমশক্তিমান্ ভগবান্ অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ-৬খ-২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বজ্রতুল্য অর্থাৎ কঠোররিপুনাশক, রক্ষাস্ত্রতুল্য পরমশক্তিশালী, অপরাজেয়, মহাতেজস্বী, অজাতশত্রু সেই পরমদেবতা প্রার্থনা দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে পরমধন দান করুন)। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমশক্তিমান ভগবান্ আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (৯অ—১খ—২সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্ব্যশীতিতম (অথবা বালখিল্য সূক্ত-সহ ত্রিনবতিতম) সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গিরা' স্তুতি-লক্ষণয়া বাচা স্তোতৃভিঃ 'সম্ভৃতঃ' উৎপাদিতঃ তীক্ষ্ণীকৃতঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'বজ্রো ন' বজ্র আয়ুধং তৎকর্ত্তৃভিঃ শিতধারো যথা ভবতি তীক্ষ্ণীক্রিয়তে তদ্বৎ স্তোতৃভিঃ স্তুত্যা সম্ভৃতঃ, অতএব 'সবলঃ' বল-সহিতঃ তস্মাদ্ 'অনপচ্যুতঃ' পরৈরপ্রচ্যুতঃ অনভিগত ইত্যর্থঃ, তাদৃশঃ 'উগ্রঃ' মহান 'অস্তৃতঃ' যুদ্ধে শত্রুভিরহিংসিত ইন্দ্রঃ 'ববক্ষে' স্তোতৃভ্যো ধনাদিকং বোঢ়ুমিচ্ছতি। 'উগ্রঃ'-'ঋষঃ'-ইতি পাঠৌ। (৯অ-৬খ ২সূ-৩সা)॥

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১২২২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমদেবতার নিকট পরমধন-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"স্তুতিবাক্যের দ্বারা বজ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণীকৃত বল-সহিত অনভিভূত, মহান্ অহিংসিত ইন্দ্র (ধনাদি) বহন করিতে ইচ্ছা করেন।"

এই ব্যাখ্যা হইতে মন্ত্রের প্রকৃত ভাব উপলব্ধ হয় বলিয়া আমরা মনে করি না। মন্ত্রের প্রথম অংশে আছে একটী উপমা "বজ্রঃ ন" অর্থাৎ বজ্রের ন্যায় রিপুনাশক। বজ্রই ভগবৎশক্তি, অথবা ভগবানের ব্রহ্মাস্ত্ররূপে জগতের রিপুদিগকে বিনাশ করে। কিন্তু ভাষ্যকার এই উপমার একটী অপূর্ব্ব অর্থ করিয়াছেন; যথা,—"গিরা স্তুতি-লক্ষণয়া বাচা স্তোতৃভিঃ সম্ভৃতঃ উৎপাদিতঃ তীক্ষ্ণীকৃতঃ"। অর্থাৎ স্তুতিলক্ষণ বাক্যের দ্বারা স্তোতাগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত—তীক্ষ্ণীকৃত। উৎপাদিত শব্দের অর্থ তীক্ষ্ণীকৃত করিয়াছেন। কিন্তু উৎপাদনের সহিত তীক্ষ্ণ করার কি সম্বন্ধ আছে তাহা আমরা মোটেই অনুধাবন করিতে পারি নাই। তারপর স্তুতি-দ্বারা ইন্দ্রকে তীক্ষ্ণ করা যায় কিরূপে? অস্ত্রকেই তীক্ষ্ণ করা যায়, কিন্তু দেবতাকে যে তীক্ষ্ণ করা যায় তাহা একটু অদ্ভুত নয় কি? তবে তীক্ষ্ণ করার নিশ্চয়ই কোন বিশেষ অর্থ আছে। আমরা 'সম্ভৃতঃ' পদে 'তৃপ্তঃ', 'প্রীতঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভরণার্থক ও তৃপ্ত্যর্থক 'ভৃ' ধাতু হইতে 'সম্ভৃতঃ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং উক্ত পদে তৃপ্ত, প্রীত অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। এই অর্থ গ্রহণ করিলে মন্ত্রের অর্থ-সৌষ্ঠবও সাধিত হয়। বজ্রের কঠোরতা লইয়া তিনি রিপুদিগকে শাসন করেন। আবার কুসুমের কোমলতা লইয়া মানবকে পালন করেন। আপনার মঙ্গলময় ক্রোড়ে স্থানদান করেন। এখানে 'বজ্র' পদে তাঁহার সেই কঠোরতার প্রতিও ইঙ্গিত আছে।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক হইলেও তাহার মধ্যে ভগবানের মাহাত্ম্যও বর্ণিত হইয়াছে। তিনি 'সবলঃ' অর্থাৎ পরমবলশালী। আমরা মনে করি,—'বজ্রঃ ন' উপমার লক্ষ্যস্থল 'সবলঃ' পদ। সুতরাং পূর্ণ উপমা হইল—"বজ্রঃ ন সবলঃ" অর্থাৎ রিপুনাশক কঠোর ব্রহ্মাস্ত্রতুল্য পরমশক্তিশালী। এই উপমা দ্বারা ভগবানের রিপুনাশিকা শক্তির প্রতিও ইঙ্গিত আছে।

'তিনি 'অনপচ্যুতঃ'—অপরাজেয়। তাঁহাকে পরাজয় করিবার কে থাকিতে পারে? তিনিই ত্রিভুবনের একমাত্র অদ্বিতীয় অধিপতি। তাঁহার শক্তিতে শক্তিবান্ হয় সমস্ত জগৎ। সুতরাং কে তাঁহার সাহত শক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইবে? তিনি শুধু অপরাজেয় নহেন, তিনি অজাতশত্রুও বটেন। বিশ্বের সকলই তাঁহার সন্তান। তাঁহার মঙ্গলময় ইঙ্গিতে বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। যাহা কিছু আমরা দেখি বা অনুভব করি তাহা তাঁহারই বিকাশ। সুতরাং জগতে তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় সত্তাই সম্ভবপর নয়। তাঁহার শত্রু থাকিবে কে?

প্রশ্ন হইতে পারে—তবে তাঁহাকে রিপুনাশক বলা হয় কেন? তাহার কারণ এই যে, মানুষ মায়ামোহ পাপ প্রভৃতি রিপুগণ দ্বারা চির আক্রান্ত, তাহাদিগকে এই সকল ভীষণ রিপুকুলের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি সমরাঙ্গনে আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার নিজের শত্রু নাই, কিন্তু বিশ্ববাসীর মোক্ষপথের অন্তরায় দূর করিতে হইলে তাঁহাকে রক্ষাস্ত্র ধারণ করিতে হয়। তাই তাঁহাকে বজ্রী রক্ষাস্ত্রধারী বলা হয়।

প্রার্থনা-আরাধনা দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিয়া মানুষ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। তিনি জগতের একমাত্র মোক্ষবিধাতা। তাই জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিবার জন্য মানুষ তাঁহার শরণ গ্রহণ করে। তিনি কৃপাপূর্ব্বক মানবকে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করেন। তাই তাঁহার নিকট পরমধন লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'ববক্ষ' পদের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'ধনাদি বহন করিতে ইচ্ছা করেন' অর্থ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু স্তোতৃদিগকে ধন বহন করার অর্থ মোটেই সুষ্ঠু নয়। আমরা অর্থ করিয়াছি—'প্রযচ্ছতু'—প্রদান করুন। মন্ত্রের মূলভাব প্রার্থনার সহিত ইহার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যখ্যাতে বিবৃত হইয়াছে। (৯অ-৬খ-২সূ—৩সা)। *

—— • ——

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
অধ্বর্য্যো অদ্রিভিঃ সুতং সোমং পবিত্র আ নয়।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুনাহীন্দ্রায় পাতবে ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্ব্যশীতিতম (বালখিল্য সূক্ত-সহ ত্রিনবতিতম) সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অধ্বর্য্যো' (সৎকর্ম্মণি নিয়োজিত হে মম মনঃ !) ত্বং 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরকৃচ্ছ্রসাধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সুতং' (পবিত্রং) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'পবিত্রে' (হৃদ্রূপে যজ্ঞাগারে ইতি ভাবঃ) 'আনয়ঃ' (প্রতিষ্ঠাপয় ইত্যর্থঃ) ; তদনন্তরং তং শুদ্ধসত্ত্বং 'ইন্দ্রায়' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনঃ ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'পাতবে' (পানায়, গ্রহণায় ইত্যর্থঃ) 'পুনাহি' (পবিত্রং কুরু, উৎকর্ষং গময় ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। অত্র সত্ত্বভাবপ্রভাবেন ভগবৎ-প্রীতিসাধনায় যাজ্ঞিকং আত্মানং উদ্বোধয়তি। ভাবার্থস্তু—সদ্ভাবপ্রভাবেন সৎকর্ম্মণা চ বয়ং যেন ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম। (৯অ - ৭খ—১সূ - ১সা) ॥

অথবা।

'অধ্বর্য্যো' (সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ হে মম মনঃ !) 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরসৎকর্ম্মসাধনৈঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রে হৃদয়ে, হৃদয়ং পবিত্রং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'সুতং' (বিশুদ্ধং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'আনয়' (প্রাপয়) ; 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রস্য, বলৈশ্বর্য্যাধিপতিদেবস্য) 'পাতবে' (পানায়, গ্রহণায়) 'পুনাহি' (পবিত্রং কুরু, সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) । মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। শুদ্ধসত্ত্বলাভায় বয়ং কঠোরতপোপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ ৭খ - ১সূ - ১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হে আমার মন ! তুমি কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনের দ্বারা পবিত্রীকৃত শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদ্রূপ যজ্ঞাগারে প্রতিষ্ঠিত কর ; তদনন্তর সেই শুদ্ধসত্ত্বকে পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের গ্রহণের জন্য পবিত্র (অর্থাৎ উৎকর্ষ সাধন) কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। এখানে সত্ত্বভাবপ্রভাবে ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য যাজ্ঞিক আত্মাকে উদ্বোধিত করিতেছেন। মন্ত্রের ভাব এই যে,—সদ্ভাবপ্রভাবে সৎকর্ম্মের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই।) ॥ (৯অ—৭খ—১স—১সা) ॥

অথবা।

সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ হে আমার মন ! কঠোর সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয় পবিত্র করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হও ; বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবের গ্রহণের জন্য সত্ত্বভাবকে পবিত্র কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য আমরা যেন কঠোর তপো-পরায়ণ হই।) ॥ (৯অ—৭খ—১সূ—১সা)॥

* * *

হে 'অধ্বর্য্যো'! 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'সুতং' অভিষুতং 'সোমং' 'পবিত্রে' 'আনয়' প্রাপয়। এবমেব দর্শয়ন্তি—'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রস্য 'পাতবে' পানায় 'পুনাহি' পুনীহি পাবয়॥ 'নয়'-'আসৃজ'—ইতি পাঠৌ, 'পুনাহি'—'পুনীহি'—ইতি চ॥১॥

* * *

প্রথম (১২২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মনই কর্ম্মের নিয়ামক। মন ইন্দ্রিয়সমূহের রাজা। আমরা ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করি বটে; কিন্তু ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করে—মন। তাই উভয়বিধ অম্বয়ে 'অধ্বর্য্যো' পদে 'সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ হে মম মনঃ!' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কারণ, মনই সৎকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্মসম্পাদক। মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হইতে হইলে, সৎকর্ম্মসাধন প্রয়োজন। কঠোর তপঃপরায়ণ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তদ্দ্বারা হৃদয় পবিত্র হইলে, মানুষ সত্ত্বভাব লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং পরিণামে মুক্তিলাভ করে। তাই জীবনের সেই চরম লক্ষ্য সাধনের জন্য সাধক নিজ মনকে সৎকর্ম্মপরায়ণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। মন্ত্রের মধ্যে আমরা এই আত্মোদ্বোধনাই দেখিতে পাই।

সৎকর্ম্মসাধনের পথে বহু বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান। সেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সৎপথে অগ্রসর হওয়া অতিশয় কষ্টকর। বজ্রাদপি কঠোর হৃদয় লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর না হইলে এই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যায় না। তাই 'অদ্রিভিঃ' পদে "কঠোরসৎকর্ম্মসাধনৈঃ" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। বাধাবিঘ্ন কঠোর, তাহা দূর করা-রূপ কর্ম্মও অতিশয় কঠোর। তার পর একাগ্রচিত্ত হইয়া, জীবনপণ করিয়া কর্ম্ম না করিলে সফলতা লাভও অসম্ভব। সেই জন্য তপঃও কঠোর। সুতরাং সেই তপঃ অথবা সৎকর্ম্মকে পর্ব্বতের কঠোরতার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। (৯অ-৭খ-১৭—১সা)॥ *

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩২উ ৩ক ২র
তব ত্য ইন্দো অন্ধসো দেবা মধোর্ব্যাশত।
১২ ৩১২
পবমানস্য মরুতঃ॥২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একপঞ্চাশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৫প—৫দ—৫খ—৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ) তথা 'ত্যে দেবা.' (সর্ব্বে দেবাঃ) 'অন্ধসঃ' (অন্নদায়কস্য, আত্মশক্তিদায়কস্য ইত্যর্থঃ) 'পবমানস্য' (পবিত্রকারকস্য) 'তব' 'মধোঃ' (অমৃতং ইতি ভাবঃ) 'ব্যাশত' (ভক্ষয়ন্তি, গৃহ্ণন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য অমৃতেন সহ সর্ব্বে দেবভাবাঃ মিলিতাঃ ভবন্তু - ইতি ভাবঃ। (৯অ—৭খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিবেকরূপী দেবগণ এবং সকল দেবতা আত্মশক্তিদায়ক পবিত্রকারক আপনার অমৃত গ্রহণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের অমৃতের সহিত সকল দেবভাব মিলিত হয়)॥ (৯অ—৭খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'তব' সম্বন্ধিনং 'মধোঃ' মদকরস্য 'পবমানস্য' পূয়মানং 'অন্ধসঃ' অন্নং। তত্র কর্ম্মণি ষষ্ঠী (৩।১।২৫)। 'ত্যে' তে ইমে 'দেবাঃ' ইন্দ্রাদয়ো 'মরুতশ্চ' এবম্ভূতমন্নং 'ব্যাশত' ব্যাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। 'ব্যাশত'—'বাশ্নুত'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—৭খ—১সূ - ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য-মন্ত্রটীতে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে তাহার সারমর্ম্ম এই যে,—যখন মানুষের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় তখন তাহার হৃদয়স্থ সকল সদ্বৃত্তি-দেবভাব শক্তিলাভ করে, পরিস্ফুট হয়।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ সম্পূর্ণ ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিবে। সেই অনুবাদটী এই,-"হে সোম! তুমি ক্ষরিত হইয়া সুস্বাদু হইয়াছ, তোমার সহযোগীখ দ্রব্য সকল আছে, উহার চতুষ্পার্শ্বে দেবতাগণ ও মরুৎগণ আসিয়া ঘেরিয়া বসিতেছেন।" এই ব্যাখ্যা ভাষ্যানুযায়ীও নহে এবং উহাতে মন্ত্রের মূলভাবও রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার অনুবাদকার উভয়েই সোমরসের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রে 'ইন্দো' 'সোমঃ' প্রভৃতি পদ দেখিলেই সোমরস নামক মাদকদ্রব্যের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ কল্পনা করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না।

প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে বেশ একটা নিমন্ত্রণ-ভোজের চিত্র পাওয়া যায়। সোমরসকে পানোপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তাহার সহিত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও আছে। সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাঁহারা আসিয়া সোমরস ও অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্যের চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়াছেন। ইহাই হইল প্রচলিত বঙ্গানুবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এখানে একটা কথা জিজ্ঞাসা করা যায় যে,—এই চিত্র হইতে আমরা কি জ্ঞান লাভ করিতে পারি? প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সমর্থন করিয়া যাহারা উহা হইতে অতীত ভারতের চিত্র অঙ্কন করিতে চাহেন, তাহাদের মত এই যে, মন্ত্রের এই চিত্র হইতে আমরা সোমপায়ীদের একটা চিত্র পাই। মন্ত্রে দেবতাদিগকে সোমের চারিদিকে স্থাপন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেবতাগণ আসিয়া সোমপান করিতেন না। উহা মন্ত্র-রচয়িতাগণের নিজেদের চিত্র মাত্র। মানুষ যেমন, তাহার দেবতাও তেমন-ভাবেই চিত্রিত হয়েন। তাই একজন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, মহিষ প্রভৃতি বন্য পশুগণের যদি ঈশ্বরজ্ঞান থাকে তাহা হইলে তাহারা ঈশ্বরকে মহিষাদিরূপেই কল্পনা করিবে। ইহা ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর নাই। মানুষও ঈশ্বরকে মানুষের মত কল্পনা করে ইহা মানব-মনের স্বাভাবিক নিয়ম। তাই আমরা বিভিন্ন জাতীয় লোকের মধ্যে বিভিন্নরূপে ঈশ্বর-ধারণার পরিচয় পাই। যাহারা বন্য, অসভ্য, তাহারা তাহাদের ঈশ্বরকে তাহাদের মতই পশুবধকারী শিকারী-রূপে কল্পনা করে। নিজে যাহা ভালবাসে, তাহা ভগবানও ভালবাসেন বলিয়া মনে করে। তাই সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ একটা গাছের নীচে কোন পশু বা পাখী কাটিয়া তাহার রক্ত দিয়া তাহার উপর মদ ঢালিয়া দেয়। তাহারা মনে করে যে, ইহাতেই তাহাদের ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন। আবার নরমাংসভুক্ জাতি ভগবানের নিকট নরবলি দিতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। মোটের উপর মানুষ আপনার ভাব ও ধারণানুযায়ী ঈশ্বরের কল্পনা করে।

মানুষ যখন ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ করে, উন্নত হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানও পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনও তাহার মানসিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখিয়া চলে। তাই সহজেই বলা যায় যে, মানুষ ঈশ্বর বা তাহার দেবতার সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করে তাহা তাহার নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে।

আলোচ্য-মন্ত্রে আমরা দেবগণের সম্বন্ধে যে চিত্র দেখিতে পাই তাহা বাস্তবিকপক্ষে তখনকার সময়ের সমাজেরই চিত্র। তখনকার লোক সোমরসের অতিশয় ভক্ত ছিল। তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যেই সোমরসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই ভগবদারাধনার মধ্যেও সোমরসের স্থান অতি উচ্চে। তাহাই হওয়া স্বাভাবিক। কারণ তখনকার লোক সোমরসকে অতি প্রিয় বস্তু মনে করিত বলিয়া তাহা দেবতারও প্রিয়—এই ধারণা তাহাদের ছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সকল দেবতাই সোমপান রত, সকলেই সোমরসের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এমন কোন দেবতা নাই, যাঁহার নিকট সোমরস প্রিয় নহে।

শুধু তাই নয়। সোমরস তখনকার সমাজের অতি প্রিয় বস্তু ছিল বলিয়া তাহা অতি অসম্ভব রকমের পূর্ণ বর্ণনা আছে। এমন কি কোন কোনও স্থলে বলা হইয়াছে যে, সোমরসই ইন্দ্রকে, বিষ্ণুকে, সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল আতিশয্যোক্তি সোমরস প্রিয়তার ফল মাত্র।*

এই তো গেল—পণ্ডিতগণের গবেষণার কথা। উহা যে কেবল পাশ্চাত্য দেশেই নিবদ্ধ আছে তাহা নয়, এই চিন্তার মূল আমরা আমাদের দেশেরই প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যে পাইয়া থাকি। উদাহরণ-স্বরূপ বর্ত্তমান মন্ত্রের ভাষ্যকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভাষ্যার্থের মর্ম্ম এই যে,—সকল দেবগণ সোমপান করেন। তাহাতে সোমরসের মাহাত্ম্যও প্রখ্যাপিত হইয়াছে। আর এই সকল ব্যাখ্যার সূত্র অবলম্বন করিয়াই পণ্ডিতগণ গবেষণার প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

যাহা হউক, এই পাণ্ডিত্য গবেষণার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার কোন সম্বন্ধ নাই। কেবলমাত্র কি সূত্র অবলম্বন করিয়া ভারত বা বেদ-সম্বন্ধে কিরূপ মন্তব্য করা হয়, তৎসম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিবার জন্য এতটুকু লিখিতে হইল। উপরোক্ত মতামতের কোন উত্তর দেওয়াও আমরা সঙ্গত মনে করি না। কারণ 'সোমরস' বলিয়া মাদক-দ্রব্য পান করিয়া তখনকার লোক বিভোর হইতেন এরূপ ধারণা আমাদের নাই এবং বেদে এরূপ কোন চিত্র আছে বলিয়াও মনে হয় না। আর সোম-কর্ত্তৃক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে—ইত্যাদি বিষয় যদি বেদে থাকে তাহা হইলে সত্যকথাই আছে। অবশ্য 'সোম' বলিতে 'সোমরস' বুঝায় না। বেদে অতিরঞ্জন নাই, সত্যকথন আছে মাত্র। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে এবং বিধৃত আছে, উহাই নিত্যসত্য। বেদে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

এখন আমাদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। যখন মানুষের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তখন তাহার অন্তরস্থ সুপ্ত দেবভাবসমূহ জাগরিত হইয়া উঠে, তাহার ফলে সাধক দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন। বিবেক জাগরিত হয়, মানুষ বিবেকের নির্দ্দেশানুযায়ী আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সহিত দেবতার মিলিত হইয়া সাধককে ভগবৎসমীপে লইয়া যায়—ইহাই বর্ত্তমান মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

দেবগণ শুদ্ধসত্ত্বের অমৃত ভক্ষণ করেন, গ্রহণ করেন তাহার অর্থ এই যে,—মানুষের হৃদয়স্থ শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারাই প্রীতিলাভ করেন, উহাই ভগবদারাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। 'কর্ম্মণি ষষ্ঠী' এই নিয়মানুসারে আমরা 'মধোঃ' পদের দ্বিতীয়ান্ত 'অমৃতং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৯অ-৭খ-১সূ ২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একপঞ্চাশৎ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দিবঃ পীযূষমুত্তম৺ সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে।
৩ ২ ৩ ৩ ২
সুনোতা মধুমত্তমম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'বজ্রিণে' (রক্ষাস্ত্রধারিণে) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবায়, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'উত্তমং' (শ্রেষ্ঠং) 'মধুমত্তমং' (মাধুর্য্যোপেতং) 'পীযূষং' (অমৃতং, অমৃতস্বরূপং) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং, অস্মাকং হৃদিস্থিতং ইতি যাবৎ) 'সুনোত' (অভিষুণুত, বিশুদ্ধং কুরুত)। আত্মোদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপ্রাপ্তয়ে অস্মাকং হৃদিস্থিতং সত্ত্বভাবং বিশুদ্ধং-ভগবদারাধনাযোগ্যং করবাম-ইতি ভাবঃ) ॥ (৯অ—৭খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা রক্ষাস্ত্রধারী ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য দ্যুলোকের শ্রেষ্ঠ, মাধুর্য্যোপেত, অমৃতস্বরূপ, আমাদিগের হৃদিস্থিত সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আমরা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যেন আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ—ভগবদারাধনাযোগ্য করিতে পারি।) ॥ (৯অ—৭খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অধ্বর্য্যবঃ! যূয়ং 'মধুমত্তমং' অতিশয়েন মাধুর্য্যোপেতং 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'পীযূষং' অমৃতভূতং 'উত্তমং' শ্রেষ্ঠং 'সোমং' 'বজ্রিণে' বজ্রবতে 'ইন্দ্রায়' 'সুনোত' অভিষুণুত ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (১২২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ ভগবানের চরণ হইতে আসিয়াছে বলিয়া তাহার মধ্যে ভগবৎশক্তি বীজাবস্থায় নিহিত আছে। সাধনা দ্বারা যদি সেই শক্তিবীজকে মানুষ অঙ্কুরিত করিতে পারে, বর্দ্ধিত করিয়া তাহাকে ফলফুলে সুশোভিত করিতে পারে, তাহা হইলে সেই তৎস্বরূপ হইয়া

যায়। মানুষে ও সেই পরমপুরুষে ভেদ থাকে না। মানুষও ভগবানের মধ্যে আপাতঃপ্রতীয়মান যে প্রভেদ আছে সেই পার্থক্যকে বিনাশ করিয়া স্বরূপাবস্থা লাভ করাই সাধনার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই মানুষ নানাবিধ সাধন-প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছে। মানুষের মধ্যে সত্ত্বভাব দেবভাব প্রভৃতি সমস্তই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সেই সকলকে উপযুক্ত সাধনা দ্বারা বিকশিত করিতে পারিলেই মানুষ আত্মস্থ হইতে পারে মোক্ষলাভ করিতে পারে।

মন্ত্রের মধ্যে একটী অংশ বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'সোমং পুনোত'—হৃদয়স্থ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ কর। এই বিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রাপ্তি। তাহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই প্রশ্নের দুইটা উত্তর হইতে পারে, অথবা দুই উপায়ে ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভবপর। আমরা একে একে নিম্নে তাহারই আভাষ প্রদান করিতেছি।

প্রথমতঃ দ্বৈতভাবের দিক দিয়া আমরা আলোচনা করিব। ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, মানব সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে মানুষ আসিয়াছে, আবার ফিরিয়া তাঁহারই নিকট যাইবে। তাঁহার নিকট যাইবার উপায় সাধনার দ্বারা উপাসনার দ্বারা ভগবানের করুণালাভ করা—হৃদয়ে ভগবানের শক্তিলাভ করা। মানুষকে মায়ামোহের জাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে হীনতা, কালিমা দূর করিয়া তাহাকে পবিত্র হইতে হইবে, তবেই পবিত্রতা-স্বরূপ সেই পরমপুরুষ তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইবেন। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ আপনার দীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করা অসম্ভব। যাঁহাকে পাওয়া চাই, তাঁহার ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে। ভগবৎপ্রাপ্তির অর্থ কি? সে কি টাকাপয়সা প্রভৃতির মত কোনও বস্তু যে হাতে রাখা যায়, সিন্দুকে রাখা চলে? তাহা তো নয়। ভগবৎপ্রাপ্তির অর্থ,—তাঁহার ভাবে ভাবান্বিত হওয়া, তাঁহার আবির্ভাব হৃদয়ে লাভ করা। তিনি 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং'—অর্থাৎ তাঁহার মধ্যে মলিনতা কালিমা নাই। তাঁহার প্রভায় জগৎ আলোকিত হয়, জগৎ দৃষ্টি-শক্তি লাভ করে। তাঁহার আবির্ভাবে জগৎ পবিত্র হয়—তিনি পবিত্রতার আধার। তাঁহাকে পাইতে হইলে পবিত্র হইতে হইবে, নিষ্পাপ হইতে হইবে। হৃদয়ের কালিমা মুছিয়া ফেলিয়া তাঁহার জন্য হৃদয়াসন পাতিয়া রাখিতে হইবে। পবিত্র তিনি, শুদ্ধ তিনি, তাই সেইরূপ শুদ্ধ পবিত্র ভাবরাশির দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হয়। তিনি মানবের অন্তর-রাজ্যের দেবতা, অন্তরের পূজাই প্রকৃষ্ট পূজা। অন্তরের ভাব-কুসুমাঞ্জলি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হয়। মানবকে যদি তাঁহার নিকট যাইতে হয়, যদি কখনও সে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চায় তবে তাহাকে ভগবৎভাবের অনুসারী হইতে হইবে। হৃদয়ে তাঁহার ধ্যানধারণা করিতে হইবে। যে যে ভাবের ধ্যান করে, সে সেই ভাবই লাভ করে—ইহাই ধ্যান-ধারণার অর্থ। মানুষ ভগবৎমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে—তাঁহার প্রতি অনন্যা ভক্তি লাভের জন্য। মাহাত্ম্যশ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি আসক্তি জন্মে, অনুরাগ হয়। সেই অনুরাগই মানুষকে ভগবানের প্রতি প্রেরণা দেয়। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে পাইতে চায়, অতিনিকটে আপনার মধ্যে তাহাকে মিশাইয়া দিতে চায়—প্রিয়জনের ভাবানুবর্ত্তন করে। ক্রমশঃ দেখা যায় যে, সে তাহার প্রিয়জনের অনুসরণ করিতে করিতে

তাহারই ভাবসমূহ আয়ত্ত করিয়াছে। ধ্যানধারণা—গুণানুকীর্ত্তনের ইহাই মর্ম্মার্থ। ভগবানের প্রতি যখন মানুষের আসক্তি জন্মে—রতি হয়, তখন তিনি ভগবানের ভাবরাশির অনুবর্ত্তন করিতে থাকেন। ক্রমশঃ তাহার মধ্যে ভগবৎশক্তির বিকাশ হয়। মানুষ ও ভগবানের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তাহা নষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ সাধক তখন ভগবানের চরণে আত্মলীন হয়েন, অনন্তসমুদ্রে জলবুদ্বুদের ন্যায় মিশিয়া যায়, মানুষ নির্ব্বাণলাভ করে।

মানুষের আসল জিনিষ - ভাব। সেই ভাবরাশিকে বহন করিবার জন্য, আত্মার বাহন-রূপে শরীরের প্রয়োজন। সেই ভাবরাশি যখন ভাবসমুদ্র-রূপ ভগবানের অনুসারী হয় তখন ভাবসমুদ্রে মানুষের ক্ষুদ্র ভাবকণা মিশিয়া যায়। ইহাই মুক্তি। এই অবস্থা লাভের জন্য সাধনার প্রয়োজন।

এ গেল—দ্বৈতভাবের কথা। কিন্তু অদ্বৈতভাবের সাধনায়ও মানুষ সেই এক অবস্থাই লাভ করে। ভগবান ও মানুষ স্বরূপতঃ অভিন্ন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে—মায়া। মায়া ঈশ্বরাতিরিক্ত কিছু নয়, কিছু আসিতে পারে না। সুতরাং সেই এক পরমসত্তাই আপনার মাধুর্য্য, আপনার শক্তি আপনি উপভোগ করিবার জন্য বহু হইয়াছেন। সেই পরম ঐন্দ্রজালিক আপনার মায়াশক্তি-প্রভাবে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, অথবা বিশ্বরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। এই বিশ্ব ও ভগবানের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, সেই পার্থক্য দূরীভূত করাই সাধনার উদ্দেশ্য। সাধনা দ্বারা মানুষের সসীম ব্রহ্মের সসীমতা দূরীভূত হইয়া সেই এক অসীমে আত্মলীন হয়। ঘটাকাশের ঘটের বেড়াজাল ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা মহাকাশে লীন হয়। সেইরূপ মানবের ক্ষুদ্রতা হীনতা মুছিয়া যাওয়ায় মানুষ স্বরূপাবস্থা লাভ করে। ইহাই অদ্বৈত-ভাবের সাধনা। কিন্তু দ্বৈত বা অদ্বৈত উভয়েরই পরিণাম এক। উভয়ের এক কথা—'সোমং সুনোত'—হৃদয়ের সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ কর, অর্থাৎ বিশ্বাত্মার ভাবের অনুসারী হও।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, - "হে পুরোহিতগণ! এই সোম চমৎকার রসযুক্ত, স্বর্গবাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পানীয়; বজ্রধারী ইন্দ্রের উদ্দেশে এই সোমের নিষ্পীড়ন কর।"

আমাদের ধারণা মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। সাধক আপনার মনোবৃত্তিসমূহকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন - ইহাই আমাদের মত। কিন্তু উপরোক্ত ব্যাখ্যায় পুরোহিতগণকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রটীকে যেন উচ্চারিত হইয়াছে, এই ভাবই প্রকাশমান দেখি। এখন জিজ্ঞাস্য এই,—পুরোহিতগণকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে কে? আমাদের মনে হয়, এখানে পুরোহিতগণকে সম্বোধন করার কোন সঙ্গত অর্থ নাই। সাধক আপনার হৃদয়স্থ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ, ভগবদারাধনার উপযোগী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাহার উদ্দেশ্য - ভগবৎপ্রাপ্তি। হৃদয়ের ভাবরাশি যখন বিশুদ্ধ হয় তখন তাহাই অমৃতস্বরূপ হয়, তাহাই মানবকে মোক্ষ প্রদান করিতে সমর্থ। মন্ত্রে এই তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। (৯অ—৭খ - ১সূ - ৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একপঞ্চাশৎ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ১ ৫ ২ ১ ২ ২ ১রn ৩ ৫ ১ ২
১। অধ্বর্য্যো ২ ৩ ৪ আ। দ্রিভাম্নিঃসুতাওম্। সোমাংপা ২ ৩ ৪ বী। ত্রাআ-

-- ১ র ২ ৫র র ২১র২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১
১ নায়া ২। পুনা ২ ৩। হীন্দ্রা ৩ ৪ ঔহোবা। যপাস্তবে ২ ৩ ৪ ৫॥ স্তবত্যা

৫ ২র ১ ২ ২ ১রn ৩ ৫ ১ ২ --
২ ৩ ৪ ঈ। দোআঙ্কা ৩ সা ৩ঃ। দেবা ২ মা ২ ৩ ৪ ধোঃ। বায়া ১ শাতা ২।

১ র ২ ৫র র ২ ১৩৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ৫
পবা ২ ৩। মানা ৩ ৪ ঔহোবা। স্পমরুত্তা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। দিবঃপী ২ ৩ ৪ যূ।

২১ ২ ২র n ৩ ∧ ৫ ১ ৭ -- ১
যমুত্তা ৩ মা ৩ ম। সোমা ২ মা ২ ৩ ৪ ঈন্দ্রা। যাবজ্রাস্নিপা ২ স্নি। স্নুনো ২ ৩।

র ২ ৫র র ২১২ ৩ ১ ১ ১ ১
তামা ৩ ৪ ঔহোবা। ধুমন্তমা ২ ৩ ৪ ৫ ম।

* . *

১ ২র ১ ২ ২ ১ ২ ১ n ৩ ৫
২। অধ্বর্য্যোঅদ্রি। ভিঃসুতাম্। সোমম্পবা ৩ স্নি। ত্রাআ ২ না ২ ৩ ৪ মা।

১ ২ ∧ ৩ ২ ১ ৫ ৫ ১ ২ ১ র
পুনাহা ১ মিন্দ্রা ২। স্নপা ৩। তা ২ ৩ ৪ বো ৬ হাস্নি। স্তবত্তাইন্দো।

২ ২ ১ র ২ ১ n ৩ ৫ ১ ২ ∧
অঙ্কা ৩ সাঃ। দাস্নিবামধো ৩ ঃ। বায়া ২ শা ২ ৩ ৪ তা। পবা মা ১ না ২।

৩ ২ ১ ৫ ৫ ৩ ১২র১র ২ ২ ১
স্তামা ৩। রু ২ ৩ ৪ তো ৬ হাস্নি। দিবঃপীযূষম্। উত্তা ৩ মাম্। সোম-

২ ১ n ৩ ৫ ১ ২ n ৩ ২
মিন্দ্রা ৩। স্নাবা ২ জ্রা ২ ৩ ৪ স্নিপাস্নি। স্নুনোতা ১ মা ২। ধুমা ৩।

১ ৫ ৫
তা ২ ৩ ৪ মো ৬ হাস্নি।

* * *

২ র ১ ১ ১ n ৩ ২ ০ ৫ ১র ২ ১ ২
৩। অধ্বোহোবা। র্য্যোআ ২। দ্রিভাস্নিঃসু ২ ৩ ৪ তাম্। সোমম্পবি। ত্রআনা

-- ১ র ২ ২n ৩ ৫ ১ n ৩
১ স্না ২। পুনা। হা। ঔ ৩ হোস্নি। হী ২ ৩ ৪ ন্দ্রা। স্না ২ পা ২ ৩ ৪

৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২র ১ ২ ১ n ৩র ২ ৩
ঔহোবা। এ ৩। স্তবে ২ ৩ ৪ ৫। স্তবোহোবা। ত্যাআ ২ স্নি। দোঅঙ্কা

৫ ১রর২ র ১ ২ -- ১র ২ ২
২ ৩ ৪ সাঃ। দেবামধোঃ। বিস্নাশা ১ তা ২। পবা। হা। ঔ ৩ হোস্নি।

৩　৫　১ ⁿ ৩　৫র র　২　১　১১১১
মা২৩৪না। স্তা২মা২৩৪ঔহো। বা। এ৩। ন্বতা২৩৪৫।।

২র　১২　১ ⁿ　৩২৩　৫　১র ২র　১২
দিবৌহোবা। পীযূ২। ষমুত্তা২৩৪মাম। সোমমিন্দ্রা। য়বাজ্রা১ য়িণা

-- ১র　২　২ⁿ　৩　৫　১ⁿ৩
২য়ি। স্থনো। হা। ঔ৩হোয়ি। তা২৩৪মা। ধূ২মা২৩৪

৫র র　২　১　১১১১
ঔহোবা। এ৩তমা২৩৪৫ম॥

* * *

২ র　২　১র ২র　--　২
৪। অধ্বর্য্যোঅদ্রিভিঃসুত৩মে। সোমম্পবিত্রে। আ২১২৩। নয়া৩৪৩।

১　২　র　--১　৪ ৫ ৪　৫　২　র
পূ২৩না। হীন্দ্রা২৩২৩। য়পোবা। তা৫হো৬হায়ি। ভবতাইন্দ্রো

২　র র২ র　--　২　১　২
অন্ধস৩এ। দেবামধোর্ব্বি। আ২১২৩। শতা৩৪৩। পা২৩বা।

র　--১　৪ ৫　৪　৫　২ রর　২
মানা২৩২৩। স্তনোবা। রু৫তো৬হায়ি। দিবঃপীযূষমুত্তমা৩মে।

১র ২২　—　২　১　২
সোমমিন্দ্রায়। বা২১২৩। জিণা৩৪৩য়ি। সু২৩সো।

র　--১　৪ ৫　৪　৫
তামা২৩২৩। ধুমোবা। তা৫মো৬হায়ি।

* * *

১২　১　২　২　১ⁿ　৩　৫র র
৫। অধ্ব। এত্মাধ্বা। র্য্যোঅদ্রি। ভা৩রিঃ। ত্রা২য়িভা২৩৪ ঔহোবা।

৩　৫　২রn৩　৫　৩২　২ n ৩
সু২৩৪তাম্। সোমাম্পা২৩৪বী। ত্রআ৩। ত্রা২আ২৩৪

৫র র　৩　৫　২n৩　৫　৩২　১ n ৩
ঔহোবা। না২৩৪য়া। পুনাহা২৩৪য়িন্দ্রা। য়পা৩। যা২পা২৩৪

৫র র　৩　৫　১২　১　২　র　১ ⁿ ৩
ঔহোবা। ভা২৩৪দে। ভব। এভাবা। ভইন্দ্রো। আ৩　দো২আ

৫র র　৩　৫　২রn৩　৫　৩২　১n
২৩৪ঔহোবা। ধা২৩৪সাঃ। দেবামা২৩৪ধোঃ। বিয়া৩। বা২

৩　৫র র　৩　৫　২n৩　৫　৩২　১n
য়া২৩৪ঔহোবা। শা২৩৪তা। পবামা২৩৪না। স্তমা৩। স্তা২

৩ ৫র র ৩ ৫ ১২ ১ ২ রর
মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ক্ষ ২ ৩ ৪ তাঃ। দিবঃ। এদাস্নিগাঃ। পীযূষম্। উ ৫।

১ n ৩ ৫র র ৩ ৫ ২র n ৩ ৫ ৩২
যা ২ যূ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তা ২ ৩ ৪ মাণ। সোমামা ২ ৩ ৪ ম্রিন্দ্রা। রবা ৩।

১ n ৩ ৫র র ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ৩২
যা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। জ্রা ২ ৩ ৪ ণে। সুনোতা ২ ৩ ৪ মা। ধুনা ৩।

১ n ৩ ৫র র ৩ ৫
ধূ ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তা ২ ৩ ৪ মাণ॥

* * *

১ র ২ ১ ২ ৪ ২
৬। অধ্বর্যোআ ৩। হৌ ৩ হো ৩ ১। দ্রিভিঃসুতাওণ। হৌ ৩ হো ৩ ১ য়ি।

র ২ s ২ ১ র ২ s ২
সোমম্পবা ৩ য়ি। হৌ ৩ হো ৩ ১। ত্রআনয়া ৩। হৌ ৩ হো ৩ ১ য়ি।

র র ২ s ২ র ২ s ২
পুনাহীন্দ্রা ৩। হৌ ৩ হো ৩ ১। যপাতবা ৩ য়ি। হৌ ৩ হো ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ঈ।

১ ২ s ২ র ২ s ২
ডা। তবতাআ ৩। হৌ ৩ হো ৩ ১। সোঅন্ধসা ৩ঃ। হৌ ৩ হো ৩ ১ য়ি।

র র ১ ২ র ২ s ২
দেবামধো ৩ঃ। হৌ ৩ হো ৩ ১ য়ি। বিয়াশতা ৩। হৌ ৩ হো ৩ ১ য়ি।

র s ২ ২ s ২
পবমানা ৩। হৌ ৩ হো ৩ ১। স্তমরুতাঃ ৩। হৌ ৩ হো ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ঈ।

১ র২ s ৪ ২
ডা। দিবঃপীযু ৩। হৌ ৩ হো ৩ ১। মমুত্তমা ৩ ম। হৌ ৩ হো ৩ ১ য়ি।

র ২ s ২ ২ s ২
সোমমিন্দ্রা ৩। হৌ ৩ হো ৩ ১। যবজ্রিণা ৩ য়ি। হৌ ৩ হো ৩ ১ য়ি।

র র ২ s ২ ২ s ২
সুনোতামা ৩। হৌ ৩ হো ৩ ১। ধুমত্তমা ৩ ম। হৌ ৩ হো ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা।

* * *

১ ২র ২ ১ ২১ ২n ৩র ৪ ৩ ৪৫র ২ ২
৭। অধ্বর্যোঅদ্রিভিঃসুতম্। ঈয়ইয়াহায়ি। সোমম্পবিত্রআ। হা ৩ হা ৩ য়ি।

১ ৫ ১২ ২ ১ n ৩ ৫র র ২র ৩
না ২ ৩ ৪ য়া। পুনা ৩ উবা ৩। হা ২ য়িন্দ্রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। যপাতবে

১ ১ ১ ১ ১২ ১ ২ র ১ ২ ১২ ১ ২ ৪র৩র ৪র ৫ র ২
২ ৩ ৪ ৫। তবতাইন্দো অন্ধসঃ। ঈয়ঈয়াহায়ি। দেবামধোর্ব্বিয়া। হা ৩

২ ১ ৫ ১২ ২ ১ n ৩ ৫র র
হা ৩ য়ি। সশা ২ ৩ ৪ তা। পাবা ৩। উবা ৩। মা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ৩ ১১১১ ২১২র১র২ ১ ২১ ২n ৩র ৪ ৩৪র৫র
ক্ষমক্রতা ২ ৩ ৪ ৫।। দিবঃপীযূষমুত্তমম্। ঔরইয়াহায়ি। সোমমিন্দ্রায়বা।

২ ২ ১ ৫ ১২ ১ ১n৩
হা৩হা৩। জ্রা ২৩৪ য়িণায়ি। সুনা ৩ উবা ৩। তা ২ মা ২৩৪

৫রর ২ ৩১১১১
ঔহোবা। ধুমত্তমা ২৩৪৫ ম্।

* * *

২ ১২ ১ ২৳ ৩ ৫ ২র১২১ ৭ n ৩
৮। অধ্বর্য্যওবা। অদ্রিভায়িঃস্ ২৩৪ তাম্। সোমাম্পবায়ি। ত্রআ ২ না

৫ ১—১ ২ ১২র১ ২ ৪৫ ২
২৩৪য়া। পু ২ না। হা ২৩ য়িন্দ্রা। যাপাতবা। ঔ ৩ হোবা। তবত্যা

১২ ১২৩ ৫ ২র১২১ ৭ n ৩ ৫ ১—১
ওবা। যোঅন্ধা ২৩৪ সাঃ। দেবামদাঃ। বিয়া ২ শা ২৩৪ ত্তা। পা ২ বা।

২ ১২১ ২ ৪৫ ২ র১২ ১২৩ ৬
মা ২৩ না। ক্ষমক্রত্তা। ঔ ৩ হোবা। দিবঃপীয়োবা। ষামুত্তা ২৩৪ মাম্।

২র১২১ ১ n ৩ ৫ ১—১ ২ ১২ ১
সোমামিন্দ্রা। য়বা ২ জ্রা ২৩৪ য়িণায়ি। সু ২ নো। তা ২৩ মা। ধুমত্তমাম্।

৪ ৫ ৪
ঔ ২৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

১ ২র১২১ ২— ১র ২১র ২ ১—১
৯। অধ্বর্য্যোঅদ্রিভায়িঃ সুতা ২ ম্। সোমম্প'বত্রআনা ২৩ য়া। পুনা ২ হায়িন্দ্রা

২১ ৫ ৪ ৫ ১২১ ২র১ ২—
২১। য়পো ২৩৪ বা। তা ৫ বো ৬ হায়ি। তবত্যাইন্দোআ। ধসা ২ঃ।

১রর র ২১র ২ ১—১ ২১ ৫ ৪
দেবামধোর্বিয়াশা ২৩ ত্তা। পাবা ২ মানা ২৩। ক্ষমো ২৩৪ বা। ক্র ৫ ত্তো

৫ ২ ১২র২১ ২— ১র র২১ ২ ১
৬ হায়ি। দিবঃপীযূষয়ূ। তম ২ ম্। সোমমিন্দ্রায়বজ্রা ২৩ য়িণায়ি। সুনো

—১ ২১ ৫ ৪ ৫
২ তামা ২৩। ধুমো ২৩৪ বা। তা ৫ মো ৬ হায়ি। *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত নয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে; (১) "বৈরূপম্" (২) "আশুভার্গবম্" (৩) "মার্গীয়বম্" (৪) "সৌমিত্রম্" (৫) "ঐটতম্" (৬) "ধুরাসাকমশ্বম্" (৭) "বিলম্বসৌপর্ণম্" (৮) "সৌপর্ণম্" এবং (৯) "রোহিতকুলীয়োত্তরম্"।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
ধর্ত্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
দক্ষো দেবানামনুমাদ্যো নৃভিঃ।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩
হরিঃ সৃজানো অত্যো ন সত্বভির্ব্বৃথা

১ ২ ৩ ২
পাজাংসি কৃণুষে নদীষ্বা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধর্ত্তা' (সর্ব্বস্য ধারণকর্ত্তা) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, স্বর্গজাতঃ ইত্যর্থঃ) 'রসঃ' (রসযুক্তঃ, অমৃতময়ঃ) 'কৃত্ব্যঃ' (শোধনীয়ঃ ইত্যর্থঃ, বিশুদ্ধঃ) 'দেবানাং দক্ষঃ' (দেবভাবসম্পন্নানাং শক্তিদায়কঃ) 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সাধকৈঃ) 'অনুমাদ্যঃ' (স্তবনীয়ঃ, সাধকানাং প্রার্থনীয়ঃ ইত্যর্থঃ) সত্ত্বভাবঃ 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু ইত্যর্থঃ); বয়ং পরমমঙ্গলদায়কং সত্ত্বভাবং লভেম ইতি ভাবঃ; 'অত্যঃ ন' (সৎকর্ম্ম যথা শক্তিং প্রযচ্ছতি তদ্বৎ) 'সত্বভিঃ' (প্রাণিভিঃ মনুষ্যৈঃ, তেষাং হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'সৃজানঃ' (উৎপদ্যমানঃ, উৎপন্নঃ সন) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'বৃথা' (অপ্রযত্নেন, স্বতমেব) 'নদীষু' (সত্ত্বাধারেষু, হৃদয়েষু ইত্যর্থঃ) 'পাজাংসি' (বলানি) 'আকৃণুতে' (করোতি, শক্তিং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। সত্ত্বভাবঃ পাপনাশকঃ তথা আত্মশক্তি-দায়কঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—৭খ ২সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকলের ধারণকর্ত্তা, স্বর্গজাত, অমৃতময়, বিশুদ্ধ, দেবভাবসম্পন্নদিগের শক্তিদায়ক, সাধকদিগের দ্বারা স্তবনীয় অর্থাৎ সাধকদিগের প্রার্থনীয় সত্ত্ব-ভাব আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; (ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমমঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করি); সৎকর্ম্ম যেমন শক্তিপ্রদান করে,

সেইরূপ মনুষ্যদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া পাপহারক সত্ত্বভাবই স্বতঃই হৃদয়ে বল প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব পাপনাশক এবং আত্মশক্তিদায়ক হয়েন।)॥ (৯অ—৭খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ধর্ত্তা' সর্বস্য ধারকঃ সোমঃ 'দিবঃ' অন্তরিক্ষাৎ অন্তরিক্ষস্থিতাৎ দশাপবিত্রাৎ 'পবতে' পূয়তে। কীদৃশঃ সোমঃ? 'কৃত্ব্যঃ' কর্ত্তব্যঃ শোধ্য ইত্যর্থঃ। 'রসঃ' রসাত্মকঃ। 'দেবানাং' 'দক্ষঃ' বলপ্রদঃ। যদ্বা, দক্ষঃ প্রবর্দ্ধনীয়ো দেবানামর্থায়। তথা 'নৃভিঃ' নেতৃভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ 'অনুমাদ্যঃ' অনুমাদনীয়ঃ স্তুত্যো বা। শেষঃ প্রত্যক্ষকৃতঃ। 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ। 'সত্বাভিঃ' প্রাণিভিঃ অস্মদাদিভিঃ 'সৃজানঃ' সৃজ্যমানঃ 'অত্যো ন' অশ্ব ইব। স যথা শিক্ষিতোঽনায়াসেন গচ্ছতি তদ্বৎ। 'বৃথা' অপ্রযত্নেন 'পাজাংসি' বলানি স্বীয়ান 'কৃণুষে' কুরুতে 'নদীষু' বসতী-বরীষু তাভিরিত্যর্থঃ। 'কৃণুষে' 'কৃণুতে'-ইতি পাঠৌ॥ (৯অ—৭খ ২সূ -১সা)।

* * *

প্রথম (১২২৬) সামের মর্ম্মার্থ

এই দ্বিধা-বিভক্ত মন্ত্রটীর উভয় অংশেই সত্ত্বভাবের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। প্রথমাংশে বিশেষভাবে সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে। সত্ত্বভাব সকলের ধারণকর্ত্তা। জগতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই সত্ত্ব-প্রভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সত্ত্বের গুণ—স্থিতি। রজোগুণের চাঞ্চল্য ও তমগুণের জড়তা নাশ হইলে সত্ত্বগুণের স্থৈর্য্য লাভ হয়। 'যস্মিন্ স্থিতে ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'—যাহাতে অবস্থিত হইলে মানব কোন অবস্থাতেই বিচলিত হয়েন না, হৃদয়ের শান্ত স্থৈর্য্য অবিচলিতভাবে রক্ষা করিতে পারেন, তাহাই সত্ত্বভাব। এই সত্ত্বভাবের গুণেই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে। একজন ব্যাখ্যাকার 'দিবঃ ধর্ত্তা' পদদ্বয়ে 'দ্যুলোকের ধারণকারী' অর্থ-গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ অর্থ অনেকটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তবে সত্ত্বভাব কেবল দ্যুলোকের নহে, তাহা সর্ব্বলোকের ধারণকর্ত্তা।

সত্ত্বভাবই অমৃতময়, অমৃতপ্রাপক। তাহার প্রভাবে মানুষ অমৃতের সন্ধান পায়, অমৃতত্ব-লাভ করে। সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়ে স্বর্গীয় শক্তি সঞ্চারিত করে। তাই সাধকগণ এই পরম কল্যাণকর শক্তিদায়ক বস্তু লাভ করিবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করেন। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপন্ন হইলে তাহা স্বতঃই মানুষকে দিব্যশক্তি প্রদান করে। সেই শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া তিনি অনায়াসে ভগবচ্চরণ লাভ করিতে পারেন। মন্ত্রের শেষাংশে এই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনেক স্থলেই অনৈক্য লক্ষিত হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"এই সোমরস দ্যুলোক ধারণ করেন। ইনি শূন্য-পথে ক্ষরিত হইতেছেন। ইহাকে শোধন করিতে হইবেক। ইহার রস দেবতাদিগের বলাধান করে, পরে মনুষ্যগণ সেই রসপানে মত্ত হয়। বেগবান্ ঘোটককে ঘোটকপালেরা সজ্জিত করিয়া দিলে, সে যেরূপ অবলীলা-ক্রমে অগ্রসর হয়, সেইরূপ এই সোমরস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিস্তর অন্ন আহরণ করিয়া দেন।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসের সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু তবুও কয়েকটী পদের ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের মতের ঐক্য আছে। যথা,—'বৃথা' 'সর্ব্বতঃ' অনুমাদনীয়। ঐ সকল পদে প্রধানতঃ আমরা ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছি ॥ (৯অ—৭খ ২সূ—১সা) ॥ *

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩
শূরো ন ধত্ত আয়ুধা গভস্ত্যোঃ

২ ১ ২ ৩ ১র ২র
স্বাঃ৩ঃসিষাসন্রথিনো গবিষ্টিষু।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
ইন্দ্রস্য শুষ্মমীরয়ন্নপস্যুভিরিন্দুর্হিন্বানো

২ ৩ ১ ২
অজ্যতে মনীষিভিঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শূরঃ ন' (বীরঃ যথা শত্রুনাশায় অস্ত্রশস্ত্রাদীনি ধারয়তি তদ্বৎ) 'স্বঃ সিষাসন্' (স্বর্গং কাময়মানঃ মোক্ষপ্রাপকঃ ইত্যর্থঃ) 'রথিনঃ' (সৎকর্ম্মসাধকস্য) 'গবিষ্টিষু' (জ্ঞানকিরণেষু, জ্ঞানে—বর্ত্তমানঃ ইতি যাবৎ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'গভস্ত্যোঃ' (হস্তয়োঃ) 'আয়ুধা' (আয়ুধানি, রক্ষাস্ত্রাণি)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্‌সপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫দ—৯খ—৫সা) পরিদৃষ্ট হয়।

'ধত্তে' (ধারয়তি); 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ) 'শুষ্মং' (বলং, শক্তিং) 'ঈরয়ন' (প্রেরয়ন, ইচ্ছন, কাময়মানঃ ইত্যর্থঃ) 'অপস্যুভিঃ' (অমৃতকাময়মানৈঃ) 'মনীষিভিঃ' (মেধাবিভিঃ, সৎকর্ম্মসাধকৈঃ) 'হিযানঃ' (প্রের্য্যমাণঃ, উৎপদ্যমানঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অজ্যতে' (সিঞ্চ্যতে, সম্মিলিতঃ ভবতি—জ্ঞানেষু ইতি শেষঃ) নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ সাধকাঃ রিপুজয়িনঃ ভবন্তি, তে পরাজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৯ম ৭খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বীরব্যক্তি যেমন শত্রুনাশের জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি ধারণ করেন, সেইরূপ স্বর্গকামনাকারী মোক্ষপ্রাপক, সৎকর্ম্মসাধকের জ্ঞানে বর্তমান, শুদ্ধসত্ত্ব হস্তদ্বয় দ্বারা রক্ষাস্ত্র ধারণ করেন; ভগবানের শক্তি কামনাকারী, অমৃতকামী সৎকর্ম্মসাধকের দ্বারা উৎপদ্যমান শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানে সম্মিলিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সাধকগণ রিপুজয়ী হয়েন, তাঁহারা পরাজ্ঞান লাভ করেন।)॥ (৯ম—৭খ—২সূ—২সা ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং সোমঃ 'গভস্ত্যোঃ' হস্তয়োঃ 'আয়ুধা' আয়ুধানি 'শূরো ন' শূর ইব 'ধত্তে' ধারয়তি, 'স্বঃ' স্বর্গং সুখ-সাধনং যজ্ঞং বা 'সিষাসন্' সম্ভক্তুমিচ্ছন্ 'রথিরঃ' রথবান্। রথাদির প্রত্যয়ঃ। 'গবিষ্টিষু' যজমানস্য গবামেষণেষু সৎসু যজমানোহহং গো-সম্ভজনায় রথবানিত্যর্থঃ। 'ইন্দ্রস্য' 'শুষ্মং' বলং 'ঈরয়ন' প্রেরয়ন 'ইন্দুঃ' সোমঃ দেবঃ 'অপস্যুভিঃ' কর্ম্মেচ্ছুভিঃ 'মনীষিভিঃ' মেধাবিভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ 'হিযনঃ' প্রের্য্যমাণঃ 'অজ্যতে' গোভিঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১২২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রথমে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া মন্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অনুবাদটী এই,—"ইনি বীরপুরুষের ন্যায় দুই হস্তে অস্ত্রধারণ করেন; ইনি স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ; ইনি গাভী উপার্জ্জনব্যাপারের সময় রথীর ন্যায় কার্য্য করেন, ইনি ইন্দ্রের বলবৃদ্ধি করিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দেন। বুদ্ধিমান্ ঋত্বিকেরা চালনা করিলে, ইনি দুগ্ধ ও ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হন।"

মন্ত্রটী প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত হইলেও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে উহা অনেক অংশে বিভক্ত হইয়াছে। ব্যাখ্যাটী সমগ্রভাবে দেখিলে মনে হয় যে, উহা যেন সোমরসের প্রস্তুত-

প্রণালীর প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। ঋত্বিক্‌গণ যখন দশাপবিত্র নামক ছাঁকুনি হইতে চালনা করিয়া দেন তখন সোমরস কলশস্থিত দুধক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হয়। উহা পান করিয়া ইন্দ্রের শক্তিবৃদ্ধি হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে এতটুকু পর্য্যন্ত বুঝা গেল। কিন্তু সমস্ত ব্যাখ্যার মধ্যে এমন অসঙ্গতি আছে যাহার কোন অর্থই হয় না। আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রচলিত ব্যাখ্যার প্রথমাংশ,—"ইনি বীরপুরুষের ন্যায় দুইহস্তে অস্ত্র ধারণ করেন"; সোমরসকে এখানে মূর্ত্ত মানবের মত হস্তযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। অর্থাৎ বীরপুরুষ যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে দুইহস্তে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ করেন, শত্রুকে পরাজিত করেন, সেইরূপভাবে সোমরসও দুই হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করেন। এখন প্রশ্ন এই যে, সোমরস নামক তরলদ্রব্য কিরূপেই বা দুই হস্ত লাভ করিল, এবং কিরূপেই বা অস্ত্রধারণ করিল তাহা বুঝা অসম্ভব। তাই ইহা মনে করা করা খুবই সঙ্গত যে, 'সোমরস' বলিতে ব্যাখ্যাকারও তরল-পদার্থ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াছেন। অথবা আদৌ সোমরসকে লক্ষ্য করেন নাই।

আমরা এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছি "বীর ব্যক্তি যেমন শত্রুনাশের জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি ধারণ করেন সেইরূপ স্বর্গকামনাকারী মোক্ষপ্রাপক সৎকর্ম্মসাধকের জ্ঞানে বর্ত্তমান শুদ্ধসত্ত্ব হস্তদ্বয় দ্বারা রক্ষাস্ত্র ধারণ করেন।" অবশ্য আমরাও এখানে রূপক-হিসাবে শুদ্ধসত্ত্বের দুইহস্ত কল্পনা করিয়াছি। দুই হস্তের দ্বারাই অস্ত্রধারণ করেন। ইহা দ্বরা বীরত্বই বিশেষভাবে প্রখ্যাপিত হয়। কিন্তু এই রূপকের অথবা উপমার নিগূঢ় ভাব কি? যিনি বীর, যিনি সব্যসাচী, অর্থাৎ দুই হস্ত দ্বারাই যিনি যুগপৎ অস্ত্রাদি চালনা করিতে পারেন, তাঁহার শত্রু-নাশিকা শক্তিই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানেও এই রূপকের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বের সেই রিপুনাশিকা শক্তিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছে। যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব মানবের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখন তাহার প্রভাবে মানবের অন্তরস্থিত রিপুগণ পরাজিত, বিধ্বস্ত হয়। ভগবৎশক্তির মঙ্গলময় প্রেরণাবশে মানবের হৃদয়ের সুপ্ত সদ্বৃত্তিরাজী জাগরিত হয় তাহারাও যেন সত্ত্বভাবের সহিত মিলিত হইয়া রিপুদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ভগবৎ-শক্তির বলে সেই সংগ্রামে সদ্বৃত্তিসমূহের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। শুদ্ধসত্ত্ব দুই হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করেন—ইহাই তাহার মর্ম্ম।

অন্যদিক দিয়া বলা যাইতে পারে যে, জ্ঞান ও ভক্তিই শুদ্ধসত্ত্বের সেই দুই অস্ত্র। শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চার অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞান ভগবন্মহিমা মানুষকে জানাইয়া দেয়। তাঁহার অসীম মহিমা, অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য, অপরিসীম শক্তির কথা মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানবলে প্রতিভাত হয়। মানুষ জানিতে পারে যে, ভগবানই অনন্তশক্তির আধার, ভগবানই জগতের একমাত্র নিয়ন্তা। তাঁহার কৃপাতেই জগৎ বাঁচিয়া আছে, তাঁহার শক্তিতে বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। তাঁহা হইতে জগৎ আসিয়াছে, তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে, এবং তাঁহাতেই আবার বিলীন হইবে। শুধু তাই নয়, মাতার স্নেহে তিনি আমাদিগকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আছেন, পিতার শাসনে তিনি আমাদিগকে অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত করেন, যাহাতে আমরা সৎভাবে

সৎপথে চলিতে পারি, তাহার উপায় বিধান করেন। এই সমস্ত তত্ত্বই জ্ঞানী সাধকের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। ভগবানের অপূর্ব্ব দয়ার কথা স্মরণ করিলে তাঁহার অসীম মহিমার বিষয় জানিতে পারিলে মানবের মন আপনিই ভক্তিতে পূর্ণ হয়, মানুষ সেই বিশ্বপিতার চরণে লুটাইয়া পড়ে। জ্ঞান ও ভক্তি যখন মানবের হৃদয়কে অধিকার করে, তখন তাহার আর শত্রুর ভয় থাকে না। জ্ঞানবলে হৃদয়ের অপবিত্রতা কালিমা দূরীভূত করিতে পারে, জীবনের চরম লক্ষ্যস্থল ঠিক করিয়া সেই লক্ষ্যসাধনের উপযোগী পথে চলিতে সমর্থ হয়। মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু—অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতার বশেই মানুষ সকল পাপকার্য্যে রত হয় ও আপনার অধঃপতন ডাকিয়া আনে। কিন্তু জ্ঞানের জ্যোতিতে তাহার হৃদয় আলোকিত হয়, তখন সে তাহার নিজের হৃদয় পরিষ্কারভাবে দেখিতে পায়। হৃদয়-ক্ষেত্রের আনাচে কানাচে যেখায় যে পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনা আছে তাহা দূরীভূত করে। জ্ঞানের প্রভাবে তাহার অন্তরের বৃত্তিগুলি জাগরিত হয়, তাই অজ্ঞানাবস্থায় যাহা সে সহ্য করিয়া আসিতেছিল, অথবা যাহাকে সে প্রিয় বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহাই এখন তাহার নিকট অসহ্য বিষবৎ প্রতীয়মান হয়। তাই জ্ঞানালোকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সে হৃদয়ক্ষেত্র পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করে, আর ভগবৎশক্তি-বলে তাহাতে সফলতাও লাভ করে। তখন ভগবানের উপযোগী হৃদয়াসন প্রস্তুত হয়। সাধক ভক্তিবিহ্বল চিত্তে ভগবানকে ডাকিতে থাকেন, তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করেন। ভগবানও তাঁহার ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য ভক্ত-হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন, সব পাপতাপ, সব অপূর্ণতা তাঁহার পুণ্য-পরশে দূরীভূত হয়। ভগবানের সংস্পর্শ হৃদয়ে লাভ করিয়া সাধক ধন্য হয়েন, কৃতার্থ হয়েন, তাঁহার মানবজীবন সফল হয়। জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য তাহা তিনি লাভ করেন। শুদ্ধসত্ত্বের দুই অস্ত্র—জ্ঞান ও ভক্তি। তাহাদের প্রসাদেই মানব সর্ব্ববিধ জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করে। তাই জ্ঞান ও ভক্তিকে শুদ্ধসত্ত্বের দুই অস্ত্র বলা হইয়াছে।

ব্যাখ্যায় তার পরের অংশ—"ইনি গাভী উপার্জ্জন-ব্যাপারের সময় রথীর ন্যায় কার্য্য করেন।" এ অংশটা মোটেই পরিষ্কার হয় নাই। আমাদের ব্যাখ্যার সহিতও অনৈক্য ঘটিয়াছে। গাভী উপার্জ্জনটা কিরূপ ব্যাপার তাহা আমাদের দুর্ব্বোধ্য। এই অংশ হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে, 'সোম' রথের রথীর ন্যায় গাভী-উপার্জ্জনে (হরণে) বাহির হইতেন। এখানেও মানুষরূপের কল্পনা অতিশয় প্রবল। সে যাহা হউক, আমরা মনে করি মন্ত্রের এই অংশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্রের অন্বয় সম্বন্ধে আমাদের সহিত ব্যাখ্যাকারের অনৈক্য ঘটিয়াছে। 'গাবিষ্টিষু' পদে আমরা 'জ্ঞানকিরণেষু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহার ভাব এই যে, সাধকের জ্ঞানে যে, সত্ত্বভাব বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত শুদ্ধসত্ত্ব 'স্বঃ সিষাসন্'—মোক্ষদায়ক হয়। যখন জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্ব একত্র মিলিত হয়, তখন সাধক মোক্ষলাভ করেন ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আবার মন্ত্রের পরের অংশেই বলা হইতেছে যে,—জ্ঞান শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হয়। কিরূপে মিলিত হয়? 'অপস্যুভিঃ মনীষিভিঃ হিয়ানঃ'—'অমৃতকামী সৎকর্ম্মসাধকগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের হৃদয়ে উৎপাদিত হইয়া।' অর্থাৎ যাঁহারা অমৃতত্ব কামনা করেন, তাঁহারা সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে উৎপাদন

করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানের সহিত মিলিত হয়। তাহার ফলে সাধক মুক্তিলাভ করেন—ইহাই মন্ত্রের সারমর্ম। (৯অ—৭খ-২সূ—২সা)। *

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রস্য সোম পবমান ঊর্ম্মিণা

৩ ১ ২ ৩২ ৩১ ২
তবিষ্যমাণো জঠরেষ্বা বিশ।

১ ২ ৩২ ৩ ২৩ ১২
প্র নঃ পিন্ব বিদ্যুদভ্রেব রোদসী

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১২ ৩ ১২
ধিয়া নো বাজা৺ উপ মাহি শশ্বতঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

অস্মাকং হৃদিস্থিত 'পবমান' (পবিত্রকারক) 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'তবিষ্যমাণঃ' (স্তূয়মানঃ, আরাধনীয়ঃ) ত্বং 'ঊর্ম্মিণা' (তরঙ্গরূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'জঠরেষু আবিশ' (উদরে প্রবিশ, সামীপ্যং প্রাপয় ইতি ভাবঃ); 'বিদ্যুৎ অভ্রেব' (বিদ্যুৎ যথা মেঘাৎ দীপ্তিং আহরতি তদ্বৎ) ত্বং 'নঃ' (অস্মদর্থং) 'রোদসী' (দ্যুলোকভূলোকৌ, তয়োঃ ইতি ভাবঃ) অমৃতং 'প্রপিন্ব' (ধুক্ষ, আহর); 'ধিয়া' (সদ্‌বুদ্ধ্যা, অনুগ্রহবুদ্ধ্যা ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'শশ্বতঃ' (বহূনি, প্রভূতপরিমাণং ইত্যর্থঃ) 'বাজং' (শক্ত্যাদীনি, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'উপমাহি' (সমীপে প্রাপয়, প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবেণ অমৃতং প্রাপ্নুয়াম ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—৭খ-২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের হৃৎস্থিত, পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আরাধনীয় আপনি প্রভূত পরিমাণে ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত হউন; বিদ্যুৎ যেমন মেঘ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্‌সপ্ততিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

হইতে দীপ্তি আহরণ করে, সেইরূপ আপনি আমাদিগের জন্য দ্যুলোক-ভূলোক হইতে অমৃত আহরণ করুন; অনুগ্রহ বুদ্ধি দ্বারা আমাদিগকে প্রভূতপরিমাণ আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে যেন অমৃত প্রাপ্ত হই—ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত হই।)॥ (৯অ—৭খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'পবমান' পূয়মান! ত্বং 'ভবিষ্যমাণো' বর্দ্ধিষ্যমাণঃ সন্ 'ইন্দ্রস্য' 'জঠরেষু' 'ঊর্ম্মিণা' প্রভূতয়া ধারয়া 'আ বিশ' জঠর-প্রদেশস্য বাহুল্যাৎ বহুবচনং 'নঃ' অস্মদর্থং 'বিদ্যুৎ' 'অভ্রেণ' অভ্রাণীব সা যথা অভ্রাণি দোগ্ধি তদ্বৎ 'প্র পিন্ব' ধুক্ষ 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ কিঞ্চ 'ধিয়া' কর্ম্মণা 'নঃ' অস্মভ্যং 'শশ্বতঃ' বহুনামৈতৎ (নিঘ০ ৩ ১৫)। বহুন 'বাজান্' অন্নান 'উপ' সমীপে 'মাহি' নির্ম্মাহি। 'মাহি'—'মাসি'—ইতি পাঠৌ, 'নঃ'—'ন'—ইতি চ।৩॥

* * *

তৃতীয় (১২২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই ভগবানের নিকট হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করা হইয়াছে। নিম্নে বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"হে বর্দ্ধিষ্ণু সোমরস! তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। বিদ্যুৎ যেরূপ মেঘকে দোহনপূর্ব্বক বৃষ্টি বর্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি আপন ক্রিয়া দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে দোহনপূর্ব্বক নিরন্তর আমাদিগকে অন্ন দান কর।"

এই অনুবাদ বহুপরিমাণে ভাষ্যমূলক। সুতরাং ভাষ্য ও অনুবাদের একত্র আলোচনা করা যাউক। ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রটীকে প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অংশে এক ভাব প্রকাশ পাইতেছে, দ্বিতীয় অংশে অন্যভাব প্রকাশিত দেখি। প্রথম অংশে বলা হইয়াছে—"হে সোমরস! তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর।" সম্ভবতঃ ইহার ভাব এই যে, ইন্দ্রদেব সোমরস পান করুন। ইন্দ্রের সোমরস পানের জন্য ইন্দ্রকেই অনুরোধ করা সঙ্গত হইত। যাহা হউক, এই অংশের দ্বারা মোটামোটিভাবে আমরা বুঝিতে পারি যে, ইন্দ্রের সোমপান সম্বন্ধে মন্ত্রের এই অংশ বিনিযুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ বলিয়া মনে করি। 'ভবিষ্যমাণঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—"বর্দ্ধিষ্যমাণঃ"। বিবরণকার 'ভূয়মানঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও ঐ অর্থ সঙ্গত মনে করি। 'ইন্দ্রস্য জঠরে' পদে ইন্দ্রস্য সমীপে, ভগবানের সমীপে এই ভাবই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমরসার্থক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং সোমরসের সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—ইন্দ্রের

উদরে প্রবেশ কর, অর্থাৎ ইন্দ্রদেব তোমাকে পান করুন। এখানে আমরা একটী কথা স্মরণ করিতেছি। ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যায় অনেক স্থলে সোমরসকে ইন্দ্রের স্বষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে; অথচ এখানে বলা হইতেছে—সোমরস ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করুক। অপিচ, 'বর্দ্ধিষ্যমাণঃ' সোমরস কিরূপ তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

আমাদের ধারণা বর্ত্তমানস্থলে সাধক আপনার হৃৎস্থিত সত্ত্বভাবকে লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা করিতেছেন। 'পবমান' পবিত্রকারক সত্ত্বভাবই মানুষের পরম আরাধনার বস্তু। তাহা দ্বারাই মানুষ আপনার চরমলক্ষ্য সাধন করিতে সমর্থ হয়। মানবজীবনের পরম উদ্দেশ্যসাধনের, মোক্ষলাভের উপায় শুদ্ধসত্ত্ব। হৃদয়ে এই পরম বস্তু লাভ করিতে পারিলে মানুষ অনায়াসেই মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে পারেন। তাই সেই বস্তু লাভ করিবার জন্য সাধকের এত আগ্রহ। নৌকা যেমন নদীপারে যাইবার জন্য প্রয়োজনীয়, সেইরূপ এই ভবনদীর পারে যাইবার জন্য শুদ্ধসত্ত্বরূপ তরণীর প্রয়োজন। তাই এই পরম আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তুকে "তবিষ্যমাণঃ' স্তূয়মানঃ বলা হইয়াছে। আমরা মনে করি একমাত্র শুদ্ধসত্ত্ব অথবা সেইরূপ কোন ঐশী শক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বেদ 'তবিষ্যমাণঃ' বিশেষণ পদ ব্যবহার করিয়াছেন। নতুবা সোমরস নামক মাদক-দ্রব্যকে এরূপ বিশেষণে বিশেষিত করা সম্ভবপর নয়। আবার 'উর্ম্মিণা' পদে ভাষ্যকারও "প্রভূতয়া ধারয়া" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানেও 'প্রভূতপরিমাণ' এই অর্থ সূচীত হইতেছে, তরঙ্গাদির কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, মন্ত্রের প্রথমাংশে শুদ্ধসত্ত্বের মাহাত্ম্য খ্যাপিত হইয়াছে।

কিন্তু এখানে কেবলমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের মাহাত্ম্য খ্যাপন নয়, ইহার সঙ্গে একটা প্রার্থনাও আছে। 'ইন্দ্রস্য জঠরে' পদদ্বয়ের অর্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। মূলে আছে, —"ইন্দ্রস্য জঠরেষু আবিশ।" প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে তাহার অর্থ "ইন্দ্রের উদরসমূহে প্রবেশ কর।" 'জঠরেষু' পদের বহুবচনের কৈফিয়ৎস্বরূপ ভাষ্যকার বলিতেছেন, -'জঠরপ্রদেশস্য বাহুল্যাৎ বহুবচনং'। এই ব্যাখ্যার মর্ম্ম অনুধাবন করা অসম্ভব জঠর প্রদেশ 'বহু' হয় কিরূপে? কাহারও কি বহু উদর থাকে? বিবরণকার উক্ত পদের ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন,—'সপ্তম্যা বহুবচনমিদং একবচনস্য স্থানে দ্রষ্টব্যং"—অর্থাৎ এখানে সপ্তমীর বহুবচন স্থানে একবচনান্ত পদ গ্রহণ করিতে হইবে। এ ব্যাখ্যা অনেকটা সঙ্গত। কিন্তু আমরা মনে করি এখানে 'জঠরেষু' পদে উদর বা পাকস্থলী প্রভৃতি কোন নির্দ্দিষ্ট শরীর যন্ত্রকে লক্ষ্য করিতেছে না, কেবলমাত্র ভগবানের সামীপ্য অথবা সেই ভগবানকেই লক্ষ্য করিতেছে, সুতরাং বহুবচনান্ত পদ ব্যবহারে কোন ক্ষতি হয় নাই। তাই উক্ত অংশের মর্ম্মার্থ দাঁড়ায়,—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎ-সামীপ্য প্রাপ্ত হউন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে একটা উপমা আছে—'বিদ্যুৎ অভ্রেব' অর্থাৎ 'বিদ্যুৎ যেমন মেঘ হইতে দীপ্তি আহরণ করে'। মেঘ হইতেই বিদ্যুতের জন্ম, অথবা মেঘ হইতেই বিদ্যুৎ তাহার আলোক্ তেজ সংগ্রহ করে। এই উপমার পরের অংশ—"নঃ রোদসী প্রপিন্ব"— আমাদের জন্য দ্যুলোকভূলোক হইতে অমৃত আহরণ কর। ভগবানের কৃপামৃত বিশ্বের সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে, মানুষ যদি তাহা লাভ করিবার শক্তি লাভ করে, তবেই তাহা লাভ করিতে

পারে। সেই শক্তি, সেই উপযোগিতা লাভ হয়—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা। তাই সেই শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—আমাদের জন্য অমৃত আহরণ কর। এখানে 'প্রপিন্ব' পদটীর প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আমাদের জন্য দোহন কর—অর্থাৎ জগতের সর্ব্বত্রই অমৃত আছে, তাহার দোহন করিবার শক্তি থাকিলেই তাহা লাভ করা যায়। সেই শক্তি লাভ হয় —শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা। মানুষের হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তখন তিনি অনায়াসেই অমৃত-লাভে সমর্থ হয়েন। বিদ্যুৎ দীপ্তিপুঞ্জ, তাই উপমায় সেই দীপ্তিপুঞ্জের মতই উজ্জ্বল ভাস্বর অমৃত প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের শেষাংশে আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'বাজান্' পদে ভাষ্যকার 'অন্নান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত পদে যে আত্মশক্তিকে লক্ষ্য করে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র উল্লেখ করিয়াছি। সর্ব্বশক্তির শ্রেষ্ঠ আত্মশক্তি। যাঁহার আত্মশক্তি জাগরিত হইয়াছে, যিনি নিজের মধ্যে শক্তির সন্ধান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কোনও দুর্ব্বলতা হীনতা থাকিতে পারে না মানবের হৃদয়ই অফুরন্ত ভাণ্ডার। সেই অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে মানুষ শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে—অবশ্য যদি সেই শক্তিলাভের উপযোগিতা থাকে। হৃদয়ের শক্তিই প্রকৃত শক্তি। মানুষ যদি সেই হৃদয়শক্তি লাভ করে, যদি প্রকৃত শক্তির অধিকারী হয়, তাহার মধ্যে যে অফুরন্ত শক্তি-ভাণ্ডার আছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে তবে মোক্ষলাভ তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হয়।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে আত্মশক্তি অন্যে প্রদান করিবে কিরূপে? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, আত্মশক্তি বাহির হইতে প্রদান করিবার জন্য কাহারও নিকট প্রার্থনা করা হয় নাই। নিজের অন্তরে যে শুদ্ধসত্ত্ব আছে, উদ্বুদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্বের নিকট অর্থাৎ অন্তরস্থিত ভগবৎশক্তির নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই প্রার্থনার মর্ম্ম এই,—"আমরা যেন আত্মশক্তি লাভ করিতে পারি, ভগবান আমাদের মধ্যে যে শক্তিবীজ দিয়াছেন, তাহাকে যেন বিকশিত করিয়া আমরা পূর্ণত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারি। তাঁহার দেওয়া শক্তি বলে যেন তাঁহারই চরণে উপনীত হইতে পারি। তিনি তো আমাদিগকে সমস্তই দিয়াছেন, কেবল তাহার সদ্ব্যবহার করা চাই, সদ্ব্যবহার করিতে জানা চাই। আমরা যেন সেই আত্মশক্তি লাভ করিয়া ভগবৎ চরণে উপস্থিত হইতে পারি।" (১অ—৭খ—২সূ—৩সা)। *

—•—

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২ র ১ . ২ ১ ২র১র ১ র ১
১। ধর্ত্তাদিবা২৩ঃ। পবতায়িকা২৩। ঘীয়োরসাঃ। দক্ষোদায়িবা২৩।

২র ১ ২র১র ২ ১ ২র ১
সামনুমা২৩। দীয়োনুকায়িঃ। হরিঃ সার্জ্জা২৩। নোঅত্যায়িয়ো২৩।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের বটুসপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

২র১ ৫ ২ র ১ ২ ১ ২র র ২ ২রর ১
নাসবতায়িঃ । বৃষাপাজা ২ ৩ । সিক্তণ্বা ২ ৩ য়ি নাদীযুষা ৩ ১ উ শুয়োনাধা

২ঘ র১ র ২র১ ২ ১
২ ৩ । স্তঅযূণা ২ ৩ । গাতস্তিয়োঃ । স্নুবঃ পায়িবা ২ ৩ । সমপায়িয়ো

২র১ ২ ১ ২ র ৩র১
২ ৩ । গাবিষ্টিযু । ইন্দ্রতাশূ২ ৩ । যমধীরায়া ২ ৩ ন্ আপন্থ্যতায়িঃ ।

২ ১ ২র ১ ২র:র ২ ১
ইন্দুহ্ৰায়িষা ২ ৩ । সোঅজ্যাতা ২ ৩ য়ি । মানীষিতা ৩ ১ উ । ইন্দ্রোতাসো ২ ৩ ।

২ ১ ২র১র ১ ১ ২র ১ ২র১র
মপবামা ২ ৩ । নাউর্ম্মিণা । তবিষ্যামা ২ ৩ । গোজঠায়া ২ ৩ য়ি । বুষাবিশা ।

২ ১ ২ ১ ২র১র ২ র ১
প্রনঃ পায়িষা ২ ৩ । বিহ্যাদাত্রে ২ ৩ । বায়োদসায়ি । দিয়ানো বা ২ ৩ ।

২র ১ ২র১ ২ ১ ১ ১ ১
আ৮ উপামা ২ ৩ । হাশষতা ৩ ১ উবা ২ ৩ ৪ ৫

* * *

২ ১ র ২ র ১ — ১ র র র র
২ । ধর্ত্তাবা । দিবঃ পবতেকা । ত্বিয়োঃয়া সা ২ ঃ । দক্ষোদেবানামস্থমা ।

২ র ১ — ১ র র ২ ১ ১ ২
দিয়োন্দ্রতা ২ য়িঃ । হরিঃ সৃজানোঅত্তিয়ো । নসবাতা ২ ৩ য়িঃ । বার্থা ৩

৪ ৫ ২ ১ ১ ২ ৪ ২র ১
পাজা । সিক্তপূষ ২ ৩ য়ি । নাদা ৩ য়িষ্ ৫ বা ৬ ৫ ৬ । শুয়োবা । নধস্ত-

র ২ ১ — ১ র ২ ‥ ১
আয়ুধা । গস্তস্তায়ো ২ ঃ । যঃসিবাসন্নথিয়ো । গাবিষ্টায়িষু ২ । ইন্দ্রস্তশুম-

র ২ ১ ১ ২ ৪ ৫ ২র ১
মীরয়াম্ । অপস্থ্যতা ২ ৩ য়িঃ । আয়িন্দূ ৩ হ্বায়িষা । সোঅজ্যাতা ২ ৩ য়ি

১ ২ ৪ ২ ১ র ১
মানা ৩ য়িষা ৫ য়িতা ৬ ৫ ৬ য়িঃ । ইন্দ্রোবা । স্তসোমপবমা । নউর্ম্মা-

‥ ১ র২ র ২ র ১ ‥ ১
য়িণা ২ । তবিষ্যমাগোজঠয়ায়ি । বুষাবায়িশা ২ । প্রনঃপিষবিহ্যাদত্রে

২ র ১ ১ ২ ৪ ৫ ২র ১ ১ ২ ৪
বয়োদানা ২ ৩ য়ি । ধায়া ৩ সোবা । আ৮ উপামা ২ ৩ । হাশাঔ ষা তা ৬ ৫ ৬ ।

* * *

৪ ৩ ৪ ১ ৪র ৫ ১র র র২ র
৩। ধর্ত্তা২ ৫ দি। বা ৩ঃ পা ৩ বস্তেকা। ঞীয়োরসোদক্ষোদেবানামস্থমা। দী৩

১২ ২ ১ — ১র র র ৩ ১
যোন্ ৩ ত্তায়ি। হয়া২ রিঃস্বজানো অত্যোসত্ব। ছিৰ্ষা ২৩ৰ্ষা। হুম্মায়ি।

২ ২ ১ র ৩২ ১২ ১র র র র
পা ৩ স্তা। সাশ্লিক্রণুবেনদা ২ রিববাউ। আশূ। রোনধস্তআয়ুশাগন্তস্তোঃ-

র ২ ১ ২ ১ —১ র
স্মঃসিবাসন্থিয়ো। পা ৩ বাশ্লিষ্টা ৩ শ্লিযু। ইন্দ্রা ২ স্তগুমমীরস্নপস্না।

২ ১ ২ ২ ১ র ৩২
স্তিরা২ ৩ শ্লিন্দঃ। হুম্মায়ি। হা ৩ শ্লিষা। নোঅজ্যস্তমনা ২ শ্লিবিভাউ।

১ ২ ১ র র র র র র ২ ১২ ২
ভায়িরায়ি। ক্লস্তসোমপবমানউর্ম্মিণাস্তবিস্থমাপোআয়ায়ি। বু ৩ আশা ৩ শ্লিশা।

১ — ১ র র র ২ ১ ২ ২
প্রনা ২ঃ শিশ্ববিস্থাৰক্ষোরোদ। দীধা ২৩ য়া। হুম্মায়ি। নো ৩ বা।

১ র ৩২ ১১১
আ৺ উপমাহিশা ২ শ্বভাউ বা ৩৪৫।

* * *

১ ২ ২ ২ র র ১৩২ ১৩২
৪। হাউধার্ত্তা। দা ২৩৪ য়ি। বঃপবতেক্রত্বিয়োরসা। এহিয়া। এহিয়া ৩৪।

১ ২ ১ ২রর র র ১৩২ ১৩২
হাউদাক্ষাঃ। দা ২৩৪ য়ি। বানামস্থমাদিয়োনৃভিঃ। এহিয়া। এহিয়া

১ ২ ৫ ২র র র ১৩২
৩৪। হাউহারীঃ। সা ২৩৪। আনোঅত্যোনলস্তভিঃ। এহিয়া।

১৩২ ১ ২ ১ ২র র র র ১৩২
এহিয়া ৩৪। হাউবার্ধা। পা ২৩৪। আ৺ সিক্রণুবেনদীযুবা। এহিয়া।

১৩২ ৫ ২ ১ ১ ২ র র র ১৩২
এহিয়া ৩৪। হাউ। হাউশূরাঃ। না ২৩৪। ধস্তআয়ুশাগন্তস্তোঃ। এহিয়া।

১৩২ ১ ২ ১ ২র র ১৩২
এহিয়া ৩৪। হাউস্বাঃ। দা ২৩৪ য়ি। বাস ন্থিয়োগবিষ্টিযু। এহিয়া।

১৩২ ১ ২ ২ ২ র ১৩২
এহিয়া ৩৪। হাবাবিন্দ্রা। স্তা ২৩৪। শুম্মীরস্নপস্নুভিঃ। এহিয়া।

১৩২ ১ ২ ১ ২র র র র
এহিয়া ৩৪। হাবায়িন্দুঃ। হা ২৩৪ য়ি। ঝানোঅজ্যস্তমনীষিভিঃ।

১৩২ ১৩২ ৫ ১ ২ ১ ২র র
এহিয়া। এহিয়া ৩ ৪। হাউ। হাবাগ্নিস্রা। স্বা ২ ৩ ৪। সোমপবমান-

র র ১৩২ ১৩২ ১ ২ ১ ২র র
উর্ম্মিণা। এহিয়া। এহিয়া ৩ ৪। হাউতাবাগ্নি। স্বা ২ ৩ ৪। মাপোজ-

র র ১৩২ ১৩২ ১ ২ ১
ঠরেষাবিশ। এহিয়া। এহিয়া ৩ ৪। হাউপ্রানাঃ। পা ২ ৩ ৪ গ্নি।

২ র র র ১৩২ ১৩২ ১ ২ ১
ষবিন্নাদভ্রেমবরোদনী। এহিয়া। এহিয়া ৩ ৪ হাউধায়া। নো ২ ৩ ৪।

২রর র ১৩২ ১৩২ ৫ ৪
বাজা৬উপমাহিশশ্বতঃ। এহিয়া। এহিয়া ৩ ৪ হাউ। হো ৫ঈ। ডা।

* * *

৩ ২৮ ৩ ২ ৩র২র ৫ ১ ২১ র ২ ২ ৪র ৫
৫। উদ্বাগ্নি। ধর্ত্তা ৩ ৪ ঔহোবা। দিবাঃ। পবতে। কৃত্বিয়োরসাঃ।

৩২ ৩র৪র৫ ১র ২ ১ ২রn৩৪র ৫ ৩২
দক্ষা ৩ ৪ ঔহোবা। দেবা। না ৩ মক্ষু। মাদিয়োন্নৃতাগ্নিঃ। হরা ৩ ৪

৩র ৪র৫ ১ ২ ১ ২র৩৪ ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫
ঔহোবা। স্বস্তা। নো ৩ অতি। যোনমস্বস্তাগ্নিঃ। বৃষ ৩ ৪ ঔহোবা।

১র ২১ ২র ৩২ ৪ ৩র২ ৩র৪র৫
পাজা। সিঙ্কণু। যে। নদা ৩ গ্নিষ্ ৫ বা ৬ ৫ ৬। শূরা ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২ ১র ২র৩৪ ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১
নষা। তা ৩ আয়ু। ধাগভস্তিয়োঃ। সুবা ৩ ৪ ঔহোবা। পিষা। সাতন্র্থি।

২র৩ ৪ ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n৩৪ ৫
য়োগবিষ্টিষ্। ইন্দ্রা ৩ ৪ ঔহোবা। ক্ষশু। মা ৩ মীর। ররূপস্যুতাগ্নিঃ।

৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২র ১ ২র ৩ ২ ৪
ইন্দু ৩ ৪ ঔহোবা। হিষা। নোঅজা। তে। মনা ৩ গ্নিবা ৫ গ্নিতা

৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২রn৩৪র ৫ ৩ ২
৬ ৫ ৬ গ্নিঃ। ইন্দ্রা ৩ ৪ ঔহোবা। ক্ষসো। মা ৩ পব। মানউর্ম্মিণা। তবা

৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২র৩৪র ৫ ৩ ২ ৩র৪র ৫
৩ ৪ ঔহোবা। যামা। পো ৩ অঠ। রেবুআবিশা। প্রনা ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২ ১ ২রn৩৪র ৫ ৩ ২n ৩ ২ ৩র৪র৫ ১র
পিষা। বিষ্ণদ। ভ্রেবরোদসাগ্নি। উদ্বাগ্নি। ধিয়া ৩ ৪ ঔহোবা। সোষ।

২ ১ ২রn ৩ ২ ৪
আ৬উপ। মা। হিশা ৩ খা ৫ তা ৬ ৫ ৬। ॥

* * *

২১র ২১২র ১২র ১ ২ ১র রর র র ২ ২
৬। ধর্ত্তাদিবঃপবতেকৃত্বিয়ো। হোয়িরাসাঃ। দক্ষোদেবানামসুমাদিয়ো ১ ম্ ৩

২ ১ র র ২ ২ ২n ৩ ৫ ৩
ভায়িঃ। হরিঃসৃজানোঅত্যোনসা ১ ত্বা ৩ ভায়িঃ। বা ২ ৩ ৪ র্ধা। পা-

৫ ১ ২ ৩২ ১ ২ ৪
২ ৩ ৪ জা। সায়িরুণুবা ৩ য়ি। হা ২ ৩ য়ি। নদা ৩ য়িষ ৫ বা ৬ ৫ ৬॥

১র২র১ ২১র ২র১ ২র ১ ২ ১ র র ২ ২ ২
শূয়োনধত্তআয়ুধাগভৌ। হোস্তায়োঃ। স্বঃর্ষাদনৃথিরোগবা ১ য়িষ্টা ৩ য়িষ্ ।

১ র ২ ২ ২n ৩ ৫ ৩ ৫
ইন্দ্রস্তুম্মীরয়য়পা ১ স্যা ৩ ভায়িঃ। আ ২ ৩ ৪ য়িম্পূঃ। হা ২ ৩ ৪ য়িথা।

১ ২ ৩ ২ ১ ২ ৪
নোঅজ্যতা ৩ য়ি। হা ২ ৩ য়ি। মনা ৩ য়িষা ৫ য়িভা ৬ ৫ ৬ য়িঃ॥

১২ র ১২ র১২র ২ ২ ১ র র র ২ ২ ২
ইন্দ্রস্তসোমপবমানঊ। হোর্ম্মায়িণা তবিষ্ণমাণোজঠরেষ্বা ১ বা ৩ য়িশা।

১ র ২ ২ ২n ৩ ৫ ৩ ৫
প্রনঃপিন্ববিদ্যুদভ্রেবরো ১ দা ৩ সায়ি। ধা ২ ৩ ৪ য়া। নো ২ ৩ ৪ বা।

১ ২৩ ২ ১ ২ ৪
আ৮উপমা ৩। হা ২ ৩। হিশা ৩ খা ৫ ভা ৬ ৫ ৬ঃ॥ •

* * *

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২৩ ২উ ৩ ২৩ক ২র ৩২ ৩ ১ ২
যদিন্দ্র প্রাগপাগুদগগ্ন্যগ্বা হূয়সে নৃভিঃ।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২
সিমা পুরূ নৃষূতো অস্যানবে সিপ্রশর্দ্ধ তুর্ব্বশে॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'যৎ বা' (যদ্যপি) ত্বং 'প্রাক্ অপাক্ উদক্ ন্যক্' (সর্ব্বদিক্ষু, সর্ব্বত্র) 'নৃভিঃ' (নেতৃভিঃ, লোকৈঃ ইত্যর্থঃ) 'হূয়সে' (আহূয়সে, পূজিতঃ ভবসি) তথাপি 'পুরু' (বহুলং, প্রভূতপরিমাণং, ঐকান্তিকতয়া সৎকর্ম্মভিঃ ইত্যর্থঃ) 'নৃষূতঃ' (সাধকৈঃ

• এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ছয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ;—(১) "উহ্যার্গবম্" (২) "কাণ্বম্" (৩) "বৃহদাগ্নেয়ম্" (৪) "পাকুস্থম্" (৫) "বাসিষ্ঠম্" এবং (৬) "বায়োরভিক্রন্দন্" ।

আরাধিতঃ সন্ ইতি যাবৎ) যং 'আনবে' (লোকে, সাধকহৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'সিমা' (রিপূণাং প্রাধান্যাবরকঃ, তদ্রূপেণ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি, প্রাদুর্ভবসি) তথা 'তুর্ব্বশে' (সৎকর্ম্ম-প্রভাবেণ ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তে জনে—তস্য হৃদয়ে, ইত্যর্থঃ) 'প্রশর্দ্ধ' (রিপুবিমর্দ্দকঃ, তদ্রূপেণ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (প্রাদুর্ভবসি); যদ্যপি বহুভিঃ আরাধিতঃ তথাপি ভগবান্ সৎকর্ম্মান্বিতং সাধকং শীঘ্রং রিপুকবলাৎ উদ্ধারয়তি—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—৭খ—৩সূ—১সা)॥

অথবা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'প্রাক্, অপাক্, উদক্, ন্যক্' (সর্ব্বদিক্ষু, সর্ব্বত্র) যং 'নৃভিঃ' (নেতৃস্থানীয়লোকৈঃ) হূয়সে' (আহূয়সে, পূজিতঃ ভবসি); 'বা যৎ' (কিন্তু যদা) 'পুরু' (বহুলং প্রভূতপরিমাণং, ঐকান্তিকতয়া ইত্যর্থঃ) 'নৃষূতঃ' (নেতৃস্থানীয়লোকৈঃ সাধকৈঃ আরাধিতঃ) 'অসি' (ভবসি); তদা 'সিম' (রিপুবশকারক হে দেব) 'তুর্ব্বশে আনবে' (সৎকর্ম্মপ্রভাবেণ ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তে জনে ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তজনস্য হিতায় ইত্যর্থঃ) যং তস্য 'প্রশর্দ্ধ' (রিপুবিমর্দ্দকঃ) 'অসি (ভবসি); বহুভিঃ আরাধিতঃ সন্ অপি ভগবান্ সৎকর্ম্মান্বিতং সাধকং শীঘ্রং রিপুকবলাৎ উদ্ধারয়তি—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ - ৭খ - ৩সূ—১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! যদ্যপি আপনি সর্ব্বত্র নেতা মনুষ্যগণ কর্তৃক পূজিত হয়েন; তথাপি ঐকান্তিকতার সহিত সৎকর্ম্ম দ্বারা সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হইলে, আপনি সাধক-হৃদয়ে রিপুগণের প্রাধান্যাবরক-রূপে প্রাদুর্ভূত হন; এবং সৎকর্ম্মপ্রভাবে ভগবদাশ্রয়প্রাপ্ত জনের হৃদয়ে রিপুবিমর্দ্দক-রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—যদিও বহুজন কর্তৃক আরাধিত হয়েন তথাপি ভগবান্ সৎকর্ম্মান্বিত সাধকে শীঘ্র রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন। (৯অ—৭খ—৩সূ—১সা।)।

অথবা।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! সর্ব্বত্র আপনি নেতৃস্থানীয় লোকগণ কর্তৃক পূজিত হয়েন; কিন্তু যখন ঐকান্তিকতার সহিত সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হন, তখন রিপুবশকারক হে দেব! সৎকর্ম্মপ্রভাবে ভগবদাশ্রয়প্রাপ্ত জনের হিতের জন্য আপনি তাঁহার রিপুবিমর্দ্দক হইয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—বহুজন কর্তৃক আরাধিত হইলেও ভগবান্ সৎকর্ম্মান্বিত সাধককে শীঘ্র রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন।) (৯অ—৭খ—৩সূ—১সা।)

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র!' 'যৎ' যদি 'প্রাক্' প্রাচ্যাং দিশি বর্ত্তমানৈঃ। সপ্তম্যাং প্রাক্-শব্দাৎ বিহিত-স্যাস্তাতেঃ অঞ্চের্লুগিতি (৫।৩।৩০) লুক্। যদি বা 'অপাক্' প্রতীচ্যাং দিশি বর্ত্তমানৈঃ, যদি বা 'উদক্' উদীচ্যাং দিশি বর্ত্তমানৈঃ যদ্বা 'ন্যক্' নীচ্যাং দিশি অধস্তাদ্বর্ত্তমানৈঃ। ন্যধীচ (৬।২।৫৩) — ইতি প্রকৃতিস্বরত্বং, উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ (৮।২।৪) — ইতি পরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতত্বং। এবম্ভূতৈঃ 'নৃভিঃ' স্তোতৃভিঃ ত্বং 'হূয়সে' স্ব-স্ব-কার্য্যায় আহূয়সে। হিংসিম-শ্রেষ্ঠেন্দ্রসিমইতিসৈনশ্রেষ্ঠমাচক্ষত ইতি বাজসনেয়কং। যদ্যপ্যেবং বহুভিরাহূয়সে তথাপি 'অনবে' অনুনামে রাজ্ঞি তস্য পুত্রে রাজর্ষৌ 'পুরু' বহুলং 'নৃষূতঃ' নৃভিস্তদীয়ৈঃ স্তোতৃভিঃ প্রেরিতঃ 'অসি' ভবসি রাজ্ঞো হিতকরণে ত্বাং স্তোতারঃ প্রীণয়ন্তীত্যর্থঃ। ষূ প্রেরণে, অস্মাৎ কর্ম্মণি নিষ্ঠা তৃতীয়া কর্ম্মণি (৬।২।৪৮) ইতি পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। অপিচ হে 'প্রশর্দ্ধ' প্রকর্ষেণ শর্দ্ধয়িতরভিভবিতরিন্দ্র! 'তুর্ব্বশে' এতৎসংজ্ঞকে রাজনি নৃষূতোঽসি নৃভিঃ প্রেরিতোঽসি ভবসি॥ (৯অ ৭খ—৩সূ—১সা)।

• . •

প্রথম (১২২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবান মানুষকে মুক্তি-যাত্রায় সাহায্য করেন। যে তাঁহার শরণাপন্ন হয়, সেই তাঁহার কৃপা পায় সত্য, কিন্তু করুণা প্রার্থনার মধ্যে ঐকান্তিকতা থাকা প্রয়োজন। ঐকান্তিকতা থাকিলেই নিজকে সৎ পবিত্র করিবার চেষ্টা আসে এবং সেই চেষ্টার ফলে মানুষ সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে।

ভগবান সমদর্শী; তিনি অবারিতভাবে জীবে প্রেম ও করুণা বিতরণ করিতেছেন। যাহার যতটুকু শক্তি সে ততটুকু গ্রহণ করিতে পারে। ভগবানের দানে পক্ষপাতিত্ব নাই। সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল ও প্রশস্ত হয়, ভগবৎ-করুণা ধারণ করিবার শক্তি জন্মে। আমরা অসৎকর্ম্মে অসচ্চিন্তায় নিজের শক্তি ক্ষয় করি, আর তাহার ফলভোগ করিবার সময় দোষ দেই ভগবানের। নিজের দোষে—'স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি', আর নিজের পাপের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার জন্যই যেন বলি দোষ ভগবানের!

তত্ত্বদর্শী ঋষি সত্য দর্শন করেন, তাই ভগবানের মহিমা—তাঁহার নিরপেক্ষতা জগৎকে জ্ঞাপন করেন। ভুল করো না মানব, ভগবানের করুণা অজস্র ধারায় বর্ষিত হইলেও 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্' বাক্যটী ভুলিও না। সৎকর্ম্মে সচ্চিন্তায় আত্মনিয়োগ কর তুমিও ভগবানের কৃপা আস্বাদ উপলব্ধি করিতে পারিবে। (৯অ—৭খ-৩সূ-১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহাও ছন্দার্চ্চিকে (৩অ-৫খ—৫দ-৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
যদ্বা রুমে রুশমে শ্যাবকে

২৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
কৃপ ইন্দ্র মাদয়সে সচা।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
কণ্বাসস্ত্বা স্তোমেভির্ব্রহ্মবাহস

১র ২র ৩ ১ ২
ইন্দ্রা যচ্ছন্ত্যাগহি॥ ২ ॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব! 'যদ্বা' (যদ্যপি) 'রুমে' (প্রার্থনাপরায়ণে) 'রুশমে' (দীপ্তিমতি, জ্যোতির্ম্ময়ে) 'শ্যাবকে' (উর্দ্ধগমনকারিণি, সাধনাপরায়ণে) 'কৃপে' (ভগবৎ-কৃপাপ্রার্থিজনে) ত্বং 'মাদয়সে' (আনন্দং লভসে, তৃপ্তঃ ভবসি) তথাপি 'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব! হে ভগবন্!) 'ব্রহ্মবাহসঃ' (ব্রহ্মকামিনঃ, মোক্ষার্থিনঃ) 'কণ্বাসঃ' (ক্ষুদ্রশক্তিজনাঃ) 'স্তোমেভিঃ সচা' (প্রার্থনাভিঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আযচ্ছন্তি' (আযময়ন্তি. আহ্বয়ন্তে), কৃপয়া ত্বং 'আগহি' (তেষাং হৃদি আগচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া ক্ষুদ্রশক্তিজনানাং অস্মাকং হৃদি আবির্ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ)। (৯অ—৭খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! যদিও প্রার্থনাপরায়ণ জ্যোতির্ম্ময় উর্দ্ধগমনকারী ভগবৎকৃপাপ্রার্থিজনে আপনি আনন্দলাভ করেন—তৃপ্ত হয়েন, তথাপি হে ভগবন্! মোক্ষার্থী ক্ষুদ্রশক্তিজন প্রার্থনা দ্বারা আপনাকে আহ্বান করিতেছে; কৃপাপূর্ব্বক আপনি তাঁহাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক ক্ষুদ্রশক্তি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)। (৯অ—৭খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'যথা' যদ্যপি 'কৃমে' কৃমাদিষু চতুর্ষু রাজসু হে 'ইন্দ্রঃ' ! ত্বং 'সচা' সহ 'মাদয়সে' মাদ্যসি তথাপি 'ব্রহ্মবাহসঃ' ব্রহ্মণাং স্তোত্রাণাং বোঢ়ারঃ অথবা অন্নানাং বোঢ়ারঃ 'কণ্বাসঃ' কণ্বগোত্রা ঋষয়ঃ 'স্তোমেভিঃ' স্তোত্রৈঃ স্তোত্রসমূহৈঃ সহ 'ইন্দ্র' ! ত্বাং 'আযচ্ছন্তি' আযময়ন্তি অতস্ত্বং 'আগহি' শীঘ্রমাগচ্ছ । গমের্লোটি ছান্দসঃ (২ ৪ ৭৩) শপো লুক্‌ । 'স্তোমেভির্ব্রহ্মবাহসঃ'—'ব্রহ্মভিঃস্তোমবাহসঃ'—ইতি পাঠৌ । (৯অ—৭খ—৩সূ—২সা) ।

* * *

দ্বিতীয় (১২৩০) সামের মর্ম্মার্থ ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । প্রার্থনার মূলমর্ম্ম ভগবৎ-প্রাপ্তি । প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ ভগবানকে লাভ করেন, ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন । আমরা তো তেমন সাধক নহি, আমরা কিরূপে তোমার কৃপা লাভ করিতে পারিব ? ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাবার্থ। মন্ত্রে নিজের ক্ষুদ্রতা ও অক্ষমতা জ্ঞাপনের জন্য উত্তমপুরুষের পরিবর্ত্তে প্রথমপুরুষ ব্যবহৃত হইয়াছে। মোক্ষার্থী সাধকগণ নিজেদের জন্যই প্রার্থনা করিতেছেন, কেবলমাত্র তাহাদের আত্মগোপনের ভাব হইতেই তৃতীয়পুরুষ ব্যবহার করা হইয়াছে। আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি—'এই দীনহীন কাঙ্গালকে দয়া কর, সে আপনাদের করুণা ভিক্ষা করিতেছে।' এখানে বক্তা নিজকেই কাঙ্গাল বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং প্রথমপুরুষের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতেছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রেও সেইরূপ প্রথমপুরুষের ক্রিয়াপদ-যোগে সাধক আপনার প্রার্থনা নিবেদন করিতেছেন ।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের অনেক অনৈক্য লক্ষিত হইবে। নিম্নে একটী প্রচলিত বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! যদিও তুমি কৃম, কৃমশ, শ্যাবক ও কৃপের সহিত হৃষ্ট হইয়া থাক ; স্তোত্রবাহক কণ্বগণ তোমাকে স্তোত্রপ্রদান করিতেছে, তুমি আগমন কর." অনুবাদকার ভাষ্যকারের অনুকরণে 'কৃমে' প্রভৃতি পদে কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ 'কৃম' প্রভৃতি নামধারী কয়েকজন লোক যেন ইন্দ্রকে আরাধনা করেন এবং ইন্দ্রও তাঁহাদের আরাধনায় প্রীত হইয়া থাকেন। আমরা মনে করি নিত্যসত্য বেদ-মন্ত্রে অনিত্য সাংসারিক মানুষের নাম নাই। ভগবান্ এই নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন লোকের আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়েন একথার অর্থ কি ? তাঁহারা কোন্ সময়ের লোক, তাঁহারা কে ? আমাদের ধারণা এই যে, 'কৃমে' প্রভৃতি পদে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে না, এই পদসমূহ সাধকের গুণাবলী প্রকাশ করিতেছে মাত্র। কি ভাবে কোন পদে আমরা কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। 'কৃম' শব্দ রবকরার্থক কৃ-ধাতু নিষ্পন্ন। তাহা হইতে ভাব আসে, যে শব্দ করে, ভগবানকে ডাকে, প্রার্থনা করে অর্থাৎ প্রার্থনাপরায়ণ। 'কৃশনে' পদে দীপ্তি অর্থ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যিনি দীপ্তিমান জ্যোতির্ম্ময়। সাধনার প্রভাবে সাধক যে জ্যোতিঃ তেজঃ লাভ করেন

এখানে সেই জ্যোতির ইঙ্গিত আছে। তাই উক্ত পদে আমরা 'দীপ্তিমতি', 'জ্যোতির্ম্ময়ে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'শ্রাবক' শব্দ গমনার্থক 'শৈ'-ধাতু নিষ্পন্ন, অর্থাৎ যিনি উর্দ্ধগমন করেন, উর্দ্ধগমনকারী। তাই সপ্তম্যন্ত উক্তপদে আমরা 'উর্দ্ধগমনকারিণি' অর্থ সঙ্গত মনে করি। 'কৃপে' পদের অর্থ—কৃপাপ্রার্থিজনে, যিনি ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করেন, তাঁহাতে। সুতরাং উক্ত পদসমূহে একই ব্যক্তিকে সাধককে নির্দ্দেশ করিতেছে, উহাতে কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নাই। আর যদি 'রুমে' 'রুশমে' 'শ্রাবকে' 'কৃপে' পদ-চতুষ্টয়ে চারিজন বিভিন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইত, তাহা হইলে উক্ত পদসমূহে বহুবচন ব্যবহৃত হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এই চারিপদে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া একবচনই ব্যবহৃত হইয়াছে। তাই উক্ত পদসমূহের অর্থ হইয়াছে,—'প্রার্থনাকারী জ্যোতির্ম্ময় উর্দ্ধগমনকারী অর্থাৎ সাধনাপরায়ণ ভগবৎকৃপাপ্রার্থী জনে' 'মাদয়সে'—আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন, তৃপ্ত হয়েন। যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, যাঁহারা মোক্ষপ্রার্থী তাঁহারাই ভগবানের প্রীতিলাভ করিতে পারেন, ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়েন, তাঁহাদের হৃদয়েই আবির্ভূত হয়েন। সপ্তম্যন্ত পদে তাহাই সূচিত হইতেছে।

ভাষ্যকার সপ্তম্যন্ত উপরোক্ত চারিটী পদের সহিত সহার্থক 'সচা' পদ সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সপ্তমীর সহিত সহার্থক 'সচা' পদ যোগ করিলে কি অর্থ প্রকাশ করিতে পারে তাহা আমরা বুঝি না। মন্ত্রের ঐ অংশের প্রচলিত বাংলা অনুবাদ হইয়াছে 'তুমি রুম রুশম শ্রাবক ও কৃপের সহিত হৃষ্ট হইয়া থাক' ভাবটা একটু অদ্ভুত রকমের নয় কি? মোটের উপর মন্ত্রের অন্বয়ই ভিন্নরূপ হইবে। সপ্তম্যন্ত পদের সহিত 'সচা' পদের অন্বয় হইবে না। সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়, তৃতীয়ান্ত 'স্তোমেভিঃ' পদের সহিত 'সচা' পদের অন্বয় হইবে। তাহার অর্থ—প্রার্থনা দ্বারা। মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ এই,—'যদিও আপনি সাধকের হৃদয়েই আনন্দবিহার করিয়া থাকেন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রার্থনা আছে। এই অংশের ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার মূলভাবের বিশেষ কোন পার্থক্য হয় নাই। তবে দু'একটী পদের অর্থ-সম্বন্ধে আমাদের ভাষ্যাদির মতভেদ আছে। ভাষ্যকার 'কণ্বাসঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'কণ্বগোত্রা ঋষয়ঃ'। কিন্তু আমরা মনে করি—অপৌরুষেয় বেদে কোন গোত্রবিশেষের উল্লেখ নাই। 'কণ্ব'-শব্দে কি অর্থ প্রকাশ করে তাহা আমরা পূর্ব্বে অনেকস্থলে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান মন্ত্রে তদনুসারেই অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'ব্রহ্মবাহসঃ' পদের ভাষ্যার্থ,—"ব্রহ্মণাং স্তোত্রাণাং বোঢ়ারঃ অথবা অন্নানাং বোঢ়ারঃ"। এখানে 'ব্রহ্ম'-শব্দে ভাষ্যকার স্তোত্র অথবা অন্ন অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু 'ব্রহ্ম' পদের ঐ সকল অর্থ সঙ্গত না হইলেও বর্ত্তমান স্থলে 'ব্রহ্মবাহসঃ' পদে ব্রহ্মকামী, মোক্ষার্থী অর্থই অধিকতর সুষ্ঠু বলিয়া মনে হয়। ভাষ্যানুবাদ—স্তোত্রবাহক অথবা অন্নবাহক অর্থাৎ স্তোত্রকারিগণ স্তোত্রধারা আপনাকে আহ্বান করিতেছে—এই ভাবই প্রকাশ করে। মন্ত্রের প্রার্থনাংশের সহিত আমাদের খুব সামান্যই মতভেদ পরিলক্ষিত হইবে। 'সচা' পদ তৃতীয়ান্ত 'স্তোমেভিঃ' পদের সহিত অন্বিত হওয়ায় ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—প্রার্থনা-দ্বারা আপনাকে আহ্বান করিতেছি, অর্থাৎ আপনার আসিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছে।

সমগ্র মন্ত্রটীতে একটী প্রার্থনার করুণ-সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম এই,—"প্রভো! সাধকগণ আপনাকে তাঁহাদের সাধনশক্তিদ্বারা, প্রার্থনাদ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে পারেন। তাঁহাদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া আপনি তাঁহাদের হৃদয়ে বিহার করিয়া থাকেন, আনন্দানুভব করেন। কিন্তু আমাদের তো সেই শক্তি নাই, তবে আমরা কি আপনার কৃপা-লাভে বঞ্চিত হইব? শুনিয়াছি আপনি করুণানিদান, অগতির গতি, পাপীর ত্রাণকর্ত্তা, তবে আমরা কেন চির-পতিত থাকিব? ওগো কাঙ্গালের ঠাকুর পতিতপাবন! পতিত হীনশক্তি আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক তোমার করুণাবারি-দানে কৃতার্থ কর। তোমার আগমনে, তোমার পাদস্পর্শে এই হীন মলিন হৃদয় পবিত্র হউক তোমাকে আহ্বান করাই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাহাও উপযুক্তভাবে করিবার শক্তি নাই। ওগো দুর্ব্বলের বল! দীনহীন এই কাঙ্গালদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন, আপনার দীনদয়াল নামের মাহাত্ম্য জগতে ঘোষিত হউক, আমরা ধন্য কৃতার্থ হই॥" (৯অ—১খ ৫সূ ২সা)। *

— • —

তৃতীয় সূক্তের গেয়-গান।

২　র　র　　৩　১ ২রর　　১　২　　২^　৩র

১। যদিন্দ্র প্রাগপাগুদা ৩ গে। নাগ্বাহূ। যসাম্নিনৃভী ৩ঃ। হা। ঔহো

৫　১ -- ১ র ২র র ১ ২১ ৭　　২^　৩র　　৫

২ ৩ ৪ হা। সিমা ২ পুরুনৃষ্‌তোঅ। সিয়ানবে ২ ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা।

১　২　২n　৩র　　৫　১ ^ ৩　　৫র র

অসাগ্নিপ্রাশা ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। ধা ২ তু ২ ৩ ৪ ঔহোবা। র্ব্বা

৫　২　　২　১　২　　১　২　　২A

২ ৩ ৪ শে। অসিপ্রশর্দ্ধতুর্ব্বশা ৩ এ। আসিপ্রশ। ধতুর্ব্বশে ৩। হা।

৩র　　৫　১ -- ১২র১২ র১র　২ ১ ৭　　২n　৩র

ঔহো ২ ৩ ৪ হা। যদ্বা ২ রুমেরুশমেশ্যা। বক্ষাগ্নিকৃপা ২ ৩। হা। ঔহো

৫　১　২　২n　৩র　　৫　১ n ৩　৫র

২ ৩ ৪ হা। ইন্দ্রামাদা ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। যা ২ সা ২ ৩ ৪ ঔ

৩　　৫　২ র　র　　২　১　২র　১ ২

হোবা। সা ২ ২ ৪ চা॥ ইন্দ্রমাদয়সেসচা ৩ এ। আগ্নিন্দ্রমাদ। যসাগ্নিসচা ৩।

২n　৫র　　৫　১ -- র ১র র ২ ১　২ ১৭

হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। কথা ২ সত্বাস্তোমেভিত্র্ব। ক্ষবাহসা ২ ৩ঃ।

২n　৩র　　১　২　২n　৩র　　৫　১A

হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। ইন্দ্রায়াচ্ছা ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। অা ২

৩　৫রর　০　৫

আ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। গা ২ ৩ ৪ হী (৩)॥ ‡

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

‡ এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"বৈপাক্তিথম্"।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ১ ২র
উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইন্দ্রো অর্ব্বাগিদং বচঃ।
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সত্রাচ্যা মঘবাংৎসোমপীতয়ে
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ধিয়া শবিষ্ঠ আ গমৎ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ) 'অর্ব্বাক্' (অস্মদভিমুখঃ সন্) 'নঃ' (অস্মাকং) 'উভয়ং' (কর্ম্মবাক্যাত্মিকাং) 'ইদং বচঃ' (ইমাং প্রার্থনাং) 'শৃণুবৎ' (শৃণোতু); 'চ' (তথা) 'শবিষ্ঠঃ' (বলবত্তমঃ, সর্ব্বশক্তিমান) 'মঘবান' (শ্রেষ্ঠধনসম্পন্নঃ দেবঃ) 'সত্রাচ্যা ধিয়া' (সৎকর্ম্মসাধিকয়া বুদ্ধ্যা—অস্মান সৎকর্ম্মসাধকান কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'সোমপীতয়ে' (সত্ত্বভাবং আস্বাদনায়, অস্মভ্যং সত্ত্বভাবং প্রদাতুং ইত্যর্থঃ) 'আগমৎ' (আগচ্ছতু)। অস্মাকং সৎকর্ম্ম-সহযুতাং প্রার্থনাং শ্রুত্বা ভগবান্ অস্মভ্যং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং তথা শুদ্ধসত্ত্বভাবং প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ। (৯অ - ৭খ - ৪সূ — ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতা, আমাদিগের অভিমুখী হইয়া, আমাদিগের কর্ম্মবাক্যাত্মক এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন; এবং সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রেষ্ঠধন-সম্পন্ন দেবতা আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধক করিয়া আমাদিগকে সত্ত্বভাব প্রদান করিবার জন্য আগমন করুন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের সৎকর্ম্ম-সহযুত প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য এবং শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদান করুন।)। (৯অ—৭খ—৪সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উভয়ং' স্তোত্রাত্মকং শস্ত্রাত্মকঞ্চোভয়বিধং 'ইদং' 'বচঃ' 'অর্ব্বাগ্' অস্মদভিমুখং ইন্দ্রঃ 'শৃণবৎ' শৃণোতু কিঞ্চ 'মঘবান্' ধনবান্ ইন্দ্রঃ 'সত্রাচ্যা' অস্মাকং সহ অঞ্চত্যা

'ধিয়া' যুক্তঃ সন 'শবিষ্ঠঃ' অতিশয়েন বলবান্ 'সোমপীতয়ে' সোমস্য পানায় 'আগমৎ' আগচ্ছতু ॥ (৯অ—৭খ–৪সূ–১সা) ॥

• • •

প্রথম (১২৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষের কর্ম্মেও ভগবানের দয়ার নিকট সম্বন্ধ আছে। বেদের ব্যাখ্যাকালে আমরা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি যে, ভগবানের দয়া অজস্রভাবে বর্ষিত হইলেও তাহা ধারণ করিবার শক্তি না থাকিলে সে দয়া মানুষের উপর কার্য্যকরী হয় না। সাধকও এখানে প্রথমতঃ সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য ও তৎপরে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। প্রথমে হৃদয়কে সৎকর্ম্মের সাহায্যে ভগবানের দয়ালাভের উপযোগী করিতে হইবে, তার পর তাহাতে ভগবানের দয়া কার্য্যকরী হইবে।

তাই প্রার্থনা—"এস ভগবন্ দীনহীনের বন্ধু, দুর্ব্বলের বল! আমরা দুর্ব্বল, তোমার দয়া গ্রহণ করিবার শক্তিও আমাদের নাই প্রভু! আমাদিগকে তোমার দয়া লাভ করিবার উপযুক্ত কর। এ হৃদয়ক্ষেত্র হইতে পাপমোহরূপ আগাছা উৎপাটিত করিয়া দাও; সৎকর্ম্মের দ্বারা এ হৃদয়কে তোমার করুণা-ধারা ধারণ করিবার উপযোগী কর! ওগো প্রভু! আমার মলিন হিয়ায় যে তোমার ছবি প্রতিফলিত হয় না—"নির্ম্মল কর, মঙ্গল-করে মলিন-মর্ম্ম মুছায়ে"

একজন কবি গাহিয়াছেন,—

বিশ্বপতি কর্ম্মময়, হাবা ছেলের বাবা নয়,
কর্ম্ম ভালবাসেন তিনি, কর্ম্মীই তাঁর কৃপা পায়।"

ভগবান্ আমাদিগকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার না করিলে, তাঁহারই অপমান করা হয়। তাঁহাকে অপমান করিয়া তাঁহার করুণা লাভের জন্য তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা করি কিরূপে? যতটুকু শক্তিতে কুলায়, ততটুকু কর, আন্তরিকতা প্রকাশ কর; ভগবান্ নিশ্চয়ই হাতে ধরিয়া তোমাকে চরম লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিবেন। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'উভয়ং ইদং বচঃ শৃণুবৎ'। হে দেব! কর্ম্মাত্মিকা ও বাক্যাত্মিকা প্রার্থনা শ্রবণ করুন। কর্ম্মাত্মিকা প্রার্থনা কিরূপ? হৃদয়কে নির্ম্মল করিবার জন্য, রিপুগণকে পরাজিত করিবার জন্য, যে সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই কর্ম্মাত্মিকা প্রার্থনা। এই কর্ম্মাত্মিকা ও বাক্যাত্মিকা প্রার্থনার পর সাধক 'সোমপীতয়ে' প্রার্থনা করিয়াছেন। সাধনার ইহাই ক্রম। এই মন্ত্রে এই সাধন-ক্রমই আমরা দেখিতে পাই ॥ (৯অ-৭খ—৪সূ-১সা) ॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (উহা ষষ্ঠ অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—৬খ—৭দ—৮সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র
তঁ হি স্বরাজং বৃষভং

২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তমোজসা ধিষণে নিষ্টতক্ষতুঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ৩র ৩
উতোপমানাং প্রথমো নিষীদসি

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সোমকামঁ হি তে মনঃ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধিষণে' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, বিশ্ববাসীজনসমূহঃ, সর্ব্বে জনাঃ ইতি ভাবঃ) 'তং' 'স্বরাজং' (স্বাধিরাজং, স্বতন্ত্রং) 'বৃষভং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'তং হি' (প্রসিদ্ধং পরমদেবং এব) 'ওজসা' (বলেন, আত্মশক্ত্যা) 'নিষ্টতক্ষতু' (প্রাপ্নোতু); 'উত' (অপিচ) হে দেব! 'উপমানাং' (উপমানভূতানাং, শ্রেষ্ঠানাং মধ্যে ইত্যর্থঃ) 'প্রথমঃ' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ) ত্বং 'নিষীদসি' (উপবিশ, আবির্ভব, অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ); হে দেব! 'তে' (তব) 'মনঃ' (অন্তঃকরণং) 'হি' (নিশ্চিতং) 'সোমকামং' (সোমেচ্ছুকং সাধকানাং শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণেচ্ছুকং ইত্যর্থঃ) ত্বং হি মুক্তিদাতা ইতি ভাবঃ। ভগবন্মাহাত্ম্যখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন! মুক্তিদাতা ত্বং অস্মাকং হৃদি আবির্ভব; সর্ব্বে লোকাঃ তব কৃপয়া মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ ৭খ-৪সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্ববাসীজনসমূহ অর্থাৎ সকললোক সেই স্বতন্ত্র, অভীষ্টবর্ষক, প্রসিদ্ধ পরমদেবতাকেই প্রাপ্ত হউক;—অপিচ, হে দেব! শ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; হে দেব! আপনার অন্তঃকরণ সাধকদিগের শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণেচ্ছু অর্থাৎ আপনি মুক্তিদাতা। (মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্যখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—

হে ভগবন্! মুক্তিদাতা আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; সকললোক আপনার কৃপায় মোক্ষপ্রাপ্ত হউক। (৯অ—৭খ—৪সূ—২সা)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'তং হি' তং খল্বিন্দ্রং 'স্বরাজং' স্বয়মেব রাজমানো 'ধিষণে' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'বৃষভং' জগদুপকারকং বৃষ্টের্বর্ষকং 'ওজসা' বলেন 'নিষ্টতক্ষতুঃ' সঞ্চরতুঃ 'উত' অপিচ যস্মাদেবং তস্মাৎ হে ইন্দ্র! উপমানভূতানামন্যেষাং দেবানাং মধ্যে 'প্রথমঃ' মুখ্যঃ সন 'নিষীদসি' বেত্থাঃ সোমকামং 'হি' খলু তে মনঃ। 'ওজসা' -'ওজসঃ'— ইতি পাঠৌ। (৯অ—৭খ-৪সূ-২সা)।

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বিতীয় (১২৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম দুই অংশে প্রার্থনা ও তৃতীয় অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপন আছে। মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে যে একটা বিশ্বজনীনতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্ত্রের প্রথম অংশই -"ধিষণে তং হি নিষ্টতক্ষতুঃ"—দ্যুলোকস্থ ভূলোকস্থ সকলপ্রাণী তাঁহাকে সেই দেবতাকেই প্রাপ্ত হউক। এখানে কেবলমাত্র নিজের জন্য বা নিজের তথাকথিত আত্মীয় পরিজনের জন্য প্রার্থনা নয় - এই প্রার্থনা বিশ্ববাসী সকলের জন্য। "হে ভগবন! বিশ্ববাসী সকলে তোমার করুণালাভ করুক, তোমার করুণাধারায় তাঁহারা অভিষিক্ত হউক। বিশ্ববাসী সকলই তোমার সন্তান, আমাদের ভাই, আমরা সকলই যেন তোমার অপার করুণালাভ করিয়া ধন্য হই, কৃতার্থ হই। সকল নদী যেমন সাগরে গিয়া আত্মলীন হয়, সেইরূপভাবে আমরাও যেন তোমার চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারি। আমাদের সকলকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা সৎকর্ম্মে নিয়োজিত থাকিয়া সন্মার্গাবলম্বনে তোমার অভিমুখে চলিতে পারি। বিশ্বের সকলই যেন মুক্তিলাভের অধিকারী হয়, কেহই যেন পশ্চাতে পড়িয়া না থাকে। পাপতাপ জগৎ হইতে দূরীভূত হউক, দুঃখ-কষ্ট চিরতরে বিদায় গ্রহণ করুক, তোমার স্নেহধারায় অভিষিক্ত হইয়া আমরা বিশ্ববাসী সকলে তোমার চরণতলে যেন সমবেত হই।" মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনার এই ভাবই নিহিত আছে।

এই যে বিশ্বজনীন প্রার্থনা ইহা হিন্দুধর্ম্মের একটা বৈশিষ্ট্য। বিশ্বজনীনতা হিন্দুত্বের - হিন্দুজীবনের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে সন্নিবিষ্ট হিন্দু বিশ্বকে আপনার আত্মার সহিত একসূত্রে গ্রথিত দেখে। তাঁহার ধারণা বিশ্ব ভগবান্ হইতেই আসিয়াছে, এবং

তাঁহাতেই আবার প্রতিনিবৃত্ত হইবে। জগতের প্রত্যেকই মুক্তির অধিকারী, ভগবানের কৃপায় সকলেই মুক্তিলাভ করিবে। তাঁহাদের সকলের মঙ্গলের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই বিশ্বজনীনতা হিন্দুর নিকট জন্মগত সংস্কার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য এই বিশ্বজনীনতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। হিন্দুর নিত্য-কর্ত্তব্য পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে ভূতযজ্ঞ একটী। বিশ্বপ্রাণীর মঙ্গলকামনা করা তাহার অন্তর্গত। হিন্দুর প্রণাম-মন্ত্র ভগবানকে 'জগদ্ধিতায়' বলিয়া প্রণাম করা হয়। এই ধারণার মূলে আছে—বেদের মহাবাণী।

কিন্তু এই বিশ্বজনীনতা বা বিশ্বপ্রেমের মূলে কি আছে? উহা কি অন্যের প্রতি দয়া বা করুণা হইতে উৎপন্ন?—না, কেবলমাত্র দয়া বা করুণা হইতে বিশ্বপ্রেম উৎপন্ন হইতে পারে না। যাঁহারা মনে করেন যে, জগতের প্রতি, বিশ্ববাসীর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করিয়া খুব উচ্চস্তরের সাধকোচিত কর্ত্তব্য করিলাম, তাঁহাদের সেই ধারণা খুব সত্য নয়। বিশ্বপ্রেমের মূলে দয়া বা করুণা নাই। উহার মূলে আছে—দার্শনিক সত্য। মানুষ যখন সেই সত্যের সাক্ষাৎ পায় তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া বিশ্বপ্রেমিক হইতে হয়। আবার যখন সেই জ্ঞান সমাজের সকলস্তরে বিস্তৃত হয়, সকলে যখন সেই সত্যের মহিমা উপলব্ধি করে তখনই সমাজগত বিশ্বপ্রেম সম্ভবপর হয়। সমাজ জ্ঞানের, সাধনার অতি উচ্চস্তরে না পৌঁছিলে এই ভাব লাভ করিতে পারে না। হিন্দুসমাজের সকল স্তরে বিসর্পিত এই ভাব সেই সমাজের অতি উচ্চ অবস্থা জ্ঞাপন করে।

এই বিশ্বপ্রেমের মূলে আছে—দার্শনিক জ্ঞান, বিশ্বের একত্বের ধারণা। বিশ্ব ভগবান হইতে আসিয়াছে, উহা তাঁহাতেই "সূত্রে মণিগণা ইব" বিধৃত আছে। বিশ্ব একসূত্রে গ্রথিত। এক অংশকে পশ্চাতে ফেলিয়া অন্য অংশের অগ্রসর হইবার উপায় নাই পশ্চাতের অংশ, অন্য অংশকে পশ্চাতেই টানিবে। শুধু তাই নয়, বিশ্বে যদি সত্যের, জ্ঞানের আধিপত্য স্থাপিত না হয়, বিশ্ববাসীসকল যদি পবিত্র না হয়, তাহা হইলে উন্নত অংশও পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে অবনত হইয়া পড়িবে। সুতরাং মোক্ষলাভ করিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থাও সেই অবস্থা লাভের উপযোগী হওয়া চাই। নতুবা মোক্ষলাভ করা অসম্ভব। আর্য্য ঋষিগণ এই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অদ্ভুত শিক্ষা-প্রণালীর গুণে সমাজের সর্ব্বস্তরেই এই জ্ঞান বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাই বিশ্বজনীন ভাব, বিশ্বপ্রেম আজ সর্ব্বস্তরের হিন্দুর জন্মগত সম্পত্তি। তাঁহারা এই উচ্চভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। এই ভাবের মূলে আছে—বেদের মহাবাণী, সেই বিশ্বজনীন প্রার্থনা—"ধিষণে ত্বং নিষ্টতক্ষতুঃ।"

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনা—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য। সাধক আপনার হৃদয়ে ভগবানের ছায়া, পদস্পর্শলাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। তাহার কারণ প্রদর্শন করিবার জন্যই যেন তৃতীয় অংশে মন্ত্র বলিতেছে, "তে মনঃ সোমকামং"। আপনিই মানবের মোক্ষ-বিধাতা। আপনি সাধকের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব কামনা করেন—গ্রহণ করেন। অর্থাৎ সাধকের পূজোপহার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। ভগবান্ যখন সাধকের পূজা গ্রহণ

করেন, তখনই তাঁহার পূজা আরাধনা সার্থক হয়, সাধক মুক্তিলাভ করেন। মন্ত্রের শেষাংশে ভগবানের এই মাহাত্ম্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (৯অ—৭খ—১সূ—২সা)। *

—*—

চতুর্থ-সূক্তের গেয়-গান।

২ ২ ১ -- ১র ১ ২
১। উত্তম৺শৃণবচ্ছনা ৩ এ। আয়িন্দ্রো ২ অর্ব্বাগিদংবচা ২ ৩ঃ। হোবা
২ ১র ২র ১ -- ১ ২ ২ন ৩ ৫
৩ হায়ি। সত্রাচিয়ামঘবা ২ ন। সো মাপা ৩ হায়ি। ত্তা ২ ৩ ৪ য়ায়ি।
২১র ১ ২১ ৪ ৫ ২র র র ২
ধিয়াশবিষ্ঠআ ২ ৩ হোয়ি গমাৎ। ঔ ২ ৩ হোবা॥ ধিয়াশবিষ্ঠআগমাৎদে।
১ --১ ২১র ১২ ২ ১ ২১র -- ১
সায়া ২ শবিষ্ঠআগমা ২ ৩ ৎ। হোবা ৩ হায়ি। তু৺ক্বিস্বরাজা ২ বৃষভাস্।
২ ২ন ৩ ৫ ১র ১ . ২১
তামো ৩ হায়ি। জা ২ ৩ ৪ সা। ধিষণেনিষ্টতা ২ ৩ হোয়ি। ক্ষতুঃ।
৪ ৫ ২ র ২ ১ -- র ১
ঔ ২ ৩ হোবা॥ ধিষণেনিষ্ঠতক্ষতু ৩ রে। ধায়িষা ২ ণেনিষ্টতক্ষতু ২ ৩ঃ।
১ ২ ২ ১ র ২১র ১ ২ ২ন ৩ ৫
হোবা ৩ হায়ি। উত্তোপামা ২ প্রথমো। সায়িষা ৩ হায়ি। সা ২ ৩ ৪ সায়ি।
১র র ১ ২১ ৪ ৫ ৪
সোমকাম৺হিতা ২ ৩ য়িহোয়ি। মনা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা॥

* *

২ ১ ২ ১ র র ২ -- ১ র
২। উত্তম৺শা। শবাচ্ছা ১ না ২ঃ। ইন্দ্রোঅর্ব্বাগিদাংবা ১ চা ২ঃ। সত্রা-
র র র ২ — ১র ২ ১ ন ৩
চ্যামঘবাৎসোমপায়িতা ১ য়া ২ য়ি। ধিয়াশা ২ ৩ বা ৩ য়ি। ষ্ঠা ২ আ ২ ৩-
৫র র ৩ ৫ ১ র ১২ -- ১ র
৪ ঔহোবা। গা ২ ৩ ৪ মাৎ॥ ধিয়াশবায়ি। ষ্ঠআগা ১ মা ২ ৎ। ধিয়াশ-
র ২ — ১ র ২ — ১
বিষ্ঠআগা ১ মা ২ ৎ। তু৺হিস্বরাজংবৃষভস্তামো ১ জানা ২। ধিষণে ২ ৩
২ ১ন ৩ ৫র র ২ ৫ ২ র
না ৩ য়িঃ। ত্তা ২ ত্তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ক্ষা ২ ৩ ৪ তুঃ॥ ধিষণেনায়িঃ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২ — ১ র ১ — ১ র র র র
ত্তাক্ষা ১ তু ২ ঃ। ধিষণেনিষষ্টত্তাক্ষা ১ তু ২ ঃ। উত্তোপমানাম্প্রথমোনিষা-

২ — র ১ ২ ১ n
ম্নিদা ১ দা ২ ম্নি। সোমকা ২ ৩ মা ৩ ণ্। হা ২

৩ ৫ র র ৩ ৫
ম্নিতা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। মা ২ ৩ ৪ নাঃ ॥

—— * ——

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ র ২ র ৩ ১ ২
পবস্ব দেব আয়ুষগিন্দ্রং গচ্ছতু তে মদঃ।

৩ ১ র ২ র ৩ ১ ২
বায়ুমা রোহ ধর্ম্মণা ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! দেবঃ (দ্যোতমানঃ দ্যুতিমান বা) ত্বং 'পবস্ব' (ক্ষরঃ, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব ইত্যর্থঃ); অপিচ, 'তে' (তব সম্বন্ধি) 'মদঃ' (পরমানন্দঃ) 'আয়ুষক্ ইন্দ্রং' (আনন্দময়ং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছতু' (প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ); তথা ত্বং 'বায়ুং' 'ধর্ম্মণা' (বায়ুধর্ম্মণা, বায়ুবৎ ক্ষিপ্রগমনেন ইতি ভাবঃ) 'আরোহ' (প্রাপ্নুহি—অস্মানিতি শেষঃ)। বয়ং সত্ত্বভাবং লব্ধা তৎসাহায্যেন ভগবল্লাভং করবাম—ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ—৮খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! দ্যুতিমান্ তুমি আমাদিগের হৃদয়ে উদ্ভূত হও; অপিচ, তোমার সম্বন্ধি পরমানন্দ আনন্দময় ভগবানকে প্রাপ্ত হউক; এবং তুমি বায়ুবৎ ক্ষিপ্রগতিতে আমাদিগকে প্রাপ্ত হও। (ভাব এই যে,—আমরা সত্ত্বভাব লাভ করিয়া তাহার সাহায্যে যেন ভগবানকে লাভ করিতে পারি।)। (৯অ—৮খ—১সূ—১সা) ॥

এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "বৈয়শ্বম্" এবং (২) "বাশম্"।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ ত্বং 'পবস্ব' ধারয়া ক্ষর। অপিচ 'তে' তব 'মদঃ' মদকরঃ রসঃ 'আয়ুষক্' তং 'ইন্দ্রং' প্রতি 'গচ্ছতু' অপিচ ত্বং 'বায়ুং' 'ধর্ম্মণা' ধারকেন রসেন 'আরোহ' প্রাপ্নুহি। 'দেবঃ'—'দেব' ইতি পাঠৌ। (৯ম—৮খ-১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১২৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব ধারণশক্তি-বিশিষ্ট। সত্ত্বভাব ভগবানেরই শক্তি। সেই শক্তিদ্বারা জগৎ পরিচালিত হইতেছে। সেই শুদ্ধসত্ত্ব যখন মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়, তখন তাহা মানুষকে ভগবদভিমুখে পরিচালিত করে। পরিণামে সেই আদি সত্ত্বসমুদ্রে মানুষ আত্মলীন করে অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে। সমজাতীয় বস্তুরই পরস্পর মিলন হয় এবং সমভাবাপন্ন বস্তু পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইতে চায়। তাই মানুষ যখন সত্ত্বভাবান্বিত হয়েন, তখন তিনি স্বতঃই সেই মূল সত্ত্বময় ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়েন। পরস্পরের আকর্ষণের তীব্রতা হেতু গতিবেগও তীব্র হয়। সুতরাং সাধক অচিরেই মুক্তিলাভ করেন। সত্ত্বভাব সাধককে ধারণ করে বলিয়া অর্থাৎ রিপুর আক্রমণ প্রভৃতি বাধা বিঘ্ন হইতে রক্ষা করে বলিয়াও সাধক আশুমুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।

সত্ত্বভাব দ্যোতমান—পরম তেজোময় বস্তু। স্বয়ং স্বপ্রকাশ এবং মানুষকেও অজ্ঞানান্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যায়। পরমজ্যোতিঃলাভে সাধক আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়েন। অজ্ঞানতাই পাপ, অজ্ঞানতাই দুঃখ। সেই অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হইলে সাধকের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। মন্ত্রে তাই সেই আনন্দদায়ক ভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে সোমের উল্লেখ আছে। একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল—"হে দীপ্তিশালী সোম! ক্ষরিত হও। তোমার মদ ক্রমাগত ইন্দ্রকে স্পর্শ করুক। তোমার শক্তি বায়ুতে গিয়া আরোহণ করুক।" (৯ম—৮খ—১সূ—১সা)।

—:*:—

দ্বিতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩   ১   ২   ৩ ১   ২   ৩ ১ ২

পবমান নি তোশসে রয়িং সোম শ্রবায্যম্।

১   ২   ৩১র   ২র

ইন্দো সমুদ্রমা বিশ॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের দ্বাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক) 'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ব!) ত্বং 'শ্রবায্যং' (শ্রবণীয়ং, আকাঙ্ক্ষণীয়ং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (পরমধনং) 'নি তোশসে' (নিতরাং প্রযচ্ছ, সম্যক্‌রূপেণ প্রযচ্ছ— অস্মভ্যং ইতি শেষঃ); 'সোমঃ' (হে অস্মাকং হৃদিস্থিত সত্বভাব!) ত্বং 'সমুদ্রং' (অমৃত-সমুদ্রং ইতি ভাবঃ) 'আ বিশ' (প্রবিশ, প্রাপ্নুহি, যদ্বা—অমৃতসমুদ্রে সম্মিলিতঃ ভব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্ অস্মভ্যং পরমধনং অমৃতং প্রযচ্ছ —ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ ৮খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আকাঙ্ক্ষণীয় পরমধন সম্যক্‌-রূপে আমাদিগকে প্রদান করুন। হে আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব! আপনি অমৃতসমুদ্রকে প্রাপ্ত হউন অর্থাৎ অমৃতসমুদ্রে সম্মিলিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে পরমধন অমৃত প্রদান করুন।)। (৯অ—৮খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান'! 'ইন্দো'! 'সোম'! ত্বং 'শ্রবায্যং' শ্রবণীয়ং 'রয়িং' শত্রূণাং ধনং 'নি তোশসে' অতিতরাং পীড়য়সি স ত্বং 'সমুদ্রং' দ্রোণকলশং 'আ বিশ' প্রবিশ। 'ইন্দো'— 'প্রিয়ঃ' ইতি পাঠো॥ (৯অ—৮খ—১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে পরমধন এবং দ্বিতীয় অংশে অমৃত প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক হইলেও উহার ভাব ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা এই,—"হে ক্ষরৎ সোম! তুমি শত্রুর বিপুল ধন সমস্ত নিঃশেষে নষ্ট করিয়া দাও। প্রিয় হইয়া তুমি কলসের মধ্যে প্রবেশ কর।" প্রার্থনার মধ্যে শত্রুর বিপুল ধন নাশের কথা আছে। সোমরসকে সম্বোধন করিয়া এই প্রার্থনা উক্ত হইয়াছে। সোমরস শত্রুর ধন নাশ করিবে কিরূপে? শত্রুকে মাতাল করিয়া? তাহা তো প্রার্থনাকারীর ভাগ্যেও ঘটিতে পারে! প্রচলিত এই ব্যাখ্যার দ্বারা ইহাই মনে হয় যে, প্রার্থনাকারীর শত্রুর যেন যথেষ্ট ধন

সম্পত্তি আছে, সোমরস যেন তাহাই ধ্বংস করিয়া দেয়। তাহা ধ্বংস না করিয়া প্রার্থনাকারীকে প্রদান করিলে আরও ভাল হইত। যাহা হউক, আমরা মনে করি, ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের মূলভাব রক্ষিত হয় নাই। ভাষ্যকার 'নি তোশসে' পদের অর্থ করিয়াছেন -"অতিতরাং পীড়য়সি।" তাহার প্রচলিত অনুবাদ—'নিঃশেষে নষ্ট করিয়া দেও।' কিন্তু বিবরণকার উক্ত 'তোশসে' পদে 'তংশ দানে দদাসি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা মনে করি, বিবরণকারই সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন। ভাষ্যকার 'তোশসে' পদে 'বিনাশ কর' অর্থ গ্রহণ করায় 'রয়িং' পদেরও বিকৃত অর্থ করিতে হইয়াছে। উক্ত পদের ভাষ্যার্থ, -"শত্রূণাং ধনং" অর্থাৎ শত্রুদিগের ধন। ভাষ্যকার আপনার কাল্পনিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাইতে গিয়া দুই তিনটী পদের অর্থ বিকৃত করিয়াছেন; অথচ এরূপ করার কোনও কারণ প্রদর্শন করেন নাই।

আমাদের ধারণা এই যে,—উক্ত অংশে পরমধন লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'শ্রবায্যং' পদের অর্থ—যাহা শ্রবণযোগ্য, যাহা প্রসিদ্ধ, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যাহা আকাঙ্ক্ষণীয়। সে আকাঙ্ক্ষণীয় ধন বিনাশ না করিয়া প্রদান করার জন্য প্রার্থনাই সঙ্গত ও শোভন। আমাদের মনে হয়, তাহাতে মন্ত্রের মূলভাবও রক্ষিত হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশেও প্রার্থনা আছে। সেই প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব অমৃতসমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হউক। শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতপ্রাপক। সত্ত্বভাব হৃদয়ে উপজিত হইলে, তাহা সাধককে অমৃতসমুদ্রে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। তাহা যেন আমাদিগকে অমৃতত্ব প্রদান করে,—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। (৯অ—৮খ—১সূ—২সা)॥

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমং খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অপঘ্নন্ পবসে মৃধঃ০ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব 'মৃধঃ' (শত্রূন্) 'অপঘ্নন্' (বিনাশ্য) 'পবসে' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! রিপুজয়িনঃ কৃত্বা অস্মভ্যং শুদ্ধসত্ত্বং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—৮খ—১সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের অয়োবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! রিপুজয়ী করিয়া আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করুন)॥ (৯অ—৮খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঋচঃ প্রতীকমিদং। সা চ ছন্দস্যাম্নাতা। (৬।১।১।৬।২৫।৬৯পৃ) ব্যাখ্যাতা চ॥৩।

* * *

তৃতীয় (১২৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং'—ভগবানের করুণা-ধারা ক্ষরিত হয়। ভগবান তাঁহার সন্তানগণকে চিরদিনের জন্য অধঃপতিত রাখেন না। মানুষ আপনার প্রবৃত্তিবশে অসৎপথে চলিয়া নিজের অধঃপতন আনয়ন করে সত্য; কিন্তু সে চিরদিনই অধঃপতিত থাকিতে পারে না। নিজের কর্ম্মের ফলে অশান্তি ভোগ করিয়া বিশ্বমঙ্গল-নীতির প্রভাবে সে আবার প্রকৃত পথে চলিতে বাধ্য হয়।

মানুষ যখন আপনার কর্ম্মফলে অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে অবরোহণ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা পাইতে থাকে, তখন ভগবানের করুণাদত্ত শাস্তি ভোগ করিয়া পাপের পথ ত্যাগ করিয়া আবার মঙ্গলময় পথে চলিতে বাধ্য হয়; তখনই পাপীর বিনাশ ঘটে। যে পাপী ছিল, তখন সেই নবজীবন লাভ করে—ইহাই পাপীর মৃত্যু। তাই ভগবান বলিয়াছেন,—"আমি সাধুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ও পাপীর বিনাশের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

মানুষের হৃদয়ে যখন সত্ত্বভাবের উদয় হয়, তখন সে পাপ-পথ পাপজীবন পরিত্যাগ করিয়া নূতন জীবন পায়। তাই এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে—"জগতের পাপীদিগকে দূর করিয়া দাও প্রভু! তোমার অমৃতময় সত্ত্বভাব বিতরণে পাপীর পাপজীবন ধ্বংস করিয়া দাও, তোমার অমৃত-প্রবাহে জগৎ অভিষিক্ত হউক।"

মন্ত্রে পাপরূপ শত্রুসমূহের বিনাশের প্রার্থনা আছে। 'পাপী ব্যক্তিকে দূর কর'—বলিতে দ্বিবিধ ভাব উপলব্ধ হয়। এক ভাবে আমাদিগকে পাপ সম্বন্ধ হইতে দূরে রক্ষা কর, আর এক ভাবে পাপীদিগের পাপ নাশ করিয়া তাহাদিগকে মোক্ষপথে প্রতিষ্ঠাপিত কর। (৩)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের চতুর্বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ১ -- ১ – ১ ২ র ১ – ১ — ২ — ১
১। পবস্বদা ২ মি। ইয়া ২ ইয়া। বজায়ুবা ২ কৃ। ইন্দ্রদচ্ছা ২। ইয়া ২ ত্রয়া।

২ র ১ — র ১র — ১ – ২১ ২
তুত্তেমাদা ২ ঃ। বায়ুমারো ২। ইয়া ২ ইয়া। হধর্ম্মা ২ ৩ পা ৩ ৪ ৩।

২ ১র — ২ -- ২র ১ -- ১র — ১ ২ র ১ --
পবমানা ২। ইয়া ২ ইয়া। নিত্তোশাসা২রি। রয়িৎসোমা ২ ইয়া। শ্রবাআয়া ২।

র ১ -- ১ – ২ ২১র ২ ২ ১ — ১
ইন্দোসমূ ২। ইয়া ২ ইয়া। ত্রমাবা ২ ৩ য়িশা ৩ ৭ ৩। অপস্নবণা ২। ইয়া

-- ১ ২র ১ — ১ — ১ — ১ ২ ১ —
২ ইয়া। বসেমার্দ্ধা ২ ঃ। ক্রতুবিৎসেঃ ২। ইয়া ২ ইয়া। মমৎদারা ২ ঃ।

১র — ১ — ১ ২ ২ ১
সুদক্ষাদা ২ মি। ইয়া ২ ইয়া। বয়ুঙ্গা ২ ৩ না ৩ ৬ ৩ ম। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ।

ডা (৩)।

* * *

৫ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ১ ২ -- ১ ২
২। পব। স্বা ৩ দাম্নি। বাঃ। ঈয়া। আয়ু ১ বা ২ কৃ। আগ্নিন্দ্রদচ্ছ। তু।

৪ ২র ৩র২ ১ — ১র ১^ ৩ ৫র র
ত্তো ৩ হো। বাহায়ি। মদা ২ ঃ। বায়ূ ২ ৩ ম। আবরো ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ২ ২ ৫ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ১ ২ — ১
হধর্ম্মণা ১॥ পব। মা ৩ না। নায়ি। ঈয়া। ত্তোশা ১ দা ২ মি। রায়ি

২র ৪ ২রn ৩র২ ১ -- ১ ১ n ৩
ৎসোম। শ্রাগৌ ৩ হো। বাহায়ি। ঈয়া ২ ম। ইন্দো ২ ৩। সা ২ মূ

৫র র ২রn৩ ২ ৫ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ১
২ ৩ ৪ ঔহোবা। ত্রমাবিশা ১। অপ। স্না ৩ নপা। বা। ঈয়া। সায়ি

২ — ১ ২ র s ২রn ৫র ২ ১ —
মার্দ্ধা ২ ঃ। ক্রাতুবিৎসো। ম। মৌ ৩ হো। বাহা। ৎসরা ২ ঃ।

১ ১ n ৩ র৫র ২n৩২
সুদা ২ ৩। ক্ষা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। বয়ুঙ্গনা ১ প্ন (৩)॥

* * *

৫ ২ ৪র ৫র ২ ১ ২ ২র ১৪ ২ ৩র ২
৩। পবস্বা ৩ দেবআয়ুষাক্। ইন্দ্রাঙ্গচ্ছ। তুতেমদা ৩ঃ। ও ৩ ৪। হাহোয়ি।

১র ২ ৩র ২ ৩র ৫ ৪ ৫
বায়ুমা ২ ৩ রো। হথোহোয়ি। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। মা ৫ পো ৬ হায়ি॥

৫২৪ ৫র ২১ ২র১ ২ র ১৪ ২ ৩র ২
পবমাননিতোশপায়ি। রয়ায়িঁ৮ সোম। শ্রবায়িয়া ৩ ম। ঔ ৩ ৪। হাহোয়ি।

১ ৩ র ২ ৩র ১ ৫ ৪ ৫
ইন্দোসা ২ ৩ ম্ দ্রমোহোয়ি। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। বা ৫ য়িশো ৬ হায়ি॥

৫ ২ ৪ ৫র ২ ১ ২ ১র ২ ১৪ ২ ৩র ২
অপঘ্না ৩ ন্ পবসেমৃধাঃ। ক্রতূবিৎসো। মমৎসরা ৩ঃ। ও ৩ ৪। হাহোয়ি।

১ ২ ৩র ২n ৩র ১ ৫ ৪ ৫
সুদাক্ষা ২ ৩ দায়ি। বায়োহোয়ি। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ সো ৬ হায়ি (৩)॥

• * •

৩৪ ৫ র৪৫র ২ ২ ১ ১ ২ ২ -- --
৪। পবস্বদেবআ। ইয়া ৩ ৪ ৩ ঈ ৩ ৪ য়া। যুষাগিন্দ্রঙ্গচ্ছতুতৌ ২। হৌ ২।

১ — ১ -- ১র২ . ১ র ২ ১ ২১ ২
হুবা ২ য়ি। মাদা ২ঃ। বায়ু ৩ ৮ হোয়ি। আরো ৩ হো। হুপর্মা ২ ৩ পা

৩৪৫র ৪ ৫র ২ ২ ৫ ১ র ২ —
৩ ৪ ৩॥ পবমাননিত্তো। ইয়া ৩ ৪ ৩ ঈ ৩ ৪ য়া। শপায়িয়দিঁ৮ সোমশ্রবৌ ২।

— ১ — ১ —১ ২ ১ ২ ১ ২১র
হৌ ২। হুবা ২ য়ি। আয়া ২ ম। ইন্দো ৩ হোয়ি। সমূ ৩ হো। দ্রমাবা

২ ৪ ৩ ৪ ৫ র ২ ২ ৫ ১
২ ৩ য়িশা ৩ ৪ ৩॥ অপঘ্নন্পবসে। ইয়া ৩ ৪ ৩ ঈ ৩ ৪ য়া। মৃধাঃক্রতুবিৎ

র -- -- ১ — ১ -- ১ ২ ১ র ২
সোমমৌ ২। হৌ ২। হুবা ২ য়ি। ৎসারা ২ঃ। সুদা ৩ হোয়ি। স্বাদ!

১ ২১ ২ ১
৩ হো। বয়ুজা ২ ৩ না ৩ ৪ ৩ ম্। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)॥

১ ২ ১ ২১র ২ ১ ২ ২ ২ র
৫। পবস্বদো। হায়ি। বআয়ূ ২ ৩ ষাক্। ইন্দ্রঙ্গচ্ছতুতা ১ য়িমা ৩ দাঃ। বায়ু

রn ৩ ৫ ১ ২ ২ ১ ২ ৪ ৫ ১ ২র ১
মারো ২ ৩ ৪ হায়ি। হাধা ৩ হা। মণা। ঔ ৩ হোবা॥ পবমানো। হায়ি।

২ ১র ২ ১ র ২ ২ ২ র ৩ ৫
নিত্তোশা ২ ৩ পায়ি। রয়িঁ৮ সোমশ্রবা ১ আ ৩ য়াপ। ইন্দোসমো ২ ৩ ৪ হায়ি।

১২ ২ ১ ২ ৪৫ ১২১ ২১র ২
ত্রায়া ৩ হায়ি। বিশা। ঔ৩হোবা॥ অপঘন্তো। হায়ি। বসেমা ২৩ দ্ধাঃ।

১ র ২ ২ ২ রু ৩ ৫ ১২ ২
ক্রতুবিৎসোমমা ১ ৎসা ৩ রাঃ। সুদস্বাদো ২৩৪ হায়ি। বায়ু৩৮হায়ি।

১ ৪৫ ৪
অনায়। ঔ২৩হোবা। হো৫ঈ। ডা (৩)।

——:*:——

প্রথমং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ২ ৩ ১ ২
অভী নো বাজসাতমম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বাজসাতমং' (শ্রেষ্ঠতমং ধনং, পরমধনং) 'অভি' (অভার্ব, প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ-৮খ-২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (৯অ—৮খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সা চায়তা (৮।২।১৬—২ ভা০ ১৬১ পৃ) ব্যাখ্যাতা চ। (৯অ—৮খ-২সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (১২৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

———*———

ভাল জিনিষটী সকলেই পাইতে চায়। যাহা দ্বারা মানুষ উপকার পায়, যাহা মানুষকে শান্তি দিতে পারে, তাহাই মানুষ আগ্রহের সহিত কামনা করে। সম্ভবতঃ মানুষকে তাহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু দিতে পারে; কাজেই সকলে তাহাই পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। সেইজন্যই 'বাজসাতমং' পাইবার প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—(১) "সুরূপাত্তম্" (২) "ভাস" (৩) "কাক্ষীবতম্" (৪) "গায়ত্রাসিতম্" (৫) "ঐড়সৈন্ধুক্ষিতম্।"

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যার সহিত প্রচলিত ভাষ্যাদির বিশেষ কোনও অনৈক্য নাই। অধিকাংশ স্থলেই ভাষ্যের সহিত আমাদিগের মতের মিল আছে। পরমধন লাভ করাই মানবজীবনের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ কার্য্য, সেই কাম্যবস্তু লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনাই এই মন্ত্রের বিশেষত্ব। (৯অ-৮খ ২সূ—১সা)। *

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১   ১   ৩ ১   ২র   ৩   ১ ২   ৩ ১ ২
বয়ং তে অস্য রাধসো বসোর্ব্বসো পুরুস্পৃহঃ।
১   ২র   ৩ ১   ২র   ৩ ১
নি নেদিষ্ঠতমা ইষঃ স্যাম সুম্নে
২
তে অধ্রিগো ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসো' (বাসয়িতঃ, পরমাশ্রয়, যদ্বা—পরমধনদাতঃ হে দেব!) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 'পুরুস্পৃহঃ' (বহুভিঃ আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ, সর্ব্বৈঃ আরাধনীয়স্য ইত্যর্থঃ) 'বসোঃ' (আশ্রয়দাতুঃ, যদ্বা—পরমধনদাতুঃ) 'অস্য' (প্রসিদ্ধস্য, এবম্ভূতস্য) 'তে' (তব) 'রাধসঃ' (পরমধনস্য) 'নেদিষ্ঠতমাঃ' (অত্যন্তং সমীপবর্ত্তিনঃ) 'স্যাম' (ভবেম); বয়ং তব পরমধনং লভেম—ইতি ভাবঃ; 'অধ্রিগো' (অনিবার্য্যবেগশালিন, উর্দ্ধগতিপ্রাপক হে দেব!) 'তে' (তব) 'সুম্নে' (সুম্নায়, সুখলাভায়, পরমানন্দলাভায় ইত্যর্থঃ) বয়ং 'ইষঃ' (সিদ্ধিং) 'নি' (নিতরাং—প্রাপ্নুয়াম ইতি শেষঃ।)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! বয়ং তব পরমানন্দং পরমধনং চ লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—৮খ—২সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমাশ্রয় (অথবা পরমধনদাতা) হে দেব! প্রার্থনাকারী আমরা যেন সকলের আরাধনীয় আশ্রয়দাতা অথবা পরমধনদাতা প্রসিদ্ধ আপনার পরমধনের অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী হই; (ভাব এই যে,—আমরা

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

যেন আপনার পরমধন লাভ করি); উর্দ্ধগতিপ্রাপক হে দেব। আপনার পরমানন্দের জন্য আমরা যেন সিদ্ধি নিঃশেষে প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন আপনার পরমানন্দ এবং পরমধন প্রাপ্ত হই।)॥ (৯অ—৮খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বসো' বাসয়িতঃ! সোম! 'অস্য' এতাদৃশস্য 'তে' তব 'রাধসঃ' ধনস্য 'পুরুস্পৃহঃ' বহুভিঃ স্পৃহণীয়স্য 'বসোঃ' বাসকস্য ত্বদীয়-দীয়মানস্য বয়ং নিতরাং 'নেদিষ্ঠতমাঃ' অত্যন্তমন্তি-কতমাঃ 'স্যাম' ভবেম॥ (৯অ-৮খ-২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই ভগবৎসমীপে পরমধন, পরাসিদ্ধি লাভের জন্যই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার এই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের—"অধ্রিগো তে সুম্নে নি"—পদসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই কেন তাহা বুঝা গেল না। যিনি পরমধনের অধীশ্বর, কুবেরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য যাঁহার কৃপাধীন, তাঁহার নিকটই ধনের প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'বসো' পদের দুইটী অর্থ আমরা প্রদান করিয়াছি। বসু শব্দ ধনার্থক। সুতরাং 'বসো' পদে ধনাধিপতিকেই লক্ষ্য করে। যিনি পরমধনের অধিপতি, যাঁহার করুণায় মানুষ সর্ব্ববিধ ধন প্রাপ্ত হয়, সেই পরমদেবতার চরণেই ধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভাষ্যকার উক্তপদের অর্থ করিয়াছেন—'বাসয়িতঃ' নিবাসপ্রদ। আমরা সেই অর্থও সঙ্গতবোধে গ্রহণ করিয়াছি। তিনিই জগতের একমাত্র পরম আশ্রয়। মানুষ সেই চরমাশ্রয় লাভ করিবার জন্যই চিরলালায়িত।

"কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব'—এই প্রশ্ন যখন মানুষের মনে উদয় হয়, তখনই সে তাহার জীবনের চরম গন্তব্য পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ যতই কেন মোহগ্রস্ত হউক না, যতই কেন সংসারের মায়াজালে জড়িত হইয়া পড়ুক না, কোন না কোনও সময়ে তাহার মনে এই প্রশ্ন জাগিবেই। মানুষ স্বরূপতঃ দেবতা, দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের মধ্যে স্তরগত পার্থক্য ব্যবধান, সেই ব্যবধান দূর হইলে মানুষ দেবতা হয়—ব্রহ্ম হয়। মানুষ সেই পরমদেবতার নিকট হইতে আসিয়াছে, সুতরাং তাহার মনে দেবত্বের একটা ছাপ থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ মানুষের মধ্যে দেবত্বের, ব্রহ্মশক্তির বীজ বর্ত্তমান আছে। তাহার হৃদয়ে যে উচ্চতরলোকের, পবিত্রতর জীবনের অনুপ্রেরণা আছে তাহাই মানুষকে মাঝে মাঝে তাহার চরম পরিণতির বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। মানুষ সৌভাগ্যবশে সেই পরিণতির

—চরমাশ্রয়ের অনুসন্ধানে রত হইলে দেখিতে পায় যে, সেই পরমদেবতাই তাহার একমাত্র আশ্রয়। তাহাকে সেই দেবতার নিকটই ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন —তাঁহা হইতে জীবগণ আসিয়াছে, আবার তাঁহাতেই প্রত্যাবর্তন করিবে। এখানে সেই পরমাশ্রয়কে লক্ষ্য করিয়াই 'বসো' সম্বোধন করা হইয়াছে।

জগৎ ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাঁহাতেই বর্তমান আছে। তিনিই মানবের—বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়; জগৎ তাঁহারই বহিঃপ্রকাশ-মাত্র। সুতরাং তিনি বিশ্বের আশ্রয়স্থল। অপিচ, মানুষ যখন সংসারের দুঃখকষ্টে অভিষ্ঠ হইয়া উঠে, মায়ামোহের আক্রমণে বিব্রত হইয়া উঠে, তখনও সেই একমাত্র আশ্রয়ের প্রতিই মানুষের দৃষ্টি পড়ে। কেবলমাত্র সেই পরমপুরুষই মানুষকে বিপদ হইতে, দুঃখ যন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তাই জগতের দুঃখতাপে অভিষ্ঠ হইয়া মানুষ সেই পরমপিতারই আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাঁহার মঙ্গলময় ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইতে চায়। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় বিপদের বন্ধু সেই পরম দেবতাকেই সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে। "ওগো জীবনের জীবন আমাদিগকে তোমার মঙ্গলময় ক্রোড়ে আশ্রয় দান কর। তোমার ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া এই সংসার-প্রবাসে দীনহীনের মত আর কতদিন ঘুরিয়া বেড়াইব? আশ্রয় দাও প্রভো কোলে তুলিয়া লও, চারিদিকে রিপুর আক্রমণে, মায়ার প্রলোভনে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি উদ্ধার কর, চিরশান্তি প্রদান কর। তোমার পরমধন দান করিয়া আমাদের হীন পতিত হৃদয়কে পবিত্র কর। আশ্রয় দান কর, কোলে তুলিয়া লও।" মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনার এই এই সুরই নিহিত দেখিতে পাই।

মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ,—আমরা যেন পরমধনের অতিশয় নিকটবর্তী হই অর্থাৎ আমরা যেন পরমধন লাভ করি। দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনাও প্রথমাংশের ভাবের সহিত সংযুক্ত। সেই দেবতার নিকট পরাসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ভগবানের কৃপাসাপেক্ষ। ভগবদনুভূতির পরমানন্দ লাভ করিতে হইলে সেই দয়াময়ের দয়ার উপরই নির্ভর করিতে হয়। তিনিই মানুষকে সাধনমার্গে পরিচালিত করেন, মানুষ যাহাতে সাধনার উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিয়া তাঁহার চরণতলে উপস্থিত হইতে পারে তিনি তাহারই উপায় বিধান করেন।

মন্ত্রে তাঁহাকে 'অদ্রিগ্রঃ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তিনি অনিবার্য্যবেগশালী তাঁহার গতি কেহই রোধ করিতে পারে না। তিনি যদি কৃপা করিয়া সাধককে উর্দ্ধলোকে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, কেহই তাহা প্রতিরোধ করিতে পারে না, অর্থাৎ তাঁহার কৃপামাত্রই মানুষ উর্দ্ধগমনে সমর্থ হয়। 'অদ্রিগঃ' পদের ইহাই তাৎপর্য্য।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ কোনও পার্থক্য ঘটে নাই। তবে কোন কোন ব্যাখ্যায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে সোমরসের উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নে একটি প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ প্রদত্ত হইল,—"হে ব্যাপক সোম! অনেকোঁকে চাহনে যোগ্য আউর তেরে দিয়ে হুএ ইস তেরে ধনকে অত্যন্ত সমীপ হৈঁ; হে সোম! তেরে দিয়েহুএ অন্নকে সুখসে সমীপ হুঁ।" কোন কোনও ব্যাখ্যায় একটু ভিন্নমত প্রতিফলি

য়্যাছে। নিম্নের বঙ্গানুবাদ দৃষ্টে তাহা অবগত হওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—......হে ধনস্বরূপ! হে অনিবার্য্যবেগশালী! আমরা যেন তোমার এই সর্ব্বজন কামনীয় নের এবং প্রচুর অন্নের অতি নিকটে যাইতে পারি।" (৯অ ৮খ—২সূ—২সা)॥ *

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ৩ ১২
পরি স্য স্বানো অক্ষরদিন্দুরব্যে মদচ্যুতঃ।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
ধারা য ঊর্দ্ধো অধ্বরে ভ্রাজা ন যাতি গব্যয়ুঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গব্যয়ুঃ' (গোকামঃ, জ্ঞানকামঃ, পরাজ্ঞানলাভেচ্ছুকঃ জনঃ) 'ভ্রাজা ন' (যথা দীপ্ত্যা, দিব্যজ্যোতিষা সহ ইতি ভাবঃ) 'অধ্বরে' (যজ্ঞস্থলে, সৎকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ) 'যাতি' (প্রবৃত্তঃ ভবতি) তদ্বৎ 'যঃ' 'ঊর্দ্ধঃ' (ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকঃ) 'মদচ্যুতঃ' (পরমানন্দদায়কঃ) 'স্বানঃ' (শুধানঃ, বিশুদ্ধকারকঃ, পবিত্রঃ) 'স্যঃ' (সঃ, প্রসিদ্ধঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ধারা' (ধারয়া, ধারারূপেণ) 'অব্যে' (নিত্যে, নিত্যজ্ঞানে) 'পর্য্যক্ষরৎ' (পরিক্ষরতি, সম্মিলিতঃ ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মোক্ষদায়কঃ পরমানন্দদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ পরাজ্ঞানেন সহ মিলিতঃ ভবতি - ইতি ভাবঃ। (৯অ ৮খ ২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরাজ্ঞানলাভেচ্ছুক ব্যক্তি যেমন দিব্যজ্যোতির সাহায্যে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, সেইরূপ যিনি ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক, পরমানন্দদায়ক, বিশুদ্ধকারক, সেই প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব ধারারূপে নিত্যজ্ঞানে সম্মিলিত হয়েন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—মোক্ষদায়ক পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়। (৯অ—৮খ—২সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গব্যুঃ' গোকামঃ যদ্বা ক্ষীরাদি কাময়মানঃ 'ঊর্দ্ধঃ' সমুচ্ছ্রিতঃ সর্ব্বেষাং মুখ্যো 'যঃ' সোমঃ 'ভ্রাজা ন' যথা ভ্রাজমানয়া দীপ্ত্যা অন্তরিক্ষে গচ্ছতি তদ্বৎ দীপ্ত্যা সহ 'অধ্বরে' যজ্ঞে 'ধারয়া' স্বকীয়য়া ধারয়া 'যাতি' গচ্ছতি। 'স্বানঃ' সূয়মানঃ অভিষূয়মাণঃ সঃ 'ইন্দুঃ' সোমঃ 'মদচ্যুতঃ' মদার্থং দেবৈঃ প্রেরিতঃ সন্ 'অব্যো' অবিভবে পবিত্রে 'পর্য্যক্ষরৎ' পরিতঃ ক্ষরতি। 'অক্ষরৎ'—'অক্ষাঃ' ইতি পাঠৌ॥ (৯অ-৮খ-২সূ-৩সা)॥

• • •

তৃতীয় (১২৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী একটু জটিলতাসম্পন্ন। ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যা ইহাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ-সম্বন্ধে একটা আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"মাদকত্ব শক্তিধারী সোম নিষ্পীড়িত হইয়া মেষলোমের চতুর্দ্দিকে ক্ষরিত হইলেন। তাঁহার ধারা যজ্ঞস্থলে ঊর্দ্ধে যাইতেছে; তিনি দীপ্তিশালী হইয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবার নিমিত্ত আসিতেছেন।" ভাষ্যকারও সোম-রসের কল্পনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার কল্পনায় ও অনুবাদের ভাবে অনেক পার্থক্য আছে। ভাষ্যকার 'গব্যুঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'গোকামঃ যদ্বা ক্ষীরাদিকাময়মানঃ'—যিনি গরুকামনা করেন অথবা ক্ষীরাদি কামনা করেন। অর্থাৎ সোমরস এই দুইটীর একটী কামনা করিতে পারেন। 'সোম' অথবা 'ইন্দু' যদি সোমরস হয়, তাহা হইলে প্রচলিত মতানুসারে তাহা 'ক্ষীরাদি কাময়মানঃ' হওয়াই সম্ভবপর। কিন্তু 'গোকামঃ' বলাতে সোম বা ইন্দুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়। প্রচলিত মতানুসারে 'গো' অর্থে গরুকে বুঝায়। সুতরাং সোমরস গরুকে কামনা করে—এ কথার অর্থ কি তাহা বুঝা যায় না। কারণ সোমরসের সহিত গরুর কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করা যায় না।

আমাদের ভাবধারা স্বতন্ত্র। 'গব্যুঃ' পদে আমরা 'জ্ঞানেচ্ছুকঃ', 'পরাজ্ঞানলাভেচ্ছুকঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'গব্যুঃ' পদের অর্থ 'গোকামঃ' সত্য, কিন্তু 'গো' শব্দের অর্থ—জ্ঞান, পরাজ্ঞান। সুতরাং যিনি সেই পরাজ্ঞানলাভ করিবার ইচ্ছা করেন, যাঁহার হৃদয়ে সেই পরমবস্তু লাভ করিবার আন্তরিক চেষ্টা ও ইচ্ছা বর্ত্তমান, তাঁহাকেই 'গব্যুঃ' বলা যায়। তিনি জ্ঞানকামী, তিনি সাধক। তিনি সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা আপনার মোক্ষমার্গ পরিষ্কার করেন।

মন্ত্রের প্রথমাংশে একটী উপমা আছে,—'ভ্রাজা ন'। ভাষ্যকার এই উপমার অর্থ করিয়াছেন,—(সোমঃ) "যথা ভ্রাজমানয়া দীপ্ত্যা অন্তরিক্ষে গচ্ছতি তদ্বৎ দীপ্ত্যা সহ"। এখানে 'ভ্রাজা ন' উপমার সহিত সোমরসের সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে। তাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে, 'সোম যেমন উজ্জ্বল দীপ্তির সহিত অন্তরিক্ষলোকে গমন করে সেইরূপ।' এখানে আবা 'সোম' শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে সংশয় আসে। সোমরস দীপ্তি পাইল কিরূপে তাহা বুঝা যায় না তরল মাদকদ্রব্য সোমরসের নিম্নগামী হওয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম, কিন্তু তাহা উপরে একেবা

অন্তরিক্ষে কিরূপে চলিয়া গেল তাহা বুঝা দুষ্কর। ভাষ্যকার শুধু অসঙ্গতিরই সৃষ্টি করিতেছেন। সোমরসকে একবার বলিতেছেন, তরল মাদকদ্রব্য, আবার পরক্ষণেই বলিতেছেন,—জ্যোতিঃর্ম্ময়, অন্তরিক্ষে গমনকারী। সুতরাং সোমরস বলিতে ভাষ্যকার কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করেন তাহা বুঝা যায় না, পরিষ্কারভাবে তাহা কোথায়ও বলা হয় নাই। বিভিন্ন স্থলে ভাষ্যকার বিভিন্নভাবের পরিচয় দিয়াছেন, এবং এই সকল ভাব পরস্পরবিরোধী। বর্ত্তমান মন্ত্রে একভাবের মধ্যেই অসঙ্গতি দোষ আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

আমরা মনে করি যে. এখানে সোমরসের কোন উল্লেখ নাই। 'ভ্রাজা ন' উপমার যে অর্থ তাহা মর্ম্মানুসারিণীতে দ্রষ্টব্য। এই উপমা 'গব্যয়ুঃ' পদের সহিত অন্বিত। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই,—"পরাজ্ঞানলাভেচ্ছুক ব্যক্তি যেমন দিব্যজ্যোতির সাহায্যে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন।" ভগবানের দিব্যজ্যোতিঃ যাঁহার মধ্যে বিকশিত হয়, তিনিই মোক্ষমার্গের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, মোক্ষলাভের উপযোগী সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষ নিজের অসম্পূর্ণতা ও হীনতা ক্ষালন করিতে চেষ্টা করে। উপমার প্রথমাংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। উপমার দ্বিতীয়াংশে সত্ত্বভাবের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধক যেমনভাবে ভগবৎশক্তির সাহায্যে আপনার মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হয়েন, অর্থাৎ দুইটী যেমন ধ্রুবসত্য, ঠিক সেইরূপ আরও একটী ধ্রুব সত্য এই যে,—পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়। মন্ত্রের মধ্যে এই তত্ত্বই উপমার সাহায্যে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। * (৯অ—৮খ—২সূ—৩সা) ॥

—— • ——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ র　৩র২　৪ র ৫　১　১ র ২
১। অভী　নোবা ৩। জসাতমাম্।　রয়িমর্ষশতস্পৃহা ২ ৩ ম্। আগ্নিন্দোসহ।

৪　১ ২　৪ ৫
৩ ১ ২ ৩। স্রভা ৫ র্ণসাম্।　তুবিদ্যুম্না ৩ ১ ২ ৩ ম্।　বিভোবা।

৪　৫　৫　৩র ২　৪ ৫　১র　র
সা ৫ হো ৬ হায়ি॥ বয়ম্। তেআ ৩। স্বরাধসাঃ। বসোর্ব্বসোপুরুস্পৃহা ২ ৩ঃ।

১ র ২　৪　১ ২　৪ ৫
নায়িনে'দষ্ঠা ৩ ১ ২ ৩। তমা ৫ ইষাঃ। স্বামসুম্না ৩ ১ ২ ৩ রি। তস্তবা।

৪　৫　৫　৩ ২　৪র ৫　১ র
ধ্রা ৫ য়িগো ৬ হায়ি॥ পরি। স্বস্বা ৩　নোঅক্ষরাৎ। ইন্দুরব্যেমদচ্যুতা ২ ৩ঃ।

১ র ২　৪র　১ র ২　৪ ৫
ধারায়উ ৩ ১ ২ ৩।　ধেবোআ ৫ ধ্বরায়ি।　ভ্রাজানয়া ৩ ১ ২ ৩।　তিগোবা।

৪　৫
ব্যা ৫ য়ো ৬ হায়ি (৩)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তে তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

৩ র ২র১ ৪র র ৫ ২ ১ ১২ ১ র২
২। অভীহীমো ২ ৩। বাজনাত্তমমীয়া। রয়িমর্ষশতস্পৃহম্। আয়িন্দোসহ।

১ ২ ১২ ২ ১২ ২ ১র ২
স্রভর্ণা ২ ৩ সাম্। তুবা ৩ হায়ি। দ্যুম্না ৩ ৮হায়ি। বিভাসা ২ ৩হা৩৪৩ম্।

৩ ২র ১ ৪ ৫ ১রর ২ র ১২ ১ র ২
বয়৮হীতে ২ ৩। অগুরাধসঈয়া। বসোর্ব্বসোপুরুস্পৃহঃ। সায়িসেদিষ্ঠ।

১র ২ ১২ ২ ১২ ২ র ১ ২
তমাআ ২ ৩য়িষাঃ। স্তামা ৩ হায়ি। সুম্না ৩ য়িহায়ি। তেজঅগ্রা ২ ৩ য়িগা ৩৪৩উ॥

৩র ২ ১ ৪র র ৫ ১২১২র১ ২ ১র২র
পরীহিস্থা ২ ৩ঃ। স্বানোঅক্ষরদীয়া। ইন্দুরব্যোমদচ্যুতঃ। ধারায়উ।

র ১ ২ ১২ ২ ১২ ২ ১ ২
ধ্বোঅধ্বা ২ ৩রায়ি। ভ্রাজা ৩ হা। নায়া ৩ হা। তিগব্যা ২ ৩ য়ু৩৪৩ঃ।

১
ও ২৩৪৫ঈ। ডা (৩)॥

* * *

২১র র ২র১র ২১ ২১ ২ ১ র ২১ ২
৩। অভীনোবাজসাতমাম্। রয়িমর্ষশতস্পৃ ২ ৩ হাম্। ইন্দোসহস্রভর্ণা ২ ৩ সাম্।

১ ২ n ৩র২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
তুবাদ্যিম্ন ২ ৩য়া ৩ম্। গা ২ য়ি। ভাসা ৩ ৪ ঔহোবা। হা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

২১ র ২ ১র২১ র র ২ ১ ২ ১ র ২১র ২
বয়ন্তেঅস্তরাধসাঃ। বসোর্ব্বসোপুরুস্পৃ ২ ৩ হাঃ। নিনেদিষ্ঠতমাআ ২ ৩ য়িষাঃ।

র ১ ২ ১ n ৩ ২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
স্তামন্ ২ ৩ য়া ৩ য়ি। তে ২। অগ্রা ৩ ৪ ঔহোবা। গা ২ ৩ ৪ ৫ উ।

১ ২ ১২র১র ২ ১ র ২১ ২ ১রর র ২র১
পরিস্তস্বানোঅক্ষরাৎ। ইন্দুরব্যোমদচ্যু ২ ৩ তাঃ। ধারায়উর্দ্ধোঅধ্বা ২ ৩

র র১র ৩ ১A ৩২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
রায়ি। ভ্রাজানা ২ ৩ য়া ৩। তা ২ য়ি। গব্যা ৩ ৪ ঔহোবা। য়ু ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

২ র ১র র ২র১র ২ ১ ২ ৪
৪। অভীনোবোহো। জাসাত্তমাম্। রয়িমর্ষা ৩। শাতা ৩ স্পৃ ৫ হা ৬ ৫ ৬ ম্।

২ র ১ র ২র ১ ২ ১ ২ ৪
ইন্দোসহোহো। স্রাভর্ণসাম্। তুবিদ্যুম্না ৩ ম্। বায়িভা ৩ সা ৫ হা ৬ ৫ ৬ ম্।

২ ১ র ২র১র ২ র ১ ২ ৪
বয়ন্তঔহো। স্তারাধসাঃ। বসোর্ব্বসা ৩ উ। পুরু ৩ স্পৃ ৫ হা ৬ ৫ ৬ঃ।

২ র ১ র　২র১র　২র　১ ২　৪
নিনেদিষ্ঠৌহো। ত্তমাইষাঃ। ত্তামন্তুয়া ৩ য়ি। তেজা ৩ শ্রা ৫ য়িগা ৬ ৫ ৬ উ।

২　১র　২র১　২　১ ২
পরিস্তুখোহো। নোজক্করাৎই। ইন্দুরব্যা ৩ য়ি। মাদা ৩ চ্যু ৫ ত্তা ৬ ৫ ৬ ঃ।

২রর২র　২র ১　২রর　১ ২　৪
ধারাম্নউহো। ধেবোজধ্বরারি। ভ্রাজানর ৩। ত্তান্নিগা ৩ ব্যা ৫ যূ ৬ ৫ ৬ ঃ (৩)।

• • •

২ র র　১ ২　২　৪　২　২　১ ২　১ ৩
৫। অভীনোবা। জসাত্তা ৩ মাম্　ঔ ৩ হো ৩ বা। রয়িমর্ষশত্তস্পৃহা-

১ ১ ১ ১　২　১ ২ ২　৪ ২ ২　১ র ২১
২ ৩ ৪ ৫ ম। রয়িমর্ষা। শত্তাস্পৃ ৩ হাম্। ঔ ৩ হো ৩ বা। ইন্দোসহস্র-

২ ৩ ১ ১ ১ ১　র　১ ২ ২　৪ ২ ২
ভর্ণসা ২ ৩ ৪ ৫ ম। ইন্দোসহা। স্রভার্ণা ৩ সাম্। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১　২র১৩ ১ ১ ১ ১　২　১ ২ ২
তুবিদ্যুা। ম্নংবিত্তাসহা ২ ৩ ৪ ৫ ম। তুবিদ্যুম্নাম। বিত্তাসা ৩ হাম্।

৪ ২ ২ ২ র　১ ২ ২　৪　২ ২ ১ র ২ র
ঔ ৩ হো ৩ বা॥ বয়স্তেত্মা। শুরাধা ৩ সাঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা। বলোর্ব্বিলো-

১ ৩ ১ ১ ১ ১　২ র　১ ২　২　৪ ২ ২
পুরুস্পৃহা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। বলোর্ব্বিদাউ পুরুস্পৃ ৩ হাঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১ র ২ রu৩২　২ র　১২　২　৪ ২ ২
নিনেদিষ্ঠ ত্তমাইষা ১ ঃ। নিনেদিষ্ঠা। ত্তমাআ ৩ য়িষাঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১র২রর র২ ৩ ১ ১ ১ ১　২র　র ১ ২　২　৪
ত্তামস্নুয়েত্তেজশ্রিগা ২ ৩ ৪ ৫ উ। ত্তামন্তুয়ায়ি। তেজাশ্রা ৩ য়ি গা। ঔ ৩

২ ২ ২　র ১ ২　২　৪ ২ ২　১ ২১২র১
হো ৩ বা॥ পরিস্তুখা। নোজাক্কা ৩ রাৎ। ঔ ৩ হো ৩ বা। ইন্দুরব্যোমদ-

২৩ ১ ১ ১ ১　২　১ ২　২　৪ ২ ২
চ্যুত্তা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। ইন্দুরব্যায়ি। মদাচ্যু ৩ ত্তা ঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১র২র১২র১র২৩২　২রর　র ১ ২　২　৪ ২ ২
ধারায়উর্দ্ধাঅধ্বরা ১ য়ি। ধারায়উ। ধেবোআধ্বা ৩ রায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা।

র১র র ২৩ ২　২রর　১ ২ ২　৪ ২ ২
ভ্রাজানষাত্তিগব্যয়ু ১ ঃ। ভ্রাজানয়া। ত্তিগাব্যা ৩ যূঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা।

৪ ২ ২ ৪ ২ ৪ ২　৫　২　২n　৫
ঔ ৩ হো ৩ বা। ঈ ৩ য়া। ঈ ৩ য়া ৩ ৪। হা। হাউবা ৩। উ ৩ ২ ৩ ৪ পা॥

• ৫ •

১২র র ১ -- ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ৫ ১২র
৬। অভীনোবা। জালা ২ তমাদ। রয়িমর্ষা ৩। শাতস্প ২ ৩ ৪ হাম্। ইন্দো-

১ — ১ ২ ১ ২ ১ ৪ ২
লহা। স্রাভা ২ র্ষসাদ। তুবায়িদ্যু ২ ৩ ম্না ৩ ম। বা ২ ৩ য়িভা ৩। সা ৩ ৪ ৫

৫ ১২ র ১ -- ১ ২১র ২ ১২ ৩
হো ৬ ৫ ৬ হায়ি। বয়ন্তেআ। স্পারা ২ ধলাঃ। বসোর্ব্বলা ৩ উ। পুরুস্প-

৫ ১২র ১ — ১ ২র১ ২
২ ৩ ৪ হাঃ। নিনেদিষ্ঠা। তামা ২ ইষাঃ। স্পামস্থ ২ ৩ ম্না ৩ য়ি।

১ ৪ ২ ৫ ১ ২ ১ — ১
তে ২ ৩ আ ৩। ধ্রা ৩ ৪ ৫ য়িগো ৬ হায়ি॥ পরিস্থস্বা। নোআ ২ ক্ষরাৎ।

২ ১ ২ — ১ ২ ৩ ৫ ১র২র ১ — ১
ইন্দুরবা ৩ য়ি। মাদচ্যু ২ ৩ ৪ তাঃ। ধারায়উ। ধেবাআ ২ ধ্বরায়ি।

২র১র ২ ১ ৪ ২ ৫
ভ্রাজানা ২ ৩ ম্না ৩। তা ২ ৩ য়িগা ৩ বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি॥

* * *

৩ ২ ২ ৪র ৫র ২ ৪ ৫ ১
৭। অভা ৩ ১ য়ি। নো ৩ বা। জসা। তা ৩ ১ম। এহিয়া। বা। য়িমর্ষশা।

২ ১ — ১র — র ১ ২ ৪ ৫
ত। স্পৃহা ২ ম। এহিয়া ২। ইন্দোসহস্রা ৩ ভা ৩। ণা ২ ৩ ৪ সাদ।

২র -- ১র — ১ ২ ৪ ২^ ৫
ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। তুবিদ্যুম্নাংবা ৩ য়িভা ৩। না ৩ ৪ ৫ হো ৬ হায়ি॥

৩ ২ ২ ৪ ৫র ২ ৪ ৫ ১ র র ২
বয়া ৩ ১ ম। তে ৩ অ। স্যরা। ধা ৩ স ঃ। এহিয়া বা। সোর্ব্বলোপু। রু।

১ — ১র — র ১ ২ ৪ ৫
স্পৃহা ২ ঃ। এহিয়া ২। নিনেদিষ্ঠাতা ৩ মা ৩ ঃ। আ ২ ৩ ৪ য়িষাঃ।

২র — ১র — র ১ ২ ৪ ২^
ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। স্থামস্থ্নায়িতে ৩ আ ৩। ধ্রা ৩ ৪ ৫ য়িগো

৫ ৩ ২ ২ ৪র র ৪ ২ ৪ ৫ ১
৬ হায়ি॥ পরা ৩ ১ য়ি। স্বা ৩ স্বা। নোঅ। ক্ষা ৩ রৎ। এহিয়া। আয়ি।

র ২ ১ — ১র — র র ১ ২ ৪
ন্দুরব্যোমা। দ। চুতা ২ ঃ। এহিয়া ২। ধারায়উর্দ্ধো ৩ আ ৩। ধা ২ ৩ ৪

৫ ২র — ১র — র র ১ ২
রায়ি। ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। ভ্রাজানয়াতা ৩

৪ ২^ ৫
য়িষা ৩। বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি॥

* * *

২ র র র   ২   ১   ২   ১ —
৮। অতীমোবজসা ১ তামান্। রয়িম। যশা২৩স্তা। হুম্মা ২১২২।

১ র ২১ n১৩ ১ ১ ১ ১   ১২ ২   — ১
স্পৃকমিন্দোনহস্রস্তর্ণসা ২৩৪৫ম্। ভূবা ০ উবা। দ্যু২ম্নাম। বা২৩

২   ১   ৪ ৪   ২ র   ২   ১ র
য়িতা। মহাম্। ঔ২৩হোবা॥ বয়স্তেজস্তরা ১ ধানাঃ। বসোর্ব্ব।

র   ২   ১ --   ১ র র ২ র৩২   ২
সোপূ২৩রা। হুম্মা২১২২। স্পৃহোনিনেদিষ্ঠতমাইষা১ঃ। স্থামা৩

২ -- ১   ২   ১ ২n ৪৫ ২ র র
উবা। দ্যু২ম্নাম্নি। স্তে২৩ঝা। ধ্রিগা। ঔ৩হোবা॥ পরিস্তবানোজা১

২   ১   র   ২   ১ --   ১ র র২র১২র১র
ক্ষারাৎ। ইন্দ্রয়। গোমা২৩দা। হুম্মা২১২। চ্যুতোধারায়ঊর্জো-

২n ৩ ২   ২ ২   -- ১
অধ্বরা১ম্নি। ভ্রাজা৩উবা। না২য়া। তা২৩

২   ১   ৪৫   ৪
ম্নিগা। বায়ূঃ। ঔ২৩হোবা। হো৫ঈ। ডা॥

* * *

২ র র র   ২র   ২ ১ ২১   ২ ১ —   ১২
৯। অভীনোবাজা ৩ সাতমাম্। রয়াম্নিমর্বা। শতস্পৃহা ২ম্। ইহা ৩।

১ ২   ৪৫ ২n ৩   ৫ ২১   ২   ১২
আমিন্দো ৩ সাহা। হাহো ২৩৪হা। স্রভর্ণা ২৩সাম্। ইহা ৩।

১২   ৪৫   ২^ ৩   ৪   ৩২ ৪
ভূবা ৩ দ্যুম্নাম্। হাহো ২৩৪হা। বিস্তা৩সা৫হা৬৫৬ম্।

২ র   ২র   ১২১   ২ ১ —   ১২
বয়স্তেজস্তা ৩ রা ৩ ধসাঃ। বসোর্ব্বসাউ। পুরুস্পৃহা২ঃ। ইহা৩।

১ ২ ৪ ৫ ২n ৩   ৫ ২র১   ২   ১২
সাম্নিনে ৩ দাম্নিষ্ঠা। হাহো ২৩৪হা। তমাজা ২৩ম্নিষাঃ। ইহা ৩।

১২ ৪৫   ২n ৩   ৫ ৩র২ ৪
স্থামা ৩ দ্যুম্নাম্নি। হাহো ২৩৪হা। স্তেজা ০ধ্রা৫ম্নিগা৬৫৬উ।

২ র   ২   ১২১ ২১ -- ১২   ১২ ৪৫
পরিস্তবানো ০ অক্ষরাৎ। ইন্দুরব্যাম্নি। মদচ্যুস্তা২ঃ। ইহা৩। ধারা৩য়াউ।

২৪৩ ৩ ২র ১ ২ ১২ ১২ ৪৫
হাহো ২৩৪ হা। ধেবোঅধ্বা ২ ৩ রাম্নি। ইহা ৩। ভ্রাজা ৩ আর্য্য।

২৪৩ ৫ ৩২ ৪ ৩১১১১
হাহো ২৩৪ হা। তিগা ৩ বা। ৫ যু ৬৫৬ঃ। হে ২৩৪৫।

* * *

৫র২ ৪র৫৪র ৫ ২১ ২১ n ৩২ ৩ ৫
১০। অভীনো ৩ বাজসা তমাম্। রম্নাম্নিমর্ষা ২। শতা ৩৪৫। স্পৃ ২৩৪ হাম্।

১র২১ ২n৩ ১১১১ ১২n৩ ৫ ১২৪৩ ৫
ইন্দোসহস্রভর্ণসা ২৩৪৫ম্। তুবাও ২৩৪ বা। দুম্নাও ২৩৪ বা।

৪ ৫ ২ ৪৫৪র ৫ ২১২১n ৩২
বিভ্বা ৫ সহাম্। বয়স্তে ৩ অন্তরাধসাঃ। বসোর্ব্বসা ২ উ। পুরূ ৩৪৫।

৩ ৫ ১র ২২n৩২ ২n৩ ৫ ১২n৩ ৫
স্পৃ ২৩ হাঃ। নিমেদিষ্ঠতমাইষা ১ঃ। ভামাও ২৩৪ বা। সুম্নাও ২৩৪ বা।

৪র ৫ ২ ৪৫র৪ ৫ ২১২১A ৩২
তেজা ৫ ধ্রিগাউ। পরিস্তা ৩ স্বানোঅক্ষরাৎ। ইন্দুরব্যা ২ ম্নি। মদা ৩৪৫।

৩ ৫ ১র২র১২র১র২n৩২ ২n৩ ৫ ১২n
চ্যু ২৩৪ তাঃ। ধারায়ঊর্দ্ধোঅধ্বরা ১ ম্নি। ভ্রাজাও ২৩৪ বা। নায়াও ২৩৪ বা।

৪ ৪
তিগা ৫ বায়ূঃ। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

৪৩ ৪ ২ ৪র ৫ ১ ২ ১২২
১১। অভাং ৫ ম্নিনঃ। বা ৩ জা ৩ সাতামাম্। রাম্নিমর্ষা। শা ৩ তাস্পৃহাম্।

১ —১ ২ ১ ২ ২ ১ n ৩২
ইন্দো ২ স। হস্রা ২৩ ভা। হুম্মাম্নি। গা ৩ সাম্। তুবিহ্নাম্নংবিভা ২ সহাউ।

১২ ১র র র র ২ ১৩ ২ ১ —১
হাবা। রস্তেঅন্তরাধসোবসোর্ব্বসাউ। পূ ৩ রূস্পৃ ৩ হাঃ। নিমে ২ দি।

২ ১ ২ ২ ১ র র n ৩২
ষ্ঠতা ২৩ মাঃ। হুম্মাম্নি। আ ৩ ম্নিষাঃ। স্বামদুস্তেতজা ২ ধ্রিগাউ।

১২ র র র ২ ১২ ২ ১র —১
গোপা। রিস্তস্বানোঅক্ষরাদিন্দুরব্যাম্নি। মা ৩ দচ্যু ৩ তাঃ। ধারা ২ য়ঃ।

১ ২ ১ ২ ২ ১র র A
ঊর্দ্ধে ২৩ আ। হুম্মাম্নি। ধ্বা ৩ রাম্নি। ভ্রাজানয়াতিগা ২

৩২ n ১১১
বায়ূউ। আ ৩৪৫।

২ র র র ২র ১ ২ ২ ২ র
১২। অভীনোবাজা ৩ সাতমার্ন্ । রয়িমর্ষশতা ১ স্পৃ ৩ হার্ন্ । ইন্দোসহা ৩ ।

২ ১২ ২ ১ ৩ ৫ ৩২ ৩
স্রা ৩ ভার্ণাং৩ সাম্ । আ২ ২ য়ি। ভুবিহ্বায়ো ২ ৩ ৪ হায়ি। বিভা ৩ সা ৫ হা ৬৫৬ য়॥

২ র ২র ১র র২ ২ ২ র
বয়ন্তেঅস্তা ৩ রাধসঃ। বসোর্ব্বসোপুরু ১ স্পৃ ৩ হাঃ। নিনেদিষ্ঠা ৩।

২ ১২ ২ ১ র ৩ ৫
তা ৩ মাআ ৩ রিষাঃ। আ২ ২ য়ি। স্তামসুম্নো ২ ৩ ৪ হায়ি।

৩র ২ ৪ ২ র ২
তেআ ৩ প্রা ৫ য়িগা ৬ ৫ ৬ উ। পরিষ্কৃণ্বানো ৩ অক্ষরাৎ।

১ র ২ ২ ২ রর ২ ১২ ১ ১
ইন্দুরব্যোমদা ১ চ্যু ৩ তাঃ। ধারাঅউ ৩। খো ৩ আধ্বা ৩ রায়ি। আ২ ২ য়ি।

র র ৩ ৫ ৩২ ৪
ভ্রাজানয়ো ২ ৩ ৪ হায়ি। ভিগা ৩ ব্যা ৫ য়ু ৬ ৫ ৬ঃ॥

* * *

২ র র n ৩ ৫ ২১২ ২ ৪৫ ২১ ২ ২
১৩। অভীহাহাউ। নো ২ ৩ ৪ বা। অসাঔ ৩ হো ৩ তামাম্ । রয়ায়িমৌ ৩ হো

৪৫ ৫ ২ ১ — ১২ ১র ২ ২ ২
৩ য়ি। আর্ষা ৬। হাউবা। শতস্পৃহা ২ ম্। উপা। ইন্দোসহস্রভা ১ র্ণা ৩ সাম্।

১২ ২ ৪৫ ৫ ২র১ ৩ ১১১১
তুবঔ ৩ হো ৩ য়ি। দ্যুম্না ৬ ম্। হাউবা। বিভাসহম্। উপা ২ ৩ ৪ ৫॥

২ র n ৩ ৫ ২১২ ২ ৪৫ ২১২ ২
বয়৺হাহাউ। তে ২ ৩ ৪ আ। স্তরাঔ ৩ হো ৩। ধাসাঃ। বসাঔ ৩ হো ৩ য়ি।

৪৫ ৫ ২ ১ — ১২ ১র ২ ২ ২
বাসা ৬ উ। হাউবা। পুরুস্পৃহা ২ ঃ। উপা। নিনেদিষ্ঠতমা ১ আ ৩ রিষাঃ।

র ১২ ২ ৪৫ ৫ ২র ১র ৩১১১১
ভামাঔ ৩ হো ৩ য়ি। সুম্না ৬ হায়ি। হাউবা। তেঅধ্রিগো। উপা ২ ৩ ৪ ৫॥

২র র n ৩ ৫ ২র১২ ২ ৪৫ ২১২ ২
পরীহাহাউ। স্বা ২ ৩ ৪ ন্বা। নোআঔ ৩ হো ৩। ক্ষারাৎ। ইন্দুরৌ ৩ হো ৩ য়ি।

২৫ ৫ ২ ১ — ১২ ১রর র র২ ২ ২
আব্যা ৬ য়ি। হাউবা। মদচ্যুতা ২ ঃ। উপা। ধারায়ঊর্দ্ধো আ ১ ধ্বা ৩ রায়ি।

র ১২ ২ ৪৫ ৫ ২ ১ ৩ ১১১১
ভ্রাজাঔ ৩ হো ৩। নীয়া ৬। হাউবা। ভিগব্যযুঃ। উপা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২ র র ২ ১ ২ ২ ২ ২৩২
১৪। অভীনোবা। অসা ৩ ত্তমাম্। ররায়িমর্ষা ৩ শন্তা ৩। এ ৩। স্পৃহমা।

১ ২ ২ ২ ২৩২ ১ ২ ২
ইন্দোসহা ৩ স্রস্তা ৩। এ ৩। সসমা। তুবায়িহায়া ৩ বিতা ৩।

২ ২৩২
এ ৩। সহমা। ১।২।৩। *

—:*:—

প্রথমং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১২ ৩১ ২৩২ ৩২ ৩২৩
পবস্ব সোম মহাংৎসমুদ্রঃ পিতা দেবানাং

২৩ ১র ২র
বিশ্বাভি ধাম ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'মহান' (মহত্ত্বাদিসম্পন্নঃ) তথা 'সমুদ্রঃ' (সমুদ্রবৎ অসীমঃ, যদ্বা—সমুদ্রবৎ ক্ষরণশীলঃ ইত্যর্থঃ); ত্বং 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'পিতা' (জনকঃ, উৎপাদকঃ ইতি যাবৎ); ত্বং 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'ধাম' (স্থানানি) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পবস্ব' (পরিক্ষর); সমগ্রঃ বিশ্বঃ সত্ত্বভাবপূর্ণঃ ভবতু—ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ-৮খ-৩সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি মহত্ত্বাদিসম্পন্ন, তুমি সমুদ্রতুল্য অসীম ও অভিক্ষরণশীল; তুমি দেবভাবসমূহের উৎপাদক; তুমি সকল স্থান অভিলক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে ক্ষরিত হও। (ভাব এই যে,—সমগ্র বিশ্ব সত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক।) ॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—১সা) ॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের চতুর্দ্দশটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "গৌরীবিতম্" (২) "ঐড়কৌৎসম্" (৩) "শুদ্ধাশুদ্ধীয়াস্তম্" (৪) "ক্রোঞ্চান্তম্" (৫) "রয়িষ্ঠম্" (৬) "ঔদলম্" (৭) "শ্যাবাশ্বম্" (৮) "আন্ধীগবম্" (৯) "সিবেধম্" (১০) "সাধ্রম্" (১১) "যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্" (১২) "দ্বারকৌৎসম্" (১৩) "কার্ত্তযশসম্" এবং (১৪) "ক্রীতস্বাষ্ট্রীসাম"

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'মহান্' 'দেবেভ্যো' দীপ্যমানেভ্যেন মহত্বযুক্তঃ 'সমুদ্রঃ' সমুন্দনঃ যস্মাৎ সমুদ্র্যন্তি তাদৃশঃ, 'পিতা' সর্ব্বেষাং পালয়িতা ত্বং 'দেবানাং' 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'ধাম' ধামানি শরীরাণি 'অভি' লক্ষ্য 'পবস্ব' ক্ষর॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—১সা)॥

* . *

প্রথম (১২৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

সমগ্র বিশ্ব সত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক। বিশ্বে অমৃতের স্রোত প্রবাহিত হউক! নরনারী সেই অমৃতপ্লাবনে অভিষিক্ত হইয়া ধন্য হউক।

শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাবের জনয়িতা। হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হইলে সত্ত্বভাবের সঙ্গী দেবভাব-সমূহ আসিয়া উপস্থিত হয়। সত্ত্বভাবের সাহায্যেই মানুষ দেবত্ব লাভ করে।

সত্ত্বভাব বিশ্বব্যাপী। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বময়। এই বিশ্ব তাঁহারই বহিঃপ্রকাশ-মাত্র। তাই সত্ত্বভাবই সমগ্র বিশ্বে নিগূঢ়ভাবে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। ভগবানের গুণ অনন্ত; বিশুদ্ধ সত্ত্বও অনন্ত। জগতের পাপমোহ অপসৃত হইলেই সেই সত্ত্বভাব প্রকাশিত হয়। তাই পরোক্ষভাবে জগতের পাপ অজ্ঞানতা প্রভৃতি নাশের জন্য প্রার্থনা এই মন্ত্রে দেখিতে পাই॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—১সা)।*

দ্বিতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১   ২   ৩ ১ ২   ৩ ১
শুক্রঃ পবস্ব দেবেভ্যঃ সোম দিবে

২ ৩ ১র   ২র   ৩ ১ ২
পৃথিব্যৈ শং চ প্রজাভ্যঃ॥ ২॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'শুক্রঃ' (শুভ্রঃ, জ্যোতির্ম্ময়ঃ ত্বং) 'দেবেভ্যঃ' (দেবার্থং, দেবভাবলাভায় ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইত্যর্থঃ); অপিচ,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় নবম মণ্ডলের নবোত্তরশততম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ—৯খ—৯সা—৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

'দিবে পৃথিব্যৈ' (দ্যুলোকভূলোকাভ্যাং) তথা 'প্রজাভ্যঃ' (সর্ব্বলোকেভ্যঃ) 'শং' (সুখকরং ভব) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ দেবভাবং লভেমহি; বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বে জীবাঃ পরমসুখং লভন্তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ-৮খ-৩সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্যোতির্ম্ময় আপনি দেবভাবলাভের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; অপিচ, দ্যুলোকভূলোকের এবং সকল লোকের সুখকর হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে দেবভাব লাভ করি; বিশ্ববাসী সকল জীব পরমসুখ লাভ করুক।)॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'শুক্রো' দীপ্তঃ ত্বং 'দেবেভ্যঃ' দেবার্থং 'পবস্ব' ক্ষর। কিঞ্চ 'দিবে পৃথিব্যৈ' চ দ্যাবাপৃথিবীভ্যাঞ্চ ততঃ 'প্রজাভ্যঃ চ' 'শং' সুখং কুরু॥ 'প্রজাভ্যঃ'—'প্রজায়ৈ'—ইতি পাঠৌ॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীর মধ্যে দুইটী প্রার্থনা আছে। প্রথম অংশে হৃদয়ে দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে। প্রশ্ন হইতে পারে—শুদ্ধসত্ত্বের নিকট দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা কেন? শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপস্থিত হইলে মানুষ স্বতঃই দেবভাবসমন্বিত হন, তাঁহার হৃদয়, আপনাআপনি পবিত্র হয়, উচ্চভাবসমূহ, সদ্বৃত্তিরাজী বিকশিত হয়। দেবভাবের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান, অথবা এই উভয়টী অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধযুত বলাও যায়। যেখানে একটীর আবির্ভাব সেখানে অন্যটীর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্যই শুদ্ধসত্ত্বের নিত্যসঙ্গীকে লাভ করিবার জন্যই শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। মূলে আছে,—'দেবেভ্যঃ পবস্ব' অর্থাৎ দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে মানুষ পবিত্রতা লাভ করে, উচ্চতর জীবনের অধিকারী হয়। মানুষ তখন বিশুদ্ধ পবিত্র ভাবের অধিকারী হয়, যখন তাঁহার হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ পাপ-কালিমা প্রভৃতি মানবের অনিষ্টকারক শত্রুসমূহ দূরীভূত হয়। দেবত্ব পশুত্বের বিরোধী বস্তু, অথবা একদিক দিয়া জীবনে পশুত্বের অভাবকেই দেবত্ব বলা যায়। মানুষ যখন সাধনাবলে সাংসারিক মোহপাশ হইতে মুক্তিলাভ করেন, পাপের কালিমা যখন তাঁহার হৃদয়পট হইতে নিঃশেষে মুছিয়া যায়, তখন

তিনিই দেবত্বলাভ করেন, মানুষই দেবতা হন। হৃদয়ের এই পরিবর্ত্তন, উন্নয়ন সত্ত্বগুণের হয়—শুদ্ধসত্ত্বের সাহায্যে। শুদ্ধসত্ত্ব—পবিত্র, পবিত্রকারক। তাহা যে বস্তুকে স্পর্শ করে, তাহাকেই পবিত্র করে। মানুষের হৃদয়ে উপজিত হইলে শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে পবিত্র করে। আগুন যেমন সমস্ত ময়লা ভস্মীভূত করিয়া সমস্ত স্থানকে পবিত্র করে, ঠিক সেইরূপভাবে শুদ্ধসত্ত্ব নিজের পবিত্রকারক গুণে মানবহৃদয়স্থিত হীনতা, কালিমা দূরীভূত করিয়া তাহাকে পবিত্র করে। সেই পবিত্র হৃদয়ই দেবত্ব-লাভের ভিত্তিভূমি। তাই দেবত্বলাভের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির প্রার্থনা করা হইয়াছে। কারণ একটী লাভ করিলে তাহার নিত্যসঙ্গী অপরটীও লাভ করা যাইবে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের মধ্যে বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। 'দিবে পৃথিব্যৈ' ও 'প্রজাভ্যঃ' পদত্রয়ে কেবলমাত্র পৃথিবীর অধিবাসী জীববৃন্দের জন্য নয়,—বিশ্ববাসী সকলের মুক্তির জন্য, মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—তোমার নিজের মঙ্গলই দেখ না কেন? একেবারে পৃথিবীর সকলের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা না করিয়া নিজের মুক্তি প্রচেষ্টা কি সহজসাধ্য নয়? আর বিশ্ববাসীর জন্য প্রার্থনা করা কি তোমার পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা নয়?

আমরা বলি—না, বিশ্ববাসীর জন্য প্রার্থনা করা অনধিকার-চর্চ্চা তো নয়ই, বরং তাহাই প্রকৃত প্রার্থনা, যথার্থ প্রার্থনা। আমি জগতের বাহিরের কেহ নই, জগতেরই একজন। এই বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গলে আমারই মঙ্গলামঙ্গল সাধিত হয়। যে পর্য্যন্ত না এই বিশ্ব মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে, সে পর্য্যন্ত আমার একার মুক্তিলাভ করা অসম্ভব। কারণ বিশ্ব এক অখণ্ড নিয়মে একই সূত্রে গ্রথিত থাকায় এক অংশ অন্য অংশকে পেছনে ফেলিয়া যাইতে পারে না। সুতরাং আমার মুক্তির জন্য বিশ্বের মুক্তি প্রয়োজনীয়। সেই দিক হইতে বিশ্বের জন্য প্রার্থনা করা আমার পক্ষে অন্যায় বা অনধিকার-চর্চ্চা তো নয়ই, বরং তাহাই একান্ত কর্ত্তব্য।

অন্য দিক দিয়াও বিষয়টীর আলোচনা করা যায়। মানুষ কি এত ছোট, তাহার হৃদয় কি এত হীন যে, সে কেবলমাত্র আপনাকে লইয়া বিব্রত থাকিবে, আপনাকে ঘেরিয়া পলে পলে ঘুরিয়া মরিবে? ইহাই কি মহৎ জীবনের, উন্নত সত্তার চরম পরিণতি? মানুষ মহত্ত্বের সন্তান, মহত্ত্ব তাহার জীবনের অংশ, সে কি কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ভাব, হীন চিন্তা লইয়া আসিতে পারে—না থাকা সঙ্গত? জগতের দুর্দ্দশা দেখিয়া সে কি চোখ বুজিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? সে আপনার অন্তরস্থিত মহত্ত্বের প্রেরণাতেই জগতের দুঃখ কষ্ট, পাপতাপের বিনাশের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেই। এ তাঁহার কর্ত্তব্য, তাঁহার অধিকার, মুক্তিলাভের জন্য তাহা করিতেই হইবে। যে পেছনে থাকিবে, সে অগ্রবর্ত্তীকে পশ্চাতে টানিবেই। সুতরাং নিজের মঙ্গলের জন্যও জগতের মঙ্গল কামনা করিতে হয়। এই সকল দিক দিয়া আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের বিশ্বজনীন ভাব ও তাহার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটিতে 'সোমরসের' কল্পনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রার্থনার মূলভাবও বর্ত্তমান আছে। আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"হে সোম! শুভ্রবর্ণ হইয়া তুমি ক্ষরিত হও এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে প্রজাদিগের সুখসাধন কর।" ভাষ্যে 'শুক্রঃ' পদের 'দীপ্তঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে, বর্ত্তমান অনুবাদে উক্ত পদের অর্থ করা হইয়াছে—'শুভ্রবর্ণ'। উভয় ব্যখ্যাই সঙ্গত। এখানে আবার 'সোম'-কে শুভ্রবর্ণ বলা হইয়াছে। অন্যত্র 'সোমরস' হরিৎবর্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাহা হউক আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রকটিত হইয়াছে। * (৯অ ৮খ-৩সূ—২সা)।

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র
দিবো ধর্ত্তাসি শুক্রঃ পীযূষঃ সত্যে

২র ৩ ১ ২
বিধর্ম্মন্বাজী পবস্ব ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'শুক্রঃ' (দীপ্তঃ, জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'পীযূষঃ' (অমৃতস্বরূপঃ) ত্বং 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'ধর্ত্তা' (ধারণকর্ত্তা) 'অসি' (ভবসি); 'বাজী' (বলবান, সর্ব্বশক্তিমান্) ত্বং কৃপয়া 'সত্যে' (সত্যভূতে, সত্যপ্রাপকে ইত্যর্থঃ) 'বিধর্ম্মন' (বিধর্ম্মণি, ধারকে, সৎকর্ম্ম-সাধনে ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ,—ভগবান্ বিশ্বস্য ধারকঃ রক্ষকশ্চ ভবতি; সৎকর্ম্মসাধনে সঃ অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু।) ॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! জ্যোতির্ম্ময় অমৃতস্বরূপ আপনি দ্যুলোকের ধারণকর্ত্তা হয়েন; সর্ব্বশক্তিমান্ আপনি কৃপাপূর্ব্বক সত্যপ্রাপক সৎকর্ম্মসাধনে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ইহার ভাব এই যে,—ভগবান্ বিশ্বের ধারক ও রক্ষক হয়েন; সৎকর্ম্মসাধনে তিনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।) ॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—৩সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশত্যধিকশততম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম 'শুক্রঃ' দীপ্তঃ 'পীযূষঃ' পাতব্যঃ ত্বং 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'ধর্ত্তা' ধারকঃ 'অসি', 'বাজী' বলবান্ স ত্বং 'সত্যে' সত্যভূতে 'বিধর্ম্মন্' বিধর্ম্মণি। বিবিধানি কর্ম্মাণি ঋত্বিজো কুর্ব্বন্তি যস্মিন্; যদ্বা, বিবিধং সোমাদি-হবিষাং ধারকেঽস্মিন্। যজ্ঞে 'পবস্ব' ক্ষর ॥ ৩ ॥

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥

* * *

তৃতীয় (১২৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবন্মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভগবান অমৃতস্বরূপ. তিনি দ্যুলোকের ধারণকর্ত্তা, তিনি জ্যোতির্ম্ময়। মানুষের মধ্যে যে অমৃতত্বের বীজ রহিয়াছে, তাহার মনে যে অমৃতলাভের প্রেরণা আছে, তাহা ভগবানেরই দান। ভগবানই কৃপাবশে তাঁহার সন্তানের হৃদয়ে সেই অমৃতের আকাঙ্ক্ষা দিয়াছেন। অমৃতই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য, চরম প্রার্থনীয় বস্তু। ভগবান্ অমৃতস্বরূপ অমৃতসাগর। মানুষ যে অমৃতের আকাঙ্ক্ষা করে, অমৃতের প্রার্থনা করে, সেই প্রার্থনা বস্তুতঃ তাঁহাকে— সেই অমৃতস্বরূপকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা-মাত্র। অমৃত-পরম-জ্যোতিঃস্বরূপ সেই ভগবান্ হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহা বিধৃত আছে।

তিনি জ্যোতির আধার। তাঁহার জ্যোতির কণামাত্র লাভ করিয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলী জ্যোতিষ্মান হয়। তাঁহার তেজই বিশ্বকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। তাই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন,—"তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং"-তাঁহার তেজ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত বিশ্ব আলোকপ্রাপ্ত হয়। তিনি সর্ব্ববিধ জ্যোতির আধার। সকল আলোকের উৎস তিনি। তাঁহার আবির্ভাব না হইলে বিশ্ব বা মানবহৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। সেই জ্যোতিঃস্বরূপের কৃপাতে মানুষ বা জগৎ আলোকরশ্মি লাভ করিয়া ধন্য হয়।

তাঁহার আবির্ভাব না হইলে মানুষ জ্ঞানালোকও লাভ করিতে পারে না। তাঁহার পূত চরণস্পর্শেই জ্ঞানশতদল বিকশিত হইয়া উঠে। তাঁহার কৃপায় মানুষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে—আবার সেই জ্ঞানবলেই তাঁহাকে জানিতে পারে। সূর্য্য যেমন জগতে আলোক প্রদান করিয়া সেই আলোকের কেন্দ্রস্বরূপরূপে জ্ঞাত হয়েন, ঠিক সেইরূপভাবে জ্ঞানস্বরূপ ভগবানও আপনার দেওয়া জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা জ্ঞাত হয়েন। মন্ত্রে জ্যোতির আধার অমৃতস্বরূপ সেই ভগবানেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে আছে—প্রার্থনা। সৎকর্ম্মসাধনে হৃদয়ে ভগবানের পদস্পর্শ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে। সত্যস্বরূপ ভগবানের আবির্ভাব হইলেই মানুষ সত্যের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারে। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ভগবান্ প্রীত হয়েন, তাঁহার সন্তানের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। সৎকর্ম্মকে, সত্যভূত অর্থাৎ সত্যপ্রাপক বলা হইয়াছে। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষের অন্তরের মলিনতা দূরীভূত হয়। পাপজনিত,

অসৎকর্ম্মজনিত যে হীনতা তাহা অপসৃত হয়। হৃদয় নির্ম্মল হইলে সেই পবিত্র হৃদয়ে ভগবানের ছায়া পড়ে, সত্য প্রতিফলিত হয়। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয় স্বচ্ছ নির্ম্মল হইলে তাহাতে সত্য যে স্বতঃ আত্মপ্রকাশ করে, সত্যলাভের জন্য গুরুর প্রয়োজন পর্য্যন্ত হয় না, তাহার প্রচুর উদাহরণ আমাদের দেশের - তথা জগতের সকল দেশেরই সাধকদিগের জীবনী আলোচনা করিলে আমরা পাইতে পারি। তাঁহারা বই পড়িয়া ও বক্তৃতা শুনিয়া জ্ঞানলাভ করেন না,—জ্ঞান, সত্য তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। সেই জন্যই সৎকর্ম্মকে সত্যপ্রাপক বলা হইয়াছে।

ভগবানের কৃপা ব্যতীত মানুষ সৎকর্ম্মসাধনের শক্তি পায় না, সুতরাং সৎকর্ম্মসাধন করিয়া সত্যলাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। সেই জন্যই ভগবানের আবির্ভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল। তাহা হইতেই বর্ত্তমান মন্ত্রে প্রচলিত ভাষ্যাদি অনুসারে কি ভাব পাওয়া যায়, তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। অনুবাদটী এই,—"তুমি স্বর্গের ধারণকর্ত্তা, তুমি শুভ্রবর্ণ পেয়বস্তু। এই সত্যস্বরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময় দ্রুতবেগে ক্ষরিত হও।" (৯অ—৮খ—৫সূ—৩সা)। *

—*—

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২র ২ র ২ র১ ৷৷ ৩ ৫র ৫
১। ঔহো ৩ বা। ঔহো ৩ বা। ঔহো ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহো ৬ বা।

১ ২ র ১র ৩২ ২১র -- ১র -- ১২র ১ র ১ ১ ১ ১
পবস্বসোমমহান্সমুদ্রা ১ঃ। পিতাদে ২ বানা ২ বিশ্ব। উভিবামাং ২ ৩ ৪ ৫॥

২ ১ ২ র১র ২র৩ ১ ১ ১ ১ ২১র ২ ১র ২১র ১ ১ ১ ১
শুক্রঃপবস্বদেবেভ্যসোমা ২ ৩ ৪ ৫। দিবেপ্রথিব্যৈশঙ্কপ্রজাভ্যা ২ ৩ ৪ ৫ঃ।

২১র২১র ২ ১২র১র ১ ১ ১ ১ ২ ১র ২ র১র ২৩ ১ ১ ১ ১
দিবোধর্ত্তাসিশুক্রঃপীযুষা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। সত্যেবিধর্ম্মন্বাজীপবস্বা ২ ৩ ৪ ৫॥

১ ২ র৩ ১ ১ ১ ১ ২১র ৩২ ২১র -- ১র ১ ১ ১ ১
পবস্বসোমা ২ ৩ ৪ ৫। মহান্সমুদ্রা ১ঃ। পিতাদে ২ বানা ২ ৩ ৪ ৫ম্।

১২র১র ১ ১ ১ ১ ২ ১২ ৩১ ১ ১ ১ ২র১র ২র৩ ১ ১ ১ ১
বিশ্বাভিধামা ২ ৩ ৪ ৫॥ শুক্রপবস্বা ২ ৩ ৪ ৫। দেবেভ্যঃসোমা ২ ৩ ৪ ৫।

২১র ৩২ ২১র ১ ১ ১ ১ ২১র ২১র৩ ১ ১ ১ ১
দিবেপৃথিব্যা ১ মি। শঙ্কপ্রজাভ্যা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। দিবোধর্ত্তাসী ২ ৩ ৪ ৫।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১২র১র ১ ১ ১ ১   ২ ১র ৩২   ২র১র ২৩ ১ ১ ১ ১
শুক্রঃপীপুষা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। সত্যোবিধর্ম্মা ১ ন। বাজীগবষা ২ ৩ ৪ ৫।

২র ২ র ১ n ৩ ৫র ৫ ২ ১ ১ ১ ১ ১
ঔহো ৩ বা ২। ঔহো ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহো ৬ বা। এ ৩। ধর্ম্মা ২ ৩ ৪ ৫॥

* . *

২ ২ ১ ২ ১ -- ১র ২ ১ ২১র২র১র৩
২। পা ১ বাস্বা। সো ২ ৩ মা। হস্মা ২ ১ ২ ২। মহান্‌ৎসমুদ্রঃপিতাদেবানা

১ ১ ১ ১ ১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ৪ ৫
২ ৩ ৪ ৫ ম্। বাম্নিখা ৩ উবা। ভা ২ ৩ ম্নিধা। মা। ঔ ৩ হোবা।

৪
হো ৫ ঈ। ডা। ১২৩। *

—— • ——

নবমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
প্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্।

২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
অগ্নে রথং ন বেদ্যম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'বঃ' ('এক এব বহু স্যাম্' যেন উক্তবান্ ত্বাং) 'প্রেষ্ঠং' (চতুর্ব্বর্গধনদানেন প্রিয়তমং) 'অতিথিং' (পূজনীয়ং, সর্ব্বদেবময়ং) 'মিত্রমিব' (সহায়মিব, 'সুহৃদমিব) 'প্রিয়ং' (প্রীতিহেতুভূতং) তথা 'রথং ন' (রথমিব, মোক্ষলাভায় যানমিব) 'বেদ্যং' (বিদ্যমানং জ্ঞাত্বা) 'স্তুষে' (স্তৌমি—অহমিতি শেষঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! ত্বং হি সর্ব্বদেবময়ঃ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ সুহৃদোপমঃ ভবসি; ত্বাং রথমিব বেদ্য পরিত্রাণলাভায় অর্চ্চয়ামি। (৯অ-৯খ ১সূ—১সা)' *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে; (১) "ধর্ম্মম্" (২) "জাঙ্গীগবম্"।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! 'এক হইয়াও বহু হই'—যাঁহা কর্তৃক ভক্ত হইয়াছে, সেই আপনাকে, মিত্রের ন্যায় প্রীতিহেতুভূত এবং মোক্ষলাভপক্ষে রথস্বরূপ জানিয়া, স্তব করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি সর্ব্বদেবময় চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ সুহৃদোপম হয়েন; আপনাকে রথস্বরূপ জানিয়া, পরিত্রাণলাভের জন্য অর্চ্চনা করিতেছি। (৯অ—১৭খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'বঃ' ত্বাং। পূজার্থে বহুবচনং। 'স্তুষে' স্তৌমি অহমুশনেতি শেষঃ। কীদৃশং? 'প্রেষ্ঠং' অস্মাকং স্তোতৄণাং ধনদানেন প্রিয়তমং। 'অতিথিং' সর্ব্বৈরতিথিবৎ পূজ্যং। যদ্বা, অত সাতত্যগমনে (ভ্বা০ প০) অততিভ্রি (উ০ ৪।২)—ইত্যাদিনা অতেরিথিন্। সততং দেবানাং হবিঃ প্রদাতুং গচ্ছন্তং। 'মিত্রমিব' সখায়মিব 'প্রিয়ং' স্তোতুঃ প্রীণনকরং 'রথং ন' রথমিব 'বেদ্যং' বেদো ধনং ধনহিতং লাভহেতুং। যথা স্বামিমতলাভায় আপ্রয়ন্তে ধনলাভহেতুং রথং; যদ্বা, যথা রথেন ধনং লভতে তদ্বৎ স্তোতারোঽনেন ধনং লভন্তে, তাদৃশ-ধনলাভ-কারণং। হে অগ্নে! তস্মৈ হিতং বেদ্যং ত্বাং কর্ম্মনিধার্থং অহং স্তোতা স্তৌমীতি সম্বন্ধঃ। 'অগ্নে'—'অগ্নিং' ইতি পাঠৌ। (৯অ—৯—১সূ—১সা)।

• • •

প্রথম (১২৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে আমরা এই সাম-মন্ত্রের যে অর্থ নির্দ্দেশ করিলাম,—তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবমূলক অন্য অর্থ এ যাবৎ প্রচলিত রহিয়াছে। এই মন্ত্রের বঙ্গদেশ-প্রচলিত অর্থ,—'প্রিয়তম অতিথি ও মিত্রের ন্যায় প্রিয় এবং রথের ন্যায় ধনবাহক অগ্নিকে তোমাদের জন্য স্তব করিতেছি।' এ অর্থ, অনেকাংশে সায়ণেরই অনুসারী।

প্রখ্যাত এক বেদজ্ঞ পণ্ডিতের ব্যাখ্যার মর্ম্মার্থ এই যে,—"উশনা ঋষি অসুরগণের পুরোহিত ছিলেন। দেবগণের পক্ষ হইয়া অগ্নি ঋষি অসুরগণের শিবিরে দূতরূপে গমন করেন। অসুরগণ অগ্নি ঋষিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। ঋষি উশনা তদুপলক্ষে অসুর সৈন্যগণকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস পান। তিনি বলেন,—"অগ্নি ঋষি দূতরূপে আগমন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি 'প্রেষ্ঠং' প্রিয়তম। তিনি তোমাদের 'অতিথিং'; সুতরাং মিত্রের ন্যায় প্রিয়। তাঁহাকে স্তব করাই বিধেয়। তাঁহাকে রথের অর্থাৎ বাহকের

ন্যায় জানিবে। কেনন্না, তিনি অপর পক্ষের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন মাত্র। বার্ত্তাবহ বলিয়াই দূত অবধ্য।" এক দিক হইতে এ অর্থও বেশ সঙ্গত ও কৌতূহলপ্রদ।

এইরূপ বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। সায়ণের অর্থের অনুসরণে উশনা ঋষি যেন অগ্নিকে স্তব করিতেছেন; তিনি মন্ত্রের প্রণেতা নহেন, তিনি দ্রষ্টা। তদনুসারে অগ্নি ধনদানে প্রিয়তম এবং অতিথিবৎ পূজনীয়। সায়ণ এইরূপ ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। "রথং ন" উপমার প্রতিবাক্যে 'রথমিব' পদ-গ্রহণে তাঁহার দ্বারা যেমন ধন লাভ হয়, 'ধনহিতং লাভহেতুং' ধন বা হিতলাভের হেতুভূত অর্থ গ্রহণে বলিয়াছেন যে,—'রথের সেইরূপ তাঁহার দ্বারা ধনলাভ হইয়া থাকে।' কিন্তু সে ধন যে কি প্রকার, তাহা তিনি বিশদভাবে কিছুই বলেন নাই। এ হিসাবে, সায়ণের অর্থে কোনও নিগূঢ় ভাব প্রচ্ছন্ন থাকিলেও থাকিতে পারে।

বেদ যে নিত্য ও অপৌরুষেয়,—তাহা মানিতে গেলে, পূর্ব্বোক্ত কোনও অর্থই গ্রহণ করিতে পারা যায় না। সায়ণ লিখিয়াছেন,—"স্তবে স্তৌমি অহমুশনা ইতি শেষঃ।" অর্থাৎ,—'আমি উশনা ঋষি, আমি স্তব করিতেছি।' জন্মজরামরণশীল ঐ ঋষির (কবির পুত্র উশনার) সহিত সম্বন্ধযুত হইলে, বেদের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশন-প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধ-সূচনার কোনও প্রয়োজনও দেখি না। আবহমানকাল যিনিই স্তব করিবেন, তাঁহারই স্তোতৃমন্ত্র-রূপে এই নাম ব্যবহৃত হইতে পারে। অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান তিন কালের প্রার্থনাকারীই প্রার্থনার সময় বলিতে পারেন,-'স্তৌমি'। আমরা সেই অর্থই গ্রহণ করি।

যাঁহার স্তব করিতেছি, তাঁহার স্বরূপ বিশেষণগুলির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—তিনি 'প্রেষ্ঠং'। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, -'ধনদানের দ্বারা তিনি প্রিয়তম।' অন্য অর্থে দেখিতেছি, -'সন্ধির জন্য সমাগত বলিয়া প্রিয়তম।' তিনি আর কেমন?—না, 'অতিথিং মিত্রমিব প্রিয়ং।' অর্থাৎ, অতিথি আর মিত্রের মত প্রিয়। আর তিনি—'রথমিব বেদ্যং'; রথের ন্যায় বহনকারী বলিয়া পরিচিত। এ সকল বিশেষণের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, অগ্নিদেবে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায় না। যখন 'প্রেষ্ঠং' শব্দে শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞাপক 'প্রিয়তম' অর্থ সূচনা করিতেছে, তখন বলিতে পারি,—অর্থাদি ধনদান দ্বারা অথবা সন্ধিকার্য্যে দৌত্যহেতু, সে প্রিয়তম পদ কেহই প্রাপ্ত হইতে পারে না। প্রিয় হইতে পারে, প্রিয়তর হইতে পারে; কিন্তু প্রিয়তম হইতে পারে না। প্রিয়তম হয় - কোন্ ধন দান করিলে? ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গধন যিনি দান করিতে পারেন, তিনি ভিন্ন প্রিয়তম বিশেষণ প্রকৃতরূপে অন্য কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমরা তাই 'প্রেষ্ঠং' কিনা 'চতুর্ব্বর্গধনদানেন প্রিয়তমং' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। তার পর, 'অতিথিং' বিশেষণের মর্ম্ম অনুধাবন করুন। 'সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ।' এখানে 'অতিথিং' পদ ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই যে, তিনি সর্ব্বদেবময়; অর্থাৎ, বলা হইতেছে যে, সকল দেবতাই একের মধ্যে আছেন;—সেই একেকে জানিতে পারিলেই সকলকে জানিতে পারা যায়। অতিথি যে প্রিয় মিত্র হয়, এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু যখন বুঝি, তিনি সর্ব্বদেবময় পূজনীয়—আমার

চতুর্ব্বর্গধনের হেতুভূত, তখনই তাঁহাকে প্রিয় মিত্র বলিয়া মনে করিতে পারি। তিনি প্রীতিহেতুভূত হন তখনই—সুহৃৎ সহায় বলিয়া বুঝিতে পারি তাঁহাকে তখনই, যখন তিনি সর্ব্বদেবময়-রূপে প্রকাশমান্ হইয়া আমায় মোক্ষের পথ প্রদর্শন করেন। রথের সহিত যে তাঁহার তুলনা হইয়াছে, তাঁহাকে যে রথস্বরূপ জানিয়া স্তব করিতেছি বলা হইতেছে, তাহার তাৎপর্য্য—তিনিই এই সংসার-পারাবারের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। প্রতিপক্ষের সংবাদ বহন জন্য নয়, অথবা রথে অর্থাদি বহন করা হয় বলিয়া নহে; তিনি জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-রূপ যানে মোক্ষের প্রতি সংবাহিত করিয়া লন বলিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে বেদে 'রথং ন বেদ্যং' বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। 'রথং ন বেদ্যং' বাক্যে আর এক ভাব মনে আসিতে পারে। 'রথ' শব্দে 'মনোরথকে' যদি কল্পনা করি, আর সেই মনোরথস্বরূপ তিনি বিদ্যমান আছেন—যদি দেখি, অর্থাৎ তাঁহারই অনুশীলনে তাঁহারই অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাঁহারই কার্য্যে যদি নিযুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলেই তাঁহাকে রথবৎ জানা হয়। তিনি হৃদয়ে আসিয়া, রথরূপে অবস্থিত হইয়া, গতিমুক্তির পথে লইয়া যান। এ অর্থও সঙ্গত হইতে পারে। মন্ত্রের 'বঃ' পদে ব্যাখ্যাকারীদিগের অনেকেই 'তোমাদের' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সায়ণ বলিয়াছেন,—'বঃ, ত্বাং'—বহুবচনে একবচনের প্রয়োগ। আমরাও সেই সুরেই সুর মিশাইয়া বলি,—'কেবল বহুবচনে একবচন নয়, এক তিনি বহু হয়েন বলিয়াই বহুবচনের 'বঃ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশিষ্টতাজ্ঞাপনার্থ এ প্রকার প্রয়োগ প্রচলিত আছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনা হয় এই যে,—'হে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ প্রিয়তম পূজনীয়, তোমায় যেন সর্ব্বদেবময় বলিয়া জানিতে পারি,—তোমায় যেন আমার প্রীতিহেতুভূত সুহৃদের ন্যায় জ্ঞান করি। আর তুমি যেন বহু হইয়াও একত্বের বিকাশে আমার মনোরথকে অধিকার করিয়া আমার গতিমুক্তির পথ প্রদর্শন কর। হে সর্ব্বদেবময়! আমার পবিত্রতা রথ-জ্ঞানেই আমি তোমার অর্চ্চনা করিতেছি; তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে দেব! এই বিপন্ন জনকে পরিত্রাণ কর। (৯অ ৯খ-১সূ ১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

কবিমিব প্রশংস্যং যং দেবাস ইতি দ্বিতা।

১র ২র ৩ ২

নি মর্ত্ত্যেষ্বাদধুঃ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৮৪ম সূক্তের প্রথম ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'দেবাসঃ' (দেবাঃ) 'কবিমিব' (জ্ঞানিনং ইব, প্রজ্ঞানস্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'প্রশংস্তং' (প্রশংসনীয়ং, আরাধনীয়ং ইত্যর্থঃ; 'ইতি' (ইতোপং, প্রসিদ্ধং ইতি ভাবঃ) 'যং' (যং জ্ঞানদেবং) 'মর্ত্ত্যেষু' (মানুষেষু, মানবহৃদয়েষু) 'দ্বিতা' (পরা তথা অপরা ইতি দ্বিধা) 'আদধুঃ' (বিভক্তং কৃতবন্তঃ) তং জ্ঞানদেবং বয়ং প্রার্থয়ামঃ—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পূর্ণজ্ঞানং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ—৯থ—১সূ—২সা)॥

অথবা।

'দেবাসঃ' (দেবাঃ, যদ্বা - দেবভাবাঃ) 'কবিমিব' (মেধাবিনং ইব, জ্ঞানস্বরূপং ইতি ভাবঃ) 'প্রশংস্তং' (প্রশংসনীয়ং, আকাঙ্ক্ষণীয়ং, আরাধনীয়ং) 'ইতি' (ইতোবং প্রসিদ্ধং ইত্যর্থঃ) 'যং' (যং পরমদেবং) 'মর্ত্ত্যেষু' (মানবেষু, মানবজ্ঞানে ইতি ভাবঃ) 'দ্বিতা' (প্রকৃতিঃ তথা পুরুষঃ ইতি দ্বিধা) 'আদধুঃ' (নিহিতবন্তঃ) তং পরমদেবং বয়ং আরাধয়াম ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রকৃতিপুরুষরূপেণ দ্বিধাবিভক্তং ভগবন্তং বয়ং আরাধয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ-৯থ-১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবগণ, প্রজ্ঞানস্বরূপ আরাধনীয় প্রসিদ্ধ যে জ্ঞানদেবকে মানবহৃদয়ে পরা এবং অপরা এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, সেই জ্ঞানদেবকে আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পূর্ণজ্ঞান লাভ করি।)। (৯অ—৯থ—১সূ—২সা)॥

অথবা,

দেবগণ অথবা দেবভাবসমূহ জ্ঞানস্বরূপ আরাধনীয় প্রসিদ্ধ যে পরমদেবতাকে মানবজ্ঞানের মধ্যে প্রকৃতি তথা পুরুষ এই দুই ভাগে নিহিত করিয়াছেন, সেই পরমদেবতাকে যেন আমরা আরাধনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—প্রকৃতি-পুরুষরূপে দ্বিধা বিভক্ত ভগবানকে আমরা যেন আরাধনা করি।)। (৯অ—৯থ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'দেবাসঃ' দেবাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ! 'যং' অগ্নিং 'মর্ত্ত্যেষু' মনুষ্যেষু 'ইতি' বক্ষ্যমাণ-প্রকারেণ 'দ্বিতা' দ্বিধা 'আদধুঃ' গার্হপত্যাহবনীয়াত্মকত্বেন দ্বিধা নিহিতবন্তঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'কবিমিব' 'প্রশংস্তং' প্রশংসনার্হং ক্রান্ত-কর্ম্মাণং পুরুষং যথা দ্বিধা কার্য্যদ্বয়ে অন্যো

নিযোজয়তি তদ্বৎ। যথা দিবি পৃথিব্যাং চ নিহিতবস্তুঃ, ভূমৌ তু হবিরাহরণার্থং দিবি তু হবিঃ প্রদানার্থমিতি দ্বৈধং নিধানং কৃতবস্ত ইত্যর্থঃ। তস্মিন্ স্তবে ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। 'প্রশংস্তং'—'প্রচেতসং' - ইতিপাঠৌ। (৯অ—৯খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীতে আমরা দুই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রান্তর্গত 'যং' এবং 'দ্বিতা' এই দুই পদদ্বয় উপলক্ষেই বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যায়। মূলতঃ উভয় অর্থে সেই এক পরম পুরুষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

প্রথম অর্থে 'যং' পদে জ্ঞানদেবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—পরাজ্ঞান ও অপরাজ্ঞান। অপরাজ্ঞান বলিতে জাগতিক বস্তুর ব্যবহারিক জ্ঞান বুঝায়। যেমন ঘটী বাটী প্রভৃতির জ্ঞান। এই জ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজন। এই সাংসারিক বা অপরাজ্ঞানের মধ্য দিয়া মানুষকে পরাজ্ঞান—স্বরূপজ্ঞানে পৌঁছিতে হয়। প্রথমতঃ বস্তুকে দর্শনস্পর্শনাদি দ্বারা জানিতে হয়, তাহাকে ব্যবহারে লাগাইতে হয়। তার পর সেই ব্যবহারিক জ্ঞান হইতে অনুসন্ধিৎসার প্রেরণায় মানুষ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। যেমন আমি একটী ঘট দেখিতেছি। উহা কি, উহা কি পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত, উহার নির্ম্মাতা কে—ইত্যাদি জিজ্ঞাসা মনে আসে। সেই জিজ্ঞাসার উত্তর লাভ করিবার জন্য মানুষ ঘটের তত্ত্ব অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। সেই অনুসন্ধান, সুপরিচালিত হইলে, মানুষকে বস্তুর স্বরূপজ্ঞান লাভ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। বক্ষ্যমাণ ঘটের উদাহরণই গ্রহণ করা যাউক। এই ঘটের উপাদান-কারণ কোথা হইতে আসিল, কিরূপে এই উপাদান-কারণের সৃষ্টি হইল, জগতের অন্য বস্তুর সহিত ইহার কি সম্বন্ধ, এই উপাদান-কারণের মূল কোথায়—ইত্যাদি প্রশ্ন মানুষের মনে উদয় হয়। যে এই ঘট নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে নির্ম্মাণকৌশল কিরূপে শিক্ষা করিল, তাহার অন্তরে সেই জ্ঞানশক্তি কোথা হইতে আসিল, এই জ্ঞানের মূল উৎস কোথায়—ইত্যাদি প্রশ্নও আসে। সুতরাং এক ঘটের সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে গিয়া মানুষ জগতের সম্বন্ধে—জগতের মূলকারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারে,—অর্থাৎ অপরাজ্ঞান হইতে পরাজ্ঞানে পৌঁছায়। এই প্রণালীকে আরোহণ-প্রণালী বলে।

এই জগতের, জাগতিক বস্তুর মধ্য দিয়াই মানুষকে অগ্রসর হইতে হয়। এই পরিচিত জগৎকে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার উপায় নাই। সুতরাং এই জগতের পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন। এই জাগতিক বস্তুর জ্ঞানকেই অপরাজ্ঞান বলে। এই অপরাজ্ঞানের মধ্য দিয়া আবার পরাজ্ঞানে পৌঁছান যায়—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কিন্তু উহা বাহিরের জিনিষ, প্রকৃত বস্তুর খোলসমাত্র। মানুষ মোক্ষলাভ করে—পরাজ্ঞানের, স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা। সেই পরাজ্ঞানই মানুষের চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু—যাহা দ্বারা সে তাহার জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারে। মানুষ যখন আপনার স্বরূপ-সম্বন্ধে সচেতন হয়েন, যখন তিনি আত্মস্থ হয়েন;—তখন সকল জ্ঞানই তাঁহার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। বিশ্বসত্তায় যখন জ্ঞানবলে আপনার সত্তা মিশাইয়া দিতে পারেন, তখন তিনি অনন্তের দৃষ্টিতে জগৎকে দেখিতে সমর্থ হয়েন। বিশ্বের মধ্যে যে একত্ব আছে, বিশ্বের সহিত তাঁহার নিজের এবং ভগবানের যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধকে তিনি প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিতে পারেন। তখন তাঁহার আরোহণ-প্রণালী অবলম্বন করিতে হয় না। কারণ তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে বিশ্বজ্ঞান নিহিত থাকে। মানুষ সেই জ্ঞানকে জীবনের চরম অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করেন, কারণ তাহাই তাঁহাকে জ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের চরণে পৌঁছাইয়া দেয়। জগদ্বাসীর পক্ষে তাই পরা ও অপরা এই উভয়বিধ জ্ঞানই প্রয়োজন। এই দ্বিধা বিভক্ত সেই এক জ্ঞানদেবের নিকটই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় 'যং' পদে সেই পরমপুরুষকে লক্ষ্য করিতেছে, যিনি আপনাকে প্রকৃতি ও পুরুষ রূপে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন। তিনিই প্রকৃতি, তিনিই পুরুষ। তিনিই এক হইয়া সৃষ্ট্যর্থে দুই হইয়াছেন। প্রকৃতি জগতের উপাদান-কারণ-রূপে পরিবর্তিত, আর পুরুষ চৈতন্য সত্তা অথবা বিশ্বচৈতন্য। স্থূলকথায় বলা যায়,—জড় ও চৈতন্য একই সত্তার বিভিন্ন দিক-মাত্র। সেই দ্বিধাবিভক্ত 'একমেব অদ্বিতীয়ং' সেই পরমপুরুষের নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কি ভাবে মন্ত্রটী গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"দেবগণ, যে অগ্নিকে প্রকৃষ্ট-জ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের ন্যায় মনুষ্যগণের মধ্যে দুই প্রকারে স্থাপিত করিলেন।" (৯অ-৯খ-১সূ-২সা)॥ *

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১　২　৩ ২ ৩　১　২　৩ ১র　২র
ত্বং যবিষ্ঠ দাশুষো নৃঁ৺ পাহি শৃণুহী গিরঃ।
১ ২　৩ ২ ৩ ১　২র
রক্ষা তোকমুত ত্মনা॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যবিষ্ঠ' (যুবতম, নিত্যতরুণ হে দেব!) 'ত্বং' 'দাশুষঃ' (হবির্দ্দত্তবতঃ, প্রার্থনাকারিণঃ) 'নৃন' (নরান্, অস্মান্ ইতি ভাবঃ) 'পাহি' (রক্ষ—রিপুকবলাৎ ইতি যাবৎ); 'গিরঃ' (অস্মাকং প্রার্থনাঃ, আরাধনাং ইত্যর্থঃ) 'শৃণুহি' (গৃহাণ ইত্যর্থঃ); 'উত' (অপিচ), 'ত্মনা' (আত্মনা, স্বশক্ত্যা) 'তোকং' (পুত্রভূতান্, পুত্রস্বরূপান্ ইত্যর্থঃ) অস্মান্ 'রক্ষ' (পালয়, রিপুকবলাৎ পরিত্রাহি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া ত্বং অস্মান্ সর্ব্ববিপদাৎ রক্ষ তথা অস্মাকং পূজাং গৃহাণ ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ—৯খ—১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

নিত্যতরুণ হে দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদিগকে রক্ষা করুন; আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন অর্থাৎ আরাধনা গ্রহণ করুন; অপিচ, স্বশক্তিতে পুত্র রূপ আমাদিগকে রিপুকবল হইতে পরিত্রাণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আপনি আমাদিগকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন এবং আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন। (৯অ—৯খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে 'যবিষ্ঠ' যুবতম! যদ্বা, যৌতেস্তৃজন্তস্য ইষ্ঠনি রূপং। দেবানাং হবিষাং মিশ্রয়িতৃতম! ইন্দ্র! ত্বং 'দাশুষঃ' হবির্দত্তবতঃ 'নৄন্' কর্ম্মণাং নেতৄন যজমানান্ 'পাহি' ধনানাং দানেন রক্ষ। নৄঃপাহীত্যত্র সংহিতায়াং 'নৄন্পে (৮।৩।১০)'-ইতি নকারস্য রুত্বং, 'অত্রানুনাসিক (৮.৩.২)'—ইতি পূর্ব্বস্যানুনাসিকঃ। কিঞ্চ, 'গিরঃ' ত্বদ্বিষয়াঃ স্তুতীঃ 'শৃণুহি' অবহিতঃ সন শৃণু। 'উত' অপিচ 'ত্মনা' আত্মনৈব 'তোকং' অস্মদীয়ং তনয়ং পুত্রং 'রক্ষ' পালয়। ত্মনেতি সর্ব্বত্র লভোধ্যতে—আত্মনা স্বয়মেব রক্ষ, ত্বদন্যং পালয়িতারং ন বিন্দামঃ ত্বমেবাস্মদীয়ং। 'শৃণুহী'—'শৃণুধি'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—৯খ—১সূ-৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১২৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মূল মর্ম্ম-বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ এবং পূজা গ্রহণের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া মন্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সর্ব্বকনিষ্ঠ! হব্যদায়ী লোকসকলকে পালন কর, স্তুতি শ্রবণ কর, স্বয়ংই সন্তানগণকে রক্ষা কর।" এই অনুবাদ অনেক পরিমাণে ভাষ্যানুসারী।

'যবিষ্ঠ' পদের ভাষ্যার্থ—'যুবতম', অনুবাদার্থ - 'সর্ব্বকনিষ্ঠ'। এই 'যবিষ্ঠ' পদে কি ভাব দ্যোতনা করে? ভগবানকে 'যুবতম' বা 'যবিষ্ঠ' বলার অর্থ কি? ভগবান্ নিত্যতরুণ; তিনি কখনও পুরাতন হয়েন না, তিনি অবিনাশী, অবিনশ্বর। তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বৃদ্ধি নাই, হ্রাস নাই—তিনি অপরিবর্ত্তনীয়। তাঁহাকে বৃদ্ধাদপি বৃদ্ধও বলা যায়; আবার 'যবিষ্ঠ'ও তাঁহার উপযুক্ত বিশেষণ। তাই কোনও ভক্ত তাঁহাকে 'অতি বড় বৃদ্ধ' বলিয়াছেন। সমস্তই তাঁহাতে সম্ভবে, তিনি সর্ব্ববিরোধের মীমাংসাভূমি। তাই 'যবিষ্ঠ' পদ তাঁহারই উপযুক্ত বিশেষণ।

রিপুকবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সেই নিত্যতরুণ দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। এখানে 'যবিষ্ঠ' বা নিত্যতরুণ বলার আরও একটী নিগূঢ় ভাব লক্ষ্য করা যায়। তরুণত্বের মধ্যে জীবনের যে সাড়া, প্রাণের যে স্পন্দন পাওয়া যায়, অন্যত্র তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই। রিপুদমন করিতে হইলে সজীব প্রাণের বিপুল শক্তির প্রয়োজন,। জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য, নবজীবনের নূতন কর্ম্মপ্রেরণা, অদম্য শক্তির খেলা মানুষকে চঞ্চল অধীর করিয়া তুলে। রিপুসংগ্রামে জয় প্রদান করিবার জন্য, রিপুকবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা এই 'যবিষ্ঠ' পদের অন্তর্নিহিত আছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে আছে আমাদের আরাধনা। যাহাতে ভগবান্ গ্রহণ করেন সেই জন্য তাঁহারই নিকট প্রার্থনা। মানুষ ভগবানের পূজা করে সত্য; কিন্তু সেই পূজা তাঁহার চরণে পৌঁছায় কি না, তাহা তো সে জানে না। ভগবান মানুষের পূজা গ্রহণ করিলেই তাহার আরাধনা সার্থক হইল। তাই ভগবানের নিকট তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হইতেছে।

মন্ত্রের তৃতীয়াংশের প্রার্থনার মর্ম্মও রিপুকবল হইতে উদ্ধারলাভ। এই অংশের প্রার্থনার একটী বিশেষত্ব এই যে,—মন্ত্রে সাধক নিজেকে ভগবানের পুত্রস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। পিতা যেমন পুত্রকে সর্ব্ববিধ আপদবিপদ হইতে উদ্ধার করেন, ভগবানও যেন ঠিক সেইরূপভাবে আমাদিগকে রক্ষা করুন—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 'তোকং' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—"অস্মদীয়ং তনয়ং পুত্রং।" তাহাতে মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়ায়—'আপনি আমাদের পুত্রকে রক্ষা করুন' এক দিক দিয়া এই অর্থ খুবই স্বাভাবিক। পিতা আপনার প্রতিরূপ সন্তানকে রিপুকবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য জগৎপিতার নিকট প্রার্থনা করিবেন—ইহা খুবই সঙ্গত। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে ইহা মন্ত্রের লক্ষ্য নহে। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই উপলব্ধ হইবে।* (৯অ—৯খ—১সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

১র২ ১ ২ ১র র২ ১ ২ ১ ২
প্রেষ্ঠংবাঃ। অত্তা২৩য়িথীন। স্তোষেমিত্রম্। ইবপ্রা২৩য়াম। অগ্নবিরা

২ ১ ২ ১ ৫ ৫ ১২ ১
৩থা৩ম। নাবা ২৩হা ৩৪৩য়িদা২৩৪ম্যো৬হায়ি॥ কবিমিবা।

২ ১ ২ ১ র২র ১ ২ ১ ২ ২
প্রশ৺স্যা২৩য়াম। যান্দেবাস৽। ইতিবা২৩য়িতা। নিমাত্তী৩য়ে৩।

১ ২ ১ ৫ ৫ ১র ১ ২১র
মৃবা২৩হা৩৪৩য়ি। দা ২৩৪ যো ৬হা॥ ভুবংযবায়ি। ঊদাশূ

২ ১ র২ ১র ২ ১ ২ ২ ১
২৩যাঃ। নৃড়পাহিশৃ। গৃহীগা২৩য়িরাঃ। রক্ষাত্তো৩কা৩ম। উত্তা

২ ১ ৫ ৫
২৩হা৩৪৩য়ি। আ২৩৪নো৬হায়ি॥ ১২।৭॥ ০

—:*:—

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ৩ ১ ২
এন্দ্র নো গধি প্রিয় সত্রাজিদগোহ্য।
৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ৩ ২র ২
গিরির্ন বিশ্বতঃ পৃথুঃ পতির্দ্দিবঃ॥ ১॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রিয়' (সর্ব্বেষাং প্রিয়তম) 'সত্রাজিৎ' (শত্রূণাং জেতঃ, রিপুজয়কারিন্) 'অগোহ্য' (অপরাজেয়) 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্!) ত্বং 'গিরিঃ ন' (পর্ব্বতঃ ইব স্থিরঃ) অপিচ 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতঃ) 'পৃথুঃ' (বিস্তৃতঃ, বিশ্বব্যাপী ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, সর্ব্বস্য লোকস্য ইতি ভাবঃ) 'পতিঃ' (অধিপতিঃ, স্বামী জগৎপতি ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ ; ত্বং 'আগধি' (আগচ্ছ—অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ)। হে দেব! কৃপয়া অস্মাকং হৃদি আবির্ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ—৯খ—২সূ—১সা)॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম—"গায়ত্রৌশনম্।"

বঙ্গানুবাদ।

সকলের প্রিয়তম, রিপুজয়কারী, অপরাজেয়, পরৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্! আপনি পর্ব্বতের ন্যায় স্থির অটল, অপিচ বিশ্বব্যাপী এবং সর্ব্বলোকের অধিপতি হয়েন। আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (৯অ—৯খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'প্রিয়' স্তোতৄণাং প্রীণনকর! 'সত্রাজিৎ' মহতাং শত্রূণাং জেতঃ! হে 'অগোহ্য' কেনাপি গুহিতুমশক্য! 'ইন্দ্র'! 'গিরির্ন' পর্ব্বত ইব 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ 'পৃথুঃ' পৃথুতমঃ 'দিবঃ' স্বর্গস্য 'পতিঃ' ঈশ্বরস্তং 'নঃ' অস্মান্ 'আগধি' আগচ্ছ। 'প্রিয়সত্রাজিদগোহ্য'—'প্রিয়ঃসত্রাজিদগোহ্যঃ'—ইতি পাঠৌ, 'বিশ্বতঃ পৃথু' - 'বিশ্বতস্পৃথুঃ'—ইতি চ॥ ১॥

* * *

প্রথম (১২৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

হৃদয়ে আবির্ভূত হইবার জন্য ভগবানকে এই মন্ত্রে আহ্বান করা হইয়াছে। এই আহ্বানের মধ্যে 'প্রিয়' পদটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য। ভগবানকে আহ্বান করা হইতেছে প্রিয়ভাবে। তিনি স্বর্গের অধিপতি, পর্ব্বতের ন্যায় স্থির ও মহান্ হইলেও তিনি আমাদিগের প্রিয়তম। কেবল আমাদিগের নহে; তিনি বিশ্ববাসী সকলেরই প্রিয়তম। ভগবানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তাঁহার অপেক্ষা প্রিয়তম, মানুষের জগৎবাসীর আর কে আছে? জগৎ তাঁহার নিকট হইতে জীবন পাইয়াছে, তাঁহার করুণায় বাঁচিয়া আছে, এবং চরমে তাঁহার ক্রোড়েই আশ্রয় লাভ করিবে। তিনি বিপদ হইতে পরিত্রাণকারী। তাঁহার কৃপায় মানুষ, মোহ পাপ প্রভৃতির কবল হইতে উদ্ধার লাভ করে, - চরমে তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। ইহার অপেক্ষা বন্ধুত্বের কাজ আর কি হইতে পারে! তাঁহার কৃপাতেই মানুষ জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করে। তাঁহার অনন্ত প্রেমরাশি নানা দিক দিয়া নানাভাবে মানুষের জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিতেছে। জগতে আমরা যে প্রেমের পরিচয় পাই, তাহা তাঁহার সেই অনন্ত প্রেমপারাবারের বিন্দুমাত্র। তাঁহার প্রেমেরই ছায়া পাইয়া বন্ধু বন্ধুর প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, মাতা পুত্রের প্রতি স্নেহশীলা। ভগবানই মানুষের একমাত্র বন্ধু। জন্মজরামরণশীল মানুষের প্রেম—ক্ষণিক আনন্দদায়ক। অধিকাংশ স্থলেই তাহা আবার স্বার্থের সহিত বিজড়িত! নিঃস্বার্থ প্রেম, নিঃস্বার্থ ভালবাসা - মানুষের নিকট প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর কি? স্বার্থসাধনের অন্তরায় উপস্থিত হইলেই ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব প্রেম-ভালবাসা চিরতরে বিনষ্ট হয়। স্থলবিশেষে আবার সে প্রীতির পরিণতি চিরশত্রুতায়

পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং স্বার্থ-বিজড়িত পার্থিব প্রেম-ভালবাসা, নশ্বর বন্ধুত্বের ক্ষণস্থায়ী বন্ধন পরিণামে অমঙ্গলদায়ক। সে কেবল সংসার-বন্ধন দৃঢ় করে মাত্র। মন্ত্রে তাই ভগবৎপ্রেমে চিরশান্তি-লাভের চিত্র প্রকটিত হইয়াছে। মন্ত্র বলিতেছেন, যদি বন্ধুত্ব করিতে হয়, ভগবানের সহিত বন্ধুত্ব কর; যদি প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়, ভগবানের সহিত সে প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ হও। মানুষের বন্ধুত্ব বন্ধুত্বই নহে; উহা পরিণামবিরস অশেষ-ক্লেশদায়ক। মন্ত্রের 'প্রিয়' সম্বোধনে প্রেমভাবে ভগবানের উপাসনার ভাব প্রকটিত হইয়াছে।

সাধক ভগবানকে বন্ধুরূপে আহ্বান করিতেছেন। দূরে থাকিয়া আর তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না, নিকটে, আরও নিকটে,—হৃদয়ের নিভৃত স্থানে তাঁহাকে পাওয়া চাই। কিন্তু তিনি কেবল ব্যক্তিবিশেষের বা জাতিবিশেষের প্রিয় নহেন, তিনি বিশ্ব-বন্ধু, বিশ্বের সকলের প্রিয়তম। সাধক সেই জগদ্বন্ধু ভগবানকে আপনার হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন। আমাদিগের ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। * (৯অ—৯খ—২সূ—১সা)॥

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অভি হি সত্য সোমপা উভে বভূথ রোদসী।
১র ২র ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
ইন্দ্রাসি সুন্বতো বৃধো পতির্দ্দিবঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সত্য' (সত্যস্বরূপ) 'সোমপা' (সোমস্য, শুদ্ধসত্ত্বস্য পাতঃ, শুদ্ধসত্ত্বপালকঃ, শুদ্ধসত্ত্বদাতঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) ত্বং 'হি' (এব) 'উভে রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকৌ—সর্ব্বলোকস্য ইতি ভাবঃ) 'অভিভবসি' (অভিভূতৌ করোষি, স্বামী ভবসি ইতি ভাবঃ); 'সুন্বতঃ' (পবিত্রস্য জনস্য, সাধকস্য) 'বৃধঃ' (বর্দ্ধকঃ, মোক্ষদায়কঃ ইতি ভাবঃ) তথা 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, স্বর্গস্য) 'পতিঃ' (প্রভুঃ, স্বামী) 'অসি' (ভবসি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি বিশ্বস্য পতিঃ তথা লোকানাং মোক্ষদায়কঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (১অ-৯খ-২সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ—৫খ—৫দ-৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

বঙ্গানুবাদ।

সত্যস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বদাতা বলাধিপতি হে দেব! আপনিই দ্যুলোক-ভূলোককে অভিভূত করেন, অর্থাৎ দ্যুলোক-ভূলোকের স্বামী হয়েন; পবিত্রজনের—সাধকের মোক্ষদায়ক এবং স্বর্গের প্রভু হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভগবানই বিশ্বের স্বামী এবং লোকদিগের মোক্ষদায়ক হয়েন।)। (৯অ—৯খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সত্য! 'সোমপাঃ' সোমস্য পাতঃ। 'ইন্দ্র'! যস্ত্বং 'উভে' 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'অভি বভূথ' সামর্থ্যেনাভিভবসি স ত্বং 'সুম্বতঃ' সোমাভিষবং কুর্ব্বতঃ যজমানস্য 'বৃধঃ' বর্দ্ধকঃ 'অসি'। 'দিবঃ' স্বর্গস্যাপি 'পতিঃ' ঈশ্বরোঽসি॥ (৯অ-৯খ ২সূ-২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি দ্যুলোক-ভূলোকের অধিপতি। দ্যুলোকভূলোক দ্বারা এখানে সমগ্র বিশ্বকে বুঝাইতেছে। বিশ্ব তাঁহা হইতে আসিয়াছে, আবার তাঁহাতেই বিলীন হইবে। জগৎ তাঁহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। 'সূত্রে মণিগণা ইব' এই বিশ্ব তাঁহার মধ্যেই বর্ত্তমান আছে। সুতরাং তিনি যে বিশ্বের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইবেন, তাহা তো সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

তিনি সত্যস্বরূপ, শুদ্ধসত্ত্বদাতা। তিনি অনাদি অনন্ত, অবিনশ্বর। তাঁহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই। তাই তিনি একমাত্র সত্য। শুদ্ধসত্ত্ব তাঁহারই শক্তি। সেই শক্তি তিনি আপনার সন্তানগণের মধ্যে, তাহাদের মঙ্গলের জন্য প্রদান করেন। মানুষ যখন শুদ্ধসত্ত্বময় হয়, যখন সে আপনার পবিত্র সত্তা ভগবদুদ্দেশ্যে নিবেদন করে তখন শুদ্ধসত্ত্বের আধার সেই পরমপুরুষ সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। দ্যুলোকভূলোক তাঁহার অধীন, তিনিই মানবের একমাত্র পরম গতি।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর ভাব ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহাই উপলব্ধ হইবে। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সত্যস্বরূপ সোমপা ইন্দ্র! যেহেতু তুমি দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই অভিভূত করিয়াছ, অতএব তুমি সোমাভিষব-কারীর বর্দ্ধক হও এবং স্বর্গের পতি হও।" এই অনুবাদটীতে যেন ইন্দ্রকে কেহ আশীর্ব্বাদ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। (৯অ-৯খ-২সূ-২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
ত্বং হি শশ্বতীনামিন্দ্র ধর্ত্তা পুরামসি।
৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
হন্তা দস্যোর্ম্মনোর্ব্বৃধঃ পতির্দ্দিবঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) 'ত্বং হি' (ত্বমেব) 'শশ্বতীনাং' (বহ্বীনাং) 'পুরাং' (শত্রুনগরীণাং) 'ধর্ত্তা' (নাশয়িতা) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'দস্যোঃ' (অসুরস্য, পাপস্য ইতি ভাবঃ) 'হন্তা' (নাশকঃ), 'মনোঃ' (মনুষ্যস্য, সাধকস্য ইতি ভাবঃ) 'বৃধঃ' (বৰ্দ্ধকঃ, উন্নয়নকারকঃ, মোক্ষদায়কঃ বা ইত্যর্থঃ), তথা 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'পতিঃ' (স্বামী) ভবসি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলক অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি সর্ব্বেষাং রিপূণাং নাশকঃ তথা লোকানাং মোক্ষদায়কঃ ভবতি—ইতি শেষঃ। (৯অ-৯খ-২সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! আপনিই বহু শত্রুনগরীর নাশয়িতা হয়েন; আপনি অসুরের—পাপের নাশক, সাধকের বৰ্দ্ধক অর্থাৎ মোক্ষদায়ক এবং দ্যুলোকের স্বামী হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভগবানই সকলের সকল রিপুর নাশক এবং লোকদিগের মোক্ষ-দায়ক হয়েন॥ (৯অ—৯খ—২সূ— সা)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'ত্বং' 'শশ্বতীনাং' বহ্বীনাং 'পুরাং' শত্রুনগরীণাং 'ধর্ত্তা অসি হি' ধারয়িতা ভবসি খলু। কিঞ্চ, 'দস্যোঃ' বৃথাকালক্ষেপকস্যোপক্ষয়িতুরসুরস্য 'হন্তা' অসি · ঘাতকো ভবসি 'মনোঃ' মনুষ্যস্য যাগাদি কুর্ব্বতো 'বৃধঃ' বৰ্দ্ধকশ্চাসি। 'দিবঃ' স্বর্গস্যাপি 'পতিঃ' ঈশ্বরোঽসি। (৯অ—৯খ—২সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১২৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ চারিদিক হইতে রিপুর আক্রমণে বিব্রত। তাহার নিজের অন্তরের মধ্যে রিপুকুল তাহাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ সৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছে। নিজের মনের মধ্যে যে শক্রপুরী, শক্রদুর্গ তাহা ধ্বংস না হইলে মানুষের পক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনলাভ করা অসম্ভব। ভগবানের কৃপালাভ করিতে না পারিলে মানুষ নিজের শক্তিতে সেই রিপুকুলকে বিনাশ করিতে পারে না। মানুষ অক্ষম, দুর্ব্বল বলিয়াই শক্রগণ তাহার মধ্যে বাসা বাঁধিতে পারে। ভগবান্ মানুষের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া যখন তাহার হৃদয়ে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার পরশের আগুণে রিপুকুল ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাহাদের নিবিড় দুর্ভেদ্য দুর্গ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

মানুষের অন্তরে যেমন, বহির্জ্জগতেও তেমনি শক্রগণের আবাসভূমি আছে যাহা হইতে তাহারা মানুষকে আক্রমণ করে। অন্তর ও বাহিরের মধ্যে একটা যোগ আছে, শক্রগণ সেই যোগ-সূত্র অবলম্বন করিয়া মানুষের অন্তরে আধিপত্য বিস্তার করে। মায়ামোহ প্রভৃতি রিপুগণ মানুষকে বিপথগামী করিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া আছে। অজ্ঞান দুর্ব্বল মানব, অজ্ঞানতার বশে অথবা দুর্ব্বলতাহেতু সেই মোহজালে আবদ্ধ হয়। ভগবানের কৃপালাভ করিতে না পারিলে সেই জালে আবদ্ধ থাকিয়া মানুষ ক্রমশঃই অধঃপতনের পথে অগ্রসর হয়। ভগবান্ দয়া করিয়া যখন মানুষের রিপুকুল নাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখনই সে রিপুগণের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে সমর্থ হয়। মন্ত্রে ভগবানের এই রিপুনাশক মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

তিনি 'দস্যোঃ হন্তা'—অর্থাৎ অসুরের, পাপের নাশকারী। দস্যু যেমন মানুষের সাংসারিক ধনরত্ন হরণ করিয়া লয়, পাপ সেইরূপ মানুষের অধ্যাত্ম-জীবনের সম্বল, পুণ্যও হরণ করে। জাগতিক সামান্য ধনরত্ন নাশ হইলে মানুষের অতি অল্পই ক্ষতি হয়; কিন্তু পুণ্যজীবন বিনষ্ট হইলে তাহা ফিরাইয়া পাওয়া খুবই শক্ত।

ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া যাঁহাকে এই রিপুদিগের, পাপের হাত হইতে উদ্ধার করেন, তিনিই অনায়াসে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন, মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েন। তাই ভগবানকে 'মনোঃ বৃধঃ' মানুষের, সাধকের বর্দ্ধক বলা হইয়াছে।

বর্ত্তমান এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী মন্ত্রের শেষ পদদ্বয় 'পতিঃ দিবঃ' অর্থাৎ আপনি দ্যুলোকের, স্বর্গের অধিপতি। এই পদদ্বয় ক্রমান্বয়ে এই তিনটী মন্ত্রে ব্যবহৃত হওয়াতে তাঁহার মাহাত্ম্য বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। তিনি স্বর্গের অধিপতি, পবিত্রতার আধার, মন্ত্রের মধ্যে তাঁহার এই বিশেষ মহিমার প্রতি মানবের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের যে সকল প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে, নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতেই তাহার ভাব উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র তুমি বহুপুরী ভেদ করিয়া থাক; তুমি

দস্যুহন্তা, মনুষ্যের বর্দ্ধক, এবং দ্যুলোকের পতি।" নিম্নে একটী হিন্দি অনুবাদও প্রদত্ত হইল,—"হে ইন্দ্র! তুহী বহুতসে শত্রুনগরোকা নষ্ট করনেওয়ালা, বৃথা সময় খোনেওয়ালে অসুরকা নাশক, যজ্ঞকর্ত্তা মনুষ্যকা বৃদ্ধিকর্ত্তা আউর স্বর্গকা স্বামী হ্যায়।" (৯অ–৯খ—২সূ–৩সা) ॥ *

* * *

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

১র — ১ র ২ ১ ২র ২ ১ ২র
১। এন্দ্রনো ৩ গধিপ্রায়া। সাত্রাজিৎ। অগোহায়ো। হো ৩ বা। গিরান্নির্‌বো।

২ ১ ৹ ৩ ৫র র ১ — র ১
হো ৩ বা। খতঃ। পা ২ র্ধ্ব২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ অভিহিসা ২ তালোমায়াঃ।

র ২র ১ ২র ২ ১ ২র ২ ১
উভেবভু। থরোদানো। হো ৩ বা। ইন্দ্রাগিনো। হো ৩ বা। খতঃ।

৹ ৩ ৫র র ১ — ১ ২র ১ ২র
বা ২ র্ধ্বা ২৩ ৪ ঔহোবা॥ তুব৮হিশা ২ খতায়িনাম্। আরিজ্রদর্ত্তা। পুরামাসো)

১ ২র ২ ১র ৹ ৩ ৫র র
হো ৩ বা। হস্তাদস্তো। হো ৩ বা। মনোঃ। বা ২ র্ধ্বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২ ৩ ২
পতির্দ্বিবা ১ ঃ। ১২.৩। †

—:*:—

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ১
পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্ম্মণো ধর্ত্তা

৩ ১ ২ ৩ ২
বজ্রী পুরুষ্টুতঃ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম—"সাবর্ত্তম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (স ইন্দ্রদেবঃ) 'পুরাং' (শত্রূণাং দুর্গানাং, রিপুশত্রুপরিবৃতং অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নং হৃদ্দেশং ইতি ভাবঃ) 'ভিন্দুঃ' (ভেত্তা) 'যুবা' (চিরনবীনঃ, কদাচিদপি বলীপলিতাদিবার্দ্ধক্য-রহিতঃ) 'কবিঃ' (মেধাবী, কর্ম্মকুশলঃ) 'অমিতৌজাঃ' (প্রভূতবলঃ, অত্যধিকবলশালী) 'বিশ্বস্য' (জগতঃ, সর্বস্য) 'কর্ম্মণঃ' (ইষ্টপূর্ত্তযজ্ঞাদিকসর্ব্ববিধসদনুষ্ঠানস্য) 'ধর্ত্তা' (পোষকঃ) 'বজ্রী' (প্রার্থনাকারিণাং রক্ষার্থং সর্ব্বদা বজ্রযুক্তঃ) 'পুরুষ্টুতঃ' (সর্বৈঃ স্তুতঃ) 'অজায়ত' (সৎকর্ম্মণা সহ প্রকাশিতবান্)। অয়ং ভাবঃ—ইন্দ্রদেবঃ বহুকর্ম্মশালী বহুগুণোপেতঃ; স হি কর্ম্মার্থং স্তুতঃ সন কর্ম্মণা প্রকাশিতো ভবতি; তস্যার্চ্চনয়া নরস্তদ্গুণযুক্তো ভবতীতি শেষঃ। (৯অ—৯খ—৩সূ—১সা।)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই ইন্দ্রদেব রিপু-শত্রুগণের দুর্ভেদ্য দুর্গ-ভেদকারী, চিরনবীন, মেধাবী, প্রভূতবলশালী, বিশ্বের সকল সৎকর্ম্মের পরিপোষক, অনুগত জনের রক্ষার জন্য সর্ব্বদা বজ্রধারী, সর্ব্বজন কর্তৃক স্তুত এবং সৎকর্ম্মের সহিত প্রকাশমান্। (ভাব এই যে,—ইন্দ্রদেব বহুকর্ম্মশালী বহুগুণোপেত; কর্ম্মার্থ স্তুত হইয়া কর্ম্মের দ্বারাই তিনি প্রকাশিত হয়েন; তাঁহার অর্চ্চনার দ্বারাই মানুষ তাঁহার ন্যায় গুণযুত হয়।)। (৯অ—৯খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং 'ইন্দ্রঃ' উচ্যমান-গুণযুক্তো 'অজায়ত' সম্পন্নঃ। কীদৃগ্‌গুণকঃ? ইতি তদুচ্যতে—'পুরাং' অসুর-পুরাণাং 'ভিন্দুঃ' ভেত্তা 'যুবা' কদাচিদপি বলী-পলিতাদি-বার্দ্ধক্য-রহিতঃ 'কবিঃ' মেধাবী 'অমিতৌজাঃ' প্রভূত-বলঃ বিশ্বস্য কর্ম্মণঃ কৃৎস্নস্য জ্যোতিষ্টোমাদেঃ 'ধর্ত্তা' পোষকঃ 'বজ্রী' যজমানরক্ষণার্থং সর্ব্বদা বজ্রযুক্তঃ 'পুরুষ্টুতঃ' বহুবিধে তত্তৎকর্ম্মণি স্তুতঃ। ভিন্দুঃ—ভিদির্ বিদারণে (রু০ প০), কুরিতামুবৃত্তৌ 'পৃ-ভিদি-ব্যধি-গৃধি-ধৃষিভ্যঃ (উ০ ১।২৩)' ইতি কু-প্রত্যয়ঃ, তস্য 'ছন্দস্যুভয়থা (৩।৪।১১৭)',—ইতি সার্ব্বধাতুক-সংজ্ঞায়াং রুধাদিভ্যঃ শ্নং (৩।১।৭৮) মিদ্বাদন্ত্যাদচঃ পরো ভবতি, শ্নসোরল্লোপঃ (৬।৪।১১১) অনুস্বার-পরসবর্ণৌ অচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ (১।১।৫৭) ইতি প্রাপ্তস্য স্থানিবদ্ভাবস্য ন পদান্তেত্যাদিনা (১।১।৫৮) নিষেধঃ। যুবা যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ (অদা০ প০) কনিন্যুবৃষিতক্ষিরাজিধন্বিদ্যু-প্রতিদিবঃ (উ০ ১।১৫৪) ইতি কনিন্ নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ (৬।১।১৯৭)। কবিঃ—কু শব্দে (অদা০ প০) অচইরিতি (উ০ ৪।১৩৮) ইঃ প্রত্যয়স্বরঃ (৩।১।৩)। অমিতঃ—অমিত-শব্দস্যাব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং (৮।২।১) বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে। বিশ্বস্য—অশূপ্রুষীত্যাদিনা (উ০ ১।১৪৯) কন্, নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ (৬।১।১৯৭)। কর্ম্মণা—অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে (৩।২।৭৫) ইতি মনিন্ নিৎস্বরঃ (৬।১।১৯৭)। ধর্ত্তা টচ্, ক্রিয়া-

দস্তোদাত্তঃ (৬।১।১৬৫) বজ্রী—মত্বর্থীয় ইনী (৫।২।১২২) প্রত্যয়স্বরঃ। পুরুষ্টুতঃ—স্তুতস্তোময়োশ্ছন্দসি (৮।৩।১০৫) ইতি ষত্বং বহুষু প্রদেশেষু স্তুতঃ থাথঘঞ্ ক্তাজবিত্রকাণাং (৬।২।১৪৪) ইত্যন্তোদাত্তত্বং, তৃতীয়াসমাসে হি থাথাদিস্বরাপবাদঃ, তৃতীয়া কর্ম্মণি (৬।২।৪৮) ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ স্যাৎ। (৯অ—৯খ—৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১২৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রের অন্তর্গত 'পুরাং ভিন্দুঃ' শব্দ দুইটী উপলক্ষে নানারূপ অর্থ কল্পনা করা হয়। কাহারও কাহারও মত এই যে, ভারতবর্ষে আগমনকালে আর্য্যগণের নেতৃস্থানীয় ইন্দ্রদেব অসুরদিগের দুর্গাদি উদ্ভিন্ন করিয়াছিলেন,—মন্ত্রে সেইরূপ ভাব প্রকাশমান্ আছে। অপিচ, দেবাসুরের সংগ্রামে অসুর-পক্ষের দুর্গ-ধ্বংসের বিষয়ও এতৎপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু ঐ দুই মতের কোনও মতেই আস্থা স্থাপন করি না। মন্ত্রের সহিত পুরাবৃত্তের বা পুরাণকথিত উপাখ্যানের সম্বন্ধ-সূচনা পরবর্ত্তী কালের কল্পনা-মাত্র। নচেৎ, মন্ত্রের মধ্যে তদ্রূপ কোনও সম্বন্ধ সংশ্রবের প্রমাণ আদৌ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নিত্যসত্য বেদবাক্যের সাধারণ-ভাবে সর্ব্বকালোপযোগী যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, আমরা তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

রিপুশত্রুপরিবৃত অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়,—ইহার অপেক্ষা শত্রুর দুর্ভেদ্য দুর্গ আর কি হইতে পারে? ভগবানের অনুকম্পায় জ্ঞানরশ্মি প্রবিষ্ট হইলে, সে দুর্গ ভগ্ন হয়। 'পুরাং ভিন্দুঃ' পদদ্বয়ে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। তিনি 'বিশ্বস্য কর্ম্মণো ধর্ত্তা'; একবাক্যে 'সকল সৎকর্ম্মের তিনি সহায়'—এই ভাব উপলব্ধ হয়। সাধু-সজ্জনের রক্ষার জন্য, তাঁহাদের শত্রুভয় দূর করিবার জন্য, তিনি সর্ব্বদা বজ্র ধারণ করিয়া আছেন; এই জন্যই তাঁহাকে 'বজ্রী' বলা হইয়াছে।

লোকরক্ষাকর সজ্জন-পালন-রূপ কর্ম্মের জন্যই তাঁহার স্তুতিবন্দনা প্রবর্ত্তিত হয়; আর, তাদৃশ কর্ম্মের মধ্য দিয়াই তিনি প্রকাশিত আছেন। কর্ম্মই প্রকাশক; কর্ম্মই অস্তিত্ব-জ্ঞাপক; কর্ম্ম দ্বারাই তিনি পরিজ্ঞাত হন। মানুষ! তুমি সৎকর্ম্ম কর; তিনি তোমার পৃষ্ঠপোষক হইবেন। মানুষ! তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হও; তিনি তোমার শত্রুনাশ করিবেন। মানুষ! তুমি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ কর; তদ্‌গুণে গুণান্বিত ও তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে প্রযত্নপর হও; তোমার শ্রেয়োলাভ অবশ্যই হইবে।

ভগবানের গুণ-বিশেষণ-সম্বন্ধে ও তাঁহার সেবাপরায়ণতার জন্য যে সকল উপদেশ আছে, সকলেরই মূল লক্ষ্য তদনুসরণে আত্মোৎকর্ষ-সাধন। তদ্ভিন্ন ঐ সকলের অন্য আর কিছুই লক্ষ্য নহে। মন্ত্রের পর মন্ত্রে, স্তরের পর স্তরে, সেই উদ্দেশ্যই স্পষ্টীকৃত হইতেছে। (৯অ—৯খ—৩সূ—১সা)।*

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের, একাদশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবরদ্রিবো বিলম্।
২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ত্বাং দেবা অভিভ্যুষস্তুজ্যমানাস আবিষুঃ॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ' (শত্রূন্ প্রতি অদ্রিবৎ কঠোর হে ভগবন্!) 'ত্বং' যদা 'বলস্য' (অস্মাকং, রিপুশত্রোঃ) 'বিলং' (গুহাং, পাপকর্ম্মণাং কেন্দ্রস্থানং), 'অপ' (অপাবৃত্য, ভিত্ত্বা) 'গোমতঃ' (জ্ঞানকিরণান্বিতস্য) 'অবঃ' (রক্ষণং, রক্ষণোপায়ং) অস্মাকং হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠাপয়তি, তদা 'তুজ্যমানাসঃ' (রিপুশত্রূণাং হিংসমানাঃ, পাপবিমর্দ্দকাঃ) 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ, শুদ্ধসত্ত্বনিবহা) 'অভিভ্যাসঃ' (শত্রুভয়েনাভিভূতা সন্তঃ) 'ত্বাং আবিষুঃ' (ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি)। ভগবতঃ কৃপয়া অজ্ঞানান্ধকারো বিনশ্যতি, দিব্যজ্ঞাননিবহা হৃদ্দেশমধিকুর্ব্বন্তি, শত্রুভীতয়ো দূরং গচ্ছন্তি, ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তো মনুষ্যাঃ পরাগতিং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (৯অ—৯খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শত্রুগণের প্রতি অদ্রিবৎ কঠোর হে ভগবন্! আপনি যখন আমাদিগের রিপুশত্রুগণের গুহাকে অর্থাৎ পাপকর্ম্মের কেন্দ্রস্থানকে ভেদ করিয়া জ্ঞানকিরণান্বিত রক্ষণোপায়কে আমাদিগের হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন রিপুশত্রুগণের নাশক (পাপ-বিমর্দ্দক) দেবভাব-নিবহ শত্রুভয়ে অভিভূত না হইয়া আপনাকে প্রাপ্ত হয়। (ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপাতেই অজ্ঞানান্ধকার নাশ পায়, দিব্যজ্ঞানসমূহ হৃদ্দেশ অধিকার করে, শত্রুভয় দূরে যায়; তখন ভগবানকে পাইয়া মানুষ পরাগতি প্রাপ্ত হয়।)। (৯অ—৯খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বলনামকঃ কশ্চিদসুরো দেবসম্বন্ধিনীর্গা অপহৃত্য কস্মিংশ্চিদ্ বিলে গোপিতবান্ তদানীমিন্দ্রস্তদ্বিলং সমাবৃত্তা তস্মাদ্ বিলাদ্ গাঃ নিঃসারয়ামাস, তদিদমুপাখ্যানমিন্দ্রো বলস্য বলমৌর্ণোদিত্যাদি ব্রাহ্মণেষু মন্ত্রান্তরেষু চ প্রসিদ্ধং, তদেতদ্ধৃদি নিধায়ায়ং মন্ত্রঃ প্রবর্ত্ততে। হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রযুক্তেন্দ্র! ত্বং 'গোমতঃ বলস্য' গোভির্যুক্তস্য বলনামকস্যাসুরস্য সম্বন্ধি 'বিলং' 'অপাবঃ' স্বকৈস্ত্র-মুখেনাপাহৃতবানসি। তদানীং 'তুজ্যমানাসঃ' বলেন হিংস্যমানাঃ 'দেবাঃ'

'অভিভুষঃ' স্বন্দয়য়া রক্ষয়া বলাদভীতাঃ সন্তঃ 'স্বামাবিষুঃ' প্রাপ্তবন্তঃ। অপেত্যাস্য নিপাতস্যা-দ্যুদাত্তত্বং (ফি০ ৪।১২)। অবঃ—বৃঞ্ বরণে (স্বা০ উ০), লঙ্ সিপ্, ইতশ্চ লোপঃ (৩।৪।৯৭), স্বাদিভ্যঃ শ্নুঃ (৩.১ ৭৩), তস্য বহুলশ্ছন্দসি (২ ৪।৭৬), ইতি লুক্, গুণোরপরত্বং হল্ঙ্যাদি-লোপঃ, বিসর্জ্জনীয়ঃ, অডাগমঃ। অদ্রিবঃ—অদ্রিরস্যাস্তীতি মতুপ্ ছন্দসীরঃ (৮।২।১৮) ইতি বত্বং, সম্বোধনে উগিদচামিতি নুং (৭।১।৭০) হল্ঙ্যাপ্ সংযোগান্ত-লোপো মতুবসো রুঃ সম্বুদ্ধৌ ছন্দসি (৮।৩।১) ইতি রুত্বং। বিলং—নব্বিষয়স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যু-দাত্তত্বং (ফি০ ২।৩)। অভিভুষঃ—ঞি ভী ভয়ে (জুহো০ প০) লিট্, দ্বির্ভাবঃ, অভ্যাসস্য হ্রস্ব-জশ্ত্বে, কৃসৃশ্চ '(৩।২।১০৭) ইতি লিটঃ কসুরাদেশঃ ক্র্যাদিনিয়মাৎ, প্রাপ্ত ইট্ বস্বে-কাজাদ্ঘসাং (৭ ২।৬৭) ইতি নিয়মান্নিবর্ত্ততে জসি সর্ব্বনামস্থানেঽপি ব্যত্যয়েন ভত্বাদ্ বসোঃ সম্প্রসারণং, পর-পূর্ব্বত্বং, শাসিবসিঘসীনাঞ্চ (৮।৩।৬০) ইতি ষত্বং, অচি শ্নু ধাত্বিত্যাদিনা (৬।৪।৭৭) প্রাপ্তমিয়ঙাদেশং বাধিত্বা এরনেকাচ (৬ ৪.৮২) ইতি যণাদেশঃ, নঞ্ সমাসঃ, অব্যয়-পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। তুজ্যমানাসঃ—তুজে'হংসার্থাৎ পরস্য কর্ম্মণি লটঃ স্থানে শানচ্, সার্ব্বধাতুকে যক্ (৩।১ ৬৭) ইতি যক্ তস্মাদনুপদেশাচ্চত্তরস্য লসার্ব্বধাতুকস্যানুদাত্তত্বং (৬ ১।১৮৬) যকএব প্রত্যয়স্বরঃ শিষ্যতে। আবিষুঃ—অব রক্ষণাদিষু, অস্মাদ্ গত্যর্থাল্লুঙো ঝিস্তস্য সিজভ্যস্তবিদিভ্যশ্চ (৩।৪।১০৯) ইতি জুস্, সিচ ইডাগমঃ, 'আড়জাদীনাং (৬ ৪।৭২)' ইত্যাড়াগমঃ, আদেশ-প্রত্যয়য়োঃ (৮ ৩।৫৯)—ইতি ষত্বং॥ (৯অ - ৯খ ৩হ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত "বলস্য বিলং" শব্দদ্বয় লইয়া গবেষণার অন্ত নাই। বলনামক অসুর দেবতাদিগের গাভী চুরি করিয়া পর্ব্বত-গহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল ; ইন্দ্রদেব সেই গাভীর উদ্ধার-সাধন করেন। পৌরাণিক এই এক উপাখ্যান—এই মন্ত্রের ভিত্তি বলিয়া কেহ কেহ কল্পনা করিয়া থাকেন। * প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে কেহ আবার প্রতিপন্ন করেন যে, আসিরীয়-দেশের বল-গণের বিষয় এখানে লক্ষ্য আছে। 'অসর' বা 'অসুর' আসিরীয়দিগেরই নামান্তর। † অন্যমত এই যে, মেঘ ও বৃষ্টির বিষয় এখানে রূপকে পরিবর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে 'মেঘই বলের গাভী, ইন্দ্র তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া দোহন অর্থাৎ বৃষ্টি দান করেন।' ‡ কিন্তু এ সকল অর্থ যে পরবর্ত্তী কালে কল্পিত এবং দূর-অন্বয়-মূলক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

---

* সায়ণাদি এই মতের (গাভীচুরি-রূপ পৌরাণিক উপাখ্যানের) সমর্থ করেন।

† রেঃ কৃষ্ণ বন্দ্যো তাঁহার বেদানুক্রমণিকায় এবং 'এরিয়ান্ উইট্নেস' পুস্তকে আসিরীয় সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, -"The Vala of the Rig Veda was the Belus or Bel of Inscriptions.'—Aryan Witness.

§ ম্যাক্সমূলার-প্রমুখ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ এবং রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই মত সমর্থন করেন।

পুরাণ অমান্য করি না। পুরাণের অভ্যন্তরে যে অনন্ত জ্ঞানরত্ন সজ্জিত আছে, কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে পুরাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি—তাহা হৃদ্‌গম্য হইলে, এ সকল সংশয় আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না। পুরাণে উপাখ্যানাদির ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে গভীর জ্ঞানতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা হইয়াছে। জনহিত-পরায়ণ ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ, অল্পায়ু অল্পবুদ্ধি মানবের জ্ঞানোন্মেষ-কল্পে পুরাণের প্রবর্ত্তনা করেন। পুরাণ-প্রবর্ত্তনার কাল-নির্দ্দেশ আছে; কিন্তু বেদ অনাদি নিত্য। সুতরাং অনিত্যকালঘটিত উপাখ্যানাদির সংস্রব কেন বেদ-ব্যাখ্যায় কল্পিত হয়, আমরা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাই না। বিশেষতঃ সে পৌরাণিক কাহিনীর সম্বন্ধ-সংস্রব না ঘটাইলেও যখন অর্থোপলব্ধি হয়, তখন কেন একটা অবান্তর ভাব আকর্ষণ করিয়া আনি? কেহ হয় তো বলিতে পারেন,—'চক্রনেমির আবর্ত্তের ন্যায় কালচক্র বিঘূর্ণিত হইতেছে। তাহাতে ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য ধারা চিরবিদ্যমান রহিয়া যাইতেছে। সত্যের পর ত্রেতা, ত্রেতার পর দ্বাপর - এইরূপ ক্রম-পদ্ধতি-অনুসারে সত্যাদির আবির্ভাব ও তিরোভাব নিত্যবস্তু মধ্যে গণ্য হয়। সেইরূপ, বলাদির গাভী অপহরণাদি ব্যাপারও কালচক্রের আবর্ত্তনে পুনঃপুনঃ সঙ্ঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে। সুতরাং পুরোপোক্ত বর্ণনার সহিত সম্বন্ধ-সূচনায় বেদ-বাক্যের নিত্যত্বে কোনও দোষ বর্ত্তিতে পারে না।' •

বিতর্কের মীমাংসা নাই। এ মত অস্বীকার করি না। তবে মন্ত্রটী পড়িবামাত্র স্বতঃপরতঃ যে অর্থ হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, তাহা লক্ষ্য করাই আমরা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

কেন বল অসুরকে টানিয়া আনিব? কেন গরু-চুরির উপাখ্যান কল্পনা করিব? যখন দেখিতেছি, আমার হৃদয় অসুরে আক্রমণ করিয়া আছে; যখন দেখিতেছি, অজ্ঞানতার সূচীভেদ্য অন্ধকার-রূপ প্রাচীর-বেষ্টনে তাহারা দৃঢ় দুর্গ রচনা করিয়া বসিয়াছে; আর, যখন দেখিতেছি, তাহাদের দুর্ভেদ্য ব্যূহ আমার জ্ঞানকে সর্ব্বদা প্রতিহত করিতেছে; তখন, আমি অন্যত্র আবার কোন্ গো-চোরের অন্বেষণে ফিরিব? অন্তরের মধ্যে চোর; হৃদয়ের অভ্যন্তরে চোরের রাজত্ব। তাহাদের দমনের উপায়-চিন্তা আগে না করিয়া, আমি কি বাহিরের চোর খুঁজিয়া বেড়াইব? ঘরের মটকায় আগুন লাগিয়াছে; নীচের দুই একটা খুঁটিতে জল ঢালিলে, কি ফল ফলিবে? মন্ত্র বলিতেছেন, 'হৃদয় পরিষ্কার কর; অন্তরের ময়লা দূর কর; ভগবানের শরণাপন্ন হও। তবেই তো তোমার শত্রু বিমর্দ্দিত হইবে! তবেই তো ভগবান্ তোমার রিপুশত্রুকে দমন করিয়া তোমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিবেন! তবেই তো শত্রুর অধিকৃত দুর্ভেদ্য দুর্গ-দ্বার বিমুক্ত হইবে! তবেই তো তোমার হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান প্রবেশ করিবে!'

মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এই পথই আমরা পরিগ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্র বুঝাইতেছেন,—'যতক্ষণ হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি না পড়িবে, ততক্ষণ শ্রেয়ঃ নাই। হৃদয় নির্ম্মল হইলেই, শত্রুর হিংসা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে! হৃদয়ে সদ্ভাব

সঞ্জাত হইলেই ভগবানের অনুকম্পায় শত্রুভয় অপসৃত হইবে। হৃদয় ভগবদ্ভাবে ভাবুক হইতে পারিলেই ভগবানের সহিত হৃদয়ের সম্মিলন ঘটিবে।' * (৯অ-৯খ—৩সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ইন্দ্রমীশানমোজসাভি স্তোমৈরনূষত।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সহস্রং যস্য রাতয় উত বা সন্তি ভূয়সীঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্য' (ভগবত ইন্দ্রদেবস্য) 'রাতয়ঃ' (ধনদানকর্ম্মাণি) 'সহস্রং' (সহস্রসংখ্যোপেতানি) 'উত বা' (অথবা) 'ভূয়সীঃ' (সহস্রসংখ্যায়া অপ্যধিকানি) 'সন্তি' (বিহিতানি ভবন্তি) তং 'ঈশানং' (জগতো নিয়ামকং) 'ইন্দ্রং' (ইন্দ্রদেবং) 'স্তোমাঃ' (স্তোতারঃ) 'ওজসা' (বলেন, সাধনশক্তিপ্রভাবেন) 'অভ্যনূষত' (সর্ব্বতঃ—স্তুবন্ত, স্তুতিমন্ত্রৈঃ তং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ)। ইন্দ্রদেবঃ অশেষদানশীলঃ; স্তোতারঃ সাধনশক্তিপ্রভাবেন তদ্দানং লভন্ত ইতি ভাবঃ। (৯অ—৯খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে ভগবান্ ইন্দ্রদেবের, ধনদান-কর্ম্মসমূহ সহস্র সহস্র প্রকারে অথবা অশেষ প্রকারে বিহিত হয়, জগতের নিয়ন্তা সেই ইন্দ্রদেবকে স্তোতৃগণ আপনাদের সাধনশক্তি প্রভাবে প্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে,—ইন্দ্রদেব অশেষ দানশীল; স্তোতৃগণ সাধনশক্তিপ্রভাবে সেই দান লাভ করেন)। (৯অ—৯খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্তোতারঃ' 'ওজসা' বলেন 'ঈশানং' জগতো নিয়ামকং 'ইন্দ্রং' স্তোমৈঃ স্তুত্যাদিভিঃ 'অভ্যনূষত' সর্ব্বত্র স্তুবন্তি। 'যস্য' ইন্দ্রস্য 'রাতয়ঃ' ধন-দানানি 'সহস্রং' সহস্র-সংখ্যোপেতানি সন্তি 'উত বা' অথবা 'ভূয়সীঃ' সহস্র-সংখ্যাকাঃ অপ্যধিকাঃ 'সন্তি'। তমিন্দ্র-

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

মিতি পূর্ব্বত্রাম্বয়ঃ। 'স্তোমৈঃ'—'স্তোমাঃ' ইতি পাঠৌ। ইন্দ্রং—ঋজ্রেন্দ্রেত্যাদিনা রন্ (উ০ ২।২৮) নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ (৬।১।১৯৭)। ঈশানং—লটঃ শানচ্ (৩।২।১২৪) 'অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ (২।৪।৭২) ইতি ধাতোরনুদাত্তেত্বাৎ তস্যানুদাত্তেত্যাদিনা (৬।১।১৮৬) শানচোঽনুদাত্তত্বং। ওজসা—নব্বিষয়স্যাদ্যুদাত্তঃ (ফি০ ২।৩)। স্তোমৈঃ অর্ত্তি স্তুস্থিত্যাদিনা (উ০ ১।১৩৭) মন্ প্রত্যয়ঃ, নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ (৬।১।১৯৭)। অনুষত ণু স্তুতৌ, ণো নঃ (৬।১।৬৫) লঙ্ ব্যত্যয়েন, ঝঃ, তস্য অদাদেশঃ, চ্লেঃ সিচ্ (৩।১।৪৪) অস্য ধাতোঃ কুটাদিত্বেন সিচো ঙিত্বাদ্ (১।২।১) গুণাভাবঃ, ইড়ভাবশ্ছান্দসঃ অড়াগমঃ। সহস্রং—কর্দ্দমাদীনাঞ্চ (ফি০ ৩।১১) ইতি দ্বিতীয়াক্ষরমুদাত্তং। রাতয়ঃ মন্ত্রে বৃষেষেত্যাদিনা (৩।৩।৯৬) ক্তিন্ উদাত্তঃ। উত প্রাতিপদিক-স্বরঃ (ফি০ ১১)। বা—চাদিরনুদাত্তঃ (ফি০ ৪।১৩)। সতি—প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং, (৩।১।৩) তিঙতিঙঃ (৮।১।২৮) ইতি নিঘাতো ন ভবতি যদ্বৃত্তান্নিত্যং (৮।১।৬৬)-ইতি প্রতিষেধাৎ, নহি ব্যবহিতেঽপি ভবতীত্যুক্তং। ভূয়সীঃ—সংখ্যাদিত্তিশয়েন বহ্ব্যঃ ভূয়স্যঃ, অত্র বিভক্তস্য সহস্রসন্নিধবলাৎ উপপদস্য-প্রতীতের্দ্বিবচনং বিভজ্যোপপদে তরবীয়সুনাবিতি বহুশব্দাদীয়সুন্ বহোর্লোপো ভূ চ বহোঃ (৬।৪।১৫৮) ইতি ইকার-লোপঃ, বহোর্ভূ ইত্যাদেশশ্চ, ঈয়সুনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তশ্চ, উগিতশ্চ (৪।১।৬) ইতি ঙীপ্। (৯অ ৯খ-৩সূ—৩সা)।

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ।

• • •

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমোহার্দ্দং নিবারয়ন্। পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ।

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীরবুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থ-প্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে নবমোঽধ্যায়ঃ।

• • •

তৃতীয় (১২৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনার বিষয় অসংখ্য। প্রার্থীর সংখ্যাও অগণ্য। কত রকমের প্রার্থনা লইয়া কত ভাবে কত জন যে ভগবানের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান্ রহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? দানের পরিমাণ দানের প্রকার-ভেদ, তাই সহস্র—সহস্রের অধিক; তুমি কি চাও? কত চাও? তিনি ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বসিয়া আছেন। যাহা চাহিবার, চাহিয়া লও। যাহা আকাঙ্ক্ষা কর, তাহাই প্রাপ্ত হইবে। বিশ্বাস হইল না? চিত্ত সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইল? ফিরিয়া এস - কর্ম্মফল ভোগ কর। করুণা-দানের জন্য করুণাময় মুক্তহস্ত হইলেও, সে করুণা-লাভ সকলের অদৃষ্টে ঘটে কি? ভগবদ্বাক্যে অবিশ্বাসী জন, স্বেচ্ছান্ধ-জনের দশা প্রাপ্ত হয়। এ মন্ত্র সেই সত্য ঘোষণা করিতেছে। তুমি অন্ধ সাজিয়া চক্ষু বুঁজিয়া চলিয়া যাইতেছ। সুতরাং তোমার অদৃষ্টে যে ফল-লাভ আছে, সে গতি কে রোধ করিবে? বৃথা ব্যাকুলতার কোনই ফল নাই। ভগবান্ তোমায় দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিলেও, তোমার প্রাক্তন—তোমার

দুর্ব্বুদ্ধি তোমায় বাধা দিবে। তোমার অতীত কর্ম্ম, তোমার পারিপার্শ্বিক শত্রুগণ, তোমার বর্ত্তমান শ্রেয়ঃসাধনের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে।

'উপায়!' হতাশ হইয়া মনে মনে প্রশ্ন করিতেছ—'উপায়!' উপায় অবশ্যই আছে। কর্ম্ম দ্বারা প্রাক্তন পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। সৎকর্ম্মের দ্বারা অপকর্ম্মের গতিকে প্রতিহত করিতে হইবে। যিনি নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতেও পারেন। সেই ঈশান (জগতের নিয়ামক) ভগবান্— তাঁহার শরণাপন্ন হও, তাঁহার কার্য্যে প্রাণ বিনিয়োগ কর; তাঁহার কর্ম্ম দ্বারাই উপায় অধিগত হইবে, তাঁহার কর্ম্ম দ্বারাই তিনি উপায়-বিধান করিয়া দিবেন। ঐ দেখ, এই মন্ত্রই তোমার সংশয়-প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, সংশয় ভঞ্জন করিয়া কহিতেছেন, 'স্তোমাঃ' অর্থাৎ সাধকগণ 'ওজসা' অর্থাৎ সাধন-শক্তিপ্রভাবে তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রাপ্ত হন। (৯অ ৯খ ৩সূ-৩সা)। *

—:*:—

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫র ৩২৩৫র৫ ১ র র ২১র ২ ১ র ২ ১ ২ ৩ ৫
১। পুরাম্ভিন্দুর্য্যুবাকবীঃ। অমিতৌজাঅজায়া ২ ৩ তা। আয়িন্দ্রোবিশ্বা ৩। স্যাকর্ম্মা২ ৩ ৪ ণাঃ।
১ ২ ৩ ৫ ৪ ৫ ৩২৩৪র৫ ১র ২১র
ধর্ত্তা। বাজ্রোবাও ২ ৩ ৪ বা। পুরু ৫ ষ্টুতাঃ॥ ত্বংবলস্যগোমতাঃ। অপাবরদ্রিবোপা ২ ৩
২ ১ র র ২ ১ ২ ৫ ১ ২ n ৩ ৫
রিলাম্। ত্বাবান্দেবা ৩ঃ। আবিভ্যু ২ ৩ ৪ ষাঃ। তুজ্যা। মানোবাও ২ ৩ ৪ বা।
৪ ৫ ৩র২র৩৪র৫ ১ র র২১র ২ ১ ২ ১ ২ ৩
সস্যা ৫ বিবৃঃ। ইন্দ্রমীশানমোজসা। অভিস্তোমৈরনূষা ২ ৩ তা। সাহস্রস্ধা ৩। স্যারাতা
৫ ১ ২ n ৩ ৫ ৪ ৪
২ ৩ ৪ য়াঃ। উতা। বাসোবাও ২ ৩ ৪ বা। ভিভূ ৫ য়সীঃ। হো ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২ ৪ ৫ ৪৫ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ২
২। হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা। হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা। হয়ায়ি। হয়া ৩।
৪ ৫ ৪ ৫ ২ র n ৩২র ১ — র n ৩২র ১ - র n
ওহাওহা। পুরাম্ভিন্দুঃ। যুবাকাপী ২ঃ। অমিতৌজাঃ। অজায়াতা ২। ইন্দ্রোবিশ্বা।
৩ ২ ১ -- র n ৩ ২১ -- ২ ৩ ২র ১ -- র n
স্যকর্ম্মানা ২ঃ। ধর্ত্তাবজ্রী। পুরুষ্টুতা ২ঃ। ত্বংবলা। স্যগোমাতা ২ঃ। অপাবরা।
৩ ২র ১ -- র র n ৩ ২ ১ — র n ৩২র ১ -- ২ র ^
দ্রিবোবায়িলা ২ ম্। ত্বাবান্দেবাঃ। অবিভ্যুষা ২ঃ। তুজ্যামানা। সস্যাবায়িবৃ ২। ইন্দ্রমীশ।
৩২র ১ — র ৩ ২র ১ -- n ৩২র ১ - র n ৩২র ১
নমোজাসা ২। অভিস্তোমৈঃ। অনূষাতা ২ সহস্রংযা। স্যরাতায়া ২ঃ। উতবাসা। ভিভূয়াসী
- ৪ ৫ ৪৫ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
২ঃ। হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা। হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা। হয়ায়ি। হয়া ৩।
৪ ৫ ৪৫ ৩ ৫ ৩ ৫ ৩
ওহাওহা। হো ৪ ঈডা। হো ৪ ইডা। হো ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ ১।২।৩॥ †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "মারুতম্" এবং (২) "মহাবৈশ্বামিত্রম্"।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকঃ—পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

মন্ত্র সূচী।

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
অ	
অগ্নিং বো দেবমগ্নিভিঃ সজোষা যজিষ্ঠং দূতমধ্বরে কৃণুধ্বম্।	
যো মর্ত্ত্যেষু নিধ্রুবির্ঋতাবা তপুর্মূর্দ্ধা ঘৃতান্নঃ পাবকঃ।	৬৭৭
অগ্নে ত্বং নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভুবো বরূথ্যঃ।	৩৮৮
অগ্রে সিন্ধূনাং পবমানো অর্ষত্যগ্রে বাচো অগ্রিয়ো গোষু গচ্ছসি।	
অগ্রে বাজস্য ভজসে মহদ্ধনং স্বায়ুধঃ সোতৃভিঃ সোম সূয়সে।	১৮৫
অচিক্রদদ্বৃষা হরির্ম্মহান্মিত্রো ন দর্শতঃ। সং সূর্য্যেণ দিদ্যুতে।	২০৯
অত্যা হিয়ানা ন হেতৃভিরসৃগ্রং বাজসাতয়ে। বি বারমব্যমাশবঃ॥	৬১৫
অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাম্। মা নো অতিখ্য আগহি।	৩৩০
অধ ধারয়া মধ্বা পৃচানস্তিরো রোম পবতে অদ্রিদুগ্ধঃ।	
ইন্দুরিন্দ্রস্য সখ্যং জুষাণো দেবো দেবস্য মৎসরো মদায়।	১৪৮
অধুক্ষত প্রিয়ং মধু ধারা সুতস্য বেধসঃ। অপো বসিষ্ট সুক্রতুঃ।	২০০
অধ্বর্য্যো অদ্রিভিঃ সুতং সোমং পবিত্র আ নয়। পুনাহীন্দ্রায় পাতবে।	৬৯৭
অনু ত্বা রোদসী উভে স্পর্দ্ধমানমদদেতাম্ ইন্দ্র যদ্দস্যুহাভবঃ।	৫৪
অনুপে গোমান গোভিরক্ষাঃ সোমো দুগ্ধাভিরক্ষাঃ	
সমুদ্রং ন সংবরণান্যগ্মন্মন্দী মদায় তোশতে।	৭৫
অপ দ্বারা মতীনাং প্রত্না ঋণ্বন্তি কারবঃ। বৃষ্ণো হরস আয়বঃ।	৪২৬
অপঘ্নন্ পবতে মৃধোঽপ সোমো অরাব্ণঃ। গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্॥	৬৬৬
অপঘ্নন্ পবসে মৃধঃ।	৭৩৯
অপঘ্নন্তো অরাব্ণঃ পবমানাঃ স্বর্দ্দৃশঃ। যোনাবৃতস্য সীদত।	৬২৩

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
অপ্সা ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। সোমা অর্ষন্ত বিষ্ণবে।	৬৭
অব স্ম দুর্হণায়তো মর্ত্তস্য তনুহি স্থিরম্।	
অধস্পদং তমীং কৃধি যো অস্মাঁ অভিদাসতি।	
দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ।	৩৪১
অব্যা বারে পরি প্রিয়ো হরির্বনেষু সীদতি। রেভো বনুষ্যতে মতী।	৪৪৯
অব্যা বারৈঃ পরি প্রিয়ং হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। পবমানং মধুশ্চুতম্।	৬২২
অভিক্রন্দন্ কলশং বাজ্যর্ষতি পতির্দিবঃ শতধারো বিচক্ষণঃ।	
হরির্মিত্রস্য সদনেষু সীদতি মর্মৃজানোঽবিভিঃ সিন্ধুভির্বৃষা।	১৮১
অভি গব্যানি বীতয়ে নৃম্ণা পুনানো অর্ষসি। সনদ্বাজঃ পরি স্রব।	২৫৫
অভি গাবো অধন্বিষুরাপো ন প্রবতা যতীঃ। পুনানা ইন্দ্রমাশত॥	১৪
অভি দ্যুম্নং বৃহদ্যশ ইষস্পতে দিদীহি দেব দেবয়ুম্। বি কোশং মধ্যমং যুব॥	১১৬
অভি নো বাজসাতমম্॥	৭৪৩
অভি প্রিয়ং দিবস্পদমধ্বর্যুভির্গুহা হিতম্। সূরঃ পশ্যতি চক্ষসা।	৪৩৩
অভি প্রিয়া দিবঃ কবির্বিপ্রাঃ সধারয়া সুতঃ। সোমো হিন্বে পরাবতিঃ॥	৬৪৫
অভি বিপ্রা অনূষত গাবো বৎসং ন ধেনবঃ। ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে।	৬২৭
অভি ব্রতানি পবতে পুনানো দেবো দেবান্ৎস্বেন রসেন পৃঞ্চন্।	
ইন্দুর্ধর্মাণ্যৃতুথা বসানো দশ ক্ষিপো অব্যত সানো অব্যে।	১৫০
অভি হি সত্য সোমপা উভে বভূথ রোদসী। ইন্দ্রাসি সুন্বতো বৃধঃ পতির্দিবঃ॥	৭৭৪
অভ্যর্ষ বৃহদ্যশো মঘবদ্ভ্যো ধ্রুবং রয়িম্। ইষং স্তোতৃভ্য আভর।	২৭
অভ্যর্ষ স্বায়ুধ সোম দ্বিবর্হসং রয়িম্। অথা নো বস্যসস্কৃধি।	২৩৫
অভ্যর্ষানপচ্যুতো বাজিন্ৎসমৎসু সাসহিঃ। অথা নো বস্যসস্কৃধি।	২৩৭
অয়ং দক্ষায় সাধনোঽয়ং শর্দ্ধায় বীতয়ে। অয়ং দেবেভ্যো মধুমত্তরঃ সুতঃ।	৩৬৭
অয়া পবস্ব ধারয়া যয়া সূর্যমরোচয়ঃ। হিন্বানো মানুষীরপঃ।	৬৭১
অয়া পবা পবস্বৈনা বসূনি মাংশ্চত্ব ইন্দো সরসি প্রধন্ব।	
ব্রধ্নশ্চিদত্র বাতো ন জূতঃ পুরুমেধাশ্চিত্তকবে নরং ধাৎ।	৩৭৮
অয়া বীতী পরি স্রব যস্ত ইন্দো মদেষ্বা। অবাহন্নবতীর্নব।	৬৫৯
অয়ুক্ত সূর এতশং পবমানো মনাবধি। অন্তরিক্ষেণ যাতবে।	৬৭০
অর্ষা সোম দ্যুমত্তমোঽভি দ্রোণানি রোরুবৎ। সীদন্যোনৌ বনেষ্বা।	৬৪
অষাঢ়মুগ্রং পৃতনাসু সাসহিং যস্মিন্মহীরুরুজ্রয়ঃ।	
সং ধেনবো জায়মানে অনোনবুর্দ্যাব ক্ষামীরনোনবুঃ।	৫০৮
অসাব্যংশুর্মদায়াপ্সু দক্ষো গিরিষ্ঠাঃ শ্যেনো ন যোনিমাসদৎ।	১০৭
অসৃক্ষত প্র বাজিনো গব্যা সোমাসো অশ্বয়া। শুক্রাসো বীরয়াশবঃ।	১৯০
অসৃগ্রমিন্দবঃ পথা ধর্মন্নৃতস্য সুশ্রিয়ঃ। বিদানা অস্য যোজনা।	৪৪০

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
অপ্নস্বত্যাঁ রোদসী রয়িং মধ্বো বাজস্য সাতয়ে। শ্রবো বসূনি সঞ্জিতম্।	৪৫৬
অপ্নস্বত্যামিন্দবিক্রিয়ং মধোঃ পবস্ব ধারয়া। পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমাঁ ইব।	২১৯

——*——

আ।

আ ঘ ত্বাবান্ ত্মনা যুক্তঃ স্তোতৃভ্যো ধৃষ্ণবীয়ানঃ। ঋণোরক্ষং ন চক্র্যোঃ।	৩২০
আ তিষ্ঠ বৃত্রহন্ রথং যুক্তা তে ব্রহ্মণা হরী। অর্বাচীনং সু তে মনো গ্রাবা কৃণোতু বগ্নুনা।	১৭১
আ তে অগ্ন ইধীমহি দ্যুমন্তং দেবাজরম্। যদ্ধ স্যা তে পনীয়সী সমিদ্দীদয়তি দ্যবীষং স্তোতৃভ্য আভর॥	১৫৪
আ তে অগ্ন ঋচা হবিঃ শুক্রস্য জ্যোতিষস্পতে। সুশ্চন্দ্র দস্ম বিশ্পতে হব্যবাট্ তুভ্যং হূয়ত ইষং স্তোতৃভ্য আভর॥	১৫৬
আ তে দক্ষং ময়োভুবং বহ্নিমদ্যা বৃণীমহে। পান্তমা পুরুস্পৃহম্।	৪৫৮
আ তে বৎসো মনো যমৎ পরমাচ্চিৎ সধস্থাৎ। অগ্নে ত্বাং কাময়ে গিরা॥	৫৩০
আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মভ্যং ভেষজা করৎ।	৪০০
আদীমশ্বং ন হেতারমশূশুভন্নমৃতায়। মধো রসং সধমাদে।	১১২
আ নঃ সোম সংযতং পিপ্যুষীমিষমিন্দো পবস্ব পবমান ঊর্ম্মিণা। যা নো দোহতে ত্রিরহন্নসশ্চুষী ক্ষুমদ্বাজবন্মধুমৎ সুবীর্য্যম্।	৪৯৯
আ পবমান ধারয় রয়িং সহস্রবর্চ্চসম্। অস্মে ইন্দো স্বাভুবম্।	৬৪৩
আ পবস্ব মদিন্তম পবিত্রং ধারয়া কবে। অর্কস্য যোনিমাসদম্।	৬৫৪
আপানাসো বিবস্বতো জিন্বন্ত উষসো ভগম্। সূরা অণ্বং বি তন্বতে।	৪২৪
আ বচ্যস্ব মহি প্সরো বৃষেন্দো দ্যুম্নবত্তমঃ। আ যোনিং ধর্ণসিঃ সদঃ।	১১৮
আ বচ্যস্ব সুদক্ষ চম্বোঃ সুতো বিশাং বহ্নির্ন বিশ্পতিঃ। বৃষ্টিং দিবঃ পবস্ব রীতিমপাং জিন্বা গবিষ্টয়ে ধিয়ঃ।	১১৭
আ মন্দ্রমা বরেণ্যমা বিপ্রমা মনীষিণম্। পান্তমা পুরুস্পৃহম্।	৪৫৯
আ মিত্রে বরুণে ভগে মধোঃ পবন্ত ঊর্ম্ময়ঃ। বিদানা অস্য শক্মভিঃ।	৪৫৪
আ যদ্দুবঃ শতক্রতবা কামং জরিতৄণাম্। ঋণোরক্ষং ন শচীভিঃ।	৩২২
আ যয়োস্ত্রিংশতং তনা সহস্রাণি চ দদ্মহে। তরৎস মন্দী ধাবতি।	২৫১
আ রশ্মিমা সুচেতুনমা সুক্রতো তনূস্বা। পান্তমা পুরুস্পৃহম্।	৪৬১

——:•:——

ই।

ইদং বাং মদিরং মধ্বধুক্ষন্নদ্রিভির্নরঃ। ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্।	২৮৮
ইন্দুর্বাজী পবতে গোন্যোঘা ইন্দ্রে সোমঃ সহ ইন্বন্মদায়। হন্তি রক্ষো বাধতে পর্য্যরাতিং বরিবস্কৃণ্বন্ বৃজনস্য রাজা।	১৪৬

মন্ত্র। পৃষ্ঠা।

ইন্দ্রমিদ্ধরী বহতোঽপ্রতিধৃষ্টশবসম্। ঋষীণাং সুষ্টুতীরুপ যজ্ঞং চ মানুষাণাম্। ১১৩
ইন্দ্রমীশানমোজসাভি স্তোমৈরনূষত। সহস্রং যস্য রাতয় উত বা সন্তি ভূয়সীঃ॥ ৭০৪
ইন্দ্র স দামনে কৃত ওজিষ্ঠঃ স বলে হিতঃ। দ্যুম্নী শ্লোকী স সোম্যঃ॥ ৬৯২
ইন্দ্রস্য সোম পবমান ঊর্মিণা তবিষ্যমাণো জঠরেষ্বা বিশ।
প্র নঃ পিন্ব বিদ্যুদভ্রেব রোদসী ধিয়া নো বাজাঁ উপ মাহি শশ্বতঃ। ৭১৬
ইন্দ্রস্য সোম রাধসে পুনানো হার্দ্দি চোদয়। দেবানাং যোনিমাসদম্। ৫৮১
ইন্দ্রাগ্নী যুবামিমেঽভি স্তোমা অনূষত। পিবতং শম্ভুবা সুতম্। ৫৮
ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ। ব্রহ্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে। ১৬২
ইন্দ্রায়াহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ। অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ। ৪৭৮
ইন্দ্রায়াহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ। সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ। ৪৮৪
ইন্দ্রায়াহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ। উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ। ৪৮১
ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ। অর্কস্য যোনিমাসদম্। ২৯১
ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে শবসে বৃত্রহা নৃভিঃ।
তমিন্মহৎস্বাজিষূতিমর্ভে হবামহে স বাজেষু প্রণোঽবিষৎ। ৮৯
ইন্দ্রো যথা তব স্তবো যথা তে জাতমন্ধসঃ। নি বর্হিষি প্রিয়ে সদঃ। ৩৪
ইন্দ্রো যদদ্রিভিঃ সুতঃ পবিত্রম্পরিদীয়সে। অরমিন্দ্রস্য ধাম্নে। ১৭
ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সং মহেমা মনীষয়া।
ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ন্তব। ২৫৯
ইমা নু কং ভুবনা সীষধেমেন্দ্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ। ২৯৫
ইষন্তোকায় নো দধদস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ। আ পবস্ব সহস্রিণম্। ৬৯

ঈ।

ঈশান ইমা ভুবনানি ঈয়সে যুজান ইন্দো হরিতঃ সুপর্ণ্যঃ।
তাস্তে ক্ষরন্তু মধুমদ্ ঘৃতং পয়স্তব ব্রতে সোম তিষ্ঠন্তু কৃষ্টয়ঃ। ৫

উ।

উত ত্যা হরিতো রথে সূরো অযুক্ত যাতবে। ইন্দুরিন্দ্র ইতি ব্রুবন্। ৬৭৫
উত ন এনা পবয়া পবস্বাধি শ্রুতে শ্রবায্যস্য তীর্থে।
ষষ্টিং সহস্রা নৈগুতো বসূনি বৃক্ষং ন পক্বং ধূনবদ্রণায়। ৩৮০
উত নো গোবিদশ্ববিৎ পবস্ব সোমান্ধসা। মক্ষূতমেভিরহভিঃ। ৩৫
উত নো গোমতীরিষো বিশ্বা অর্ষ পরিষ্টুভঃ। গৃণানো জমদগ্নিনা। ২৫৭
উত নো বাজসাতয়ে পবস্ব বৃহতীরিষঃ। দ্যুমদিন্দো সুবীর্য্যম্। ৬১৩

মন্ত্র। পৃষ্ঠা।

উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহ পীত্বা শিপ্রে অবেপয়ঃ। সোমমিন্দ্র চমূসুতম্। ৫৩

উত্তে শুষ্মাস ঈরতে সিন্ধোরূর্ম্মেরিব স্বনঃ। বাণস্য চোদয়া পবিম্॥ ৬৪৭

উদস্য তে নবজাতস্য বৃষ্ণোঽগ্নে চরন্ত্যজরা ইধানাঃ।
অচ্ছা দ্যামরুষো ধূম এষি সং দূতো অগ্ন ঈয়সে হি দেবান্॥ ৬৮৬

উপ ত্রিতস্য পাষ্যোঽরভক্ত যদ্গুহা পদম্। যজ্ঞস্য সপ্তধামভিরধপ্রিয়ম্। ১২৫

উপ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব। গোদা ইদ্রেবতো মদঃ। ৩২৯

উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোষা ইব।
মহান্তং ত্বা মহীনাম্ সম্রাজং চর্ষণীনাম্। দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ। ৬৩৪

উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইন্দ্রো অর্ব্বাগিদং বচঃ।
সত্রাচ্যা মঘবাৎসোমপীতয়ে ধিয়া শবিষ্ঠ আগমৎ। ৭৩০

ঊ।

উস্রা দেব বসূনাং মর্ত্তস্য দেব্যবসঃ। তরৎ স মন্দী ধাবতি। ২৪৫

ঋ।

ঋষিমনা য ঋষিকৃৎস্বর্ষাঃ সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাম্।
তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্ৎসোমো বিরাজমনু রাজতি ষ্টুপ্। ৫৫৮

এ।

এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজন্তি সিন্ধুমাতরম্। সমাদিত্যেভিরখ্যত। ৩১১

এ তে সোমা অভি প্রিয়মিন্দ্রস্য কামমক্ষরন্। বর্দ্ধন্তো অস্য বীর্য্যম্। ৫৭৩

এতে সোমা অসৃক্ষত গৃণানাঃ শবসে মহে। মদিন্তমস্য ধারয়া। ২৫৩

এন্দ্র নো গধি প্রিয় সত্রাজিদগোহ্য। গিরির্ন বিশ্বতঃ পৃথুঃ পতির্দ্দিবঃ। ৭৭২

ও।

ওভে সুশ্চন্দ্র বিশ্পতে দর্ব্বী শ্রীণীষ আসনি।
উতো ন উৎপুপূর্য্যা উক্থেষু শবসস্পত ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর। ১৫৮

ক।

কবিমিব প্রশংস্যং যং দেবাস ইতি দ্বিতা। নি মর্ত্ত্যেষ্বাদধুঃ। ৭৬৬

কেতুং কৃণ্বন্দিবস্পরি বিশ্বা রূপাভ্যর্ষসি। সমুদ্রঃ সোম পিন্বসে। ১০

ক্রীড়ুর্মখো ন মংহয়ুঃ পবিত্রং সোম গচ্ছসি। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্। ৬১

মন্ত্র। পৃষ্ঠা।

গ।

গিরস্ত ইন্দ ওজসা মর্ম্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ। যাভির্ম্মদায় শুম্ভসে॥ ২১২
গিরো বজ্রো ন সম্ভৃতঃ সবলো অনপচ্যুতঃ। ববক্ষ উগ্রো অস্তৃতঃ॥ ৬৯৫
গোবিৎ পবস্ব বসুবিদ্ধিরণ্যবিদ্রেতোধা ইন্দো ভুবনেষর্পিতঃ।
ত্বং সুবীরো অসি সোম বিশ্ববিত্তং ত্বা নর উপ গিরেম আসতে॥ ১
গোষা ইন্দো নৃষা অশ্বসা বাজসা উত। আত্মা যজ্ঞস্য পূর্ব্যঃ। ২১৬

চ।

চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা গোবিন্দুর্দ্রপ্স আয়ুধানি বিভ্রৎ।
অপামূর্ম্মিং সচমানঃ সমুদ্রং তুরীয়ং ধাম মহিষো বিবক্তি॥ ৫৬৪

জ।

জজ্ঞানো বাচমিষ্যসি পবমান বিধর্ম্মণি। ক্রন্দন্দেবো ন সূর্য্যঃ॥ ১১
জুষ্ট ইন্দ্রায় মৎসরঃ পবমানঃ কনিক্রদৎ। বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি॥ ৬২১
জ্যোতির্যজ্ঞস্য পবতে মধু প্রিয়ং পিতা দেবানাং জনিতা বিভুবসুঃ।
দধাতি রত্নং স্বধয়োরপীচ্যং মদিন্তমো মৎসর ইন্দ্রিয়ো রসঃ॥ ১৭৭

ত।

তব ক্রত্বা তবাতিভির্জ্জ্যোক্ পশ্যেম সূর্য্যম্। অথা নো বস্যসস্কৃধি॥ ২৩৩
তব ত্য ইন্দো অন্ধসো দেবা মধোর্ব্ব্যাশত। পবমানস্য মরুত ৬৯৯
তব শ্রিয়ো বর্ষ্যস্যেব বিদ্যুতোঽগ্নেশ্চিকিত্র উষসামিবেতয়ঃ।
যদোষধীরভিসৃষ্টো বনানি চ পরি স্বয়ঞ্চিনুষে অন্নমাসনি। ৪৩
তং ত্বা বিপ্রা বচোবিদঃ পরিষ্কৃণ্বন্তি ধর্ণসিম্। সং ত্বা মৃজন্ত্যায়বঃ। ২৯২
তং বঃ সখায়ো মদায় পুনানমভিগায়ত। শিশুং ন হব্যৈঃ স্বদয়ন্ত গূর্ত্তিভিঃ। ৩৫৯
তং ত্বা মদায় ঘৃষ্বয় উ লোককৃত্নুমীমহে। তব প্রশস্তয়ে মহে॥ ২১৪

তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায় নূনমীমহে সখিভ্যঃ। ৩৯৭
তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে। স বৃষা বৃষভো ভুবৎ॥ ৬৮৯
তমীড়িষ্ব যো অর্চ্চিষা বনা বিশ্বা পরিষ্বজৎ। কৃষ্ণা কৃণোতি জিহ্বয়া॥ ৪৮৬
তরৎস মন্দী ধাবতি ধারা সুতস্যান্ধসঃ। তরৎ স মন্দী ধাবতি। ২৪৪
ত্বং ভাং চ মহিব্রত পৃথিবীং চাতিজভ্রিষে। প্রতি দ্রাপিমমুঞ্চথাঃ পবমানঃ মহিত্বনা॥ ১৩৭
ত্বং ন ইন্দ্রা ভর ওজো নৃম্ণং শতক্রতো বিচর্ষণে। আ বীরং পৃতনাসহম্॥ ৫৪০

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
ত্বং নৃচক্ষা অসি সোম বিশ্বতঃ পবমান বৃষভ তা বি ধাবসি। স নঃ পবস্ব বসুমদ্ধিরণ্যবদ্বয়৺ স্যাম ভুবনেষু জীবসে।	৩
ত্বং বিপ্রস্ত্বং কবির্ম্মধু প্র জাতমন্ধসঃ। মদেষু সর্ব্বধা অসি।	৩৪৪
ত্বং যবিষ্ঠ দাশুষো নৄ৺ পাহি শৃণুহী গিরঃ। রক্ষা তোকমুত ত্মনা।	৭৬৯
ত্ব৺ রাজেব সুব্রতো গিরঃ সোমাবিবেশিথ। পুনানো বহ্নে অদ্ভুত।	২৮
ত্ব৺ সূর্য্যে ন আ ভজ তব ক্রত্বা তবোতিভিঃ। অথানো বস্যসস্কৃধি।	২৩১
ত্ব৺ সোম পরিস্রব স্বাদিষ্ঠো অঙ্গিরোভ্যঃ। বরিবোবিদ্ঘৃতং পয়ঃ।	৪১
ত্ব৺ হি নঃ পিতা বসো ত্ব৺ মাতা শতক্রতো বভূবিথ। অধা তে সুম্নমীমহে।	৫৪২
ত্বং হি শশ্বতীনামিন্দ্র ধর্ত্তা পুরামাস। হন্তা দস্যোর্ম্মনোর্ব্বৃধঃ পতির্দ্দিবঃ॥	৭৭৬
ত্ব৺ সোম নৃমাদনঃ পবস্ব চর্ষণীধৃতি। মন্দির্যো অনুমাদ্যঃ।	১৮
ত্বং হি স্বরাজং বৃষভং তমোজসা ধিষণে নিষ্টতক্ষতুঃ। উতোপমানাং প্রথমো নিষীদসি সোমকামং হি তে মনঃ॥	৭৩২
তোশাসা রথযাবানা বৃত্রহণাপরাজিতা। ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্।	২৮৫
ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি ত্ব৺ সূর্য্যমরোচয়ঃ। বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বদেবো মহা৺ অসি।	১৬৩
ত্বা৺ শুষ্মিন্ পুরুহূত বাজয়ন্তমুপ ব্রুবে সহস্কৃত। স নো রাস্ব সুবীর্য্যম্।	৫৪৫
তা অস্য নমসা সহঃ সপর্য্যন্তি প্রচেতসঃ। ব্রতান্যস্য সশ্চিরে পুরূণি পূর্ব্বচিত্তয়ে বস্বীরনু স্বরাজ্যং।	১০৪
তা অস্য পৃশনায়ুবং সোম৺ শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ। প্রিয়া ইন্দ্রস্য ধেনবো বজ্র৺ হিন্বন্তি সায়কং বস্বীরনু স্বরাজ্যম্।	১০১
তা নঃ শক্তং পার্থিবস্য মহো রায়ো দিব্যস্য। মহি বাং ক্ষত্রং দেবেষু।	৪৭৭
তা নো বাজবতীরিষ আশূন্ পিপৃতমর্ব্বতঃ এন্দ্রমগ্নিং চ বোঢ়বে।	৪৯২
তা বা৺ সম্যগদ্রুহবাণেষমশ্যাম ধাম চ। বয়ং বাং মিত্রা স্যাম।	৫০
তাভিরাগচ্ছতন্নরোপেদ৺ সবন৺ সুতম্। ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে।	৬২
ত্বাং বিশ্বে অমৃত জায়মান৺ শিশুং ন দেবা অভি সং নবন্তে। তব ক্রতুভিরমৃতত্বমায়ন্ বৈশ্বানর যৎ পিত্রোরদীদেঃ।	৪৬৭
ত্বাং যজ্ঞৈরবীবৃধন্ পবমান বিধর্ম্মণি। অথা নো বস্যসস্কৃধি।	২৩৯
ত্বা৺ রিহন্তি ধীতয়ো হরিম্পবিত্রে অদ্রুহং বৎসং জাতন্ন মাতরঃ পবমান বিধর্ম্মাণ॥	১৩৪
তে নঃ সহস্রিণ৺ রয়ি৺ পবন্তামা সুবীর্য্যম্। স্বানা দেবাস দেবসে ইন্দবঃ॥	৬১৬
তে নো বৃষ্টিং দিবস্পরি পবন্তামা সুবীর্য্যম্। স্বানা দেবাস ইন্দবঃ।	৫৩০
তে পূতাসো বিপশ্চিতঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ। সূরাসো ন দর্শতাসো জিগত্নবো ধ্রুবা ঘৃতে।	৩৬৭
তে বিশ্বা দাশুষে বসু সোমা দিব্যানি পার্থিবা। পবন্তামান্তরিক্ষ্যা।	১৯৫
বে বিশ্বে সজোষসো দেবাসঃ পীতিমাশত। মদেষু সর্ব্বধা অসি।	৩৬৭

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
তে স্তাম দেব বরুণ তে মিত্র সুরিভিঃ সহ ইষ৺্ স্বশ্চ ধীমহি।	২৭৫
ত্রীণি ত্রিতস্য ধারয়া পৃষ্ঠেষ্বেরয়দ্রয়িম্। মিমীতে অস্য যোজনা বি সুক্রতুঃ॥	১২৭

দ।

দিবঃ পীযূষমুত্তম৺্ সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে। সুনোতা মধুমত্তমম্॥	৭০৩
দিবো ধর্ত্তাসি শুক্রঃ পীযূষঃ সত্যে। বিধর্ম্মন্বাজী পবস্ব॥	৭৬০
দিবো নাভা বিচক্ষণোঽব্যা বারে মহীয়তে। সোমো যঃ সুক্রতুঃ কবিঃ।	৬৩৩
দীর্ঘ৺্ হ্যঙ্কুশং যথা শক্তিং বিভর্ষি মন্তুমঃ পূর্ব্বেণ মঘবন্ পদা বয়ামজো যথা যমঃ। দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ।	৩৩৭
দেবেভ্যস্ত্বা মদায় ক৺্সৃজানমতি মেষ্যঃ। সংগোভির্ব্বাসয়ামসি।	৫৮৮

ধ।

ধর্ত্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো দক্ষো দেবানামনুমাদ্যো নৃভিঃ। হরিঃ সৃজানো অত্যো ন সত্বভির্ব্বৃথা পাজা৺্সি কৃণুষে নদীষ্বা॥	৭১০
ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোরা সহস্রাণি দদ্মহে। তরৎস মন্দী ধাবতি॥	২৪৯

ন।

ন কিষ্টং কর্ম্মণা নশদ্যশ্চকার সদাবৃধম্। ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈর্ব্বিশ্বগূর্ত্তমৃভ্বসমধৃষ্টং ধৃষ্ণুমোজসা॥	৫০৫
ন ত্বা শতং চ ন হ্রুতো রাধো দিৎসন্তমামিনন্। যৎ পুনানো মখস্যসে॥	৬৬৯
নাভা নাভিং ন আ দদে চক্ষুষা সূর্য্যং দৃশে। কবেরপত্যমা দুহে॥	৪৩১
নাভিং যজ্ঞানা৺্ সদন৺্ রয়ীনাং মহামাহাবমভি সং নবন্ত। বৈশ্বানর৺্ রথ্যমধ্বরাণাং যজ্ঞস্য কেতুং জনয়ন্ত দেবাঃ॥	৪৭০
নিত্যস্তোত্রো বনস্পতির্দ্ধেনামন্তঃ সবর্দ্দুঘাম্। হিবানো মানুষা যুগা॥	৪৬০
নৃচক্ষসং ত্বা বয়মিন্দ্রপীত৺্ স্বর্ব্বিদম্। ভক্ষীমহি প্রজামিষম্॥	৬০০

প।

পবন্তে বাজসাতয়ে সোমাঃ সহস্রপাজসঃ। গৃণানা দেববীতয়ে	৬১২
পবমান নি তোশসে রয়ি৺্ সোম শ্রবায্যম্। ইন্দো সমুদ্রমা বিশ।	৭৩৭
পবমানমবস্যবো বিপ্রমভি প্রগায়ত। সুষাণং দেববীতয়ে॥	৬১০
পবমানস্য বিশ্ববিৎ প্র তে সর্গা অসৃক্ষত। সূর্য্যস্যেব ন রশ্ময়ঃ॥	[illegible]

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
পবমানো অতি স্পৃধো বিশো রাজেব সীদতি। যদীমৃণ্বন্তি বেধসঃ॥	৪৪৭
পবস্ব বাজসাতয়ে পবিত্রে ধারয়া সুতঃ। ইন্দ্রায় সোম বিষ্ণবে দেবেভ্যো মধুমত্তরঃ॥	১৩৩
পবস্ব দেব আয়ুষগিন্দ্রং গচ্ছতু তে মদঃ। বায়ুমা রোহ ধর্ম্মণা॥	১৩৬
পবস্ব দেববীরতি পবিত্রং সোম রংহ্যা। ইন্দ্রমিন্দো বৃষা বিশ।	১৯৭
পবস্ব বৃত্রহন্তম উক্‌থেভিরনুমাদ্য। শুচিঃ পাবকো অদ্ভুতঃ।	২০
পবস্ব সোম মহাংৎসমুদ্রঃ পিতা দেবানাং। বিশ্বাভি ধাম।	৭৫৬
পবীতার পুনীতন সোমমিন্দ্রায় পাতবে। অথা নো বস্যসস্কৃধি।	২২৭
পরি নো অশ্বমশ্ববিদ্গোমদিন্দো হিরণ্যবৎ। ক্ষরা সহস্রিণীরিষঃ।	৬৬৪
পরি বিশ্বানি চেতসা মৃজ্যসে পবসে মতী। স নঃ সোমঃ শ্রবো বিদঃ।	২৫
পরি যৎ কাব্যা কবির্নৃম্ণা পুনানো অর্ষতি। স্বর্ব্বাজী সিষাসতি।	৪৪৫
পরি স্য স্বানো অক্ষরদিন্দুরব্যে মদচ্যুতঃ। ধারা য ঊর্দ্ধো অধ্বরে ভ্রাজা ন যাতি গব্যযুঃ।	৭৪৭
পরি স্বানাস ইন্দবো মদায় বর্হণা গিরা। মধো অর্ষন্তি ধারয়া।	৪২২
পরি স্বানো গিরিষ্ঠাঃ পবিত্রে সোমো অক্ষরৎ। মদেষু সর্ব্বধা অসি।	৩৪৬
পাতং নো মিত্রা পায়ুভিরুত ত্রায়েথাং সুত্রাত্রা। সাহ্যাম দস্যূং তনূভিঃ।	৫২
পুনাতা দক্ষসাধনং যথা শর্দ্ধায় বীতয়ে। যথা মিত্রায় বরুণায় শন্তমঃ।	৫১৪
পুনানঃ কলশেষ্বা বস্ত্রাণ্যরুষো হরিঃ। পরি গব্যান্যব্যত।	১৯২
পুনানাসশ্চমূষদো গচ্ছন্তো বায়ুমশ্বিনা। তে নো ধত্ত সুবীর্য্যং।	৫৭৮
পুনানো বারে পবমানো অব্যয়ে বৃষো অচিক্রদদ্বনে। দেবানাং সোম পবমান নিষ্কৃতং গোভিরঞ্জানো অর্ষসি।	৩০৩
পুরঃ সদ্য ইত্থাধিয়ে দিবোদাসায় শম্বরম। অধ ত্যং তুর্ব্বশং যদুম্।	৬৬১
পুরূত্রা হি সদৃঙ্ঙসি দিশো বিশ্বা অনু প্রভুঃ। সমৎসু ত্বা হবামহে।	৫৩৫
পুরুরুণা চিধ্যস্ত্যবো নূনং বাং বরুণ। মিত্র বংসি বাং সুমতিম্।	৪৯
প্র কবির্দ্দেববীতয়েঽব্যা বারেভিরব্যত। সাহ্বান্বিশ্বা অভি স্পৃধঃ।	২২
প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো দেবো দেবানাং জনিমা বিবক্তি। মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদা বরাহো অভ্যেতি রেভন্।	৪০৫
প্রতি বাং সূর উদিতে মিত্রং গৃণীষে বরুণং। অর্য্যমণং রিশাদসং।	২৬৮
প্র ধারা মধো অগ্রিয়ো মহীরপো বি গাহতে। হবির্হবিষু বন্দ্যঃ।	৪৪২
প্র পবমান ধন্বসি সোমেন্দ্রায় মাদনঃ। নৃভির্যতো বি নীয়সে।	১৫
প্র বাচমিন্দুরিষ্যতি সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপি। জিন্বন্ কোশং মধুশ্চ্যুতম্।	৬৯৮
প্র বাজ্যক্ষাঃ সহস্রধারস্তিরঃ পবিত্রং বি বারমব্যম্।	৫১৯
প্র বো ধিয়ো মন্দ্রযুবো বিপন্যুবঃ মনস্যুবঃ সম্বরণেষ্বক্রমুঃ। হরিং ক্রীড়ন্তমভ্যনূষত স্তুভোঽভি ধেনবঃ পয়সেদশিশ্রয়ু।	৪৯৬

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
প্র বোঽর্চ্চোপ।	৪০৩
প্র বো মিত্রায় গায়ত বরুণায় বিপা গিরা। মহিক্ষত্রাবৃতং বৃহৎ।	৪১২
প্র যুজা বাচো অগ্রিয়ো বৃষো অচিক্রদদ্বনে। সদ্মাভি সত্যো অধ্বরঃ।	৩১৪
প্রসবে ত উদীরতে তিস্রো বাচো মখস্যুবঃ। যদব্য এষি সানবি।	৬৫০
প্র সোম যাহীন্দ্রস্য কুক্ষা নৃভির্যেমাণো অদ্রিভিঃ সুতঃ।	৫২২
প্র সোমাসো অধন্বিষুঃ পবমানাস ইন্দবঃ। শ্রীণানা অপ্সু বৃঞ্জতে।	১২
প্র স্বানাসো রথা ইবার্ব্বন্তো ন শ্রবস্যবঃ। সোমাসো রায়ে অক্রমুঃ।	৪১৫
প্র হ৺সাসস্তৃপলা বগ্নুমচ্ছামাদস্তং বৃষগণা অয়াসুঃ।	
অঙ্গোষিণং পবমান৺ সখায়ো দুর্ম্মর্ষং বাণং প্র বদন্তি সাকম্।	৪০৮
প্রাণা শিশুর্ম্মহীনা৺ হিন্বন্নৃতস্য দীধিতিম্। বিশ্বা পরিপ্রিয়া ভুবদধ দ্বিতা।	১২১
প্রেষ্ঠং বো অতিথি৺ স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্। অগ্নে রথং ন বেদ্যম্।	৭৬৩
প্রো অয়াসীদিন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃত৺ সখা সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সঙ্গিরম্।	
মর্য্য ইব যুবতিভিঃ সমর্ষতি সোমঃ কলশে শতযামনা পথা।	৪৯৪
প্রোথদশ্বো ন যবসেঽবিষ্যন্যদা মহঃ সম্বরণাদ্ ব্যস্থাৎ।	
আদস্য বাতো অনু বাতি শোচিরধ স্ম তে ব্রজনং কৃষ্ণমস্তি॥	৬৮১

ব।

বয়ং তে অস্য বৃধাবসো বসোর্ব্বসো পুরুস্পৃহঃ।	
নে নেদিষ্ঠতমা ইষঃ স্যাম সুম্নে তে অধ্রিগো॥	৭৪৪
বস্বুরগ্নির্ব্বসুশ্রবা অচ্ছা নক্ষি দ্যুমত্তমো রয়িং দাঃ।	৩০১
বাচমষ্টাপদীমহং নবস্রক্তিমৃতাবৃধম্। ইন্দ্রাৎ পরি তন্বং মম।	৫৬
বাতোপজূত ইষিতো বশা৺ অনু তৃষু যদন্না বেবিষদ্বিতিষ্ঠসে।	
আ তে যতন্তে রথ্যো৩যথা। পৃথক্ শর্দ্ধা৺স্যগ্নে অজরস্য ধক্ষতঃ।	৪৫
বাশ্রা অর্ষন্তীন্দবোঽভি বৎসং ন মাতর। দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ।	৬১৮
বিভ্রাজজ্জ্যোতিষা স্বা৩রগচ্ছো রোচনং দিবঃ। দেবাস্ত ইন্দ্র সখ্যায় যেমিরে।	১৬৬
বৃষা পুনান আয়ু৺ষি স্তনয়ন্নধি বর্হিষি। হরিঃ সন্ যোনিমাসদঃ।	৮৪
বৃষ্টিং দিবঃ পরি স্রব দ্যুম্নং পৃথিব্যা অধি। সহো নঃ সোম পৃৎসু ধাঃ।	৬০৪

ভ।

ভরামেধ্মং কৃণবামা হবী৺ষি তে চিতয়ন্তঃ পর্ব্বণাপর্ব্বণা বয়ম্।	২৬৩
ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরি বাধো জহী মৃধঃ। বসু স্পার্হং তদা ভর।	২৭৭

পৃষ্ঠা।

ম।

মঘোন আ পবস্ব নো জহি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ। ইন্দো সখায়মা বিশ। ৫৯৬

মদচ্যুৎ ক্ষেতি সাদনে সিন্ধোরূর্ম্মা বিপশ্চিৎ। সোমো গৌরী অধি শ্রিতঃ। ৬৩০

মমী বৎসস্য মাতৃভিঃ সৃজন্তা গয়সাধনম্। দেবাব্যাংহত্ত মদমভি দ্বিশবসম্। ৫১০

মহ নো রায় আভর পবমান জহী মৃধঃ। রাস্বেন্দো বীরবদ্যশঃ ॥ ৬৬৭

মহান্তং ত্বা মহীরন্বাপো অর্ষন্তি সিন্ধবঃ। যদ্ গোভির্ব্বাসয়িষ্যসে ॥ ২০২

মহী মে অস্য বৃষণাম শূষে মাশ্চত্বে। বা পৃশতে বা বধত্রে।

অস্বাপয়ন্নিগুতঃ স্নেহয়চ্চাপামিত্রাঁ অপাচিত্তো অচেতঃ। ৩৮৩

মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্।

কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নঃ পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ। ৪৬৪

মৃজন্তি ত্বা দশ ক্ষিপো হিম্বন্তি সপ্ত ধীতয়ঃ। অনু বিপ্রা অমাদিষুঃ। ৫৮৫

মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা সমুদ্রে বাচমিন্বসি। রয়িং পিশঙ্গং বহুলং পুরুস্পৃহং পবমানাভ্যর্ষসি। ৩০২

মেধাকারং বিদথস্য প্রসাধনমগ্নিং হোতারং পরিভূতরম্মতিম্।

ত্বামর্ভস্য হবিষঃ সমানমিত্ত্বাং মহো। বৃণতে নান্যং ত্বৎ। ৪৭

— ঃ০ঃ —

য।

য আর্জ্জীকেষু কৃত্বসু যে মধ্যে পস্ত্যানাম্। যে বা জনেষু পঞ্চসু। ৫২৭

য ইন্দ্র আবিবাসতি সুম্নমিন্দ্রস্য মর্ত্ত্যঃ। দ্যুম্নায় সুতরা অপঃ। ৪৯০

যঃ সোমঃ কলশেষ্বা অন্তঃ পবিত্র আহিতঃ। তমিন্দুঃ পরিষস্বজে। ৬৩৬

যজ্ঞং চ নস্তন্বঞ্চ প্রজাং চাদিত্যৈরিন্দ্রঃ সহ সীষধাতু। ৩৯৭

যজ্ঞস্য হি স্থ ঋত্বিজা সস্নী বাজেষু কর্ম্মসু। ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্। ২৮৩

যৎ সোম চিত্রমুক্থ্যং দিব্যং পার্থিবং বসু। তন্নঃ পুনান আভর। ৮২

যত্তে দিক্ষু প্ররাধ্যং মনো অস্তি শ্রুতং বৃহৎ।

তেন দৃঢ়া চিদদ্রিব আ বাজং দর্ষি সাতয়ে। ৫৫২

যদিন্দ্র চিত্র ম ইহ নাস্তি ত্বাদাতমদ্রিবঃ। রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়া হস্ত্যা ভর। ৫৪৭

যদিন্দ্র প্রাগপাগুদগ্‌ন্যগ্বা হূয়সে নৃভিঃ। সিমা পুরু নৃষূতো অস্যানবে সি প্রশর্দ্ধ তুর্ব্বশে। ১২৩

যদুদীরত আজয়ো ধৃষ্ণবে ধীয়তে ধনম্।

যুঙ্ক্ষ্বা মদচ্যুতা হরী কং হনঃ কং বসৌ দধোহস্মাঁ ইন্দ্র বসৌ দধঃ। ৯৪

যথা রুমে রুশমে শ্যাবকে কৃপ ইন্দ্র মাদয়সে সচা।

কণ্বাসস্ত্বা স্তোমেভির্ব্রহ্মবাহস ইন্দ্রা যচ্ছন্ত্যাগহি। ১২৬

যদ্বীড়াবিন্দ্র যৎ স্থিরে যৎপর্শানে পরাভৃতম্। বসু স্পার্হং তদা ভর। ২৮২

মন্ত্র। — পৃষ্ঠা।

যস্মত্তে বরেণ্যমিন্দ্র দ্যুক্ষং তদা ভর। বিদ্যাম তস্য তে বয়মকূপারস্য দাবনঃ। ৫৪৯
যবংযবয়ো অন্ধসা পুষ্টম্পুষ্টম্পরিস্রব। বিশ্বা চ সোম সৌভগা। ৩৩
যস্য ত ইন্দ্রঃ পিবাদ্যস্য মরুতো যস্য বার্য্যমণা ভগঃ।
আ যেন মিত্রা বরুণা করামহ এন্দ্রমবসে মহে। ৩৫৫
যস্য তে বিশ্বামানুষগ্‌ভূরের্দত্তস্য বেদতি। বসুস্পার্হং তদা ভর। ২৮০
যাঃ সন্তি পুরুস্পৃহো নিযুতো দাশুষে নরা। ইন্দ্রাগ্নী তাভিরাগতম্‌। ৬০
যাস্তে ধারা মধুশ্চ্যুতোঽসৃগ্রমিন্দ ঊতয়ে। তাভিঃ পবিত্রমাসদঃ। ৩৮
যুবং হি স্থঃ স্বঃপতী ইন্দ্রশ্চ সোম গোপতী। ঈশানা পিপ্যতং ধিয়ঃ। ৮৬
যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্ব্বাবতি সুন্বিরে। যে বাদঃ শর্য্যণাবতি। ৫২৪
যো জিনাতি ন জীয়তে হন্তি শত্রুমভীত্য স পবস্ব সহস্রজিৎ। ৩৭

—:*:—

র।

রয়িং নশ্চিত্রমশ্বিনমিন্দো বিশ্বায়ুমা ভর। অথা নো বস্যসস্কৃধি। ২৪১
রসং তে মিত্রো অর্য্যমা পিবন্তু বরুণঃ কবে। পবমানস্য মরুতঃ। ২৯৪
রাজানো ন প্রশস্তিভিঃ সোমাসো গোভিরঞ্জতে। যজ্ঞো ন সপ্তধাতৃভিঃ। ৪২০
রায়া হিরণ্যয়া মতিরিয়মবৃকায় শবসে। ইয়ং বিপ্রা মেধসাতয়ে। ২১৩
রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ। ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম। ৩০৮

শ।

শগ্ধ্যূ ষু শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
শকেম ত্বা সমিধং সাধয়াধিয়স্ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতং।
ত্বমাদিত্যাং আ বহ তান্যুশ্মস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব। ২৬৫
শিশুং জজ্ঞানং হর্য্যতং মৃজন্তি শুম্ভন্তি বিপ্রং মরুতো গণেন।
কবির্গীর্ভিঃ কাব্যেন কবিঃ সংসৎ সোমঃ। পবিত্রমত্যেতি রেভন্‌। ৫৫৫
শুক্রঃ পবস্ব দেবেভ্যঃ সোম দিবে। পৃথিব্যৈ শং চ প্রজাভ্যঃ। ৭৫৭
শুচিঃ পাবক উচ্যতে সোমঃ সুতঃ স মধুমান। দেবাবীরঘশংসহা। ৩১
শুভ্রমন্ধো দেববাতমপ্সু ধৌতং নৃভিঃ সুতম্‌। স্বদন্তি গাবঃ পয়োভিঃ। ১০১
শুম্ভমানা ঋতায়ুভির্মৃজ্যমানা গভস্ত্যোঃ। পবন্তে বারে অব্যয়ে। ১৯২
শূরো ন ধত্ত আয়ুধা গভস্ত্যোঃ সাহ্বঃ সিসাসন্‌রথিনো গবিষ্টিষু।
ইন্দ্রস্য শুষ্মমীরয়ন্নপস্যুভিরিন্দুর্হিন্বানো অজ্যতে মনীষিভিঃ॥ ৭১২

স।

সং বৎস ইব মাতৃভিরিন্দুর্হিন্বানো অজ্যতে। দেবাবীর্মদো মতিভিঃ পরিষ্কৃতঃ। ৩৬১
সখায় আ নিষীদত পুনানায় প্র গায়ত। শিশুং ন যজ্ঞৈঃ পরি ভূষত শ্রিয়ে। ৫১১

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
সনা চ সোম জেষি চ পবমান মহিশ্রবঃ। অথা নো বস্যসস্কৃধি।	২২১
সনা জ্যোতিঃ সনা স্বর্বিশ্বা চ সোম সৌভগা। অথা নো বস্যসস্কৃধি।	২২৩
সনা দক্ষমুত ক্রতুমপ সোম মৃধো জহি। অথা নো বস্যসস্কৃধি।	২২৫
স নো ভগায় বায়বে পূষ্ণে পবস্ব মধুমান্ চারুর্মিত্রে বরুণে চ।	৩১৫
স পবস্ব মদিন্তম গোভিরঞ্জানো অক্তুভিঃ। এন্দ্রস্য জঠরং বিশ।	৬৫৭
স বহ্নিরপ্সু দুষ্টরো মৃজ্যমানো গভস্ত্যোঃ। সোমশ্চমূষু সীদতি।	৩০
স বাজ্যক্ষাঃ সহস্ররেতা অদ্ভির্মৃজানো গোভিঃ শ্রীণানঃ।	৫২০
স বায়ুমিন্দ্রমশ্বিনা সাকং মদেন গচ্ছতি। রণা যো অস্য ধর্মণা।	৪৫১
সমৎস্বাশুমবসে বাজয়ন্তো হবামহে। বাজেষু চিত্ররাধসম্।	৫৩৮
সমিন্দ্রেণোত বায়ুনা সুত এতি পবিত্র আ। সং সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ	৩১৪
সমীচীনাস আশত হোতারঃ সপ্তজানয়ঃ পদমেকস্য পিপ্রতঃ।	৪২৮
সমুদ্রো অপ্সু মামৃজে বিষ্টম্ভো ধরুণো দিবঃ। সোমঃ পবিত্রে অস্ময়ুঃ।	২০৫
সম্রাজা যা ঘৃতযোনী মিত্রশ্চোভা বরুণশ্চ। দেবা দেবেষু প্রশস্তা।	৪৭৫
স যোজত উরুগায়স্য জূতিং বৃথাক্রীড়ন্তং মিমতে ন গাবঃ। পরীণসং কৃণুতে তিগ্মশৃঙ্গো দিবা হরির্দ্দদৃশে নক্তমৃজ্রঃ।	৪১২
স সুন্বে যো বসূনাং যো রায়ামানেতা য ইড়ানাম্। সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্।	৩৫৪
স হি ত্বা জরিতৃভ্য আ বাজং গোমন্তমিন্বতি। পবমানঃ সহস্রিণম্।	২৪
সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে। জুহুমসি দ্যবিদ্যবি।	৩২৫
সুষাণাসো ব্যদ্রিভিশ্চিতান গোরধি ত্বচি। ইষমস্মভ্যমভিতঃ সমস্বরন্বসুবিদঃ।	৩৭০
সো অর্ষেন্দ্রায় পীতয়ে তিরো রোমাণ্যব্যয়া। সীদন্নুতস্য যোনিমা।	৪০
সোম উষ্বাণঃ সোতৃভিরধিষ্ণুভিরবীনাম্। অশ্বয়েব হরিতা যাতি ধারয়া। মন্দ্রয়া যাতি ধারয়া।	৭২
সোমা অসৃগ্রমিন্দবঃ সুতা ঋতস্য ধারয়া। ইন্দ্রায় মধুমত্তমাঃ।	৬২৫
সোমং পুনানো অর্ষতি সহস্রধারো অত্যবিঃ বায়োরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্।	৬০৮
সোমাঃ পবন্ত ইন্দবোঽস্মভ্যং গাতুবিত্তমাঃ। মিত্রাঃ স্বানা অরেপসঃ স্বাধ্যঃ স্বর্বিদঃ।	৩৬৬
স্বাদোরিত্থা বিষূবতো মধ্বঃ পিবন্তি গৌর্য্যঃ। যা ইন্দ্রেণ সযাবরীর্বৃষ্ণা মদন্তি শোভথা বস্বীরনু স্বরাজ্যং।	৯৭

হ।

হিন্বানাসো রথা ইব দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ। ভরাসঃ কারিণামিব।	৪১৮

মন্ত্র-সূচী সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা ॥
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী ॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা ॥

হাওড়া-সহরস্থে 'পৃথিবীর ইতিহাস'-মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।